শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৯শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৭৩ { ১ম সংখ্যা

ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

ঊনবিংশ বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৮০ গোবিন্দ হইতে ৪৮১ মাধব,
বঙ্গাব্দ ১৩৭৩ ফাল্গুন হইতে ১৩৭৪ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৭ মার্চ্চ হইতে ১৯৬৮ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক
পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

সম্পাদক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

প্রকাশক
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

বার্ষিক ভিক্ষা—৫.০০ টাকা মাত্র

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

—(*)—

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত হরিহর ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি. ই.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

—(*)—

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস** হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ঊনবিংশ বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অক্ষয়-তৃতীয়ায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (সাময়িকী)	৫।১১৯
২। অন্নকূট-মহোৎসব	১০।৩৯৩
৩। অর্দ্ধরাত্রবিদ্ধা-বিমর্শঃ	৯।৩৪৯
৪। অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ-আবির্ভাব-বাসরে ভক্ত্যঞ্জলি	১।২৬
৫। আগামী দিবস	২।৭১
৬। আচার্য্যদেবের আসামে শুভবিজয়—শ্রীশ্রীল	৬।২৩৪
৭। আচার্য্যভাস্কর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব-তিথি-উৎসব	১১।৪৩৮
৮। আধ্যক্ষিকের প্রতি মহাপ্রভু	১১।৪১৯
৯। আধ্যক্ষিকের চণ্ডীদাস ও মহাপ্রভুর চণ্ডীদাস (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র)	২।৪৪
১০। আধুনিক পরার্থিতার স্বরূপ	৭।২৬০, ৯।৩৫৭
১১। আমিত্বের সন্ধান	৮।৩১৩
১২। আরোহবাদ ও অবরোহবাদ	৯।৩৪১, ১০।৩৭৬
১৩। ইন্দ্রমালীচকে বিরাট ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব-সভা	৪।১৫৫
১৪। উদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে রথযাত্রা ও বার্ষিক মহামহোৎসব—শ্রী	৬।২৩৬
১৫। উপদেশামৃত-ভাষা—শ্রীশ্রী	৫।১৯৩, ৬।২২০
১৬। উপদেশামৃতের অনুবৃত্তির পরিশিষ্ট	৮।৩০৩, ৯।৪৫
১৭। একাদশী-মাহাত্ম্য—শ্রীশ্রী (পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড হইতে অনুদিত) [পাপমোচনী একাদশী ১।১৬, কামদা একাদশী ২।৫৫, বরূথিনী একাদশী ৩।৯৯, মোহিনী একাদশী ৪।১৩৭, অপরা একাদশী ৫।১৮২, পাণ্ডবা, নির্জ্জলা একাদশী ৬।২১৭]।	
১৮। কেদার-বদ্রী-তীর্থ-পরিক্রমা—শ্রী	২।৭৯
১৯। কৃপাবতার (কবিতা)	১।৯

২০। করিমগঞ্জে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচার ৬।২৩৮
২১। কৃষ্ণ 'সম্বন্ধে'র সুযোগ; চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি
(শ্রীল প্রভুপাদের পত্র) ১।৫
২২। গজেন্দ্র-কৃতং "শ্রীশ্রীহরি-স্তব-ষোড়শকম্ – শ্রী ১।১, ২।৭১
২৩। গদাধর পণ্ডিত—শ্রীল ৩।১০৬, ৪।১৫১
২৪। গতাগতি ১০।৩৯১, ১১।৪২৯
২৫। গীতায় অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব—শ্রী ১১।৪৩১
২৬। গুরু-বন্দনা—শ্রী (কবিতা) ৩।৯১
২৭। গুরুর-লক্ষণ—শ্রী (কবিতা) ৫।১৭৬
২৮। গুরু বিনা দয়াল নাই (শ্রীব্যাস-পূজায় ভক্ত্যঞ্জলি) ১।৩২, ২।৬৯
২৯। গৃহব্রতীর তামসী-গতি (কবিতা) ৭।২৫৩, ৮।২৯০
৩০। গোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে ঝুলনযাত্রা ও বার্ষিক
মহোৎসব—শ্রী ৮।৩২০
৩১। গৌর ও কৃষ্ণলীলা বৈশিষ্ট্য (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র) ৩।৮৫
৩২। গৌর ও গদাধর-তত্ত্ব, বিবিধ ঐতিহ্য
(শ্রীল প্রভুপাদের পত্র) ৬।২০৪
৩৩। গৌড়ীয়ের ঊনবিংশ বর্ষ ১।৩৬
৩৪। গৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী ৯।৩৬০
৩৫। চৈতন্যদাস—শ্রী (কবিতা) ৯।৩৩০
৩৬। জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব—শ্রীশ্রী ৯।৩৬০
৩৭। জীবের আত্মীয় কে? ৩।১১২
৩৮। জীবের মূল ব্যাধি (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র) ১২।৪৪৬
৩৯। ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী (নবদ্বীপ, চুঁচুড়া ও
মথুরা মঠে) ৮।৩১৯
৪০। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—শ্রীল ৮।৩১১
৪১। ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস ও বেষাশ্রয় ৩।১১৮
৪২। দীনার নিবেদন (কবিতা) ২।৪৯
৪৩। দেব-কৃতং "শ্রীশ্রীহরি-স্তব-ত্রয়োদশকম্"—শ্রী ১২।৪৪১
৪৪। দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মন্ত্রী
শ্রীযুত চারুমিহির সরকার—শ্রী ৭।২৭৯
৪৫। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য—শ্রী [২।৬৪, ৩।১০১, ৪।১৩৯,
৫।১৮৩, ৬।২২৮, ৭।২৬৫]।
৪৬। নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও গৌর-জন্মোৎসব—শ্রীশ্রী ৩।১১৭

৪৭। নামভজন ও তৎফল—শ্রী (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র) ৪।১২৪
৪৮। নিয়ম-সেবার স্বরূপ ১০।৩৮১
৪৯। নিরুত্তর ৯।৩৩২, ১০।৩৮৭, ১১।৪১৬, ১২।৪৬৯
৫০। নীলাচলে শ্রীল সনাতন ৯।৩৫২
৫১। নৃসিংহ চতুর্দ্দশীব্রত-মাহাত্ম্য—শ্রীশ্রী (কবিতা) ৪।১২৯
৫২। পত্রোত্তর ৮।৩১৭, ১১।৪৩৪, ১২।৪৫২
৫৩। পরলোকে শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক ১০।৩৯৫
৫৪। পার্থিব উচ্চতম মনীষা ও পরমার্থ-বিচার
(শ্রীল প্রভুপাদের পত্র) ৭।২৪৪
৫৫। প্রচার-প্রসঙ্গ [শিলং-এ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তের সুশীতল বাণী ৩।১১৯; শিলচরে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তের প্রচার ৪।১৫৮; মেদিনীপুর জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার ৫।১৯৯, ত্রিপুরায় শ্রীভক্তি-বেদান্ত-বাণী ৫।১৯৯; মেদিনীপুর জেলায় প্রচার ৬।২৩৭; করিমগঞ্জে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচার ৬।২৩৮; মণিপুর রাজ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচার ৭।২৮০]।
৫৬। প্রবন্ধ ও সম্বন্ধ ৪।১৫৩, ৫।১৯৫
৫৭। প্রশ্নোত্তর [প্রকরণ প্রস্থান—মহাজন-বাক্য-গ্রন্থাদি ১।৬, ২।৪৫, শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৮৯, পারমার্থিক সাহিত্য ৪।১২৫; অভিধেয়-তত্ত্ব ৫।১৬৯, বৈধী ভক্তি ৬।২০৬, ৭।২৪৮, শ্রদ্ধা ৮।২৮৭, সাধুসঙ্গ ৯।৩২৬, ১০।৩৬৭; কর্ম্ম ১১।৪৬০, ১২।৪৪৮]।
৫৮। বস্তু আলোচনা ২।৭৭
৫৯। বস্তু বিচারে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব ৩।১১০
৬০। বিবেক-দংশন (কবিতা) ১১।৪১০
৬১। বিমুখের স্বভাব, মঙ্গলকামীর কর্ত্তব্য
(শ্রীল প্রভুপাদের পত্র) ১০।৩৬৫
৬২। ব্যাসপূজায় আকিঞ্চন—শ্রী (কবিতা) ১।২৫
৬৩। ব্যাসপূজায় আহ্বান—শ্রী ১১।৪৪০
৬৪। ব্যাসপূজায় প্রভুপাদের অঞ্জলি—শ্রী ১।৩৫
৬৫। ব্যাসপূজায় ভক্ত্যঞ্জলি—শ্রী ২।৬৯
৬৬। ব্যাসপূজায় মহোৎসব—শ্রী ১।৩৮
৬৭। ব্রজ-নব-যুবরাজাষ্টকম্—শ্রীশ্রী (শ্রীল রূপ-গোস্বামি-কৃত) ৮।২৮১
৬৮। ব্রজনবীন-দ্বন্দ্বাষ্টকম্—শ্রীশ্রী (") ৭।২৪১
৬৯। ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমায় আহ্বান—শ্রীশ্রী ৬।২৩৯

৭০। ব্রহ্ম-কৃতং "শ্রীশ্রীক্ষিরোদশায়ী-ভগবৎ-স্তত্যষ্টকম্"—শ্রী ৫।১৬১
৭১। ব্রহ্ম-কৃতং "শ্রীশ্রীহরি-স্তব ত্রয়োদশকম্"—শ্রী ৩।৮১
৭২। " " " " দ্বাদশকম্—শ্রী ৪।১২১
৭৩। ভগবদ্ অনুশীলন ২।৭৩
৭৪। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব—শ্রী ৬।২৩৬
৭৫। ভ্রান্ত-কর্ম্মী (কবিতা) ১০।৩৬৯
৭৬। মরণের যুগে অমৃতের দূত ৮।২৯৭, ৯।৩৪৭
৭৭। মহাপ্রয়াণে শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীবিনোদবাণী
গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ১০।৩৯৭
৭৮। মীরাবাই ও ভক্তিতত্ত্ব ৯।৩৪১
৭৯। মুকুন্দ-মুক্তাবলী-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী ৯।৩২১, ১০।৩৬১, ১১।৪০১
৮০। রথযাত্রায় আহ্বান—শ্রী ৪।১৫৯
৮১। রস, তত্ত্ব, ঐতিহ্য ও আধ্যক্ষিকতা
(শ্রীল প্রভুপাদের পত্র) ৫।১৬৪
৮২। রাখে হরি মারে কে ? (নাটক) ৪।১৪৫, ৫।১৮৭,
৬।২২৩, ৭।২৬৮, ১১।৪২৩, ১২।৪৫৮
৮৩। লক্ষ্মী ও তুলসী (কবিতা) ৬।২১১
৮৪। শম্ভু-কৃতং "শ্রীশ্রীহরিস্তবাষ্টকম্—শ্রী ৬।২০১
৮৫। শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের নির্য্যাণ ৬।২৩৯
৮৬। শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহোৎসব ১২।৪৭১
৮৭। সন্দর্ভসার [ভক্তি-সন্দর্ভ]— ৪।১৩২, ৫।১৭৮, ৬।২১২, ৭।২৫৬,
৮।২৯২, ১০।৩৭১, ১১।৪১১
৮৮। সাত্বত-স্মৃতি-বিধি অবশ্য পাল্য (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র) ১১।৪০৪
৮৯। সাধুর লক্ষণ ১।১১
৯০। সাধুসঙ্গের দূরে অবস্থিতের মঙ্গলোপায়
(শ্রীল প্রভুপাদের পত্র) ৮।২৮৪
৯১। সার্ব্বভৌম উদ্ধার ১।২০, ২।৫০, ৩।৯৩
৯২। সিউড়ীতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যদেব ৭।২৭৭
৯৩। সুখের স্বরূপ (কবিতা) ১২।৪৫১
৯৪। স্নানযাত্রা মহোৎসব ৫।১৯৮
৯৫। স্বপ্রকাশ (কবিতা) ১২।৪৭২
৯৬। 'হরিভক্তিবিলাস'স্থ অর্দ্ধরাত্রবেধখণ্ডন-প্রসঙ্গের **বাসুদেব**
পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩৭৪, পৃষ্ঠা ৩৪৪)
লিখিত সমালোচনার প্রতিবাদ ৭।২৭৩, ৮।৩০৫

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয় ঃ—

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ প্রভু

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৯শ বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ১৮ গোবিন্দ, ৪৮০ গৌরাব্দ
মঙ্গলবার, ২৯ ফাল্গুন, ১৩৭৩; ইং ১৪।৩।১৯৬৭ | ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীগজেন্দ্র-কৃতং "শ্রীশ্রীহরি-স্তব-ষোড়শকম্"

(শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টম-স্কন্ধে তৃতীয়েঽধ্যায়ে—২-১৭)

শ্রীগজেন্দ্র উবাচ—

ওঁ নমো ভগবতে তস্মৈ যত এতচ্চিদাত্মকম্।
পুরুষায়াদিবীজায় পরেশায়াভিধীমহি॥ ১॥

গজেন্দ্র কহিল,—সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার, যাঁহা হইতে এই দেহাদিও চেতনবৎ হইয়াছে। অতএব আদি বীজস্বরূপ ও ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর এবং দেহপুরে কারণরূপে প্রবিষ্ট পুরম পুরুষকে আমি ধ্যান করি॥১॥

যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।
যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্॥ ২॥

যাঁহাতে এই বিশ্ব অবস্থিত, যে উপাদানে উদ্ভূত, যৎ-কর্তৃক সৃষ্ট ও

যিনি স্বয়ংই এই বিশ্বের কারণ এবং যিনি কার্য্য ও কারণ হইতে ভিন্ন, আমি সেই স্বতঃসিদ্ধ ভগবান্‌কে আশ্রয় করি ॥২॥

যঃ স্বাত্মনীদং নিজমায়য়ার্পিতং
ক্বচিদ্বিভাতং ক্ব চ তত্তিরোহিতম্ ।
অবিদ্ধদৃক্ সাক্ষ্যুভয়ং তদীক্ষতে
স আত্মমূলোঽবতু মাং পরাৎপরঃ ॥ ৩ ॥

যাঁহার স্বকীয় মায়ায় আপনাতে অর্পিত এই বিশ্ব কোন সময় প্রাদুর্ভূত হয় কোন সময় বা তিরোহিত হয়, কার্য্য ও কারণ এই উভয় অবস্থাকেই স্বপ্রকাশ যিনি সাক্ষিরূপে অলুপ্ত দৃষ্টিতে সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতেছেন, সেই পরাৎপর প্রকাশকের প্রকাশক আমাকে রক্ষা করুন ।৩॥

কালেন পঞ্চত্বমিতেষু কৃৎস্নশো
লোকেষু পালেষু চ সর্ব্বহেতুষু
তমস্তদাসীদ্গহনং গভীরং
যস্তস্য পারেঽভিবিরাজতে বিভুঃ ॥ ৪ ॥

কালবশতঃ সকল কারণ, লোক এবং লোকপাল সম্পূর্ণরূপে বিনাশ-প্রাপ্ত হইলে দুরবগাহ গভীর তমোমাত্র বর্ত্তমান ছিল ; যে বিভু এবম্ভূত তমোরাশির পারে বিরাজমান ছিলেন আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করি ॥৪॥

ন যস্য দেবা ঋষয়ঃ পদং বিদু-
র্জন্তুঃ পুনঃ কোঽর্হতি গন্তুমীরিতুম্ ।
যথা নটস্যাকৃতিভির্বিচেষ্টতো
দুরত্যয়ানুক্রমণঃ স মাঽবতু ॥ ৫ ॥

বেশভূষা দ্বারা বিবিধ চেষ্টাবান্ নটের ন্যায় ক্রিয়াশীল যে ভগবানের স্বরূপ দেব ও ঋষিগণ জ্ঞাত হইতে পারেন নাই, সুতরাং মাদৃশ অর্ব্বাচীন তাহা যথার্থরূপে বুঝিতে বা বলিতে কি প্রকারে সমর্থ হইবে ? অতএব সেই দুর্জ্ঞেয়চরিত শ্রীহরি আমাকে রক্ষা করুন ॥৫॥

দিদৃক্ষবো যস্য পদং সুমঙ্গলং
বিমুক্তসঙ্গা মুনয়ঃ সুসাধবঃ ।

চরন্ত্যলোকব্রতমব্রণং বনে
ভূতাত্মভূতাঃ সুহৃদঃ স মে গতিঃ ॥৬॥

সুসাধু, ত্যক্তসঙ্গ, সর্ব্বপ্রাণীতে সমদর্শী, সুহৃদ, মুনিগণ যাঁহার সুমঙ্গল পদদর্শন করিবার বাসনায় অরণ্যে অক্ষত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাচরণ করেন, সেই ভগবান্ আমার আশ্রয় হউন ॥৬॥

ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম্ম বা
ন নামরূপে গুণদোষ এব বা।
তথাপি লোকাপ্যয়সম্ভবায় যঃ
স্বমায়য়া তান্যনুকালমৃচ্ছতি ॥ ৭ ॥
তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অরূপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্য্যকর্ম্মণে ॥ ৮ ॥

যাঁহার জন্ম, কর্ম্ম, নাম, রূপ ও গুণ-দোষ নাই, তথাপি যিনি লোক-সমূহের উৎপত্তি ও বিনাশের জন্য স্বীয় মায়া দ্বারা নিরন্তর ঐ সকল স্বীকার করিয়া থাকেন, আমি সেই অনন্তশক্তি, রূপ-রহিত ও বহুরূপী এবং অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্মশীল সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥৭-৮॥

নম আত্মপ্রদীপায় সাক্ষিণে পরমাত্মনে।
নমো গিরাং বিদূরায় মনসশ্চেতসামপি ॥ ৯ ॥

আত্মপ্রকাশক জীবনিয়ন্তা, পরমাত্মা তাঁহাকে নমস্কার। বাক্য-মন এবং চিত্তবৃত্তির অপ্রাপ্য তাঁহাকে নমস্কার ॥৯॥

সত্ত্বেন প্রতিলভ্যায় নৈষ্কর্ম্ম্যেণ বিপশ্চিতা।
নমঃ কৈবল্যনাথায় নির্ব্বাণসুখসংবিদে ॥ ১০ ॥

তিনি দিব্যসূরিগণকর্তৃক শুদ্ধসত্ত্বাত্মক ভক্তিযোগে প্রাপ্য হইয়া থাকেন; সেই শুদ্ধপ্রেমনাথ নির্ব্বাণ-সুখদাতাকে নমস্কার করি ॥১০॥

নমঃ শান্তায় ঘোরায় গূঢ়ায় গুণধর্ম্মিণে।
নির্ব্বিশেষায় সাম্যায় নমো জ্ঞানঘনায় চ ॥ ১১ ॥

তিনি (সাধুদিগের প্রতি) শান্ত, (খলের প্রতি) উগ্র, (সংসারী ব্যক্তিগণের পক্ষে) প্রচ্ছন্ন, সত্ত্বাদিগুণের আশ্রয়, হেয়গুণশূন্য, বৈষম্য-রহিত ও জ্ঞানঘন; তাঁহাকে নমস্কার করি ॥১১॥

ক্ষেত্রজ্ঞায় নমস্তুভ্যং সর্ব্বাধ্যক্ষায় সাক্ষিণে।
পুরুষায়াত্মমূলায় মূলপ্রকৃতয়ে নমঃ॥ ১২॥

অন্তর্য্যামী, সর্ব্বাধ্যক্ষ এবং সর্ব্বসাক্ষী আপনাকে নমস্কার করি। প্রধানের উদ্ভব হেতু এবং ক্ষেত্রজ্ঞগণের মূল পূর্ণ-স্বরূপ আপনাকে নমস্কার করি ॥১২॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাদ্রষ্ট্রে সর্ব্বপ্রত্যয়হেতবে।
অসতাচ্ছায়য়োক্তায় সদাভাসায় তে নমঃ॥ ১৩॥

সকল বিষয়ের দ্রষ্টা এবং সর্ব্বপ্রত্যয়-জ্ঞাপক অসন্ময়াস্মৃচিত সদাভাস আপনাকে নমস্কার করি ॥১৩॥

নমো নমস্তেঽখিলকারণায় নিষ্কারণায়াদ্ভুতকারণায়।
সর্ব্বাগমাম্নায়-মহার্ণবায় নমোঽপবর্গায় পরায়ণায়॥ ১৪॥

সর্ব্বকারণ, স্বয়ং নিষ্কারণ ও অদ্ভুতকারণ, আপনাকে নমস্কার। পঞ্চরাত্রাদি আগম ও বেদ-সমূহের আশ্রয় এবং মোক্ষরূপী ও সাধুগণের শরণ স্বরূপ আপনাকে নমস্কার ॥১৪॥

গুণারণিচ্ছন্ন-চিদুষ্মপায় তৎক্ষোভবিস্ফূর্জিত-মানসায়।
নৈষ্কর্ম্ম্যভাবেন বিবর্জিতাগম-স্বয়ং-প্রকাশায় নমস্করোমি ॥১৫॥

আপনি সত্ত্বাদি-গুণরূপ অরণিতে আচ্ছন্ন জ্ঞানাগ্নিস্বরূপ ও গুণকার্য্যে বহির্মনস্ক; আত্মতত্ত্ব ভাবনা দ্বারা বিধি-নিষেধরূপ আগম-পরিত্যাগকারিগণের হৃদয়ে স্বয়ং প্রকাশিত হন; আপনাকে নমস্কার ॥ ১৫ ॥

মাদৃক্-প্রপন্ন-পশুপাশ-বিমোক্ষণায়
মুক্তায় ভূরিকরুণায় নমোঽলয়ায়।
স্বাংশেন সর্ব্বতনুভৃন্মনসি প্রতীত
প্রত্যগ্-দৃশে ভগবতে বৃহতে নমস্তে ॥ ১৬॥

আমার ন্যায় শরণাগত পশুর পাশমোচক, মুক্ত, অশেষ করুণাকর, আলস্যশূন্য, সকল দেহীর অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে প্রখ্যাত, জ্ঞানস্বরূপ এবং অপরিচ্ছিন্ন আপনাকে নমস্কার ॥১৬॥

কৃষ্ণ 'সম্বন্ধে'র সুযোগ ; চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি *

স্নেহবিগ্রহেষু —

……কৃষ্ণ অতি সুবৃহৎ বস্তু হইলেও আমাদের ইন্দ্রিয়ের আয়ত্ত বা অধীন করিতে হইলে সেই বস্তুকে একটুকু সুদূরে সংরক্ষিত করিতে হইবে। পরম মর্য্যাদাবান বস্তুর সহিত ব্যবহার প্রার্থনা করিতে হইলে সেই বস্তুটিকে মর্য্যাদা-ভূমির দ্বারা অন্তরিত করিয়া দূরে সংস্থাপ্য। যেরূপ সূর্য্য অতি বৃহৎ বস্তু হইলেও দূরে অবস্থিত বলিয়া আমাদের অক্ষিগোচর হন এবং আমরা তাঁহাকে আমাদের অপেক্ষা ছোট বস্তু বলিয়া দেখিতে পাই, তদ্রূপ **কৃষ্ণের সহিত আমাদের সম্বন্ধ স্থাপন অসম্ভব প্রতীয়মান হইলেও তিনি আমাদের অধীনতায় আসিবার ব্যবস্থা করেন**। আমরা বদ্ধজীব অবস্থায় বড়-ছোট মাপ লইয়া ব্যস্ত থাকি। সূর্য্য অতি বৃহৎ হইলেও তাঁহার বৃহত্ত্ব আমাদের নিকট সমতা বা ক্ষুদ্রত্বে আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অধীনতায় পরিদৃষ্ট হইবার সুযোগ ভূতাকাশ নামক একটি পদার্থের দ্বারা সম্ভবিত হইতেছে। সেইরূপ **ভগবৎপ্রীতি বা জীবের ভক্তিরূপ চিদাকাশ কৃষ্ণসান্নিধ্য ও কৃষ্ণসেবার জন্য কৃষ্ণসম্বন্ধের সুযোগ দিতেছে।**

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি গানের পাঠক যদি মায়িক প্রভুতা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাসী-সম্বন্ধে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে কৃষ্ণকে প্রভু জানিবার অবকাশ হয় এবং তখন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কথা বুঝিতে পারা যায়। এই সদ্‌জ্ঞান লাভ হইলে বিদ্যাপতিকে লছ্‌মীর উপপতিত্বে স্থাপন করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হয় না। ভজনীয় বস্তু—কৃষ্ণ, এই উপলব্ধি থাকিলে পঞ্চরসের যে-রসে স্বরূপের অবস্থান, তদনুরূপ চক্ষে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বা জয়দেবকে বিচার করিলে জানা যাইবে যে জয়দেবের পদ্মাবতী, চণ্ডীদাসের রামী ও বিদ্যাপতির লছ্‌মী প্রভৃতি নবরসিক-সম্প্রদায়ের ব্যভিচারযুক্ত কদর্য্য ধারণার বিষয় নহেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

---

* জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রাকৃত কামুকগণের অধঃপতিত চিত্তকে দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত করিবার জন্য তদীয় কোন ভক্তকে ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ বঙ্গাব্দে এই পত্রটি লেখেন।

প্রশ্নোত্তর

(প্রকরণ-প্রস্থান—মহাজন-বাক্য-গ্রন্থাদি)

৯। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'বিদ্বদ্রঞ্জন'-ভাষ্য রচনার উদ্দেশ্য ও প্রেরণা কি?

"মায়াবাদ-মেঘাবৃত, গীতাতত্ত্ব-চন্দ্রামৃত,
ভাষ্যকার শ্রীবিদ্যাভূষণ।
পঞ্চতত্ত্ব-কৃপাবলে, প্রকাশিয়া ভূমণ্ডলে,
পূর্ণানন্দ কৈল বিতরণ॥
তাঁ'র ভাষ্য অনুসারে, গীতামৃত ভাষ্যাকারে
ভকতিবিনোদ ক্ষুদ্র অতি।
বিদ্বদ্রঞ্জন আখ্যা, করিয়াছে ভাষাব্যাখ্যা,
শুদ্ধভক্তে করিয়া প্রণতি॥
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু হন, গীতারত্ন-মহাজন,
তাঁ'র পদে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।
এ দাসেরে কৃপা করি,' মস্তকে চরণ ধরি,
শক্তিদানে পূর্ণ করুন কাম॥
জগজ্জীবে কৃপা করি', যে আনিল গৌরহরি,
যে শিখালো গীতাতত্ত্বসার।
তাঁ'র কৃপা যদি পাই, তত্ত্বসিন্ধু পারে যাই,
ইথে কি সন্দেহ আছে আর॥
হে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, হে অদ্বৈত প্রেমকন্দ,
লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া গদাধর।
হে জাহ্নবা, বংশী, রূপ, সনাতন, হে স্বরূপ,
রামানন্দ, শ্রীবাস, শ্রীধর॥
আমি অতি দীন হীন, তব কৃপা সমীচীন,
মূঢ়ে সিদ্ধিসার দিতে পারে।
কৃপা করি' বিঘ্ন নাশি', প্রকাশিয়া তত্ত্বরাশি,
দেহ' শক্তি ভাষ্য রচিবারে॥"

—'মঙ্গলাচরণ,' বিঃ ভাঃ

১০। 'ব্রহ্মসংহিতা-প্রকাশিনী' টীকার উদ্দেশ্য ও ভূমিকাটী কি?

"প্রচুর-সিদ্ধান্ত রত্ন, সংগ্রহে বিশেষ যত্ন,
করি' ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণে স্তবিল।

এই গ্রন্থে সেই স্তব, মানবের সুবৈভব,
পঞ্চম অধ্যায়ে নিবেশিল ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপাসিন্ধু, কলি জীবের একবন্ধু,
দাক্ষিণাত্য ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
এ 'ব্রহ্মসংহিতা' ধন, করিলেন উদ্ধারণ
গৌড়-জীবে উদ্ধার করিতে ॥
নানা শাস্ত্র বিচারিয়া, তার টীকা বিরচিয়া,
শ্রীজীবগোস্বামী মহোদয়।
শ্রীগৌড়ীয়-ভক্তগণে, মহা-কৃপাপূর্ণ মনে,
এ গ্রন্থ অর্পিলা সদাশয় ॥
সেই ব্যাখ্যা অনুসারে, আর কিছু বলিবারে,
প্রভু মোর বিপিনবিহারী।
আজ্ঞা দিলা অকিঞ্চনে, এ দাস হর্ষিত মনে,
বলিয়াছে কথা দুই চারি ॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত ভেদ,' শুদ্ধবুদ্ধি-সহ যদি
ভক্তগণ করেন বিচার।
কৃতার্থ হইবে দাস, পূরিবে তাহার আশ,
শুদ্ধভক্তি হইবে প্রচার ॥
ভক্তজন-প্রাণধন, রূপ, জীব, সনাতন,
তব কৃপা সমুদ্র সমান।
টীকার আশয় গূঢ়, যাতে বুঝি আমি মূঢ়,
সেই শক্তি করহ বিধান ॥
শ্রীজীব-বচনচয়, পুষ্পকলি শোভাময়,
প্রস্ফুটিত করিয়া যতনে।
গুরু কৃষ্ণে প্রণমিয়া শুদ্ধভক্ত-করে দিয়া,
ধন্য হই, এই ইচ্ছা মনে ॥"

—ব্রঃ সং প্রঃ, 'মঙ্গলাচরণ'

১১। 'প্রকাশিনী' বৃত্তির স্বরূপ কি ও প্রণেতা কে?

"জীবাভয়প্রদা বৃত্তির্জীবাশয়-প্রকাশিনী।
কৃতা ভক্তিবিনোদেন সুরভিকুঞ্জবাসিনা ॥"

—ব্রঃ সং প্রঃ, ৬২

১২। অমৃতপ্রবাহভাষ্য রচনার উপলক্ষ্য কি?

"শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রেমের কন্দ,
হরিদাস, স্বরূপ গোসাঞি।
শ্রীবংশীবদনানন্দ, সার্ব্বভৌম, রামানন্দ
রূপ-সনাতন দুই ভাই॥
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ ভট্ট,
শিবানন্দ, কবিকর্ণপূর।
নরোত্তম, শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র, রঘুদাস,
বলদেব, চক্রবর্ত্তী ধুর॥
ঈশ ঈশভক্তগণে, প্রণমিয়া সযতনে,
অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যসার।
চৈতন্যচরিতামৃত, করিলাম সুবিস্তৃত,
ভক্তবৃন্দ করহ বিচার॥
গৌরকথা-পয়োরাশি, কৃষ্ণদাস তাহে ভাসি',
আনিয়াছে অমৃতের ধার।
সেই কাব্যসুধা-পানে, বৈষ্ণব শীতল প্রাণে,
আরোপিতে চাহে বার-বার॥
এই দীন অকিঞ্চনে, আজ্ঞা দিল সর্ব্বজনে,
ভাষ্য তার করিতে রচন।
সাধু-আজ্ঞা শিরে ধরি,' যত্নে এই ভাষ্য করি,'
সাধুকরে করিনু অর্পণ॥"

—'মঙ্গলাচরণ,' অঃ প্রঃ ভাঃ

১৩। শ্রীভক্তিবিনোদ কাঁহার প্রসাদে 'তত্ত্ববিবেক' গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বলিয়া জানাইয়াছেন?

"জয়তি সচ্চিদানন্দরসানুভববিগ্রহঃ।
প্রোচ্যতে সচ্চিদানন্দানুভূতির্যৎপ্রসাদতঃ॥

যাঁহার প্রসাদে এই সচ্চিদানন্দানুভূতি নামক গ্রন্থ বিরচিত হইল, সেই সচ্চিদানন্দ-রসানুভব-বিগ্রহরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয়যুক্ত হউন॥"

—তঃ বিঃ, ১ম অনুঃ ১

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

কৃপাবতার

তোমার করুণা, কি দিব তুলনা,
অপার করুণাময়।
আমি না চাহিতে, মোরে আকর্ষিতে,
তুমি 'কৃষ্ণ' রসময়॥
তব দাস আমি, তুমি নিত্য স্বামী,
তব সেবা মোর কাম।
সেই সেবা ত্যজি', জড়ভোগে মজি',
ভুলেছি তোমার নাম॥
তোমার প্রকৃতি, সুচতুরা অতি,
তোমার সেবনে রত।
পাইয়া আমারে, তাপত্রয়ে জারে,
পেতেছি যাতনা কত॥
নিত্য সুখ যাহে, উদাসীন তাহে,
দেখিয়া আমার গতি।
বন্ধু রূপ ধরি', মোরে ভোক্তা করি',
হরি' লয় মোর মতি॥
ভোক্তা অভিমানে, তাহে ভোগ্য-জ্ঞানে,
ভোগ-সুখে মত্ত হই।
ভোগ-অভিলাষ, করে ভোগ-দাস,
রিপু-ভোগ্য হঞা রই॥
রিপুর তাড়না, অশেষ যাতনা,
বলিতে না পারি আমি।
যা'র দুষ্টাদেশে, বান্ধি' আশাপাশে,
রেখেছে দিবস-যামি॥
আমার দুর্গতি, অগতির গতি,
হরিতে তুমি হে হরি!
অর্চ্চারূপ ধরি', বিশ্বে অবতরি',
এসেছ করুণা করি'॥

শৈলী, দারুময়ী, লৌহী, মণিময়ী,
লেপ্যা, লেখ্যা, মনোময়ী ।
আর ত' সৈকতী, অষ্টধা মূরতি,
একই স্বরূপে দয়ী ॥
নামরূপে হরি, পুনঃ দয়া করি',
পতিতপাবন তুমি ।
নাশি' জড় কাম, লহ নিজ-ধাম,
তব পদে নমি আমি ॥
নাম চিন্তামণি, সর্ব্বরস-খনি,
নিত্য শুদ্ধ রসময় ।
পূর্ণ মুক্ত ধন, ব্রজেন্দ্রনন্দন,
নাম-নামী ভেদ নয় ॥
'নাম' 'অর্চ্চা'রূপে, আর ত' 'স্বরূপে',
না হয় বিভেদ কভু ।
একই স্বরূপে, বিশ্বে দুই রূপ,
রাজে চিদানন্দ বিভু ॥
দুই রূপ ধরি', সর্ব্ব পাপ হরি',
জীবের স্বরূপ-জ্ঞান ।
করিছ প্রদান, করুণানিদান,
এমন কে আছে আন ?
গুরুরূপে আর, কৃপা-পারাবার,
'নাম' 'অর্চ্চা' বুঝাইতে ।
আপন বিজ্ঞান, দেহ ভগবান্,
তুমি এই অবনীতে ॥
তব দয়া গাই, হেন শক্তি নাই,
তোমার সেবক আমি ।
কৃপা-অবতারে, দেহ ভক্তি মোরে,
আমার পালক তুমি ॥

—শ্রীহরিকৃপাদাস ব্রহ্মচারী

সাধুর লক্ষণ

"আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্॥" (ভাঃ ১১।১৯।২১-২২)

অর্থাৎ, সেবাবিষয়ক আদর, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত, মদীয়ভক্তগণের পূজাতিশয্য, সর্ব্বভূতে মদ্ভাবজ্ঞান, মদীয় সেবাকার্য্যে অঙ্গচেষ্টা, বাক্যদ্বারা মদ্গুণগান আমার প্রতি চিত্তসমর্পণ, সর্ব্বকামপরিত্যাগ—এই সকল সাধুর কতিপয় লক্ষণ।

লৌকিক বা জাগতিক বিচারে কিয়ৎপরিমাণে নৈতিক সদাচারপরায়ণ হইলেই যে কোন ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু পারমার্থিকতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিলে তাহার বিপরীত পরিলক্ষিত হইবে। কারণ জগতে নীতিবাদী দ্বিবিধ প্রকার দৃষ্ট হয়; যথা—নিরীশ্বর নৈতিক ও সেশ্বর নৈতিক। তন্মধ্যে নিরীশ্বর নৈতিক সম্পূর্ণরূপে সাধুত্বের সীমাবহির্ভূত এবং সেশ্বর নৈতিককে কিয়দংশে সাধুত্বগণ্ডীর মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে, তবে তিনিও প্রকৃত সাধু নহেন। প্রকৃত সাধুর লক্ষণসমূহ পূর্ব্বেই নির্ণীত হইয়াছে। যিনি উপরোক্ত গুণবিশিষ্ট হইয়া নিরন্তর হৃদিস্থিত হৃষীকেশের সেবাচিন্তায় নিরত, তিনিই বস্তুতঃ সাধুপদবাচ্য হইয়া থাকেন।

নৈতিকের নীতিবাদানুসরণ মায়াদেবীর জড়ধর্ম্মানুগমন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সেশ্বর-নৈতিক যদি 'সৎ'কে আশ্রয় করেন, তবে তিনিই সাধু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। এখন কোনটি সদ্বস্তু, তাহাই সুচারুরূপে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। 'সৎ' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়ের সাহায্যে প্রথমে উহার ব্যুৎপত্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। 'অস্'-ধাতুর শতৃ-প্রত্যয়ান্তে 'সৎ' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'অস্'ধাতুর অর্থ বর্ত্তমান থাকা—যিনি ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ত্রিকালব্যাপিয়া অবস্থান করেন, তিনিই নিরস্তকুহক সন্ময় বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে শ্রীব্রহ্ম-স্তবে তারস্বরে কীর্ত্তিত হইয়াছে—

'সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।

সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥" (ভাঃ ১০।২।২৬)

অতএব যিনি পরমনির্ম্মৎসরগণের বেদ্য বাস্তব প্রোজ্ঝিতকৈতব ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তিনিই প্রকৃত সাধু। অসাধুকে সাধু বলিলে যেমন শাস্ত্রে দোষী সাব্যস্ত হয়, তদ্রূপ, সাধুকে অসাধু বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলে অনুরূপ দোষভাক্ হইতে হয়। নিম্নে ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ বিবৃত হইতেছে।

মহাযোগী বিদ্যাধরাধিপতি চিত্রকেতু হরিগুণগানে বিভোর হইয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিলেন। এমন কি, নানাবিধ সঙ্কল্পসিদ্ধির কেন্দ্রস্থল সুমেরুগিরিকন্দরে কখনও নিভৃতে পরেশানুভবানন্দে কালযাপন করিতেন, কখনও-বা বিদ্যাধরী সহচরি-পরিবেষ্টিত হইয়া কীর্ত্তনরত থাকিতেন। সুকণ্ঠিগণের সুরমূর্চ্ছনা কন্দর ভেদ করিয়া দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত এবং ভজনচতুর চিত্রকেতুর চিত্তচকোর কোকিলা-ধ্বনিঃসৃত নামসুধারসপানে প্রমত্ত থাকিত। প্রতীয়মান হইতে লাগিল, যেন সমবেতকণ্ঠের হরিধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করত বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে।

এবম্বিধ ভজনানন্দে সুখময় দিনগুলি অতিক্রান্ত হইতেছিল, এমন সময় একদিন ভগবদ্দত্ত বিমানারূঢ় হইয়া চিত্রকেতু কৈলাসবাসী শিব-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি সিদ্ধচারণ-পরিবেষ্টিত সভামধ্যে স্বীয় অঙ্কশায়িনী পার্ব্বতীকে গাঢ় আলিঙ্গনে রত মহাদেবকে নিরীক্ষণ করিলেন। যাহাতে শিবানীর শ্রুতিগোচর হয়, এই উদ্দেশ্যে দূর হইতে তিনি উচ্চহাস্য সহকারে বলিলেন,—ইনি বেদপ্রবর্ত্তক, সাক্ষাৎ জগদ্গুরু, শরীরধারী জীবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মবক্তা। কি আশ্চর্য্য, এই প্রকাশ্য সভায় সিদ্ধ-চারণ মুনিসমক্ষে তিনি ক্রোড়ীভূতা ভার্য্যাসহ অবস্থান করিতেছেন। সাধারণতঃ গ্রাম্য নীচকুলোদ্ভূত ব্যক্তিই নির্জ্জনে লোকনয়নের অগোচরে পত্নীকে ধারণ করিয়া থাকে; জটাধারী মহাতপস্বী ব্রহ্মবাদী শঙ্কর প্রাকৃত লোকবৎ লজ্জাহীনতার প্রকৃষ্ট পরিচয় তত্ত্বানভিজ্ঞ জগৎবাসীর নিকট জ্ঞাপন করিতেছেন—ইহা সাতিশয় পরিতাপজনক। কারণ, কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী হইয়া প্রজাপতি দক্ষের ন্যায় শিবনিন্দক হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই মহদতিক্রমাপরাধের

হস্ত হইতে কলিহত জীবগণকে নিষ্কৃতিপ্রদানমানসে তিনি হরের ঈদৃশ গর্হিতাচরণের নিষেধাজ্ঞার ইঙ্গিত করিলেন। এই ইঙ্গিতের মর্ম্মানুভব করিবার সামর্থ্য ভবানীর অন্তরে একান্ত অভাব। তজ্জন্য তচ্ছ্রবণে ধৈর্য্যহারা হইয়া তিনি ক্রোধের চরম সীমায় উপনীতা হইলেন। পরন্তু অগাধ জ্ঞানপ্রবুদ্ধ মহেশ্বর চিত্রকেতুর মনোভিপ্রায় উপলব্ধি করিয়া ঈষদ্ধাস্য প্রকাশ করিলেন। সভাস্থ সভ্যবৃন্দ ভগবান্ শম্ভুর অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহার আচরণ অনুসরণ করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি সভাসদ্গণ মহাদেবের হৃদ্গত ভাব অবগত না হইতেন, তবে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বাধ্য হইয়া সেস্থান ত্যাগ করিতেন; কারণ শাস্ত্রমর্ম্ম এই যে, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দাশ্রবণে প্রত্যবায়ী হইতে হয়। যদি প্রতীকারসামর্থ্য দেহে বর্ত্তমান থাকে তবে যথোপযুক্ত তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে, নচেৎ কর্ণাচ্ছাদিত অবস্থায় সে স্থান পরিত্যাজ্য।

সৎপতির নিন্দাশ্রবণে সাধ্বী রমণীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায়। সুতরাং পার্ব্বতী দেবীও ভীমা-ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"অহো, সম্প্রতি এই বিরুদ্ধকারী ব্যক্তিই আমাদের মত গতত্রী, দুষ্টের দমনকারী দণ্ডধারী প্রভু নাকি? পদ্মযোনি ব্রহ্মা, ব্রহ্মপুত্র ভৃগু, নারদাদি-ঋষিবর্গের ধর্ম্মজ্ঞানের অভাবই এতদিন শাস্ত্রবিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী শঙ্করকে ঈদৃশ বিকর্ম্ম হইতে সংশোধিত করিতে পারে নাই! তন্নিমিত্ত বোধ হয়, বর্ত্তমানে এই ক্ষত্রবন্ধুই যেন আমাদিগকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবারিত করিতে আসিয়াছে! ব্রহ্মাদি সুরবন্দ্য, জগৎপূজ্য পরম ধর্ম্মময়মূর্ত্তি শঙ্করকে শাসনের ধৃষ্টতা ও স্পর্দ্ধা আদৌ ক্ষমাযোগ্য নহে, বরং অবশ্য দণ্ডার্হ। আত্মম্ভরি, দুর্ব্বিনীত এই ব্যক্তি ইহজন্মে সন্নিষেবিত ভগবান্ নারায়ণের পাদপীঠতলে অবস্থানের অযোগ্য। অতএব ওহে মন্দমতি, তোমার স্বকৃত কর্ম্মের শাস্তিস্বরূপ পাপীয়সী আসুরী যোনি প্রাপ্ত হও।" এতাদৃশ নির্দ্দয় অভিশাপান্তর পশ্চাত্তাপবতী দেবী বাল্যক্রীড়া চাপল্যহেতু পরগৃহোপদ্রবকারী শিশুকে প্রহার-দণ্ডানন্তর পুনরায় স্বভাবসুলভ কোমলহৃদয়া জননীর স্নেহভরে পুত্রমুখ চুম্বনের ন্যায় বলিতে লাগিলেন,—হে পুত্র, মহদতিক্রমের বা সাধুসজ্জনের অমর্য্যাদার স্বীয় কর্ম্মানুরূপ ফলস্বরূপ অসুর-জন্মের স্মৃতি চির জাগরূক রাখিও, তাহা হইলে ঈদৃশ দুষ্কর্ম্মের পুনরভিনয় হইবে না।"

ভবানীর অভিশাপ চিত্রকেতুর কোন অপকার সাধন করে নাই, পরন্তু অসুর-জন্মে তাহার হৃদয়ে প্রেমের অভিবর্দ্ধন দেখা গিয়াছিল। প্রেমধনে ধনী ভক্তের নিকট ভগবৎপার্ষদতনুত্ব ও দৈত্যতনুত্ব সমতুলা অনুভূত হয়।

চিত্রকেতু এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া দেবযান হইতে অবতরণপূর্ব্বক আনত-মস্তকে মধুরবচনে দেবীর সন্তুষ্টিবিধানোদ্দেশ্যে বলিলেন, "হে অম্বিকে! আপনার প্রদত্ত অভিশাপ নতশিরে অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করিতেছি। যেহেতু মানুষ পূর্ব্বকর্ম্মানুযায়ী দেবতাকর্তৃক সুখদুঃখরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। অবিদ্যা-গ্রস্ত জীব এই ভবাটবী ভ্রমণ করিতে করিতে চক্রবৎ সুখদুঃখানুভব করিয়া থাকে। অতএব হে দেবি! আপনি, আমি কিংবা শত্রু-মিত্র অপর কেহই এই শাপের মূলীভূত কারণ নহে। এই মায়াগুণ-প্রবাহময় সংসারে স্বর্গ-নরক, শাপ-অনুগ্রহ, ও সুখ-দুঃখের কোন বাস্তব সত্তা নাই; ভগবানের দুর্ল্লঙ্ঘ্য মায়াশক্তিই সুখ-দুঃখ প্রভৃতির কর্ত্রী। লবণাকারে সর্ব্ব-বস্তুময় সংসার লবণাক্ত বলিয়া অনুমিত হয়। অতলস্পর্শপ্রবাহ মধ্যে পতিত ব্যক্তি তটপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যেরূপ সুখ অনুভব করিতে পারে না, সেরূপ শাপ-অনুগ্রহ সকলই দুঃখময় প্রতীত হইয়া থাকে। অবিদ্যা-রহিত ভগবানের এজগতে কেহ প্রিয়-অপ্রিয় জ্ঞাতি-বন্ধু, আত্মীয়-পর নাই। "ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগ-দ্বেষৌ ব্যবস্থিতি"—এই স্মৃত্যুক্ত্যনুসারে পরমে-শ্বরের কেহ প্রিয় বা দ্বেষ্য নাই। অতএব তিনি কখনও জীবের সুখ-দুঃখের কর্ত্তা হইতে পারেন না। যদ্যপি তিনি নিঃসঙ্গ তথাপি তন্মায়া কর্তৃক সৃষ্ট অনাদি পুণ্যপাপাদি কর্ম্ম এই সকল জীবের সুখ-দুঃখের হেতু হন। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ মূলকর্ত্তা হইলেও স্বয়ং তিনি বন্ধন মোক্ষের কারণ হন না; জীবের কর্ম্মফলানুসারে গুণমায়াই উহার কর্ত্রীরূপে অভিহিত হয়। সূর্য্য যেরূপ ঘুকী, কুমুদাদির দুঃখদায়ক, কিন্তু অপরপক্ষে চক্রবাক-কমলাদির সুখদায়ক, সুতরাং সূর্য্যে কোন বৈষম্য আরোপ করা দুর্ব্বুদ্ধিতা, সেইরূপ ভগবানে বিষম-দৃষ্টিপাত করিলেই পাষণ্ডতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

"অতএব হে ভামিনি, অর্থাৎ অকারণ কোপন-স্বভাবাপন্নে, আমার শাপ-মুক্তিহেতু আপনার নিকট অনুনয় বিনয় করিতেছি না; স্বকর্ম্মানুযায়ী সুখ-দুঃখ ফলপ্রাপ্তি যে মদুক্তি, তাহা আপনি অসাধু বা অসম্মত মনে করিতেছেন, তজ্জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।"

তদনন্তর গিরিশ-দম্পতিকে প্রসন্ন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান

করিলেন। বিদায়কালে বিদ্যাধর-নৃপতির মুখমণ্ডলে ভীতির লেশমাত্র চিহ্ন না দেখিয়া হরগৌরী উভয়েই অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

অতঃপর রুদ্রদেব পার্ব্বতীকে বলিলেন,—হে সুন্দরি, অলৌকিক-বীর্য্যশালী শ্রীহরির দাসানুদাস নিষ্কামচরিত্র মহাত্মা চিত্রকেতুর প্রভাব পর্য্যবেক্ষণ করিলে ত? এ সংসারে যাঁহারা কৈবৈকশরণ অর্থাৎ অশোক, অভয়, অমৃতাধার-স্বরূপ ভগবৎ-পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, ব্রহ্মাণ্ডস্থ কোন বস্তুই তাঁহার ভীতি উৎপাদন করিতে পারে না। তাঁহারা স্বর্গ-নরক-মোক্ষের তুল্যার্থদর্শী। ভ্রান্তিহেতু যেরূপ রজ্জুই সর্প বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সুখ-দুঃখও তদ্রূপ জীবের অবিবেক-নিবন্ধন দৃষ্ট হয়। জ্ঞানবৈরাগ্য ও বাসুদেবে ভক্তিযুক্ত ব্যক্তিগণের এ জগতে কোন বস্তুই বিশেষ আশ্রয়নীয় নাই। ভক্তানুসন্ধান হইতেই মায়িক বস্তুর উৎকর্ষাপকর্ষের অনুধাবন জন্মে।

আমি ব্রহ্মা কুমার-নারদাদি সকলেই শ্রীহরির লীলা বা অভিপ্রায় বিদিত নহি। অধিকন্তু যাঁহারা পরমেশ্বরের অংশাংশ হইয়াও স্বতন্ত্র কর্ত্তাভিমানী, সেই পুরুষগণ নিশ্চয়ই তাঁহার স্বরূপানুভবে অক্ষম। হে প্রিয়ে, এক্ষণে শ্রীহরির তত্ত্ব শ্রবণ কর,—

"ন হ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয় স্ব-পরোঽপি বা।
আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতাপ্রিয়ো হরিঃ॥" (ভাঃ ৬।১৭।৩৩)

হরি সর্ব্বভূতাত্মাহেতু সকলের প্রিয়। প্রিয়তার তারতম্যের জন্য তন্মায়াই দায়িনী, কিন্তু ভগবান্ সমদর্শী হইলেও ভক্তমাত্রই তাঁহার একান্ত প্রিয়। অতএব আমি ও চিত্রকেতু উভয়েই সঙ্কর্ষণের সেবকবিধায় পরস্পর সখ্যসূত্রে আবদ্ধ এবং প্রীতি বর্ত্তমান থাকায় কঠোরোক্তি-আদির বিনিময়ে উভয়ের সখ্যজনিত আনন্দই পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। তুমি অন্যায়ভাবে তাঁহার প্রতি কোপান্বিতা হইয়াছ।

হে উমা, আমাদের গুহ্য আলাপনের মর্ম্ম মনোযোগের সহিত অবধান কর,—(শিবের উক্তি) হে চিত্রকেতু, তুমি নিষ্কিঞ্চন ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত বলিয়া প্রকাশ করিতেছ, অথচ নিভৃতে বিদ্যাধরী-সহস্রের সহিত রমণ করিতেছ সুতরাং তুমি কপটী; কিন্তু আমি সর্ব্বসমক্ষে স্ত্রী-লাম্পট্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াও নিজের নিষ্কপটতার পরিচয় দিতেছি। তুমি বাহ্যতঃ ভক্তবেশ ধারণ করিয়া লোকলোচনের অন্তরালে বিষয় ভোগ করিতেছ;

আমি কিন্তু তাহার বিপরীত। আমাদের উভয়ের মধ্যে এইপ্রকার রহস্যালাপ সভ্যগণের বিচার্য্য।

শঙ্করী দেবী শিবের এইউক্তি শ্রবণানন্তর বিস্ময় পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তভাব ধারণ করত লজ্জানম্র আননখানি বস্ত্রাঞ্চল আচ্ছাদিত করিলেন।

মহাভাগবত চিত্রকেতু পার্ব্বতী দেবীকে প্রতিশাপ প্রদানে সমর্থ হইয়াও তদ্দত্ত শাপ সহাস্যবদনে শিরে ধারণ করিয়াছিলেন—এইরূপই সাধুর লক্ষণ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, ঊনত্রিংশ অধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪২৩ পৃষ্ঠার পর)

পাপমোচনী একাদশী

যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—হে প্রভো! আপনার নিকট ফাল্গুন শুক্ল-পক্ষীয় আমলকী-ব্রতের কথা শ্রবণ করিলাম। এখন চৈত্রমাসের কৃষ্ণ-পক্ষীয়া একাদশী কি নামে প্রসিদ্ধা তাহা বর্ণন করুন। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে মহারাজ! আপনার নিকট পাপনাশক চৈত্র-কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীর উপাখ্যান বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। রাজ-চক্রবর্ত্তী মান্ধাতা লোমশ-মুনিকে এই একাদশীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে লোমশ-মুনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি।

মান্ধাতা বলিলেন—হে ভগবন্ লোমশ মুনি! লোকগণের হিত-কামনায় আপনায় নিকট হইতে চৈত্র মাসের কৃষ্ণ-পক্ষীয়া একাদশীর বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি। এই একাদশীর কি নাম, কি বিধি, কি ফল, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক সেই সমস্ত বর্ণন করুন।

মান্ধাতার প্রশ্নের উত্তরে লোমশ-মুনি বলিলেন—হে মহারাজ! এই একাদশীর নাম **পাপমোচনী**। তিনি কামদা, সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করেন। এই ব্রতের শুভপ্রদ পাপনাশক ও ধর্ম্মপ্রদ বিচিত্র উপাখ্যান তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে অপ্সরাগণ-সেবিত চৈত্ররথ নামক দেব-উদ্যানে বসন্ত কাল প্রাপ্ত হইয়া ভ্রমরগণ মধু আহরণ-জন্য গুণগুণ শব্দ করিতেছিল।

গন্ধর্ব্বকন্যাগণ বাদ্যকারী কিন্নরগণের সহিত গীতবাদ্যে আনন্দ উপভোগ করিতেছিল, দেবগণও ইন্দ্রের সহিত সেই বনে ক্রীড়া করিতেছিলেন। চৈত্র-রথ উপবনভিন্ন অন্য কোন বন দেবগণের সুখপ্রদ নহে। সেই বনে মুনিগণও বহুকালাবধি তপস্যা করিয়া থাকেন। সেই বনস্থিত মেধাবী নামক এক ব্রহ্মচারী-ঋষিকে মঞ্জুঘোষা নামে এক বিখ্যাত অপ্সরা নিজের বশীভূত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সেই মঞ্জুঘোষা ঋষির শাপভয়ে ভীত হইয়া আশ্রম-সন্নিধানে না থাকিয়া ক্রোশমাত্র দূরে নিজের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিল। সে নিজের গৃহে থাকিয়া বীণাবাদনপূর্ব্বক মধুর কণ্ঠে উত্তম গান করিত। পুষ্পচন্দনে ভূষিতা সঙ্গীতকারিণী মঞ্জুঘোষাকে অবলোকন করিয়া কামদেব ও বিজয় আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইয়া নিজের অনুসঙ্গি-গণকে তাহার শরীরে প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত নিজেও মনোহর রূপে তাহার শরীরে অবস্থান করিতে লাগিল এবং মঞ্জুঘোষার ভ্রূকে ধনুষ্কোটি, কটাক্ষকে গুণপক্ষযুক্ত, নয়নযুগলকে অন্বেষণকারী এবং স্তনদ্বয়কে পটকুটরূপে কল্পনা করিয়া তাহাকে বিজয়ের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মঞ্জুঘোষা তখন সেই কামদেবের বিজয়ের সেনারূপেই পরিগণিত হইল।

সেই মঞ্জুঘোষা মেধাবী মুনিকে দর্শন করিয়া নিজেও কামে পীড়িত হইল। কারণ মেধাবী নব যৌবনে সুকুমার দেহে শোভা পাইতেছিলেন, তাঁহার কণ্ঠদেশে শুভ্রবর্ণ যজ্ঞোপবীত বিরাজিত ছিল। এইরূপে শোভিত তিনি দ্বিতীয় কামদেবের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন।

সেই মেধাবী পিতা চ্যবন ঋষির মনোরম আশ্রমে অবস্থান করিতেন। মঞ্জুঘোষা উক্ত আশ্রমের নিকটবর্ত্তী স্থানে সেই মুনিশ্রেষ্ঠ মেধাবীকে দেখিতে পাইয়া কামের বশবর্ত্তিনী হইয়া আস্তে আস্তে গমন করিত। তাহার হস্তে শব্দায়মান বলয়, চরণে নূপুর ও কটিদেশে মেখলা বর্ত্ত-মান ছিল। তাহাতে রুনুঝুনু শব্দ হইত। এইপ্রকার গীতকারিণী মঞ্জু-ঘোষাকে দেখিতে পাইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ মেধাবীও সসৈন্য কামদেবের বশবর্ত্তী হইলেন।

তখন মঞ্জুঘোষা মেধাবীর নিকটবর্ত্তিনী হইয়া হাব-ভাব, কটাক্ষের দ্বারা তাহাকে মুগ্ধ করিল; অতঃপর হস্তের বীণাটী ভূমিতে রাখিয়া মুনি-শ্রেষ্ঠ মেধাবী মুনিকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিল। বাতবেগে কম্পিত লতা যেমন বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরে, সেইরূপ মঞ্জুঘোষা বলপূর্ব্বক মেধাবীকে

আলিঙ্গন করিলে সেই মেধাবী মুনিও তাহার সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। একাকী মঞ্জুঘোষার উত্তম দেহ প্রাপ্ত হইয়া মেধাবী নিজের মঙ্গলপথ বিস্মৃত হইয়া কামতন্ত্রের বশবর্ত্তী হইলেন। অতি কামুক মেধাবী দিবারাত্রি মঞ্জুঘোষার সহিত রমণে প্রবৃত্ত থাকায় তাহার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম আচারলোপ অবস্থায় বহুকাল গত হইল।

অনন্তর মঞ্জুঘোষা দেবলোকে যাইবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া রমণকারী সেই মেধাবীকে বলিতে লাগিল,—হে প্রভো আমি নিজদেশে গমন করিব, আমাকে যাইবার আদেশ প্রদান করুন। তখন মেধাবী বলিলেন,—যে পর্য্যন্ত প্রাতঃকাল উপস্থিত না হয়, সেই সময় পর্য্যন্ত তুমি আমার নিকট অবস্থান কর।

লোমশ মুনি বলিলেন—হে মহারাজ! মঞ্জুঘোষা মেধাবীর বাক্যশ্রবণে শাপভয়ে ভীত হইয়া পুনরায় তাহার সহিত রমণে প্রবৃত্ত হইল। মুনির শাপভীত মঞ্জুঘোষার এইভাবে বহুবৎসর অর্থাৎ ৫৫ বৎসর ৯ মাস ৩দিন অতিবাহিত হইল। দীর্ঘকাল মঞ্জুঘোষা মেধাবীর সহিত রমণ করিলেও মেধাবীর তাহা নিশার্দ্ধ বলিয়া বোধ হইল। অতঃপর মঞ্জুঘোষা পুনরায় মেধাবীকে বলিল, হে প্রভো! আমার নিজ দেশে যাইবার জন্য আদেশ প্রদান করুন। তদুত্তরে মেধাবী বলিলেন, এখন প্রাতঃকাল হইয়াছে, অতএব আমার বাক্য শ্রবণ কর—যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া না আসি ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি এখানে অবস্থান কর।

লোমশ মুনি বলিলেন,—মেধাবী মুনির এই কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দসমাকুল অবস্থায় ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক মঞ্জুঘোষা মেধাবীকে বলিল—হে নিষ্পাপ মুনিবর! আপনার কি পরিমাণ সন্ধ্যাকাল গত হইয়াছে, তাহা অল্প কি? আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশে আপনার কতকাল যে গত হইয়াছে তাহা একবার বিচার করুন। মঞ্জুঘোষার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ে উৎফুল্ললোচন মেধাবী গতকালের পরিমাণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, মঞ্জুঘোষার সহিত রমণে তাহার ৫৭ বৎসর গত হইয়া গিয়াছে। এখন তিনি মঞ্জুঘোষার প্রতি ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। অতিশয় কোপবশতঃ মেধাবীর নয়নযুগল হইতে বিস্ফুলিঙ্গসমূহ বাহির হইতে লাগিল। তিনি তখন মঞ্জুঘোষাকে কালরূপা, তপস্যার ক্ষয়কারিণীরূপে জানিয়া এবং দুঃখার্জিত তপস্যার ফল তাহার সহিত রমণে ক্ষয় হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া ব্যাকুল-

চিত্তে কম্পিত-ওষ্ঠে মঞ্জুঘোষাকে বলিতে লাগিলেন,—হে পাপিষ্ঠে, তোমাকে ধিক্! দুরাচারিণী কুলটা, পাতকপ্রিয়া তুমি পিচাশী হও। এই বলিয়া মঞ্জুঘোষাকে শাপ প্রদান করিলেন। মেধাবীর শাপে মঞ্জুঘোষার শরীর তৎক্ষণাৎ বিরূপ প্রাপ্ত হইল। সে তখন মেধাবীকে বিনয়াবনত অবস্থায় বলিল, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমার প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশে এই শাপমোচনের উপায় বর্ণন করুন। সাধুগণের সঙ্গ সপ্তপদযুক্ত বাক্যের দ্বারাই হইয়া থাকে। আমি আপনার সহিত বহু বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি, এই কারণে আপনি আমাকে অনুগ্রহ করুন।

মেধাবী বলিলেন—হে সুন্দরি! তোমার শাপবিমোচনের কারণ শ্রবণ কর। তোমার সহিত এই দীর্ঘদিন অবস্থানে আমার মহাতপস্যার ফল নষ্ট হইয়াছে। চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া "পাপ-মোচনী" নামক সর্ব্বপাপ-ক্ষয়কারিণী যে একাদশী আছে তাহার ব্রত আচরণ করিলে তোমার পিশাচত্ব দূর হইবে। লোমশ মুনি কহিলেন—মঞ্জুঘোষাকে এই কথা বলিয়া মেধাবী পিতার আশ্রমে গমন করিলেন। বহুদিন পর মেধাবীকে আগত দেখিয়া পিতা চ্যবন মুনি কহিলেন, হে পুত্র তুমি ইহা কি করিয়াছ? তোমার দুঃসঙ্গে বহু পুণ্য ক্ষয় হইয়াছে। তখন মেধাবী বলিলেন—হে তাত! আমি অপ্সরার সহিত রমণ করিয়া নিশ্চয়ই পাপ করিয়াছি। ইহার প্রায়শ্চিত্ত কি?—তাহা আপনি কৃপাপূর্ব্বক বলুন। মেধাবীর প্রশ্ন শুনিয়া চ্যবন মুনি বলিলেন—চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া 'পাপমোচনী' নামক যে একাদশী আছে তাহার ব্রত পালন করিলে তোমার পাপরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।

লোমশ মুনি কহিলেন,—পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মেধাবী সেই উত্তম 'পাপমোচনী' একাদশী ব্রত পালন করিলে তাহার সমস্ত পাপরাশি বিদূরিত হইল এবং সে পুনরায় তপস্যাবল লাভ করিল। সেই মঞ্জুঘোষাও এই উত্তম পাপমোচনী একাদশী-ব্রত পালন করিলে উক্ত ব্রতফলে তাহার পিশাচত্ব বিদূরিত হইল। তখন শ্রেষ্ঠাপ্সরা মঞ্জুঘোষা দিব্যরূপ ধারণ করিয়া স্বর্গে গমন করিল।

হে মহারাজ! যাহারা 'পাপ-মোচনী' একাদশী পালন করেন, তাহাদের যেকোন পাপই উপস্থিত হউক না কেন বা পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত থাকুক,

সে সমস্তই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ব্রত-কথা পঠন অথবা শ্রবণ হইতেও সহস্র গোদানের ফললাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্ম-হত্যাকারী, ৮০ রতি পরিমাণ সুবর্ণহরণকারী, মদ্যপানকারী ও বিমাতা গমনকারী প্রভৃতি পাপিগণও এই ব্রতের পালন হেতু পুনঃ পুনঃ সেই পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হয়।

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে উনত্রিংশ অধ্যায়ে চৈত্র-কৃষ্ণপক্ষীয়-'পাপমোচনী'-একাদশী-মাহাত্ম্য-কথনের অনুবাদ সমাপ্ত।

—পণ্ডিত শ্রীযুত নবীনচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণ-তীর্থ

সার্ব্বভৌম উদ্ধার

ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পতিত-উদ্ধারণ লীলার মধ্যে উড়িষ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের উদ্ধার-লীলাটি বিশেষ চমকপ্রদ। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সহ মহাপ্রভু নীলাচল অভিমুখে চলিয়াছেন। আঠারনালায় পৌঁছিয়া প্রভু সহসা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাইয়া ভাবাবেশে শ্রীজগন্নাথ দর্শনার্থ প্রেমোন্মাদে মত্ত হইয়া বিদ্যুৎগতিতে মন্দির-অভিমুখে দৌড়াইলেন। চঞ্চল ঠাকুরটির কখন কিরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তজ্জন্য ভক্তবৃন্দ সর্ব্বদাই শঙ্কিত ও ব্যগ্র হইয়া থাকিলেও চঞ্চল-শিরোমণিকে কিছুতেই স্থির রাখা যায় না। তাঁ'র প্রতিটী লীলাই জগন্মঙ্গলকর হইলেও তাঁ'র অকস্মাৎ চঞ্চলতার জন্য ভক্তগণকেও চঞ্চল হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটী করিতে হয়। কিন্তু চঞ্চল ঠাকুরটিকে ধরিয়া রাখে কাহার সাধ্য? নিমেষ মধ্যেই প্রভু একাকী জগন্নাথ-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। রাধাভাব ও রাধাকান্তিবিশিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শনমাত্রই প্রেমাবেশে দুই হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী বিরহিনী শ্রীরাধা বহুদিন পরে অকস্মাৎ প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে যে দশা প্রাপ্ত হইতেন, সেইপ্রকার এক্ষণে ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীচৈতন্যরূপে রাধাভাবে অবতীর্ণ হইয়া সম্মুখে অপ্রাকৃত প্রেমাস্পদ শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; প্রেমানন্দে সংজ্ঞাহারা হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন।

মন্দিরের অজ্ঞ ছড়িদারগণ ভাবিল যে, এই সন্ন্যাসী হয়ত বিকৃতমস্তিষ্ক হইবে কিংবা কোন ব্যাধির কারণে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ অজ্ঞ মানুষের ধারণা ইহা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? মন্দিরের অজ্ঞ ছড়িদারগণ মহাপ্রভুর প্রেমবিকার বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্যজ্ঞানে ব্যাধিগ্রস্ত ভাবিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইলে দৈবক্রমে তথায় উপস্থিত উড়িষ্যারাজের সভাপণ্ডিত শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সৌভাগ্যবলে মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে সাত্ত্বিক বিকারসমূহ দর্শন করিয়া ছড়িদারদের ঐরূপ অন্যায় কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিলেন। পণ্ডিত শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম সাক্ষাৎ দেবগুরু বৃহস্পতির অবতার এবং তাঁহার শাস্ত্র-যুক্তি খণ্ডন করিতে পারে এমন পণ্ডিত তৎকালে উড়িষ্যা দেশে কেহ ছিলেন না। লীলাময় কৃপালু শ্রীমন্মহাপ্রভু পণ্ডিতপ্রবর সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিবার মানসে তাঁহার নিজ শ্রীঅঙ্গের অপরূপ ঔজ্জ্বল্য ও প্রেমের বিকার আদি পণ্ডিত-প্রবরের গোচরীভূত করাইলেন এবং সার্ব্বভৌম মহাশয় মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপাকণায় প্রভুর শ্রীঅঙ্গের সাত্ত্বিক বিকার আদি প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়াভিভূত হইলেও তাঁহারই মায়ায় তাঁহাতে বর্ত্তমানে সার্ব্বভৌমের ঈশ্বর উপলব্ধি হইল না।

অনন্তর মহাপ্রভুর সংজ্ঞা যাহাতে ফিরিয়া আসে তজ্জন্য সার্ব্বভৌম মহাশয় মন্দিরে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু তথাপি প্রভুর সংজ্ঞা ফিরিয়া না আসায় ও জগন্নাথদেবের ভোগের কাল সমুপস্থিত হওয়ায় তিনি শিষ্য ছড়িদারদের দ্বারা মহাপ্রভুকে বহন করাইয়া নিজ বাসভবনে আনয়ন করতঃ পবিত্রস্থানে শয়ন করাইলেন। মহাপ্রভু সংজ্ঞা লাভ করিতেছেন কিনা তজ্জন্য পণ্ডিতপ্রবর সার্ব্বভৌম নিবিষ্টচিত্তে মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ দেখিলেন যে, সন্ন্যাসীর দেহে আর শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে না এবং উদর-স্পন্দনও অনুভূত হইতেছে না। প্রভুকে এম্বিধ সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় দেখিয়া ভট্টাচার্য্য অতীব চিন্তিত হইলেন এবং প্রভুর শ্বাস-প্রশ্বাস মোটেই বহিতেছে কিনা তাহা পরীক্ষার নিমিত্ত তিনি তৎক্ষণাৎ ঈষৎ সূক্ষ্ম তুলা আনিয়া প্রভুর নাসাগ্রে ধরিলেন। সূক্ষ্ম তুলা ঈষৎ চলিতেছে দেখিতে পাইয়া তিনি কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিলেন। পণ্ডিতপ্রবর সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর দেহে কৃষ্ণপ্রেমের এইরূপ

সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাবের সমাবেশ লক্ষ্য করিয়াও উহা মনে মনে চিন্তা করিয়া চমৎকৃৎ হইলেন।

"বসি' ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার।
এই কৃষ্ণ মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিচার॥
সুদীপ্ত সাত্ত্বিক এই নাম যে প্রলয়।
নিত্যসিদ্ধ ভক্ত যে সুদীপ্ত ভাব হয়॥
অধিরূঢ় মহাভাব তার এ' বিকার।
মনুষ্যের দেহে দেখি বড় চমৎকার।"

মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ ভাষ্য পাঠ করিয়া এমনই নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িয়াছেন যে, প্রভুর সাত্ত্বিক বিকার সম্পর্কে ধারণা করিলেও মহাপ্রভুর দৈবী মায়ায় মহাপ্রভুকে তিনি সাধারণ মনুষ্যমাত্র ভাবিলেন। অধোক্ষজ শ্রীভগবানকে প্রাকৃত পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের দ্বারা দেখা যায় না, ভক্তির দ্বারাই ভগবদ্ দর্শন হয়। যথা শাস্ত্র প্রমাণ,—

অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপো বিদ্যা-সমাধিভিঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ৪।২৯।৪২)

অর্থাৎ, বাচস্পতিগণ তপস্যা, বিদ্যা ও সমাধিদ্বারা সতত অনুসন্ধান করিয়াও সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে অদ্যাপি জানিতে পারেন নাই।"

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৪।২৯)

অর্থাৎ, "হে দেব! যাঁহারা আপনার পাদপদ্মযুগলের কৃপা কিঞ্চিন্মাত্রও প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল আপনার মহিমার বিষয় জানিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা চিরদিন অনুমান দ্বারা শাস্ত্র বিচারপূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারেন না।"

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৪।২০)

অর্থাৎ, "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন,—হে উদ্ধব! প্রদীপ্ত-ভক্তি যেরূপ আমাকে সাধন করে অর্থাৎ মৎপ্রাপক হয়, অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য,

জ্ঞান, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদ-অধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাস আমাকে সেরূপ সাধিতে পারে না।”

তাই নির্ব্বিশেষ জ্ঞানবাদী মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌমের হৃদয়ে প্রেমভক্তি না থাকায় তাঁহার শুষ্ক জ্ঞানের দৃষ্টিতে মহাপ্রভুতে ঈশ্বর বিশ্বাস হইল না। সর্ব্ববাদিসম্মত গীতায় শ্রীভগবান্ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—‘অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্’—অর্থাৎ মনুষ্যরূপধারী তাঁহাকে (ভগবান্‌কে) অজ্ঞ লোকে চিনিতে পারে না। বস্তুতঃ ঈশ্বরের দেহ-দেহী ভেদ নাই, তাঁহার মানব-তনুই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। সাধারণ অজ্ঞ মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞ পণ্ডিত সার্ব্বভৌম তাঁহার প্রাকৃত পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মহাপ্রভুর প্রেমবিকারমাত্র লক্ষ্য করিলেন, ঈশ্বরকে দেখিয়াও দেখিলেন না, ইহাই তো মহাপ্রভুর দৈবী মায়া! ‘যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ’—তিনি না জানাইলে তাঁহাকে কে জানিতে পারে?

এমতে লীলাময় শ্রীমহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার গৃহে সংজ্ঞাশূন্যতার লীলাভিনয় করিয়া শুইয়া আছেন, আর এদিকে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু প্রমুখ সঙ্গী ভক্তগণ তাঁহার অন্বেষণে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহারা শুনিলেন যে, এক নবীন সন্ন্যাসী শ্রীমন্দিরে অচৈতন্য অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় পণ্ডিত সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃক নীত হইয়া বর্ত্তমানে তাঁহার গৃহে অবস্থান করিতেছেন। তখন তাঁহারা উক্ত সন্ন্যাসী যে শ্রীমহাপ্রভু ব্যতীত আর কেহ নহেন, তাহা নিশ্চিত-রূপে ধারণা করিয়া শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ না করিয়াই সর্ব্বাগ্রে মহাপ্রভুর শ্রীচরণপদ্ম দর্শন করিবার ইচ্ছায় সত্বর সার্ব্বভৌম-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন সর্ব্বভূতান্তর্যামী পরমেশ্বর লীলাময় ঠাকুরটী সার্ব্বভৌম-গৃহে অচৈতন্য-লীলায় অবস্থান করিতেছেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ মহাপ্রভুকে কাছে পাইয়া প্রথমতঃ আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু প্রভুকে সংজ্ঞাহারা দেখিয়া সকলে বিমর্ষ ও মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের আনন্দের জোয়ার যেন পলকে কোথায় মিলাইয়া গেল এবং হৃদয়ে শুধু দুঃখ ও ব্যথা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় পুত্র চন্দনেশ্বর সহ তাঁহাদিগকে শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব-দর্শনে পাঠাইলেন। তাঁহারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শনান্তে প্রসাদ সম্মানপূর্ব্বক সত্বর মহাপ্রভু-স্থানে আসিয়া

মহাপ্রভুর কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীহরিনাম শ্রবণে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া 'হরি হরি' বলিয়া হুঙ্কার করিয়া উত্থিত হইলেন। তখন প্রভুর ভক্তবৃন্দ ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহানন্দে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

অতঃপর সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে তাঁহার গৃহে মধ্যাহ্ন করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে প্রভু তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং সমুদ্র-স্নানপূর্ব্বক ভক্তবৃন্দ সহ সার্ব্বভৌমের গৃহে সার্ব্বভৌম-পরিবেশিত উত্তম অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন করিলেন। সার্ব্বভৌমের ভগ্নীপাত মহাপ্রভুর পরম ভক্ত শ্রীল গোপীনাথ আচার্য্য ভোজন সমাপনান্তে প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে আসিয়া 'নমো নারায়ণায়' বলিয়া মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং প্রভুও আচার্য্যকে, 'কৃষ্ণে মতিরস্তু' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎস্থানে বিদ্যমান সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুও তদ্‌শিষ্যের ব্যবহার দর্শনে মহাপ্রভুকে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী জানিয়া গোপীনাথ আচার্য্যকে মহাপ্রভুর পূর্ব্বাশ্রম সম্পর্কে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপীনাথ আচার্য্য কহিলেন,—'পূর্ব্বাশ্রমে ইনি নবদ্বীপে বাস করিতেন। জগন্নাথ মিশ্র মহাশয় ইঁহার পিতৃদেব এবং ইনি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দৌহিত্র। ইঁহার পূর্ব্ব নাম-বিশ্বম্ভর।'

নদীয়ার অন্তর্গত বিদ্যানগর-গঙ্গানন্দপুরের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার পিতৃদেবের সহাধ্যায়ী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র বলিয়া মহাপ্রভুর পরিচয় পাইয়া পরম আনন্দভরে মহাপ্রভুকে কহিলেন,—'গোসাঞি, আপনার পিতৃদেব মিশ্র পুরন্দরকে আমার পিতা মান্য করিতেন। অতএব আপনি আমার পূজ্য ; এবং যেহেতু আপনি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সে-কারণ আমি আপনার নিজ-দাস বলিয়া জানিবেন।' (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীব্যাসপূজায় আকিঞ্চন

শ্রীগোলোক আজি নব সাজে সাজি,
শোভিছে ভকত-মাঝ।
ক্রোড়ীভূত কেন্দ্র শ্রীব্যাস কবীন্দ্র
প্রফুল্ল ভকত-রাজ ॥

পুষ্প অগণন করিয়া চয়ন
কেন্দ্রপদে দেয় ডালি।
সে চিদ্বিলাস দেখিবারে আশ
নিত্যানন্দ মহাবলী ॥

অশোক বকুল পারিজাত ফুল
কোমল চম্পক কলি।
কেতকী কুসুম পরিহরি ঘুম
শোভিছে সকলে মিলি ॥

শ্রীব্যাসের অঙ্গে সবে মহারঙ্গে
ধরে মনোহর শোভা।
দূরেতে পলাশ রহে হত আশ
পুছেনা তাহারে কেবা ॥

—অধম (শ্রীমৎ) ত্রিবিক্রম (মহারাজ)

সংগ্রহ করুন !! সংগ্রহ করুন !!

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত ৪৮১ গৌরাব্দের

বিশুদ্ধ সারস্বত

শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা

ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণবমাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য —১·২৫ টাকা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য

অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ-আবির্ভাব-বাসরে ভক্ত্যঞ্জলি

(১)

নানামতবচোগ্রাহাৎ রক্ষতি মানবেভং যঃ।
সাদরং তমহং বন্দে শ্রীগুরুং লোকতারণম্ ॥
কুবিষয়-বিখাতেষু নিমগ্ন-গৃহমেধিনঃ।
যেষাং বৈ ত্রাণকর্ত্তা তং নমামি নরোত্তমম্ ॥
দেহনাবং সমাসাদ্য যস্য কর্ণধরো গুরুঃ।
দেবেভ্যোঽপি বরেণ্যঃ সঃ শাস্ত্রেষু তদুদাহৃতম্ ॥
অবিদ্যা-তপ্তজীবনং যঃ করোতি নিরাময়ম্।
ভবরোগবিচক্ষণং যাবজ্জীবং নতোঽস্ম্যহম্ ॥
প্রকর্ষেণ বিজানাতি ভক্তিং সেবাপরায়ণাম্।
ভক্তিপ্রজ্ঞান-সংজ্ঞা স্যাৎ ব্যুৎপত্তেহি বিধানতঃ ॥
দিব্যজ্ঞানং প্রদায় যশ্চক্ষুঃ করোতি দীপিতম্।
কাকুশতমহং বন্দে ভবতঃ শ্রীপদাম্বুজম্ ॥
প্রভুপাদপয়োনিধৌ কৃতিরত্নং সুশোভনম্।
শ্রদ্ধান্বিতঃ কৃতাঞ্জলিঃ প্রণতোঽহমভীষ্টদম্ ॥
নিত্যানন্দ জগদগুরো পতিতং মাং সমুদ্ধর।
পুষ্পাঞ্জলিং পদদ্বন্দ্বে গৃহীত্বা মে দয়া কুরু ॥

—শ্রীব্রজানন্দ ব্রজবাসিনঃ বৈষ্ণব-দর্শনোপাধিকস্য

(২)

অয়ি ধন্যা মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিবরা! তুমি বর্ষে বর্ষে শুদ্ধভক্তগণে কৃপা করে ব্যাসাভিন্ন মদীয় গুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদানের সুযোগ দিয়া ধন্যাতিধন্য কর। তাই তোমায় কোটী কোটী প্রণাম জানাই। জগতের অজ্ঞান-তমঃ নাশ করে প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত করণার্থে ও প্রাকৃত বিশ্বে অপ্রাকৃত লীলার অভিনয় প্রদর্শনের নিমিত্তই তোমার প্রকাশ।

তোমার আগমনে নানাদিকে বিহঙ্গের কূজন, বৃক্ষে বৃক্ষে নব কিশলয় প্রস্ফুটিত, সুগন্ধি পুষ্পে চারিদিক আমোদিত। বনস্পতি লতায় আঙ্গিনা সজ্জিত, তোরণে তোরণে নানা বিচিত্র লতা পুষ্পে গুম্ফিত হইয়া কিএক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে। কদলী ও আম্রসারে স্বস্তিক চিহ্নাঙ্কিত হইয়া মাঙ্গলিক-ক্রিয়া দ্বারা মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত। সর্ব্বত্র বিচিত্র আলিপনায় চিত্রাঙ্কনে শ্রীশ্রীগুরুপূজাবাসর সুশোভিত।

যে নিত্যা শুদ্ধ-ভক্তির ধারা জগতে প্রবাহিতা, সেই ভক্তিসম্ভূতা শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ** সমগ্র বিশ্বে শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি স্থাপন করেন। সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয় সারস্বত সম্প্রদায় বা নির্ম্মৎসর পরমহংসকুলেরই উপাস্য পরম অমল ভাগবত-ধর্ম্ম-শিক্ষা-সৌরভ বিতরণ মানসে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তাচলে শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-প্রজ্ঞান-সূর্য্যের উদয়।

সে-কারণ বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে গৌরবাণী প্রচারে পৃথ্বী-প্রকম্পন, পাষণ্ড-দলনবানা ষড়্‌বেগজয়ী অহর্নিশ কৃষ্ণচিন্তায় মৌনমূর্ত্তি, প্রশান্তাত্মা আচার্য্য-প্রবরের রাতুল চরণে সেবা ভিক্ষা করি।

তত্রোপায় সহস্রনামায়ং ভগবতোদিত
গুরু-শুশ্রূষয়া সর্ব্বলাভার্পণেন চ।
সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ॥

সহস্র সহস্র পন্থার কথা জগতে প্রচলিত আছে। কিন্তু শ্রীভগবান বলেছেন,—ভক্তিপূর্ব্বক প্রকৃত ভক্তের সঙ্গে শ্রীগুরুসেবা ও ভগবদারাধনা করিলে ষড়্‌বর্গ (ষড়্‌রিপু) যেভাবে নির্জ্জিত হয় সেরূপ আর অন্য কোন উপায় অবলম্বনে হতে পারে না। গুরুসেবার ফল এরূপ আশ্চর্য্যজনক তা' ধারণাতীত। "বিশ্রম্ভেন গুরো সেবা" অর্থাৎ বিশ্রম্ভের সহিত গুরুসেবা করিলে কৃষ্ণভজন হয়। তাহাতে মায়ার প্রভাবমুক্ত অবস্থায় সহজেই হৃদয় সুনির্ম্মল হয়।

ভবদীয় শ্রীচরণসরোজে অর্ঘ্য দিবার আমার কিছুই নাই। তবে সেবকগণ পবিত্র সলিলে ভক্তিসিক্ত আত্ম-পুষ্পে নামচন্দন মিশ্রিত করিয়া অর্চ্চন ও প্রচারধূপ, সেবাদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া আরতি করিতেছেন।

সেই গুরুসেবকগণের আনুগত্যে গললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে পরম-বন্দনায় ঐ রাতুল পদে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই,—গুরুকৃপাহি কেবলম্।

—শ্রীদয়ালহরি ব্রহ্মচারী

(৩)

পরমারাধ্যদেব-শ্রীচরণ-কমলে সংখ্যাতীত ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন--পরমার্চ্চনীয় শ্রীশ্রীল গুরুদেব !

"যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতি কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রি-সন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥"

যাঁহার কৃপা হইতে ঈশ্বরের কৃপালাভ হয়, যাঁহার অকৃপাতে অন্য গতি থাকে না, সেই পরমকারুণিক শ্রীগুরু-পাদপদ্ম বন্দনামুখে বারবার সাষ্টাঙ্গ ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নিবেদন করিতেছি,—আজ মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথিকে অবলম্বন করিয়া আপনার শুভ আবির্ভাব-বাসর আমার ন্যায় বদ্ধজীবের পরম মঙ্গল বিধানের জন্য উপস্থিত হইয়াছে। এই তিথিই আমার নিকট সর্ব্ববরেণ্য। এই তিথির যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করিলে অন্যগুলি হেয় হইয়া যাইবে। যাঁর কৃপা হইলে অন্য সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাঁর শুভ আবির্ভাব-তিথিকে সর্ব্বাগ্রে সম্মান করিতেছি।

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥"

লক্ষ লক্ষ জন্মের পর বহু সুকৃতিবলে আপনার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিয়াছি। আপনার করুণা ব্যতীত কিছুই লাভ হইবে না, আপনি প্রসন্ন হউন। আমার প্রতি কৃপাবারি বর্ষণ করুন—এই সকাকু প্রার্থনা। আপনার কৃপালাভ—ভগবদন্তরঙ্গ ভক্তসঙ্গ লাভ।

"ভক্তিস্তু ভগবদভক্ত-সঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুংভি সুকৃতৈঃ পূর্ব্ব-সঞ্চিতৈঃ ॥"

আপনার ন্যায় নিষ্কপট ভগবদ্ভক্তের আশ্রয় লাভ করিলে ভক্তির উদয় হয়। সেই ভক্তিলাভের একমাত্র শুভদিন আজ উপস্থিত। আজ আপনি কৃপাবারি বর্ষণ না করিলে সমস্ত অন্ধকার দেখিতেছি। ভক্তিহীন ঘন অন্ধকারে আলোকবর্ত্তিকাই আপনি। আপনি ব্যতীত এই দুর্য্যোগ

ভক্তিহীন-তিমিরে পথ দেখাইবার কোনও একজনকে দেখিতেছি না। হে নিত্যারাধ্য প্রভো! আমাকে দূরে সরাইয়া রাখিবেন না। আমাকে উদ্ধার করুন। ভক্তিহীন বলিয়া যদি অবহেলা করেন তবে কে আর আমাকে আশ্রয় দিবে? পিতা অন্ধপুত্রকে অনাদর করেন না, সকলেই দূরে সরাইতে চায়; কিন্তু আপনি ত পতিতপাবন নিত্যানন্দাভিন্ন বিগ্রহ। মাদৃশ ক্ষুদ্র জীবের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করুন। আপনার কৃপাবারি প্রতিনিয়তই অধমের প্রতি বর্ষিত হইতেছে জানি, তথাপি এ মায়ামুগ্ধ অন্ধ ঘৃণিত বর্ব্বর পিশাচ জীব আপনার করুণা-বারি পান করিতে সমর্থ হইল না। পঙ্কিল সলিলে অবগাহন করিতে করিতে নির্ম্মল সলিলও ইহার নিকট পঙ্কিল প্রতিভাত হইতেছে।

হে পরমারাধ্য প্রভো! এসময়ে একমাত্র আপনার অশেষ শাসনে শিষ্ট হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। আপনার শাসনই পরম মঙ্গল। আপনি পরম করুণাময়। শ্রীমন্নিত্যানন্দাপেক্ষাও তদভিন্ন আপনার করুণা প্রবল। তবে কি এ, বদ্ধ মায়ামুগ্ধ জীব আপনার করুণা হইতে বঞ্চিত হইবে?

ব্যাসপূজাই শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মপূজা। ব্যাসাভিন্ন শ্রীশ্রীগুরুদেব বদ্ধ-জীবের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া সিদ্ধান্ত-সলিলে অবগাহন করান। গুরুদেবই সাক্ষাৎ ইষ্টদেব। আপনি প্রসন্ন হইলেই ভগবান প্রসন্ন হইবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। যাঁহার করুণা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণা হয়, সেই পরমার্চ্চনীয় দেব কি দূরে সরাইয়া রাখিতে পারেন? নিশ্চয় না, এই বড় ভরসা হৃদয়ে ধারণ করিয়া বসিয়া আছি। আমার নিজস্ব চেষ্টা নাই। আপনি অপার করুণাময়। আপনার শক্তিদ্বারা শক্তিমান হইতে না পারিলে সমস্ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আপনি জীবের নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আপনি আমার মঙ্গলবিধান করুন।

শ্রীশ্রীগুরুদেবের অর্চ্চনাই কোটি কোটি জন্মের কাম্যবস্তু। শ্রীগুরুকৃপা ব্যতিরেকে স্ব-স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা যায় না; ধ্যান-ধেয়-ধাতা, জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, সেবা-সেব্য-সেবক, অবগত হওয়া যায় না।

"মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু-গুরু-কৃপা বিনা নাহিক উপায়॥"

মায়ামুগ্ধ জীব আমি, নিজচেষ্টায় মায়ার কুহক হইতে উদ্ধার পাইব, সে চেষ্টাই বৃথা ; সমস্ত আশা ব্যর্থ। একমাত্র আপনিই এই মায়ারজ্জু ছেদন করিয়া এ ঘৃণিত পশুকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। আর কাহারও দ্বারা সম্ভব নয়। হে করুণাবিগ্রহ! আমাকে মায়ার কুহক হইতে উদ্ধার করুন—আপনার শ্রীচরণ-সরোজে আজিকার এই শুভ-তিথিতে সকাতর নিবেদন।

শ্রীশ্রীগুরুদেবই একমাত্র ভরসা। শিষ্যের কোন কৃতিত্ব নাই যদি গুরুকৃপালাভ না হয়। ইহাতে শিষ্যের মধ্য দিয়া শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমাই বিঘোষিত হয়। আপনার হৃদয়ে ভগবান্ অবস্থান করেন—

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"

শ্রীশ্রীগুরুদেবই আমার যথাসর্ব্বস্ব, শ্রীগুরুসেবাই আমার একমাত্র ধর্ম। শ্রীগুরুদেবে নিষ্ঠাই আমার একমাত্র জীবাতু হউক। আজ শুভ-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীগুরুকৃপা প্রার্থনাই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বিষয় হউক।

হে নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রভো! আমার কোটি কোটি জন্মের পরম সৌভাগ্য যে আমি আপনার শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়াছি। বড় ভরসা যে মহাবদান্যবরের কৃপা হইবেই হইবে।

"এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর।
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥"

শ্রীগুরুপ্রসাদ ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের প্রসাদ লাভ হইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরম দয়ালু, তাঁহার শ্রীচরণকমলে একবার আশ্রয় লইলে তিনি কিছুতেই অবহেলা করেন না। ইহাই পরম কারুণিকতার পরিচয়। শিষ্য শাসন না মানিলেও শ্রীগুরুদেব দয়াপরবশ হইয়া স্বতন্ত্র বদ্ধজীবের মঙ্গল কামনা করেন। সেইজন্যই আপনি শিষ্যের নিত্য-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আজ এই পুণ্যতিথি আমার নিকট পরম পবিত্র, যিনি এই তিথিকে উপলক্ষ্য করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন তিনি আমার ন্যায় অধম পাপীকেও করুণা করিতে বিচলিত নহেন। সেই মহাত্মার মহিমা ভুবনব্যাপী বিঘোষিত হউক। তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করা আমার সাধ্যাতীত। যিনি সহস্র সহস্র অবহেলিত বদ্ধজীবকে কৃপাবারিতে অভিষিক্ত করিয়া শ্রীশ্রীগৌরহরির সেবায় নিযুক্ত করিতেছেন, আজ তাঁহার আবির্ভাবে ভক্তবৃন্দ

আনন্দ পাইতেছেন, কেননা "ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম"। পরম আনন্দের দিনে সকলেই মাতিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন। এই শুভদিনে সাক্ষাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম-দর্শন কত আনন্দের বিষয়, উপস্থিত সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। নদী যেমন পাহাড়-পর্ব্বত বাধাবিঘ্ন দলিত মথিত করিয়া সমুদ্রে মিলিত হয়, তেমনি আপনার আশ্রিত অগণিত ভক্ত আজ করুণাসিন্ধু আপনার শ্রীপাদপদ্মে মিলিত হইতেছেন। কিন্তু এ' অধম ক্ষুদ্র জলাশয় মাত্র, নদীর ন্যায় স্রোত না থাকায় একস্থানে পচিয়া মরিতেছে, শুকাইয়া যাইতেছে। সিন্ধুর সহিত মিলিত হইবার বাসনা কোথায়? হায়রে ক্ষুদ্র জীব! এখনও সময় আছে। অধিক বিলম্বিত হইলে সমুদ্রে যাইবার সূর্য্য অস্তমিত হইবে। সূর্য্য থাকিতে সমস্ত দেখিয়া লও। সন্ধ্যাসায়রে পথ চলিতে প্রতিপদক্ষেপে আঘাত পাইতে হইবে।

এই সঙ্গে সঙ্গে পরম দয়াল পরমগুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাও আপনার মাধ্যমে আমার প্রতি বর্ষিত হউক—এই প্রার্থনা।

"যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পাই।
তোমার করুণা সার॥"

শুভ মাঘী কৃষ্ণ-তৃতীয়া তিথি জয়যুক্ত হউন, আমার পরমারাধ্যদেব জয়যুক্ত হউন, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জয়যুক্ত হউন।

আপনার শ্রীচরণকমল সেবাকাঙ্ক্ষী
— **শ্রীসুদর্শন (ব্যাকরণতীর্থ)**

(৪)

এ' মহাপুণ্য তিথিতে যখন আসিয়াছ মোরে করিতে ত্রাণ।
কৃপা করি' প্রভু ঔদার্য্য-মূর্ত্তিতে নিয়ত স্মরি সে' শুভক্ষণ॥

যদিও হৃদয়ে মোর কত যে উল্লাস,
নাহি ভাষা কিন্তু প্রভু দিতে সে তুলনা।
তুমি অন্তর্যামিরূপে সকলি বিদিত
লহ মম ভক্তি-অর্ঘ্য এ' শুধু প্রার্থনা॥

ভবমাঝে মো-সম নাহি মূঢ় জন,
আবিলতা মোহপাশে লাঞ্ছিত এ' মন।
মায়ার কবলে পড়ি' ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে,
পেয়েছি গঞ্জনা কত, কত না বেদন॥
অপরাধ ক্ষমি' দাও নিত্যধামে স্থিতি।
শ্রীচরণে এই মোর কাতর মিনতি॥

—**শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী**

(৫) গুরু বিনা দয়াল নাই

অনন্ত বিশ্বে অনন্তকোটি জীব আসা-যাওয়ার মধ্যে শান্তিলাভের জন্য যত্ন করিয়া থাকে। কিন্তু বিশ্ব-সংসারের মধ্যে মায়া-কবলিত জীবের যে শান্তি আসে তাহার দ্বারা ক্ষণিকের ইন্দ্রিয়তর্পণ-জনিত জড়সুখ লাভ হয় যাহা মহাজনের ভাষায়—"বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন, চপল সুখলব লাগিরে।" "চপল সুখ" ত্যাগ করিয়া অচপল সুখ বা চিরশান্তি বা পরাশান্তি লাভের অনুসন্ধান মানসে আহার-নিদ্রা-ভয় মৈথুন-ধর্ম্ম দ্বারা পরিচালিত জীব, কস্তুরীগন্ধে আমোদিত হরিণের যে-অবস্থা তদ্রূপ অবস্থায় সংসার-সমুদ্রে যত্রতত্র ছুটাছুটি করে। কিন্তু হায়! বিধাতার স্বাভাবিক নিয়মেই তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাবে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষধারী আত্মসুখ বাঞ্ছাকামী জীব মানবের পরমধর্ম্মের সন্ধান না পাইয়া অধর্ম্মগুলিকেই নিজের প্রিয়বস্তুজ্ঞানে ব্যতিরেক-ভাবে পরমধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠত্ব বিঘোষিত করিতেছে। এরূপ চিন্তাস্রোতের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া জীব অনায়াসেই জীবনের অমূল্য সম্পদকে ভূলুণ্ঠিত করিয়া অনাদি বহির্ম্মুখতাকেই প্রাধান্যদান করতঃ সংসার-বন্ধন-দশাকে দৃঢ়তর করিতেছে।

বর্ত্তমান সমাজে বিশ্বমানব-বাদ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের যুবক সম্প্রদায়কে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। বিশ্বরঙ্গমঞ্চে 'মহামানব' 'বিশ্বমানব' 'অতিমানব' 'যুগমানব' ইত্যাদি বহুরূপী মানবের চিন্তাধারা আসিয়া জীবের নিত্যধর্ম্মকে আপাতঃমনোরম সাহিত্য কবিতা ও ছড়াগানের মাধ্যমে রূপ দিয়া বিশ্বের সর্ব্বত্র ধর্ম্মের নামে প্রচারকার্য্য চালাইতেছে। ফলস্বরূপ নিত্যধর্ম্ম লুপ্তপ্রায়।

এই বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়যামে স্বতঃসিদ্ধ স্বপ্রকাশ শাস্ত্রবাক্য কে শুনিবে? এবম্বিধ বহির্ম্মুখ কর্ম্মের নিন্দা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন—

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥ (৩।২৩।৫৬)

"জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদপুরাণ"—এই বেদবাক্য স্বীকার করিয়া শাস্ত্রালোচনা করিলেও আধুনিক কবি, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকগণের লেখনী জীবকে মায়ামোহিত করিয়া এমনভাবে অধঃপাতিত করিয়াছে যে, তাহাদের নিঃশ্রেয়স ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি বা সাধুসঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত জানে না। কবি ও সাহিত্যিকগণের মধুপুষ্পিত বাক্যরাজি

ইন্দ্রিয়গুলিকে সেবোন্মুখী বৃত্তি হইতে ভোগোন্মুখ-বৃত্তিরূপ মায়াপাশে আবদ্ধ করিয়া আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিগণের অমঙ্গল আনয়ন করিয়া থাকে। সাত্বত ধর্ম্মের অর্থাৎ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বা ভাগবত-ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধির অভাবেই ইহ সংসারের যাবতীয় ভোগবাঞ্ছা সিদ্ধিকামী অবস্তুকে বস্তু জ্ঞান করিয়া সংসারের অনিত্য সুখে ক্ষণভঙ্গুর জীবনকে অতিবাহিত করাই মনুষ্যজীবনের প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ এই ভাগবত-ধর্ম্মের চরম ও পরম প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে ভগবৎ-শরণাগতি।

গীতাশাস্ত্র অজ্ঞান মূঢ় ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলিলেন—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মনঃ স্বর্গপরা জন্ম-কর্ম্ম-ফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥ (২।৪২।৪৩)

যাহারা মূর্খ, বেদের অর্থবাদে রত, স্বর্গাদি ফল ব্যতীত অন্য ঈশ্বর-তত্ত্ব নাই—এইরূপ প্রজল্পকারী তাহারা আপাততঃ মনোরম, পরিণামে বিষময় পুষ্পিতবাক্যকে প্রকৃষ্ট বেদবাক্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। অতএব তাহারা কামাত্মা স্বর্গপ্রার্থী, জন্মকর্ম্মফলপ্রদ ভোগৈশ্বর্য্য-প্রাপ্তি সাধনীভূত ক্রিয়াবিশেষ প্রচুর বাক্যসকল বলিয়া থাকে।

সুতরাং যাহারা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া অনাদি মায়ার কবলে পড়িয়া বদ্ধ হইয়া আছেন, তাহাদের সংসারদশা হইতে অর্থাৎ 'অহং মম'-বুদ্ধি হইতে উদ্ধার করিবার জন্য পরমকারুণিক স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্য-সংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ (ভা ৩।২৫।২৫)

অর্থাৎ, সাধুদিগের প্রকৃষ্ট-সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্য-প্রকাশক যে সকল শুদ্ধহৃদয় কর্ণের প্রীতি উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যানিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ

আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হইবে।

অতএব চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে ভ্রমণকারি অনন্ত জীবগণের পক্ষে শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহকে যিনি তত্ত্বতঃ অবগত আছেন সেই সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তের পাদপদ্মে প্রপত্তি এবং কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গই জীবের শুদ্ধ-দশা লাভের একমাত্র উপায়। কারণ "সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধির্নৃণাম্" অর্থাৎ এ সংসারে অল্পক্ষণের জন্যও যদি সাধুসঙ্গ হইলে সেই সাধুসঙ্গ মনুষ্যসকলের পক্ষে পরম নিধিস্বরূপ হইয়া থাকে। গীতা বলিলেন—'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'।

জীবগতি-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদপ্রধান শ্রীল জগদানন্দ প্রভু তাঁহার 'প্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থে বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
এইরূপ সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন॥
নিজতত্ত্ব জানি আর সংসার না চায়।
কেন বা ভজিনু মায়া করে হায় হায়॥
মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে-ভজিতে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম পায়॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

সুতরাং তত্ত্বজিজ্ঞাসু আত্মসমর্পণকারী তাহার উচ্চকুলাভিমান, পাণ্ডিত্যের দম্ভ, ঐশ্বর্য্য ও রূপ-লাবণ্যের ধৃষ্টতা—এই চতুর্ব্বিধ অহংকার সম্যক্ বহন করিয়া পরাশান্তি লাভের নিমিত্ত অকপট-হৃদয়ে প্রণত-চিত্তে তত্ত্বজ্ঞানী সদ্‌গুরুর নিকট যাইবেন। কারণ শ্রীগুরুদেবই বিষয়গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়া শরণাগত শিষ্যকে নিত্য আনন্দ দান করিতে সমর্থ। মহাজন-গীতিতে পাই—'কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে।" সদ্‌গুরুদেব সকপোলকল্পিত মনোমুগ্ধকর ও শিষ্যের বাক্যাবলীকে ধর্ম্মের নামে উপদেশ প্রদান করিয়া গুরুগিরি-ব্যবসা

পরিচালনা করেন না। তিনি "জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।" শ্রীকুন্তীদেবী এই প্রতিকূল বিষয় চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—

"জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন গোচরম্॥"

(ক্রমশঃ)

—পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

শ্রীব্যাসপূজায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্মে অঞ্জলি

মাঘের শীতঋতু নির্ম্মল আকাশ।
তাহে কৃষ্ণা-পঞ্চমীতে প্রভুর প্রকাশ॥

চন্দ্রের কিরণচ্ছটা সুনীল গগন।
মন্দ মন্দ বহিতেছে শীতল পবন॥

কত দেবগণে তাঁর করয়ে স্তবন।
অবতীর্ণ যথা ভগবতীর নন্দন॥

তপ্তকাঞ্চন তাঁহার শ্রীঅঙ্গে শোভন।
কমনীয় কান্তি অতি শোভা বিমোহন॥

করুণায় পূর্ণ যেন যুগল নয়ন।
গ্রীবাতে শোভিছে যৈছে হরিপ্রিয়ধন॥

মলয়জ-বিরচিত ত্রিলোক শিরোমণি।
বালার্ক শোভে দেহে বসন দু'খানি॥

পরম পবিত্র শুদ্ধভক্তির আধার।
"ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল" লক্ষণ তাঁহার॥

আজি শুদ্ধ দিনে তব চরণ-যুগল।
কি দিয়ে পূজিব প্রভু আমি নিঃসম্বল॥

ভক্তিবিন্দু নাহি মোর প্রেমপুষ্পহীন।
গলবস্ত্র-কৃতপুটে কাঁদিছে এ দীন॥

কিন্তু প্রভু আছে মোর শুধু আঁখিজল।
তা' দিয়ে পূজিব প্রভু তবাঙ্ঘ্রি যুগল॥

—শ্রীহরিহর ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়ের উনবিংশ বর্ষ

আমাদের উনবিংশ বর্ষে বহুকথা স্মৃতিপটে আসিয়া আবির্ভূত হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাস্রোত বিংশ শতাব্দীতে কিপ্রকার প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহা আলোচনার বিষয়। তার্কিক যুগে সত্যের নামে অসত্যই বৃদ্ধি পাইতেছে, কিম্বা অসত্যের নামে সত্য বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা একটা গভীর ভাবনায় বিষয়। আমরা সাধারণ বাংলা কথায় প্রচলিত ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকি যে, 'একাই একশ'। ইহা গৌরবে ব্যবহৃত হয়। এই গৌরব বিশ্বকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টার প্রতীক-স্বরূপ বলিয়াও ধরা যাইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গৌড়ীয়ের উনবিংশ খণ্ড উনবিংশ শতাব্দীর আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া 'একাই একশ'—এক বর্ষই একশ' বর্ষের আলোচনায় উন্মুখ। পৃথিবীকে কোন কোন 'এক'-চিন্তাবাদী একশ' প্রকারে বিশ্বকে অধঃপাতিত করিয়া কিপ্রকার মিথ্যা যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছে বা করিতেছে তাহাই উনবিংশ বর্ষের শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিব।

আমরা শাস্ত্র হইতে জানিতে পাই, "যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনাঃ"। কলির এরূপ প্রভাব হইয়াছে যে, শাস্ত্রের এই বাক্য লইয়াও তর্ক চলিতেছে। যথা—শ্রেষ্ঠ কাহাকে বলে, শ্রেষ্ঠের অর্থ কি, ইতর শব্দ কেন, সব শ্রেষ্ঠ বলিলে দোষ কি অথবা সবই ইতর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বলিতে অন্য সকলকে বুঝাইতে কি ক্ষতি। এককথায় শ্রেষ্ঠ ও অশ্রেষ্ঠ সবই এক। সুতরাং শ্রেষ্ঠের অনুকরণ বা অনুসরণ করার যে নীতি. ইহা আজকাল চলিবে না।—"সব সমান"-বাদী এই কথা বলিয়া নিজেই শ্রেষ্ঠ হইতে চাহে। চোর যেমন "ঐ চোর, ঐ চোর" বলিয়া নিজেকে সাধু প্রতিপন্ন করিতে চায় সেই প্রকার অসৎ প্রকৃতির লোকগুলিই সংখ্যাধিক্য হইয়া সাধুদেরই অসাধু বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জগৎ আমাদিগকে শিক্ষা দেয়, আণবিক বোমা সহস্র সহস্র বৃহৎ কামান (cannon) অপেক্ষা অনেকগুণে শক্তিশালী। এরূপ ক্ষেত্রে কামানগুলি একসঙ্গে জুটিয়া আণবিক বোমার বিরুদ্ধে যতই লাগিয়া পড়ুক না কেন, ফলে ধ্বংস অনিবার্য্য। বৈজ্ঞানিক যুগ যখন এইরূপ শিক্ষা দেয়, তখন অসৎ রাজ্য নিজেকেই আণবিক বোমার স্থানে বসাইবার চেষ্টা করে।

সংখ্যায় এক হইলেও বহুত্বের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বে তাহারই অসমোর্দ্ধত্ব প্রতিপন্ন হইতে বাধ্য। সংখ্যা-গরিষ্ঠের যতই প্রতাপ বা প্রভাব বিস্তারলাভ করুক না কেন, তাহা সংখ্যালঘিষ্ঠ গুরুত্ব-শ্রেষ্ঠত্বের অধীনে আসিতে বাধ্য।

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের "গৌড়ীয়" পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্য-চিন্তা কিরূপভাবে প্রদমিত হইয়াছিল তাহা আমাদের অনুশীলনের বিষয় হউক। তিনি সেই প্রবন্ধের শিরোনামায় বলিয়াছিলেন,—পৃথিবীতে জনমত ও সত্য এক কথা নহে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমত সত্যের পরিপন্থী। আমরা আজকাল বিংশ শতাব্দীতে তাহার প্রকৃষ্ট প্রতিমূর্ত্তি লক্ষ্য করিতেছি। যেখানে "সত্যম্ এব জয়তি"—সত্যই জয়লাভ করে, এই প্রতিধ্বনি করিয়া অসত্যের প্রসার প্রবলভাবে বর্দ্ধিত করিতেছে, আমরা তাহা আমাদের এই "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায়" বর্ত্তমান বর্ষে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিব।

মায়ার জগতে মায়া তাহার মেধাশক্তির প্রভাব বিস্তার করিয়া যুক্তিতর্ক ও কূটনীতি জবরদস্তিরূপে প্রকাশ করিয়াছে, এমন কি এরূপ যুক্তিও জগতে প্রচুর আদৃত হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ মিথ্যা। যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সত্য বলিয়া প্রতীত হয় তাহাই মিথ্যা বলিয়া সংজ্ঞিত হইতেছে। তাহাদের শ্লোগান বা ধ্বনি এই যে, যাহা দেখা যায় বা শোনা যায় তাহাই মিথ্যা। সুতরাং যাহা দেখা যায় না বা শোনা যায় না, তাহাই সত্য। এইরূপ শিক্ষা এত বিস্তারলাভ করিয়াছে যে, তাহার ফলে যাহা নাই তাহাই সত্য, যাহা আছে তাহাই মিথ্যা—এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে। ফলে, পৃথিবীতে অসত্যের বিস্তার এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে, 'সত্য' এই কথাটী একটী পাগলের উক্তি মাত্র। কেহ কেহ বলেন সত্য আবার কি? এইরূপ দার্শনিক-চিন্তা জগৎকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে।

আমরা বহুকাল হইতেই 'নাস্তিক' শব্দটী গালাগালি বলিয়া অর্থাৎ হীনজ্ঞাপক বাক্য বলিয়া মানিয়া আসিতেছি। এখনও তাহা চলিতেছে। আমরা সমাজের কাহাকেও 'নাস্তিক' বলিলে সে চটিয়া উঠিবে। সকলেই 'আস্তিক' হইতে চায়, নাস্তিক হইতে কেহ চাহে না। এইরূপ যে-

সমাজে, যে-দেশে প্রাচীনতম ন্যায়-নীতি পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে, সেই দেশে কলির সহায়তায় মায়া 'আস্তিক' ও 'নাস্তিক' এই শব্দ দুইটীর অর্থবিপর্য্যয় ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে। গৌড়ীয়-পত্রিকা বর্ত্তমান বর্ষে ইহার প্রত্যেকটীর মূর্ত্তি, পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন।

শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব

বিগত ৩রা গোবিন্দ, ১৭ ফাল্গুন, ইং ২৭ শে ফেব্রুয়ারী সোমবার, শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব-তিথি হইতে ৫ই গোবিন্দ বুধবার, শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভ আবির্ভাব-তিথি পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীব্যাসপূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল আচার্য্যদেব এই দিবসত্রয় উপস্থিত ছিলেন। এই কয় দিবসই প্রাত্যহিক পাঠ-কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান ব্যতীতও শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত মহিমা-ব্যঞ্জক বিবিধ মহাজন-গীতিরও বিশেষ কীর্ত্তন হয়। সোমবার মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানান্তে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারী-জিউ-এর ভোগারতি সমাপ্ত করিয়া সমাগত কয়েক শত ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধ রস-সংযুক্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় আহূত এক ধর্ম্মসভায় বিভিন্ন ভক্তবৃন্দ-রচিত সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, ইংরাজী, আসামী প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পিত পুষ্পাঞ্জলি-পাঠ হয়। বিভিন্ন ত্রিদণ্ডিপাদ ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ ব্যাসপূজা ও শ্রীগুরু-পূজার বিজ্ঞান লইয়া ভাষণ প্রদান করিলে পর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ব্যাসপূজা-সম্বন্ধে এক দার্শনিক বিচারপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। মঙ্গলবার দিনও সন্ধ্যায় আহূত ধর্ম্মসভায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব বেদব্যাসের দান লইয়া এক মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। বুধবার মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হইলে পর সমাগত বহু লোককে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ-বিহারী-জিউ-এর বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। এই দিবসও সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের সভাপতিত্বে এক ধর্ম্মসভা আয়োজিত হয়। সভায়

বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্যে বিবিধ ভক্তের প্রেরিত অঞ্জলি-সমূহ পাঠ ও বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতার পর শ্রীল গুরুপাদপদ্ম "বেদব্যাস ও শ্রীল প্রভুপাদ" বিষয় লইয়া এক অদ্ভুত তত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

গদামথুরা পঞ্চমখণ্ডে রামনগর আবাদ গ্রামে সমিতির আশ্রিতা শ্রীযুক্তা নারায়ণী মাইতি ও শ্রীযুক্ত শশিশেখর দাসাধিকারীর প্রচেষ্টায় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ধারায় শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা হোম অনুষ্ঠিত হয়। তৎপর সমাগত ব্যক্তিবর্গকে মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হয়। তিন দিন সন্ধ্যায় আহূত ধর্ম্মসভায় শ্রীমৎ বামন মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীব্যাসপূজা ও শ্রীগুরুপূজার একত্ব ও বৈশিষ্ট্য লইয়া ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাঘবচৈতন্য ব্যাকরণতীর্থ, ভক্তিতিলক প্রভু এইস্থানে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদি সম্পাদন করেন। তিনিও ব্যাসপূজা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছেন।

—নিজস্ব সংবাদ

—ঃ সংশোধন ঃ—

এই সংখ্যার ২৬ পৃষ্ঠায় সংস্কৃতে অঞ্জলির চতুর্থ পংক্তিতে "ত্রাণকর্ত্তা" স্থানে "ত্রাণকর্ত্তাত্র" এবং ষোড়শ পংক্তিতে "দয়া" স্থলে "দয়াং" হইবে।

—ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ—

গত ১৮শ বর্ষের ১২শ সংখ্যা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৪৭৩ পৃষ্ঠায় "অমল পত্র" কবিতাটী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজকে লিখিত। লেখক শ্রীঅমলরঞ্জন মণ্ডলের বাটী বর্দ্ধমান জিলার বড়বহর-কুলি গ্রাম।

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER "SHRI GOUDIYA PATRIKA"

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1. Place of publication—Shri Debananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia) W. B.

2. Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month i. e., once in a month

3. Printer's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj.
   Nationality—Indian—Goudiya Vaishnab.
   Address—Shri Debananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia) W. B.

4. Publisher's Name— Do
   Nationality— Do
   Address — Do

5. Editor's Name - Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj,
   Nationality—Indian—Goudiya Vaishnab.
   Address—Shri Debananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O. Nabadwip (Nadia) W. B.

6. Names and Addresses of individuals who own the newspaper and partners or share-holders holding more than one percent of the total capital.— Paramahansa-Swami Shri Shrimad Bhakti Projnan Keshab Maharaj, Founder-Acharya & Controller, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Society.

I, Bhakti Vedanta Baman, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief

14. 3. 1966. Sd/-BHAKTI VEDANTA BAMAN
Signature of Publisher.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৯শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৭৩ { ২য় সংখ্যা

ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে ।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ ।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন ।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

১৯শ বর্ষ — গর্ভোদশায়ী, ১৯ বিষ্ণু, ৪৮১ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩১ চৈত্র, ১৩৭৩ ; ইং ১৪।৪।১৯৬৭ — ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীগজেন্দ্র-কৃতং "শ্রীশ্রীহরি-স্তব-দ্বাদশকম্‌"

(শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টম-স্কন্ধে তৃতীয়েঽধ্যায়ে—১৮-২৯)

আত্মাত্মজাপ্ত-গৃহ-বিত্ত-জনেষু সক্তৈ-
র্দুষ্প্রাপণায় গুণসঙ্গবিবর্জ্জিতায় ।
মুক্তাত্মভিঃ স্বহৃদয়ে পরিভাবিতায়
জ্ঞানাত্মনে ভগবতে নম ঈশ্বরায় ॥ ১ ॥

মন, পুত্র, গৃহ, বিত্ত এবং বিশ্বস্ত ভৃত্যাদিতে আসক্ত ব্যক্তিগণের দুষ্প্রাপ্য বিষয়-সঙ্গরহিত মুক্তাত্মগণের স্বহৃদয়ে চিন্তিত জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্‌ আপনাকে নমস্কার ॥ ১ ॥

যং ধর্ম্ম-কামার্থ-বিমুক্তিকামা
ভজন্ত ইষ্টাং গতিমাপ্নুবন্তি ।

কিঞ্চাশিষো রাত্যপি দেহমব্যয়ং
করোতু মেঽদভ্রদয়ো বিমোক্ষণম্ ॥ ২ ॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গ কামী ব্যক্তিরা যাঁহাকে আরাধনা করিয়া ঈপ্সিত ফল ও অন্যান্য অর্থ প্রাপ্ত হয়, আরও যিনি স্বদেহতুল্য অপ্রাকৃত দেহ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই অপার করুণাময় ভগবান্ আমার মোচন করিয়া দিউন ॥ ২ ॥

একান্তিনো যস্য ন কাঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দ-সমুদ্রমগ্নাঃ । ৩ ॥

তমক্ষরং ব্রহ্ম পরং পরেশ-
মব্যক্তমাধ্যাত্মিক-যোগগম্যং ।
অতীন্দ্রিয়ং সূক্ষ্মমিবাতিদূর-
মনন্তমাদ্যং পরিপূর্ণমীড়ে ॥ ৪ ॥

ঐকান্তিক শরণাগত ভক্তগণ অত্যদ্ভুত মঙ্গলপ্রদ তল্লীলাদি কীর্ত্তনপূর্ব্বক আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া যাঁহার সমীপে কোন বিষয় বাঞ্ছা করেন না, সেই পরেশ নিত্য অব্যক্ত, আধ্যাত্মিক যোগলভ্য, ইন্দ্রিয়সমূহের অবিষয়, সূক্ষ্মবৎ অতীন্দ্রিয়, বাহ্যদৃষ্টির বহির্ভূত, অনন্ত, আদ্য, পরিপূর্ণ-স্বরূপ পরব্রহ্মকে আমি স্তব করি ॥ ৩-৪ ॥

যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা বেদা লোকাশ্চরাচরাঃ ।
নাম-রূপ-বিভেদেন ফল্গ্ব্যাচ কলয়া কৃতাঃ ॥ ৫ ॥
যথার্চ্চিষোঽগ্নেঃ সবিতুর্গভস্তয়ো
নির্যান্তি সংযান্ত্যসকৃৎ স্বরোচিষঃ ।
তথা যতোঽয়ং গুণসম্প্রবাহো
বুদ্ধির্মনঃ খানি শরীরসর্গাঃ ॥ ৬ ॥
স বৈ ন দেবাসুর-মর্ত্ত্য-তির্য্যঙ্-
ন স্ত্রী ন ষণ্ডো ন পুমান্ ন জন্তুঃ ।

নায়ং গুণঃ কর্ম্ম ন সন্ন চাস-

ন্নিষেধ-শেষো জয়তাদশেষঃ ॥ ৭ ॥

যে ভগবানের অত্যল্প অংশদ্বারা ব্রহ্মাদি দেবগণ, সামাদি চতুর্ব্বেদ, স্থাবর জঙ্গমাত্মক লোকসকল ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ-বিশিষ্ট হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে ; যেরূপ অগ্নি হইতে শিখা এবং সূর্য্য হইতে স্বাংশ কিরণ পুনঃ পুনঃ উদ্ভূত ও তাহাতেই লীন হয়, সেই প্রকার বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় দেহ বর্গ ও গুণপরিণামরূপ প্রপঞ্চ যাঁহা হইতে নির্গত হইয়া আবার যাঁহাতে লীন হয়, সেই প্রকার বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, দেহবর্গ ও গুণপরিণামরূপ প্রপঞ্চ যাঁহা হইতে নির্গত হইয়া আবার যাঁহাতে লীন হয়, তিনি দেবতা, অসুর, মনুষ্য, তির্য্যক্ কিম্বা স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক বা জন্তু নহেন এবং গুণ, কর্ম্ম ও সৎ, অসৎ নহেন ; কিন্তু নিষেধের অবধি। সেই অশেষাত্মক ভগবান্ জয়যুক্ত হউন ॥ ৫-৭ ॥

জিজীবিষে নাহমিহামুয়া কিম্

অন্তর্ব্বহিশ্চাবৃতয়েভযোন্যা ।

ইচ্ছামি কালেন ন যস্য বিপ্লব-

স্তস্যাত্মলোকাবরণস্য মোক্ষম্ ॥ ৮ ॥

কুম্ভীরের কবল হইতে মুক্ত পাইয়া বাঁচিবার ইচ্ছা করি না। অন্তরে ও বাহিরে অবিবেকাবৃত এই গজ-জন্মে প্রয়োজন কি ? অতএব কালে অবিনাশ্য আত্মপ্রকাশের অজ্ঞানমোক্ষ কামনা করি ॥ ৮ ॥

সোহহং বিশ্বসৃজং বিশ্বমবিশ্বং বিশ্ববেদসং ।

বিশ্বাত্মানমজং ব্রহ্ম প্রণতোহস্মি পরং পদম্ ॥ ৯ ॥

মুক্তিকামী আমি, সেই বিশ্বের স্রষ্টা বিশ্বরূপ অথচ বিশ্ব-ব্যতিরিক্ত, বিশ্বজ্ঞাতা, বিশ্বের আত্মা, অজ ও পরমপদস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রণাম করি ॥ ৯ ॥

যোগরন্ধিতকর্ম্মাণো হৃদি যোগবিভাবিতে ।

যোগিনো যং প্রপশ্যন্তি যোগেশং তং নতোহস্ম্যহং ॥ ১০ ॥

ভক্তিযোগদ্বারা দগ্ধকর্ম্মা যোগিগণ যোগবিশোধিত হৃদয়মধ্যে যাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন, আমি সেই যোগেশ্বরকে প্রণাম করি ॥ ১০ ॥

নমো নমস্তুভ্যমসহ্যবেগ-

শক্তিত্রয়ায়াখিলধীগুণায় ।

প্রপন্নপালায় দুরন্তশক্তয়ে
কদিন্দ্রিয়াণামনবাপ্যবর্ত্মনে ॥ ১১ ॥

অসহ্যবেগ গুণত্রয়শালী নিখিলেন্দ্রিয় বিষয়রূপে প্রতীয়মান, শরণাগত জনের রক্ষক, অপার-শক্তি-সম্পন্ন, অজিতেন্দ্রিয়গণের অপ্রাপ্যবর্ত্ম আপনাকে নমস্কার ॥ ১১ ॥

নায়ং বেদ স্বমাত্মানং যচ্ছক্ত্যাঽহংধিয়া হতং।
তং দুরত্যয়মাহাত্ম্যং ভগবন্তমিতোঽস্ম্যহং ॥ ১২ ॥

যাঁহার মায়ায় এই ব্যক্তি দেহাত্মাভিমানে আবৃত হইয়া স্বীয় আত্মাকে জানিতে পারিতেছে না, আমি দুর্ব্বোধ-মাহাত্ম্য সেই ভগবান্‌কে আশ্রয় করি ॥ ১২ ॥

আধ্যক্ষিকের চণ্ডীদাস ও মহাপ্রভুর চণ্ডীদাস

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমায়াপুর
১৪ই ফাল্গুন, ১৩৪০
২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪

[জড়চণ্ডীদাসেরা আউল-বাউল প্রভৃতির দল—শ্রীরূপানুগ-গণের চিত্তবৃত্তি জড়ভোগ-বাদিদের বোধগম্য নহে—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দেহে আকাশ-পাতাল ভেদ—অপ্রাকৃত চণ্ডীদাস আধ্যক্ষিকগণের জ্ঞানাতীত।]

স্নেহবিগ্রহেষু—

প্রিয়—, * * * * চণ্ডীদাস একজন নহে। অসংখ্য সহজিয়া তাঁহার নাম লইয়া তাহাদের অসংবৃত্তি চালাইবার জন্য নানা পদ ও গল্প রচনা করিয়াছে। কিন্তু মহাপ্রভুর কাছে যে চণ্ডীদাসের গীত হইত সেই চণ্ডীদাসের চিত্তবৃত্তি Servitor-এর চিত্তবৃত্তি মাত্র। Servitor আপনাকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠানুগ জানেন। জড়চণ্ডীদাসগণ বামাচারী বাগানের চণ্ডীদাস। কেবল বামাচারী বাগানে নহে, কালে কালে অসংখ্য জড় চণ্ডীদাস নানা স্থানে জড়ীয় স্ত্রী-পুরুষ-ব্যাপার লইয়া বসিয়া থাকে। **বর্ত্তমানে চণ্ডীদাস ও রামী অবস্থায় বহু জড় কামুক** চণ্ডীদাস আছে। এখনকার চণ্ডীদাসেরা আউল-বাউল প্রভৃতির দল। মোটের উপর,

শ্রীরূপানুগ-গণের চিত্তবৃত্তি জড়ভোগবাদীরা আদৌ বুঝিতে পারিবে না।

অপ্রাকৃত দেহে মধুর রসের সেবক জড়ভোগী **পুরুষাকৃতি** নহে। প্রাকৃত স্ত্রী-দেহ ও অপ্রাকৃত ভক্তিরাজ্যের চিদানন্দ দেহের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে; উহাই শুদ্ধ চণ্ডীদাসের মত। **আধ্যক্ষিক বা Sensuous বিচারে যে চণ্ডীদাস, তাহা শুদ্ধভক্ত চণ্ডীদাস নহে।** আধ্যক্ষিকগণ অপ্রাকৃত চণ্ডীদাসকে চিনিবার অযোগ্য।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(প্রকরণ-প্রস্থান—মহাজন-বাক্য-গ্রন্থাদি)

১৪। সভাষ্য 'তত্ত্বসূত্রে'র মঙ্গলাচরণটী কি?

"প্রণম্য কৃষ্ণচৈতন্যং ভারদ্বাজং সনাতনম্।
তত্ত্বসূত্রং সব্যাখ্যানং ভাষায়াং বিবৃতং ময়া॥"

—'মঙ্গলাচরণম্', তঃ সূঃ

১৫। ব্যাসসূত্রাধিকরণমালার ভূমিকাটি কি?

"নিত্যং চিন্ময়কুঞ্জবৃন্দসুভগে বৃন্দাবনে সঙ্গতং
রাধা-কৃষ্ণ ইতিদ্বয়ং রসময়ং ব্রহ্মাবিরাস্তে পরম্।
তদ্ভাবাপ্তি-মকরন্দপানতরলশ্চেতোঽলিবস্তিতাহং
কেদারাভিধ উৎসুকঃ প্রভুবরং যাচে নিবদ্ধাঞ্জলিঃ॥"

—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠকুরকৃত 'ব্যাসসূত্রাধিকরণমালা'—'উপক্রমণিকা'

১৬। 'বেদার্কদীধিতি' টীকা কোথায় ও কাঁহা কর্ত্তৃক বিরচিতা?

"বেদার্কদীধিতিরয়ং ভজনপ্রদীপঃ
গৌরাঙ্গভক্তপদ-ভক্তিবিনোদকেন।
শ্রীগোদ্রুমদ্বিজপতেশ্চরণ-প্রসাদাৎ
প্রজ্বালিতঃ সুরভিকুঞ্জবনান্তরালে॥"

—বেঃ দীঃ

১৭। শ্রীমদ্ আম্নায়সূত্রের মঙ্গলাচরণটি কি ?

"নত্বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং জগদাচার্য্যবিগ্রহম্।
কেন ভক্তিবিনোদেন বৈষ্ণবানাং প্রসাদতঃ॥
প্রমাণৈরষ্টভিঃ ষড়্‌ভির্লিঙ্গৈর্বেদার্থনির্ণয়ম্।
অভিধাবৃত্তিমাশ্রিত্য শব্দানাঞ্চ বিশেষতঃ॥
ত্রিংশোত্তরশতং সূত্রং রচিতং মহদাজ্ঞয়া।
পঠন্তু বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে চৈতন্যপদসেবিনঃ॥

জগতের আচার্য্যবিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বৈষ্ণবদিগের প্রসাদে ভক্তিবিনোদ-উপাধিক কোনও ব্যক্তি এই ১৩০ সংখ্যক সূত্র রচনা করিলেন। অষ্টপ্রকার প্রমাণ, বেদার্থ-নির্ণয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছয় প্রকার লিঙ্গ অবলম্বন করত সমস্ত বেদবাক্যের অভিধাবৃত্তি আশ্রয়-পূর্ব্বক মহদাজ্ঞাক্রমে ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন; শ্রীচৈতন্যপদাশ্রিত বৈষ্ণব সকল স্বচ্ছন্দে ইহা পাঠ করুন।"

—'মঙ্গলাচরণম্', আঃ সূঃ তাৎপর্য্য

১৮। 'শ্রীমদ্ আম্নায়সূত্রম্' কখন ও কোন্ মহাজন কর্ত্তৃক বিরচিত ?

"চৈতন্যদেবস্য চতুঃশতাব্দে নেত্রাধিকে ভক্তিবিনোদকেন।
আম্নায়মালা প্রভুভক্তকণ্ঠে গৌড়ে প্রদত্তা হরিজন্মঘস্রে॥"

—'উপসংহারঃ', আঃ সূঃ তাৎপর্য্য

১৯। শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্ভাষ্য 'শ্রীচৈতন্যচরণামৃতম্' গ্রন্থের নমস্ক্রিয়াটি কিরূপ ?

"পঞ্চতত্ত্বান্বিতং নত্বা চৈতন্যরসবিগ্রহম্।
চৈতন্যোপনিষদ্ভাষ্যং করোম্যাত্মবিশুদ্ধয়ে॥"

—'মঙ্গলাচরণম্', চৈঃ চঃ ভাঃ

২০। 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে কোন্ বস্তুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে ?

"ভ্রমজনিত, অসম্পূর্ণ ও পরস্পর বিবদমান সিদ্ধান্ত-সকল যে কৃষ্ণ-ভক্তিতে পর্য্যবসান প্রাপ্ত হয়, সেই ভক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে প্রণাম করিয়া 'শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' নামক গ্রন্থ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলাম।"

—'মঙ্গলাচরণ' চৈঃ শিঃ ১।১

২১। পূর্ব্ব-মহাজনদিগের রচনার বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য্যাবধি কি অনন্ত-সাধারণ নহে?

"পূর্ব্ব-মহাজনদিগের রচনা অপেক্ষা কিছুই আমাদের নিকট মধুর বলিয়া বোধ হয় না। আহা! হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু অপেক্ষা একখানি অধিক শিক্ষাপূর্ণ রসগ্রন্থ আর কে লিখিতে পারে? ধন্য শ্রীরূপ গোস্বামী! ধন্য শ্রীসনাতন গোস্বামী! তাঁহাদের রচনা অপেক্ষা মধুর ও তত্ত্বপূর্ণ রচনা আমরা দেখিতে পাই না। হে পাঠকবর্গ! প্রতিদিন শ্রীব্রহ্ম-সংহিতা, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত, শ্রীভাগবতামৃত-গ্রন্থের রস আস্বাদন করুন।

—'নিবেদন', সঃ তোঃ ১০।৫

২২। 'শ্রীমহাভারত' আর্য্যগণের অতিশয় মান্যগ্রন্থ কেন? বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত 'বিষ্ণুসহস্রনামে'র বৈশিষ্ট্য কি?

"ঋষিগণ কোন সময়ে সমস্ত বেদকে একদিকে ও শ্রীমহাভারতকে একদিকে দিয়া তৌল করিলে শ্রীমহাভারত অধিক গুরুভারক্রমে নত হইয়া পড়েন। ইহাতে জ্ঞাতব্য এই যে, মহাভারতের তুল্য আর্য্যদিগের পূজনীয় ধর্ম্মগ্রন্থ আর নাই। সেই মহাভারতের মধ্যে দুইটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন আছে। একটি 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' ও অপরটি 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম'। তত্ত্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ উক্ত দুই গ্রন্থ হইতে নিজ-মত সমর্থন করিতে না পারিলে সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিকতা স্থাপন করিতে পারেন না। এতন্নিবন্ধন শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সমুদয় আচার্য্য নিজ নিজ মতে বেদভাষ্য, বেদান্ত-সূত্রভাষ্য, গীতাভাষ্য প্রস্তুত করত প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট মতে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুই বেদান্তাচার্য্য। অতএব তৎকৃত 'সহস্রনামভাষ্য' সর্ব্বাদৌ প্রকাশ করিলাম।"

—'বোধন', শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম, চৈতন্যাব্দ ৪০০

২৩। শ্রীমচ্চক্রবর্ত্তি-কৃত শ্রীচৈতন্য-মত-জ্ঞাপক শ্লোকটী ভজনবিষয়ক,—না তত্ত্ব-বিষয়ক?

"শ্রীমৎ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজনবিষয়ে মতটি নিজকৃত শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত তত্ত্ববিষয়ক মতের সংখ্যা করেন নাই। এই শ্লোকে জীবতত্ত্ব, জড়তত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, সাধনভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের উল্লেখ নাই। তত্ত্ববিচারস্থলে এই শ্লোক সম্পূর্ণ নয়। সম্পূর্ণ তত্ত্ব-সংখ্যা করিতে হইলে ষট্সন্দর্ভ-লিখিত তত্ত্ববিবরণ প্রকাশ

করা আবশ্যক। * * * কৃষ্ণ, কৃষ্ণশক্তি ও কৃষ্ণলীলাত্মক ভগবত্তত্ত্ব তথা নিত্যবদ্ধ নিত্যমুক্তভেদে দ্বিবিধ বিভিন্নাংশগত জীবতত্ত্ব ও তদাবরক মায়াতত্ত্ব এবং সাধনতত্ত্ব ও সাধ্যতত্ত্ব—এই সমস্ত তত্ত্ব পৃথক্ পৃথগ্‌রূপে নব তত্ত্ব হয়। এই নব তত্ত্ব প্রমেয় এবং স্বতঃসিদ্ধ বেদশাস্ত্র ও ভাগবত-শিরস্ক স্মৃতিশাস্ত্রই প্রমাণ। এবম্বিধ দশটি সিদ্ধান্তের পৃথগুল্লেখ-রহিত বিচারকে কখনই বৈদান্তিক বলিয়া বৈষ্ণবগণ স্থির করিবেন না।"

—'নূতন-পত্রিকা', সঃ তোঃ ৪।৩

২৪। জৈবধর্ম্ম-রচনার কাল কখন এবং গ্রন্থ-পাঠের অধিকারী কে?

"গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের কৃপাবল ধরি'।
ভকতিবিনোদ দীন বহু যত্ন করি'॥
বিরচিল জৈবধর্ম্ম গৌড়ীয়-ভাষায়।
সম্পূর্ণ হইল গ্রন্থ মাঘী পূর্ণিমায়॥
চৈতন্যাব্দ চারিশত দশে নবদ্বীপে।
গোদ্রুমে স্বরভিকুঞ্জে জাহ্নবী-সমীপে॥
শ্রীকলিপাবন-গোরাপদে যাঁ'র আশ।
এ গ্রন্থ পড়ুন তিনি করিয়া বিশ্বাস॥
গৌরাঙ্গে যাঁহার না জন্মিল শ্রদ্ধা-লেশ।
এ গ্রন্থ পড়িতে তাঁরে শপথ বিশেষ॥
শুষ্ক মুক্তিবাদে কৃষ্ণ কভু নাহি পায়।
শ্রদ্ধাবানে ব্রজলীলা শুদ্ধরূপে ভায়॥"

—জৈঃ ধঃ, ২৪শঃ অঃ

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সংগ্রহ করুন !! সংগ্রহ করুন !!

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তিত ধারায়

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত ৪৮১ শ্রীগৌরাব্দের

বিশুদ্ধ সারস্বত

শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা

ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি যাবতীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণবমাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য—১.২৫ টাকা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

নিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে

দীনাত্ম নিবেদন

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার।
তব পাদপদ্মে কোটী কোটী নমস্কার ॥
জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গসুন্দর।
গোলোকের ধন আনি' করিলে প্রচার ॥
জীবদুঃখ দূর লাগি' আপনে আসিয়া।
কলিজীব উদ্ধারিলে নিজ নাম দিয়া ॥
যাগ, যজ্ঞ, দান, হোম, ব্রত, চন্দ্রায়ন।
তিন যুগে যত ছিল কৃচ্ছ্রতা সাধন ॥
সকল নিবারি' নামে সর্ব্বশক্তি দিয়া।
নিজ ভাণ্ডারের গুপ্তধন উঘাড়িয়া ॥
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ-নাম হয় ত অভিন্ন।
সেই নাম দানি' জীবে করিলেন ধন্য ॥
কলিজীবে দিলে নিজে করি সংকীর্ত্তন।
কলি-নিস্তারক নাম 'হরে কৃষ্ণ রাম' ॥
এহেন দয়াল বদান্যের শিরোমণি।
কোন যুগে অবতারে কভু নাহি শুনি ॥
এহেন নামেতে মোর নাহল বিশ্বাস।
জড় সুখে মজি কৈনু অসতে বিলাস ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণবে মোর না হইল রতি।
আমা সম ত্রিভুবনে নাহি পাপমতি ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ দয়ার সাগর।
শ্রীচরণে পড়ি' কাঁদে এ' অধমা ছার ॥
যদি কৃপা করি' কর শুভ দৃষ্টিপাত।
তবে তো উদ্ধার পায় এ দীনা পতিত্ত।

নাহি কর্ম্ম বল জ্ঞান ভক্তি প্রেমধন।
কেবল ভরসা মাত্র তব শ্রীচরণ॥
তব পাদপদ্মে যেন রহে মতি মম।
এই মাত্র ভিক্ষা মাগে পতিতা অধম॥
তব জীব তোমা ছাড়া নাহি মোর গতি।
শুধু এ ভরসা মম হে জগৎপতি॥
তব মধুময় নামে দিয়া মোরে রুচি।
এ' মহাপাতকী জনে করে লও শুচি॥
হৃদয়ে উদয় রাখি' পাদপদ্ম-ছবি।
প্রফুল্ল অন্তরে যেন সদা আমি সেবি॥
এই মাত্র আশা মম জীবনে মরণে।
অহৈতুকী ভক্তি রহে তব শ্রীচরণে॥

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব পদরেণু প্রার্থিনী
—শ্রীমতী প্রফুল্ল কুমারী দেবী, ভক্তিশাস্ত্রী

সার্ব্বভৌম উদ্ধার

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৯শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২৪ পৃষ্ঠার পর)

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বিনয়োক্তি শ্রবণে মহাপ্রভু সাতিশয় বিনীত-ভাবে আপন দৈন্য প্রকাশ করত কহিলেন,—'আপনি সর্ব্বলোক-হিতকর্ত্তা জগদ্গুরু এবং বেদান্তবিদ্ পণ্ডিত। আমি সন্ন্যাসী হইলেও নিতান্ত বালক। আমার অল্প বয়স হেতু আমার বুদ্ধি পক্ক হয় নাই ও ভাল-মন্দ বিচারও আমি জানি না। আপনি আমার গুরুস্থানীয়। আপনার সঙ্গলাভের জন্য আমি এখানে আসিয়াছি। আমি আপনার আশ্রিত। আজ জগন্নাথ-মন্দিরে আমাকে মহাবিপদ হইতে আপনি রক্ষা করিয়াছেন। আপনি আমার ত্রাণকর্ত্তা ও প্রতিপালক।' মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এবম্বিধ প্রশংসা করিয়া মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌমের সমুচিত সম্মান প্রদান করিলেন। মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌমকে পাণ্ডিত্যের মর্য্যাদা দিবার জন্য তথা তাঁহার গুণ বাড়াইবার জন্য ভগবান্ নিজের দৈন্য জ্ঞাপন করিলেন। পণ্ডিত সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর কথায় তুষ্ট হইয়া ও প্রভুর

প্রতি স্নেহবশতঃ তাঁহাকে মন্দিরে আর একাকী যাইতে নিষেধ করিলেন। মহাপ্রভুও তাহাতে সম্মত হইলেন। মহাপ্রভুকে আর মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়া 'গরুড়ে'র পার্শ্বে থাকিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবকে দর্শন করাইবার জন্য গোপীনাথ আচার্য্যকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নির্দ্দেশ প্রদান করিলেন এবং কহিলেন,—আমার মাতৃষ্বসা-গৃহ নির্জ্জন স্থান হওয়ায় তথায় গোসাঞির অবস্থান করার উপযুক্ত স্থান। সেইখানে গোসাঞেকে লইয়া অবস্থান কর।' অনন্তর মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের মাতৃষ্বসা-গৃহে অবস্থান করিয়া ভক্তবৃন্দ সহ প্রত্যহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেন।

একদিবস মহাপ্রভুর শিষ্যভক্ত মুকুন্দ দত্ত ও গোপীনাথ আচার্য্য সার্ব্বভৌমের নিকট আসিলে সার্ব্বভৌম কহিলেন—'অনুপম সৌন্দর্যমণ্ডিত ঐ সন্ন্যাসীর বিনয়-নম্র ব্যবহারে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি উনি কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন ও উঁহার বর্ত্তমান নাম কি, তাহা শুনিবার জন্য আমি বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া আছি।' ইহাতে গোপীনাথ আচার্য্য উত্তর করিলেন,—'তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং গুরুদেব শ্রীকেশব ভারতী।' পাণ্ডিত্য-গর্ব্বে গর্ব্বিত অদ্বৈতবাদী মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম 'ভারতী' সম্প্রদায়ের নাম শ্রবণে ক্ষুব্ধ হইলেন এবং কহিলেন,- ইঁহার নাম সর্ব্বোত্তম, তবে ভারতী সম্প্রদায় উত্তম সম্প্রদায় নহে, উহা মধ্যম সম্প্রদায়।' গোপীনাথাচার্য্য জানাইলেন,- 'ইনি সর্ব্বদাই কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে মত্ত, ইঁহার আবার কি বাহ্যাপেক্ষা থাকিতে পারে? তাই ইনি বড় সম্প্রদায় উপেক্ষা করিয়াছেন।'

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—'ইনি সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন; এখনও প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য সকলই অবশিষ্ট আছে। অতএব ইঁহার কেমন করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম রক্ষা হইবে? আমি ইঁহাকে বেদান্ত পড়াইয়া বৈরাগ্যপূর্ণ অদ্বৈত-মার্গে লইয়া যাইব এবং ইনি চাহিলে ইঁহাকে পুনরায় সংস্কার করাইয়া যোগপট্ট দিয়া উত্তম সম্প্রদায়ে প্রবেশ করাইব।' সার্ব্বভৌমের এইরূপ আত্মম্ভরিতা ও পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার-পূর্ণ বাক্য শ্রবণে গোপীনাথ আচার্য্য ও মুকুন্দ উভয়ে খুব দুঃখিত ও বিস্মিত হইলেন। স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভুর প্রতি সার্ব্বভৌমের এইরূপ উক্তি গোপীনাথ আচার্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া শ্যালক সার্ব্বভৌমকে কহিলেন,—'তুমি ইঁহার মহিমা জান না। যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ তাঁহাকে আবার তুমি কি শিক্ষা

দিবে? ইনি যে সাক্ষাৎ ভগবান্ তাহা অনুমান-প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায় না। ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত কেহ ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিতে সমর্থ হয় না। যদিও তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, জগদ্‌গুরু এবং পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তথাপি তুমি ঈশ্বরের কৃপালেশ হইতে বঞ্চিত। তাই তুমি ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিয়াও জানিতে পারিলে না। পাণ্ডিত্যের দ্বারা ঈশ্বর-তত্ত্ব কখনই জানা যায় না।' ইহাতে সার্ব্বভৌম প্রশ্ন করিলেন,—আচার্য্য, তুমিই যে ঈশ্বরের কৃপা পাইয়াছ, তাহার কি প্রমাণ আছে?

আচার্য্য উত্তর করিলেন,—'বস্তু-বিষয়ে বস্তু-জ্ঞান হওয়াই স্বাভাবিক। ঈশ্বরের কৃপাতেই সেই বস্তু-তত্ত্বজ্ঞান হয়। ইহা সম্পূর্ণ অনুভবের বিষয়, অপরকে জানাইবার নহে। জগন্নাথ-মন্দিরে প্রভুর মহাপ্রেমাবেশ কালে ইঁহার শ্রীঅঙ্গে জীবে-অসম্ভব মহাসাত্ত্বিক বিকারের লক্ষণসমূহ দেখিয়াও তুমি ইঁহাকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলে না—ইহাই তো ঈশ্বরের মায়ার খেলা! এই বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া বহির্ম্মুখ জন ঈশ্বরকে দেখিয়াও চিনিতে পারে না।'

গোপীনাথ আচার্য্যের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে সার্ব্বভৌম হাস্যভরে কহিলেন,—"চৈতন্য-গোসাঞি মহাভাগবত হইতে পারেন, কিন্তু অবতার নহেন। আমি শাস্ত্রদৃষ্টে প্রমাণ করিতে চাহি যে, এই কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নাই, তাই তিনি 'ত্রিযুগ' নামে অভিহিত।" গোপীনাথ আচার্য্য সার্ব্বভৌমের কণ্ঠে এইরূপ অশাস্ত্রীয় বাক্য শ্রবণে সাতিশয় ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইয়া কহিলেন,—"তোমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষে এরূপ অশাস্ত্রীয় বাক্য বলা শোভা পায় না। 'শ্রীমদ্ ভাগবত' ও 'মহাভারত' এই দুই প্রধান শাস্ত্রে এই কলিযুগে বিষ্ণুর অবতীর্ণ হওয়ার কথা স্পষ্টই ঘোষিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে প্রতিযুগেই অবতীর্ণ হন, তোমার তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। অনুর্ব্বর ভূমিতে বীজ রোপণ করিলে তাহা যেরূপ বৃথা, সেরূপ মায়াবাদী তোমার নিকট শাস্ত্রযুক্তি উত্থাপন করাই বৃথা। তুমি যেরূপ মায়াবাদী, তোমার শিষ্যগণও তদ্রূপ কুতার্কিক ও নাস্তিক। ঈশ্বরের কৃপা পাইলে তুমি এ সব সিদ্ধান্ত অবশ্যই বুঝিতে পারিবে।"

কিন্তু সার্ব্বভৌম আপন পাণ্ডিত্যমদে মত্ত থাকিয়া ভগিনীপতি আচার্য্যের সিদ্ধান্ত বাক্য সকল শুনিয়াও তাহা হেয় ও অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া হাস্য করিতে করিতে কহিলেন,—গোসাঞিকে আমার নামে নিমন্ত্রণ জানাইয়া

তাঁহাকে প্রসাদ সম্মান করাও, তৎপরে আসিয়া আমাকে শিক্ষা দিও।' অনন্তর আচার্য্য মহাপ্রভুর সমীপে গমন করত তাঁহাকে ভট্টাচার্য্যের নামে নিমন্ত্রণ জানাইলেন। সে-স্থানে বিদ্যমান মুকুন্দকে আচার্য্য জানাইলেন যে, সার্ব্বভৌমের কণ্ঠে মহাপ্রভুর নিন্দাবাদ শ্রবণে আজ তিনি অন্তরে বড় ব্যাথা ও দুঃখ পাইয়াছেন। তৎশ্রবণে ক্ষমাবতার অদোষদরশী বদান্য-শিরোমণি মহাপ্রভু কহিলেন,—'গোপীনাথ, অমন কথা বলিও না। আমার প্রতি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বিশেষ অনুগ্রহ আছে বলিয়াই তিনি ঐরূপ বলিয়াছেন। যাহাতে আমার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম রক্ষা হয় তৎপ্রতি ভট্টাচার্য্যের বিশেষ লক্ষ্য আছে। তিনি বাৎসল্যভাবে আমাকে করুণা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র দোষ নাই।'

আর দিন মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব-দর্শন করত ভট্টাচার্য্যের ইচ্ছায় তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইলে ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক বসিবার আসন প্রদান করিলে পর মহাপ্রভু তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন এবং ভট্টাচার্য্যও পৃথক্ আসনে উপবেশন করত বেদান্ত পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে পরম স্নেহভরে কহিলেন,—আপনার এই অল্প বয়সে কিরূপে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম রক্ষা হইবে? ঐ সন্ন্যাস-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে গেলে আমার নিকট আপনার নিরন্তর বেদান্ত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

মহাপ্রভু দৈন্যভরে বিশেষ নম্রস্বরে বলিলেন,—'আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ রহিয়াছে। আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মানিয়া লইব।'

মহাপ্রভুর এইরূপ বিনয়োক্তি শ্রবণে সার্ব্বভৌম বিশেষ প্রীত হইয়া গর্ব্বোদ্ধত-কণ্ঠে সপ্তদিবস ধরিয়া বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্য বলিয়া চলিলেন। মহাপ্রভু ভালমন্দ কোনমত প্রকাশ না করিয়া নীরবে তাহা শুনিতে লাগিলেন। ইহাতে মহাপ্রভুর নীরবতা লক্ষ্য করিয়া সার্ব্বভৌম অষ্টম দিবসে চিন্তিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি যে সপ্তদিন ধরিয়া বেদান্ত-পাঠ শুনিতেছেন, তদ্বিষয়ে কোন ভাল-মন্দ মত প্রকাশ না করায় ইহা আপনি বোধগম্য করিতে পারিতেছেন কিনা তাহা আমি কেমন করিয়া অনুধাবন করিব?'

মহাপ্রভু কহিলেন,—'আমি মূর্খ, অধ্যয়ন জানি না। বেদান্ত শ্রবণ করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম হওয়ায় এবং আপনার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আমি উহা শ্রবণ করিতেছি মাত্র। আপনি বেদান্ত-সূত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহা আমার মোটেই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না।' এক্ষণে সাক্ষাৎ ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু মূর্খের ভান করিলেন, অর্থাৎ মহাপ্রভু জানাইতে চাহিলেন যে, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সার্ব্বভৌমের পাণ্ডিত্যের কাছে তাঁহার বিদ্যাবত্তা যেন অতি তুচ্ছ। মানীকে মান দিবার জন্য ভগবান্ সর্ব্বদাই তৎপর। শ্রীমন্মহাপ্রভু সাক্ষাৎ ভগবান্ হইয়া তদধীন দাস সার্ব্বভৌমের নিকট সুনীচ স্বভাব দেখাইলেন। ইহাই তো মহান্ ঈশ্বরের মহত্ত্ব! সার্ব্বভৌমের শাঙ্কর বেদান্ত-ব্যাখ্যা ভ্রান্তিজনক হওয়ায় কথার অর্থে মহাপ্রভু প্রকারান্তরে জানাইতে চাহিলেন যে, সার্ব্বভৌম-কথিত মায়াবাদ-ভাষ্য প্রকৃত প্রস্তাবে নাস্তিক্যবাদই স্থাপন করিতেছে। পাণ্ডিত্যমদে গর্ব্বিত নির্ব্বিশেষবাদী ভট্টাচার্য্য পরতত্ত্ব মহাপ্রভুকে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। সার্ব্বভৌমের লব্ধ নির্ব্বিশেষ জ্ঞান শাস্ত্রে সর্ব্বদাই ধিকৃত হইয়াছে। যথা,—
ঈশোপনিষৎ বলেন,—

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥"

অর্থাৎ, যিনি অবিদ্যার সেবা করেন, তিনি অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন। আর যিনি নির্ব্বিশেষ জ্ঞানরূপা বিদ্যাতে রত হন, তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করেন।

সর্ব্ববাদি-সম্মত 'গীতা বলেন,—

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥"

অর্থাৎ, 'নির্ব্বিশেষ একনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের অধিকতর দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে, কেননা দেহাভিমানী জীবের বাক্য ও মনের অগোচর অব্যক্ত-তত্ত্বে যে নিষ্ঠা, তাহাতে দুঃখমাত্রই লাভ হইয়া থাকে।' (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, ঊনত্রিংশ অধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ২০ পৃষ্ঠার পর)

কামদা একাদশী

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে বাসুদেব আপনাকে নমস্কার, আপনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমার নিকট **চৈত্র-শুক্লপক্ষীয়-একাদশীর** কি নাম তাহা বর্ণন করুন।

যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে মহারাজ! এই একাদশী-ব্রত সম্বন্ধে পুরাতন বিচিত্র কথা আমি বর্ণন করিতেছি, একমনে শ্রবণ করুন। এই ব্রতকথা সম্বন্ধে বশিষ্ঠ ঋষি দিলীপের প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই আমি বলিব।

বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন—হে মহারাজ! চৈত্র মাসীয়া শুক্লপক্ষের একাদশী 'কামদা' নামে প্রসিদ্ধা। ঐ তিথি পুণ্যতমা এবং পাপরূপ কাষ্ঠসমূহের দাবাগ্নি সদৃশ। এই একাদশী পাপঘ্না ও পুণ্যদায়িনী।

পূর্ব্বকালে মনোরম নাগপুরে সুবর্ণ-নির্ম্মিত গৃহে পুণ্ডরীক প্রমুখ মহা-বিষধর নাগগণ বাস করিত। সেই নাগপুরের রাজা ছিল পুণ্ডরীক। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অপ্সরাগণ কর্ত্তৃক সেবিত সেই পুরীতে অপ্সরা-শ্রেষ্ঠা ললিতা এবং ললিত নামক গন্ধর্ব্ব স্বামী-স্ত্রীভাবে বাস করিত। তাহারা উভয়ে পরস্পর অনুরাগে সর্ব্বদা কামপীড়িত অবস্থায় ধনধান্যপূরিত মনোরম নিজগৃহে অবস্থান করিত। ললিতার হৃদয়ে সর্ব্বদা তাহার পতি ললিত বাস করিত এবং ললিতের হৃদয়েও তাহার পত্নী ললিতা সর্ব্বদা বাস করিত অর্থাৎ তাহারা পরস্পর একে অন্যের চিন্তায় সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিত।

একসময় পুণ্ডরীক-রাজার সভায় সেই ললিত, ললিতা বিনা একাকী গান করিতেছিল। গান করিবার সময় ললিতাকে স্মরণ করিয়া পাদবন্ধে তাহার জিহ্বা স্খলিত হইতে থাকিল। নাগশ্রেষ্ঠ কর্কটক ললিতের মনস্তাপ বুঝিতে পারিয়া তাহার গানের ছন্দভঙ্গ পুণ্ডরীক-রাজার নিকট নিবেদন করিল। তখন সর্পরাজ পুণ্ডরীক কর্কটকের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে রক্তলোচনে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সভায় কামাতুর ললিতকে "হে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি রাক্ষস হও", এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন।

পুণ্ডরীকের শাপবাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সেই ললিত ভয়ঙ্কর রাক্ষস-রূপ ধারণ করিল। তাহার সেই উগ্রমূর্ত্তি রাক্ষস-রূপ দর্শনমাত্রেই ভয় উপস্থিত হয়। তাহার বাহু দশ যোজন বিস্তীর্ণ, মুখ পর্ব্বত-গুহাতুল্য, চক্ষু দুইটী চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান, গলদেশ পর্ব্বতসদৃশ, নাসিকার ছিদ্র দুইটী এবং অধর দুইটী অর্দ্ধ-যোজন পরিমিত, শরীর ঊর্দ্ধে অষ্ট যোজন বিস্তৃত। ললিত নিজের কর্ম্মফলে এরূপ রাক্ষস-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল।

ললিতা নিজের পতিকে এরূপ বিস্তৃতমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া মহাদুঃখে চিন্তা করিতে লাগিল—আমি কি করি, কোথায় যাই; আমার পতি পাপ-ফলে এইরূপ বিকৃত রাক্ষস-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ললিতা সর্ব্বদা এরূপ চিন্তা-পূর্ব্বক মনে কোন শান্তি লাভ করিতে পারিল না। স্বেচ্ছাচারী রাক্ষস ললিত দুর্গম বনে ভ্রমণ করিত। ললিতাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গহন বনে বিচরণ করিত। সেই রাক্ষস ললিতও নির্দ্দয় পাপরত বিরূপাঙ্গ ও মনুষ্যভক্ষক-রূপে পাপে পীড়িত হইয়া দিবারাত্রি কোন সময়েই মনে সুখ লাভ করিত না।

ললিতা পতিকে এরূপ কুকর্ম্মরত দেখিয়া দুঃখিত চিত্তে রোদন করিতে করিতে গহন বনে ভ্রমণ করিত। এইরূপে একদিন সে বহু কৌতুকপূর্ণ বিন্ধ্যাশিখরে উপস্থিত হইল। তথায় ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মনোরম (মঙ্গলময়) আশ্রম দেখিতে পাইয়া সে তৎক্ষণাৎ মুনির নিকট গমনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বিনয়াবনত অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিল। মুনি তাহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সুন্দরি, তুমি কে? কাহার কন্যা এবং কি জন্যই বা এই গহন বনে আসিয়াছ, তাহা সত্য করিয়া আমার নিকট বল।

ঋষির বাক্যে ললিতা বলিল,—হে প্রভো! বীরধন্বা নামক গন্ধর্ব্বের ললিতা নামক কন্যা বলিয়া আমাকে জানিবেন। আমি আমার পতির জন্য এস্থানে আসিয়াছি। হে মহামুনে! আমার স্বামী নিজ পাপদোষে ভয়ঙ্কর রাক্ষস-দেহ লাভ করিয়াছে, দুষ্কার্য্যরত সেই পতিকে দেখিয়া আমি কোন সুখ-লাভ করিতে পারিতেছি না, তাহার সহিত সর্ব্বদা বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি। হে ব্রহ্মন্! সম্প্রতি আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—আমার স্বামীর এই শাপ বিমোচন সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা অনুগ্রহ-পূর্ব্বক বলুন। ললিতার প্রশ্ন শুনিয়া ঋষি বলিলেন—হে সুন্দরি! চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষীয়া 'কামদা' নামক সর্ব্বপাপহরা যে একাদশী আছে, সেই একাদশী ব্রত যথাবিধি আমার কথামত পালন কর। এই ব্রত-সমাপনান্তে তাহার

যে পুণ্যফল, তাহা তোমার স্বামীকে প্রদান কর। উক্ত পুণ্যফল প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার শাপদোষ বিনষ্ট হইবে।

বশিষ্ঠ বলিলেন—হে মহারাজ দিলীপ! মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ললিতা আনন্দিতা হইয়া কামদা একাদশী দিনে যথাবিধান উপবাসপূর্ব্বক দ্বাদশী দিনে মুনির বাক্যানুযায়ী ব্রাহ্মণ ও বাসুদেব নারায়ণের অগ্রে নিজ পতির উদ্ধারের নিমিত্ত বলিল, "আমি কামদা একাদশীর উপবাসদ্বারা যে ব্রত পালন করিয়াছি তাহার ফল আমার স্বামীর উদ্দেশ্যে অর্পণ করিলাম। এই পুণ্যের প্রভাবে আমার স্বামীর রাক্ষসত্ব দূর হউক"। ললিতার পুণ্য-ফল প্রদানের বাক্য উচ্চারণমাত্রেই সেই স্থানে বর্ত্তমান ললিত পাপশূন্য হইয়া দিব্যদেহ লাভ করিল। তাহার রাক্ষসত্ব দূর হইয়া পুনরায় নিজ গন্ধর্ব্বদেহ হেমরত্নালঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়া ললিতার সহিত আনন্দিত হইল। কামদা একাদশীর ব্রত-প্রভাবে তাহারা উভয়ে পূর্ব্বরূপ অপেক্ষা অধিক রূপবিশিষ্ট হইয়া বিমানে আরোহণপূর্ব্বক নিজ গন্ধর্ব্বলোকে গমন করিল।

হে মহারাজ দিলীপ! এই কামদা একাদশীর এবম্বিধ ফলের কথা অবগত হইয়া যত্ন সহকারে সকলেরই এই ব্রত পালন করা কর্ত্তব্য। মনুষ্যগণের হিত কামনায় এই ব্রতকথা তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। এই ব্রত ব্রহ্ম-হত্যাদি পাপবিনাশক এবং পিশাচত্ব-বিমোচক, ইহা হইতে সচরাচর ত্রিলোক-শ্রেষ্ঠ কোন ব্রত নাই। এই ব্রত-কথার পঠন ও শ্রবণ হইতেও বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে চৈত্র শুক্লপক্ষীয়
কামদা-একাদশী-মাহাত্ম্য কথনের অনুবাদ সমাপ্ত।

—পণ্ডিত শ্রীযুত নবীনচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণ-তীর্থ

শ্রীশ্রীগুরুচরণকমলেভ্যো নমোনমঃ

"শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব-সমীক্ষা"-পুস্তকের

প্রতিবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪৩২ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব

পুরাণ সকলের মধ্যে সামরূপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সম্পর্কে প্রমাণ শ্লোক—

"শতশোঽথ সহস্রৈশ্চ কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ।
ন যস্য তিষ্ঠতে গেহে শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ॥

কথং স বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
গৃহে ন তিষ্ঠতে যস্য স বিপ্র শ্বপচাধমঃ॥

যত্র যত্র ভবেদ্বিপ্র শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
তত্র তত্র হরির্যাতি ত্রিদশৈঃ সহ নারদ॥

যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে।
অষ্টাদশ-পুরাণানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥" (স্কান্দ)

এই কলিকালে যাহার গৃহে ভাগবত নাই, তাহার অপরাপর শত সহস্র গ্রন্থের সংগ্রহ বৃথা। এই কলিকালে যাহার গৃহে ভাগবত নাই, তাহাকে বৈষ্ণব কি করিয়া বলা যাইবে, এইরূপ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলেও শ্বপচাধম। হে নারদ! কলিকালে যে যে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়। সেই সেইস্থানে বেদগণের সহিত হরি আসিয়া উপস্থিত হন। হে মুনে! যিনি প্রকৃত যত্ন সহিত নিত্য শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক পাঠ করেন তিনি অষ্টাদশ পুরাণের ফল লাভ করেন।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীশেষদেব বলিতেছেন—

'শুক বাকমৃতাব্ধীন্দুঃ'—অর্থাৎ শুকের বাক্য ক্ষীর সমুদ্র-সমুদ্ভব ইন্দুর ন্যায় মনোহর। আবার 'মুক্তাফল' টীকায় হেমাদ্রিকারের বচনদ্বারাও শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বগুণযুক্তত্ব দৃষ্ট হয়। হেমাদ্রিকার-বচন—

বেদাঃ পুরাণং কাব্যঞ্চ প্রভুর্মিত্রং প্রিয়েব চ।
বোধয়ন্তীতিহি প্রাহুস্ত্রিবৃদ্ভাগবতং পুনঃ॥

বেদ-পুরাণ-কাব্যাদি শাস্ত্র যথাক্রমে প্রভু, মিত্র ও প্রিয়ার ন্যায় কর্ত্তব্যার্থের বোধ করাইয়া থাকে, কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবত উক্ত তিন প্রকার অর্থই বোধ করাইয়া থাকেন।

কেহ কেহ পুরাণান্তরের বেদ-সাপেক্ষতা মনে করেন, কিন্তু শ্রীভাগবতের সে সম্ভাবনা নাই। এই শ্রীভাগবত স্বয়ংই পরমশ্রুতিরূপতাকে লাভ করিয়াছেন—প্রমাণ ভা: ১।৪।৭

কথং বা পাণ্ডবেয়স্য রাজর্ষে মুনিনা সহ।
সংবাদঃ সমভূৎ তাত যত্রৈষা সাত্বতী শ্রুতিঃ।

অর্থাৎ হে তাত! কি প্রকারেই বা এতাদৃশ মুনির সহিত পাণ্ডবকুলোদ্ভূত রাজর্ষি পরীক্ষিতের কথোপকথন হইল যাহা হইতে এই সাত্বতী-শ্রুতি প্রচারিত হয়। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য—শ্রীভাগবত পরমশ্রুতিরূপে গণ্য।

এক শ্রীমদ্‌ভাগবত ভিন্ন অন্য কোন্ শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, শ্রীভগবান্ শুশ্রূষু জনের হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ অবরুদ্ধ হন্।

এই সকল অসাধারণ ধর্ম্মবচন দ্বারা বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়, কেবল ব্যুৎপত্তির দ্বারা নয়; যেমন সাস্নাদিমত্ত লক্ষণদ্বারা গো চিনা যায়—সেইরূপ উদ্ধৃত অসামান্য ধর্ম্মবচন সকলদ্বারাও শ্রীভাগবতের পরিচয় পাওয়া গেল। এই প্রকারে শ্রীমদ্‌ভাগবতের সর্ব্বশাস্ত্র-শ্রেষ্ঠত্ব এবং পরমশ্রুতিস্বরূপ প্রমাণিত হইল।

অতএব অন্যান্য পুরাণের বা উপপুরাণাদির বাক্য যেখানে শ্রীমদ্ভাগবতের অবিরোধী তাহাই গ্রহণীয়, অন্যথা বর্জ্জনীয়। কোন কোন শাস্ত্রে শ্রীশিবের যে পরমোৎকর্ষ শুনা যায় তাহাও পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা বাধ হইল। যেহেতু তামসাদি-প্রধান শাস্ত্র হইতে সাত্ত্বিক-প্রধান শাস্ত্রের জ্ঞান-প্রদত্বযুক্ত প্রধানতা আছে। যথা শ্রীশিব-বাক্য—

"শিবশাস্ত্রেষ তদ্‌গ্রাহ্যং ভগবৎশাস্ত্র-যোগিযৎ।
পরমবিষ্ণুরৈবৈকস্তজ্জ্ঞানং মোক্ষসাধকং॥
শাস্ত্রাণাং নির্ণযস্ত্বেষ তদন্যন্মোহনায় হীতি।"

অর্থাৎ যাহাতে ভগবৎশাস্ত্রের উপযোগিতা আছে, শিব-শাস্ত্র সকলের মধ্যে সেই সকল শাস্ত্র গ্রহণীয় হইবে। কারণ এক বিষ্ণুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহার জ্ঞানই মোক্ষের উপযোগী। সমস্ত শাস্ত্রের এইরূপ নির্ণয়, বিষ্ণুজ্ঞান-রহিত যত শাস্ত্র তৎসমুদয় অসুর-মোহনের জন্য।

শ্রীকৃষ্ণ ও রুদ্রের সম্পর্কের তাৎপর্য্য

তর্কতীর্থ মহাশয়ের আপত্তি- পুরাণে ও মহাভারতে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমহাদেবকে আরাধনা করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য পদ্মপুরাণে শ্রীবিষ্ণুর উক্তি হইতে প্রদর্শিত হইতেছে।

"ত্বমারাধ্য তথা শম্ভো গ্রহিষ্যামি বরং সদা।
দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু।
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বং হি জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টি রেষোত্তরোত্তরা।"

অর্থাৎ, হে শম্ভো! আমি তোমাকে আরাধনা করিয়া এই বর প্রার্থনা করি, তুমি দ্বাপরাদি যুগে কলাদ্বারা মানুষাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় কল্পিত তন্ত্রদ্বারা লোক সকলকে আমা হইতে বিমুখ কর এবং আমাকেও আচ্ছন্ন করিয়া রাখ, যাহাতে উত্তরোত্তর এ সৃষ্টি প্রবাহরূপে চলিতে পারে।

শ্রীমহাভারতের অন্তর্গত উপমন্যু-ব্যাখ্যানে লিখিত আছে—শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববতীর পুত্রের জন্য তপস্যা দ্বারা রুদ্রকে আরাধনা করিয়াছিলেন। এর তাৎপর্য্য জগতে ভক্তগণের প্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্য, শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিজ ভক্ত উগ্রসেনাদির সৎকার করেন, সেইপ্রকার সকাম জীব সকলের পক্ষে রুদ্রোপাসনার দ্বারা দৃঢ়তার সংস্থাপনার্থ ভগবান্ স্বয়ং স্বকীয় রুদ্রের তদ্রূপ আরাধনা করেন। শ্রীরুদ্র-আরাধনার তাৎপর্য্য—রুদ্রের ও অন্তর্যামী পরমাত্মাকে সৎকার করিয়াছিলেন। প্রমাণস্বরূপ নারায়ণীয়ে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিতে এই বিষয়টী পরিস্ফুট আছে।

"অহমাত্মা হি লোকানাং বিশ্বেষাং পাণ্ডুনন্দন। তস্মাদাত্মানমেবাগ্রে রুদ্রং সংপূজয়াম্যহম্। ময়াকৃতং প্রমাণং হি লোকঃ সমনুবর্ত্ততে। প্রমাণানিহি পূজ্যানি ততস্তং পূজয়াম্যহম্। নহি বিষ্ণুঃ প্রণমতি কস্মৈশ্চিদ্বিবুধায় চ। অতঃ আত্মানমেবেতি ততো রুদ্রং ভজাম্যহমিতি।"

অর্থাৎ "হে অর্জ্জুন! আমি বিশ্বের আত্মা। আমি যে রুদ্রের পূজা করি, সে আত্মারই পূজা। আমি যাহা করি লোকসকল তাহার অনুবর্ত্তন করে। প্রমাণই পূজ্য—এই নিমিত্ত আমি রুদ্রের পূজা করিয়া থাক। বিষ্ণু কোন দেবতাকেই পূজা করেন না—আমি আত্মাকেই রুদ্র বলিয়া পূজা করি।"

বিষ্ণুপুরাণের কেশাবতার প্রসঙ্গ

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে আছে—"উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে," অর্থাৎ "আপনার সিত কৃষ্ণ কেশ যুগলে উদ্ধার করিয়াছিলেন।" কেশাবতার শাস্ত্রে ছলোক্তি। কেশ শব্দের চুল এবং জ্যোতিঃ—এই উভয় অর্থই আছে। শ্রীবিষ্ণু পুরাণের পদ্যসমূহে প্রযুক্ত কেশ শব্দ যে জ্যোতির্বাচক

তাহা নিম্নলিখিত শব্দোত্থ অর্থ হইতে দেখা যায়। সহস্রনাম ভাষ্যধৃত মহাভারত বচন—"অংশোবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ। সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্মামাহুর্মুনিসত্তমাঃ॥" অর্থাৎ আমাতে বিদ্যমান জ্যোতি সমূহের নাম কেশ। অতএব সর্ব্বজ্ঞ মুনি সত্তমগণ আমাকে কেশব বলেন। কেশ শব্দের তেজ অর্থ সুসিদ্ধ হইলে, উক্ত শুক্ল কৃষ্ণ জ্যোতিঃ শ্রীবাসুদেব সঙ্কর্ষণের অবতার সূচনার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা যেমন বুঝিতে পারা যায়, এই উভয় জ্যোতি শ্বেতদ্বীপপতির নয়, তাহাও বুঝা যায়। বাসুদেব সঙ্কর্ষণের তেজ শ্বেতদ্বীপ-পতিতে থাকা সম্ভব নয়, কারণ অবতার অবতারীর তেজের অন্তর্ভূক্ত থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অংশ শ্বেতদ্বীপ-পতিতে তাহাদের তেজ বিদ্যমান আছে। ধর্ম্মীর অন্তর্ভূক্ত ধর্ম্ম—ইহা যেমন ন্যায়সিদ্ধ, মহাসাগরের অন্তর্ভূত সাগর, তেমন অবতারীর তেজের অন্তর্ভূত অবতার। এখন উদ্ধৃত পদ্যাংশের অর্থ—হে মহামুনে। শ্বেতদ্বীপ-পতি আপনার অবতারী শ্রীরামকৃষ্ণের তেজ, নিজ হইতে প্রকটন করিয়া দেখাইয়াছেন। অখণ্ড সুমেরু পর্ব্বত বুঝাইবার জন্য অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা পর্ব্বতের একদেশ নির্দ্দেশ করিয়া বলা হয়—এই "সুমেরু", তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের কিঞ্চিৎ মাত্র শুক্ল, কৃষ্ণ তেজ, দেখাইয়া উভয়ের পরিপূর্ণ স্বরূপের আবির্ভাব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীরাধিকা

(৬) "শ্রীভাগবতে শ্রীরাধার নাম গন্ধও নাই"—এই উক্তির অসারতা প্রদর্শিত হইতেছে।

"পরোক্ষবাদা-ঋষয়ঃ পরোক্ষং চ মম প্রিয়ম্।"

শ্রীউদ্ধব-সংবাদে শ্রীভগবান বলিতেছেন—ঋষিগণ পরোক্ষবাদী, পরোক্ষই আমার প্রিয়। শ্রীনবযোগেন্দ্র-সংবাদে আছে—'পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং' অর্থাৎ পরোক্ষবাদ এই বেদ। তাহা হইলে বেদের তাৎপর্য্য এই যে, ঋষিগণও পরোক্ষবাদী এবং পরোক্ষবাদই শ্রীভগবানের প্রিয়। সর্ব্বশ্রুতিসার, সর্ব্বলীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলায় রসের মূর্ত্তিমতী বিগ্রহ, মহাভাববতী শ্রীরাধারাণী রাসবক্তা শ্রীশুকেরও আরাধ্যা। এজন্য যে-ভাবে শ্রীরাধারাণীর কথা বলিলে শ্রীভগবানের ও ঋষিগণের আনন্দ হয়—সেই পরোক্ষবাদ আশ্রয় করিয়াই শুকদেব নিজ আরাধনার তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। রসের বস্তুকে আবরণের মধ্যে রাখিয়া প্রকাশ করিলেই মাধুর্য্য রক্ষিত হয়। এখন পরোক্ষ উক্তি দেখান হইতেছে। শ্রীভাঃ ১০।৩০।২৪

১। 'অনয়ারাধিতো নূনং'—এখানে রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধা—অর্থাৎ আরাধনা করেন যিনি তিনি রাধা অথবা রাধাং ইতঃ প্রাপ্তঃ—রাধাকে প্রাপ্ত। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় 'রাধা' স্পষ্ট। ১ম ব্যাখ্যার দৃষ্টান্ত যেমন—অয়মুদয়তি মুদ্রাভঞ্জন পদ্মিনীনাং—অর্থাৎ পদ্মিনীগণের মুদ্রাভঞ্জনকারী উদয় হইতেছেন—এইস্থানে অয়ং শব্দে সূর্য্যকেই বুঝাইতেছে অথচ বাক্যটি রসাবহ হইল তদ্রূপ।

২। প্রেমের তারতম্যে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক শ্রীরাধারাণীকে বুঝাইতেছে—

"একা ভ্রুকুটিমাবধ্য" ভাঃ ১০।৩২।৫—একা শব্দে মদীয়তাময় মধুস্নেহোত্থ মানকৌটিল্যবতী শ্রীরাধিকাকে বুঝাইতেছে।

৩। ভাঃ ১০।৩৩।১১—'কাচিদ্রাস-পরিশ্রান্তা'—এই শ্লোকের তাৎপর্য্যও "কাচিৎ" শব্দে স্বাধীনকান্তত্ব হেতু শ্রীরাধিকা।

সর্ব্বোপরি প্রমাণ ভাঃ ১০।৪৭।৯—"কাচিন্মধুকরং"—'কাচিৎ'-শব্দে দীব্যোন্মাদবতী শ্রীরাধিকা।

কাচিৎ—কং সর্ব্বেষাং প্রেমসুখং আচিনোতি—ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধয়তি ইতি কাচিৎ অর্থাৎ যিনি ক্ষণে ক্ষণে সকলের প্রেমসুখ বর্দ্ধন করেন—মুখ্যত্ব প্রযুক্ত শ্রীরাধা।

অথবা কে প্রেমসুখে—আ—সমন্তাৎ—চিৎ বিজ্ঞানং যস্যাঃ সা—অর্থাৎ প্রেমসুখে সর্ব্বতোভাবে বিজ্ঞান আছে যাঁর তিনি শ্রীরাধা। বৃহস্পতি-শিষ্য-উদ্ধবকে শ্রীরাধারাণী "মধুপ" ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া যে দশটি শ্লোক বলিয়াছিলেন তাহা ভ্রমর-গীতিকা নামে শ্রীভাগবতে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। অগ্নিপুরাণের শ্লোকই তাহার প্রমাণ—

"গোপ্যঃ পপ্রচ্ছুরুষসি কৃষ্ণানুচরমুদ্ধবং।
হরিলীলা-বিহারাংশ্চ তত্রৈকাং রাধিকাং বিনা॥
রাধাতদ্ভাবসংলীনা বাসনায়া বিরামিতা।
সখিভিঃ সাভ্যধাচ্ছুদ্ধ-বিজ্ঞান-গুণজৃম্ভিতং॥
ইজ্যান্তে বাসিনং বেদচরমাংশ বিভাবনৈরিতি॥"

অর্থাৎ শ্রীরাধিকা বিনা অন্যান্য গোপীগণ প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণের অনুচর উদ্ধবকে হরিলীলা-বিশ্বাস সকল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শ্রীমতী রাধা সখিগণের সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাবে অর্থাৎ মহাভাবেই বিভোর

ছিলেন, সুতরাং বাসনা হইতে বিরমিতা প্রেমবশতঃ শুদ্ধ বিজ্ঞানে উৎফুল্লা হইয়া উপনিষদ সকলের সার প্রকাশনের দ্বারা গীষ্পতি শিষ্য-উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

এই সকল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কি তর্কতীর্থ মহাশয় বলিবেন যে, শ্রীভাগবতে শ্রীরাধার নাম নাই।

গোলোকতত্ত্ব

শ্রীভাগবতে "শ্রীকৃষ্ণের গোলোকাদি লোকের কোনও বর্ণনাও নাই—এই উক্তি যে ভ্রমাত্মক তাহা দেখান হইতেছে।

শ্রীবৃন্দাবন লীলার স্থিতির স্থান দুই—বৃন্দাবন ও গোলোক। শ্রীবৃন্দাবনে প্রকট ও অপ্রকট উভয় লীলার স্থিতি, আর গোলোকে কেবল অপ্রকট লীলার স্থিতি। সুতরাং যে-লীলা প্রাপঞ্চিক জগতে প্রকাশিত হয় না, সেই লীলার অভিব্যক্তির স্থান গোলোক। বৃন্দাবনের প্রকাশবিশেষ গোলোক—সেইজন্য শ্রীবৃন্দাবনেই সেই গোলোকাখ্য প্রকাশ দৃষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীভাগবতে ১০।২৮ অঃ তাহা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান বেদ সমূহ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়াছিলেন—ইহা দেখিয়া শ্রীনন্দাদি গোপগণও অতিশয় বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। যদিও শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বত্রই গোলোক দর্শন করান সম্ভব, যেহেতু শ্রীবৃন্দাবনেরই প্রকাশবিশেষ গোলোক, তথাপি অক্রূর তীর্থের মাহাত্ম্য বিশেষ খ্যাপন করিবার জন্য গোপগণকে, সেই হ্রদে মগ্ন করাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে যে গোলোক দর্শন করাইয়াছিলেন তাহা বৈকুণ্ঠান্তর ব্যবচ্ছেদ করিয়া গোলোক প্রতিপাদন করিয়াছেন, ইহা "স্বাং গতিং"—"গোপানাং স্বং লোকং" এবং "কৃষ্ণঞ্চ" এই প্রয়োগ দ্বারা বুঝা যায়। "স্বাং গতিং" বলায় ঐ লোক গোপগণের নিজধাম সূচিত হইতেছে। "গোপানাং"—এস্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি, ঐ লোকের সহিত গোপগণের সম্বন্ধ আর "স্বং" শব্দে গোপগণের তথায় অধিকার নির্দ্দেশ করিতেছে—"কৃষ্ণঞ্চ" শব্দ হইতে ঐ লোকে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্থিতি নিশ্চিত হইতেছে বলিয়া উহা যে বৈকুণ্ঠ-বিশেষ নহে, তাহা প্রতীত হইতেছে। বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণ নানাভাবে বিহার করেন, শ্রীকৃষ্ণ নহেন। আর গোপগণ বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন না—তাঁহারা গোলোক গোকুলেই অবস্থান করেন। —শ্রীঅচ্যুতানন্দ

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

(শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত)

পরিক্রমা খণ্ড

সাধারণ মাহাত্ম্য—প্রথম অধ্যায়

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীসুত।
জয় জয় নিত্যানন্দ রায় অবধূত॥

জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাশয়।
গদাধর শ্রীবাস পণ্ডিত জয় জয়॥

জয় নবদ্বীপধাম সর্ব্বধাম-সার।
জয় নবদ্বীপবাসী গৌর-পরিবার॥

সকল ভকতপদে করিয়া প্রণাম।
সংক্ষেপে বর্ণিব আমি নবদ্বীপধাম॥

নবদ্বীপমণ্ডলের মহিমা অপার।
ব্রহ্মা আদি নাহি জানে বর্ণে সাধ্য কার॥

সহস্র বদনে শেষ বর্ণিতে অক্ষম।
ক্ষুদ্র জীব আমি কিসে হইব সক্ষম॥

সত্য বটে নবদ্বীপ-মহিমা অনন্ত।
দেবদেব মহাদেব নাহি পায় অন্ত॥

তথাপি চৈতন্যচন্দ্র-ইচ্ছা বলবান্।
সেই ইচ্ছাবশে ভক্ত আজ্ঞার বিধান॥

ভক্তগণে আজ্ঞা দিল চৈতন্য ইচ্ছায়॥
নদীয়া-মাহাত্ম্য বর্ণি ভক্তের কৃপায়॥

আর এক কথা আছে গূঢ় অতিশয়।
কহিতে না ইচ্ছা হয়, না কহিলে নয়॥

যে অবধি শ্রীচৈতন্য অপ্রকট হৈল।
ধাম-লীলা প্রকাশিতে ভক্তে আজ্ঞা দিল॥

সর্ব্ব অবতার হৈতে গূঢ় অবতার।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র মোর বিদিত সংসার॥

গূঢ়লীলা শাস্ত্রে গূঢ়রূপে উক্ত হয়।
অভক্ত জনের চিত্তে না হয় উদয়॥

সে-লীলা সম্বন্ধে যত গূঢ় শাস্ত্র ছিল।
মায়াদেবী বহুকাল আচ্ছাদি' রাখিল॥

অপ্রকট শাস্ত্র বহু রহে যথা তথা।
প্রকট শাস্ত্রেও যত চৈতন্যের কথা॥

সে সকল মায়াদেবী পণ্ডিত-নয়ন।
আবরিয়া রাখে গুপ্তভাবে অনুক্ষণ॥

গৌরের গম্ভীর লীলা হৈলে অপ্রকট।
প্রভু-ইচ্ছা জানি মায়া হয় অপ্রকট।

উঠাইয়া লৈল জাল জীবচক্ষু হৈতে।
প্রকাশিল গৌরতত্ত্ব এ জড় জগতে॥

গুপ্তশাস্ত্র অনায়াসে হইল প্রকট।
ঘুচিল জীবের যত যুক্তির সঙ্কট॥

বড়ই দয়ালু প্রভু নিত্যানন্দরায়।
গৌরতত্ত্ব প্রকাশিল জীবের হিয়ায়॥

তাঁর আজ্ঞা পেয়ে মায়া ছাড়ে আবরণ।
সুভক্ত পণ্ডিতগণ পায় শাস্ত্র ধন॥

ইহাতে সন্দেহ যার না হয় খণ্ডন।
সে অভাগা বৃথা কেন ধরয় জীবন॥

যে কালে ঈশ্বর যেই কৃপা বিতরয়।
ভাগ্যবন্ত জন তাহে বড় সুখী হয়॥

দুর্ভাগা-লক্ষণ এই জান সর্ব্বজন।
নিজ বুদ্ধি বড় বলি' করিয়া গণন॥

ঈশ্বরের কৃপা নাহি করয় স্বীকার।
কুতর্কে মায়ার গর্ত্তে পড়ে বারবার॥

এস হে কলির জীব ছাড় কুটিনাটি।
নির্ম্মল গৌরাঙ্গ-প্রেম লহ পরিপাটি॥

এই বলি নিত্যানন্দ ডাকে বারবার।
তবুত দুর্ভাগা জন না করে স্বীকার॥
কেন যে এমন প্রেমে করে অনাদর।
বিচার করিয়া দেখ হইয়া তৎপর॥
সুখ লাগি সর্ব্ব জীব নানা যুক্তি করে।
তর্ক করে যোগ করে সংসার ভিতরে॥
সুখ-লাগি সংসার ছাড়িয়া বনে যায়।
সুখ-লাগি যুদ্ধ করে রাজায় রাজায়॥
সুখ-লাগি কামনী কনক পাছে ধায়।
সুখ লাগি শিল্প আর বিজ্ঞান চালায়॥
সুখ-লাগি সুখ ছাড়ে ক্লেশ শিক্ষা করে।
সুখ-লাগি অর্ণব মধ্যেতে ডুবে মরে॥
নিত্যানন্দ ব'লে ডাকি দুহাত তুলিয়া।
এস জীব কর্ম্ম-জ্ঞান-সঙ্কট ছাড়িয়া॥
সুখ-লাগি চেষ্টা তব আমি তাহা দিব।
তার বিনিময়ে আমি কিছু না লইব॥
কষ্ট নাই ব্যয় নাই না পাবে যাতনা।
শ্রীগৌরাঙ্গ বলি নাচ নাহিক ভাবনা॥
যে-সুখ আমি ত দিব তার নাই সম।
সর্ব্বদা বিমলানন্দ নাহি তার ভ্রম॥
এই রূপে প্রেম যাচে নিত্যানন্দরায়।
অভাগা করম দোষে তাহা নাহি চায়॥
গৌরাঙ্গ নিতাই যেই বলে একবার।
অনন্ত করম-দোষ অন্ত হয় তার॥
আর এক গূঢ় কথা শুন সর্ব্বজন।
কলিজীবে যোগ্যবস্তু গৌরলীলা ধন॥
গৌরহরি রাধা-কৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে।
নিত্যকাল বিলাস করয়ে সখী-সনে॥
শাস্ত্রেতে জানিল জীব ব্রজলীলাতত্ত্ব।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা ব্রজের মহত্ত্ব॥

কৃষ্ণনাম কৃষ্ণধাম মাহাত্ম্য অপার।
শাস্ত্রের দ্বারায় জানে সকল সংসার॥
তবু কৃষ্ণ-প্রেম সাধারণে নাহি পায়।
ইহার কারণ কিবা চিন্তহ হিয়ায়॥
ইহাতে আছেত এক গূঢ়তত্ত্ব সার।
মায়ামুগ্ধ জীব তাহা না করে বিচার॥
বহু জন্ম কৃষ্ণ ভজি' প্রেম নাহি হয়।
অপরাধ-পুঞ্জ তার আছয়ে নিশ্চয়॥
অপরাধশূন্য হ'য়ে লয় কৃষ্ণনাম।
তবে জীব কৃষ্ণপ্রেম লভে অবিরাম॥
শ্রীচৈতন্য-অবতারে বড় বিলক্ষণ।
অপরাধসত্ত্বে জীব লভে প্রেমধন॥
নিতাই চৈতন্য বলি' যেই জীব ডাকে॥
সুবিমল কৃষ্ণপ্রেম অন্বেষয় তাকে॥
অপরাধ বাধা তার কিছু নাহি করে।
নিরমল কৃষ্ণপ্রেমে তার আঁখি ঝরে॥
স্বল্পকালে অপরাধ আপনি পালায়।
হৃদয় শোধিত হয় প্রেম বাড়ে তায়॥
কলিজীবের অপরাধ অসংখ্য দুর্ব্বার।
গৌরনাম বিনা তার নাহিক উদ্ধার॥
অতএব গৌর বিনা কলিতে উপায়।
না দেখি কোথাও আর শাস্ত্র ফুকারয়॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র হইল উদয়।
নবদ্বীপ সর্ব্বতীর্থ-অবতংশ হয়॥
অন্য তীর্থে অপরাধী দণ্ডের ভাজন।
নবদ্বীপে অপরাধ সদাই মার্জ্জন॥
তার সাক্ষী জগাই মাধাই দুই ভাই।
অপরাধ করি পাইল চৈতন্য-নিতাই॥
অন্যান্য তীর্থের কথা রাখ ভাই দূরে।
অপরাধী দৈত্য দণ্ড পায় ব্রজপুরে॥

নবদ্বীপে শত শত অপরাধ করি।
অনায়াসে নিতাই-কৃপায় যায় তরি॥
হেন নবদ্বীপধাম যে গৌড়মণ্ডলে।
ধন্য ধন্য সেই দেশ ঋষিগণ বলে॥
হেন নবদ্বীপে ভাই যাহার বসতি।
বড় ভাগ্যবান্ সেই লভে কৃষ্ণ-রতি॥
নবদ্বীপে যে বা কভু করয় গমন।
সর্ব্ব অপরাধ-মুক্ত হয় সেই জন॥
সর্ব্ব তীর্থ ভ্রমিয়া তৈর্থিক যাহা পায়।
নবদ্বীপ স্মরণে সে লাভ শাস্ত্রে গায়॥
নবদ্বীপ দরশন করে যেই জন।
জন্মে জন্মে লভে সেই কৃষ্ণপ্রেম ধন॥
কর্ম্ম-বুদ্ধি যোগেও যে নবদ্বীপে যায়।
নরজন্ম আর সেই জন নাহি পায়॥
নবদ্বীপ ভ্রমিতে সে পদে পদে পায়।
কোটি অশ্বমেধ-ফল সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
নবদ্বীপে বসি যেই মন্ত্র জপ করে।
শ্রীমন্ত্র চৈতন্য হয়, অনায়াসে তরে॥
অন্য তীর্থে যোগী দশবর্ষে লভে যাহা।
নবদ্বীপে তিনরাত্রে সাধি পায় তাহা॥
অন্য তীর্থে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি হয়।
নবদ্বীপে ভাগীরথী-স্নানে তা ঘটয়॥
সালোক্য সারূপ্য সার্ষ্টি সামীপ্য নির্ব্বাণ
নবদ্বীপে মুমুক্ষু লভয় বিনা জ্ঞান॥
নবদ্বীপে শুদ্ধভক্ত চরণে পড়িয়া।
ভুক্তি মুক্তি সদা রহে দাসী রূপ হৈয়া॥
ভক্তগণ লাথি মারি' সে দুয়ে তাড়ায়।
ভক্তপদ ছাড়ি দাসী তবু না পলায়॥
শতবর্ষ সপ্ততীর্থে মিলে যাহা ভাই।
নবদ্বীপে এক রাত্র বাসে তাহা পাই॥

হেন নবদ্বীপ ধাম সর্ব্বধর্ম্মসার।
কলিতে আশ্রয় করি জীব হয় পার॥
তারক পারক বিদ্যাদ্বয় অবিরত।
নবদ্বীপবাসিগণে সেবে রীতিমত॥
নিতাই-জাহ্নবা-পদছায়া যার আশ।
সে ভক্তিবিনোদ গায় পাইয়া উল্লাস॥

ধাম-স্বরূপ ও পরিমাণ—২য় অধ্যায়

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীসুত।
জয় জয় নিত্যানন্দ রায় অবধূত॥
জয় জয় নবদ্বীপ সর্ব্বধাম-সার।
সে ধামের তত্ত্ব বর্ণে সাধ্য আছে কার॥
নবদ্বীপধাম গৌড়মণ্ডল ভিতরে।
জাহ্নবী সেবিত হ'য়ে সদা শোভা করে॥
এ গৌড়মণ্ডল এক বিংশতি যোজন।
মধ্যভাগে গঙ্গাদেবী রহে অনুক্ষণ॥
শতদল পদ্মময় মণ্ডল আকার।
মধ্যভাগে নবদ্বীপ অতিশোভা তার॥
পঞ্চক্রোশ হয় তার কেশর আধার।
পরিমল-পূর্ণ পুষ্প যোজন চত্বার॥
বা হর পাপড়ি তার শতদল হয়।
একাধিক যোজন বিংশতি বিস্তারয়॥
মণ্ডল পরিধি হয় সেই পরিমাণ।
যোজন সপ্তক ব্যাস শাস্ত্রের বিধান॥
ব্যাসার্দ্ধ প্রমাণ সার্দ্ধ তৃতীয় যোজন।
মধ্যবিন্দু হৈতে তার হইবে গণন॥
মধ্যবিন্দু নবদ্বীপধাম মধ্যস্থল।
যোগপীঠ হয় তাহা চিন্ময় বিমল॥
চিন্তামণিরূপ হয় এ গৌড়মণ্ডল।
জল ভূমি বৃক্ষ আদি চিন্ময় সকল॥
চিদানন্দময়-ধাম সকলি চিন্ময়।
সদা বিদ্যমান তথা কৃষ্ণশক্তিত্রয়॥

স্বরূপ-শক্তির যেই সন্ধিনী প্রভাব।
তার পরিণতি এই ধামের স্বভাব॥
প্রভু-লীলা-পীঠরূপে ধাম নিত্য হয়।
অচিন্ত্য শক্তির কার্য্য প্রাপঞ্চিক নয়॥
তবে যে এ ধামে দেখে প্রপঞ্চের সম।
বদ্ধজীবে তাহে হয় অবিদ্যা-বিভ্রম॥
মেঘাচ্ছন্ন চক্ষু দেখে সূর্য্য আচ্ছাদিত।
দিবাকর নাহি কভু হয় মেঘাবৃত॥
সেইরূপ এ গৌড়মণ্ডল চিদাকার।
প্রাপঞ্চক জন দেখে জড়ের বিকার॥
নিত্যানন্দকৃপা যার প্রতি কভু হয়।
সে দেখে আনন্দ ধাম সর্ব্বত্র চিন্ময়॥
গঙ্গা যমুনাদি তথা সদা বিদ্যমান।
সপ্তপুরী প্রয়াগাদি আছে স্থানে স্থান॥
সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠতত্ত্ব এ গৌড়মণ্ডল।
ভাগ্যবান্ জীব তাহা দেখে নিরমল॥
স্বরূপশক্তির ছায়া মায়া বলি যারে।
প্রভুর আজ্ঞায় নিজ প্রভাব বিস্তারে॥
বহির্ম্মুখ জীবচক্ষু করে আবরণ।
চিদ্ধাম প্রভাব সবে না পায় দর্শন॥
এ গৌড়মণ্ডলে যার বাস নিরন্তর।
বড় ভাগ্যবান্ সেই সংসার ভিতর॥
দেবগণে স্বর্গে থাকি দেখে সেই জনে।
চতুর্ভুজ শ্যামকান্তি অপূর্ব্ব গঠনে॥
ষোলক্রোশ নবদ্বীপধামবাসী যত।
গৌরকান্তি, সদা নামসংকীর্ত্তনে রত॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণে অন্তরীক্ষ হৈতে।
নবদ্বীপবাসিগণে পূজে নানামতে॥
ব্রহ্মা বলে কবে মোর হেন ভাগ্য হবে।
নবদ্বীপে তৃণ-কলেবর পাব যবে॥

শ্রীগৌর-চরণসেবা করে যত জন।
তা সবার পদরেণু লভিব তখন॥
হায় মোরে গৌরচন্দ্র বঞ্চনা করিয়া।
ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি রাখিল করিয়া॥
কবে মোর কর্ম্মগ্রন্থি হইবে ছেদন।
অভিমান ত্যজি মোর শুদ্ধ হবে মন॥
অধিকার বুদ্ধি মোর কবে হবে ক্ষয়।
শুদ্ধদাস হ'য়ে পাব গৌরপদাশ্রয়॥
দেবগণ ঋষিগণ রুদ্রগণ যত।
স্থানে স্থানে নবদ্বীপে বৈসে অবিরত॥
চিরকাল তপ করি জীবন কাটায়।
তবু নিত্যানন্দকৃপা সে সবে না পায়॥
দেববুদ্ধি যত দিন নাহি যায় দূরে।
যত দিন দৈন্যভাব মনে নাহি স্ফুরে॥
তত দিন শ্রীগৌরনিতাই-কৃপাধন।
ব্রহ্মা শিব নাহি পায় করিয়া যতন॥
এই সব কথা আগে হইবে প্রকাশ।
যত্ন করি শুন ভাই করিয়া বিশ্বাস॥
এ সব বিষয়ে ভাই তর্ক পরিহর।
তর্ক সে অপার্থ অতি অমঙ্গলকর॥
শ্রীচৈতন্য-লীলা হয় গভীর সাগর।
মোচাখোলা-রূপ তর্ক তথায় ফাঁপর॥
তর্ক করি এ সংসার তরিতে যে চায়।
বিফল তাহার চেষ্টা কিছুই না পায়॥
তর্কে জলাঞ্জলি দিয়া সাধু শাস্ত্র ধরে।
অচিরে চৈতন্যলাভ সেই জন করে॥
শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র শাস্ত্র অবিরত গায়।
নদীয়ামাহাত্ম্য নিত্যানন্দের আজ্ঞায়॥
সেই সব শাস্ত্র পড় সাধুবাক্য মান।
তবে ত হইবে তব নবদ্বীপজ্ঞান॥

কলিকালে তীর্থ সব অত্যন্ত দুর্ব্বল।
নবদ্বীপ তীর্থ মাত্র পরম প্রবল॥
প্রভুর ইচ্ছায় সেই তীর্থ বহু দিন।
অপ্রকট মহিমা আছিল স্ফূর্ত্তিহীন॥
কলির প্রভাব যবে অত্যন্ত বাড়িল।
অন্য তীর্থ স্বভাবতঃ নিস্তেজ হইল॥
জীবের মঙ্গল লাগি পুরুষপ্রধান।
মনে মনে চিন্তা করি করিল বিধান॥
পীড়া বুঝি বৈদ্যরাজ ঔষধ খাওয়ায়।
কঠিন ঔষধ দেয় কঠিন পীড়ায়॥
এবে কলি ঘোর হৈল রোগ হৈল ভারি
কঠিন ঔষধ বিনা নিবারিতে নারি॥
অতিশয় গোপনে রাখিনু যেই ধাম।
অতিশয় গোপনে রাখিনু যেই নাম॥
অতিশয় গোপনে রাখিনু যেই রূপ।
প্রকাশ না কৈলে জীব তরিবে কিরূপ॥
জীব ত আমার দাস আমি তার প্রভু।
আমি না তারিলে সেই না তরিবে কভু
এই বলি শ্রীচৈতন্য হইল প্রকাশ।
নিজ নাম নিজ ধাম ল'য়ে নিজ দাস॥
প্রভুর প্রতিজ্ঞা এই হয় সর্ব্বকাল।
তারিব সকল জীব ঘুচাব জঞ্জাল॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ধন বিলাব সংসারে॥
পাত্রাপাত্র না বাছিব এই অবতারে॥
দেখিব কিরূপে কলি জীবে করে নাশ।
নবধীপ ধাম আমি করিব প্রকাশ॥
সেই ধামে কলির ভাঙ্গিব বিষদাঁত।
কীর্ত্তন করিয়া জীবে করি আত্মসাথ॥
যতদূর মম নাম হইবে কীর্ত্তন।
ততদূর হইবে ত কলির দমন॥
এই বলি গৌরহরি কলির সন্ধ্যায়।
প্রকাশিল নবদ্বীপ স্বকীয় মায়ায়॥
ছায়া সম্বরিয়া নিত্য স্বরূপ বিলাস।
গৌরচন্দ্র গৌড়ভূমে করিল প্রকাশ॥
এমন দয়ালু প্রভু যে জন না ভজে।
এমন অচিন্ত্যধাম যেই জন ত্যজে॥
এই কলিকালে তার সম ভাগ্যহীন।
না দেখি জগতে আর শোচনীয় দীন॥
অতএব ছাড়ি ভাই অন্য বাঞ্ছা রতি।
নবদ্বীপ ধামে মাত্র হও একমতি॥
জাহ্নবী-নিতাই-পদছায়া যার আশ।
সে ভক্তিবিনোদ করে এ তত্ত্ব প্রকা[শ]

শ্রীব্যাসপূজায় ভক্ত্যঞ্জলি

গুরু বিনা দয়াল নাই

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১৯শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৫ পৃষ্ঠার পর)

গৃহব্রতী অনুদিতবিবেক ব্যক্তিগণ স্বরূপবিভ্রান্ত ব্যক্তিকে সংসার-পথের পরিচালক জ্ঞান করিয়া চিন্ময়ধামে যাইবার জন্য গুরুবরণ করিয়া থাকেন এবং সুবিধাবাদী শিষ্য যেমন আকাঙ্ক্ষা করে গুরুব্রুবও তাহার জন্য তদনুরূপ ধর্ম্মের ও তৎসাধনের প্রণালী নির্দ্দেশ দিয়া থাকেন ; অর্থাৎ রোগ সারাইবার নামে রোগবৃদ্ধির পুষ্পিত উপকরণগুলির উপর ঔষধের লেবেল লাগাইয়া তাহার জন্য ব্যবস্থা করিয়া দেন। শাস্ত্র বলেন, অন্ধের পরিচালক অন্ধ হইলে সত্যভ্রষ্ট হইয়া উভয়েই গভীর সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, প্রকৃত পথ জানিতে পারে না ; সেইরূপ কর্ম্মিগণ ভগবানের বেদরূপ দীর্ঘরজ্জুতে ব্রাহ্মণাদি নামরূপ দামসমূহে আবদ্ধ হইয়া কাম্যকর্ম্মে নিযুক্ত হন। যথা—

> ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
> দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
> অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
> স্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥ (শ্রীভাঃ ৭।৫।৩১)

শ্রীগুরুদেবই একমাত্র বাস্তব। যাহার অস্তিত্ব আছে বা প্রতীতি আছে তাহাই বস্তু। গুরুদেব সেই বস্তু হইয়া পরমচিদ্বস্তু বিষয়ক জ্ঞান দান করিয়া শরণাগতকে পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যার হাত হইতে উদ্ধার করত আশ্রয় দান করেন। ভাগবত বলেন, "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদম্"—পরম সুখদ পরমার্থ সম্বন্ধীয় বাস্তব বস্তুই জ্ঞাতব্য। অতএব যাহাকে বিশেষভাবে জানিলে সমস্ত জানা হয় (যদ্ বিজ্ঞাতে বিজ্ঞাতং ভবতি) সেই চিদ্বস্তুর আশ্রয়বিগ্রহরূপী গুরুপদাশ্রয় সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বরণ করিতে হইবে।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে গণতন্ত্র শাসনের নামে নিরীশ্বরবাদকে প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দিয়া সাধুসজ্জনদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া দিতেছে। প্রকৃত সাধুসমাজ ধর্ম্মের এবম্বিধরূপ দর্শন করিয়া অমৃতের সন্তানগণকে স্ব-স্বরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য দিকে দিকে বিষ্ণুদূত প্রেরণ করিতেছেন এবং

শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য সকলকে আহ্বান জানাইতেছেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই আত্মধর্ম্মের প্রবক্তা হইয়া জগজ্জীবের মঙ্গল আনয়ন করিতে কৃতসংকল্প। সমিতির সভ্যবৃন্দ শ্রীগুরুদেবের আদেশে 'সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর' এই ধ্বনি তুলিয়া অভয় বাণী উচ্চারণ করতঃ আকাশ বাতাস মুখরিত করিতেছে এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়া ভিক্ষা মাগিতেছেন—

"রাধা-কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল
এইমাত্র ভিক্ষা চাই।"

পুনরায় গাহিতেছেন—

"সংসার ভজিলি, শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি
না শুনিলি সাধুর কথা।
ইহ-পরকাল, দুকাল খোয়ালি (মনঃ),
খাইলি আপন মাথা॥"

"মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া ও মাঘী পঞ্চমী তিথি"কে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক মহোৎসবের যে আয়োজন হইয়াছে, সেই উৎসবে ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিতা হইবে, এই আশায় আমিও জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ প্রিয় পার্ষদবর এবং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** শ্রীপাদপদ্মে অনন্তকোটী ভক্ত্যর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি এবং প্রার্থনা করিতেছি—

"আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥

—পণ্ডিত শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
বালুরঘাট পুলিশ বেতার-কেন্দ্র

আগামী দিবস

প্রাণিজগতে মানবই সকলের চেয়ে কার্য্যশক্তিদৃপ্ত। তাই দুনিয়ার সকল কাজের মানুষগুলিই লোহার বাঁধনে আঁটেপিঠে বাঁধা। দুনিয়াদারীতে তাহাদের কার্য্যতালিকা সুবৃহৎ। কাজেই কাজের মানুষগুলি সেই তালিকা-দৃষ্টে সমস্ত কর্ত্তব্যগুলি সম্পাদন করিতে গিয়া আঁটেপিঠে বাঁধা পড়ে। যে ঘটনা সাধুভাষায়—

"সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।"
তে-কারণে লাগল যে কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস॥

—এইরূপ বর্ণিত আছে। কর্ম্মফাঁস গলায় লইয়া ব্যথাঘাতে জরজর হইলেও কাজের মানুষগুলি সর্ব্বাবস্থায় উৎসাহশীল অর্থাৎ কর্ম্মসাধনোন্মাদনায় উদ্‌ব্যস্ত। কারণ তাহাদের চালক যিনি, তিনি অর্থাৎ মন স্থিরতার বিরোধী।

তাই মানুষ দিবাভাগে আনখ-কেশাগ্র বিপদের গর্ত্তে ডালি দিয়াও মনের প্রিয়বস্তুর আহরণে বা কুটুম্বভরণাদিতে ব্যতিব্যস্ত হৃদয়ে ছুটিয়া বেড়ায়। আবার নিশাকালেও স্থূলতঃ স্থিরতা বা কার্য্যবিরতির ভাণ করিয়াও সূক্ষ্মতঃ মনের পিছনে অবিরাম ছুটিতে থাকে। ভাগবতের সেই "অহ্ন্যাপৃতার্ত্ত-করণা নিশি নিঃশয়ানা" শ্লোকের সত্যতা প্রমাণ তাহাদের করিতে হয় বলিয়া তাহারা নিশাকালেও বস্তুতঃ ছুটী পায় না।

এইরূপে কর্ম্মী মানব কর্ম্মচক্রের বিচ্ছিন্ন ঘূর্ণনে পতিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে বিঘূর্ণিত হয়। দিশহারা অথচ অবিরাম গতিতে ছুটিয়া ছুটিয়া তাহারা পদে পদে নিরাশ হয়। অধিকন্তু গন্তব্যস্থান তাহাদের আরও সুদূর হইয়া পড়ে। শেষে ধরাকে বিষধারাময়ী মনে করে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে গালি পাড়ে বা ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়।

তথাপি মানুষ ভাবী সুখের নেশা ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। মানুষ ভাবে—আমার বর্ত্তমান দিনগুলি দুঃখের। এই দুঃখের দিনগুলিকে আমি "যুধিষ্ঠিরের স্বর্গগমনের জন্য বহু ক্লেশে দুর্গম পর্ব্বতাদি অতিক্রমণের ন্যায় আমার ভাবী সুখের দিনগুলির প্রতীক্ষায় ধৈর্য্যসহকারে অতিক্রম করিব। অতঃপর আর যে ভাবী দিনগুলি আসিতেছে, তাহাতে আমার অমুক সুখ, অমুক সুখানুষ্ঠান, অমুক সুপ্রশস্ত অবস্থা অনুস্যূত আছে।

তাহারা কৈশোরে যৌবন দিনগুলির, যৌবনে প্রৌঢ়-কালের এবং প্রৌঢ়কালে বার্দ্ধক্যের আশা-কল্পনায় তত্তৎকালীয় ভাবী সম্ভাব্য ঘটনাসমূহে নানা কল্পনা-সুখের রঙ্গীন্ প্রলেপ দ্বারা সুরঞ্জিত দর্শন করে এবং বর্ত্তমান দুঃখে অতি জারিত হইয়াও জীবন বীতৃষ্ণ হয় না।

ফলতঃ যথাকালে সেই কল্পনার দিনগুলি অনেকের হয় ত বা আসে, কিন্তু তাহা সেই কল্পিত মনোহারী মূর্ত্তিতে নহে, তাহাতে কি ভুলবশেই যেন বিশ্বশিল্পীর বিষম তুলিকায় একটী বিসদৃশ বিষরেখা অঙ্কিত থাকে। আবার অনেকের ভাগ্যে হয় ত' বা সেই কল্পিত দিনগুলি আর আসিয়া পৌঁছে না, তৎপূর্ব্বেই কাল্পনিককেই নিজকল্পনার মূর্ত্তিটীর ধ্বংসাবস্থা দর্শন করিতে হয়—তাহার নিজেরই অন্যত্র যাইবার পরোয়ানা আসিয়া পড়ে। সংক্ষেপতঃ কথা এই যে, কাহারও কল্পনা-তালিকানুসারে তাহার সুখের দিবা বা দুঃখের নিশা আগত বা বিগত হয় না। কি এক অজ্ঞাত মহাশক্তির নিয়ন্ত্রণেই যেন জগতের সর্গ, বিসর্গ বা তন্মধ্যস্থিত কালের ঘটনাসমূহ বিনা বাধায় ঘটিয়া যাইতে থাকে।

কালের কুটীলা গতি। তাই কালের আগামী বা ভাবীর প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া বুদ্ধিমান্ মানুষের কার্য্যকল্পনার গবেষণা শোভা পায় না। যেহেতু মানুষের কল্পিত কার্য্য-তালিকার অনুরূপে চলিতে কুটিলগতি কাল বাধ্য নহে। তাই আগামী দিবসের আশায় যাহারা সুখ-সৌধের উপাদান সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হইয়া বর্ত্তমানকে সবিশেষ কার্য্যে লাগাইতে উদাসীন হইয়া তাহাকে সরাইয়া দিতে পারিলেই বাঁচে, তাহাদের নৈরাশ্যই লাভ হয়। পরন্তু কুটিলগতি কালের ক্রমপর্য্যায়ে যে দিনটী মানুষের হাতে আসে, অর্থাৎ যে কালটুকু আর ভবিষ্যতের গুপ্তভাণ্ডারে গচ্ছিত নাই, বর্ত্তমানের মধ্যে আসিয়া মানুষের অদ্যকার দিবসের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহার সদ্ব্যবহার করিলেই মানুষ নিত্যকল্যাণ লাভ করিতে পারে। কারণ ভবিষ্যতের মধ্যে কালের কুটিলগতি যত জটিলতায় আচ্ছাদিত, বর্ত্তমানের মধ্যে তদপেক্ষা অনেকাংশে কম। আবার এই বর্ত্তমানের অপেক্ষাকৃত অল্প কুটিলতাপ্রাপ্ত দিবসটীকে যাহারা অবহেলা করে, তাহাদের সেই সুবর্ণসুযোগ-স্বরূপ বর্ত্তমান দিবসকে ভূতের (অতীতের) ভাণ্ডারে গচ্ছিত রাখিতে হয় এবং ভূতের ভাণ্ডারে গচ্ছিত দিবসগুলিকে আর তাহারা কোন অবস্থায়ও ফিরিয়া পায় না। কারণ, মায়িকরাজ্যের অতীতকালের "অগস্ত্যযাত্রা" ভিন্ন যাত্রা নাস্তি।

তাই 'গতস্য শোচনা নাস্তি'। সুতরাং তাহার দ্বারা মানুষের আর কি অভিনব বস্তু লাভ হইতে পারে? বরং অনেকক্ষেত্রে তাদৃশ ভূতের ভাণ্ডারস্থিত কালের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে এক একটী তপ্ত স্মৃতি, যাহার স্মরণে মানুষ মধ্যে মধ্যে অনুতপ্ত, শোকার্ত্ত বা অভাবগ্রস্ত প্রভৃতি অবস্থাপ্রাপ্ত হয়।

তাই জীবন সমাপ্তকালে বা আগামীতে আমার যে অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যটী আছে তাহা সম্পাদন করিব, ইহা মূর্খাদপিমূর্খ ও অপরিমাণদর্শী কালগতি-অনভিজ্ঞের উদ্‌ভ্রান্ত বিচার। বিজ্ঞের এই উপদেশ আমাদের কণ্ঠস্থ ও আচরণ করা কর্ত্তব্য যে,

"জীবন সমাপ্তকালে করিব ভজন,
এবে করি গৃহসুখ।
একথা কখনো নাহি বলে বিজ্ঞজন,
এদেহ পতনোন্মুখ॥
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ,
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই।
যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ,
জীবনের ঠিক নাই॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের 'তূর্ণং' শব্দ কালগতি-অনভিজ্ঞ উদাসীন মানবসমাজের চেতনা-উন্মেষকল্পে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং বহু বহু বারে যাঁহারা এই কালগতির অনভিজ্ঞতাবশতঃ ঠকিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ভাগবতের 'তূর্ণং' শব্দবলে কালগতি অবগত হইয়া আগামী দিবসের আশাকে জলাঞ্জলি দিয়া অদ্যকার মধ্যেই আগামী দিবসের বা ভবিষ্যতের কৃত্য শেষ করিতে সচেষ্ট হউন।

—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

ভগবদনুশীলন (১)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা তাঁহার বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই পৃথিবীতে যতপ্রকার নাস্তিকতা আছে তাহার স্বরূপ নিরপেক্ষ পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। 'অস্তি' এমন বস্তুর অস্বীকারকারীই 'নাস্তিক' বলিয়া বর্ত্তমান ধর্ম্ম-প্রগল্‌ভতার যুগে অত্যন্ত আদর লাভ করায় গৌড়ীয়ের চেতনময়ী লেখনী সচলা হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে একটী প্রবাদ আছে "Pen is mightier than the sword." অর্থাৎ তরবারী অপেক্ষা লেখনী শক্তিশালিনী। পাশ্চাত্য দেশ যাহারা

অত্যন্ত জড়বাদী তাহারা শব্দের এবম্বিধ প্রাধান্য কেমন করিয়া দিতে শিক্ষা করিল জানি না, তবে ভারতবর্ষের উন্নততম চিন্তায় শব্দের মাহাত্ম্য এবং স্বতঃপ্রামাণ্যের বহুল সংবাদ আমরা বেদাদি অপৌরুষেয় সাহিত্য হইতে জানিতে পারি। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের চূড়ান্ত বিচারের জন্য ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে নিকটাগত কলির মূর্ত্ত প্রতীক দুর্য্যোধন কাঞ্চ অর্জ্জুনাদির নিকট নিদারুণভাবে পরাজিত হইয়াছিল। সেইখানে আমরা দেখিতে পাই, প্রত্যহ দশ সহস্র সৈন্য বধ করিতে প্রতিজ্ঞাকারী দ্রোণাচার্য্য "অশ্বত্থামা হতঃ" সামান্য এই শব্দদ্বয় শ্রবণ করিয়া অস্ত্র সঞ্চালনে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, "অশ্বত্থামা হতঃ" শব্দদ্বয়ের উচ্চারণকর্ত্তা কোনও গণ-সামান্য ছিলেন না, দ্বাপরের ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যিনি ন্যায়-নীতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন তিনিই এই শব্দদ্বয়ের বাহক।

সুতরাং "Pen is mightier than the sword" এই প্রবাদটীর আলোচনা করিতে বসিয়া আমরা কোন প্রকার নাস্তিক লোকের লেখনীর প্রশংসা করিব না, বা করিতে পারি না। নাস্তিক লোক প্রতিষ্ঠাকামী। 'অস্তি' বস্তুর উপর মিথ্যা নঞর্থক ধারণা করা কোন সভ্য লোকের সমীচীন নহে। জড়ের সমীক্ষকই বলেন, জড় বস্তু ধ্বংসশীল। "অস্তি" এমন বস্তু ধ্বংসশীল নহে বলিয়াই জড় হইতে পারে না, উহা নিত্য। হরি ও জীবাত্মাই সেই বস্তু। অতএব ভগবানের অনুশীলন করিতে যাইয়া আমরা নাস্তিকের নিকট ঋণ করিবার আশা পোষণ করি না। তবে স্বভাবগত দোষে আস্তিক লোকের নিকটও নাস্তিক ব্যক্তি পসার জমাইতে চায়—ইহাই হাস্যাস্পদ।

নাস্তিক লোক হরি-অন্বেষণের ভাণ করে কেন? ইহার উত্তর অতীব সহজ। 'অস্তি' কি তাহা জানিতে না পারিলে 'নাস্তি' বলা যাইবে না। সুতরাং হরি ও হরি-সম্বন্ধীয় বস্তুর দুয়ারে হানা দেওয়া নাস্তিক লোকের স্বভাব। সে সর্ব্বপ্রকারে হরি-বিরোধী কার্য্য করিতে থাকে। লেখনীকেও সে তাহার সহায়করূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। এইজন্য নাস্তিক লোকের লেখনী পাঠ করিয়া মানুষ ভগবদ্বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। যাহারা নাস্তিক হইতে চায়, অথচ জগতের নিকট নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে, তাহারা নাস্তিকের লেখায় যেখানে ঈশ্বরের বিষয়ে আলোচনা আছে তাহা পাঠ করে, ভোটের জোরে নাস্তিক লোককে ভক্ত দাঁড় করাইয়া আস্তিককেই নাস্তিক বলিতে চায়। নাস্তিকের শাস্ত্র আলোচনা কপটতা মাত্র। ভ্রমর ও লূতাকীট উভয়েই ফুলে ফুলে ঘুরিয়া বেড়ায়। ভ্রমর ফুলের মধু অন্বেষণ করে, আর লূতাকীট ফুলকে নষ্ট করিবার জন্য মাৎসর্য্য-পূর্ণ হৃদয়ে ফুলের উপর বসে। পাষণ্ডের শাস্ত্রালোচনাও তদ্রূপ। সম্প্রতি-কালে কোন এক বিশিষ্ট রাজনীতিবিদের মৃত্যুর পর সংবাদপত্রে দেখা গেল

যে, তাঁহার শয্যার পার্শ্বে গীতা ধর্ম্মগ্রন্থখানি ছিল। অথচ তাঁহার সমস্ত জীবন ধরিয়া বলিয়াছেন, ধর্ম্ম কাপুরুষের জন্য। সুতরাং তিনি কিরূপে গীতা স্পর্শ করিতে পারেন? যদি ঘটনাটি সত্যও হয়, তবে উহা লুতাকীটের পুষ্পের উপর উপবেশন বুঝিতে হইবে।

একদেশে এক বিরাট ধনী লোক বাস করিত। লোকটী অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিল এবং ধনী হইলেও খুব কৃপণ ছিল। উহার দুইজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিল। তাহারাও অত্যন্ত কৃপণ ছিল। একবার উক্ত ধনী লোকটী একটী উৎসব করিয়া স্বীয় কার্পণ্যদোষ অপনোদন করিতে মনস্থ করিল। কিন্তু অর্থ ব্যয় না করিয়াই যাহাতে উৎসব হইতে পারে, সেই ইচ্ছা তাহার একেবারে নষ্ট হইল না। তথাপি তাহার কৃপণ কর্ম্মচারী দুইটীকে বাজারে পাঠাইল এবং বলিয়া দিল—খুব ভাল দ্রব্য বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনিবে। ব্যয়কুণ্ঠ কর্ম্মচারী দুইটী পয়সা ব্যয় করিতে নারাজ। যাহা হউক, দুইজনে বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া দুইটী কৈফিয়ৎ দিল। একজন বলিল বাজারে ভাল দ্রব্য নাই। আর একজন বলিল, বাজারে ভাল দ্রব্য বলিয়া কিছু দেখিলাম না, যাহা যাহা পাওয়া যাইতেছে সবই সমান বলিয়া বোধ হইল, একটী হইতে আর একটীর তফাৎ নাই। বুদ্ধিমান মালিক স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন হইল জানিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। তথাপি মৌখিক জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের উক্তি দুই প্রকার হইলেও মূলতঃ একই; কারণ কেহই আমাকে আমার আদিষ্ট দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিলে না।

ভগবদনুশীলনে রত হইয়া জগতের নাস্তিকগণ ঐ কৃপণ কর্ম্মচারিদ্বয়ের ন্যায় মন্তব্য করিয়া থাকে। তাহাতে যাহারা প্রকৃত ভগবদনুশীলন করিতে চাহে না, তাহারা আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে এবং ঐপ্রকার মন্তব্যকেই ভগবৎসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচার করে। আমরা ঐপ্রকার দুইটী মতের সমানতা প্রদর্শন করিব। পূর্ব্ব মত দুইটির একটীতে সরাসরি দ্রব্য নাই এবং অপরটীতে 'সব দ্রব্যই ভাল, ইহার সহিত অন্যের কোন পার্থক্য নাই' উক্ত হইয়াছে। প্রথমজন বোকা, সেইজন্য ভাল দ্রব্য নাই বলিয়া ধ্বনি তুলিয়াছে। বুদ্ধিমান এবং চাপা দ্বিতীয় কর্ম্মচারী চিন্তাসহকারে পরে উত্তর দিল যে সমস্ত দ্রব্যই ভাল, অর্থাৎ যাহা খুসী তাহাই ক্রয় করিতে পারা যায়। মূল ভাবটী এই যে, অধিক মূল্যের দ্রব্য ক্রয় করিবার আবশ্যকতা নাই। 'সব ধর্ম্মই সমান' উক্তিকারীও অনুরূপ।

কোন কোন নাস্তিক বলিয়া থাকে ঈশ্বর নাই, পরলোক নাই। লোকায়ত (চার্ব্বাক) দর্শন এই শ্রেণীর। "যাবজ্জীবং-সুখং জীবেৎ"—এই তাঁর নীতি। চার্ব্বাক অত্যন্ত প্রত্যক্ষবাদী। কালক্রমে ঐ মত বিভিন্ন আচার্য্য কর্ত্তৃক ভীষণভাবে নিন্দিত হইলে বর্ত্তমানের নাস্তিকগণ লুতাকীটের পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। উক্ত দ্বিতীয় কর্ম্মচারিটীর ন্যায় তাহারা বলে,

প্রত্যেকেই ভগবান - Everybody is God. শিক্ষিত সমাজ কি একটু বিচারও করিবেন না? **ভগবান নাই** এবং **প্রত্যেকেই ভগবান**—উক্তিদ্বয় একই,—ইহা নহে কি? প্রত্যেক জীবমাত্রই যদি ভগবান হইয়া থাকে তাহা হইলে ভগবানের সেবা আর কে না করে? চেতন বস্তু-মাত্র জীব, প্রত্যেকে নিজ নিজ সুখ উৎপাদনে সচেষ্ট। সুতরাং ঈশ্বর-সেবা ত প্রত্যেকেরই হইল? এই সকল চিন্তা কি কপটতার আকর নহে? পরস্পরের মধ্যে ভেদ-বৈশিষ্ট্য না থাকিলে 'প্রত্যেক' শব্দটির সৃষ্টি কি করিয়া সম্ভব? যাহারা নাস্তিক হইতে চাহে, নাস্তিকতার বৃদ্ধিসাধনে যাহারা তৎপর, তাহারা ভিন্ন আর কে বলিবে যে জীবমাত্রই শিব, ভগবান? বিশেষতঃ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে "জীবই ভগবান" বলা স্ববিরোধ। যদি তাহাই হইত, সেই বিশ্বাস যদি তাহার প্রকৃতই থাকিত, তবে তিনি গৃহ-ত্যাগ করিলেন কেন? গৃহের মাতা পিতা, স্ত্রী, বন্ধুবর্গ সকলেই ত ভগবান—তাহাদের সেবা করিলেই ত ভগবানের সেবা হইয়া যাইত? তবে আবার লাল কাপড় পরিবার কপটতা কেন? ইহা উদ্দেশ্য-সাধনে ব্যর্থ জীবের উক্তি নহে কি? প্রত্যেকেই ভগবান আর প্রত্যেকের মধ্যেই ভগবান আছেন—এই দুইটী পৃথক কথা। প্রত্যেকের মধ্যে ভগবান আছেন বলিয়া প্রত্যেকের সেবা-বিধান কি প্রকারে ভগবানের সেবা হইতে পারে?

কুক্কুরগুলি বিষ্ঠা গ্রহণ করে এবং উহাদের জীবনও তাহাতে রক্ষিত হয়। সুতরাং বিষ্ঠাতেও মনুষ্যাদি জঙ্গম প্রাণীর জীবনধারণের উপাদানগুলি আছে বুঝা যায়, কিন্তু তজ্জন্য বিষ্ঠা মানুষ বা মানবেতর কোন উচ্চ প্রাণীর আহার্য্য হইতে পারে না এবং মানুষ যে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকে তাহার সহিত কুক্কুরের ভক্ষ্য বিষ্ঠা সমতুল্য হইতে পারে না। যদি কেহ সব খাদ্যদ্রব্যই সমান বলিয়া থাকে, সে পাগল বা তজ্জাতীয় কোন বিকৃতমস্তিষ্ক হইবে। তাহাকে মানুষ বলা কোনও ক্রমে যাইবে না, যাইতে পারে না। সেই-প্রকার একের বাঞ্ছাপূরক ধর্ম্মকে অন্যের ধর্ম্মের সহিত সমান জ্ঞান করা যায় না। যদি কেহ সেইরূপ উক্তি করিয়া থাকেন, তিনি পূর্ব্বের উদাহরণের শিকার হইবেন না কেন—সুধী পাঠকবর্গ তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিবেন। সুতরাং সব ধর্ম্ম সমান—ইহা কোন শাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। প্রত্যেক জীবও ভগবান্ হইতে পারে না। এইরূপ উক্তি মিথ্যাবাদীরাই করিতে পারে। কোন পাত্রের মধ্যে তৈল আছে বলিয়া পাত্রটীই তৈল বা তৈলই পাত্র—এরূপ বলা যেমন মূর্খতা, তদ্রূপ জীবের মধ্যে ভগবান আছেন বলিয়া জীবই ভগবান বা ভগবানই জীব একথা বলা মূর্খতা। আধার ও আধেয় কখনই এক নহে। ইহাতে ভগবানের একত্বে বহুত্বের দোষও আপতিত হয়। সুতরাং **ভগবান নাই** এবং **প্রত্যেকেই ভগবান**—ইহা একই কথা, উক্তিদ্বয়ে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই। ইহাই নাস্তিকতার প্রতীক। (ক্রমশঃ)

বস্তু আলোচনা

বস্তুতে বিভিন্নগুণের সমাবেশ থাকিলেও বস্তু এক, এই প্রবন্ধে আমরা তাহা আলোচনা করিব। গুণ, ধর্ম্ম, শক্তি, অংশ, কার্য্য প্রভৃতি দার্শনিক বিচারে এক-পর্য্যায়গত শব্দ। কেহ কেহ ভ্রান্তিবশে বস্তুকে নির্গুণ, নিঃশক্তিক, নির্ধর্ম্মক, নিরংশক, কার্য্যত্বশূন্য, কারণস্বরূপ প্রতিপন্ন করিতে গিয়া তাঁহাকে জড়-স্বরূপের ন্যায় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বস্তু পূর্ণচেতন; তাঁহাকে জড়ের ন্যায় প্রতিপন্ন করিতে গিয়া অদ্বৈতবাদী বিবর্ত্তগর্ত্তে পতিত হইয়াছেন,

"অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।"

(বেদান্তসার ৬০)

তত্ত্ববস্তুকে জড়পিণ্ড অতত্ত্ববৎ প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্য—পাছে তাহাতে নানাত্ব বা বহুত্ব আসিয়া পড়ে এই ভয়ে। কিন্তু বস্তুর নানাত্ব কোন পক্ষেরই স্বীকৃত তত্ত্ব নহে, তবে বস্তুতে নানাত্ব থাকিলে বস্তুত্বের কোন প্রকারেই হানি হয় না। তাহাতে যদি কেহ মনে করেন বস্তুতে নানাত্ব স্বীকৃত হইলে বস্তু-বিপর্য্যয়ক্রমে বস্তুবিকারবাদ বা বস্তু-পরিমাণবাদ আসিয়া পড়ে, সেইজন্য বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের আচার্য্য বল্লভ উপনিষদের "বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" (তৈঃ উঃ ২।৬) মন্ত্রের দ্বারা বস্তুবিকারের শাব্দপ্রামাণিকতা অঙ্গীকার করিলেও আমরা তৎপ্রমাণ হইতে স্বতন্ত্রভাবে বস্তুগত শক্তির পরিণাম স্বীকার করিয়া বস্তুর হানি না করিয়া বস্তুবিকারবাদ হইতে পৃথক্ অবস্থান করিতেছি। বেদান্তের "আত্মকৃতে পরিণামাৎ" (১।৪।২৬) সূত্রানুসারে জানা যায়, বস্তু স্বয়ংই ইচ্ছা-শক্তিপ্রভাবে জগতের রচয়িতারূপে পরিণত হইয়াছেন। উক্ত সূত্রের 'কৃতে' শব্দের দ্বারা 'রচনা' বুঝিতে হইবে। সুতরাং বস্তুর কর্তৃত্ব ও "সোঽকাময়ত", (তৈঃ উঃ ২।৬) এই মন্ত্রের দ্বারা বস্তুর ইচ্ছাশক্তিযুক্তত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। পরিণাম স্বীকার করিলে বস্তু বিকৃত হ'ন বলিয়া বিবর্ত্তবাদিগণ জগৎকে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত বেদান্ত-সূত্রানুসারে পরিণামবাদই বেদব্যাস কর্ত্তৃক স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। 'সঃ অকাময়ত বহু স্যাং' ইত্যাদি মন্ত্র হইতে 'তদ্বস্তু ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব' ইত্যাদি দ্বারা পরিস্ফুটরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জগৎ ভগবদ্বস্তুর ইচ্ছাশক্তির পরিণাম। আচার্য্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই সম্পর্কে বলিয়াছেন,—

"অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥"

(চৈ: চ: আ: ৭।১২৪)

তিনি আরও একটী জাগতিক দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, অচিন্ত্য ভগবচ্ছক্তি জগৎরূপে পরিণত হইলেও শক্তি চিন্তামণির ন্যায় বিবিধ রত্নরাশি প্রসব করিয়াও অবিকৃতভাবে অবস্থান করেন।

"তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অধিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥
নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে।
প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি—ইথে কি বিস্ময়॥"

(চৈ চ: আ: ৭।১২৫-১২৭)

সুতরাং বস্তুতে নানাত্ব থাকিলে বস্তুর অখণ্ডত্বের হানি না হইয়া বরং পূর্ণতাই প্রতিপন্ন হয়। "বস্তুনোঽংশো জীবঃ বস্তুনঃ শক্তির্মায়া চ বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎ সর্ব্বং বস্ত্বেব।" (ভাবার্থদীপিকা ১।১।২)

উক্ত বাক্য হইতেও আমরা বস্তুতত্ত্বের বিষয় স্পষ্টরূপে অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারি যে, সমস্ত তত্ত্বটী বস্তু হইলেও অংশরূপে জীব, শক্তিরূপে মায়া এবং কার্য্যরূপে জগৎ তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে। বস্তুকে নির্ব্বিশিষ্ট করিলে উল্লিখিত বিচার ও শাস্ত্রযুক্তিসমূহের অসঙ্গতি ও একদেশদর্শিতা হয়। জাগতিক হেয়তাযুক্ত ঘৃণিত বিশেষের অভাবই বস্তুতে পরিলক্ষিত হয়। জাগতিক আনন্দ, উপাদেয়তা প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী—নিরানন্দ ও অনুপাদেয়তা হইতে জাত বলিয়া তাহাদের নশ্বরতা কথিত হয় মাত্র। কিন্তু বস্তুর স্বরূপগত শক্তিতে বিলাস-বৈশিষ্ট্য নশ্বরতা, পরিবর্ত্তনশীলতা ও হেয়তাবর্জ্জিত। মায়ার বিলাস-বৈচিত্র্যের অবস্থান্তর দেখিয়া বস্তুর নির্ব্বিশেষ কল্পনাকেই 'মায়াবাদ' বলিয়া থাকে। মায়িকদৃষ্টি তাহাদের অত্যন্ত প্রবলা বিধায় মায়াতীত বৈচিত্র্যে তাহাদের অধিকার জন্মে নাই। তাহাদের পক্ষে ইহকালেও ক্লেশ-স্বীকার হেতু আনন্দলাভ হইতে বঞ্চিত হইতে এবং পরেও নির্ব্বিশেষ বস্তুতে পর্য্যবসান লাভ করায় চিদানন্দের অপ্রাপক হইয়া

আত্মবিনাশ সাধন করিতে দেখা যায়। জগৎকে ও জাগতিক বস্তুকে থুৎকার করিতে গিয়া বস্তুনির্দ্দেশকল্পে যে 'নেতি নেতি' বিচার অবলম্বিত হইয়াছে তাহাও বস্তুর অন্তর্ভুক্ত বিশেষ তত্ত্বেরই একটী প্রকাশস্বরূপ হওয়ায় জ্যোতির্ম্ময় তত্ত্বকে পাওয়া যাইতেছে। তাহাকে আমরা বস্তুর খণ্ড-প্রতীতি বা তাঁহার আভাস জ্ঞান বলিয়া জানিতে পারি। বস্তুর আভাস বস্তু হইতে পৃথক্ না হইলেও কেবলমাত্র তাহাতেই আবদ্ধ থাকা অসম্পূর্ণ বিচার হেতু ভ্রম-বিচার বলা যাইতে পারে। জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা প্রতিপাদন করিতে গিয়া আংশিক উত্তর প্রদত্ত হইলে তাহাতে উত্তরদাতার ভ্রান্তিই প্রকাশ পায়।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকেদার-বদ্রী-তীর্থ-পরিক্রমা

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ

চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

আগামী **৬ ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪, ইং ২১শে মে ১৯৬৭ রবিবার** দিবসে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির** কতিপয় সেবক **শ্রীকেদার-বদ্রী তীর্থ দর্শনের** জন্য যাত্রা করিবেন। পথিমধ্যে হরিদ্বার, কংখল, হৃষীকেশ, লছমনঝোলা, দেবপ্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলিও পরিদর্শন করিবেন। তাঁহারা উক্তদিবসে **হাওড়া ৬নং প্লাটফর্ম্ম হইতে রাত্র ৮টার সময়** রওনা হইবেন। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে তাঁহাদের সহিত যোগদান করিতে পারেন। বিশেষ কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে উল্লিখিত ঠিকানায় অথবা শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া) ঠিকানায় **পরমহংসস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের** সহিত সাক্ষাৎ অথবা পত্রালাপ করুন। ইতি—১০ই চৈত্র, ১৩৭৩; ইং ১৪।৩।৬৭।

— নিঃ **সভ্যবৃন্দ**

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ নিয়মাবলী ঃ--

১। **দুইবেলা প্রসাদ** ও হাওড়া হইতে হরিদ্বার প্রভৃতি **যাতায়াত ট্রেণ-বাস-ভাড়া ও কেদার-বদ্রীর কুলি** খরচের জন্য প্রত্যেক যাত্রীকে ৩৫০৲ টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে। যাহারা গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা ও বৃন্দাবনধাম দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন তাহাদের অতিরিক্ত ৮০৲ টাকা লাগিবে।

২। যাত্রিগণ শীতোপযোগী বিছানা (মশারী সহ), গরম জামা-কাপড় ইত্যাদি এবং ১টী করিয়া এলুমিনিয়াম থালা ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। পাহাড়-পথে পিপাসা নিবারণের জন্য কিছু **লজেন্স ও তালমিশ্রী** লইবেন। বিছানা, বাসন-পত্র প্রভৃতি সর্ব্বসমেত ।৫ **পনর সেরের** অধিক না হয়।

৩। কোন যাত্রী ।৫ সেরের বেশী মাল লইলে প্রতিসেরে ৩৲ হিসাবে কুলিভাড়া অতিরিক্ত দিতে হইবে।

৪। দেয় ভিক্ষার টাকা মধ্যে ১৫০৲ টাকা আগামী ১৯শে বৈশাখ, ৩রা মে তারিখের মধ্যে উপরোক্ত নবদ্বীপের ঠিকানায় **পরমহংসস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের** নিকট জমা দিতে হইবে।

৫। অগ্রিম ১৫০৲ টাকা দেওয়া বাদে বাকী টাকা যাত্রা-দিবসে বেলা ৩টা হইতে ৬টার মধ্যে হাওড়া ষ্টেশনে ৬নং প্লাটফর্ম্মে সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন।

৬। পদব্রজে পরিক্রমায় অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে ঘোড়া, ডাণ্ডী, কাণ্ডী প্রভৃতির ভাড়া পৃথকভাবে লাগিবে।

৭। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই জুতা (চামড়ার নহে), ছাতি, লাঠি ও বৃষ্টি হইতে বিছানা ঢাকিবার জন্য ৩ ফুট × ৫ ফুট রাবার ক্লথ সঙ্গে লইবেন।

৮। পরিক্রমায় অনুমান ১ মাস সময় লাগিবে।

দর্শনীয় তীর্থস্থানগুলির সংক্ষিপ্ত তালিকা ঃ—

হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমনঝোলা, ব্যাসঘাট, **দেবপ্রয়াগ**, কীর্ত্তিনগর, **শ্রীনগর**, রুদ্রপ্রয়াগ, অগস্ত্যমুনি, **গুপ্তকাশী**, রামপুর, **ত্রিযুগীনারায়ণ**; শোণপ্রয়াগ, মন্দাকিনী, মুণ্ডকাটা-গণেশ, গৌরীকুণ্ড, **কেদারনাথ**, পিপলকুঠি, গরুড়গঙ্গা, যোশীমঠ, পঞ্চশীলা, বিষ্ণুপ্রয়াগ, পাণ্ডুকেশ্বর, হনুমানচটী, **শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণ**, তপ্তকুণ্ড, বসুধারা, চামৌলী, নন্দপ্রয়াগ, আদিবদ্রী প্রভৃতি। *

*দৈবানুরোধে যাত্রার দিন ও দর্শনীয় তীর্থস্থানাদিরতালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৯শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৭৪ { ৩য় সংখ্যা

ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৯শ বর্ষ — সঙ্কর্ষণ, ২১ মধুসূদন, ৪৮১ গৌরাব্দ
সোমবার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৭৪ ; ইং ১৫।৫।১৯৬৭ — ৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্মকৃতং "শ্রীশ্রীহরি-স্তব-ত্রয়োদশকম্‌"

(শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টম-স্কন্ধে পঞ্চমেঽধ্যায়ে—২৬-৩৮)

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

অবিক্রিয়ং সত্যমনন্তমাদ্যং
গুহাশয়ং নিষ্কলমপ্রতর্ক্যম্‌।
মনোঽগ্রযানং বচসানিরুক্তং
নমামহে দেববরং বরেণ্যম্‌ ॥ ১ ॥

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—হে দেব, আপনি বিকাররহিত, সত্য স্বরূপ, অনন্ত-অনাদি, সর্ব্বান্তর্গত নিরুপাধি, অপ্রতর্ক্য, মনেরও অগ্রগামী এবং বাক্যের অবিষয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বরণীয় ; আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

বিপশ্চিতং প্রাণমনোধিয়াত্মনা-
মর্থেন্দ্রিয়াভাসমনিদ্রমব্রণম্‌।

ছায়াতপৌ যত্র ন গৃধ্রপক্ষৌ
তমক্ষরং খং ত্রিযুগং ব্রজামহে ।। ২ ।।

যিনি প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আত্মার জ্ঞাতা, অর্থেন্দ্রিয়-প্রকাশক, অজ্ঞান-রহিত, কর্ম্মায়ত্ত শরীরশূন্য, যাঁহাতে জীব-পক্ষপাতিনী অবিদ্যা ও বিদ্যা নাই, অতএব সেই নিত্য ও আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী ত্রিযুগ ভগবানের শরণাপন্ন হই ॥ ২ ॥

অজস্য চক্রং ত্বজয়ের্ঘ্যমাণং
মনোময়ং পঞ্চদশারমাশু ।
ত্রিনাভি বিদ্যুচ্চলমষ্টনেমি
যদক্ষমাহুস্তমৃতং প্রপদ্যে ।। ৩ ।।

বিবেকিগণ জীবের মনঃপ্রধান ইন্দ্রিয়দশক ও পঞ্চপ্রাণরূপ পঞ্চদশ-শলাকাযুক্ত সত্ত্বাদিগুণরূপ নাভিত্রয়সমন্বিত বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল, ভূম্যাদি-প্রকৃতিরূপ অষ্টপরিধিসম্পন্ন, মায়াকর্তৃক দ্রুতবেগে পরাবর্ত্তিত দেহচক্র যাঁহার আশ্রয় বলেন, আমরা সত্যস্বরূপ তাঁহার শরণ গ্রহণ করি ॥ ৩ ॥

য একবর্ণং তমসঃ পরং ত-
দলোকমব্যক্তমনন্তপারম্ ।
আসাঞ্চকারোপসুপর্ণমেন-
মুপাসতে যোগরথেন ধীরাঃ ।। ৪ ।।

জ্ঞানৈকস্বরূপ, প্রকৃতির পর অদৃশ্য ও অব্যক্ত, কালতঃ ও দেহতঃ পরিচ্ছেদ-রহিত, সিদ্ধ জীবগণের সমীপে সুপর্ণবৎ প্রকাশিত, ধীরগণকর্তৃক যোগরূপ উপায়দ্বারা উপাসিত, সেই পরমেশ্বরকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

ন যস্য কশ্চাতিতিতর্ত্তি মায়াং
যয়া জনো মুহ্যতি বেদ নার্থম্ ।
তং নির্জ্জিতাত্মাত্মগুণং পরেশং
নমাম ভূতেষু সমং চরন্তম্ ।। ৫ ।।

যে মায়াদ্বারা লোক মোহিত হয় এবং আত্মার স্বরূপ জানিতে পারে না, যাঁহার সেই মায়া কেহই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। যিনি মায়া ও মায়ার গুণকে বশীভূত করিয়াছেন এবং সর্ব্বভূতে সমভাবে বর্ত্তমান, আমরা সেই পরেশকে প্রণাম করি ॥ ৫ ॥

ইমে বয়ং যৎপ্রিয়য়ৈব তন্বা
সত্ত্বেন সৃষ্টা বহিরন্তরাবিঃ।
গতিং ন সূক্ষ্মামৃষয়শ্চ বিদ্মহে
কুতোঽসুরাদ্যা ইতরপ্রধানাঃ ॥ ৬ ॥

যাঁহার প্রিয় মূর্ত্তিরূপ সত্ত্বগুণদ্বারা সৃষ্ট আমরা ও ঋষিগণ বাহিরে ও অন্তরে সত্তা ও প্রকাশদ্বারা প্রকটিতা তাঁহার সূক্ষ্মাগতি জানিতে পারিলাম না, তাঁহাকে রজ ও তমোগুণ প্রধান অসুরাদিগণ কি প্রকারে জানিতে সমর্থ হইবে? (অতএব আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি) ॥ ৬ ॥

পাদৌ মহীয়ং স্বকৃতৈব যস্য
চতুর্ব্বিধো যত্র হি ভূতসর্গঃ।
স বৈ মহাপূরুষ আত্মতন্ত্রঃ
প্রসীদতাং ব্রহ্ম মহাবিভূতিঃ ॥ ৭ ॥

যে পৃথিবীতে জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ ভূত সৃষ্ট হইয়াছে, সেই পৃথিবী যাঁহার স্বকৃত পাদদ্বয়, সেই স্বতন্ত্র পরমপুরুষ মহৈশ্বর্য্যশালী অপ্রচ্যুত স্বরূপ ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৭ ॥

অম্ভস্তু যদ্রেত উদারবীর্য্যং
সিধ্যন্তি জীবন্ত্যুত বর্দ্ধমানাঃ।
লোকা যতোঽথাখিললোকপালাঃ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৮ ॥

অখিল লোকপাল সহিত লোকত্রয় যে জল হইতে উৎপন্ন এবং যাহাতে জীবিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, মহাশক্তি সেই জল যাঁহার বীর্য্য স্বরূপ, সেই মহাবিভূতি ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৮ ॥

সোমং মনো যস্য সমামনন্তি
দিবৌকসাং যো বলমন্ধ আয়ুঃ।
ঈশো নগানাং প্রজনঃ প্রজানাং
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৯ ॥

দেবগণের অন্ন, বল ও আয়ু, বৃক্ষ সকলের ঈশ্বর এবং প্রজাগণের স্রষ্টা, সোমকে পণ্ডিতগণ যাঁহার মন বলিয়া থাকেন, সেই মহাবিভূতি ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৯ ॥

অগ্নির্মুখং যস্য তু জাতবেদা
জাতঃ ক্রিয়াকাণ্ডনিমিত্তজন্মা।
অন্তঃসমুদ্রেঽনুপচন্ স্বধাতূন্
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ১০ ॥

ক্রিয়াকাণ্ডের নিমিত্তই যাঁহার জন্ম অন্তঃসমুদ্রে বা উদর মধ্যে যিনি পাকাই অন্নাদি অথবা বাড়বানলরূপে জলসমূহ নিরন্তর পাক করেন, সেই জাতবেদা অগ্নি যাঁহার মুখে, সেই মহাবিভূতি পরমেশ্বর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥১০॥

যচ্চক্ষুরাসীৎ তরণির্দেবযানং
ত্রয়ীময়ো ব্রহ্মণ এষ ধিষ্ণ্যম্।
দ্বারঞ্চ মুক্তেরমৃতঞ্চ মৃত্যুঃ
প্রসীদতাং ন সঃ মহাবিভূতিঃ ॥ ১১ ॥

যে সূর্য্য দেবযান অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি বর্ত্তের দেবতা, ত্রয়ীময়, ব্রহ্মের উপাসনা স্থান, মুক্তির দ্বার ও অমৃত স্বরূপ, কাল-রূপত্ব প্রযুক্ত মৃত্যুর কারণ, সেই সূর্য্য যাঁহার চক্ষু, সেই মহাবিভূতি ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১১ ॥

প্রাণাদভূদ্‌যস্য চরাচরাণাং
প্রাণঃ সহো বলমোজশ্চ বায়ুঃ।
অন্বাস্ম সম্রাজমিবানু যং বয়ং
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ১২ ॥

স্থাবর-জঙ্গমের তেজ, বল, ওজ এবং প্রাণ। সম্রাটের পশ্চাতে ভৃত্যের ন্যায় আমরা যাঁহার অনুসরণ করি। এই প্রকার বায়ু যে ভগবানের প্রাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই মহাবিভূতি ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১২ ॥

শ্রোত্রাদ্দিশো যস্য হৃদশ্চ খানি
প্রজজ্ঞিরে খং পুরুষস্য নাভ্যাঃ।
প্রাণেন্দ্রিয়াত্মাসুশরীরকেতঃ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ১৩ ॥

যে ভগবানের শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে দিক্‌সমূহ, হৃদয় হইতে দেহগত ছিদ্র এবং নাভিমণ্ডল হইতে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বায়ু ও শরীরের আশ্রয় আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাবিভূতি ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥১৩॥

গৌর ও কৃষ্ণের লীলা-বৈশিষ্ট্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Armadale

দার্জ্জিলিং

৪ আষাঢ়, ১৩৪২

১৯শে জুন, ১৯৩৫

গৌর-কৃষ্ণের স্বরূপ—গৌরভক্তগণের রস-বিচার—গৌরনাগরী মতবাদ—জড়ভোক্তৃবর্গ-রচিত পদাবলী ভক্তগণের অস্পৃশ্য—অণুসচ্চিদানন্দ-প্রতীতি জীবের নিত্যধর্ম্ম।

প্রিয়—,

তোমার ৭ই জুন তারিখের ৬ পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি পত্র পড়িলাম। তাহার ৫ম পৃষ্ঠায় তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার উত্তর সংক্ষেপে দিতেছি।

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥" কবিরাজ গোস্বামীর রস-শব্দ-ব্যবহার কিছু আউল-বাউলাদি ত্রয়োদশ প্রকার অপধর্ম্মীর বিশ্বাসানুকূলে নহে। কৃষ্ণরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রস। গৌররূপ সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসের আস্বাদক। গৌররূপ বা রাধিকারূপ অভিন্ন। **গৌরসুন্দর কৃষ্ণরূপ নহেন। তিনি কৃষ্ণরূপ-রসোৎকর্ষের প্রকাশক ও প্রচারক।** এইজন্য সেই কৃষ্ণ ঔদার্য্যরস-বিগ্রহ নামে পরিচিত। গৌরসুন্দরের কৃষ্ণরূপ—মাধুর্য্যরস-বিগ্রহ। **গৌরসুন্দরের কৃষ্ণরূপ আস্বাদন-সূত্রে আস্বাদ্য-গৌররূপ আস্বাদন করেন।** কৃষ্ণের গৌররূপ কৃষ্ণরূপ-আস্বাদ্য গ্রহণের লীলাময়। আস্বাদক বিষয়বিগ্রহ বলিয়া তিনি কৃষ্ণ। জীব কোন দিনই আস্বাদক অভিমান করিতে গেলেই কৃষ্ণকে ভোগ্যস্থানীয় জ্ঞান করিবে। যে-সকল ভাগ্যহীন কৃষ্ণ-বিমুখ জীব গৌরসুন্দরের ন্যায় বাস্তব কৃষ্ণ সাজিতে চাহে, তাহাদেরই ভগবৎপ্রসঙ্গ-বিহীন এই অভক্তির সংসার। গৌরভোগী অপসম্প্রদায়ের চিত্তবৃত্তি গৌরভক্তগণের চিরবিরোধিনী বৃত্তি। গৌরভক্তগণ রস বলিতে জড় রস বুঝেন না। পুরীর বাৎসল্য-রস, রামানন্দের শুদ্ধসখ্যরস, গোবিন্দের শুদ্ধদাস্য রস, গদাধর-জগদানন্দ-স্বরূপের মধুর রস-প্রতীতি বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণানন্দ-

জ্ঞাপক। ইহাঁরা সকলে কেহই স্বয়ংরূপ বিষয়-বিগ্রহ নহেন, পরন্তু আশ্রয়-বিগ্রহ রসে রসিত। কৃষ্ণ গৌররূপে আশ্রয়-বিগ্রহ রসবিভাবিত। তাঁহার ভৃত্য পুরী, রামানন্দ, গোবিন্দ, গদাধর, জগদানন্দ ও স্বরূপ আশ্রয়ের বিষয়-রসানন্দ ভোগের সহায়। **বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণই একমাত্র ভোগী তদ্ব্যতীত আর সব তাঁহার ভোগ্য।** কৃষ্ণভোগ্যগণ অর্থাৎ গৌরভক্তগণ সিদ্ধরূপে সকলেই আশ্রয়-বিগ্রহ ও তদনুগ। শ্রীগৌরসুন্দরই একমাত্র কৃষ্ণোভক্তা, আপনাকে আশ্রয়-বিচারে পূর্ণাবস্থিত ভোক্তা। **ভোগ্য গৌরভক্তকুল আশ্রয়-রসাভিষিক্ত ভোক্তা গৌর-কৃষ্ণের সহচরী-বিশেষ।** সুতরাং বিষয়-বিগ্রহ ভোক্তা কৃষ্ণ এবং বিষয়-বিগ্রহ ও ভোগ্য আশ্রয়রূপ ভাবযুক্ত কৃষ্ণ বা গৌরসুন্দরের মধ্যে রসবিপর্য্যয় করিতে হইবে না। তের প্রকার আউল-বাউলাদির অনুগত চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন জনগণ সর্ব্বক্ষণই এই বিষয়ে ভ্রম করিয়া থাকেন। শ্রীরূপানুগ-গণ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের পাঠকগণ কখনও বিবর্ত্তগ্রস্ত হন না। তাঁহারা জানেন যে, শ্রীকবিরাজ গোস্বামী শ্রীরামানন্দকে শুদ্ধ-সখ্যরসানন্দ-বিচারে—শ্রীদাস গোস্বামীর—

পাদাব্জয়োস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎ কদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যস্ তে মম রসোঽস্তু সত্যম্॥

(বিলাপ কুসুমাঞ্জলি ১৬)

এই শ্লোকটী বিচার করিয়া সখীপর্য্যায়-স্থাপিত রামানন্দ রায়কে যূথেশ্বরীজ্ঞানে বার্ষভানবীর শুদ্ধ সখ্যরসাশ্রিত জানেন। সুবলাদি সখার ন্যায় তাঁহাদের বিচার নহে। পুরীর বালগোপাল-উপাসনা, রামানন্দের ললিতা-বিশাখোচিত শুদ্ধ সখ্য, গোবিন্দের চিত্রক-পত্রকাদির ন্যায় শুদ্ধ দাস্য, গদাধরের বার্ষভানবীর অংশ-বিশেষ-বিচারে বার্ষভানবী-দাস্য, জগদানন্দের সত্যভামার ন্যায় ঐশ্বর্য্যাভাসমিশ্র মাধুর্য্য, দামোদর-স্বরূপের ললিতোচিত যূথেশ্বরী-সখ্য-মাধুর্য্য প্রভৃতি বিচার-চতুষ্টয়ের ভাবসমূহ শ্রবণ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় কৃষ্ণাস্বাদন সাফল্য করিয়াছিলেন ও মিত্রবর্গের বাধ্য ছিলেন। ইহাই কবিরাজ গোস্বামীর লেখার তাৎপর্য্য।

সজ্জনতোষণী ১৯শ, ২০শ, ২১শ, ২২শ, ২৩শ খণ্ডে ও 'গৌড়ীয়ে' এই বিষয়টী কএকটী ভজন-বিষয়ক প্রবন্ধে আলোচিত ও বিচারিত হইয়াছে। তাহা হইলেও তুমি গৌরনাগরী নামক অপসম্প্রদায়ের এ সম্বন্ধে যে সকল views পাঠ করিয়াছ, তাহা বহির্ম্মুখ বিচার পর হওয়ায় উহাদের ঐরূপ ভ্রান্তি তোমাকেও ভ্রান্ত করিতেছে।

বিষয়বিগ্রহের ভোগ আশ্রয়াবলম্বনে বিষয়বিগ্রহের আশ্রয়গ্রহণলীলায় আশ্রয়জাতীয় ভোগ রসানুকূল, তদ্বিপরীত রসাভাস। এই জন্যই গৌরনাগরীবাদ—দুষ্টমত বা শাক্তেয় মতবাদ। অপ্রাকৃতের সন্ধান উহাদের না থাকায় জরাভিমানবশে গৌরনাগরীগণ দুষ্টমত প্রচার করিয়াছে। **মহাপ্রভুর পতিত্ব বৈধ-বিচারে লক্ষ্মীপ্রিয়া বা বিষ্ণুপ্রিয়ার অধিষ্ঠান ব্যতীত তদধীনাগণ শুদ্ধদাস্যরসাশ্রিতা দাসীমাত্র।** তাহাতে মুখ্যরসানন্দ-শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। শ্রীগৌরসুন্দরকে পতি বলায় ঐশ্বর্য্য-বিচারে অর্থাৎ dignified attitudeএ সেবকের ভাবোচ্ছ্বাস মধুর রতিতে হয় না। যেখানে মধুর রতিতে গৌরসুন্দরকে উদ্দেশ করিয়া পতি-শব্দের প্রয়োগ হয়, উহা গৌরসুন্দরের কৃষ্ণরূপ জানিতে হইবে। নতুবা রসোৎকর্ষ স্বীকার করা যাইবে না। বাসুদেবের, গোবিন্দদাসের, নরহরি সরকার ঠাকুরের পদাবলীর মধ্যে তত্ত্ববিদ্বেষ, জড়কামচেষ্টা প্রভৃতি ঢুকাইবার ইচ্ছা করায় অনেক স্থানে চরিত্রহীন অতাত্ত্বিক কামুকগণের দ্বারা জাল কবিতাসমূহ রচিত হইয়া interpolation হইয়াছে, জানিতে হইবে এবং জাল পদগুলি ঐ প্রকার হীনচরিত্র অতাত্ত্বিক দ্বারা backed up হইয়া চলিতেছে। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর যখন তাঁহার গ্রন্থে গৌরনাগরীদিগের গর্হণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তখন মহাপ্রভুর পরবর্ত্তিকাল হইতে এই প্রকার কুযোগীর চিন্তাস্রোত অভক্ত-সম্প্রদায় ভক্তব্রুব-পর্য্যায় কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। শ্রীকবিরাজগোস্বামী প্রমুখ শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করেন না। যদি কেহ ঐতিহাসিক-বিচারে ঐ অতাত্ত্বিক লোকগুলির সত্য সত্য অধিষ্ঠান স্বীকার করেন, পরবর্ত্তী সময়ের জাল নহে বলেন, তাহা হইলে আমরা উহাদিগকে শ্রীচৈতন্যাশ্রিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তের অপসম্প্রদায় নানা কুযোগি-বৈভব দেখাইয়াছে। তাহাদের সহিত রূপানুগ বৈষ্ণবগণের আকাশ-পাতাল ভেদ জানিবে। ঐ কবিতাগুলি spurious তাহাতে আর সন্দেহ কি?

Anthropologyর নায়কগণ যদি অতাত্ত্বিক চৈতন্যবিমুখ হন, তাহা হইলে ঐ অভক্তগণের কবিতাগুলিকে অস্পৃশ্য-জ্ঞানে উহাদের চিত্তবৃত্তি হইতে শত-সহস্র যোজন দূরে অবস্থান করিব। ঐ সকল তত্ত্ববিরোধী ব্যক্তিদিগের দ্বারা শুদ্ধ ভক্তগণের সংখ্যা কখনই বৃদ্ধি করাইব না। মাননীয় * * বাবু, * * বাবু, * * বাবু প্রভৃতি এই সকল কথা সুষ্ঠুরূপে বুঝিতে পারেন না বলিয়া সাহিত্যিক-সজ্জায় তাহারাও শুদ্ধভক্তিবিরোধী। তুমি আমার উপরি লিখিত কথাগুলি শত শতবার পাঠ করিয়া কবিরাজ গোস্বামীর কথাগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিবে।

তোমার যত প্রশ্ন আছে, নির্ভীকভাবে নির্ব্বিবাদে তাহা সমস্ত জানাইতে পার। আমিও তাহা আমার জ্ঞানানুরূপ জানাইয়া দিব। তবে দূরস্থিত ব্যক্তিকে বুঝান কষ্টকর। তুমি এই সকল কথা ভারতে আসিয়া কএক বৎসর আলোচনা করিবার পর শুদ্ধভাবে বুঝিতে ও প্রচার করিতে পারিবে। নতুবা আমাদের ভারতীয় জড়ভোক্তৃবর্গের সম্পাদিত পদাবলী স্পর্শ করিলেও তোমার অমঙ্গল হইবে। **জড়ভাব প্রবল থাকাকালে হরিলীলাকথা বুঝা যায় না।**

বৈষ্ণব-সম্পুটের সহস্রাংশের কার্য্যও এই মাসের মধ্যে হইল না। সুতরাং ভাবিকালে হইবে—এই আশা পোষণ করিয়া বসিয়া আছি।

তুমি স্বরূপতঃ শুদ্ধ জীবাত্মা, তুমি কেন মায়াবাদীর কথা, প্রাকৃত-সহজিয়ার কথা বা নিজের কষ্টানুভূতির মধ্যে থাকিবে, বুঝিতে পারিলাম না। কৃষ্ণভক্তের অস্মিতা-বিচারে কোন ত্রিবিধ তাপ নাই। কেন না, দিব্য-জ্ঞানলাভে অণুসচ্চিদানন্দ-প্রতীতি জীবের নিত্যধর্ম্ম। তাহা হইতে তুমি কেন বিচ্যুত হইবে, বুঝিলাম না। **পাশ্চাত্যদেশে ভোগপরতার বিচারটা শতকরা একশত; সুতরাং তাঁহাদের ঈশ্বর বিশ্বাস অত্যন্ত তরল ফিকে মাত্র।**

বর্ত্তমানে আমরা মঠাদিতে ঈশ্বর-বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বক্ষণ সেবকগণকে induce করিতেছি। ফল-লাভ—নিজ-নিজ ভাগ্য-সাপেক্ষ। কৃষ্ণানুগ্রহ হইলেই সকলে লাভবান হইব। তুমি তোমাকে জড় ঘৃণ্য অবস্থায় সর্ব্বক্ষণ পতিত রাখিয়া আধ্যক্ষিকরূপে স্থাপন করিও না। **সর্ব্বক্ষণ আশ্রয়-জাতীয়ের রসালোচনা করিবে। তাহা হইলে জড় বিষয়-জাতীয় অভিমান তোমাকে ক্লেশ দিবে না।** আমরা আমাদের মানস-চেষ্টায়

সকল প্রকার ভোগে আবদ্ধ হইতে পারি। কিন্তু আত্মবৃত্তি ভক্তিরউন্মেষ হইলে শুদ্ধ নির্ম্মল আত্মা সর্ব্বক্ষণ হরিকথার অনুসন্ধান করিবে।

আমি দার্জ্জিলিংএ ১৯ দিবস বাস করিতেছি। আমার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল। কিন্তু chest-এ চাপধরামত ক্লেশ অনেক সময় অনুভূত হইতেছে। এই ব্যাধিটা আমাকে ৫।৭ বৎসর হইতে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে। জানি না, এই উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে হরিবিমুখ শরীরটা শীঘ্রই রাখিয়া যাইতে হইবে কি না।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(শ্রীমদ্ভাগবত)

১। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মূল ভাগবতের কিরূপ অর্থ করিয়াছেন?

"মূল ভাগবতের অর্থাৎ চতুঃশ্লোকীর অর্থ—

(ক) [প্রথম শ্লোকে পরব্রহ্ম, আত্মা ও মায়ার পরস্পর সম্বন্ধজ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে।]

সর্ব্বাগ্রে শুদ্ধ জীবনিচয়ের আশ্রয়, সর্ব্বশক্তিমান্, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ একমাত্র আমি ছিলাম। সৎ—সূক্ষ্ম সত্তা, অসৎ—স্থূল সত্তা ও তদুভয়ের পরতত্ত্ব বদ্ধজীব-সত্তাময় এই মায়িক জগৎ ছিল না। আমা হইতে তত্ত্বতঃ অভিন্ন, কিন্তু বিকল্পতঃ ভিন্ন এই মায়িক জগৎ আমার শক্তিপরিণামরূপ সত্যবিশেষ। মায়িক-সত্তা বিগত হইলে পূর্ণরূপ আমি অবশিষ্ট থাকিব।

(খ) [দ্বিতীয় শ্লোকে বিকল্প বিচারদ্বারা উক্ত জ্ঞান বিজ্ঞানরূপে প্রকাশিত হইতেছে।]

নিত্য সত্য বৈকুণ্ঠতত্ত্বরূপ অর্থ হইতে ভিন্নরূপে যাহা প্রকাশ পায় এবং আত্মতত্ত্বে যাহার অবস্থিতি নাই, তাহাই আত্মমায়া। (অন্বয় উদাহরণ)—জলচন্দ্রের ভাস যেমন নিত্যচন্দ্র হইতে ভিন্ন, মায়িক জগৎটীও বৈকুণ্ঠের প্রতিফলন হওয়ায় তদ্রূপ বৈকুণ্ঠ হইতে পৃথক্। (ব্যতিরেক উদাহরণ)—তম, অন্ধকার বা ছায়া যেমত নিত্যবস্তুর অনুগত-তত্ত্ব, কিন্তু নিত্য বস্তু নয়, তদ্রূপ মায়িক জগৎ বৈকুণ্ঠ হ তে অভিন্ন-মূল হইয়াও বৈকুণ্ঠে অবস্থিত নয়।

(গ) [তৃতীয় শ্লোকে তদ্রহস্য জ্ঞাপিত হইতেছে]

মহদাদি সূক্ষ্মভূত-সকল যেরূপ ক্ষিত্যাদি স্থূলভূতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়াও সূক্ষ্মভূতরূপে স্বতন্ত্র থাকে, তদ্রূপ সর্ব্বকারণরূপ আমি সমস্ত সত্তার মূল সত্য ব্রহ্ম-পরমাত্মরূপে অনুস্যূত থাকিয়াও সর্ব্বক্ষণ পৃথগ্‌রূপে পূর্ণ ভগবৎসত্তা প্রকাশ করত প্রণত-জনের একান্ত প্রেমাস্পদ আছি।

(ঘ) [চতুর্থ শ্লোকে তদঙ্গ অর্থাৎ সাধন জ্ঞাপিত হইতেছে]

আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ পূর্ব্বদর্শিত অন্বয়-ব্যতিরেক-বিচারক্রমে সর্ব্বদেশ-কালাতীত নিত্যসত্যের অনুশীলন করিবেন।"

—কৃঃ সং, ১ম সংস্করণ, ১২৮৬ সাল

২। শ্রীমদ্ভাগবত কি মনুষ্য-রচিত আধুনিক পুঁথি ?

"শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ আধুনিক নয়, বেদের ন্যায় নিত্য ও প্রাচীন, পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী "তারাঙ্কুরঃ সজ্জনিঃ" শব্দের প্রয়োগ দ্বারা ভাগবতের নিত্যত্ব সাধন করিয়াছেন। সমস্ত নিগমশাস্ত্ররূপ কল্পবৃক্ষের চরমফল বলিয়া শ্রীভাগবত-গ্রন্থ পরিলক্ষিত হইয়াছেন। প্রণব হইতে গায়ত্রী, গায়ত্রী হইতে অখিল বেদ, অখিলবেদ হইতে ব্রহ্মসূত্র এবং ব্রহ্মসূত্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবত উদিত হইয়াছেন। পরব্রহ্মের অচিন্ত্য সত্যসমূহ জীব-সমাধিতে প্রতিভাত হইয়া সচ্চিদানন্দ-সূর্য্যস্বরূপ এই পারমহংসী সংহিতা জাজ্বল্যরূপে উদিত হইয়াছেন। যাঁহাদের চক্ষু আছে, তাঁহারা দর্শন করুন; যাঁহাদের কর্ণ আছে, তাঁহারা শ্রবণ করুন; যাঁহাদের মন আছে, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের সত্য-সকলের নিদিধ্যাসন করুন; পক্ষপাতরূপ অন্ধতা-পীড়িত পুরুষেরাই কেবল ভাগবতের মাধুর্য্যের আস্বাদন হইতে বঞ্চিত আছেন।"

—'উপক্রমণিকা', কৃঃ সং

৩। প্রকৃত বেদান্তবাক্য ও বেদান্তভাষ্য কি ?

"শ্রীমদ্ভাগবতই ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রভাষ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে যে সকল সিদ্ধান্ত আছে, সে-সমুদায়ই যথার্থ বেদান্তসিদ্ধান্ত। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন যে, সূত্রকার যদি স্বয়ং ভাষ্যকার হন, তবেই সূত্রের অর্থ যথার্থরূপে পাওয়া যায়। অতএব ভাগবতরূপ ভাষ্যই জীবের পক্ষে 'বেদান্তবাক্য' বলিয়া গৃহীত হইবে।"

'বস্তুনির্দ্দেশ', সঃ তোঃ ২।৬

৪। শ্রীমদ্ভাগবতই যে একমাত্র সার্ব্বজনীন শাস্ত্র, তৎসম্বন্ধে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কি বলেন ?

"আমরা বলিতে পারি যে, যদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রীয় পুস্তক সমুদ্রে নিক্ষেপ করা যায় এবং একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত রাখা যায়, তাহা হইল আর্য্য-পুরুষ-দিগের (জীব-সাধারণেরও) কোন ক্ষতি হয় না।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ৮।১২

৫। শ্রীমদ্ভাগবতকে সকলে স্বীকার করে না কেন ?

"বহুভাগ্যক্রমে জীবের শ্রীমদ্ভাগবতে রুচি হয়। জগতে যতপ্রকার ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, শ্রীমদ্ভাগবত সকলের চূড়ামণি-স্বরূপ।"

—'শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য', সঃ তোঃ ৯।১২

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগুরুবন্দনা

(১)

শ্রীরাধার সন্নিধানে যাঁহার আসক্তি,
সখিগণ সঙ্গে যাঁহার নিত্য বসতি।
মাধবের আশ্রিত-বিগ্রহ যেই জন,
তাঁহার চরণ পদ্ম বন্দি সর্ব্বক্ষণ।

(২)

যাঁহার কৃপায় পাই রাধাকৃষ্ণ নাম,
যাঁর কৃপাবলে পাই শ্রীমথুরাধাম।
কৃষ্ণ গুণগানে যিঁহো রহেন মগন,
তাঁহার চরণ-পদ্ম বন্দি সর্ব্বক্ষণ।

(৩)

সিদ্ধান্ত-সম্রাট্ শ্রীস্বরূপদামোদর,
যাঁর হৃদে গৌরভাব স্ফুরে নিরন্তর।

যাঁহার প্রসাদে পাই সেই মহাজনে
সর্ব্বক্ষণ বন্দি তাঁর পাদপদ্ম-ধনে ।

(৪)

অবতার-শিরোমণি শ্রীশচীনন্দন,
যারে তারে যাচি দিল কৃষ্ণপ্রেমধন ।
যাঁহার আশ্রয়ে পাই এহেন রতনে,
সর্ব্বক্ষণ বন্দি তাঁর পাদপদ্ম-ধনে ॥

(৫)

সম্বন্ধ-জ্ঞানদানে সনাতন গোঁসাই,
যে সম্বন্ধ বিহীন হলে কৃষ্ণ নাহি পাই ।
যাঁর পদাশ্রয়ে আমি জানি তাঁর তত্ত্ব,
সেই প্রভুর পদযুগল বন্দি অবিরত ॥

(৬)

ভজনের শিক্ষা দানে শ্রীরূপ গোঁসাই ।
বিষয়-বৈরাগ্যে যাঁর সম কেহ নাই ।
যিঁহো মোরে জানাইল তাঁহার মহত্ত্ব ।
সেই প্রভুর পাদপদ্ম বন্দি অবিরত ॥

(৭)

অপ্রাকৃত ভূমি সেই গোষ্ঠ-বাটী,
কৃষ্ণ-কাষ্ণের যেথায় নিত্য অবস্থিতি ।
যাঁহার কৃপায় মিলে তাঁহার সন্ধান,
নিরন্তর করি তাঁর পাদপদ্ম ধ্যান ॥

(৮)

শ্রীকুণ্ড হয় রাধার অতি প্রিয়তমা ।
যথায় কৃষ্ণের লীলা, নাহি পরিসীমা ।
যাঁর কৃপাপরবশে পাই সেই জ্ঞান ।
নিরন্তর করি তাঁর পাদপদ্ম ধ্যান ॥

(৯)

বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীগোবর্দ্ধন গিরি,
যথায় বিবিধ লীলা করিলেন হরি।
যাঁর অনুকম্পায় মিলে ঐ দরশন,
সেই নিত্য প্রভু, বন্দি তাঁহার চরণ॥

(১০)

যাঁহার কৃপায় রাধাকৃষ্ণ-কৃপা পাই,
যাঁর অকৃপায় কোন গতি আর নাই।
যিঁহো মোরে প্রদানিল নিজ নিত্যধন,
সেই নিত্য প্রভু, বন্দি তাঁহার চরণ॥

অযোগ্যা সেবিকা
—শ্রীমতী গিরিবালা দেবী

সার্ব্বভৌম উদ্ধার

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৪ পৃষ্ঠার পর)

নির্ব্বিশেষবাদী পাণ্ডিত্যাভিমানী সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর বিনম্র কথা শুনিয়া ভাবিলেন যে, এই সন্ন্যাসী হয়তঃ পূর্ব্বে কখনও বেদান্ত শ্রবণ করেন নাই, তাই তাঁর কথিত বেদান্তভাষ্য বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু অর্থ বুঝিতে না পারিলেও তাহা বুঝিবার জন্য প্রভু কোন প্রশ্ন না করায় এবং মৌন ধরিয়া থাকায় ভট্টাচার্য্য বিশেষ চঞ্চল ও চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। যিনি সব জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানে না—'স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা'—এমন যে মহান্ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তিনি মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌমের নিকট মূকের অভিনয় করিলেন অর্থাৎ সব জানিয়াও অবুঝের ন্যায় বসিয় রহিলেন, হাঁ-না কোন উত্তরও করিলেন না। ইহাতে ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে নিতান্ত স্থূলমস্তিষ্ক ব্যক্তি বলিয়া ধারণা করিলেন। 'বিদ্যার গৌরব, কেবল রৌরব, বিদ্যা সে অবিদ্যাকলা'—সার্ব্বভৌমের নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানরূপা বিদ্যা অবিদ্যামাত্র। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানরূপা বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যের খ্যাতিপ্রভাবেই সার্ব্বভৌম গর্ব্বোদ্ধত হইয়া স্বয়ং ভগবান্‌কে বেদান্ত বুঝাইতে প্রয়াস

পাইতেছেন। কিন্তু যিনি সর্ব্ববেদের জ্ঞাতব্য বস্তু—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈঃ অহমেব বেদ্যঃ'—তিনি আবার কি বুঝিবেন বা কাহাকে জানিবেন?

মহাপ্রভুকে বেদান্ত বুঝাইবার জন্য সার্ব্বভৌমের বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া অষ্টম দিবসে মহাপ্রভু কৃপাপরবশ হইয়া সার্ব্বভৌমের মায়াবাদ-ভাষ্য নিরসন উদ্দেশ্যে মৃদুহাস্য সহকারে কহিলেন, (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মঃ ৬ষ্ঠ)—

"প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি' মন হয় ত বিকল॥

[অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব]

উপনিষদ্ শব্দের মুখ্য অর্থ যেই হয়।
সেই মুখ্য অর্থ ব্যাসসূত্রে সব কয়॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
অভিধা বৃত্তি ছাড়ি' শব্দের কর লক্ষণা॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ॥

[বেদবাক্যই প্রমাণ]

জীবের অস্থি বিষ্ঠা দুই শঙ্খ গোময়।
শ্রুতি বাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয়॥
স্বতঃ-প্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রামাণ্যহানি হয়ে॥

*   *   *

ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান॥

[ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সবিশেষ ভগবান]

নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি' করে অপ্রাকৃত স্থাপন॥
ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
অপাদান করণ অধিকরণ কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন॥

*   *   *

[অপ্রাকৃত দেহযুক্ত ভগবান]

'অপাণি' শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃত পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্ব গ্রহণ॥

*　　　*　　　*

[বিভিন্ন শক্তিপরিণাম]

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বরস্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি তটস্থা জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেমভক্তি॥

[জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভেদ প্রকাশ]

মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সনে করহ অভেদ॥
গীতাশাস্ত্র জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীব অভেদ কর ঈশ্বরের সনে॥

*　　　*　　　*

[শ্রীবিগ্রহ অপ্রাকৃত বস্তু]

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত পাষণ্ডী।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী॥

[মায়াবাদীর ভাষ্য নাস্তিক্যবাদ]

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥
জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥
পরিণাম-বাদ ব্যাসসূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥

[শক্তি-পরিণামবাদ]

মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর, তবু অবিকার॥

ব্যাসভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া ॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ যে মিথ্যা নহে নশ্বর মাত্র কয় ॥

[প্রণবই মহাবাক্য]

প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ জগতে উৎপত্তি ॥
তত্ত্বমসি জীব হেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য ॥"

এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু যুক্তিদ্বারা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানকে সবিশেষ স্বরাট্ লীলাপুরুষোত্তম বলিয়া জানাইলে শ্রীসার্ব্বভৌম বহু বাগ্‌বিতণ্ডা ও তর্ক উত্থাপন করিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের সমস্ত মতবাদ খণ্ডন করিয়া সবিশেষ ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন।

প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া কহিলেন,—'ভট্টাচার্য্য, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। শ্রীহরির অচিন্ত্য গুণ এমনই যে, আত্মারাম মুনিগণও ঈশ্বর ভজন করেন। আপনি ঐ শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করুন।'

মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীসার্ব্বভৌম 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ' শ্লোকের বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ নয় প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। মহাপ্রভু দেখিলেন এইবার পণ্ডিত সার্ব্বভৌমের দর্পচূর্ণ করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌমকে তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তি দর্শাইবার জন্য তিনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-কৃত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ সার্ব্বভৌম-কৃত ব্যাখ্যার একটীও স্পর্শ না করিয়া উক্ত শ্লোকটীর আঠার প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। প্রভুর কণ্ঠে উক্ত শ্লোকের অষ্টাদশ অর্থ শ্রবণে সার্ব্বভৌম অত্যাশ্চর্য্য ও চমৎকৃত হইলেন। দর্পহারী ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এইভাবে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া আত্মগর্ব্বে গর্ব্বিত সার্ব্বভৌমের গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন। সার্ব্বভৌম বিদ্যাবলে মহাপ্রভুকে জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাই মহাপ্রভু পাণ্ডিত্যদ্বারাই আপন ভগবত্তা প্রকাশ করিয়া সার্ব্বভৌমকে কৃপা

করিলেন,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" অর্থাৎ যে যেভাবে ঈশ্বরের ভজনা করে, ঈশ্বর তাহাকে সেইভাবেই দয়া করেন।

সার্ব্বভৌম ভাবিলেন,—'এমন শক্তি তো মনুষ্যের হইতে পারে না। পাণ্ডিত্যগর্ব্বে আমি ইঁহাকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ না জানিয়া ইঁহার চরণকমলে বহু অপরাধ করিয়াছি। এক্ষণে বুঝিতেছি যে, ইনিই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।' এইভাবে মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম নিজেকে বহু ধিক্কার দিয়া মহাপ্রভুর অভয় পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিলেন। ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বেদান্ত ব্যাখ্যায় সার্ব্বভৌম চমৎকৃত হইয়া নিজ অহঙ্কার হেতু লজ্জিত হইয়া একান্ত শরণাগতির দ্বারা প্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে দয়াল প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—অমনি ষড়্ভুজ্ মূর্ত্তিতে সার্ব্বভৌমকে দর্শন দিলেন।

"শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
আত্মভাবে হৈল ষড়্ভুজ অবতার।" (চৈঃ ভাঃ)
"দেখাইল আগে তাঁরে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ॥" (চৈঃ চঃ)

ষড়্ভুজমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে কহিলেন,—

"বহু জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিলা জীবন।
অতএব তোরে আমি দিনু দরশন॥
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমি বই নাহি আর॥
জন্ম জন্ম তুমি মোর শুদ্ধ প্রেমদাস।
অতএব তোরে আমি হইনু প্রকাশ॥" (চৈঃ ভাঃ)

ভগবান্ মহাপ্রভুর সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শনে সার্ব্বভৌম মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন।

"অপূর্ব্ব ষড়্ভুজ মূর্ত্তি কোটী সূর্য্যময়।
দেখি মূর্চ্ছা গেল সার্ব্বভৌম মহাশয়॥
বিশাল করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
ষড়্ভুজ হৈল গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥" (চৈঃ ভাঃ)

অনন্তর প্রভুর পদ্মহস্তস্পর্শে ভট্টাচার্য্য সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া প্রভুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণতিপূর্ব্বক তাঁহার অভয় পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করতঃ প্রেমানন্দে একশত

শ্লোকে স্তব রচনা করিয়া স্তুতি করিলেন এবং প্রভুও সার্ব্বভৌমের স্তব-স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিয়া উদ্ধার করিলেন।

"হেনমতে করি সার্ব্বভৌমের উদ্ধার।
নীলাচলে করে প্রভু কীর্ত্তন বিহার॥" (চৈঃ ভাঃ)

আরদিন মহাপ্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে মঙ্গলারাত্রিক দর্শন করিতে যাইলে মন্দিরের পূজারী মঙ্গলারাত্রিক শেষে তাঁহাকে প্রসাদান্ন-মালা আনিয়া দিলে তিনি তাহা অঞ্চলে বান্ধিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভট্টাচার্য্য তখন সবেমাত্র 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেছেন, এমন সময় মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়া তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনপূর্ব্বক প্রণাম করিলে প্রভু অঞ্চল হইতে মহাপ্রসাদান্ন খুলিয়া ভট্টাচার্য্যের হস্তে প্রদান করিলেন। পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তখনও স্নান, সন্ধ্যা, দন্তধাবন আদি প্রাতঃক্রিয়া না করিলেও মহাপ্রভুর প্রসাদে তাঁহার সকল জাড্য দূরীভূত হইল। তিনি মহাপ্রসাদ পাইবামাত্র মহানন্দে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞানে পরমভক্তিভরে পদ্মপুরাণোক্ত "শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি···" শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া মহাপ্রসাদ সম্মান করিলেন। ইহা দেখিয়া মহাপ্রভু অতিশয় আনন্দিত ও প্রেমাবিষ্ট হইয়া সার্ব্বভৌমকে আলিঙ্গন করিলেন। অনুরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় মায়াবাদী সার্ব্বভৌম পরম বৈষ্ণব হইলেন।

"যে ভট্টাচার্য্য পড়ে পড়ায় মায়াবাদ।
তাঁর হেন বাক্য স্ফুরে চৈতন্যপ্রসাদ॥
লোহাকে যাবৎ স্পর্শি হেম নাহি করে।
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে॥
ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্ব্বজন।
প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥" (চৈঃ চঃ)

জয় সাক্ষাৎ নন্দ-নন্দন মহাপ্রভু! জয় সার্ব্বভৌম-ত্রাতা মহাপ্রভু!!

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, ত্রিংশ অধ্যায়]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৯শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৭ পৃষ্ঠার পর)

বরূথিনী একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন,— হে বাসুদেব! আপনাকে নমস্কার। **বৈশাখ কৃষ্ণ-পক্ষীয়া একাদশী** কি নামে প্রসিদ্ধা এবং তাহার মহিমাই বা কিরূপ তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে মহারাজ! ইহলোকে ও পরলোকে সৌভাগ্য-দায়িনী বৈশাখ-কৃষ্ণ-পক্ষীয়া একাদশী বরূথিনী নামে প্রসিদ্ধা। বরূথিনী একাদশী-ব্রতের দ্বারা সর্ব্বদাই পাপহানি, সৌভাগ্যপ্রাপ্তি ও সুখলাভ হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্য স্ত্রীলোক এই ব্রতাচরণ করিলে সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হয়। এই ব্রত সমস্ত মানবের ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান, সর্ব্বপাপ হরণ, গর্ভবাস-দুঃখ বিনাশ করিয়া থাকে। এই বরূথিনী-ব্রতের দ্বারাই মান্ধাতা মহারাজ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধুন্ধুমারাদি অন্যান্য বহু রাজা এই ব্রত-ফলে স্বর্গপদ লাভ করিয়াছেন। এমন কি শিব এই বরূথিনী ব্রত প্রভাবে ব্রহ্ম-কপোল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন। মনুষ্য দশ সহস্র বৎসর তপস্যা আচরণ করিয়া যে ফল লাভ করে এই বরূথিনী-ব্রত হইতে তাহার তুল্য ফললাভ হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাবান্ যে মনুষ্য এই ব্রত আচরণ করে সে ইহলোকে ও পর-লোকে বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া থাকে। হে মহারাজ! এই পবিত্র বরূথিনী-ব্রত আচরণকারিগণের পবিত্রতা সম্পাদন, মহাপাতক বিনাশন এবং ভুক্তি মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে।

হে মহারাজ! অশ্বদান হইতে গজদান শ্রেষ্ঠ, গজদান হইতে ভূমিদান, ভূমিদান হইতে তিলদান, তিলদান হইতে স্বর্ণদান এবং স্বর্ণদান হইতে অন্নদান শ্রেষ্ঠ। অন্নদান হইতে শ্রেষ্ঠ কোন দান নাই এবং হইবে না। পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্যগণের অন্নের দ্বারাই তৃপ্তি জন্মে। পণ্ডিতগণ কন্যাদানকে এই অন্নদানের সমান বলিয়া থাকেন। স্বয়ং ভগবান্ ধেনুদানকেও অন্নদানের সমান বলিয়াছেন। পূর্ব্বে উক্ত সমস্তদান হইতে বিদ্যাদান শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য-সকল এই বরূথিনী-ব্রত পালন করিয়া উক্ত বিদ্যাদানের সমান ফল লাভ করিয়া থাকে।

পাপমোহিত যে-সকল মনুষ্য কন্যার ধন দ্বারা জীবনধারণ করে, তাহারা পুণ্যক্ষয়বশতঃ যাতনাময় নরকে গমন করে। অতএব সর্ব্বপ্রথমে কখনও কন্যার ধন গ্রহণ করিবে না। পূর্ব্ব-পুণ্যফলে যে-ব্যক্তি নিজের শক্তি অনুসারে সালঙ্কৃতা কন্যা দান করে, তাহার পুণ্যসংখ্যা নিরূপণ করিতে স্বয়ং চিত্রগুপ্তও সমর্থ হন না। মনুষ্যমাত্রেই 'বরূথিনী' ব্রত পালন করিয়া এই কন্যাদানের সমান ফল লাভ করিয়া থাকে। কাংস্য, মাংস, মসুর, চনক, কোদ্রব, শাক, মধু, পরান্ন, পুনর্ভোজন ও মৈথুন—এই দশটি বরূথিনী ব্রত-কারী দশমীদিনে পরিত্যাগ করিবে। দ্যূতক্রীড়া, নিদ্রা, তাম্বুল, দন্ত-ধাবন, পরাপবাদ, পৈশুন্য, চৌর্য্য, হিংসা, মৈথুন, ক্রোধ ও মিথ্যাবাক্য—একাদশী দিনে পরিত্যাজ্য। কাংস্য, মাংস, সুরা, মধু, তৈল, পতিত-সম্ভাষণ, ব্যায়াম, পুনর্ভোজন, মৈথুন, প্রবাস, মসুরান্ন,—দ্বাদশীদিনে এই কয়টী পরিত্যাগ করিবে।

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! এই বিধি অনুসারে বরূথিনী ব্রত পালনপূর্ব্বক রাত্রিকালে মধুসূদনের পূজা ও জাগরণ করিলে মনুষ্যগণ পূর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমা গতি লাভ করে। অতএব পাপভীরু মানবগণের সর্ব্বপ্রযত্নে সূর্য্য-তনয় যমরাজের যাতনা হইতে পরিত্রাণের জন্য এই বরূথিনী ব্রত পালন করা কর্ত্তব্য। এই ব্রত-কথা পঠন ও শ্রবণ হইতেও গোসহস্র দানের ফল লাভ-পূর্ব্বক মানুষ সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে।

—**পণ্ডিত শ্রীযুত নবীনচন্দ্র, স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ**

মুদ্রাকর প্রমাদ

বর্ত্তমান ১৯শ বর্ষের গত ২য় সংখ্যায় (চৈত্র) "ভগবদনুশীলন" শিরোনামা প্রবন্ধের ৭৫ সংখ্যক পৃষ্ঠায় ৩১শ পংক্তিতে "...... উক্তিকারীও **অরূপ**" স্থলে"...উক্তিকারীও **তদ্রূপ**" হইবে। পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই ভ্রমটী সংশোধন করিয়া উক্ত পত্রিকায় লিখিয়া পাঠ করিবেন।

——:(*):——

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

(শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত)

পরিক্রমা খণ্ড

৩য় অধ্যায়

ধামপরিক্রমার বিধি—

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীসুত।
জয় জয় নিত্যানন্দরায় অবধূত ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাশয়।
গদাধর শ্রীবাস পণ্ডিত জয় জয় ॥
জয় জয় নবদ্বীপধাম সর্ব্বধাম-সার।
যেই ধাম সহ গৌরচন্দ্র অবতার ॥
ষোলক্রোশ নবদ্বীপ মধ্যে যাহা যাহা।
বর্ণিব এখন ভক্তগণ শুন তাহা ॥
ষোলক্রোশ মধ্যে নবদ্বীপের প্রমাণ।
ষোড়শ প্রবাহ তথা সদা বিদ্যমান ॥
মূল-গঙ্গা পূর্ব্বতীরে দ্বীপ চতুষ্টয়।
তাঁহার পশ্চিমে সদা পঞ্চদ্বীপ রয় ॥
স্বধুনী প্রবাহ সব বেড়ি দ্বীপগণে।
নবদ্বীপধামে শোভা দেয় অনুক্ষণে ॥
মধ্যে মূল গঙ্গাদেবী বহে অনুক্ষণ।
অপর প্রবাহে অন্য পুণ্য নদীগণ ॥
গঙ্গার নিকটে বহে যমুনা সুন্দরী।
অন্য ধারা মধ্যে সরস্বতী বিদ্যাধরী ॥
তাম্রপর্নী কৃতমালা ব্রহ্মপুত্রত্রয়।
যমুনার পূর্ব্বভাগে দীর্ঘ ধারাময় ॥
সরযূ নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী গোমতী।
প্রস্থে বহে গোদাবরী সহ দ্রুতগতি ॥
এই সব ধারা পরস্পর করি ছেদ।
এক নবদ্বীপে নববিধ করে ভেদ ॥
প্রভুর ইচ্ছায় কভু ধারা শুষ্ক হয়।
পুনঃ ইচ্ছা হৈলে ধারা হয় জলময় ॥
প্রভুর ইচ্ছায় কভু ডুবে কোন স্থান।
প্রভুর ইচ্ছায় পুনঃ দেয় ত দর্শন ॥
নিরবধি এইরূপ ধাম লীলা করে।
ভাগ্যবান্ জনপ্রতি সর্ব্বকাল স্ফুরে ॥
উৎকট বাসনা যদি ভক্তহৃদে হয়।
সর্ব্বদ্বীপ সর্ব্বধারা দর্শন মিলয় ॥
কভু স্বপ্নে কভু ধ্যানে কভু দৃষ্টি-যোগে।
ধামের দর্শন পায় ভক্তির সংযোগে ॥
গঙ্গা যমুনার যোগে যেই দ্বীপ রয়।
অন্তর্দ্বীপ তার নাম সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
অন্তর্দ্বীপ মধ্যে আছে পীঠ **মায়াপুর**।
যথায় জন্মিল প্রভু চৈতন্য ঠাকুর ॥
গোলোকের অন্তর্ব্বর্ত্তী যেই মহাবন।
মায়াপুর নবদ্বীপে জান ভক্তগণ ॥
শ্বেতদ্বীপ বৈকুণ্ঠ গোলোক বৃন্দাবন।
নবদ্বীপে সব তত্ত্ব আছে সর্ব্বক্ষণ ॥
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী আর
অবন্তী দ্বারকা সেই পুরীসপ্তসার ॥
নবদ্বীপে সে সমস্ত নিজ নিজ স্থানে।
নিত্য বিদ্যমান গৌরচন্দ্রের বিধানে ॥
গঙ্গাদ্বার মায়ার স্বরূপ মায়াপুর।
যাহার মাহাত্ম্য শাস্ত্রে আছয়ে প্রচুর ॥
সেই মায়াপুরে যে যায় একবার।
অনায়াসে হয় সেই জড়মায়া পার ॥
মায়াপুরে ভ্রমিলে মায়ার অধিকার।
দূরে যায়, জন্ম কভু নহে আরবার ॥

মায়াপুর উত্তরে সীমন্তদ্বীপ হয়।
পরিক্রমা-বিধি সাধুশাস্ত্রে সদা কয়॥
অন্তর্দ্বীপে মায়াপুর করিয়া দর্শন।
শ্রীসীমন্তদ্বীপে চল বিজ্ঞ ভক্তজন।
গোদ্রুমাখ্য দ্বীপ হয় মায়ার দক্ষিণে।
তাহা ভ্রমি চল মধ্যদ্বীপে হৃষ্টমনে॥
এই চারিদ্বীপ জাহ্নবীর পূর্ব্বতীরে।
দেখিয়া জাহ্নবী পার হও ধীরে ধীরে॥
কোলদ্বীপ অনায়াসে করিয়া ভ্রমণ।
ঋতুদ্বীপে শোভা তবে কর দরশন।
তারপর জহ্নুদ্বীপ পরম সুন্দর।
দেখি মোদদ্রুমদ্বীপে চল বিজ্ঞবর॥
রুদ্রদ্বীপ দেখ পুনঃ গঙ্গা হ'য়ে পার।
ভ্রমি মায়াপুর ভক্ত চল আর বার॥
তথায় শ্রীজগন্নাথ শচীর মন্দিরে।
প্রভুর দর্শনে প্রবেশহ ধীরে ধীরে॥
সর্ব্বকালে এইরূপ পরিক্রমা হয়।
জীবের অনন্ত সুখপ্রাপ্তির আলয়॥
বিশেষত মাকরী সপ্তমী তিথি গতে।
ফাল্গুনী পূর্ণিমাবধি শ্রেষ্ঠ সর্ব্বমতে॥
পরিক্রমা সমাধিয়া যেই মহাজন।
জন্মদিনে মায়াপুর করেন দর্শন॥
নিতাই গৌরাঙ্গ তারে কৃপা বিতরিয়া
ভক্তি অধিকারী করে পদছায়া দিয়া॥
সংক্ষেপে কহিনু পরিক্রমা বিবরণ।
বিস্তারিয়া বলি এবে করহ শ্রবণ॥
যেই জন ভ্রমে একবিংশতি যোজন।
অচিরে লভয় সেই গৌরপ্রেমধন॥
জাহ্নবী-নিতাই-পদছায়া যার আশ।
এ ভক্তিবিনোদ করে এ তত্ত্ব প্রকাশ॥

৪র্থ অধ্যায়

শ্রীজীবের ধাম শ্রবণ—

জয় জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীসুত।
জয় জয় নিত্যানন্দরায় অবধূত॥
জয় জয় নবদ্বীপ সর্ব্বধর্ম্মসার।
যথায় হইল চৈতন্য অবতার॥
সর্ব্ব তীর্থে বাস করি যেই ফল পাই।
নবদ্বীপে লভি তাহা একদিনে ভাই॥
সেই নবদ্বীপ পরিক্রমা-বিবরণ।
শাস্ত্র আলোচিয়া গাই শুন সাধুজন॥
শাস্ত্রের লিখন আর বৈষ্ণব-বচন।
প্রভু-আজ্ঞা—এই তিন মম প্রাণধন॥
এ তিনে আশ্রয় করি কহিব বর্ণন।
নদীয়া-ভ্রমণবিধি শুন সর্ব্বজন॥
শ্রীজীবগোস্বামী যবে ছাড়িলেন ঘর।
নদীয়া নদীয়া বলি ব্যাকুল অন্তর॥
চন্দ্রদ্বীপ ছাড়ি তেঁহ যত পথ চলে।
ভাসে দুই চক্ষু তাঁর নয়নের জলে॥
হা গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ জীবের জীবন।
কবে মোরে কৃপা করি দিবে দরশন।
হা হা নবদ্বীপধাম সর্ব্বধামসার।
কবে বা দেখিব আমি বলে বারবার॥
কৈশোর বয়স জীব সুন্দর গঠন।
বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা অপূর্ব্ব দর্শন॥
চলিয়া চলিয়া কতদিনে মহাশয়।
নবদ্বীপে উত্তরিল সদা প্রেমময়॥
দূর হৈতে নবদ্বীপ করি' দরশন।
দণ্ডবৎ হ'য়ে পড়ে প্রায় অচেতন॥

কতক্ষণ পরে নিজ চিত্ত করি স্থির।
প্রবেশিল নবদ্বীপে পুলকশরীর ॥
বারকোণা ঘাটে আসি জিজ্ঞাসে সবারে
কোথা প্রভু নিত্যানন্দ দেখাও আমারে
শ্রীজীবের ভাব দেখি কোন মহাজন।
প্রভু নিত্যানন্দ যথা লয় ততক্ষণ ॥
হেথা প্রভু নিত্যানন্দ অট্ট অট্ট হাসি।
শ্রীজীব আসিবে বলি অন্তরে উল্লাসী ॥
আজ্ঞা দিল দাসগণে শ্রীজীবে আনিতে
অনেক বৈষ্ণবে যায় জীবে সম্বোধিতে ॥
সাত্ত্বিক-বিকারপূর্ণ জীবের শরীর।
দেখি জীব বলি সবে করিলেন স্থির ॥
কেহ কেহ আগে গিয়া মহাপ্রেমভরে।
নিত্যানন্দপ্রভু-আজ্ঞা বিজ্ঞাপন করে ॥
প্রভু নিত্যানন্দ নাম করিয়া শ্রবণ।
ধরণীতে পড়ে জীব হ'য়ে অচেতন ॥
ক্ষণেক উঠিয়া বলে বড় ভাগ্য মম ॥
প্রভু নিত্যানন্দ-কৃপা পাইল অধম ॥
সে-সব বৈষ্ণবগণে দণ্ডবৎ হ'য়ে।
প্রণাম করয়ে জীব প্রফুল্ল হৃদয়ে ॥
বলে তুমি সবে মোরে হইলে সদয়।
নিত্যানন্দপদ পাই সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
জীবের সৌভাগ্য হেরি কতক বৈষ্ণব
চরণের ধূলি লয় করিয়া উৎসব ॥
সবে মেলি জীবে লয় নিত্যানন্দ যথা।
বৈষ্ণবে বেষ্টিত কভু কহে কৃষ্ণকথা ॥
প্রভু নিত্যানন্দের দেখিয়া দিব্যরূপ।
জীবের শরীরে হয় ভাব অপরূপ ॥
কি অপূর্ব্ব রূপ আজ হেরিনু বলিয়া।
পড়িল ধরণীতলে অচেতন হৈয়া ॥

মহাকৃপাবশে প্রভু নিত্যানন্দরায়।
জীবে উঠাইয়া লয় আপনার পা'য় ॥
ব্যস্ত হ'য়ে শ্রীজীবগোস্বামী দাঁড়াইল।
কর যুড়ি নিত্যানন্দে কহিতে লাগিল ॥
বিশ্বরূপ বিশ্বধাম তুমি বলরাম।
আমি জীব কিবা জানি তব গুণগ্রাম ॥
তুমি মোর প্রভু নিত্য আমি তব দাস।
তোমার চরণছায়া একমাত্র আশ ॥
তুমি যারে কর দয়া সেই অনায়াসে।
শ্রীচৈতন্যপদ পায় প্রেমজলে ভাসে ॥
তোমার করুণা বিনা গৌর নাহি পায়
শত জন্ম ভজে যদি গৌরাঙ্গে হিয়ায় ॥
গৌর দণ্ড করে যদি তুমি রক্ষা কর।
তুমি যারে দণ্ড কর গৌর তার পর ॥
অতএব প্রভু তব চরণ-কমলে।
লইনু শরণ আমি সুকৃতির বলে ॥
তুমি কৃপা করি মোরে দেহ অনুমতি।
শ্রীগৌরদর্শনে পাই গৌরে হউ রতি ॥
যবে রামকেলিগ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
আমার পিতৃব্যদ্বয়ে লইলেন পা'য় ॥
সেই কালে শিশু আমি সজল নয়নে।
হেরিলাম গৌররূপ সদা জাগে মনে ॥
শ্রীগৌরাঙ্গপদে পড়ি করিনু প্রণতি।
শ্রীঅঙ্গ স্পর্শিয়া সুখ পাইলাম অতি ॥
সেইকালে গৌর মোরে কহিলা বচন।
ওহে জীব কর তুমি শাস্ত্র অধ্যয়ন ॥
অধ্যয়ন সমাপিয়া নবদ্বীপে চল।
নিত্যানন্দ-শ্রীচরণে পাইবে সকল ॥
সেই আজ্ঞা শিরে ধরি আমি অকিঞ্চন।
যথাসাধ্য বিদ্যা করিয়াছি উপার্জ্জন ॥

চন্দ্রদ্বীপে পড়িলাম সাহিত্যাদি যত।
বেদান্ত-আচার্য্য নাহি পাই মনোমত॥
প্রভু আজ্ঞা দিল মোরে বেদান্ত পড়িতে
বেদান্তসম্মত কৃষ্ণভক্তি প্রকাশিতে॥
আইলাম নবদ্বীপে তোমার চরণে।
যেইরূপ আজ্ঞা হয় করি আচরণে॥
আজ্ঞা হয় যাই ক্ষেত্রে প্রভুর চরণে।
বেদান্ত পড়িব সার্ব্বভৌমের সদনে॥
জীবের মধুর বাক্যে নিত্যানন্দ রায়।
জীবে কোলে করি কাঁদে ধৈর্য্য নাহি পায়॥
বলে শুন ওহে জীব নিগূঢ় বচন।
সর্ব্বতত্ত্ব অবগত রূপ সনাতন॥
প্রভু মোরে আজ্ঞা দিল বলিতে তোমায়
ক্ষেত্রে নাহি যাও তুমি না রহ হেথায়॥
তুমি আর রূপ-সনাতন দুই ভাই।
প্রভুর একান্ত দাস জানেন সবাই॥
তোমাপ্রতি আজ্ঞা এই বারাণসী দিয়া।
বাচস্পতি নিকটেতে বেদান্ত পড়িয়া॥
একেবারে যাহ তথা হৈতে বৃন্দাবন।
তথা কৃপা করিবেন রূপ-সনাতন॥
রূপের অনুগ হ'য়ে যুগল-ভজন।
কর তথা বেদান্তাদি শাস্ত্র-আলাপন॥
ভাগবত শাস্ত্র হয় সর্ব্বশাস্ত্র সার।
বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করহ প্রচার॥
সার্ব্বভৌমে কৃপা করি' গৌরাঙ্গ শ্রীহরি
ব্রহ্মসূত্র-ব্যাখ্যা কৈল ভাগবত ধরি॥
সেই বিদ্যা সার্ব্বভৌম শ্রীমধুসূদনে।
শিখাইল ক্ষেত্রধামে পরম যতনে॥
সেই মধু বাচস্পতি প্রভু-আজ্ঞা পেয়ে।
আছে বারাণসীধামে দেখ তুমি যেয়ে॥

ব্যাপে তেঁহ সম্প্রদায়ী বৈদান্তিক হয়।
শাঙ্করী সন্ন্যাসী তাঁর নিকটে পড়য়॥
ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসিগণেরে কৃপা করি।
গৌরাঙ্গের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেয় সূত্র ধরি॥
পৃথক্ ভাষ্যের এবে নাহি প্রয়োজন।
ভাগবতে কয় সূত্র-ভাষ্যের গণন॥
কালে যবে ভাষ্যের হইবে প্রয়োজন।
শ্রীগোবিন্দভাষ্য তবে হবে প্রকটন।
সার্ব্বভৌম সম্পর্কে সেই গোপীনাথ।
শুনিল প্রভুর ভাষ্য সার্ব্বভৌম সাথ॥
কালে তেঁহ প্রভুর ইচ্ছায় জন্ম ল'য়ে।
বলদেবাবেশে যাবে জয়পুর জয়ে॥
তথা শ্রীগোবিন্দ বলে ভাষ্য প্রকাশিয়া।
সেবিবে গৌরাঙ্গপদ জীবে নিস্তারিয়া॥
এই সব গূঢ় কথা রূপ-সনাতন।
সকল কহিবে তোমা প্রতি দুইজন॥
নিত্যানন্দবাক্য শুনি শ্রীজীবগোঁসাই।
কাঁদিয়া লোটায় ভূমে সংজ্ঞা আর নাই॥
কৃপা করি' প্রভু নিজ চরণযুগল।
শ্রীজীবের শিরে ধরি অর্পিলেন বল॥
জয় শ্রীগৌরাঙ্গ জয় নিত্যানন্দ রায়।
বলিয়া নাচেন জীব বৈষ্ণব-সভায়॥
শ্রীবাসাদি ছিল তথা যত মহাজন।
জীবে নিত্যানন্দ-কৃপা ক'র দরশন॥
সবে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ বলি।
মহাকলরবে তথা হয় হুলুস্থুলী॥
কতক্ষণ পরে নৃত্য করি সম্বরণ।
জীবে লয়ে নিত্যানন্দ বসিল তখন॥
জীবের হইল বাসা শ্রীবাস-অঙ্গনে।
সন্ধ্যাকালে আইল পুন প্রভু দরশনে॥

নির্জ্জনে বসিয়া প্রভু গৌরগুণ গায়।
শ্রীজীব আসিয়া পড়ে নিত্যানন্দ-পা'য় ॥
যত্ন করি প্রভু তারে নিকটে বসায়।
করযোড় করি জীব স্বদৈন্য জানায় ॥
জীব বলে "প্রভু মোরে করুণা করিয়া।
নবদ্বীপ-ধাম-তত্ত্ব বল বিবরিয়া ॥"
প্রভু বলে "ওহে জীব বলিব তোমায়।
অত্যন্ত নিগূঢ় তত্ত্ব রাখিবে হিয়ায় ॥
যথা তথা এবে ইহা না কর প্রকাশ।
প্রকট-লীলার অন্তে হইবে বিকাশ ॥
এই নবদ্বীপ হয় সর্ব্বধাম সার।
শ্রীবিরজা ব্রহ্মধাম আদি হ'য়ে পার ॥
বৈকুণ্ঠের পর শ্বেতদ্বীপ শ্রীগোলোক।
তদন্তে গোকুল বৃন্দাবন কৃষ্ণলোক ॥
সেই লোক দুই ভাবে হয়ত প্রকাশ।
মাধুর্য্য ঔদার্য্য ভেদে রসের বিকাশ ॥
মাধুর্য্যে ঔদার্য্য পূর্ণরূপে অবস্থিত।
ঔদার্য্যে মাধুর্য্য পূর্ণরূপেতে বিহিত ॥
তথাপিও যে প্রকাশে মাধুর্য্য প্রধান।
বৃন্দাবন বলি তাহা জানে ভাগ্যবান্ ॥
যে প্রকাশে ঔদার্য্য প্রধান নিত্য হয়।
সেই নবদ্বীপ-ধাম সর্ব্ববেদে কয় ॥

বৃন্দাবন নবদ্বীপে নাহি কিছু ভেদ।
রসের প্রকাশ-ভেদে করয় প্রভেদ ॥
এই ধাম নিত্যসিদ্ধ চিন্ময় অনন্ত।
জড়-বুদ্ধি জনে তার নাহি পায় অন্ত।
হ্লাদিনী প্রভাবে জীব ছাড়ি জড়ধর্ম্ম।
নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানবলে পায় তার ধর্ম্ম ॥
সর্ব্ব নবদ্বীপ হয় চিন্ময় প্রকাশ।
সেই পীঠে শ্রীগৌরাঙ্গ করেন বিলাস ॥
চর্ম্ম-চক্ষে লোকে দেখে প্রপঞ্চ গঠন।
মায়া আচ্ছাদিয়া রাখে নিত্য-নিকেতন
নবদ্বীপে মায়া নাই জড়-দেশ-কাল ॥
কিছু তথা নাহি আছে জীবের জঞ্জাল ॥
কিন্তু কর্ম্ম-বন্ধ-ক্রমে জীব মায়াবশে।
নবদ্বীপধামে প্রাপঞ্চিক ভাবে পশে ॥
ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে প্রেমের উদয়।
হয় যবে তবে দেখে বৈকুণ্ঠ চিন্ময় ॥
অপ্রাকৃত দেশ কাল ধাম দ্রব্য যত।
অনায়াসে দেখে স্বীয় চক্ষে অবিরত ॥
এই ত' কহিনু আমি নবদ্বীপ-তত্ত্ব।
বিচারিয়া দেখ জীব হ'য়ে শুদ্ধসত্ত্ব ॥"
নিতাই-জাহ্নবাপদে নিত্য যার আশ।
গূঢ়তত্ত্ব করে ভক্তিবিনোদ প্রকাশ ॥

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত

গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

শ্রীরাধাপ্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী।
সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

গদাধর পণ্ডিত প্রভুর শক্তি-অবতার।
অন্তরঙ্গ ভক্ত করি গণন যাঁহার॥

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং শ্রীমহাপ্রভুও গদাধরের প্রাণ। শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীধাম মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়া গার্হস্থ্য-লীলার অভিনয় করিতেছিলেন, শ্রীল গদাধর পণ্ডিতও তখন সেখানে (শ্রীধাম মায়াপুরে) থাকিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। তিনি শৈশব হইতেই কৃষ্ণেতর বিষয়ের আদর করিতেন না এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন। কথিত আছে, তীর্থ-ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীঈশ্বর-পুরী যখন নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন তিনি গদাধরের কৃষ্ণপ্রেমময় ভাব দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিয়া নিজকৃত শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত-গ্রন্থ শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই কারণে তথাকার বৈষ্ণবগণও তাঁহাকে অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতেন।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নামক মহাপ্রভুর এক শ্রেষ্ঠ ভক্তের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চট্টগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি নবদ্বীপে আগমন-পূর্ব্বক পরম-ভোগীর লীলা অভিনয় করিতেছিলেন। একদিন মহাপ্রভুর ভক্ত মুকুন্দ গদাধরকে এক অদ্ভুত বৈষ্ণব দেখাইবেন বলিয়া বিদ্যানিধির নিকট লইয়া গেলেন। বিদ্যানিধি গদাধরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুকুন্দ গদাধরের পরিচয় প্রদান করিলে বিদ্যানিধি সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীপণ্ডিত গোস্বামী আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন; তিনি বিলাস-সহচর বস্তুসমূহ হইতে দূরে থাকিতেন। এক্ষণে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সকল বিলাস-সহচর আসবাব দেখিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত সংশয় জন্মিল। ভাবিলেন, ইনি বোধ হয় কৃষ্ণভক্তিবর্জ্জিত বিলাসী। তখন মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণের মহিমাসূচক এক শ্লোক পাঠ করিলেন।

তাহা শ্রবণ করিবামাত্র পুণ্ডরীক নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিলেন না। প্রেমাবেশে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া পদাঘাতে সমস্ত দ্রব্য-সম্ভার ফেলিয়া দিলেন। এই স্থলে প্রথম লক্ষিতব্য—শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ ; সুতরাং বদ্ধজীবের ন্যায় তাঁহার পক্ষে ঐরূপ সংশয় সম্ভব নহে। তিনি আচার্য্য, "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ"—ভগবদ্ভক্তকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে না, দেখিলে অসুবিধা হইবে, এই শিক্ষাপ্রদানের জন্যই পণ্ডিত গোস্বামীপ্রভুর এই প্রকার সংশয়-প্রকাশ করিবার লীলা। দ্বিতীয়তঃ জানিতে হইবে—প্রাকৃত সহজিয়ার মধ্যে যে ভাব দেখা যায় তাহা বিদ্যানিধি প্রভুর ন্যায় বাস্তবিক কৃষ্ণ-বিরহজনক ভাব নহে। সাহজিয়ার ভাব লোকের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য কৃত্রিম কম্পনাদি মাত্র। বিদ্যানিধি প্রভু সত্য সত্যই কৃষ্ণ-প্রেম-ধনে ধনী। সুতরাং শ্লোক শ্রবণ করিবামাত্রই তাঁহার কৃষ্ণ-বিরহ উপস্থিত হইয়াছিল।

গদাধর বিদ্যানিধির অদ্ভুত প্রেম দেখিয়া তৎপ্রতি নিজের অবজ্ঞা-ভাবের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি বিদ্যানিধির নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ দ্বারা নিজ অপরাধ হইতে মুক্ত হইবেন বলিয়া মুকুন্দের নিকট প্রস্তাব করিলেন। মুকুন্দ তাঁহার অভিপ্রায় বিদ্যা-নিধিকে জানাইলে তিনি গদাধরের ন্যায় শিষ্য পাইবেন জানিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং শুভদিন দেখিয়া তাঁহাকে দীক্ষামন্ত্র দান করিলেন। প্রাকৃত বিচার দ্বারা বৈষ্ণবচরণে অপরাধ করিলে তদীয় শিষ্যত্ব অঙ্গীকারেই সেই অপরাধ হইতে মুক্তি পাওয়া যায় এবং ভক্ত ও ভগবানের সেবা লাভ হয়—এই উপদেশই নিজ আচরণ দ্বারা শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামী শিক্ষা দিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু চতুর্ব্বিংশতি বৎসর সন্ন্যাস-লীলায় অতিবাহিত করিয়া-ছিলেন। তন্মধ্যে অষ্টাদশ বৎসর তিনি নিরন্তর শ্রীনীলাচলে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভু যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপ হইতে চলিয়া যাইবেন, তাহা গদাধরকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পণ্ডিত গোস্বামী স্বীয় পূর্ব্ব বাসগৃহ ত্যাগ করিয়া ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গিয়া বাস করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্য প্রভু নীলাচলে গিয়া গদাধরকে টোটা গোপীনাথের সেবা দান করিয়াছিলেন এবং গোপীনাথের সেই মন্দিরে বসিয়াই তিনি পণ্ডিতের শ্রীমদ্ভাগবত-

ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। টোটায় অবস্থিত বলিয়া শ্রীগোপীনাথ "টোটা গোপীনাথ" নামে প্রসিদ্ধ।

গদাধর পণ্ডিত রহিলা প্রভুপাশে।
যমেশ্বরে প্রভু যারে করাইলা আবাসে॥

সমুদ্রবালুকা-পথে যমেশ্বর টোটায় শ্রীগোপীনাথের শ্রীমন্দির। তথায় শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথের সেবায় ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন এবং সেই সেবায় জীবন যাপন করিবেন, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে শ্রীগৌরসুন্দর যখন নীলাচল হইতে গৌড়-দেশ হইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, তখন গদাধর পণ্ডিত তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। কারণ তিনি মহাপ্রভুর বিচ্ছেদ এক মুহূর্ত্তও সহ্য করিতে পারিতেন না। পণ্ডিতের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া প্রভু তাঁহাকে ক্ষেত্রসন্ন্যাস ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু পণ্ডিত বলিলেন—"তুমি যেখানেই থাক, তাহাই আমার নীলাচল। আমার এই ক্ষেত্র-সন্ন্যাস নষ্ট হইয়া যাউক, তথাপি আমি তোমার সঙ্গ ছাড়িব না।" পুনরায় মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি এখানে থাকিয়া গোপীনাথের সেবা কর।" তাহার উত্তরে গদাধর পণ্ডিত প্রভু বলিলেন—"তোমার পাদপদ্ম-দর্শনই আমার কোটি সেবা।" মহাপ্রভু গদাধরের এইরূপ ব্যবহারে ভিতরে সন্তুষ্টই ছিলেন কিন্তু বাহিরে তাঁহার প্রতি কিছু রোষাভাস প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—

—"সেবা ছাড়িবে, আমায় লাগে দোষ।
ইহাঁ রহি সেবা কর,—আমার সন্তোষ॥"

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর এবার আচার্য্যের লীলাভিনয় করিতে আসিয়াছেন, সুতরাং তিনি গদাধরকে বলিতেছেন, "তুমি সেবা ছাড়িলে মূর্খ জীব তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তোমার অনুকরণ করিতে গিয়া নিরয়গামী হইবে এবং আমার 'আচার্য্য'-নামের কলঙ্ক হইবে। সুতরাং তুমি এখানে থাকিয়া সেবা কর।"

গদাধরকে একটু ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে প্রভু বলিতেছেন—

"আমার সঙ্গে রহিতে চাহ, বাঞ্ছ নিজ সুখ।
তোমার দুই ধর্ম্ম যায়, আমার হয় দুঃখ॥"

এইরূপে প্রভু তাঁহাকে কতভাবেই পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু পণ্ডিত তথাপিও অচল, অটল। গদাধর প্রভুর নিজ-শক্তি; সুতরাং তিনি সর্ব্বদাই

প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত আছেন। তথাপি আমাদের মত নির্ব্বোধ মনুষ্য জাতিকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন যে, স্বয়ং ভগবানের কোন নিজজন যখন আচার্য্যরূপে এই ভৌম জগতে প্রকটিত হন, তখন তাঁহার সাক্ষাৎ সেবা ত্যাগ করিয়া আমাদের ধামবাস বা ক্ষেত্র-সন্ন্যাসের কোনই প্রয়োজন নাই। তাঁহার সেবা করিলেই জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি-লাভ হয়। তাই তিনি জীবনে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিপ্রদ শ্রীগোপীনাথের সেবনরূপ প্রতিজ্ঞা বিফল করিয়াও মহাপ্রভুর অনুগমন করিতেছিলেন। আচার্য্য—শ্রীমতী বার্ষভানবী দেবী হইতে অভিন্ন বিগ্রহ এবং শ্রীকুণ্ড হইতেও অভিন্ন বস্তু; তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমজন আচার্য্যের আনুগত্য ত্যাগ করিয়া সহজিয়া সম্প্রদায়ের যে কুঞ্জতীরে বাস বা কৃষ্ণভজনের ছলনা তাহা মানুষকে উন্নতির পথে অগ্রসর না করাইয়া বরং অধঃপাতিত করায়। তিনি কৃপা করিয়া যাহাকে যেভাবে রাখেন, তাহাতেই তাহার মঙ্গল হইবে। তাঁহার কৃপা লাভ করাই জীবের একমাত্র প্রয়োজন।

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর সঙ্গে কটক পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া মহাপ্রভু তঁাহাকে নিকটে ডাকিয়া নীলাচলে ফিরিয়া যাইতে শপথ করাইলেন। তাঁহাকে আদেশ দিয়াই মহাপ্রভু নৌকায় চলিয়া গেলেন। পণ্ডিত গোসাঞি তখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং সার্ব্বভৌম তাঁহাকে নীলাচলে ফিরাইয়া আনিলেন। সে বৎসর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন যাওয়া হয় নাই। তিনি নীলাচলে ফিরিয়া আসিয়া দুঃখিত গদাধরকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—

গদাধরে ছাড়ি' গেনু ইঁহো দুঃখ পাইল।
সেই হেতু বৃন্দাবনে যাইতে নারিল॥

তখন মহাপ্রভুকে দেখিয়া গদাধর প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং মহাপ্রভুর পায়ে ধরিয়া বিনয় করিয়া কহিলেন—প্রভো, তুমি যেখানে থাক তাহাই বৃন্দাবন তথাপি লোককে শিক্ষা দিতে বৃন্দাবন যাইবার অভিনয় কর। ভক্তগণের ইচ্ছায়, বিশেষতঃ পণ্ডিতের একান্ত আগ্রহে প্রভু সেই বৎসর বর্ষার চারি মাস নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন। সেই সময় পণ্ডিত টোটায় নিজগৃহে প্রভুকে এবং ভক্তগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। তিনি প্রভুকে এত স্নেহ করিতেন যে, প্রভু তাঁহার স্নেহে বশ হইয়া সমস্ত প্রসাদান্ন আস্বাদন করিতেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীগদাধরদাস ব্রহ্মচারী

বস্তু-বিচারে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব

গত সংখ্যায় আমরা বস্তুবিষয়ক কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। সেই বস্তু বা তত্ত্ব সম্বন্ধে পরিচয় দিতে গিয়া ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ প্রভৃতি শব্দসমূহ শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। কোথাও বা তাঁহাকে প্রাণস্বরূপ বা প্রাণময়, কোথাও কোথাও বা মনোময়, কোথাও বা রসস্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ বা আনন্দমনোস্বরূপ, কোথাও বা সূর্য্য, বায়ু, ইন্দ্রস্বরূপ, কোথাও বা অন্নস্বরূপ বা অন্নময়স্বরূপ, শূন্য বা আকাশস্বরূপ প্রভৃতি বহু পরি-ভাষা পরিলক্ষিত হয়। কোথাও বা বিষ্ণু, কৃষ্ণ, চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নারায়ণ, বাসুদেব প্রভৃতি সংজ্ঞাও পরিলক্ষিত হয়। শাস্ত্রে বস্তুবিচারে বিবিধ আখ্যান লইয়া ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যগণের ভিতরে বিবিধ মতভেদ লক্ষিত হয়। উক্ত মতভেদসমূহের মধ্যে সংক্ষেপতঃ দুইটি শ্রেণী-বিভাগ করা যাইতে পারে। একশ্রেণীর আচার্য্যগণ—তাঁহারা নিজ নিজ স্বরূপকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দেন, আর অন্য শ্রেণীর আচার্য্যগণ নিজদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করায় অবৈষ্ণব নামে অভিহিত হইয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছেন। উক্ত বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে প্রত্যেকেরই বিভিন্ন শাখা বর্ত্তমান।

বৈষ্ণব-বিভাগে বিভিন্ন শাখা বর্ত্তমান থাকিলেও মূলতঃ সকল মতেই উপাস্য-উপাসকের নিত্যভেদ ও উপাসনার নিত্যত্ব ও জগতের সত্যতা অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এই নিমিত্ত বিষ্ণুস্বামী, রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরূপ, সনাতন ও শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামিবর্গ সকলেই উক্ত তত্ত্বত্রয়ের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া পরমবৈষ্ণব নামে অভিহিত হইয়াছেন। উক্ত আচার্য্যবর্গের বিচার-নৈপুণ্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের মাধুর্য্য এই যে, তাঁহাদের মধ্যে সমস্ত বিরোধ ও অবিরোধ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত তত্ত্বের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চমৎকারিতাপূর্ণ সঙ্গতি থাকায় এবং একমাত্র ভক্তিকেই উপায়স্বরূপ অঙ্গীকার করায় পরস্পরের মধ্যে কোন ভেদ লক্ষিত হয় না, পরন্তু বৈশিষ্ট্যই লক্ষিত হয়। তাঁহাদের মধ্যে বিচার-বৈশিষ্ট্য থাকায় তারতম্য বিচারে বিবিধ উজ্জ্বলরসের উৎপত্তি হইয়াছে।

অবৈষ্ণব-বিভাগে প্রায় সকলেরই বিচারে উপাস্য-উপাসকের নিত্য অভেদ ও উপাসনার ব্যবহারিকতাহেতু অনিত্যত্ব ও জগৎ মিথ্যা বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। এইজন্য শাক্যসিংহ বুদ্ধ, মহাবীর স্বামী, কপিল, পত-

গুলি, শঙ্কর ও তদনুগ সমন্বয়বাদী পঞ্চোপাসকগণ সকলেই অবৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত। উক্ত আচার্য্যবর্গের মধ্যে বিচারের ও শাস্ত্রজ্ঞানের বিশেষ নৈপুণ্য লক্ষিত না হওয়ায় পারমার্থিক হউক বা ব্যবহারিকই হউক কোন বস্তুবিচারেই সঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় না। পরন্তু উঁহাদের প্রত্যেকেরই বিচারের মধ্যে বহু প্রকার ভেদ লক্ষিত হয়। প্রাকৃত বিচারের অনুগত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রকার ভেদ স্বতঃসিদ্ধ। উঁহাদের মধ্যে বস্তুপ্রাপ্তির আশায় কেহ বা বাহ্য-বিজ্ঞানকে কেহ বা কেবল-জ্ঞানকে, কেহ বা যোগকে, কেহ বা কর্ম্মকে, কেহ বা নানা প্রকার দেব-দেবীর পূজাকে উপায়-স্বরূপ অঙ্গীকার করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিষম ভেদ ও বিবাদ স্থাপন করিয়া মহা অশান্তি ও জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভেদ-জগতে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া পরস্পর মতবাদিগণের ভিতরে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনকল্পে আচার্য্য শঙ্কর জগতের এক নূতন ধারায় মিথ্যাত্বের কল্পনা করিলেন। যে-ভেদ হইতে নানা প্রকার মত-ভেদ ও জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি হইতেছে সেই ভেদের (তন্মতে) মূলীভূত কারণ, জগৎকে মিথ্যারূপে প্রতিপন্ন করিতে পারিলে ভেদের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করা যায়। এইরূপ চিন্তা করিয়া আচার্য্য শঙ্কর সমস্ত ভেদের সঙ্গতি করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্কর শুধু ভেদমিথ্যাত্ব-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াই নিরস্ত হন নাই, পরন্তু তাঁহার ব্যবহারিকতা প্রদর্শনের জন্যও বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। ব্যবহারিকতা নিরাকৃত হইলে পারমার্থিকতা প্রকাশ পায়। এই পার-মার্থিকতার স্বরূপবর্ণনে তিনি সেই বস্তুতত্ত্বের নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তাহা নিরাকার, নির্ব্বিশেষ ও স্ত্রী-পুরুষ হইতে ভিন্ন ক্লীবব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বস্তুকে রূপবান্ বিশেষযুক্ত পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিলে, বস্তুতে ভেদধর্ম্মের ত্যাগ আশঙ্কা করিয়া শঙ্কর তাহা হইতে দূরে অবস্থান করিতে অভিলাষ করিতেছেন। শাঙ্করগণের এবম্প্রকার সিদ্ধান্ত স্থাপনের কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, শাস্ত্র-বিচারে সঙ্গতিজ্ঞানের অভাবই তাঁহাদের মধ্যে পরিস্ফুট। বিরুদ্ধ বস্তুর সামঞ্জস্য স্থাপন করা কেবল মাত্র বস্তু-গতপ্রাণ ব্যক্তিদিগের মধ্যেই সম্ভবপর এবং বস্তুতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের যুগপৎ সমাবেশই বস্তুর ঐশ্বর্য্য। তাই আচার্য্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

"বিরুদ্ধধর্ম্মং তস্মিন্ ন চিত্রম্।" (তত্ত্বসূত্র)

জীবের আত্মীয় কে ?

জড়বদ্ধ জীবগণ স্বকৃত পূর্ব্বপূর্ব্ব-জন্মের পুঞ্জীভূত দুষ্কৃতির ফলে নানাবিধ দণ্ডগ্রহণযোগ্য শরীর লাভ করিয়া এই সংসার-কারাগারে বিচরণ করিয়া থাকে। এই বিষয়ে শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

"জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্॥
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥"

এইরূপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে পুঞ্জীকৃত অজ্ঞাত সুকৃতি সঞ্চিত হইলে জীবের মানব-জন্ম পাইবার সৌভাগ্য হয়। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবাদি অন্যান্য জন্মেও পাওয়া যায়, কিন্তু অজ্ঞ জীব আমরা পিতামাতা, ভাই-ভগিনী, আত্মীয়-কুটুম্ব প্রভৃতিতে এত আসক্ত হইয়া পড়ি যে মনে হয় তাহারা আমাদের বড় আদরের ধন, জীবনের জীবন। পিতা মনে করেন, পুত্রকন্যা তাহার বড় আদরের সামগ্রী, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। পুত্র মনে করে, পিতা তাহার পরম আত্মীয়, তাহার জন্মদাতা, রক্ষাকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা উপদেষ্টা এবং সর্ব্বতো-ভাবে তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কেহ পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে গিয়া বলেন,—"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥" এইরূপে মাতৃভক্তি ও দেশ-ভক্তি দেখাইতে গিয়াও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" স্ত্রী মনে করেন,—পতিই তাহার গতি, পতিই তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব। আবার পতি মনে করে, পত্নী তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনী, জীবনে মরণে, শয়নে-স্বপনে তাহার সঙ্গিনী ও পরমাত্মীয়া। কিন্তু এই যে মায়াসংসারের আত্মীয়তা সৌহৃদ্যভাব, ইহার মূলে রহিয়াছে এক বিরাট স্বার্থ। এমনি স্বার্থপর জগৎ!

সন্তানের প্রতি অনেকের স্নেহ কেবল বৃদ্ধবয়সে সুখভোগের জন্য—পালিত হইবার জন্য। পুত্রের মাথায় সংসারের গুরুভার চাপাইয়া দিয়া বৃদ্ধবয়সে সুখী হইবে বলিয়াই জনক-জননীর এত মমতা, এত স্নেহ, এত প্রীতি! পুত্র পিতার কষ্টার্জ্জিত ধনে ধনী, মানী, সুখ্যাতি লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই তাহার এত মাতাপিতৃভক্তি। এইরূপে জগতের প্রত্যেক জীবই স্বেন্দ্রিয়-তর্পণ লালসা হৃদয়ে লইয়া সেই লালসার ইন্ধন সরবরাহের জন্যই আত্মীয়তা-

পাশে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। যদি জগতের কেহই স্বার্থপর না হইত, যদি তাহাদের স্বেন্দ্রিয়-তর্পণাশা না থাকিত, যদি সকলেই ভগবানের সেবক হইতেন, তাহা হইলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিতেন। আত্মীয়ের কৃতকর্ম্ম তাঁহার স্বজন-বান্ধবগণের আত্মমঙ্গল চিন্তা করা। আত্মা আত্মার মঙ্গলচিন্তা করিবে, বন্ধু বন্ধুর কল্যাণকামনা করিবে, ইহাই বিধি। সুতরাং আমাদের পিতামাতা, তথাকথিত বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন আমাদের কোন মঙ্গলবিধান করিতে পারেন কি না ইহাই বিবেচ্য। যাঁহারা নিজেদের মঙ্গলের বিষয় অবগত নহেন, তাঁহারা অপরের মঙ্গল করিবেন কিরূপে? আত্মীয়ের দ্বারা যদি আত্মার মঙ্গলই না হইল তবে তাহারা কি আমার প্রকৃত আত্মীয়?—না আর কিছু? গুরুকৃপা সম্বল করিয়া গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীমুখে শুনিতে হইবে, কাহাকে বলে আত্মীয়-স্বজন, কাহাকে বলে শত্রু-মিত্র, কে আমি, কোথায় আছি, কোথায় ছিলাম, কি করিতেই বা এখানে আসিয়াছি, এখানে কেই বা আমার নিজ আত্মীয়স্বজন, এদেহ পতনের পর কোথায়ই বা যাইব? এসকল কথা পরজগৎ—বৈকুণ্ঠ-জগৎ হইতে আগত কৃষ্ণবন্ধু গুরুবৈষ্ণবগণই আমাদের নিকট কীর্ত্তন করিতে পারেন। আমাদের এইরূপ দুর্দ্দশা-দর্শনে ব্যথিত হইয়া পরম করুণাময় সাধু-শাস্ত্র বলিতেছেন,—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥

যদি আমরা একটু স্থিরচিত্তে করুণাময়ের এই উপদেশটীর মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট হই তবে বুঝিব, আমাদের আত্মীয় স্বজনগণের দৌড় কতদূর। এই যে আমরা পুনঃ পুনঃ জঠর-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, সুখ-দুঃখ-ভয়-জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিকাদি ত্রিতাপে শ্রান্ত ক্লান্ত, পিষ্ট, নিষ্পেষিত ও জর্জ্জরিত হইতেছি, তাহা হইতে মুক্ত হইবার পথ আমাকে কেহ দেখাইয়াছিলেন কি? তাঁহারা কেহ কোন দিনও ত' এই ত্রিতাপের উপশম করিতে পারেন নাই, আমার এ দগ্ধীভূত প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন করিতে পারেন নাই। সেইজন্যই বলিতেছি, আমাদের প্রকৃত আত্মীয়

কি কেহ নাই? আমাদিগকে এই শোক, মোহ, ভয়, জ্বালা, যন্ত্রণার হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারেন, আমার ভবব্যাধি সারাইতে পারেন, এমন কি কোন প্রাণবন্ধু জীবের নাই? নিশ্চয়ই আছেন—এ জগতে আমার আত্মীয় আছেন। তিনি পতিতপাবন, করুণার বিগ্রহ, পরদুঃখ-মোচনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং তাঁহার নিজজন—শ্রীবৈষ্ণবগণ, স্বজন (স্ব+জন) অর্থাৎ আমার নিজজন। তবে আমি কে?—সর্ব্বপ্রথমে এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া দরকার। আমি কি এই রক্তমাংসপিণ্ড শরীরটী? আমার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ কি এই দেহসম্বন্ধীয়? আমি জীব, আমি নিত্য কৃষ্ণদাস। গীতায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।'

আমরা জীব, আমরা সচ্চিদানন্দ ভগবানের ক্ষুদ্র অংশ, আমরা স্বরূপতঃ নিত্য। কিন্তু ভগবদ্‌দ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক আমরা ভগবৎ-সেবক না হইয়া নিজে এক একজন সেব্য সাজিতে গিয়াছিলাম—ভগবানের সেবা না করিয়া ভগবান্‌কে ভোগ করিতে অর্থাৎ ভগবদ্‌ভোগ্য জিনিষকে নিজভোগ্য মনে করিয়াছি বলিয়া পাষণ্ড আমরা আজ মায়ার দৃঢ় শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। কৃষ্ণদাস-স্বরূপ ভুলিয়াছিলাম বলিয়াই আজ এই দুরবস্থা! তবে যিনি আমাকে আমার কুরূপ ঘুচাইয়া স্বরূপ দিতে পারেন, যিনি আমার এই দণ্ডযোগ্য কু-দেহ ভঙ্গ করিয়া সেবা-যোগ্য সু-দেহ প্রদান করিতে পারেন, তিনিই আমার প্রকৃত আত্মীয়। যিনি আমাদের অভাব মোচন করেন, তিনিই আত্মীয়, স্বজন বা বন্ধু নামে পরিচিত। চিৎ আমি—ভগবানের সেবক আমি, আমার অভাব কি? অভাব—যে জিনিষ-টীর অভাবে আমরা এই ত্রিতাপাগার সংসারে পিষ্ট, ক্লিষ্ট ও জর্জ্জরিত হইতেছি, সেই জিনিষটী। যাহার অভাবে আমরা অর্থকে অনর্থ, অনর্থকে অর্থ, আত্মীয়কে অনাত্মীয় ও অনাত্মীয়কে আত্মীয়, শত্রুকে মিত্র, মিত্রকে শত্রু, স্বদেশকে বিদেশ, বিদেশকে স্বদেশ, দয়াময়কে নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুরকে দয়াময় মনে করিতেছি যাহার অভাবে কাম-ক্রোধাদি-নক্র-মকরাক্রান্ত ভব-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছি, সেই কৃষ্ণদাস্যরূপ স্বরূপ-বৃত্তিটী যিনি জীবের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত করিয়া দেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মই জীবের পরমাত্মীয় এবং তদ্‌ভৃত্য বৈষ্ণবগণও জীবের নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গ।

এ'জগতে যাঁহারা আত্মীয় নামে পরিচিত, তাঁহারা সকলেই জীবের দেহ-সম্পর্কীয়। সুতরাং তাঁহাদের এই আত্মীয়তা কেবল শরীরের সঙ্গে—আত্মার সঙ্গে নহে। আর নির্ম্মৎসর গুরু-বৈষ্ণবগণ জীবের আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট। সুতরাং তাঁহারা আমার আত্মার মঙ্গলচিন্তা করিবেনই। একজন আপাতঃমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, আর একজন নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ; একজনের ভালবাসা কৃত্রিম, অপর জনের নিষ্কপট করুণা ; একজন ক্ষণবিধ্বংসী, অপর জন নিত্যকালস্থায়ী। সুতরাং কে আমাদের প্রকৃত আত্মীয়, ইহাই বিচার্য্য।

আমরা মানুষ। পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতির ফলে এই সুদুর্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াছি। শাস্ত্র বলেন—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয় খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥

আমাদের কপাল ভাল বলিয়া অনেক জন্ম-জন্মান্তরের পর এই মানব-দেহ লাভ হইয়াছে। ইহা অতি দুর্ল্লভ—দেবতাদিরও ঈপ্সিত। এই জন্মই স্বরূপে অবস্থিত হইবার, অপরাধমুক্ত হইবার, স্বদেশে—বৈকুণ্ঠলোকে ফিরিয়া যাইবার উপযুক্ত সময়। ভবসমুদ্র অতিক্রমণের সুপটু নৌকা অবলম্বন করাই মানবের একমাত্র কর্ত্তব্য। কৃষ্ণ-কৃপানুকূল বায়ু সেবন করিলেই আমাদের ভবরোগ বিদূরিত হইবে। আমাদের গন্তব্যস্থান হইতে আগত বৈকুণ্ঠপুরুষই আমাদের নিয়ামক হইলে আর আমাদের কোন কষ্ট থাকে না। এই সকল সুবর্ণ সুযোগ যথায় বিদ্যমান সেইস্থানেই আমার আত্মীয়তা, সেই স্থানেই আমার বন্ধুত্ব, সেইস্থানই আমার গুরুত্ব-বরণের স্থান—এই চিন্তায় যিনি বিবশ হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত সৌভাগ্যবান। এইপ্রকার সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াও যে সেইগুলি হেলায় বিসর্জ্জন করে তাহার তুল্য নির্ব্বোধ আর কে আছে ? যিনি চব্বিশ ঘণ্টাই হরিকীর্ত্তনে রত তিনিই গুরুপদবাচ্য, তিনিই বৈকুণ্ঠ-পুরুষ। তিনিই জীবকে স্বদেশে লইয়া যাইতে পারেন। তাদৃশ মুক্তজনের কৃতদাস না হইয়া অনিত্য পিতামাতার দাসত্বেই এই দুর্ল্লভ মানব-জন্ম বিসর্জ্জন দেওয়া কি উচিত ?

আমরা আত্মমঙ্গল কি চাই না? সংসার-কারামুক্ত হইবার ইচ্ছা কি করি না? সুদুর্ল্লভ উৎকৃষ্ট নর-জন্ম পাইয়াও কি তাহার সদ্‌ব্যবহারের জন্য একবিন্দু রক্তও ক্ষয় করিব না? প্রেয়কে শ্রেয়ঃ বলিবার ভ্রম কি আমাদের যাইবে না? শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ দয়াময়—আমাদের প্রতি দয়া করাই তাঁহাদের কাজ। জীবের প্রতি ভগবানের করুণাই মূর্ত্তিমান্ হইয়া গুরুরূপে অবতীর্ণ। শ্রীগুরুদেব কৃপা-পারাবার—পতিতপাবন। জগতের পতিত জীবগণের প্রতি কৃপা করিবার জন্যই তাঁহাদের এই মর্ত্ত্য-অভিযান। শ্রীগুরুদেব পরম করুণাময়। প্রকৃতপক্ষে তিনিই জীবের একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও আত্মীয়। আমাদের ত্রিতাপজ্বালা বিদূরিত করিয়া অশোক-অভয়, অমৃত-আধার সেবাসুখ প্রদানের জন্য তিনি মুক্তহস্ত। সর্ব্বশক্তিমান যিনি কেবল তিনিই আমাদের ভয়, জ্বালা, যন্ত্রণা নিবারণ করিতে সমর্থ। এ'জগতে তিনি বা তজ্জনগণ ব্যতীত আমাদের নিজজন আর কেহ নাই। তাঁহারাই আমাদের একমাত্র আত্মীয়-স্বজন। তাই আমাদের এইরূপ দুর্দ্দশা দর্শনে উপদেশ প্রদানচ্ছলে কোনও মহাজন গাহিয়াছেন,—

"সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়।
কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥"

* * * * *

"সেই সে পরমবন্ধু সেই পিতামাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥"

তাই "হে অমন্দ-কারুণ্যগুণাকরশ্রী পতিতপাবন শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ! আমি যেন জন্মে জন্মে আপনাদের পদাবলেহী কুক্কুররূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারি এবং আপনাদের শ্রীপাদযুগলের সেবা যেন সম্পদে বিপদে না ভুলি, আপনাদের শ্রীচরণে যেন জন্মে জন্মে বিক্রীত পশু হইয়া থাকিতে পারি"—এইরূপ প্রার্থনা যেদিন যে-জীবের হৃদয়ে উদিত হইবে সেইদিনই তাহার মুক্তিপথ আসন্ন জানিতে হইবে।

—পণ্ডিত শ্রীরাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণ-তীর্থ

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

বিগত বৎসরসমূহের ন্যায় এ'বৎসরও শ্রীনবদ্বীপধাম-মণ্ডলী-পরিক্রমা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি কর্ত্তৃক বিরাটভাবে উদ্‌যাপিত হয়। ভারত-বর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে যোগদানকারী যাত্রীসংখ্যা এ'বৎসর পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরসমূহের যাত্রীসংখ্যাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। এত যাত্রীসমাবেশ সত্যই একটী দর্শনীয় বস্তু ছিল। পঞ্চ সহস্রাধিক যাত্রী এই পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করেন। মঠবাসী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিবৃন্দসহ সমস্ত যাত্রী যখন সমবেতস্বরে হরিধ্বনি করিতেন তখন যে কি বিপুল আনন্দ ও বৈকুণ্ঠসুখের প্লাবন বহিত তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভপর নহে। গত ২৪শে গোবিন্দ, ৬ই চৈত্র, ২০শে মার্চ্চ সোমবার সপ্তাহাধিকব্যাপী এই পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়। তৎপরদিবস হইতে ১৩ই চৈত্র পর্য্যন্ত এই মহোৎসব চলিতে থাকে। ৭ই চৈত্র হইতে দ্বীপমণ্ডলী পরিক্রমা আরম্ভ হয়। ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণ এই যাত্রিগণকে পরিচালনা করিতেন এবং প্রত্যেকটি স্থানে পৌরাণিক যুগ হইতে অদ্যাবধি ভগবান ও বিভিন্ন ভক্তের লীলাবলী তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনমুখে বর্ণনা করিয়া যাত্রিবৃন্দের নিকট অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া এক নূতন (মায়াগন্ধরহিত) রাজ্যের সন্ধান দিতেন। যাত্রিনিচয় এই সকল অদ্ভুত গাথা, কীর্ত্তন শ্রবণে অত্যন্ত পরিতুষ্টি লাভ করিতেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে পরিক্রমা-সঙ্ঘ বাহির হইয়া যাইতেন এবং সেই দিনের সূচী অনুযায়ী ধাম পরিক্রমণ করিয়া পুনরায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা হইত। সঙ্কল্পগ্রহণদিবসে রাত্রে প্রবল ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগ চলিতে থাকে। তৎপর-দিবস সকালেও সেইপ্রকার ছিল। কিন্তু শ্রীনৃসিংহদেবের অপার করুণায় সকালে আকাশ পরিষ্কার হইয়া যায়। সুতরাং প্রথমদিবস শ্রীনৃসিংহদেবের দর্শনে বঞ্চিত হইতে হয় নাই। ঐ দিবস মধ্যাহ্নে ঐখানেই মধ্যাহ্ন-ভোগরাগ ও মহাপ্রসাদ সেবনের ব্যবস্থা হয়। মামগাছিতে জলাভাবহেতু মধ্যাহ্ন-ভোগ-রাগের ব্যবস্থা এ'বৎসর বিঘ্নিত হয়। শ্রীধাম মায়াপুরে জয়দেবের পাটে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় মধ্যাহ্ন-ভোগরাগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঐকালে স্থানীয় ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলসমূহ হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রসাদ গ্রহণ করিতে আসেন। কোন আগন্তুক প্রসাদসেবনে বিমুখ হন নাই।

মহোৎসবের প্রতিদিনই সন্ধ্যায় শ্রীমঠে শ্রীহরিকীর্ত্তন-নাট্যমন্দিরে ধর্ম্মসভার আয়োজন হইত। শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম প্রতিদিনই সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিতেন। সংস্কৃত, বাংলা, আসামী, হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় মহাজন-পদাবলীর কীর্ত্তন হইত। ঐ সকল ভাষায় ত্রিদণ্ডিপাদ ও ব্রহ্মচারি-বৃন্দ শাস্ত্রীয় শিক্ষা লইয়া বক্তৃতা করিয়া যাত্রিগণের হৃৎকর্ণরসায়ণ বিধান করিতেন। একদিন নবদ্বীপের তথা বাংলাদেশের বিখ্যাত পণ্ডিত ও নবদ্বীপ সরকারী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত আশুতোষ সিদ্ধান্ত মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর দান ও ভগবত্তা সম্বন্ধে চমৎকার বক্তৃতা প্রদান করেন। যাত্রিগণের দুইবেলা মহাপ্রসাদ দান, বাসস্থান এবং ঔষধপত্রের ব্যবস্থা এই মহোৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল। যখন অপেক্ষাকৃত দূরস্থানে পরিক্রমা যাইত সেক্ষেত্রে সকালে বাল্যভোগও বিতরণ করা হইত। মণিপুর রাজবাটী ও স্থানীয় সজ্জনবৃন্দ যাত্রিগণের স্থান সংকুলানে সাহায্য করায় সমিতি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। গৌরপূর্ণিমার পরদিবস শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচীদেবীর আনন্দ-উৎসবে সকাল ৮ ঘটিকা হইতে রাত্র ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত অকাতরে আহূত, অনাহূত, রবাহূত প্রভৃতি সকল শ্রেণীর জনগণকে আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। তাঁহাদের সংখ্যা যে কত সহস্র হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। সমিতির এই উদারতা দর্শনে স্থানীয় ও দূরাগত দর্শকদের হৃদয় প্রেমবন্যায় বিগলিত হইয়াছে।

--**নিজস্ব**

ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস ও বেষাশ্রয়

এই বৎসর শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-মহোৎসবে ২রা বিষ্ণু ৪৮১ গৌরাব্দ, ১৪ই চৈত্র পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের নিকট শ্রীপাদ শ্রীহরি ব্রহ্মচারী ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস বেষ এবং ডাঃ শ্রীপাদ অদ্বৈতদাস ব্রজবাসী ও শ্রীপাদ গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী বাবাজী বেষ আশ্রয় করিয়াছেন। বেষান্তে তাঁহারা যথাক্রমে **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ন্যাসী মহারাজ** এবং **শ্রীমদ্ অদ্বৈতদাস বাবাজী মহারাজ** ও **শ্রীমদ্ গোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজ** নামে পরিচিত হন। সাত্বত স্মৃতিশাস্ত্র—শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামি-কৃত "সৎক্রিয়াসার দীপিকা"নুসারে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহাদের

কৃতার্থ অগ্রাহে এই বেষসমূহ প্রদান করেন। শ্রীপাদ শ্রীহরি প্রভুর পূর্ব্বাশ্রম মেদিনীপুর জিলায়। ইনি বহু বৎসর মঠবাস করিয়াছেন। বাণী ও বিদ্যুতের সেবায় শ্রীশ্রীল গুরুদেবের হৃদয়বীণাতন্ত্রীতে ইনি চমৎকার ঝঙ্কার তুলিয়া বৈষ্ণবগণকে আকর্ষণ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ অদ্বৈত প্রভুর পূর্ব্বনিবাস ফরিদপুর জিলায় কোটালিপাড়া গ্রাম। ইঁহার বয়ঃক্রম ৭১ বৎসর। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির নবদ্বীপস্থ দাতব্য চিকিৎসালয়ে ইহরোগ দূরীকরণের দায়িত্ব শ্রীল গুরুদেবের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ গোবিন্দ প্রভুর বয়ঃক্রম প্রায় ৫০ বৎসর। ইঁহারও পূর্ব্বনিবাস পূর্ব্ববঙ্গ, সর্ব্বদাই ভাবসেবায় উন্মত্ত থাকেন। এজন্য প্রায়শঃই শ্রীল গুরুপাদপদ্মের শ্রীকরকমলের কোমল স্পর্শ লাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছেন।

—শ্রীহরেকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

প্রচার প্রসঙ্গ

শিলং-এ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তের সুশীতল বাণী

শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা ও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব মহোৎসব সমাপন করিয়া পূজ্যপাদ শ্রীল নবীনকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ও কয়েকজন ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ আসাম অঞ্চলে শ্রীগৌরবাণী প্রচারার্থে ২ রা বৈশাখ নবদ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া গত ১৯শে এপ্রিল ১৯৬৭, ৫ই বৈশাখ ১৩৭৪, বুধবার ভূপৃষ্ঠ হইতে পঞ্চসহস্র ফুট উপরিস্থিত আসামের রাজধানী শিলং সহরস্থ "দ আসাম হিন্দু মিশনে" উপস্থিত হন এবং ঐদিনই উক্ত মিশনের কর্তৃপক্ষের অনুরোধক্রমে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শনমুখে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত লীলা ও শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাষণ প্রদান করিয়া উক্ত মিশনস্থ স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক তথা সমাগত সাধুজনের বিপুল আনন্দবর্দ্ধন করেন। অনন্তর শ্রীল স্বামীজি মহারাজ ২৩শে এপ্রিল রবিবার দিন বৈকাল ৫ ঘটিকায় স্থানীয় জি, এস্, রোডস্থ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দাস মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল স্বামীজি মহারাজ পরে শ্রীজগন্নাথ-মন্দির এবং স্থানীয় লাবানস্থ শ্রীহরিসভায় ২৪শে হইতে ২৬শে এপ্রিল পর্য্যন্ত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীগৌরলীলা প্রদর্শনমুখে শ্রীগৌরাঙ্গ-বাণী প্রচার করেন। শ্রীল স্বামীজি মহারাজ ২৮শে ও ২৯শে এপ্রিল তারিখে যথাক্রমে পাথর-

মুখরা নিবাসী শ্রীযুত কেতক্ষীরঞ্জন কর মহাশয়ের এবং জি, এস্, রোডস্থ শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র দে মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনমুখে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। ৩০শে এপ্রিল রবিবার শ্রীল স্বামীজি মহারাজ স্থানীয় নন্থুমাই এর নন্গ্রিম হিলের P. & T. Colony-র Postal Club হলে The Assam Hindu Mission-এর এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী মাননীয় শ্রীযুত হেমচন্দ্র দত্ত B. A. মহাশয়ের আগ্রহে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌর-লীলা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনমুখে বিপুলভাবে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করেন। অনন্তর শ্রীল স্বামীজি মহারাজ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার শিলং সহরস্থ সংবাদদাতা শ্রীমতী কল্পনা গুপ্তের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও শ্রীহরিকীর্ত্তন করেন। স্বামীজি মহারাজের এই প্রচার সম্পর্কে বাংলা "আনন্দবাজার পত্রিকা" ও ইংরাজী "The Assam Tribune"-এ প্রকাশিত সংবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"শিলং শহরে শ্রীগৌরাঙ্গ-বাণী প্রচার

(শিলং অফিস)

৩ মে—স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর বাণী প্রচারার্থে বিগত ১৯ এপ্রিল তারিখে শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম বিশিষ্ট সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী সমভিব্যাহারে শিলং শহরে শুভ পদার্পণ করেছেন।

* * * * * *

শ্রীমদ্ স্বামীজীর বহুল প্রচারে শিলংবাসিগণের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে গিয়েছে। তাঁরা সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি এতই আকৃষ্ট হয়েছেন যে তৎসম্বন্ধে পাঠ, বক্তৃতা, ভাষণ তথা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত ভাষ্য (শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য) সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানে ব্যাখ্যা করবার জন্য শ্রীমদ্ স্বামীজী মহারাজকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন।"

"Religious Preachers

Tridandi Swami Srimat Bhakti Vedanta Parayatak and party from Sri Goudiya Vedanta Society of Navadwip Dham have arrived at the Hindu Mission Shillong on a mission of preaching programme in Assam on the life and teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu with special reference to Vedanta philosophy Srimadbhagabat and Gita constituting the Sanatana Hindu Dharma. The Swamiji and party will answer questions from visitors to the Hindu Mission at Mawprem, Shillong, between 3 p.m. and 5 p.m. on each day on prior intimation to Sri R. N. Chakravarty, Head Master, Hindu Mission School.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা

১৯শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪ { ৪র্থ সংখ্যা

ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।

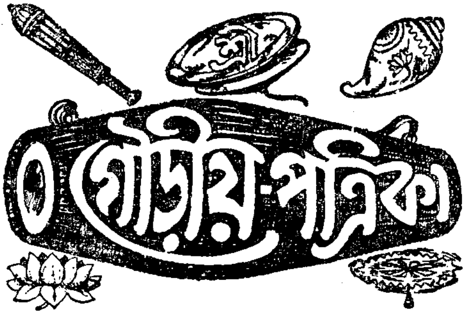

নোৎপাদয়েদ্‌ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৯শ বর্ষ | কারণোদশায়ী, ২৩ ত্রিবিক্রম, ৪৮১ গৌরাব্দ | ৪র্থ সংখ্যা
বৃহস্পতিবার, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪ ; ইং ১৫।৬।১৯৬৭

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্ম-কৃতং "শ্রীশ্রীহরি-স্তব-দ্বাদশকম্‌"

(শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টম-স্কন্ধে পঞ্চমেঽধ্যায়ে—৩৯-৫০)

বলান্মহেন্দ্রস্ত্রিদশাঃ প্রসাদা-
ন্মন্যোর্গিরীশো ধিষণাদ্বিরিঞ্চঃ।
খেভ্যস্তু ছন্দাংস্যৃষয়ো মেঢ্রতঃ কঃ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ॥ ১॥

যাঁহার তেজ হইতে মহেন্দ্র, প্রসন্নতা হইতে দেবগণ, ক্রোধ হইতে গিরীশ, বুদ্ধি হইতে ব্রহ্মা, দেহছিদ্র হইতে বেদসকল, মেঢ্র হইতে ঋষি ও প্রজাপতিগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই মহাবিভূতি ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন॥ ১॥

শ্রীর্বক্ষসঃ পিতরশ্ছায়য়াসন্‌
ধর্ম্মঃ স্তনাদিতরঃ পৃষ্ঠতোঽভূৎ।

ছৌর্যস্য শীর্ষ্ণোঽপ্সরসো বিহারাৎ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ২ ॥

যাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে শ্রী, ছায়া হইতে পিতৃগণ, স্তন হইতে ধর্ম্ম, পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম্ম, মস্তক হইতে স্বর্গ এবং ক্রীড়া হইতে অপ্সরাগণ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাবিভূতি ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ২ ॥

বিপ্রো মুখাদ্ব্রহ্ম চ যস্য গুহ্যং
রাজন্য আসীদ্ভুজয়োর্বলঞ্চ ।
ঊর্ব্বোর্বিড়োজোঽঙ্ঘ্রিরবেদশূদ্রৌ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৩ ॥

যাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ এবং অতীন্দ্রিয়ার্থ বোধি-বেদ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয় এবং বল, উরুস্থল হইতে বৈশ্য ও তাহার বৃত্তি, চরণদ্বয় হইতে শুশ্রূষা ও তদ্‌বৃত্তিসম্পন্ন শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাবিভূতি ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩ ॥

লোভোঽধরাৎ প্রীতিরুপর্যভূদ্দ্যুতি-
র্নস্তঃ পশব্যঃ স্পর্শেন কামঃ ।
ভ্রুবোর্যমঃ পক্ষ্মভবস্তু কালঃ
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥৪ ॥

যাঁহার অধরোষ্ঠ হইতে লোভ, উত্তরোষ্ঠ হইতে প্রীতি, নাসিকা হইতে কান্তি, স্পর্শদ্বারা পাশব কাম, ভ্রূদ্বয় হইতে যম এবং পক্ষ্ম হইতে কাল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাবিভূতি ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৪ ॥

দ্রব্যং বয়ঃ কর্ম্ম গুণান্ বিশেষং
যদ্‌যোগমায়াবিহিতান্ বদন্তি ।
যদ্দুর্বিভাব্যং প্রবুধাপবাধং
প্রসীদতাং নঃ স মহাবিভূতিঃ ॥ ৫ ॥

দুস্তর্ক্যস্বরূপ, বুধগণের অগ্রাহ্য, পঞ্চভূত, কাল, কর্ম্ম, গুণ, এবং লৌকিক প্রপঞ্চ যাঁহার যোগমায়ারচিত বলিয়া (পণ্ডিতগণ) বর্ণন করেন, সেই মহাবিভূতি ভগবান্ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৫ ॥

নমোঽস্তু তস্মা উপশান্তশক্তয়ে
স্বারাজ্যলাভপ্রতিপূরিতাত্মনে ।
গুণেষু মায়াচরিতেষু বৃত্তিভি-
র্ন সজ্জমানায় নভস্বদূতয়ে ॥ ৬ ॥

নিরুপদ্রব শক্তিসম্পন্ন, স্বানন্দানুভবে পরিপূর্ণ স্বরূপ, মায়াদ্বারা নির্ম্মিত শব্দাদিতে শ্রবণাদি বৃত্তিদ্বারা অনাসক্ত এবং বায়ুর তুল্য লীলাকারী সেই ভগবান্‌কে নমস্কার করি ॥ ৬ ॥

স ত্বং নো দর্শয়াত্মানমস্মৎকরণগোচরম্ ।
প্রপন্নানাং দিদৃক্ষূণাং সস্মিতং তে মুখাম্বুজম্ ॥ ৭ ॥

(হে ভগবন্) শরণাগত, দর্শনেচ্ছু আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর করিয়া আপনার সস্মিত মুখপদ্ম ও স্বরূপ প্রদর্শন করান ॥ ৭ ॥

তৈস্তৈঃ স্বেচ্ছাভূতৈঃ রূপৈঃ কালে কালে স্বয়ং বিভো ।
কর্ম্ম দুর্ব্বিষহং যন্নো ভগবাংস্তৎ করোতি হি ॥ ৮ ॥

হে বিভো, ষড়ৈশ্বর্য্যবান্ আপনি স্বয়ং কালে কালে মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণ করিয়া আমাদের অশক্য কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

ক্লেশভূর্য্যল্পসারাণি কর্ম্মাণি বিফলানি বা ।
দেহিনাং বিষয়ার্ত্তানাং ন তথৈবার্পিতং ত্বয়ি ॥ ৯ ॥

বিষয়ার্ত্ত দেহিদিগের কৃত কর্ম্মের ন্যায় আপনাতে সমর্পিত (অর্থাৎ আপনার প্রীতির জন্য কৃত) কর্ম্মসকল ক্লেশবহুল স্বল্পফলজনক বা বিফল নহে ॥ ৯ ॥

নাবমঃ কর্ম্মকল্পোঽপি বিফলায়েশ্বরার্পিতঃ ।
কল্পতে পুরুষস্যৈব স হ্যাত্মা দয়িতো হিতঃ ॥ ১০ ॥

ঈশ্বরার্পিত অত্যল্প কর্ম্মাভাসও নিরর্থক নহে, যেহেতু সেই ঈশ্বর পুরুষের আত্মা, প্রিয় ও হিতকারী ॥ ১০ ॥

যথা হি স্কন্ধশাখানাং তরোর্ম্মূলাবসেচনম্ ।
এবমারাধনং বিষ্ণোঃ সর্ব্বেষামাত্মনশ্চ হি ॥ ১১ ॥

বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচন যেমন স্কন্ধ শাখা প্রভৃতির তৃপ্তির নিমিত্ত হয়, তদ্রূপ পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণুর আরাধনাদ্বারা সকলের আত্মার আরাধনা সম্পাদিত হয় ॥ ১১ ॥

নমস্তুভ্যমনন্তায় দুর্ব্বিতর্ক্যাত্মকর্ম্মণে ।
নির্গুণায় গুণেশায় সত্ত্বস্থায় চ সাম্প্রতম্ ॥ ১২ ॥

অনন্ত (অর্থাৎ ত্রিবিধ পরিচ্ছেদরহিত), দুশ্চিন্ত্যকর্ম্মা হেয়গুণরহিত, সত্ত্বাদি গুণের নিয়ন্তা ও অধুনা সত্ত্বস্থ আপনাকে আমরা নমস্কার করি ॥ ১২ ॥

শ্রীনামভজন ও তৎফল

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
বাগবাজার, কলিকাতা
৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০
২৩ শে নভেম্বর, ১৯৩৩

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১৪।১১।৩৩ তারিখের পত্রে সমাচার জ্ঞাত হইয়াছি। অতিরিক্ত কার্য্যের ভিড়ে যথাকালে পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই, তজ্জন্য মনে কিছু করিবেন না। আমি সততই আপনাদের মঙ্গল চিন্তা করিয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণকালে কৃষ্ণের অনুশীলন হইতে থাকে এবং কর্ম্মফলভোগ ও ব্রহ্মজ্ঞানাদি মুক্তি-পিপাসার অনর্থ দূর হইতে থাকে; জীবের সকল অনর্থই ক্রমশঃ বিদূরিত হয়। শ্রীনামই স্বয়ং কৃষ্ণ; কেবল স্বয়ং নহে, **স্বস্বরূপই নাম**। আমাদের **দুর্দ্দিবের অপনোদনের জন্য কোনও উপায় নাই—শ্রীনামভজন ব্যতীত**। বহির্জ্জগতের নাম হইতে পৃথক্ বৈকুণ্ঠনাম প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া আমাদের কর্ণবেধ-সংস্কার করায়। সংস্কৃত কর্ণ কৃষ্ণনাম-শ্রবণের অধিকারী হন। বৈকুণ্ঠ-নাম শ্রুত হইলে বৈকুণ্ঠ-রূপের জ্ঞান, অবস্থান ও তদুত্থিত আনন্দ আমাদিগকে জড়ানন্দ অর্থাৎ ভোগচিন্তা হইতে রক্ষা করে। কৃষ্ণভোগ্য আমি, আমার নিত্যরূপে কৃষ্ণ প্রীত হইয়া আমাকে আকর্ষণ করিলে আমি তাঁহার নিত্যরূপে মুগ্ধ হই। এই প্রকার কৃষ্ণগুণ ন্যূনাধিক উদিত হইলে আমি নাম-রূপ-সহ আমার নিত্যগুণগুলির দ্বারা অখিল চিদ্গুণ কৃষ্ণের গুণের পক্ষপাতী হই। তিনিও তখন আমার স্বরূপগত গুণের প্রশংসা করিতে থাকেন। উহাতে আমার উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। আমার বন্ধু-বান্ধব-স্বজনগণ ভগবদ্পরিকরগণ সেবোন্মুখ থাকায় আমিও তাঁহাদের স্বরূপের সেবা করিতে পারি। তখনই কৃষ্ণক্রীড়ায় আমার লোভ উৎপত্তি করায়। তাঁহার লীলাসেবনোপযোগী স্বরূপগত নাম, রূপ, স্বগুণ আমাকে **"স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ"** বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদের ২৩ সূত্র বুঝিবার অবকাশ দেয়। আমিও তখন "যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ" এই ভাগবত-শ্লোকের ব্যাখ্যা বুঝিয়া সেবামগ্ন হই। আশা করি, ভাল আছেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(পারমার্থিক সাহিত্য)

১। 'শ্রীগীতগোবিন্দ' কিরূপ কাব্য ? এই গ্রন্থের সমালোচনায় কাহাদের অধিকার ?

"গীতগোবিন্দ সর্ব্বত্র পরব্রহ্মের লীলা-প্রতিপাদক অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-রসময় কাব্য-বিশেষ। জগতে এরূপ কাব্য-গ্রন্থ আর নাই। সাধারণ সমলোচকগণ প্রাকৃত রস ব্যতীত শৃঙ্গারের অনুভব করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাদের শ্রীগীতগোবিন্দের সমালোচনা কখনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। জয়দেব-কবি সেই সকল সমালোচককে তাঁহার নিজ-গ্রন্থ সমালোচনের জন্য অর্পণ করেন নাই, বরং তাঁহাদিগকে এ গ্রন্থ পাঠ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যাঁহারা অপ্রাকৃত ব্রজরসে অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের পক্ষে জয়দেবের সম্বন্ধে কথা কহা নির্লজ্জতার পরিচয়-মাত্র।"

—'সমালোচনা' (শ্রীগীতগোবিন্দ), সঃ তোঃ ৭।২

২। 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের মর্ম্ম কি ? শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত তত্ত্ব কি প্রকৃতির অধীন ?

"'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের মর্ম্ম অতি গূঢ়। শ্রীকৃষ্ণলীলা সর্ব্বত্র অপ্রাকৃত। প্রপঞ্চগত হইলেও ইহাতে প্রপঞ্চ-গন্ধমাত্র নাই। জীবের মঙ্গলের জন্যই এই অতি-পবিত্র রস-লীলা সর্ব্বোর্দ্ধ্ব গোলোক হইতে শ্রীকৃষ্ণের মহাশক্তিক্রমে জড়জগতে ব্রজের সহিত অবতারিত হইয়াছে। মানবের জড়শরীরে যে স্ত্রী-পুরুষ-সঙ্গ দেখা যায়, সে অতি ঘৃণ্য। চিৎশরীরে জীবের যে গোপীদেহ-প্রাপ্তি ও কৃষ্ণ-সঙ্গ-লাভ, তাহা প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১০।৬

৩। ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থ ভাগবতী-সম্প্রদায়ের পরমাদরের বস্তু কেন ?

"কলিযুগপাবন স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণানুচর বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভা-পুজিত শ্রীরূপ-সনাতনের অনুশাসন অনুসারে শ্রীজীব গোস্বামী এই শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মাহাত্ম্য বর্ণন করা আমাদের সাধ্যাতীত। এই গ্রন্থ ছয় অংশে বিভক্ত।

তত্ত্ব-সন্দর্ভ—প্রথমাংশ, ভগবৎ-সন্দর্ভ—দ্বিতীয়াংশ, পরমাত্ম-সন্দর্ভ—তৃতীয়াংশ, শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ—চতুর্থাংশ, ভক্তি-সন্দর্ভ—পঞ্চমাংশ এবং প্রীতি সন্দর্ভ—ষষ্ঠাংশ। শ্রীমদ্ভাগবতী-সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার বিচার ও সিদ্ধান্ত এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।"

—'ষট্‌সন্দর্ভ', সঃ তোঃ ১১।১০

৪। 'প্রেমতরঙ্গিণী' পুস্তিকা কি অধুনা সুলভ ?

"শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য-কৃত সংস্কৃত 'প্রেমতরঙ্গিণী'-নাম্নী পুস্তিকা অতিশয় দুর্ল্লভ। আমদের নিকটে তাহার একটি প্রতিলিপি আছে, তাহা লিপিকারের ভ্রমে পরিপূর্ণ এবং অনেক স্থলে অর্থ হয় না। যদি কোন মহাত্মার নিকট আর একখানি প্রতিলিপি থাকে, তবে তাহা কৃপা করিয়া আমাদিগকে দিলে আমরা ঐ গ্রন্থের একটা কিনারা করিতে পারি। আমরা কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক বৈষ্ণবগণকে জানাইতেছি যে, তাঁহারা এ বিষয়ে আমাদের প্রতি একটু কৃপাকটাক্ষ করেন।"

—'শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্য', সঃ তোঃ ৯।১২

৫। গ্রাম্য ও পারমার্থিক সংবাদপত্রের পার্থক্য কি ? পূর্ব্ব মহাজনদিগের রচনার চমৎকারিতা কাহার নিকট প্রতিভাত ?

"যে-সকল সংবাদপত্র প্রতিদিন নূতন কথা লিখিয়া পাঠকগণের সুখ বিধান করেন, তাঁহারা জড়-বিষয়ে বিচিত্র নূতন-কথা বলিতে পারেন; হরিকথা সেরূপ নয়, হরিকথা কখনই পুরাতন হয় না। যতবার বলা যায় বা শুনা যায়, ততই রসের উদয় হয়। হে পাঠকবর্গ! যদি হরিকথায় রতি থাকে, তবে মহাজনগণের বর্ণনা পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করুন। এই পত্রিকার আকার ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে প্রতি-সংখ্যায় পূর্ব্ব-মহাজন-কৃত ভক্তিরস-বর্ণন ও সিদ্ধান্ত এক-এক ফর্ম্মায় প্রকাশ করা উচিত বোধ করি। খোসগল্প যে-স্থলে নাই, সে স্থলে পরমার্থবিৎ পণ্ডিতদিগের পূর্ব্ব-রচনা কিছু কিছু থাকা আবশ্যক। এই সংসার খোসগল্পময়, ইহার মধ্যে শ্রীসজ্জনতোষণীর যে হরিভক্তিতত্ত্ব ও লীলা-বর্ণন স্বল্পাক্ষরে পাওয়া যায়, তাহার আস্বাদনে পরাঙ্মুখ হইবেন না। আমাদের নিজ রচনা অপেক্ষা পূর্ব্ব সাধুদিগের রচনা এ বিষয়ে অধিক আদৃত হইবে, ইহতে সন্দেহ কি ?

আর এক কথা এই—যাঁহারা কেবল কিছু রচনা পড়িলেই সুখ পান, তাঁহাদিগের পূর্ব্ব সাধুদিগের ভক্তিপূর্ণ রচনা পড়া আবশ্যক। ক্রমে ক্রমে

সেই সকল গ্রন্থের রস প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে সুখ বৃদ্ধি করিবে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের নিজ-রচনা বা নবীন প্রণালীর রচনা ভাল লাগে, কিন্তু যখন আমরা গাঢ়রূপে পূর্ব্ব-মহাজনদিগের রচনার রসে প্রবেশ করি, তখন আর আমাদের নবীন রচনা ভাল লাগে না। ইহার মূল-তাৎপর্য্য এই যে,—'আমরা মনে করি, আমরা পূর্ব্বমহাজনগণ অপেক্ষা ভাল রচনা করিতে পারি'; কিন্তু এই ভ্রমটি যখন দূর হয়, তখন আর নবীন রচনা ভাল লাগে না। মহৎ লোক ও কবি সর্ব্বদা জগতে আসেন না। তাঁহারা বিরল, সুতরাং শ্রীজয়দেব-রূপাদির পর আর ভাল কবি দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার যখন শ্রীকৃষ্ণের কোন কৃপা-পাত্র জগতে আবির্ভূত হইবেন, তখনই আমরা শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীভাগবতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় অন্যান্য গ্রন্থ দেখিতে পাইব। বর্ত্তমান কবিদিগের কাব্যে বা রচনায় সুখ বোধ করা কেবল 'দুগ্ধাভাবে ঘোলে দুগ্ধের স্বাদ পাইয়াছি' মনে-করা মাত্র।

আমাদের নিকট পূর্ব্ব মহাজনদিগের রচনা অপেক্ষা অন্য কিছুই মধুর বলিয়া বোধ হয় না। আহা! হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু অপেক্ষা একখানি অধিক শিক্ষাপূর্ণ রসগ্রন্থ আর কে লিখিতে পারে? ধন্য শ্রীরূপগোস্বামী! ধন্য শ্রীসনাতন গোস্বামী! তাঁহাদের রচনা অপেক্ষা মধুর ও তত্ত্বপূর্ণ রচনা আমরা দেখিতে পাই না। হে পাঠকবর্গ! প্রতিদিন 'শ্রীব্রহ্মসংহিতা', 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত', 'শ্রীভাগবতামৃত'-গ্রন্থের রস আস্বাদন করুন।"

—'নিবেদন', সঃ তোঃ ১০।৫

৬। শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুরই কি বঙ্গভাষার আদি কবি?

"শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বঙ্গভাষার আদি কবি বটেন। গীতি-রচনায় তৎপূর্ব্বে চণ্ডীদাস প্রভৃতি অনেক মহাত্মা লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই কাব্য-রচনা করেন নাই। শ্রীমালাধর বসুর গ্রন্থ 'কৃষ্ণমঙ্গল' (কৃষ্ণ-বিজয়) গীতি-মধ্যে পরিগণিত আছে।"

—'শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস' প্রবন্ধ

৭। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা কোন্ কোন্ গ্রন্থে পাওয়া যায়? 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থখানি সর্ব্বতোভাবে অবলম্বনীয় কেন?

"গোস্বামী মহোদয়গণ অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে

মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচুররূপে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মহাপ্রভুর নিজ রচনা বলিয়া তন্মধ্যে কিছুই লেখা হয় নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রামাণিক গ্রন্থ। তাহাতে প্রভুর চরিত্র ও উপদেশ যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং ঐ সমস্ত উপদেশ গোস্বামী মহোদয়দিগের বাক্যে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইযাছে। এতন্নিবন্ধন শ্রীচরিতামৃতের এত অধিক আদর সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর অব্যবহিত পরেই উদিত হইয়া গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীমহাপ্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্যবৃন্দ শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীদাস গোস্বামী প্রভৃতি অনেকেই শ্রীকবিরাজ গোস্বামীকে চরিতামৃত-রচনে সাহায্য করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীকবিকর্ণপূর 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকম্' এবং শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রীকবিরাজ গোস্বামীকে অনেক বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন। সকল দিক্ বিচার-পূর্ব্বক আমরা শ্রীচরিতামৃতকে অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলাম।" —চৈঃ শিঃ ১।২

৮। উপন্যাসাকারেও হরিকথা-প্রসঙ্গ-শ্রবণে জীবের কোন মঙ্গললাভ হয় কি?

"আজকাল লোকেরা উপন্যাস পড়িতে ভালবাসেন। উপন্যাসের মধ্যে হোমিওপ্যাথিক ডোজে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। কেন না, বিষয়ীদিগের চিত্তে স্বল্প পরিমাণ তত্ত্বকথা প্রবেশ করিতে করিতে চিত্তকে ভক্তিবিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত করিতে পারে।" —'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১০।১২

৯। সহজিয়া-পুঁথিগুলিকে বিন্দুমাত্রও আদর করা উচিত কি?

"অমৃতরসাবলী গ্রন্থখানি আবার সহজিয়া-পুঁথি। ইহাতে লেখা আছে,—'সহজ কাহাকে বলে বুঝিতে নারিল। সহজ না জন্মিলে জন্ম অসার্থক হৈল'॥

এই প্রকার পুস্তিকা বাউল ও সহজিয়াদিগের নিকট অনেক আছে। আমরা কোনও সময় পুস্তক অন্বেষণ করিতে গিয়া এইরূপ অনেকগুলি পুস্তক পাইয়াছিলাম। পড়িতে পড়িতে ঘৃণা হইল, গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়া পবিত্র হইলাম।" —'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১০।১২

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী-ব্রত-মাহাত্ম্য

শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী-ব্রতের মহিমা।
কি বলিব আমি শাস্ত্রে দিতে নারে সীমা॥
প্রহ্লাদ-নৃসিংহ-সংবাদ পুরাণবচন।
উদ্ধারি সংক্ষেপে করিতে আত্মশোধন॥
একদা প্রহ্লাদ শ্রীশ্রীনৃসিংহ দর্শনে।
নিবেদন করে কিছু তাঁহার চরণে॥
বলেন নৃসিংহদেব প্রহ্লাদের প্রতি।
চতুর্দ্দশী-ব্রতে আমার একান্ত প্রীতি॥
ভবদাবাগ্নির ভয় আছে যে-জনার।
সযত্নে করিবে ব্রতবর এ' আমার॥
শ্রেষ্ঠ ব্রত জানিয়াও যে করে লঙ্ঘন।
ঘোর নরকে পড়িবে নাহি নিবারণ॥
যাবৎ অরুণ শশী আছে বিদ্যমান।
তাবৎ নরকবাস বিধির বিধান॥
এই ব্রতে অধিকার আছে সবাকার।
বিশেষে মোর ভক্ত একনিষ্ঠজনার॥
ইহা শুনি প্রহ্লাদের হইল বিনয়।
শ্রীনৃসিংহদেবে বলে বচন বিনয়॥
"হে ভগবন্! হে নৃসিংহমূর্ত্তিধারিন্।
সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনকারী, হে স্বামিন্॥
তব শ্রীচরণে মম আত্যন্তিকী ভক্তি।
উদিত হইল কিসে হে জগৎপতি!
কেনই বা প্রিয় তব এ অধম ছার।
বিস্তারিয়া বল নাথ কারণ ইহার॥"
প্রহ্লাদের আবেদনে দেবশিরোমণি।
প্রসন্ন বদনে বলে পূর্ব্বের কাহিনী॥

"হে বৎস ! শুন তব ভক্তির কারণ।
যেরূপে পাইলে তুমি মোর দরশন ॥
পূর্ব্বকালে জন্মেছিলে ব্রাহ্মণের ঘরে।
কিছুমাত্র অধ্যয়ন না ছিল অন্তরে ॥
'বসুদেব' নামে তুমি ছিলে যে বিদিত।
বেশ্যা সঙ্গে কাম ভোগে ছিলে অনুরক্ত ॥
পুণ্য সদাচার আদি কিছু কর নাই।
বেশ্যাসক্তিতে তোমার জন্ম বৃথা যায় ॥
অকস্মাৎ অজ্ঞাতে মোর নৃসিংহ-ব্রত।
করিয়া পালন, তুমি হ'লে মহাভক্ত ॥"
এই কথা শুনি' প্রহ্লাদ পুনঃ জিজ্ঞাসে।
"আরো বিস্তারিয়া বল আমার সকাশে ॥
কা'র পুত্র ছিনু, মোর কি কর্ম্মসাধন।
বেশ্যাসক্তিতে কিরূপে বা ব্রত-পালন ॥
হে অচ্যুত, হে স্বামিন্, হে দেব নৃসিংহ !
ইতি বৃত্তান্ত শুনিতে অত্যন্ত আগ্রহ ॥"
ভক্তবৎসল হরি বলেন তখন।
"শুন হে বৎস, পূর্ব্ব জন্মের বর্ণন ॥
পূর্ব্বে অবন্তিপুরে ছিল এক ব্রাহ্মণ।
'বসুশর্ম্ম' নামে খ্যাত বেদপরায়ণ ॥
হোমাদি ব্রহ্মক্রিয়ায় সদা তৎপর।
অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে দেবে পূজে নিরন্তর ॥
জন্মকাল হ'তে পাপ নাহি অনুমাত্র।
পুণ্য কর্ম্মে লিপ্ত এই তাঁহার চরিত্র ॥
পরমভক্তিমতী সুশীলা নামে খ্যাত।
তাঁ'র পরিণীতা ভার্য্যা জগতে বিদিত ॥
যথাকালে বসুবীর্য্যে সুশীলা-উদরে।
জন্মিলেন পঞ্চপুত্র এক এক করে ॥

সবেই পিতৃভক্ত সদাচার বিদ্বান্।
কেবল কনিষ্ঠ 'তুমি' বেশ্যাপরায়ণ॥
বেশ্যা সঙ্গে মজি' মন নানা পাপে রত।
ভজন পূজন অধ্যয়ন পুণ্য ব্রত॥
আর শুভ কর্ম্ম সব দূরে পরিহরি'।
হীনাচার মদ্যপান আদি যত করি॥
এক দিন বেশ্যাসাথে ভীষণ বিবাদ।
তাতে হ'ল তোমাদের মনেতে বিষাদ॥
মনের দুঃখে তোমরা সেই দিবা-রাত্র।
নিরাহারে কাটাইলে শোধিতে শরীর॥
সেইদিন ছিল মোর চতুর্দ্দশী-ব্রত।
করিয়া বিবাদ হইল অজ্ঞানেতে ব্রত॥
এই ব্রতফলে লভি' অনেক সুকৃতি।
হইল বৈকুণ্ঠ-ধামে তোমাদের গতি॥
এইরূপে তব শুদ্ধভক্তির উদয়।
যাহাতে লভিলে তুমি মোর পাদচয়॥
বিশেষ কার্য্যেতে এবে এসেছ ধরায়।
যাইবে বৈকুণ্ঠে পুনঃ আমার সেবায়॥
এই ব্রতফলে স্বর্গে সর্ব্ব দেবগণে।
দিব্য ভোগ করে অতি হরষিত মনে॥
ব্রহ্মা সৃষ্টি করে এই ব্রতের প্রভাবে।
ত্রিপুর অসুর বধে শূলপাণি শিবে॥
নরগণ যদি পালে এ' ব্রতবিধান।
শত কোটি কল্পেও না হয় পুনর্জন্ম॥
এ' ব্রত-প্রভাবে হয় আরো কত ফল।
বলবিহীন ব্যক্তির হয় মহাবল॥

বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির বিধান সুলভ ।
পুত্রহীনব্যক্তির হয় সুপুত্রলাভ ॥
আকস্মিক পুত্রশোক না হয় কখন ।
পবিত্রতা লভিয়া ভাগ্যের আনয়ন ॥
হে বৎস !
কতবা কহিব এই ব্রতের মহিমা ।
চতুর্ম্মুখ, বিধাতাও দিতে নারে সীমা ॥"
স্ত্রী-পুরুষ সবে এই ব্রতের বিধানে ।
সংসার হইতে যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধামে ॥
প্রহ্লাদং হৃদয়াহ্লাদং ভক্তাবিদ্যাবিদারণম্ ।
শরদিন্দুরুচিং বন্দে শ্রীনৃসিংহদেবং হরিম্ ॥

—শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ-২২)

পাপী ব্যক্তি কৃষ্ণজনের সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণে প্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক যেরূপ শুদ্ধ হইতে পারে তপস্যাদি দ্বারা সেরূপ পবিত্রতা লাভ হয় না।

যন্নামধেয়-শ্রবণানু-কীর্ত্তনাৎ
যৎ প্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্ন দর্শনাৎ ॥
অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্ ।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥

(ভাঃ ৩।৩৩।৬-৭)

হে ভগবন্, কুকুরভোজী চণ্ডালও যখন আপনার নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, নমস্কার ও স্মরণ-প্রভাবে তৎক্ষণাৎ সোম-যজ্ঞের অধিকারী হয়, তখন

আমার ন্যায় যিনি আপনার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাঁহার ভাগ্যের কথা আর কি বলিব !

যাঁহার জিহ্বাগ্রে আপনার নাম বিরাজমান তিনি শ্বপচকুলোদ্ভূত হইলেও অতীব পূজ্যতম। কারণ তিনি পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মে সর্ববিধ তপস্যা, যজ্ঞ, তীর্থ-স্নান, সদাচার এবং সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন।

শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি—

ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ।

(ভাঃ ১১।১৪।২১)

আমার প্রতি নিষ্ঠাযুক্তভক্তি চণ্ডালকেও তাহার জাতিদোষ হইতে শোধন করে।

নামকৌমুদীগ্রন্থেও কোন কোন স্থলে, উপাসকের ইচ্ছাবশেই ভক্তি তাঁহার প্রারব্ধ পাপ হরণ করেন—ইহা কথিত হইয়াছে। ভক্তিবলে পাপ-বাসনার নাশ হয়, তাহা শ্রীভাগবত ৬।২।১৭ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদান-ব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রি সেবয়া।

তপঃ, দান ও ব্রতাদি পাপীর পাপসকল নষ্ট করে সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা অধর্ম্মোত্থ হৃদয়মালিন্য বা পাপবাসনার সূক্ষ্ম সংস্কারগুলি বিনষ্ট হয় না, কেবল পরমেশ্বর শ্রীহরির পাদপদ্মসেবা-প্রভাবেই তাহা বিশোধিত হয়। পাদ্মেও—

অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখং।
ক্রমেণৈব বিলীয়ন্তে বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্॥

বিষ্ণুভক্তিরত ব্যক্তিগণের অপ্রারব্ধ ফল, কূট, বীজ ও ফলোন্মুখ—এই সকল পাপ ক্রমশঃ বিনষ্ট হয়। অপ্রারব্ধ—যে সকল পাপ কূটত্বাদি কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। কূট-শব্দে যে সকল বীজত্বলাভে উন্মুখ হইয়াছে। বীজ-শব্দে যাহা প্রারব্ধত্ব লাভে উন্মুখ হইয়াছে। ফলোন্মুখ—যাহা প্রারব্ধত্ব লাভে উন্মুখ। তাৎপর্য্য এই যে, অপ্রারব্ধ পাপ—অনাদি কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ পাপাদি, তৎফলে কূট পাপ, তৎফলে বীজ এবং তৎফলে প্রারব্ধ পাপ উৎপন্ন হয়। ভক্তির অবিদ্যানাশকত্ব—

ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত-
আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ।

ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা-

গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্ ॥ (ভাঃ ৪।১১।৩০)

ধ্রুবের প্রতি স্বায়ম্ভুব মনুর উক্তি—পরমাত্মার অন্বেষণকালেই স্বরূপ-বিগ্রহ, আনন্দেন্দ্রিয়, সর্ব্বশক্তিসম্মিলিত ভগবান অনন্তের পরাভক্তি বিধান করিয়া ধীরে ধীরে আমি আমার রূপ অবিদ্যাগ্রন্থি ছেদন করিতে পারিব। পাদ্মেও—

কৃতানুযাত্রা বিদ্যাভির্হরিভক্তিরনুত্তমা।

অবিদ্যাং নির্দ্দহত্যাশু দাবজ্বালেব পন্নগীম্ ॥

দাবাগ্নিশিখা যেমন সর্পীকে শীঘ্র ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ বিদ্যা-সমূহদ্বারা অত্যুত্তম হরিভক্তি অনুসৃত হইলে ঐ ভক্তিও অবিদ্যাকে আশু বিনাশ করে।

ভক্তির সর্ব্বপ্রীণন হেতুত্ব—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন

তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ-ভুজোপশাখাঃ।

প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং

তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ (ভাঃ ৪।৩১।১৪)

বৃক্ষের মূলে জলসেচনফলে উহার স্কন্ধশাখাদির যেরূপ তৃপ্তি হয়, শ্রীঅচ্যুতের পূজা দ্বারাও তদ্রূপ সকলের পূজা হইয়া থাকে।

সুরুচিস্তং সমুত্থাপ্য পদাবনতমর্ভকম্।

পরিষ্বজ্যাহ জীবেতি বাষ্প গদ্গদয়া গিরা ॥

(ভাঃ ৪।৯।৪৬)

বিদ্বেষিণী বিমাতা সুরুচি পদাবনত বালক ধ্রুবকে প্রীতিভরে উত্তোলন ও আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বৎস! চিরজীবী হও। যাঁহার সৌহৃদ্যাদি গুণে শ্রীহরি প্রসন্ন হন, জলের নিম্নদিকে অবস্থানের ন্যায় সকল প্রাণীই তাঁহার নিকট স্বভাবতঃই অবনত হয়।" পাদ্মে—

যেনার্চ্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি।

রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র স্থাবরা জঙ্গমা অপি ॥

যিনি শ্রীহরির অর্চ্চন করিয়াছেন তিনি সমস্ত জগৎকেই তৃপ্ত করিয়াছেন। স্থাবর জঙ্গম সকল প্রাণীই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়। জ্ঞানবৈরাগ্যাদি সর্ব্বসদ্গুণহেতুত্ব—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ (ভাঃ ৫।১৮।১২)

ভগবান শ্রীহরিতে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম জ্ঞানবৈরাগ্যাদি সকল গুণের সহিত দেবগণ তাঁহাতে নিত্য বাস করেন। প্রাকৃত বিষ্ণু-বিমুখ মনোরথের সাহায্যে সর্ব্বদা বহির্ব্বিষয় ভোগে ধাবিত হরিভক্তিহীন ব্যক্তির তাদৃশ গুণসকলের সম্ভাবনা কোথায়? অর্থাৎ তাহা হয় না।

স্বভাবতঃ পরমসুখ দানের দ্বারা কর্ম্মাদি জ্ঞান ও সাধন-সাধ্যবস্তু সকলের হেয়ত্বকারিতা —

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ॥ (ভাঃ ১১।১৪।১৩)

শ্রীভগবান উদ্ধবের প্রতি বলিয়াছেন "হে উদ্ধব, আমাতে সমর্পিতাত্মা ভক্ত আমাকে ত্যাগ করিয়া ইতর ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমপদ, পাতালের প্রভুত্ব, অণিমাদি যোগসিদ্ধি অথবা মোক্ষ কিছুই বাঞ্ছা করেন না। আমি সর্ব্বপুরুষার্থ অপেক্ষা অধিক বলিয়া আমাকেই তাঁহারা ইচ্ছা করেন।"

সাক্ষাৎ শুদ্ধভক্তির নির্গুণতা বলিবার জন্য অন্যান্য সকল কর্ম্মেরই সগুণত্ব প্রতিপাদন—

মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্ম তৎ।
রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসম্॥
(ভাঃ ১১।২৫।১৩)

আমার প্রীতির উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র দাসভাবে অনুষ্ঠিত যে নিত্যকর্ম্ম তাহাই সাত্ত্বিক। ফলাভিসন্ধিমূলে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম—রাজস এবং হিংসার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত এবং দম্ভ-মাৎসর্য্য-মূলে অনুষ্ঠিত প্রাণিহিংসাবহুল কর্ম্ম—তামস।

আমাতে যাহা অর্পিত হয় তাহা মদর্পিত কর্ম্ম। নিষ্ফল অর্থে নিষ্কাম, হিংসাপ্রায়াদি অর্থে দম্ভমাৎসর্য্যাদি সহকারে কৃত কর্ম্ম।

সাক্ষাৎ ভক্তির নির্গুণত্ব কথন,—

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকন্তু যৎ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্ ॥

(ভাঃ ১১।২৫।২৪)

দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞানই সাত্ত্বিক, দেহাদিবিষয়ক বৈকল্পিক জ্ঞান রাজস, আর বালক ও মূক ব্যক্তিগণের জ্ঞানসদৃশ প্রাকৃত জ্ঞানই তামস এবং পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞানই নির্গুণ। সত্ত্বগুণ বিদ্যমান না থাকিলেও ভগবজ্‌জ্ঞান বর্ত্তমান থাকিতে পারে। যথা—

রজস্তমঃ স্বভাবস্য ব্রহ্মন্ বৃত্রস্য পাপ্মনঃ।
নারায়ণে ভগবতি কথমাসীদ্দৃঢ়া মতিঃ॥ (ভাঃ ৬।১৪।১)

শ্রীশুকের প্রতি পরীক্ষিতের প্রশ্ন—

হে ব্রহ্মন্, রজস্তমঃ-স্বভাববিশিষ্ট বৃত্রাসুরের শ্রীভগবানে কিরূপে দৃঢ়া ভক্তি হইল ? তদুত্তরে বৃত্রাসুরের পূর্ব্ব জন্মে শ্রীনারদাদি সাধুসঙ্গের ফলেই হরিভক্তি লাভ হইয়াছে জানাইয়া কেবল সত্ত্বগুণ যে ভক্তির কারণ নহে, তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ভগবৎসঙ্গীর (বৈষ্ণবের) সঙ্গ নিমেষকালমাত্র হইলেও তাহার সহিত স্বর্গের এমন কি মোক্ষেরও তুলনা হয় না, প্রাকৃত বিষয় ভোগের ত' কথাই নাই। তাই ভাঃ ১।১৮।১৩ শ্লোকে কথিত—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যাণাং কিমুতাশিষঃ ॥

এক্ষণে ভগবৎকথায় রুচি উৎপাদনের হেতুত্ব বলিতেছেন—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেব-কথারুচিঃ।
স্যান্মহৎ সেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥

(ভাঃ ১।২।১৬)

ভগবৎকথাশ্রবণে ইচ্ছুক ও শ্রদ্ধালু ব্যক্তির মহৎসেবা (হরিভক্তের সেবা) ও পুণ্যতীর্থ (গঙ্গাদির) সেবাদ্বারা হরিকথায় রুচি জন্মে।

ভক্তপ্রবর শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তিতেও তাহা স্পষ্টীকৃত—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।

মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ (ভাঃ ৭।৫।২৫

হিরণ্যকশিপুর প্রতি প্রহ্লাদের উক্তি—নিষ্কিঞ্চন মহীয়ান্, পরমহংস বৈষ্ণবগণের পদরজে যেকাল পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ ব্যক্তিগণ অভিষিক্ত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের মতি ভগবান উরুক্রমের পাদপদ্মস্পর্শ লাভ করিতে পারে না। অতএব ভগবৎকৃপাপাত্র মহৎ অর্থাৎ শুদ্ধভক্ত-সঙ্গই যে ভগবজ্‌জ্ঞানের কারণ তাহাই প্রমাণিত হইল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, ত্রিংশ অধ্যায়]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০০ পৃষ্ঠার পর)

মোহিনী একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—"হে জনার্দ্দন! বৈশাখ শুক্লপক্ষীয়া একাদশীর কি নাম, কি ফল, কি বিধি—সে সমস্ত আমার নিকট বর্ণন করুন।" যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে মহারাজ! আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করিলেন পূর্ব্বকালে রামচন্দ্র বশিষ্ঠের নিকট এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন।" শ্রীরামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—হে ভগবন্ বশিষ্ঠদেব! ব্রতগণের মধ্যে একটি উত্তম ব্রতের কথা আমার নিকট বর্ণন করুন যাহার দ্বারা সর্ব্বপাপক্ষয় ও সর্ব্বদুঃখ দূরীভূত হয়। আমি সীতা-বিরহজনিত বহু ক্লেশ ভোগ করিয়া ব্যথিত ও ভীত হইয়া এই প্রশ্ন করিতেছি।

শ্রীরামচন্দ্রের প্রশ্ন শুনিয়া বশিষ্ঠদেব বলিলেন—"হে রামচন্দ্র! তোমার এই প্রশ্ন উত্তম হইয়াছে। তোমার বুদ্ধি নিষ্ঠাযুক্ত, মানবের হিতকারক, তোমার নামগ্রহণ দ্বারাই মানবগণ পবিত্র হইয়া থাকে, ব্রতাদির প্রয়োজন হয় না। তথাপি মানবগণের হিতকামনায় তোমার নিকট শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র ব্রতের কথা বলিতেছি। বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষীয়া, সর্ব্বপাপহরা ও শ্রেষ্ঠা একাদশী 'মোহিনী' নামে প্রসিদ্ধা। এই ব্রতের প্রভাবে মানবগণ পাতকরূপ মোহনজাল হইতে বিমুক্ত হয়। এই হেতু তোমার সদৃশ জনগণের এই এই ব্রত করা পালন কর্ত্তব্য। ইহা মহাদুঃখ-বিনাশিনী। এই ব্রতকথা শ্রবণ মাত্রেই সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়।"

"সরস্বতী নদীর তীরে ভদ্রাবতী নামে এক উত্তম পুরী আছে। তথায় চন্দ্রবংশীয়, সত্যপ্রতিজ্ঞ ধৃতিমান্ নামে এক নৃপতি রাজত্ব করিতেন। সেই পুরীতেই ধনপাল নামে সমৃদ্ধিশালী ও পুণ্যকর্ম্মা এক বৈশ্য বাস করিতেন। ঐ বৈশ্য নানাস্থানে জলাশয়, কূপ, মঠ, উদ্যান, তড়াগ ও গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন। সেই বৈশ্য বিষ্ণুভক্তরত শান্তস্বভাব ছিল। সুমনা, দ্যুতিমান্, মেধাবী, সুকৃত ও ধৃষ্টবুদ্ধি নামে তাঁহার পাঁচটি পুত্র। তন্মধ্যে পঞ্চম পুত্র ধৃষ্টবুদ্ধি সর্ব্বদা মহাপাপে রত থাকিত। সে পরস্ত্রী-সঙ্গী বেশ্যাসক্ত, লম্পট দ্যূতক্রীড়াদি বাসনাসক্ত ছিল। দেবার্চ্চন, ব্রাহ্মণ ও মাতাপিতার সেবায় তাহার মতি ছিল না। সে অন্যায় কার্য্যে রত, দুষ্টস্বভাব, পিতৃধন-ক্ষয়কারক, অভক্ষ্য-ভক্ষণ ও সুরাপানে সর্ব্বদা রত থাকিত। সে বেশ্যার স্কন্ধে হস্ত-স্থাপন করিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহার এইরূপ স্বভাবদৃষ্টে পিতা তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। আত্মীয়-স্বজনগণও তাহাকে পরিত্যাগ করিল। তখন সে নিজদেহের অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া কিছুদিন চালাইল। পরে ধনক্ষয়বশতঃ বেশ্যাগণ গালিবর্ষণ-পূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ করিল। তখন ধনবস্ত্রহীন, ক্ষুধায় পীড়িত ধৃষ্টবুদ্ধি চিন্তা করিতে লাগিল,—আমি কি করি, কোথায় যাই, কিরূপেই বা জীবনধারণ করি।

অবশেষে সে নিজগ্রামে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিলে রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া পিতার গৌরবে কিন্তু মুক্ত হইল। এইভাবে কয়েকবার ধৃত ও মুক্ত হইয়াও যখন সে চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিল না, তখন রাজা তাহাকে কারাগারে নিগড়বদ্ধ করিলেন। বিচারে সে কশাঘাত-দণ্ড ভোগ করিল। কারাভোগের পর অনন্যোপায় হইয়া বনে প্রবেশপূর্ব্বক পশুপক্ষী বধ করিয়া তাহাদের মাংসে উদর ভরণ করিতে লাগিল। এই-ভাবে পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের ফলে দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত হইয়া সে পাপে নিমগ্ন হইয়াছিল।

এইরূপ কর্ম্ম কখনই সুখদায়ক নহে। সুতরাং সে দিবারাত্রি দুঃখশোকে পীড়িতই হইতেছিল। এইভাবে বহুদিন গতে এক সময়ে কোনও পুণ্যফলে কৌণ্ডিন্য ঋষির আশ্রমসন্নিকটে উপস্থিত হইল। বৈশাখ মাসে ঋষিবর গঙ্গাস্নান করিয়া নিজের আশ্রমে ফিরিতেছিলেন। এমন সময়ে শোকভারে পীড়িত ধৃষ্টবুদ্ধি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে ঋষির বস্ত্র হইতে এক বিন্দু জল তাহার শরীরে পড়িল। তাহাতে ধৃষ্টবুদ্ধির পাপ ও সমস্ত অশুভ দূর

হইয়া সহসা শুভবুদ্ধির উদয় হইল। তখন সে কৌণ্ডিন্য ঋষির সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল—

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যে পুণ্যপ্রভাবে আমার এই দুঃখ হইতে মুক্তি হয় তাহা দয়াপূর্ব্বক বর্ণন করুন। ঋষিবর বলিলেন, বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে মোহিনী নামক যে প্রসিদ্ধা একাদশী আছে আমার কথানুসারে তুমি সেই ব্রত পালন কর। এই ব্রতফলে মনুষ্যগণের বহুজন্মার্জ্জিত মেরুতুল্য পাপরাশিও ক্ষয়িত হইয়া থাকে।"

ভগবান বশিষ্ঠ বলিলেন,—কৌণ্ডিন্য ঋষির এই বাক্য শুনিয়া প্রসন্নচিত্তে ধৃষ্টবুদ্ধি সেই ব্রত পালন করিল। হে নৃপশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র! এই ব্রত পালন করিয়া ধৃষ্টবুদ্ধি নিষ্পাপ হইল। সে দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সর্ব্বোপদ্রবরহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল। ত্রিলোকে মোহিনী ব্রতের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্রত নাই। যজ্ঞাদি, তীর্থস্নান, দান—এই ব্রতের ষোলভাগের একভাগও নহে। এই ব্রতকথার পঠন ও শ্রবণ হইতেও গো-সহস্রদানের ফললাভ হইয়া থাকে।

—পণ্ডিত শ্রীযুত নবীনচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণ-তীর্থ

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

(শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত)

পঞ্চম অধ্যায়

অন্তর্দ্বীপ—শ্রীমায়াপুর

জয় জয় শ্রীচৈতন্য শচীর নন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ জাহ্নবা-জীবন॥
জয় নবদ্বীপধাম সর্ব্বধাম-সার।
যথা কলিযুগে হৈল গৌর অবতার॥
নিত্যানন্দ প্রভু বলে শুনহ বচন।
ষোল ক্রোশ নবদ্বীপ যথা বৃন্দাবন॥
এ ষোল ক্রোশ মধ্যে দ্বীপ হয় নয়।
অষ্টদল পদ্ম যেন জলেতে ভাসয়॥
অষ্টদল অষ্টদ্বীপ মধ্যে অন্তর্দ্বীপ।
তার মাঝে মায়াপুর মধ্যবিন্দু-টিপ॥
মায়াপুর যোগপীঠ সদা গোলাকার।
তথা নিত্য শ্রীচৈতন্যের বিবিধ বিহার॥
ত্রিসহস্র ধনু তার পরিধি প্রমাণ।
সহস্রেক ধনু তার ব্যাসের বিধান॥
এই যোগপীঠ মাঝে বৈসে পঞ্চতত্ত্ব।
অন্যস্থান হইতে যোগপীঠের মহত্ত্ব॥

অতি শীঘ্র গুপ্ত হবে প্রভুর ইচ্ছায়।
ভাগীরথী-জলে হবে সংগোপিত প্রায় ॥
কভু পুন প্রভু-ইচ্ছা হবে বলবান্।
প্রকাশ হইবে ধাম হবে দীপ্তমান ॥
নিত্যধাম কভু কালে লোপ নাহি হয়।
গুপ্ত হ'য়ে পুনর্ব্বার হয় ত' উদয় ॥
ভাগীরথী-পূর্ব্বতীরে হয় মায়াপুর।
মায়াপুরে নিত্য আছেন আমার ঠাকুর
লোকদৃষ্ট্যে সন্ন্যাসী হইয়া বিশ্বম্ভর।
ছাড়ি নবদ্বীপ ফিরে দেশ দেশান্তর ॥
বস্তুত গৌরাঙ্গ মোর নবদ্বীপধাম।
ছাড়িয়া না যায় কভু মায়াপুর গ্রাম ॥
দৈনন্দিন লীলা তাঁর দেখে ভক্তগণ।
তুমিও দেখহ জীব গৌরাঙ্গ-নর্ত্তন ॥
মায়াপুর অন্তে অন্তর্দ্বীপ শোভা পায়।
গৌরাঙ্গ দর্শন ব্রহ্মা পাইল যথায় ॥
ওহে জীব চাহ যদি দেখিতে সকল।
পরিক্রমা কর তুমি হইবে সফল ॥
প্রভুবাক্য শুনি জীব সজল নয়নে।
দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে প্রভুর চরণে ॥
কৃপা যদি কর প্রভু এই অকিঞ্চনে।
সঙ্গে লয়ে পরিক্রমা করাও আপনে।
জীবের প্রার্থনা শুনি নিত্যানন্দরায় ॥
তথাস্তু বলিয়া নিজ মানস জানায় ॥
প্রভু বলে, "ওহে জীব অগ্ন মায়াপুর।
করহ দর্শন কল্য ভ্রমিব প্রচুর ॥"
এত বলি নিত্যানন্দ উঠিল তখন।
পাছে পাছে উঠে জীব প্রফুল্লিত মন ॥
চলে নিত্যানন্দরায় মন্দ মন্দ গতি।
গৌরাঙ্গপ্রেমেতে দেহ সুবিহ্বল অতি ॥
মোহনমূরতি প্রভু ভাবে ঢলঢল।
অলঙ্কার সর্ব্বদেহে করে ঝলঝল ॥
যে চরণ ব্রহ্মা শিব ধ্যানে নাহি পায়।
শ্রীজীবে করিয়া কৃপা সে পদ বাড়ায় ॥
পাছে থাকি জীব লয় পদাঙ্কের ধূলি।
সর্ব্ব অঙ্গে মাখে চলে বড় কুতূহলী ॥
জগন্নাথ মিশ্র-গৃহে করিল প্রবেশ।
শচীমাত'-শ্রীচরণে জানায় বিশেষ ॥
শুনগো জননী এই জীব মহামতি।
শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রিয়দাস ভাগ্যবান্ অতি ॥
বলিতে বলিতে জীব আছাড়িয়া পড়ে
ছিন্নমূল তরু যেন বড় বড় ঝড়ে ॥
শচীর চরণে পড়ি যায় গড়াগড়ি।
সাত্ত্বিক বিকার দেহে করে হুড়াহুড়ি ॥
কৃপা করি শচীদেবী কৈল আশীর্ব্বাদ।
সেই দিন সেই গৃহে পাইল প্রসাদ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া শচীদেবী আজ্ঞা যবে পাইল
নানা অন্ন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিল ॥
শ্রীবংশীবদনানন্দ প্রভু কতক্ষণে।
শ্রীগৌরাঙ্গে ভোগ নিবেদিল সযতনে ॥
ঈশান ঠাকুর স্থান করি অতঃপর।
নিত্যানন্দে ভুঞ্জাইল হরিষ অন্তর ॥
পুত্র-স্নেহে শচীদেবী নিত্যানন্দে বলে।
খাও বাছা নিত্যানন্দ জননীর স্থলে ॥
এই আমি গৌরচন্দ্রে ভুঞ্জানু গোপনে।
তুমি খাইলে বড়সুখী হই আমি মনে ॥
জননীর বাক্যে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
ভুঞ্জিল আনন্দে জীব অবশিষ্ট পায় ॥
জীব বলে ধন্য আমি মহাপ্রভু-ঘরে।
পাইনু প্রসাদ অন্ন এই মায়াপুরে ॥

ভোজন করিয়া তবে নিত্যানন্দরায়।
শচীদেবী-শ্রীচরণে হইল বিদায় ॥
যাইবার কালে সঙ্গে বংশীকে লইল।
শ্রীজীব বংশীর পদে প্রণতি করিল ॥
জীব প্রতি বলে প্রভু "এ বংশীবদন।
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়বংশী জানে ভক্তজন ॥
ইহার কৃপায় জীব হয় কৃষ্ণাকৃষ্ট।
মহারাস লভে সবে লইয়া সতৃষ্ণ ॥
দেখ জীব এই গৃহে চৈতন্যঠাকুর।
আমা সবা লয়ে লীলা করিল প্রচুর ॥
এই দেখ জগন্নাথ মিশ্রের মন্দির।
বিষ্ণুপূজা নিত্য যথা করিতেন ধীর ॥
এই গৃহে করিতেন অতিথি-সেবন।
তুলসী-মণ্ডপ এই করহ দর্শন ॥
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র গৃহে ছিল যতকাল।
পিতার আচার পালিতেন ভক্তপাল ॥
এবে সব বংশীঠাকুরের তত্ত্বাধীনে।
ঈশান নির্ব্বাহ করে প্রতি দিনে দিনে ॥
এই স্থানে ছিল এক নিম্ব বৃক্ষবর।
প্রভুর পরশে বৃক্ষ হৈল অগোচর ॥"
যত কাঁদে নিত্যানন্দ করিয়া বর্ণন।
জীব বংশী দুহে তত করেন ক্রন্দন ॥
দেখিতে দেখিতে তথা আইল শ্রীবাস
চারিজনে চলে ছাড়ি জগন্নাথ-বাস ॥
শত ধনু উত্তরেতে শ্রীবাস অঙ্গন।
জীবে দেখাইল প্রভু আনন্দিত মন ॥
শ্রীবাস-অঙ্গনে জীব যায় গড়াগড়ি।
স্মরিয়া প্রভুর লীলা প্রেমে হুড়াহুড়ি ॥
শ্রীজীব উঠিবামাত্র দেখে এক রঙ্গ।
নাচিছে গৌরাঙ্গ ল'য়ে ভক্ত অন্তরঙ্গ ॥
মহাসংকীর্ত্তন দেখে বল্লভনন্দন।
সর্ব্ব ভক্ত মাঝে প্রভুর অপূর্ব্ব নর্ত্তন ॥
নাচিছে অদ্বৈত প্রভু নিত্যানন্দরায়।
গদাধর হরিদাস নাচে আর গায় ॥
শুক্লাম্বর নাচে আর শতশত জন।
দেখিয়া প্রেমেতে জীব হৈল অচেতন ॥
চেতন পাইলে আর সে রঙ্গ না ভায়।
কাঁদি জীব গোস্বামী করেন হায় হায় ॥
কেন মোর কিছু পূর্ব্বে জনম নহিল।
এমন কীর্ত্তনানন্দ ভাগ্যে না ঘটিল ॥
প্রভু নিত্যানন্দ-কৃপা অসীম অনন্ত।
সেই বলে ক্ষণকাল হৈল ভাগ্যবন্ত ॥
ইচ্ছা হয় মায়াপুরে থাকি চিরকাল।
ঘুচিবে সম্পূর্ণরূপে মায়ার জঞ্জাল ॥
দাসের বাসনা হৈতে প্রভু-আজ্ঞা বড়।
মায়াপুর ছাড়িতে অন্তর ধড়ফড় ॥
তথা হইতে নিত্যানন্দ জীবে লয়ে যায়।
দশ ধনু উত্তরে অদ্বৈত-গৃহ পায় ॥
প্রভু বলে দেখ জীব সীতানাথালয়।
হেথা বৈষ্ণবের গোষ্ঠী সদাই মিলয় ॥
হেথা সীতানাথ কৈল কৃষ্ণের পুজন।
হুঙ্কারে আনিল মোর শ্রীগৌরাঙ্গ ধন ॥
তথা গড়াগড়ি দিয়া চলে চারিজন।
পঞ্চধনু পূর্ব্বে গদাধরের ভবন ॥
তথা হইতে দেখাইল নিত্যানন্দরায়।
সর্ব্ব পারিষদগৃহ যথায় তথায় ॥
ব্রাহ্মণমণ্ডলী গৃহ করিয়া দর্শন।
তবে চলে গঙ্গাতীরে হর্ষে চারিজন ॥
মায়াপুর সীমাশেষে বৃদ্ধ শিবালয়।
জাহ্নবীর তটে দেখে জীব মহাশয় ॥

প্রভু বলে মায়াপুরে ইনি ক্ষেত্রপাল।
প্রৌঢ়ামায়া শক্তি অধিষ্ঠান নিত্যকাল॥
প্রভু যবে অপ্রকট হইবে তখন।
তাঁহার ইচ্ছায় গঙ্গা হইবে বর্দ্ধন॥
মায়াপুর প্রায় গঙ্গা আচ্ছাদিবে জলে।
শতবর্ষ রাখি পুনঃ ছাড়িবেন বলে॥
স্থান মাত্র জাগিবেক গৃহ না রহিবে।
বাসহীন হয়ে কতকাল স্থিত হবে॥
পুন কভু প্রভু-ইচ্ছা হয়ে বলবান।
হবে মায়াপুরে এইরূপ বাসস্থান॥
এই সব ঘাট গঙ্গাতীরে পুনঃ হবে।
প্রভুর মন্দির করিবেন ভক্ত সবে॥
অদ্ভুত মন্দির এক হইবে প্রকাশ।
গৌরাঙ্গের নিত্যসেবা হইবে বিকাশ॥
প্রৌঢ়ামায়া বৃদ্ধশিব আসি পুনরায়।
নিজকার্য্য সাধিবেক প্রভুর ইচ্ছায়॥
এত শুনি জীব তবে করযোড় করি।
প্রভুরে জিজ্ঞাসে বার্ত্তা পদ-যুগ ধরি॥
ওহে প্রভু তুমি শেষ তত্ত্বের নিদান।
ধামরূপ নামতত্ত্ব তোমারি বিধান॥
যদিও প্রভুর ইচ্ছামতে কর্ম্ম কর।
তবু জীব-গুরু তুমি সর্ব্ব-শক্তিধর॥
গৌরাঙ্গে তোমাতে ভেদ যেই জন করে
পাষণ্ডী মধ্যেতে তারে বিজ্ঞজন ধরে॥
সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তুমি লীলা'-অবতার।
সংশয় জাগিল এক হৃদয়ে আমার॥
যে সময়ে গঙ্গা লুকাইবে মায়াপুর।
কোথা যাবে শিবশক্তি বলহ ঠাকুর॥
নিত্যানন্দ বলে জীব শুনহ বচন।
গঙ্গার পশ্চিম ভূমি করহ দর্শন॥

ঐ উচ্চ চূড়া দেখ পারডাঙ্গা নাম।
তথা আছে বিপ্রমণ্ডলীর এক গ্রাম॥
তাহার উত্তরে আছে জাহ্নবী পুলিন।
ছিন্নডেঙ্গা বলি তারে জানেন প্রবীণ॥
এইত পুলিনে এক নগর বসিবে।
তথা শিবশক্তি কিছু দিবস রহিবে॥
ও' পুলিনমাহাত্ম্য কে কহিবারে পারে
রাসস্থলী আছে যথা জাহ্নবীর ধারে॥
বালুময় ভূমি বটে চর্ম্মচক্ষে ভায়।
রত্নময় নিত্যধাম দিব্য লীলা তায়।
মায়াপুর হয় শ্রীগোকুল মহাবন।
পারডাঙ্গা সট্টীকার স্বরূপ গণন॥
তথা আছে বৃন্দাবন শ্রীরাসমণ্ডল।
কালে ঐ স্থানে হবে গান কোলাহল॥
মায়াপুর শ্রীপুলিন মধ্যে ভাগীরথী।
সব ল'য়ে গৌরধাম জান মহামতি॥
পঞ্চ ক্রোশ ধাম যেবা করিবে ভ্রমণ।
মায়াপুর শ্রীপুলিন করিবে দর্শন॥
ফাল্গুনপূর্ণিমা দিনে যে করে ভ্রমণ।
পঞ্চ ক্রোশ ভক্তসহ পায় নিত্যধাম॥
ওহে জীব গূঢ় কথা শুনহ আমার।
শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি শোভে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার
ঐ কালে মিশ্রবংশোদ্ভব বিপ্রগণ।
সট্টীকার ধামে লবে শ্রীমূর্ত্তিরতন॥
চারিশত বর্ষ গৌর-জন্মদিন ধরি।
হইলে শ্রীমূর্ত্তি-সেবা হবে সর্ব্বোপরি॥
এই সব কথা এবে রাখ অপ্রকাশ।
পরিক্রমা কর হ'য়ে অন্তরে উল্লাস॥
বৃদ্ধশিব-ঘাট হৈতে ত্রিধনু উত্তর।
গৌরাঙ্গের নিজ ঘাট দেখ বিজ্ঞবর॥

এই স্থানে বাল্যলীলা ছলে গৌরহরি।
ভাগীরথী-ক্রীড়া করিলেন চিত্ত ভরি॥
যমুনার ভাগ্য দেখি হিমাদ্রি-নন্দিনী।
বহুতপ কৈল হৈতে লীলার সঙ্গিনী॥
কৃষ্ণ কৃপা করি বলে দিয়া দরশন।
গৌররূপে তব জলে করিব ক্রীড়ন॥
সেই লীলা কৈল হেথা ত্রিভুবন রায়।
ভাগ্যবান্ জীব দেখি বড় সুখ পায়॥
পঞ্চদশ ধনু যেই ঘাট তদুত্তরে।
মাধাইয়ের ঘাট বলি ব্যক্ত চরাচরে॥
তার পাঁচধনুর উত্তরে ঘাটশোভা।
নাগরীয়া জনের সর্ব্বদা মনোলোভা।
বারকোণা ঘাট এই অতীব সুন্দর॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিলেন প্রভু আজ্ঞাধর॥
এই ঘাটে দেখ জীব পঞ্চশিবালয়।
পঞ্চতীর্থ লিঙ্গ পঞ্চ সদা জ্যোতির্ম্ময়॥
এই চারি ঘাট মায়াপুর শোভা করে।
যথায় করিলে স্নান সর্ব্বদুঃখ হরে॥
মায়াপুর-পূর্ব্বদিকে আছে যেই স্থান।
অন্তর্দ্বীপ বলি তার নাম বিদ্যমান॥
এবে প্রভু ইচ্ছামতে লোক-বাসহীন।
এইরূপ স্থিতি রহে আরো কত দিন॥
কতকালে পুন হেথা লোকবাস হবে।
প্রকাশ হইবে স্থান নদীয়া গৌরবে॥
ওহে জীব অদ্য তুমি রহ মায়াপুরে।
কল্য ল'য়ে যাব আমি সীমন্ত নগরে॥
এত শুনি জীব তবে বলেন বচন।
সংশয় উঠিল এক করহ শ্রবণ॥
যবে গঙ্গাদেবী মায়াপুর আচ্ছাদন।
উঠাইয়া লইবেন না রবে গোপন॥
সেই কালে ভক্তগণ কোন্ চিহ্ন ধরি।
প্রকাশিবে গুপ্তস্থান বল ব্যক্ত করি॥
জীবের বচন শুনি নিত্যানন্দরায়।
বলিলা উত্তর তবে অমৃতের প্রায়॥
শুন জীব গঙ্গা যবে আচ্ছাদিবে স্থান।
মায়াপুর এক কোণ রবে বিদ্যমান॥
তথায় যবন-বাস হইবে প্রচুর।
তথাপি রহিবে নাম তার মায়াপুর॥
অবশিষ্ট স্থানের পশ্চিম-দক্ষিণেতে।
পঞ্চশত ধনু পারে পাইবে দেখিতে॥
কিছু উচ্চ স্থান সদা তৃণ-আবরণ।
সেই স্থান জগন্নাথ মিশ্রের ভবন॥
তথা হৈতে পঞ্চধনু বৃদ্ধ-শিবালয়।
এই পরিমাণ ধরি' করিবে নির্ণয়॥
শিবডোবা বলি' খাত দেখিতে পাইবে
সেই খাত গঙ্গাতীর বলিয়া জানিবে॥
ভক্তগণ এইরূপে প্রভুর ইচ্ছায়।
প্রকাশিবে লুপ্ত স্থান জানিহ নিশ্চয়॥
প্রভুর শতাব্দী চতুষ্টয় অন্ত যবে।
লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের যত্ন হ'বে তবে॥
শ্রীজীব বলেন,—প্রভু বলহ এখন।
অন্তর্দ্বীপ নামের যে যথার্থ কারণ॥
প্রভু বলে,—এই স্থানে দ্বাপরের শেষে
তপস্যা করিল ব্রহ্মা গৌর-কৃপা-আশে॥
গোবৎস গোপাল সব করিয়া হরণ।
ছলিল করিয়া মায়া গোবিন্দের মন॥
নিজ মায়া পরাজয় দেখি' চতুর্ম্মুখ।
নিজ-কার্য্যদোষে বড় পাইল অসুখ॥
বহু স্তব করি' কৃষ্ণে করিল মিনতি।
ক্ষমিল তাহার দোষ বৃন্দাবনপতি॥

তবু ব্রহ্মা মনে মনে করিল বিচার।
ব্রহ্মবুদ্ধি মোর হয় অতিশয় ছার॥
এই বুদ্ধি-দোষে কৃষ্ণপ্রেমেতে রহিত।
ব্রজলীলা-রসভোগে হইনু বঞ্চিত॥
গোপাল হইয়া জন্ম পাইতাম আমি।
সেবিতাম অনায়াসে গোপিকার স্বামী
সে লীলারসেতে মোর না হইল গতি।
এবে শ্রীগৌরাঙ্গে মোরে না হয় কুমতি
এই বলি' বহুকাল অন্তর্দ্বীপ-স্থানে।
তপস্যা করিয়া ব্রহ্মা রহিল ধেয়ানে॥
কতদিনে গৌরচন্দ্র করুণা করিয়া।
চতুর্ম্মুখ-সন্নিধানে কহেন আসিয়া॥
ওহে ব্রহ্মা তব তপে তুষ্ট হ'য়ে আমি।
আসিলাম দিতে যাহা আশা কর তুমি
নয়ন মেলিয়া ব্রহ্মা দেখি' গৌররায়।
অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়িল তথায়।
ব্রহ্মার মস্তকে প্রভু ধরিলা চরণ।
দিব্যজ্ঞান পেয়ে ব্রহ্মা করয় স্তবন॥
আমি দীনহীন অতি অভিমান-বশে।
পাসরিয়া তব পদ ফিরি জড়রসে॥
আমি, পঞ্চানন, ইন্দ্র আদি দেবগণ।
অধিকৃত দাস তব শাস্ত্রের লিখন॥
শুদ্ধদাস হৈতে আমাদের ভাগ্য নয়।
অতএব মায়া মোহ-জাল বিস্তারয়॥
প্রথম পরার্দ্ধ মোর কাটিল জীবন।
এবে ত' চরম চিন্তা করয়ে পোষণ।
দ্বিতীয় পরার্দ্ধ মোর কাটিবে কেমনে।
বহির্ম্মুখ হইলে যাতনা বড় মনে॥
এইমাত্র তব পদে প্রার্থনা আমার।
প্রকট-লীলায় যেন হই পরিবার॥
ব্রহ্মবুদ্ধি দূরে যায় হেন জন্ম পাই।
তোমার সঙ্গেতে থাকি' তব গুণ গাই
ব্রহ্মার প্রার্থনা শুনি' গৌর ভগবান্।
'তথাস্তু' বলিয়া বর করিলেন দান॥
যে সময়ে মম লীলা প্রকট হইবে।
যবনের গৃহে তুমি জনম লভিবে॥
আপনাকে হীন বলি' হইবে গেয়ান।
হরিদাস হ'বে তুমি শূন্য-অভিমান॥
তিন লক্ষ হরিনাম জিহ্বাগ্রে নাচিবে।
নির্য্যাণ-সময়ে তুমি আমাকে দেখিবে॥
এই ত' সাধনবলে দ্বিপরার্দ্ধ-শেষে।
পাবে নবদ্বীপধাম মজি' নিত্যরসে॥
ওহে ব্রহ্মা শুন মোর অন্তরের কথা।
ব্যক্ত কভু না করিবে শাস্ত্রে যথা তথা॥
ভক্তভাব ল'য়ে ভক্তিরস আস্বাদিব।
পরম দুর্ল্লভ সংকীর্ত্তন প্রকাশিব॥
অন্য অন্য অবতারকালে ভক্ত যত।
ব্রজরসে সবে মাতাইব করি রত॥
শ্রীরাধিকা-প্রেম-বদ্ধ আমার হৃদয়।
তাঁ'র ভাবকান্তি ল'য়ে হইব উদয়॥
কিবা সুখ রাধা পায় আমারে সেবিয়া।
সেই সুখ আস্বাদিব রাধা-ভাব লৈয়া॥
আজি হৈতে তুমি মোর শিষ্যতা লভিবে
হরিদাস-রূপে মোরে সতত সেবিবে॥
এত বলি' মহাপ্রভু হৈল অন্তর্দ্ধান।
আছাড়িয়া পড়ে ব্রহ্মা হইয়া অজ্ঞান॥
হা গৌরাঙ্গ দীনবন্ধো ভকতবৎসল।
কবে বা পাইব তব চরণকমল॥
এই মত কতদিন কাঁদিতে কাঁদিতে।
ব্রহ্ম-লোকে গেল ব্রহ্মা কার্য্য সম্পাদিতে
নিতাই-জাহ্নবা-পদে আশা মাত্র যা'র।
নদীয়া-মাহাত্ম্য গায় দীনহীন ছার॥

রাখে হরি মারে কে ?

চরিত্র

মুলুকপতি (মোশ্লেম রাজ)
গোরাই কাজী
নগররক্ষী
হরিদাস ঠাকুর
১ম নাগরিক
২য় নাগরিক
মুখুজ্যে মশাই (জনৈক সজ্জন)
১ম পাইক
২য় পাইক
ছদ্মবেশী কৃষ্ণ
গায়ক

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য—রাজপ্রাসাদ

মুলুকপতি ও গোরাই কাজীর প্রবেশ।

[মুলুকপতি সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন]

গোরাই কাজী—(কুর্ণিশপূর্ব্বক) জাঁহাপনা, পবিত্র মোশ্লেম ধর্ম্মের মধ্যে অনাচার প্রবেশ করেছে। এর প্রতিবিধান করা দরকার।

মুলুকপতি—কিরূপ অনাচারের কথা বল্‌ছেন ?

গোরাই কাজী—বূঢ়ন গ্রামের মোশ্লেম কুলোদ্ভব হরিদাস স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে কাফের হিঁদুর ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে।

মুলুকপতি—যা'র যে ধর্ম্মে রুচি, সে যদি সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করে তা'তে কি এসে যায় ?

গোরাই কাজী—হুজুর, সেই বেধর্ম্মী হরিদাস ইসলাম ধর্ম্মকে হেয় প্রতিপন্ন কর্‌বার উদ্দেশ্যেই হিঁদু ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে।

মুলুকপতি—তার কি প্রমাণ আছে ?

গোরাই কাজী—আপনি বিশ্বাস করুন হুজুর ! ঐ ছোঁড়াটা দিনের মধ্যে সর্ব্বক্ষণই হরিনাম নিচ্ছে, একটি বারও আল্লা-নাম ভুলেও

নেয় না। উপরন্তু সে বর্ত্তমানে ফুলিয়ায় এসে তথাকার সাধারণ লোককে কাছে এনে সদাই হরিনাম কর্‌বার জন্য উৎসাহিত কর্‌ছে। এটা কি তা'র অন্যায় নয়? সে মুসলমান হয়ে আল্লার নাম না নিয়ে সদাই হরিনাম কর্‌তে থাকায় অনেকেই মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি আস্থা হারাচ্ছে। এতে লোকের সহজেই ধারণা হচ্ছে যে, মুসলমান ধর্ম্মের থেকে হিঁদু ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বলেই ঐ মুসলমান ছোঁড়াটা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেছে। ফলে মুসলমান ধর্ম্মের কলঙ্ক ঘোষিত হচ্ছে।

মুলুকপতি—হরিদাসের জন্য যদি প্রকৃতই মুসলমান ধর্ম্মের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, তা'হলে প্রতিকার অবশ্যই করতে হবে।

গোরাই কাজী—হুজুর! এইভাবে ঐ হরিদাস ইসলাম বংশে জন্মে অনাচারে লিপ্ত হয়ে খোদাতাল্লাকে অস্বীকার করেছে। আল্লার কাছে সে বড় অপরাধী। আল্লা-দ্বেষীর দণ্ডদান কর্ত্তব্য।

মুলুকপতি—হরিদাস কি তা'র অপরাধ স্বীকার করবে?

গোরাই কাজী—আলবৎ স্বীকার করবে! সে তার অপরাধ স্বীকার না কর্‌লে হাজার হাজার লোক সাক্ষী আছে ও বহু প্রমাণ আছে।

মুলুকপতি—বেশ, তা'হলে হরিদাসকে নিয়ে আসুন। যদিও হরিদাসের ত্রুটি অমার্জ্জনীয়, তথাপি তা'কে একবার বুঝিয়ে নিজ মোশ্লেম ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য বলা উচিত। যদি তৎসত্ত্বেও সে একান্তই হিঁদু ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌তে চায় তখন তা'র উপযুক্ত দণ্ডদানের ব্যবস্থা করা হবে।

গোরাই কাজী—জি-হুজুর!

(মুলুকপতির গমন)

গোরাই কাজী—শুভ কাজে বিলম্ব নাই। কোনক্রমে আল্লার দয়ায় জাঁহাপনাকে মত করিয়েছি; এখন বেশী দেরী কর্‌লে হয়ত আবার মত বদলে যেতে পারে। যাই,—তাড়াতাড়ি গিয়ে হরিদাসকে রাজসভায় নিয়ে আসি। (প্রস্থান)

২য় দৃশ্য—গোরাই কাজীর বহির্কক্ষ

গোরাই কাজীর প্রবেশ।

গোরাই কাজী—(চিন্তিত হইয়া) নগররক্ষীকে খবর পাঠালাম, এখনও তো এলো না। বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে যে! আজকে আমায় রাজসভায় হরিদাসকে নিয়ে যেতেই হবে।

[নগররক্ষীর প্রবেশ]

নগররক্ষী—সেলাম হুজুর! আপনি আমায় ডেকেছেন ?

গোরাই কাজী—কে ? (পশ্চাৎ ফিরিয়া) ও নগররক্ষী…তুমি এসেছো! তোমার কথাই ভাবছিলাম। শোন, এখনই গিয়ে সেই হরিদাস ছোঁড়াটাকে আমার এখানে নিয়ে এসো। দেখো যেন মোটেই বিলম্ব না হয়!

নগররক্ষী—জি-হুজুর, সেলাম!　　(প্রস্থান)

গোরাই কাজী—হরিদাস ছোঁড়াটা বলির যোগ্য হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু তা'কে বিচারের হাড়-কাঠে না পুর্‌তে পার্‌লে শান্তি নেই! বেটা শয়তান…মোস্লেম-কুলাঙ্গারটা ভালোয় ভালোয় যদি মত পরিবর্ত্তন করে তো বাঁচবে, নইলে জানে-প্রাণে মর্‌বে। আমিও একবার না হয় তা'কে বুঝিয়ে বলি,—দেখি সে কি বলে।

[ইত্যবসরে হরিদাস সহ নগররক্ষীর প্রবেশ]

নগররক্ষী—(সেলামপূর্ব্বক) হুজুর, এই সেই বেধর্ম্মী হরিদাস!

গোরাই কাজী—(হরিদাসের প্রতি) হরিদাস, তুমি মুসলমান নও ? পবিত্র মুসলমান ধর্ম্মের মর্য্যাদা হানি করে কাফের হিঁদু ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌তে তোমার লজ্জা বা ভয় হয় না ? তুমি জান না যে তুমি কত বড় অপরাধী!

হরিদাস—হুজুর, একথা সত্য আমি ইস্‌লাম বংশজাত। কিন্তু আমার জিহ্বা 'আল্লা' নাম নিতে গিয়ে 'কৃষ্ণ' বলে ফেলে। মনে ভাবি 'আল্লা' 'আল্লা' বলে ডাকৃব, কিন্তু কেন জানি না, 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বল্‌তে আমার বড় ভাল লাগে। আহা, ঐ কৃষ্ণ-নামটি আল্লা নামের থেকে কোটীগুণ মধুর! ঐ মধুর নাম ছেড়ে কি থাকৃতে পারা যায়! এতে আমার যে কি অপরাধ তা' বুঝ্‌তে পারৃছি না।

গোরাই কাজী—তা'হলে তুমি একান্তই হিঁদুর দেবতার নাম কর্‌বে? আল্লা-নাম নেবে না?

হরিদাস—আমার রসনায় অনুক্ষণ যে নাম উচ্চারিত হবে, সেই নামই নেব।

গোরাই কাজী—তুমি ইচ্ছা কর্‌লে ঐ রসনাতেই আল্লা-নাম নিতে পার। এটা তোমার বেয়াদবী ছাড়া আর কিছু নয়।

হরিদাস—হুজুর, তা' কি সম্ভব? কই,—আপনার রসনায় আপনি ইচ্ছা ক'রে একবার কৃষ্ণ-নাম বলুন তো?

গোরাই কাজী—তো—বা, তো—বা! ঐ কাফের লম্পট পুরুষটার নাম নিলে আমায় দোজকে যেতে হবে।

হরিদাস—কি বল্‌লেন হুজুর? আমার কৃষ্ণ লম্পট! তাঁকে বুঝ্‌বার ক্ষমতা ঐ পাষণ্ড মোশ্লেমদের নেই। এক কৃষ্ণ বহু হয়েছেন, একই সময়ে কত বিভিন্ন লীলা করেছেন,—তা' বুঝবার ক্ষমতা স্থূল-মস্তিষ্ক নরাধমদের নাই। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ,—হা কৃষ্ণ, তোমার আপমান আর সহ্য হয় না! হা লীলা-পুরুষোত্তম, তোমার নামে এ কি কলঙ্ক!

(চক্ষে জল আসিল)

গোরাই কাজী—শোন হরিদাস, তুমি এখনও মত পরিবর্ত্তন কর। নিরাকার আল্লাই তোমার সেব্যবস্তু। তুমি আল্লা-নাম বল।

হরিদাস—ওগো, কৃষ্ণ-নাম নিলে কি আর কারোর নাম নিতে হয়! পৃথিবীর সমস্ত কিছু ঐ নামের মধ্যেই আছে।

গোরাই কাজী—তুমি বড় হিঁদুর দেবতার ভক্ত হয়েছো দেখ্‌ছি! জেনে রাখ,—এর পরিণাম অত্যন্ত খারাপ হবে; এমন কি তোমার জীবনান্তও হতে পারে।

হরিদাস—জীবনান্ত! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ, যাঁ'র নাম শুনে মৃত্যুও ভয়ে ভীত হয়, যিনি সকল ভয়ের ভীতিস্বরূপ,—তাঁ'র নাম নিয়ে থাক্‌লে পরিণামে কি খারাপ হতে পারে? কাজীজী, আপনার ধারণা অহৈতুক ও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

গোরাই কাজী—তুমি বড় বাড়্ বেড়েছো দেখ্ছি হরিদাস! তুমি আমাকেও অপমান কর্‌তে সাহসী হয়েছে! দেখি, তুমি কা'র বলে বলীয়ান্? চল, তোমায় আগে জাঁহাপনার কাছে নিয়ে যাই; তাঁর মত করিয়ে তোমায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কর্‌ব,—তবেই আমার নাম গোরাই কাজী!!

হরিদাস—কাজীজী, আমি কিছুতেই ভীত নহি। আপনি যে খোদাতালার বলে বলীয়ান্, আমিও তাঁরই বলে বলীয়ান্। আপনি যেখানে খুশী আমায় নিয়ে চলুন, আমি যেতে প্রস্তুত।

গোরাই কাজী—(নগররক্ষীর প্রতি) শোন নগররক্ষী! তুমি এই দুষ্টটার হাত দু'টো শক্ত করে শিকল দিয়ে বেঁধে সত্বর জাঁহাপনার দরবারে নিয়ে চল। দেখো, যেন এ কোনক্রমে পালিয়ে না যায়।

নগররক্ষী—(কাজীর প্রতি) জো-হুকুম হুজুর!

(হরিদাসকে দৃঢ়রূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া হরিদাসের প্রতি) এইবার চল্। পিপীলিকার পালক ওঠে মর্‌বার তরে! তোমার একান্তই মর্‌বার সাধ দেখ্ছি।

(কাজীকে সেলাম করত হরিদাসকে লইয়া প্রস্থান)

গোরাই কাজী—ছোঁড়াটাকে তো অনেক বুঝালাম, কিন্তু ও' কিছুতেই আল্লা-নাম নিতে রাজী নয়। উল্টে আমাকে ও ইসলাম ধর্ম্মকে অপমান কর্‌ল! ওকে সাজা দিতেই হবে! হা আল্লা, মেহেরবান্—আমায় কৃপা কর। আমি যেন জাঁহাপনার মত করিয়ে ওকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কর্‌তে পারি। (প্রস্থান)

৩য়—দৃশ্য

নগরপথ

১ম নাগরিক ও ২য় নাগরিকের প্রবেশ।

১ম নাগরিক—শুনেছো ভায়া, হরিদাসকে কাজী ধরে নিয়ে গেছে।

২য় নাগরিক—কই, তা' তো শুনি নি; কোথায় তা'কে নিয়ে গেল রে?

১ম নাগরিক—হা আল্লা, তাও বুঝো না!...রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেছে তা'কে।

২য় নাগরিক—কেন? তা'র বিচার হবে নাকি?

১ম নাগরিক—বিচার তো হবেই; দেখো আবার শূল দণ্ড বা ফাঁসি না হয়ে বসে!

২য় নাগরিক—তা' কাজী যেরূপ রাগী লোক, ফাঁসি দিতেও পারে। একে বলে রাজার কোপ—বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।

১ম নাগরিক—হরিদাস যা পাপ করেছে, তার ফল তো ভোগ করতে হবে। সে বেশ ছিল বাপু, ঐ হিঁদুর দেবতার নাম নিয়েই তা'র কাল হ'ল।

২য় নাগরিক—ও সব মতিচ্ছন্ন দশা! আরে ভাই, আমরা পূর্ব্বপুরুষ থেকে ইসলামধর্ম্মী। আল্লা নাম আমাদের মেদে, মজ্জায়, রক্তে, মাংসে মিশে গেছে। এখন আবার অন্য ধর্ম্ম নেওয়া যায় নাকি?

১ম নাগরিক—তা' হলেই বোঝ, ও সব হরিদাসের বাহাদুরী নয় কি?

২য় নাগরিক—(সহসা দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত) ওরে ভাই, ঐ যে হরিদাসকে নগররক্ষী ধরে নিয়ে যাচ্ছে, দেখ্‌ছি। দেখ্, দেখ্, ঐ রাজাপ্রাসাদ যাবার পথ ধরেছে ব'লে মনে হচ্ছে!

১ম নাগরিক—(দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করত) হ্যাঁ, তাইতো বটে! কই, কাজীকে তো যেতে দেখ্‌ছি না!

২য় নাগরিক—তবে তুই বল্‌লি কাজী হরিদাসকে ধরে নিয়ে গেছে—অথচ কাজীর কোন হদিশই নেই!

১ম নাগরিক—আরে, কাজী কি আর না যাবে ভাই! কাজী না গেলে বাদশার মত করিয়ে ওকে দণ্ডটা দেবে কে?

২য় নাগরিক—তা যা' বলেছো,—কাজীকে তো যেতেই হবে।

১ম নাগরিক—চল্, সেখানে গিয়ে ব্যাপারটা কি হয় দেখ্‌বি?

২য় নাগরিক—তা' গেলে মন্দ হয় না! তাই চল। (উভয়ের প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৯ পৃষ্ঠার পর)

একসময়ে বল্লভ ভট্ট নামে এক পণ্ডিত শ্রীধর স্বামীর টীকা অবজ্ঞা করিয়া নিজকৃত টীকা মহাপ্রভুকে শুনাইতে চাহিলেন, মহাপ্রভু কিন্তু তাহা শুনিলেন না। প্রভু ভট্টকে অবহেলা করিলেন দেখিয়া নীলাচলবাসী ভক্তগণও তাহার ব্যাখ্যা গ্রাহ্য করিলেন না। তখন ভট্ট মর্ম্মাহত হইয়া শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শরণাগত হইলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন—

* * * "নিলু তোমার শরণ।
তুমি কৃপা করি রাখ আমার জীবন॥
কৃষ্ণনাম-ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ।
তবে মোর লজ্জাপঙ্ক হয় প্রক্ষালন॥"

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত বড়ই সঙ্কটে পড়িলেন, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। স্বয়ং মহাপ্রভু বল্লভকে উপেক্ষা করিয়াছেন, সুতরাং তিনি কি করিয়া ভট্টের মন রক্ষা করিবেন? আবার এদিকে মানদ-ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া বল্লভের মনে আঘাত দিতেও পারেন না। শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে অনুমতি অপেক্ষা না করিয়াই ভট্ট তাঁহার ব্যাখ্যা পাঠ করিতে লাগিলেন। শ্রীল গদাধর মনে মনে কৃষ্ণের শরণ লইলেন, আর প্রার্থনা করিলেন—"এ সঙ্কটে কৃষ্ণ, রাখ লইলাম শরণ।"

শ্রীল গদাধর মহাপ্রভুর বিরাগভাজন হইবার বিশেষ আশঙ্কা করিতেছিলেন না; কারণ তিনি জানিতেন যে মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্, সুতরাং তিনি সকলের মনের ভাব বিশেষরূপে অবগত আছেন। "আমি কিরূপ অবস্থায় পড়িয়া বল্লভের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি, তাহা মহাপ্রভু নিশ্চয়ই বুঝিবেন। কিন্তু প্রভুর ভক্তগণ সকলে আমার মনের কথা বুঝিতে পারিবেন না, তাই তাঁহারা আমাকে 'বল্লভের সঙ্গী' মনে করিয়া আমার সঙ্গ ত্যাগ করিবেন"—ইহাই ছিল পণ্ডিত গোস্বামীর ভয়।

বল্লভের প্রতি গদাধরের এইরূপ প্রীতি উপলক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কিছু ক্রোধের ভাব প্রকাশ করিলেন। পণ্ডিত তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ যেমন রুক্মিণীকে উপহাস করিলে রুক্মিণী ভীতা হইয়াছিলেন, এক্ষণে গদাধর

প্রভুও মহাপ্রভুর এইরূপ কৃত্রিম ক্রোধের কারণ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। একদিন স্বরূপ গোস্বামী পণ্ডিতকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"মহাপ্রভু তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য উপেক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং তুমি তাহাতে ভীত না হইয়া মহাপ্রভুকে ওলাহন দিলে না কেন?" গদাধর বলিলেন—"প্রভু সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি, তাঁহার সহিত হঠ করা ভাল মনে করি না।" গদাধর পণ্ডিত তাঁহার প্রিয়তম মহাপ্রভুর সকল প্রকার স্নেহ অত্যাচার সহ্য করিলেন। অবশেষে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার সেবায় মুগ্ধ হইয়া স্নেহভরে পণ্ডিতকে আলিঙ্গন দিয়া কহিলেন—

"আমি চালাইনু তোমা, তুমি না চলিলা।
ক্রোধে কিছু না কহিলা, সকল সহিলা।
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা।
সুদৃঢ় সরলভাবে আমারে কিনিলা।।"

বল্লভ ভট্ট পূর্ব্বে বাৎসল্যরসে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিতেন, কিন্তু গদাধর পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁহার মধুর রসে ভজনে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। বল্লভ ভট্ট শ্রীগদাধরের নিকট হইতে দীক্ষা-মন্ত্র লইতে চাহিলেন। গদাধর পণ্ডিত তাহাতে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু অবশেষে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় তিনি বল্লভকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, পুষ্টিমার্গীয়গণ তাঁহাদের আদিগুরু শ্রীবল্লভাচার্য্যের গৌড়ীয়ানুগত্যের প্রতি উদাসীন হইয়া স্বতন্ত্রমত স্থাপনপূর্ব্বক মূল সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। নীলাচলে অবস্থানকালে একদিন গদাধর পণ্ডিত দীক্ষামন্ত্র বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়া মহাপ্রভুকে জানাইলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিলেন; কিন্তু মহাপ্রভু গদাধরকে তাঁহার পূর্ব্বগুরু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট হইতে পুনরায় মন্ত্রোপদেশ শুনিবার বিচার বলিলেন। এই আদর্শে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্য যে নিত্য তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

"পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণ-প্রেমময়-তনু, উদার সর্ব্ব আর্য।।
পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঞি।
গৌরকথা বিনা তার মুখে অন্য নাই।।
পণ্ডিতের ভাবমুদ্রা বুঝন না যায়।
গদাধর-প্রাণনাথ নাম হৈল যায়।।"

—শ্রীগদাধরদাস ব্রহ্মচারী

প্রবন্ধ ও সম্বন্ধ

প্রবন্ধের শিরোনামা দেখিয়া সহৃদয় পাঠকগণ কি মনে করিবেন তাহা এই ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক চিন্তা করিতে অসমর্থ। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার শুদ্ধসেবকগণ অক্ষজ অসংখ্যমুখী ও বহুরূপী চিন্তা-ধারার পরপারে। তাঁহারা আম্নায়-ধারায় প্রাপ্ত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীতে বা ভক্তিসুধা-মন্দাকিনীতে স্নাত ও পূত; তাঁহাদের বিমল চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ হইয়া বাস্তব সত্যকীর্ত্তনে দৃঢ়সঙ্কল্প। যেখানে নিরপেক্ষভাবে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তনের বা সত্যানুসন্ধিৎসার অভাব, সেইখানেই প্রচ্ছন্ন ভোগবাদ, ত্যাগবাদ অথবা মায়ার রঙ্-বেরঙের সেবাবিমুখিনী বৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত-ধারায় স্নাত প্রভু-নিজ-জনগণের শ্রীপাদপদ্ম হইতে আমায় স্ব-কপোলকল্পিত সেবাচেষ্টা (?), সেবার অনুরূপ বিরাট কর্ম্মতৎপরতা, বিপুল উৎসাহ অথবা কোন কোন সময়ে জাড্য বা অলসতা আমাকে কিরূপে বঞ্চনারাজ্যে ধীরে ধীরে লইয়া যাইতেছে, সে বিষয়ে সাবধান হইয়া আত্মশোধনের জন্য কীর্ত্তনে প্রয়াস পাইতেছি।

বিরাটের বা বিশ্বের চিন্তাধারা মানুষের মস্তিষ্কে স্থান পাইয়াছে। সেই চিন্তাধারা জাগতিক বিচারে কখনও উৎকর্ষতা লাভ করে, কখনও বা অধোস্তরে গতিবিশিষ্ট হয়। জগতের নৈতিক ভাবকে চিন্তারাজ্যের একটা ঔৎকর্ষ বলা যাইতে পারে। নিরীশ্বর চিন্তাধারায় যে নৈতিকভাব, তাহাকে অন্য ভাষায় ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিধি বলিলেও ক্ষতি হয় না। পারমার্থিক জগতে এই স্বেন্দ্রিয়তর্পণপরা নৈতিকতার কোনই স্থান নাই। জাগতিক চিন্তাধারায় এই নৈতিক ভাব ত' দূরের কথা, বাস্তবরাজ্যে প্রবেশের বৈধীমার্গের সর্ব্ব-প্রথম নিয়মাদি পালনের উদ্দেশ্যও যদি অদ্বিতীয় ভোক্তা স্বরাটের সেবা-লাভের পথে না হয়, তাহা হইলেও তাহাও স্বরাটের বিপরীত বিরাটের রাজ্যে লইয়া গিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করিবে। এইজন্যই শাস্ত্র সাবধান করিয়া বলিয়াছেন—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি **কৃষ্ণ নাহি ভজে।**
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥"

এখানে আমরা জাগতিক চিন্তাধারার একটা বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করিতেছি। এই চিন্তাধারাকে মনের ধারা বা মনোধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। মনের গতি সর্ব্বদাই নিম্নদিকে। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতির ফলে যখন আমরা সাধুগুরুকৃপায় স্ব-স্বরূপসন্ধানে একটু সুবুদ্ধি-

বিশিষ্ট হই তখনও এই চিন্তাধারা বা মনের ধারার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই। তখন সেই মনের ধারা নিজের রূপ বদলাইয়া ফেলে। মনোরাজ্যকে তখন সে পারমার্থিক রাজ্যরূপে বাঁধাইয়া অর্থাৎ মনগড়া হরিভজন-প্রণালী সৃষ্টি করিয়া আমাদের সুবুদ্ধিকে ধীরে ধীরে অপসারিত করিতে থাকে। ক্রমশঃ সে মন্থরার বেশ গ্রহণ করিয়া যুক্তবৈরাগ্যের রূপে, গৃহস্থবৈষ্ণবের আস্ফালনে, পরমার্থ আচার ও প্রচারের নামে, গুরু ও বৈষ্ণব-সেবার অনুকরণে স্বভোগ-সন্ধানপর বহুরূপ বিচার দেখাইয়া অসংখ্য কুহকজাল বিস্তার করে।

অদ্বিতীয় ভোক্তা স্বরাট্ পুরুষের অথবা তদভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের খাঁটী খাঁটী মনোঽভীষ্ট প্রচার বা অভিবিধান ব্যতীত যে পরিমাণে আমাদের অন্যান্য বাসনা থাকিবে সেই পরিমাণে আমরা এবম্বিধ বহুরূপী জাগতিক নশ্বর চিন্তাস্রোতে গা' না ভাসাইয়া পারিব না।

জগতে পত্রিকার সংখ্যা কম নহে। প্রত্যেক পত্রিকাই বিভিন্ন প্রকার প্রবন্ধ, কবিতা এবং জাগতিক বিবিধ বিষয়ক সংবাদে পরিপূর্ণ। আবার কোন কোন পত্রিকায় ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রবন্ধাদিও দৃষ্ট হয়। তবে অধিকাংশ পত্রিকাই রাজনীতি-বিষয়ক ব্যাপারে, যুদ্ধ-হাঙ্গামা অথবা মনের ক্ষণিক আনন্দ উৎপাদনকারী বা রঙ্, বে-রঙের ইন্দ্রিয়-তর্পণের ইন্ধন সরবরাহকারী নাটক, নভেল ও প্রণয়পত্রাদিতে পরিপূর্ণ। এ সব বিষয় আমাদের আলোচ্য না হইলেও যে সমস্ত পত্রিকায় ধর্ম্মবিষয়িণী প্রবন্ধাদি দৃষ্ট হয়, সেই সমস্ত পত্রিকার ঐরূপ প্রবন্ধাদির সহিত গৌড়ীয়-বন্ধু শ্রীগৌরহরির মহিমা-কীর্ত্তনকারী শুদ্ধবৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা' অথবা 'শ্রীভাগবত-পত্রিকা' প্রভৃতি পত্রিকাসমূহের অনুসরণকারী শুদ্ধলেখকের বা সেবকের প্রবন্ধাদির কি পার্থক্য রহিয়াছে, গুরুবৈষ্ণবানুগত্যে তাহা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ। তাহার মস্তিষ্ক বহির্মুখ চিন্তাধারায় গঠিত। তজ্জন্য আমরা বদ্ধাবস্থায় নিজে নিজে যে বিষয়ই চিন্তা করি, তাহাই সসীম মস্তিষ্কের অন্তর্গত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, শ্রৌতপন্থার অনুসরণ বা ভগবদ্ভক্তগণের শ্রীমুখ-বিগলিত ভগবৎকথামৃত-ধারায় অবগাহন করিবার সৌভাগ্যরবি উদিত না হইলে অথবা ভাগবতী ধারায় নিত্য, সত্য ও অপ্রাকৃতবাণী সুষ্ঠুরূপে শ্রবণ করিবার বা অনুসরণ করিবার সুযোগ না হইলে আমরা ধর্ম্মবিষয়ে যাহাই চিন্তা করিব এবং সেই চিন্তাধারায় যে-

সমস্ত প্রবন্ধাদি রচনা করিব তাহা মনের উদ্গার ছাড়া আর কিছুই হইবে না বা হইতে পারে না। তজ্জন্য ভাগবতগণ ইহাকে বলেন 'অক্ষজ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ চিন্তাধারা। অক্ষজ চিন্তাধারায় কনক, প্রতিষ্ঠাদিলাভের বা অন্যান্য জাগতিক নশ্বর কোন কিছু প্রাপ্তির আশা ছাড়া আর যে কিছুই নাই, সদ্‌গুরুচরণাশ্রিত প্রবন্ধ-লেখক-মাত্রেই ব্যক্তিগতজীবনে নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিলে তাহা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন। (ক্রমশঃ)

--অধ্যাপক শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণতীর্থ

ইজমালীচকে

বিরাট ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব-সভা

মেদিনীপুর জিলায় ময়না থানার অন্তর্গত ইজমালীচক গ্রাম-নিবাসী জনৈক গৃহস্থ বৈষ্ণব শ্রীযুত শিবরাম দাস মহাশয় তাঁহার মাতা-ঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধকার্য্য শ্রীশ্রীগোস্বামিপাদ গোপালভট্ট-বিরচিত 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা' এবং স্মৃতিরাজ 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'-এর বিধানানুসারে সম্পাদন করেন এবং এই স্মৃতিদ্বয়ের সর্ব্বাধিক প্রাধান্য ও প্রামাণিকতা হেতু গৃহস্থ আশ্রমে প্রয়োজনীয় ধর্ম্মীয় কার্য্যাদি তদনুসারেই সম্পাদন করিতেন। ইহাতে তাঁহার বংশজ ও পাড়াপ্রতিবেশিগণ বলেন যে, স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ ও তদ্‌গুরু রঘুনন্দনের স্মৃতি সাহায্যে এই সকল কার্য্য সম্পাদন না করায় সমস্ত অশুদ্ধ হইয়াছে। পুনরায় ইহার জন্য স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা পতিত-শ্রাদ্ধ করাইতে হইবে। এমন কি, শিবরাম বাবুকে তাঁহার কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা হইতেও বঞ্চিত করা হয়।

বিশ্বে বিশুদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম ও সৎসম্প্রদায় সংরক্ষণে একমাত্র নিরপেক্ষ ও তেজস্বী প্রতিষ্ঠান শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির গুণগ্রাম সর্ব্বত্র শ্রবণ করিয়া শিবরাম বাবু এই অনাচার ও অধর্ম্ম অত্যাচারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শরণাপন্ন হন এবং গ্রামস্থ সকল জন-সাধারণের সহিত আলোচনা করিয়া স্মার্ত্ত-মত ও বৈষ্ণব-মতের কোন্‌টী শাস্ত্র ও বিচার-সঙ্গত তাহা সাব্যস্ত করিতে একটী 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব-সভা' আহ্বানের স্থির করেন। তাহাতে বৈষ্ণবগণের পক্ষ হইতে উক্ত সমিতিকে

যোগদান করিতে অনুরোধ জানান। গত ১৬ই বৈশাখ, ১৩৭৪, ৩০ এপ্রিল ১৯৬৭, রবিবার সভার দিন নির্দ্ধারিত হইল। শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের নির্দ্দেশে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ন্যাসী মহারাজ ও বেদান্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণতীর্থ কয়েকমূর্ত্তি ব্রহ্মচারী সহ উক্ত সভায় যোগদান করেন। উক্ত গ্রামের কালীমন্দির-প্রাঙ্গণে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মার্ত্ত সমাজের পক্ষ হইতে শ্রীযুত বাণীকণ্ঠ সপ্ততীর্থ, শ্রীযুত উমাশঙ্কর পাণ্ডা পৌরোহিত্য বিশারদ, শ্রীযুত অনিল কুমার উথাসিনী কাব্যতীর্থ ও শ্রীকুলদারঞ্জন মিশ্র ঋত্বিকৃশাস্ত্রী এবং আরও অনেকে বক্তৃতামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় একজন বিশিষ্ট সমাজসেবক সভাপতি-পদে এবং পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ প্রধান অতিথি-পদে বৃণীত হন। সন্ধ্যা ৬টায় সভারম্ভ হয়।

সমিতির সেবকগণ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিলে সভার উদ্বোধন হয়। অনন্তর শ্রীমৎ ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ প্রথমে বক্তৃতা আরম্ভ করেন। শাস্ত্র-যুক্তি ও বিচার লইয়া একে একে ব্রাহ্মণ কে, কাহাকে ব্রাহ্মণ বলে, বিষ্ণু বিরোধী জনগণ ব্রাহ্মণ নহেন, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণবই যে সর্ব্বকালপূজ্য ও সর্ব্বশাস্ত্রপূজ্য তাহা বিশদভাবে আলোচনা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া উপস্থিত পণ্ডিত শ্রোতৃগণ বিশেষ মুগ্ধ হন। এই সভায় পার্শ্ববর্ত্তী ৮।৯টা থানা হইতে এবং বহু দূর দূর স্থান হইতে প্রায় ৭।৮ হাজার শ্রোতার সমাবেশ হয়। শ্রীল স্বামীজী মহারাজ বৈষ্ণবস্মৃতি হইতে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের হেয়ত্ব ও অসম্পূর্ণতা শাস্ত্রযুক্তি ও বিচার-মূলে স্থাপন করিলেন। তখন সহস্র সহস্র জনতার ঘন ঘন করতালি বৈষ্ণব-বিচারের শ্রেষ্ঠত্বেই রায় দেন। তারপর উভয় পক্ষ হইতে একের পর এক করিয়া বক্তৃতা হয়। স্মার্ত্তপক্ষ হইতে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি তথা বৈষ্ণবগণের পক্ষ হইতে শ্রীপাদ রাঘব প্রভু, শ্রীপাদ ন্যাসী মহারাজ ও শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডী মহারাজ ক্রমান্বয়ে বক্তৃতা করেন। শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডী মহারাজের বক্তৃতান্তে সভার পরিসমাপ্তি হয়। তাঁহার বক্তৃতা চলা কালে সভাস্থ জনগণ "আরও বলুন, আরও বলুন" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকেন। অপরদিকে স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ আনতবদনে

উপবিষ্ট থাকেন। এ দৃশ্য না দেখিলে বর্ণনা করা যায় না। সভান্তে সপ্ততীর্থ মহাশয় 'আরও কিছু বলিব' বলেন। তৎক্ষণাৎ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পক্ষ হইতেও আরও কিছু বলিবার অনুমতি জনসাধারণের নিকট প্রার্থনা করা হয়। তখন স্মার্ত্ত সপ্ততীর্থ মহাশয় বিপদ গণিলেন এবং আরও কিছু বলা স্তব্ধ করিলেন।

বৈষ্ণবগণের নিকট শাস্ত্রীয় যুক্ত্যাদি শ্রবণ করিয়া স্মার্ত্ত অপেক্ষা বৈষ্ণবমতের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অধিক, শ্রোতৃগণ তখন বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা অনবরত হরিধ্বনি এবং বৈষ্ণবগণের জয়ধ্বনিতে গগন পবন মুখরিত করিতেছেন। রাত্র তখন প্রায় ১১টা। এমত সময়ে স্মার্ত্ত-বক্তৃমণ্ডলীর একজন ক্ষোভে ও বৈষ্ণবের প্রতি জাতক্রোধে উৎপীড়িত হইয়া অশাস্ত্রীয় ভাবে বৈষ্ণবগণের উপর আক্রমণাত্মক ভাব লইয়া বিদ্বেষবহ্নি উদ্গীরণ করিতে থাকেন। শীঘ্রই তাঁহার বাক্যসমূহের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া সভার শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহাকে কিছু উত্তম মধ্যম শিক্ষা দিবার জন্য তৎপ্রতি ধাবিত হইলে সেই রাতের অন্ধকারে বক্তা মহাশয় সভামঞ্চ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া কোথায় যে গা-ঢাকা দিলেন তাহার কোনও হদিশ পাওয়া গেল না।

আরও একটী বিস্ময়কর ও আনন্দ-সংবাদ এই যে, সভাশেষে স্মার্ত্ত সপ্ততীর্থ মহাশয় "সকলেই এক কৃষ্ণেরই উপাসনা করে। ব্রাহ্মণরা যে কৃষ্ণকে পূজা করেন, বৈষ্ণবরাও সেই কৃষ্ণেরই উপাসক; অতএব সকলেই সেই ভগবানের নামে জয়ধ্বনি দিন" বলিয়া আহ্বান জানাইলেন। কিন্তু "অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতং শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং" জ্ঞানে সমস্ত সভা স্তব্ধ হইয়া থাকে। অতঃপর সমিতির সেবকগণ শ্রোতৃমণ্ডলীকে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীগৌর-সুন্দরের নামে জয়ধ্বনি দিতে নিবেদন করিলে সভ্যগণ বিপুল হর্ষ সহকারে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদাচার্য্য, তদুপাস্য শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারী-জীউ এবং বৈষ্ণববৃন্দের তুমুল জয়ধ্বনি দিতে থাকেন। এইভাবে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পক্ষে বিপুল হর্ষধ্বনি, জয়ধ্বনি, কলধ্বনি ও করধ্বনির মাধ্যমে সভার পরিসমাপ্তি হইয়া বিশ্বের ইতিহাসে এই দ্বিতীয়বার ভৌম প্রপঞ্চে পুনরায় ব্রাহ্মণত্ব অপেক্ষা বৈষ্ণবত্বের অধিকতর মাহাত্ম্য স্থাপিত হয়।

১৩১৮ সালের ২২শে ভাদ্র, ইং ১৯১১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় মেদিনীপুর জিলার বালিঘাই-উদ্ধবপুর গ্রামে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তদানীন্তন ভারতবর্ষের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণবের অধিকতর

মাহাত্ম্য সম্পর্কে যে তারতম্যমূলক সিদ্ধান্ত জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, আজ অর্দ্ধ শতাব্দী পরে সেই সকল শ্রৌত সিদ্ধান্ত জগতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত হইয়া শুদ্ধসনাতন ধর্ম্মজগতে এক চিরস্মরণীয় নবযুগের সূচনা করিয়াছে। যে সকল প্রাচীন সজ্জনগণ এই দুইটী সভাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বলিতেছেন—"এই প্রকার বিরাট সভানুষ্ঠান ও সত্যস্থাপন বিশ্বের ইতিহাসে এই দ্বিতীয়বার হইল।"

—নিজস্ব সংবাদদাতা

প্রচার-প্রসঙ্গ

শিলচরে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তের প্রচার

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ অষ্টাদশ দিবস-ব্যাপী আসামের রাজধানী শিলং শহরে বিপুলভাবে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত-বাণী প্রচারান্তে শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজ ও কতিপয় ব্রহ্মচারী সমভি-ব্যহারে গত ২৫শে বৈশাখ, ৯ই মে মঙ্গলবার দিন আসাম প্রদেশে কাছাড় জেলার সদর শিলচর শহরে উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীল স্বামীজী মহারাজ ২৬ ও ২৭শে বৈশাখ উক্ত শহরের বিশিষ্ট অধিবাসী, শিলচর ইলেকট্রিক সাপ্লাই লিমিটেডের ম্যানেজিং এজেন্ট মাননীয় শ্রীযুত বরদাকান্ত দাস মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। ২৮শে বৈশাখ শ্রীঅক্ষয়-তৃতীয়া দিবসে স্থানীয় শ্রীশ্রীহরিসভার সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুত গোপেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অম্বিকাপট্টীস্থ গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। পরদিন ২৯শে বৈশাখ তারিখে স্থানীয় অধরচাঁদ এইচ, ই, স্কুলের মাননীয় শিক্ষক মহোদয়-গণের আগ্রহে স্কুল-প্রাঙ্গণে শ্রীল স্বামীজী মহারাজ ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা প্রদর্শনমুখে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বগুলি সুন্দররূপে বিশ্লেষণপূর্ব্বক একাধারে ছাত্র ও শিক্ষকগণের আনন্দবিধান করেন। অনন্তর শ্রীশ্রীহরিসভার সম্পাদক মহোদয়ের অনুরোধক্রমে স্বামীজী মহারাজ ৩০-৩১শে বৈশাখ এবং ১লা ও ২রা জ্যৈষ্ঠ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত (শ্রীগোবিন্দ ভাষ্য) কীর্ত্তনমুখে তথা ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন-মাধ্যমে শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি শিলচর-বাসিগণের গাঢ় অনুরাগ আনয়ন করিয়াছেন। স্থানীয় জনসাধারণের বিশেষ আগ্রহে স্বামীজী মহারাজ আরও কয়েক দিন শিলচর শহরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। শ্রীপাদ হরিহর ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ স্বামীজী মহারাজের সহিত পরে শিলচরে প্রচারে যোগদান করিয়াছেন।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীরথযাত্রায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ**

চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪ ; ইং ৪।৬।৬৭

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন,—

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** উপলক্ষে আগামী ২২শে আষাঢ় ১৩৭৪, ইং ৭ই জুলাই ১৯৬৭, শুক্রবার হইতে ৩২শে আষাঢ় ১৩৭৪, ইং ১৭ই জুলাই ১৯৬৭, সোমবার পর্য্যন্ত একাদশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ, আরাত্রিক, **মহাপ্রসাদ বিতরণ** প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজন-মুখে বিরাট **মহা-মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিতা হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশ-প্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে **পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের** নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

SHRI GOUDIYA PATRIKA PRESS, NABADWIP.

দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা

১। **২২শে আষাঢ়,** ৭ই জুলাই, শুক্রবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২। **২৩শে আষাঢ়,** ৮ই জুলাই, শনিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত **নগর-সংকীর্ত্তন**-মুখে শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও দিঃ ৯।৩০ গতে **গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন,** পরে গঙ্গা-স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **২৪শে আষাঢ়,** ৯ই জুলাই, রবিবার—**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা।** পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-যোগে রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-বাড়ী শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে গমন। পরে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৪। **২৫শে আষাঢ়,** ১০ই জুলাই, সোমবার **হইতে ২৭শে আষাঢ়,** ১২ই জুলাই, বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা উপাখ্যান পাঠ ও সন্ধ্যা-আরাত্রিকান্তে **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত** ছায়াচিত্রযোগে **শ্রী**গৌরাঙ্গ ও **শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৫। **২৮শে আষাঢ়,** ১৩ই জুলাই বৃহস্পতিবার—**হেরাপঞ্চমী** দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সংকীর্ত্তন।** অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত মঠে **শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ** ও কীর্ত্তন।

৬। **২৯শে আষাঢ়,** ১৪ই জুলাই, শুক্রবার **হইতে ৩১শে আষাঢ়,** ১৬ই জুলাই, রবিবার পর্য্যন্ত তিন দিবস—প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৭॥ টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্র **৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে** শ্রীকৃষ্ণলীলা, **শ্রী**রামলীলা ও **শ্রী**মন্মহা**প্রভুর বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা।**

৭। **৩২শে আষাঢ়,** ১৭ই জুলাই, সোমবার—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা,** পরে শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন; রাত্রে সর্ব্বসাধারণে **মহাপ্রসাদ বিতরণ।**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৯শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৭৪ { ৫ম সংখ্যা

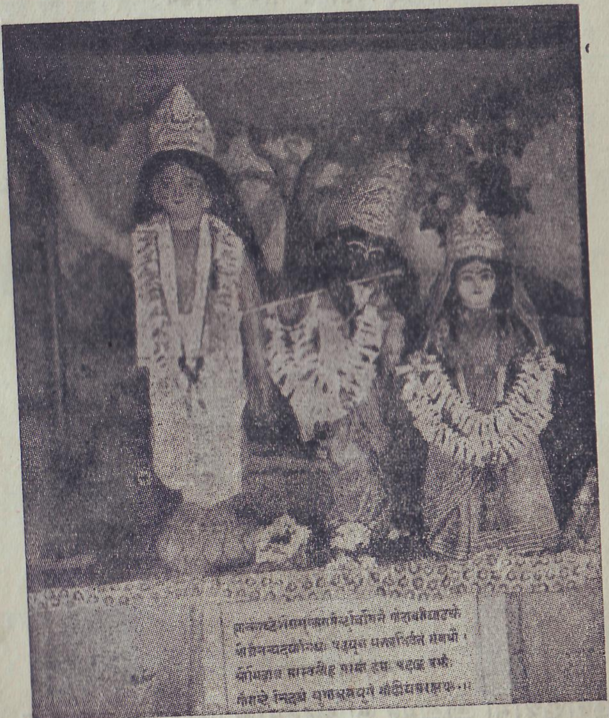

ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৯শ বর্ষ | সঙ্কর্ষণ, ২৫ বামন, ৪৮১ গৌরাব্দ
সোমবার, ৩২ আষাঢ়, ১৩৭৪ ; ইং ১৭।৭।১৯৬৭ | ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্ম-কৃতং "শ্রীশ্রীক্ষীরোদশায়ী-ভগবৎ-স্তুত্যষ্টকম্"

(শ্রীমদ্ভাগবতেঽষ্টম-স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে—৮-১৫)

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

অজাতজন্ম-স্থিতি-সংযমায়া-
গুণায় নির্ব্বাণ-সুখার্ণবায়।
অণোরণিম্নেঽপরিগণ্যধাম্নে
মহানুভাবায় নমো নমস্তে॥ ১॥

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন,—(হে ভগবন্!) আপনার জন্ম ও স্থিতির উপরম হয় না; এবং সত্ত্বাদি প্রাকৃতগুণশূন্য নির্ব্বাণ সুখের সমুদ্র, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম (অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ) মহাপ্রভাবশালী আপনাকে নমস্কার, নমস্কার॥ ১॥

রূপং তবৈতৎ পুরুষর্ষভেজ্যং
শ্রেয়োঽর্থিভির্বৈদিক-তান্ত্রিকেণ।

যোগেন ধাতঃ সহ নস্ত্রিলোকান্
পশ্যাম্যমুষ্মিন্নু হ বিশ্বমূর্ত্তৌ ॥ ২॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ বিধাতঃ, শ্রেয়স্কাম ব্যক্তিরা বৈদিক ও তান্ত্রিক উপায় দ্বারা সর্ব্বদা আপনার এই শ্রীমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। অহো! বিশ্বমূর্ত্তি আপনাতে ত্রিভুবনের সহিত আমাদের সকলকেই অবলোকন করিতেছি ॥ ২ ॥

ত্বয্যগ্র আসীৎ ত্বয়ি মধ্য আসীৎ
ত্বয্যন্ত আসীদিদমাত্মতন্ত্রে।
ত্বমাদিরন্তো জগতোঽস্য মধ্যং
ঘটস্য মৃৎস্নেব পরঃ পরস্মাৎ ॥ ৩ ॥

স্বতন্ত্র আপনাতে এই সকল অগ্রে, মধ্যে ও অন্তে ছিল। মৃত্তিকা যেরূপ ঘটের মূল, তদ্রূপ প্রধান হইতেও শ্রেষ্ঠ আপনি এই বিশ্বের আদি, মধ্য ও অন্ত ॥ ৩ ॥

ত্বং মায়য়াত্মাশ্রয়য়া স্বয়েদং
নির্ম্মায় বিশ্বং তদনুপ্রবিষ্টঃ।
পশ্যন্তি যুক্তা মনসা মনীষিণো
গুণব্যবায়েঽপ্যগুণং বিপশ্চিতঃ ॥ ৪ ॥

হে বিভো, আপনি আত্মাশ্রিত বলিয়া স্বাধীন মায়াদ্বারা এই বিশ্ব নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন,—অতএব আপনাতে সুসমাহিত-চিত্ত শাস্ত্রজ্ঞ মনীষিগণ যোগপরিশুদ্ধ মনের দ্বারা গুণসমূহের পরিণামেও আপনাকে অগুণ দর্শন করেন ॥ ৪ ॥

যথাগ্নিমেধস্যমৃতঞ্চ গোষু
ভুব্যন্নমম্বূদ্যমনে চ বৃত্তিম্।
যোগৈর্মনুষ্যা অধিযন্তি হি ত্বাং
গুণেষু বুদ্ধ্যা কবয়ো বদন্তি ॥ ৫ ॥

যেরূপ মানবগণ মথনাদি উপায়ে কাষ্ঠে অগ্নি, ধেনুতে দুগ্ধ, ভূমিতে অন্ন, জল, পুরুষকার দ্বারা জীবিকা প্রাপ্ত হয়, পণ্ডিতগণ সেইরূপ বুদ্ধিদ্বারা গুণসমূহে আপনাকে প্রাপ্ত হন এবং আপনার সম্বন্ধে বলেন ॥ ৫ ॥

তং ত্বাং বয়ং নাথ সমুজ্জিহানং
সরোজ-নাভাতিচিরেপ্সিতার্থম্ ।
দৃষ্ট্বা গতা নিবৃতিমদ্য সর্ব্বে
গজা দাবার্ত্তা ইব গাঙ্গমম্ভঃ ॥ ৬ ॥

দাবাগ্নিপীড়িত হস্তিগণের গঙ্গাজলপ্রাপ্তির ন্যায় হে প্রভো, পদ্মনাভ আমাদের চিরকালের ঈপ্সিত পরম পুরুষার্থস্বরূপ আপনাকে আবির্ভূত দেখিয়া আমরা সকলে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৬ ॥

স ত্বং বিধৎস্বাখিল-লোকপালা
বয়ং যদর্থাস্তবপাদমূলম্ ।
সমাগতাস্তে বহিরন্তরাত্মন্
কিং বান্যবিজ্ঞাপ্যমশেষসাক্ষিণঃ ॥ ৭ ॥

যে-প্রয়োজনে আমরা অখিল-লোকপাল আপনার পদপ্রান্তে সমাগত হইয়াছি আপনি তাহার বিধান করুন। হে অন্তরাত্মন্, নিখিল-প্রত্যক্ষকারী আপনাকে বাহিরে অন্যের বিজ্ঞাপ্ত কি আছে? ॥ ৭ ॥

অহং গিরিত্রশ্চ সুরাদয়ো যে
দক্ষাদয়োঽগ্নেরিব কেতবস্তে ।
কিং বা বিদামেশ পৃথগ্বিভাতা
বিধৎস্ব শং নো দ্বিজদেবমন্ত্রম্ ॥ ৮ ॥

আমি, শিব এবং অন্যান্য দেবগণ ও দক্ষাদি প্রজাপতিগণ অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় আপনা হইতে পৃথক্‌রূপে প্রতিভাত; অতএব আমরা শ্রেয়ঃ কিই-বা জানি। হে ঈশ, আপনিই দ্বিজ-দেবগণের উপায় বিধান করুন ॥ ৮ ॥

রস, তত্ত্ব, ঐতিহ্য ও আধ্যক্ষিকতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

আলালনাথ

১৭ই আষাঢ়, ১৩৪১

২রা জুলাই, ১৯৩৪

৫ বামন, ৪৪৮ গৌঃ

প্রিয় * *

শ্রীকৃষ্ণ শান্তাদি পাঁচটি রসেরই মূল আশ্রয় এবং রসপঞ্চকের পুষ্টিকারক সাতটি আগন্তুক অস্থায়ী রসের আশ্রয়। গৌরসুন্দর কৃষ্ণ হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন বলিয়া এই দ্বাদশ রসের মূর্ত্তি তাঁহাতেই আছে। কেবল ভেদ এই যে, কৃষ্ণ—সম্ভোগবিচারময়, গৌরসুন্দর—বিপ্রলম্ভ-বিচারযুক্ত; কৃষ্ণ—সেব্যমূর্ত্তি, শ্রীগৌরসুন্দর সেবকের চেষ্টার অভিনয়কারী; সুতরাং সেবকের দ্বাদশ রসোত্থভাব সেব্য কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সর্ব্বদা চেষ্টাময়। উজ্জ্বল-রসে কৃষ্ণের হৃদ্গতভাব স্বয়ংরূপ আশ্রয় শ্রীরাধিকার ভাবে আবৃত। বাৎসল্যরসে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বর্ণিত "কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণরে বাপরে" প্রভৃতি আশ্রয়জাতীয় উক্তিও তাঁহাতেই পাওয়া যায়। খোলাবেচা শ্রীধরাদি সখার ও শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি তিনি সখ্যভাবযুক্ত। ভৃত্য-বিচারে তিনি শিয়ালি ভৈরব, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি ভাবে বিরাজিত। তিনি শ্রীজগন্নাথের রথ স্বীয় মস্তক দিয়া ঠেলিতেছেন স্বয়ং জগন্নাথ হইয়া। সেবাবুদ্ধিতে শ্রীবৃন্দাবন-ধামাদি দর্শনমাত্র করিয়াই শান্তরত্যুদ্দিষ্ট সেবাভাব প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত শ্রীচরিতামৃতের মধ্যলীলার প্রারম্ভে শ্রীস্বরূপ-গদাধরাদির বিচার, শ্রীরামানন্দাদির বিচার, বাৎসল্যরসে পীতাম্বরধৃক্, প্রতাপরুদ্র-তনয়কে আলিঙ্গন-দান, সখ্যরসে দামোদর-স্বরূপ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতির চিন্তাস্রোতোনুগমন, দাস্যরসে গোবিন্দ, কাশীশ্বরাদির ভাবগ্রহণ, গুণ্ডিচা-মার্জ্জনাদি তাঁহাতে সকল রসেরই পূর্ণাভিব্যক্তি আশ্রয়াভিমানিরূপে বিষয় হইয়াও প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং মুরারি ও শ্রীবাসের দাস্যরস বা রামচন্দ্রোপাসনা, কিম্বা আলোয়ারনাথের সেবা প্রভৃতি আচরণগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পরিপূর্ণতম কেবল

উজ্জ্বলরসের অন্তর্নিহিত ভাব-বৈচিত্র্যে অন্যচারিপ্রকার রস ও রসাশ্রিত সেব্য-সেবকোচিত চতুর্ব্বিধ ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে।

পারমার্থিক দৃষ্টির অভাবে প্রকৃত সাহজিক-সম্প্রদায়ের একঘেয়ে মত বিচার করিতে গিয়া আধ্যক্ষিক হওয়াতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কেবল উজ্জ্বলরসের বিগ্রহ জ্ঞান করিয়া অন্য চারিপ্রকার রসের নিজ-নিজ উপলব্ধি রহিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা উজ্জ্বলরসের সহিত অপর রসের তারতম্য-বিচারে বঞ্চিত হওয়ায় এবং উজ্জ্বলরসকেই একমাত্র রস বলিয়া জ্ঞান করায় অন্যান্য সকল রসের সহিত সমপর্য্যায়ে ধারণা করায় অন্যান্য রসের দ্বারা উজ্জ্বলরসের বৈশিষ্ট্য-স্থাপনে বিমুখ হইয়াছেন। জড়জগতের কোন বস্তুতে সর্ব্বরস-সমন্বয় পাওয়া যায় না বলিয়াই শ্রীগৌর ও শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যভেদ ভেদ রহস্য পূর্ণমাত্রায় পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীমুরারির রামচন্দ্র-ভজনকে শ্রীমহাপ্রভু, অথবা শ্রীজীবগোস্বামীর পিতা শ্রীঅনুপমের শ্রীরাম-ভজনকে শ্রীরূপ সনাতন অনুমোদন করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐগুলিকে অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল রস প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত করেন। "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু"র উত্তরভাগে পঞ্চরসের বিচার আলোচনা করিলে জানিতে পারিবে যে, শ্রীগৌরসুন্দরের বিষয়-বিগ্রহ-লীলাতনুতে ঐসকলের সম্ভাবনা আছে। আবার গৌরভক্তগণের পঞ্চরসাশ্রয়ে যে বিচার-বৈশিষ্ট্য আছে, তাহাতেও এইসকল কথা সুষ্ঠুভাবে অভিব্যক্ত আছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—"যার যেই রস, সেই রস সর্ব্বোত্তম।"

সেবকের বিচারে শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রকাশের অভিন্ন-দর্শনে চতুর্ব্বিধ রসের গুরুমূর্ত্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে উহা তারতম্য-বিচারে নিম্নস্তরে অবস্থিত। যাহার যেরূপ অধিকার নাই, সেইপ্রকার অধিকারে শ্রীগৌরসুন্দরকে উপদেশক গুরুস্থানীয় বা আশ্রয়-জাতীয় অভিমানকারী জানিয়া যিনি যেরূপ দেখেন, তাঁহার দৃষ্টির পূর্ণতা স্বীকার করা যাইবে না। উজ্জ্বলরসেই পরিপূর্ণতা; অন্যান্য রস হইতে উজ্জ্বলরসের বৈশিষ্ট্য-প্রদর্শন প্রয়োজনীয় বলিয়া বিভিন্ন রসের ভক্তগণ শ্রীগৌরসুন্দরে অন্যান্য রস দেখিতে পান নাই,—ইহা বলা নিতান্ত অন্যায়।

সেব্যের প্রাভব-বৈভব ও বিলাস-বিচারে রূপ-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তিত আছে। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় ও শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর

ভাষায় যে ভাবগত-বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর কোন স্থলে শ্রীগৌরসুন্দরকে অনিরুদ্ধ-বিচারে ব্যষ্টিবিষ্ণু ক্ষীরোদশায়ী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কেহ বা গৌরসুন্দরকে আচার্য্যমাত্র, কেহ বা প্রদ্যুম্নবিলাস আলেয়ারনাথ জনার্দ্দন, কেহ বা সমষ্টিবিষ্ণু গর্ভোদকশায়ী, কেহ বা কারণোদশায়ী আদিপুরুষাবতার, কেহ বা সঙ্কর্ষণদেব নিত্যানন্দ, আবার কেহ বা স্বয়ং নন্দনন্দন দেখিয়া থাকেন। ভক্তিতে যাঁহার যতটুকু অধিকার, সেই সেবকের প্রেমাঞ্জন-চ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনের নিকট তাঁহার সেইরূপ লীল-রস-বিচিত্রতা প্রকাশিত হয়। শ্রীনৃসিংহোপাসক প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁহাকে যেরূপভাবে দেখিয়াছেন, উহা কাহারও নিকট Animistic Immanent-এর পরিবর্ত্তে Transcendent বলিয়া প্রতিভাত হয়।

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ অর্থাৎ মাটিয়াগণ (materialistics) মাটিয়া বুদ্ধিবলে তাঁহাকে নিজ-নিজ angular vision-এর aspect মাত্র মনে করেন। উহাদের অধিকার ঐ পর্য্যন্ত। পূর্ণতম কৃষ্ণচন্দ্র বা বিপ্রলম্ভময় কৃষ্ণমূর্ত্তি—শ্রীগৌরাঙ্গ বিভিন্ন অধিকারীর চক্ষে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হন। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র Index-এ "মল্লানাং অশনিঃ" শ্লোকটি আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতীত হইবে। জড়জগতে কর্ম্মফলের দ্বারা যে তাৎকালিক শরীর লাভ হয়, সেই সকল শরীরের মূল স্থান চিন্ময়-জগতে, গোলোকে নিত্যভাবে আছে। প্রপঞ্চে জড়বিচাররূপ অজ্ঞান জীবকে বদ্ধাবস্থায় অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা করিয়া ভগবদ্বস্তুকে জড় করিয়া ফেলে। ভগবদ্ভক্তের ঐ প্রকার ধারণা নহে। 'প্রকাশ' ও 'বিলাস'—এই শব্দদ্বয়ের অর্থ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলেই এই সকল কথা পরিস্ফুট হইবে।

শ্রীগৌরসুন্দরের সকল ভক্ত কিছু উজ্জ্বল মধুর-রসের ভক্ত নহেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সেবক-সম্প্রদায় হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত শ্রীরূপ-সনাতন বা শ্রীরঘুনন্দনের ভজন-প্রণালী পৃথক্। শুদ্ধভক্ত ও অন্তরঙ্গভক্ত সমরসাশ্রিত নহেন বলিয়া সকল গৌরভক্তকেই উজ্জ্বল-রসাশ্রিত বলিয়া জানিবে না। মহাপ্রভুতে সকল-রসাশ্রিত ভক্ত আশ্রয়লাভ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া বিভিন্ন-রসাশ্রিত ভক্তগণ জানিয়াছেন। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'র বিভিন্ন রস-বিচার আলোচনা করিলে এই সকল কথা

সুষ্ঠুভাবে অভিব্যক্ত হইবে। জড়জগতে Object সমূহের Stagnant aspect আছে। **চিন্ময়-জগতে ঐ প্রকার অনুপাদেয়তা Anthropomorphise করিতে হইবে না**; যাঁহারা করেন, তাঁহারাই শ্রীগৌর সুন্দরকে মর্ত্ত্য-উপদেশক বলিয়া মনে করেন।

Evolution প্রভৃতি জড়জগতের ধারণায় প্রকাশের অভিব্যক্তি। উহার অনুপাদেয়তা ইহজগতে আলোচিত হইবে। মুক্ত অবস্থায় প্রকাশ ও বিলাস-বিচারে পারঙ্গত জনগণ সেব্যের আকারভেদ, নিষ্ঠাভেদ, বৃত্তিভেদ লক্ষ্য করেন।

* * মহারাজকে এই সকল কথায় বিশেষ মনোযোগী হইতে বলিবে। তাহা হইলে তিনিও তোমাকে এই সকল কথার অনেক reference দিতে পারিবেন।

ঐতিহাসিক হিসাবে 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের মূল্য অতি অল্প। উহা হইতে বৃন্দাবনের ও নবদ্বীপের topography গ্রহণ করা যাইতে পারে, শ্রুত-বিষয়ের বিবরণ গ্রহণ করা যাইতে পারে; কিন্তু তত্ত্ব ও প্রকৃত ঐতিহ্য ঐ পুস্তক হইতে গৃহীত হইতে পারে না—ইহাই আমার ব্যক্তিগত বিচার। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র সর্ব্বাংশই গ্রহণ করা যাইবে এবং 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'রও শুদ্ধভক্তির কথা নিশ্চয়ই গ্রহণ করা যাইবে।

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর তদীয়-বিচার ও শ্রীরামানুজের প্রপত্তি-বিচার গ্রাহ্য। শ্রীমধ্বের বলদেব-ধৃ* তত্ত্ব বিচার গ্রহণ করা যাইবে। পরন্তু শ্রীবাদিরাজ-স্বামী প্রভৃতির মত সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য হইবে না।

অসুস্থতা-হেতু আমি কিছুদিন যাবৎ এই সকল কথার আলোচনা হইতে বিরত ছিলাম। সুতরাং তোমার লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিবার সুযোগ আমাকে দেওয়া হয় নাই। তবে আমার শরীরটা বর্ত্তমানাবস্থা হইতে একটুকু ভাল হইলে তাহা দেখিয়া দিবার ইচ্ছা আছে। আমার দেখা ও আমার views তোমার বর্ত্তমান কার্য্যে অধিক লাগিবে না,—ইহা আমি জানি। কতিপয় ঐতিহাসিক জড়দার্শনিকের কৌতূহল উৎপাদন করিলেই তোমার বর্ত্তমান কার্য্য শেষ হইবে। বর্ত্তমানে আমাদের অধিক কথা শুনিবার তোমার দরকার নাই, শুনিয়া লিখিতে গেলেই তোমার subject অতিরিক্ত heavy হইয়া পড়িবে। তুমি যখন এদেশে আসিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তের Doctorate-এর Thesis লিখিবে,

তখন এই সকল কথা যাহা তুমি তোমার বর্ত্তমান বন্ধুদিগের নিকট দেখিতেছ ও পাইতেছ, তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। এখন পরিবর্ত্তন করিলে সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে; কেন না, মাটিয়া-বুদ্ধিবিশিষ্ট অধ্যাপকগণ ঐগুলিকে frantic speculation বলিয়া তোমাকে আদর করিবে না। একসময়ে শ্রীযুত অবিনাশ পুরাণতীর্থকে শ্রীভাষ্য-group-এর 'বেদান্ততীর্থ' উপাধি-পরীক্ষায় আমি যে-সকল সাহায্য করিয়াছিলাম, তৎফলে তাঁহার জড়পরীক্ষক তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার উপর চটিয়া গিয়া তাঁহাকে পরীক্ষায় 'ফেল্' করাইয়া দিয়াছিলেন। জ্যোতিষের উপাধি-পরীক্ষাতে পরলোকগত পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্যও ঐরূপ বুঝিতে না পারিয়া আমার পরলোকগত ছাত্র হরগৌরীশঙ্করকে 'ফেল্' করিয়া দিয়াছিলেন।

Approximate date assign করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। * * প্রভুর এত সময়ই বা কোথায় যে ঐ প্রকার সকল দিক্ দেখিয়া date assign করিতে পারেন? ১০।২০ জন লোক বেশ ভাল memory-ওয়ালা ২।৪ বৎসর যত্ন করিলে তবে ঐরূপ Chronicle হওয়া সম্ভব। এখন মোটামুটি literature হইতে একটি chronology যে কেহ তৈয়ারী করিলে পরে উহা আলোচনা-প্রভাবে শোধিত হইতে পারিবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২য় পঃ ৭৮ সংখ্যায় বিভিন্ন রসে বিভিন্ন ভক্তের মহাপ্রভুর বা কৃষ্ণের সেবা—

পুরীর বাৎসল্যমুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধদাস্যরস।
গদাধর-জগদানন্দ, স্বরূপের মুখ্য রামানন্দ (মুখ্য শৃঙ্গার রস)
এই চারিভাবে প্রভু হন বশ॥

অষ্টসখীর মধুর সেবার সহায়করূপেই বিশ্রম্ভ সখ্যাশ্রিত প্রিয়নর্ম্মসখা ব্রজরাখালগণ, যথা—সুবল, উজ্জ্বল, অর্জ্জুন ও মধুমঙ্গল প্রভৃতি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(অভিধেয়-তত্ত্ব)

১। সর্ব্বশাস্ত্রের অভিধেয় কি ?

"আমি কে ? এই জড় ব্রহ্মাণ্ডই বা কি ? ভগবদ্বস্তুই বা কি ? এবং আমাদের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি ?—এই চারিটী প্রশ্নের সদর্থ পাইলে 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' হয়। সম্বন্ধ-জ্ঞানপ্রাপ্ত পুরুষের কর্ত্তব্য কি, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া সেই কর্ত্তব্যাবলম্বনকেই সর্ব্বশাস্ত্রের 'অভিধেয়' বলিয়া জানিতে হইবে।

—অঃ প্রঃ ভাঃ, আ ৭।১৪৬

২। 'অভিধেয়-তত্ত্ব' কাহাকে বলে ?

সচ্চরিত্রতার সহিত কৃষ্ণানুশীলন করিতে হয়—ইহার নামই 'অভিধেয় তত্ত্ব'। এই তত্ত্ব বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে প্রবলরূপে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাকে অভিধেয়-তত্ত্ব বলেন।"

—জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

৩। বদ্ধজীবের সাধন ব্যতীত কি সিদ্ধিলাভ সম্ভব ?

"সাধন-কার্য্যটী বদ্ধজীবের অস্বীকার করিলে হইবে না, পরন্তু যত্ন-সহকারে গ্রহণ করিতে হইবে। আদর-পূর্ব্বক যে পরিমাণে সাধন করিবেন, সিদ্ধিও সেই পরিমাণে নিকটবর্ত্তী হইবে।"

—'সাধন', সঃ তোঃ ১১।৫

৪। কিরূপভাবে জীব ও ঈশ্বরের নিত্য-সম্বন্ধটী প্রকাশিত হয় ?

"জীব ও ঈশ্বরের একটী নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। রাগের উদয় হইলে সেই সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সম্বন্ধ নিত্য বটে, কিন্তু জড়বদ্ধ জীবের পক্ষে তাহা গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। * * * দেশলাই ঘসিলে অথবা চকমকি ঝাড়িলে যেরূপ অগ্নির প্রকাশ হয়, তদ্রূপ সাধনক্রমে ঐ সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়া পড়ে।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

৫। 'সেবা' কাহাকে বলে ?

"কৃষ্ণানুশীলনই একমাত্র ক্রিয়া, যাহাকে মুক্তাবস্থায় 'সেবা' কহা যায়।"

—তঃ সূঃ ৩৩ সূঃ

৬। ভক্তিযোগ কয় প্রকার ?

"ভক্তিযোগ দুই প্রকার—(১) শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ মুখ্য-ভক্তিযোগ এবং (২) শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মরূপ গৌণ-ভক্তিযোগ।"

—রঃ রঃ ভাঃ ২।৪১

৭। কর্ম্মমার্গীয় গৌণ-ভক্তিপথ কি ?

"বর্ণাশ্রমাচার অনুষ্ঠানের দ্বারা হরিতোষণ-ব্রতই কর্ম্মমার্গীয় গৌণ-ভক্তিপথ।" —'নাম-মাহাত্ম্য-সূচনা,' হঃ চিঃ

৮। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ কি ?

"কেবল বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-পালন অপেক্ষা কর্ম্মার্পন শ্রেষ্ঠ, কেবল কর্ম্মার্পণ অপেক্ষা স্বধর্ম্মত্যাগ অর্থাৎ স্বীয় বর্ণ-ধর্ম্মত্যাগ-পূর্ব্বক সন্ন্যাস-গ্রহণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা ব্রহ্মানুশীলনরূপ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি শ্রেষ্ঠ হইলেও সে-সমুদায় বাহ্য; কেন না, সাধ্যবস্তু যে শুদ্ধভক্তি, তাহার সেই চারিপ্রকার সিদ্ধান্তে নাই। আরোপসিদ্ধা ও সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি কখনই শুদ্ধভক্তি বলিয়া পরিচিত হয় না, স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি একটী পৃথক্ তত্ত্ব। তাহা কর্ম্ম, কর্ম্মার্পণ, কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হইতে নিত্য পৃথক্। সেই শুদ্ধভক্তির লক্ষণ —অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত, আনুকূল্যভাবে কৃষ্ণানুশীলন। ইহাই সাধ্যবস্তু; কেন না, সাধনাবস্থায় ইহাকে দেখিতে পাইলেও সিদ্ধাবস্থায় ইহা নির্ম্মলরূপে লক্ষিত হয়।" —অঃ প্রঃ ভাঃ ম ৮।৬৮

৯। মহাজনের পথ কি ?

"ব্যাস, শুক প্রহ্লাদ, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদবর্গ যে পথ দেখাইয়াছেন, তাহাই আমাদের মহাজন-পন্থা। সেই পন্থা পরিত্যাগ করিয়া আমরা নবীন অতিভক্তদিগের উপদেশ শুনিতে বাধ্য নই।"

—'প্রজল্প', সঃ তোঃ ১০।১০

১০। পরমার্থের পথ কি নিত্য-নূতন সৃষ্ট হইতে পারে ?

"পন্থা নূতন হয় না। যে-পন্থা সনাতন আছে, তাহাই সাধুগণ অবলম্বন করেন। যাঁহারা দাম্ভিক ও যশোলিপ্সু, তাঁহারা নূতন পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। যাঁহাদের পূর্ব্বভাগ্য থাকে, তাঁহারা দাম্ভিকতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পূর্ব্বপন্থার আদর করেন। যাঁহাদের ভাগ্য মন্দ, তাঁহারা নবীন পন্থায় আপনাদিগকে নাচাইয়া জগৎকে বঞ্চনা করিতে থাকেন।" —'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন' সঃ তোঃ ১১।৬

১১। পূর্ব্ব-মহাজনদিগের ভজন-পন্থা কি ?

"সর্ব্বভূতে দয়া করত দৃঢ়তার সহিত নিরন্তর হরিনাম আশ্রয় করাই পূর্ব্ব-মহাজনদিগের ভজন-পন্থা।"

—'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ, ১১।৬

১২। ঐকান্তিক নামাশ্রিত ভজন-পদ্ধতির স্বরূপ কি ?

"সাধন-ভজনের পদ্ধতি অনেক প্রকার; কিন্তু কেবল নামাশ্রিত ভজনের পদ্ধতি একই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর সময় হইতে মহাজনগণ শ্রীহরিদাসোক্ত ভজন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। প্রাচীনকাল হইতে ব্রজবনবাসী বৈষ্ণব-সকলও এই প্রণালীতে ভজন করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে কিছুদিন পূর্ব্বে যে-সকল ভজনানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন, আমরা স্বচক্ষে তাঁহাদের এই ভজন-প্রণালী দেখিয়াছি। নিরপরাধে নিঃসঙ্গে নিরন্তর শ্রীহরিনামের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—ইহা যে একমাত্র ঐকান্তিক ভজন-পদ্ধতি, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসের শেষে শ্রীসনাতন ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিদ্বয় স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।"

—'প্রবোধিনী কথা', হঃ চিঃ

১৩। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কি ?

"অধিকার-নিষ্ঠার সহিত নামসংকীর্ত্তনই বৈষ্ণবধর্ম্ম।"

—'সাধুনিন্দা', হঃ চিঃ

১৪। 'জ্ঞান' কোন্ সময় 'সাধনভক্তি' হইতে পারে ?

"কর্ম্মের অবান্তর ফল—'ভুক্তি', জ্ঞানের অবান্তর ফল—'মুক্তি' এবং তদুভয়ের চরমফলরূপে 'ভক্তি'কে বুঝিতে হইবে। যে-স্থলে জ্ঞান ভক্তিকেই চরম ফল বলিয়া উদ্দেশ না করে, সে-স্থলে জ্ঞান—সোপাধিক ও ভগবদ্বহির্ম্মুখ এবং যে-স্থলে ভক্তিকেই উদ্দেশ করিয়া জ্ঞানের চালনা হয়, সে-স্থলে জ্ঞানকে 'সাধনভক্তি' বলা যায়।"

—'অবতরণিকা', রঃ রঃ ভাঃ

১৫। কোন্ ভক্তি জীবের নিত্যধর্ম্ম ?

"যে-ভক্তি মুক্তির পূর্ব্বে, মুক্তির সঙ্গে ও মুক্তির পরে বর্ত্তমান থাকে, সে-ভক্তি একটী পৃথক্ নিত্যতত্ত্ব—তাহাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। মুক্তি তাহার নিকট একটী অবান্তর ফলমাত্র।" —জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

১৬। কোন্ জ্ঞান আরাধ্য, আর কোন্ জ্ঞান হেয় ?

"যে জ্ঞান চরিতার্থ হইয়া ভক্তি উদয় করায় এবং ভক্তি-লাভের উদ্দেশে কৃত হয়, সে-জ্ঞান অতীব আরাধ্য ; কিন্তু যে-জ্ঞান ভক্তির পরম শ্রেয়ঃপথকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্থূল-জগতের বোধ-মাত্র লাভের জন্য ব্যস্ত হয়, তাহা অত্যন্ত হেয়।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১১।১০

১৭। শুদ্ধজ্ঞানের পরিপাকাবস্থাটী কি ?

"বৈষ্ণবদিগের যে ভক্তি, তাহাই শুদ্ধজ্ঞানের পরিপাক-অবস্থা।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১১।১০

১৮। কোন্ সময় উত্তমা ভক্তি লাভ হইতে পারে ?

"আর্ত্তদিগের কামরূপ কষায়, জিজ্ঞাসুদিগের সামান্য নৈতিক জ্ঞানাবদ্ধতারূপ কষায়, অর্থার্থীদিগের সামান্য পারলৌকিক স্বর্গাদি প্রাপ্তির আশারূপ কষায় এবং জ্ঞানীদিগের ব্রহ্মলয় ও ভগবত্তত্ত্বে অনিত্যত্ব-বুদ্ধিরূপ কষায় দূর হইলে, ঐ চারি প্রকার জীব ভক্ত্যধিকারী হইতে পারে। যে-পর্য্যন্ত কষায় থাকে, সে-পর্য্যন্ত ঐ সকল ব্যক্তির ভক্তি—প্রধানীভূতা, কষায় দূর হইলে 'কেবলা', বা 'উত্তমা' ভক্তি লাভ করে।"

—বৃঃ ভাঃ ৭।১৬

১৯। 'বৈরাগ্য' কি ভক্তির অঙ্গবিশেষ ?

"যেমত প্রদীপ থাকিলেই তাহার পশ্চাদ্ভাগে ছায়া অবশ্য থাকিবে, তদ্রূপ ভক্তি থাকিলেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৈরাগ্য অবশ্য থাকিবে; কিন্তু বিরোধি-গুণ-প্রযুক্ত বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ-মধ্যে পরিগণিত হইবে না। যেমন ছায়া প্রদীপের অঙ্গ নহে, কিন্তু তাহার সহগামিনী, তদ্রূপ রাগাভাবরূপ বৈরাগ্য রাগরূপা ভক্তির সহচর মাত্র। সিদ্ধান্ত এই যে, ভক্তির সহিত জ্ঞান-বৈরাগ্য অবশ্য থাকিবে, কিন্তু তাহারা অঙ্গ হইবে না।"

—তঃ সূঃ, ৩৩ সূঃ

২০। হরিসেবা ও কর্ম্মের পার্থক্য কি ?

"বিশুদ্ধ আত্মার নিরুপাধিক-কার্য্যের নামই ভগবৎসেবা, আর জড়বদ্ধ আত্মার সোপাধিক-কার্য্যের নামই কর্ম্ম; জড়মুক্ত হইলে জীবের কার্য্য নিরুপাধিক হয়।

—'অবতরণিকা', বৃঃ বৃঃ ভাঃ

২১। হরিনামের সেবা অপেক্ষা কি কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ ?

"নাম-রসসিন্ধুর নিকট কর্ম্মযোগ—অন্ধকূপ-সদৃশ। নানাবিধ উপাসনা ত্যাগ করিয়া নামপরায়ণ সাধুর সঙ্গেই অনন্যভাবে অনুক্ষণ নাম-ভজন সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ।"

—'কৃষ্ণদাস্য', সঃ তোঃ ১১।৬

২২। ভক্তির দুই প্রকার বর্ণ কি ?

"ভক্তির দুই প্রকার বর্ণ আছে, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানযুক্তা ও কেবলা। পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞতা, ভয়, সম্মান ইত্যাদি বৃত্তির দ্বারা উপাসনা করিতে হইলে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্তা ভক্তি হয়। পরমাত্মা ও ব্রহ্ম ব্যতীত পরব্যোম-নাথের বৃহদ্ভাবে ভজনকে নিযুক্ত করিলে অবশ্যই ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানযুক্তা ভক্তিই হইবে। কিন্তু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ কৃষ্ণ-জ্ঞানে কেবল নিরুপাধিক কেবল প্রেমই দেখা যায়।"

—তঃ সূঃ, ৪০ সূঃ

২৩। কিরূপে বৈষ্ণব হওয়া যায় ?

"বৈষ্ণব-কৃপা ব্যতীত বৈষ্ণব হওয়া যায় না।"

—জৈঃ ধঃ ১০ম অঃ

২৪। কোন্ স্বরূপ-লক্ষণ-দ্বারা ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় ?

"ভগবচ্চরণে শরণাপত্তি ও আনুগত্য ব্যতীত আর কোন লক্ষণ-দ্বারা ভক্তির ব্যাখ্যা হয় না।"

—'প্রয়াস', সঃ তোঃ ১০।৯

২৫। নাম-সাধন ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গগুলি কিরূপভাবে স্বীকৃত হইবে ?

"হরিনামকে সাধন-শ্রেষ্ঠ জানিয়া একান্তভাবে নামাশ্রয় করত নামের কেবলমাত্র সাধকরূপেই অন্য অঙ্গগুলি স্বীকার করা যাইতে পারে।"

—'সাধন', সঃ তোঃ ১১।৫

২৬। সাধনাঙ্গ-সমূহ একমাত্র মূল কোন্ সাধনের সহায় ?

"হরিনামই একমাত্র সাধন। অন্যান্য সাধনাঙ্গগুলি হরিনামেরই সহায়-স্বরূপে গৃহীত হয়।"

—'সাধন', সঃ তোঃ, ১১।৫

২৭। ঐকান্তিকী হরিভক্তির দ্বারা কি অন্যান্য দেবতার প্রতি অনাদর হয় ?

"মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা পল্লবের বল,
শিরে বারি নহে কার্য্যকর।
হরিভক্তি আছে যাঁ'র সর্ব্বদেব বন্ধু তাঁ'র,
ভক্তে সবে করেন আদর॥"

—'উপদেশ' ৪, কঃ কঃ

২৮। একমাত্র ভাগবত-ধর্ম্মই নিত্য ও অন্যান্য ধর্ম্ম অনিত্য কেন?

"হরিভক্তিই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম, পরমার্থ-ধর্ম্ম, পরধর্ম্ম বলিয়া বিখ্যাত। ব্রাহ্ম-প্রবৃত্তি ও পারমাত্ম-প্রবৃত্তি হইতে যত প্রকার ধর্ম্ম হইয়াছে, সে-সমস্তই নৈমিত্তিক। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানে নিমিত্ত আছে, অতএব নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিত্য নয়। জড়-বিশেষে আবদ্ধ হইয়া যে জীব বন্ধন-মোচনের জন্য ব্যতিব্যস্ত, সে জড়-বন্ধনকে নিমিত্ত করিয়া নির্ব্বিশেষ-গতি-অনুসন্ধানরূপ নৈমিত্তিক-ধর্ম্মকে আশ্রয় করে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম নিত্য নয়। যে-জীব সমাধিসুখ-বাঞ্ছায় পারমাত্ম-ধর্ম্ম অবলম্বন করে, সে জড় সূক্ষ্ম ভুক্তিকে নিমিত্ত করিয়া নৈমিত্তিক ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াছে। অতএব পারমাত্ম-ধর্ম্মও নিত্য নয়, কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্মই নিত্য।" —জৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

২৯। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত অন্যান্য ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ?

"বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই। অন্যান্য যতপ্রকার ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে বা হইবে, সমস্তই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সোপান বা বিকৃতি। সোপান-স্থলে তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য আদর করিবে; বিকৃতি-স্থলে অসূয়া-রহিত হইয়া নিজের ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিবে।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

৩০। সর্ব্ব-কৈতব-নির্ম্মুক্ত একমাত্র ধর্ম্ম কি?

"জগতে একটী ধর্ম্ম আছে, তাহার নাম বৈষ্ণবধর্ম্ম। আর যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, তাহাতে বিচিত্র মতবাদ, বিতর্ক, পরস্পর অসূয়া ও স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাশা বল-পূর্ব্বক বিচরণ করিতেছে। যে-সকল ধর্ম্মে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, বৈরাগ্য ও প্রেমের পরস্পর যথাযথ সম্বন্ধ-নির্ণয় হয় নাই, সে-সকল ধর্ম্ম কৈতবপূর্ণ। একমাত্র পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মই কৈতবশূন্য। **কপট-বৈষ্ণবের সিদ্ধান্ত ও চরিত্রের দ্বারা অকৈতব বৈষ্ণব-ধর্ম্ম দূষিত হইতে পারে না।**" —'সমালোচনা' সঃ তোঃ ১১।১০

৩১। 'দৈন্য' ও 'দয়া'—এই দুইটী কি ভক্তি হইতে পৃথক্?

"দৈন্য ও দয়া,—এই দুইটী পৃথক্ গুণ নয়,—ভক্তিরই অন্তর্গত।"

—জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

৩২। ভক্তি কি অপেক্ষাযুক্তা?

"ভক্তি নিরপেক্ষা—ভক্তি নিজেই সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কার—অন্য কোন সদ্‌গুণকে তিনি অপেক্ষা করেন না।" —জৈঃ ধঃ ৮ম অঃ

৩৩। ভক্তি-সাধন কি খুব কঠিন বা কৃচ্ছ্রসাধ্য?

"সারগ্রাহী ধর্ম্ম অতি সরল অর্থাৎ অনেক শ্রমসাধ্য নহে। ইহাতে দুইটী বিষয় দৃষ্ট হয় অর্থাৎ অনুরাগ ও সচ্চরিত্র। অনুরাগের স্থল দুইটী-মাত্র অর্থাৎ পরমেশ্বর ও জীব। পরমেশ্বরে পূর্ণানুরক্তি ও জীবে ভ্রাতৃবৎ-তুল্যানুরাগের প্রয়োজন। ইহাতেই একপ্রকার অনুরাগ ও সচ্চরিত্র, উভয়ই দৃষ্ট হইল।" —তঃ সূঃ, ৫০ সূঃ

৩৪। কৃষ্ণভজনে কি কোন অবস্থা-বৈচিত্র্য আছে?

"কৃষ্ণভজনেও অনন্ত অবস্থা আছে। প্রথম শ্রদ্ধার অঙ্কুর হইতে অনন্ত মহাভাব পর্য্যন্ত অবস্থার সীমা নাই। ঐ সকল অবস্থায় পরানুশীলন ও প্রত্যাহার দ্বারা ক্রমশঃ উন্নতি সাধিত হয়।" —তঃ সূঃ, ৪৭ সূঃ

৩৫। ভক্তির ফল কি মুক্তি নহে?

'মুক্তিকে ভক্তির ফল বলিয়া চিদ্‌বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করেন না। ভক্তিই ভক্তির ফল। যে-স্থলে ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা হৃদয়ে থাকে, সেখানে শুদ্ধভক্তির উদয় হয় না।" —চৈঃ শিঃ ৫।৩

৩৬। ত্রিতাপ-নিবৃত্তির জন্য কি কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে না?

"জন্ম-মরণরূপ-জড়যন্ত্রণ-নিবৃত্তিঃ কৃষ্ণেচ্ছাধীনা জীব-চেষ্টাতীতবিষয়া, তৎ-প্রার্থনাপি ন কর্ত্তব্যা।" —শ্রীশিঃ সঃ ভাঃ ৪

৩৭। হরিভক্তি কোন্ বিষয়টি সর্ব্বাপেক্ষা গুপ্ত রাখেন?

"হরিভক্তি মুক্তি দিয়া অধিকাংশ লোককে সন্তুষ্ট করেন, বিশেষ অধিকার না দেখিলে ভক্তি দেন না।" —জৈঃ ধঃ ১৯শ অঃ

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগুরুর লক্ষণ

'তটস্থ-স্বরূপ' ভেদে গুরুর লক্ষণ।
ভকতি-স্বরূপ জ্ঞান তটস্থ লক্ষণ॥
তন্ত্র-মন্ত্রজ্ঞানকে তটস্থ ধরা হয়।
অর্থপঞ্চকোবিদ্ শ্রীগুরু নিশ্চয়॥
গুরু লভিয়া মূল মন্ত্রের উপাসন।
শ্রৌতধারা অনুসারে ভক্তি প্রবর্ত্তন॥
ইহা হয় শ্রীগুরুর তটস্থ লক্ষণ।
ভক্তিকামী হ'য়ে অন্বেষিবে সর্ব্বক্ষণ॥

শাস্ত্রেতে নিষ্ণাত নহে কৃষ্ণে নাহি মতি।
সে জন না হয় গুরু পরমত্বর্ম্মতি॥
অসৎ সম্প্রদায় কিম্বা সম্প্রদায়হীন।
মন্ত্র-উপদেষ্টা হয় যদি বা প্রবীণ॥
সম্প্রদায় লঙ্ঘিয়া করে স্বমন্ত্র-স্থাপন।
নিষ্ফল তাহার মন্ত্র নিষ্ফল সাধন॥
শুদ্ধ-ভক্তি পথে নাহি নবীন বিধান।
মহাজন-পথাশ্রয় ভক্তির নিদান॥

পূর্ব্বমহাজন-পথে যায় অনায়াস।
নবপথে উৎপাত করে ধর্ম্মের নাশ॥
শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত আচার বিচার।
সদ্‌গুরুতে আছে এ'সব ব্যবহার॥
আচারে আচার্য্য যিনি বিচারে পণ্ডিত।
সদ্‌গুরু বলি' খ্যাত শাস্ত্রেতে বিহিত॥
বিচার করিয়া ইহা বুদ্ধিমান জন।
সর্ব্বতোভাবে লইবে তাঁহাতে শরণ॥
লক্ষণবিহীন গুরু যে করে গ্রহণ।
ঘোর নরকে পড়িবে নাহি নিবারণ॥

অতএব ভ্রমিয়া চৌরাশী লক্ষ যোনি।
ভাগ্যফলে পেয়েছ মনুষ্য-জন্মখানি॥
তাই লভিয়া দুর্লভ মনুষ্য-জনম।
সদ্‌গুরু পদে কর আত্মসমর্পণ॥

শ্রীগুরুপ্রাপ্তির উপায়

অধোক্ষজ-তত্ত্ব গুরু দুর্ল্লভ সর্ব্বথা।
দেবতাও জানে না মনুষ্যের কি কথা॥
যোগ্য শিষ্য বলি গুরু যারে করেন বরণ।
সেই ভাগ্যবানে পায় গুরু দরশন॥
কৃষ্ণের প্রসাদ হইলে লভে শ্রীগুরু।
গুরুর প্রসাদে লভে কৃষ্ণ-কল্পতরু॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যার হয় সংসার ক্ষয়।
সুকৃতির ফলে তার শ্রদ্ধার উদয়॥
ভক্তিতে শ্রদ্ধা হেরিয়া স্বয়ং ভগবান্।
গুরুরূপে আসি তারে দেন দরশন॥
জড় চক্ষে দেখে না শ্রীগুরুর স্বরূপ।
বাণীরূপে প্রকাশ আচ্ছাদিত চিৎরূপ॥
বেদবাণী সংকীর্ত্তন শ্রীগুরুর-কার্য্য।
শ্রবণে নির্ম্মলমতি যত লোক আর্য্য॥
ভানুর-কিরণে যেন ভানু নিরীক্ষণ।
সেইরূপে গুরু-জ্ঞানে গুরু দরশন॥
বাণীর কীর্ত্তনে করে শ্রীগুরু-প্রকাশ।
শ্রবণের দ্বারা চিত্তে করায় বিশ্বাস॥
সাধুশাস্ত্র গুরুবাক্য যদি এক হয়।
নাহিক সংশয় ইহা জানিবে নিশ্চয়॥
ইহা জানি' শিষ্য করে গুরুরে বরণ।
অন্যথা শিষ্যের না ঘুচে জন্ম-মরণ॥

সদ্‌গুরু লাভ হলে হয় বিষ্ণুগতি।
অসদ্‌-গুরু করিলে হয় অধোগতি ॥
অসদ্‌-গুরুরে কেহ করিলে বরণ।
ভক্তি সিদ্ধ নহে তার পাপের উদ্‌গম ॥
গুরুমুখে শাস্ত্রবাক্য হলে উদ্‌গীরণ।
ভক্তি-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে শিষ্যগণ ॥
রমাপতি দাস করে এই নিবেদন।
গুরুপ্রাপ্তির উপায় জান সর্ব্বক্ষণ ॥

—শ্রীরমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—২৩)

মানবগণ প্রাণ, মন, বাক্য, কর্ম্ম ও ধনাদি দ্বারা দেহ গেহ বা সন্তানাদির জন্য যাহা কিছু করে, মূল সেচন ত্যাগ করিয়া শাখাপল্লবাদিতে জল সেচনের ন্যায় সে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায় যদি তাহাতে অদ্বয়জ্ঞান ভগবৎসেবা না হয়।

জ্ঞানরূপা ভক্তির নির্গুণত্ব বলিয়া এখন ক্রিয়ারূপা ভক্তির নির্গুণত্ব বলা হইতেছে। তন্মধ্যে শ্রবণ কীর্ত্তনরূপা পরাভক্তির কথা দূরে থাকুক, ভগবৎসম্বন্ধ-বিশিষ্ট কেবল মাত্র বাসরূপা ভক্তিরও নির্গুণত্ব হইয়া থাকে।

বানপ্রস্থগণের বনে বাস সাত্ত্বিক, গৃহস্থগণের গ্রামে বাস রাজসিক, দ্যূতক্রীড়াদি কলির স্থানে বাস তামসিক এবং ভগবদ্‌বসতি-স্থলে বাসই নির্গুণ।

এক্ষণে ভগবৎসম্বন্ধিনী সমস্ত ক্রিয়ারই নির্গুণত্ব কথিত হইতেছে। অনাসক্ত কর্ম্মকর্ত্তা সাত্ত্বিক, অনিত্য বস্তুতে আসক্তিযুক্ত কর্ম্মকর্ত্তা রজো-গুণাশ্রিত অর্থাৎ বিষয়-ভোগাসক্ত ব্যক্তির ক্রিয়াসকল রাজসিক; আর সদসৎ বিচারহীন ক্রিয়া তামসিক এবং ভগবদাশ্রিত সেবক ভক্তের কর্ম্মসকল অহঙ্কার ও আসক্তিশূন্য বলিয়া গুণাতীত অর্থাৎ একমাত্র ভক্তের কর্ম্মই নির্গুণ। ভগবৎসম্বন্ধিনী ক্রিয়ামাত্রের নির্গুণত্ব বলিয়া শ্রদ্ধার

বিচার বলা হইতেছে। জ্ঞান বা মোক্ষসম্বন্ধিনী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিক ; কর্ম্মবিষয়ক শ্রদ্ধা রাজসিক ; অধর্ম্মে শ্রদ্ধা তামসিক আর ভগবৎসেবায় শ্রদ্ধা নির্গুণা।

যজ্ঞায় যজ্ঞপতয়ে বিধিনৈপুণায় যোগায় সাংখ্যশিরসে প্রকৃতীশ্বরায়।
নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যুদারং হাস্যন্ মৃগত্বমপি যঃ সমুদাজহার ॥

(ভাঃ ৫।১৪।৪৫)

রাজর্ষি ভরত মৃগদেহ ত্যাগকালে—যিনি যজ্ঞরূপী, যজ্ঞাদির ফলদাতা, বৈধ ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, সাক্ষাৎ যোগেশ্বর, সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানই যাঁহার প্রধান ফল, যিনি আমার নিয়ন্তা—অতএব জীবসকলের আশ্রয়, সেই ভগবান শ্রীহরিকে নমস্কার--উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

মৃগদেহে মৃত্যুকালে তাদৃশ বাক্যোচ্চারণের অত্যন্ত অসম্ভাবনা হেতু, তাদৃশী কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি যে কোন কালবিচার বা কুলবিচারবাধ্য নহে, পরন্তু স্বতন্ত্রা ও স্বপ্রকাশ, তাহাই সিদ্ধ হইতেছে।

গজেন্দ্রের বিষয়েও এইরূপ আসন্নমৃত্যুকালে গজজন্মেও ভগবদ্‌গুণ-স্তুতি কীর্ত্তন দ্বারা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষতা জানিতে হইবে।

ভক্তির সাধনদশায়ও পরম-সুখরূপত্ব দেখা যায়—

অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্। (ভাঃ ১।২।২২)

এই কারণেই পণ্ডিতগণ পরমানন্দ সহকারে সাধন ও সিদ্ধ উভয় দশায়ই ভগবান বাসুদেবে আত্মপ্রসাদনী ভক্তি করিয়া থাকেন।

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদি-চতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণা কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥

(ভাঃ ৯।৪।৬৭)

আমার সেবাতে আনুষঙ্গিকভাবে সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি প্রাপ্ত হইলেও আমার শুদ্ধভক্তগণ আমার সেবায় পূর্ণমনোরথ বলিয়া যখন তাহাও বাঞ্ছা করেন না, তখন কালক্ষোভ্য অনিত্য বস্তুর ভোগবাঞ্ছা-বিষয়ে আর বক্তব্য কি অর্থাৎ তাহাতে আমার ভক্তগণের আদৌ স্পৃহা থাকে না।

"এবং নির্জ্জিতষড়্‌বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে" (ভাঃ ৭।৭।৩৩)

গুরু-শুশ্রূষাদি দ্বারা কামাদিরিপুকে জয় করিয়া সাধকগণ ঈশ্বরে ভক্তি করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারাই ভগবানে রতি লাভ হয়— অসুর বালকগণের প্রতি প্রহ্লাদের এই বাক্যে ভক্তির ভগবদ্‌বিষয়ক রতি-প্রদত্ব কথিত হইয়াছে।

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা॥ (ভাঃ ৭।৭।৫১)

এই শ্লোকে দ্বিজত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সদাচার, বহুজ্ঞতা কিছুই ভগবান মুকুন্দের সন্তোষের উৎপাদনে সমর্থ নহে, কেবল ভক্তিই একমাত্র হেতু তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি প্রহ্লাদের বাক্য—

মন্যে ধনাভিজন-রূপ-তপঃ-শ্রুতৌজ-
স্তেজঃপ্রভাব-বল-পৌরুষ-বুদ্ধিযোগাঃ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায়॥ (ভাঃ ৭।৯।৯)

ধন, সৎকুলে জন্ম, সৌন্দর্য্য, তপস্যা, পাণ্ডিত্য, ইন্দ্রিয়-পটুতা, কান্তি, প্রতাপ, শারীরিক বল, উদ্যম, প্রজ্ঞা, অষ্টাঙ্গযোগ, এই দ্বাদশটী গুণ পুরুষোত্তমের আরাধনার যোগ্য নহে (ভক্তি না থাকিলে), কিন্তু শ্রীহরি কেবল ভক্তিপ্রভাবে গজেন্দ্রের প্রতিও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

যদি বলা যায়, ভক্তিদ্বারা নিত্যানন্দ-স্বরূপ ভগবানের সুখ কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে? কেননা তাহা হইলে নিরতিশয়ত্ব ও নিত্যত্বের সহিত বিরোধ ঘটে। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের সুখের উৎপত্তি স্বীকার করিলে তাঁহার নিরতিশয়ত্ব ও নিত্যসুখরূপত্ব অস্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ ভগবৎসুখ অল্প ও অনিত্য হইয়া পড়ে। তদুত্তরে বলা যায় যে, শাস্ত্রে ভগবানের নিরতিশয় আনন্দরূপত্ব ও নিত্য স্বরূপত্ব শুনা যায়, আবার ভক্তিরও ভগবৎপ্রীতিহেতুভূতা শুনা যায়। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে—সেই পরমানন্দস্বরূপ ভগবানের নিজের ও সেবকের আনন্দদায়িনী হ্লাদিনী নাম্নী যে শক্তি আছেন, তিনি প্রকাশমান বস্তুরই স্বরূপ-প্রকাশিকা শক্তির ন্যায় পরমবৃত্তিরূপা। সেই হ্লাদিনী শক্তিকে নিজ সেবকবৃন্দের মধ্যে স্থাপন করিয়া শ্রীভগবান্ নিত্য বিরাজিত। সেই হ্লাদিনীশক্তি সম্বন্ধেই তিনি অধিকতর প্রীত হন। অতএব স্বয়ং প্রেমরূপ হইতেও ভক্তি-দ্বারাই যে তাঁহার প্রীতি উৎপাদিত হয় তাহা ভাঃ ৫।১৫।১৩ শ্লোকে বলিতেছেন—

যৎপ্রীণনাদ্‌বর্হিষি-দেব-তির্যঙ্‌-মনুষ্য-বীরুত্তৃণমাবিরিঞ্চাৎ।
প্রীয়েত সদ্যঃ স হ বিশ্ববীজঃ প্রীতিঃ স্বয়ং প্রীতিমগাদ্‌গয়স্য॥

যাঁহার সন্তোষফলে দেব, তির্য্যক্‌, মনুষ্য, লতা, তৃণাদি আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই সদ্য সদ্য প্রীত হয়, স্বয়ং প্রীতিস্বরূপ হইয়াও সেই সর্ব্বান্তর্যামী **শ্রীভগবান্‌** গয় রাজার যজ্ঞে প্রত্যক্ষভাবে "তৃপ্ত হইলাম" বলিয়া প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিশ্ববীজ-শব্দে সর্ব্বজীবের কারণ। অতএব তাদৃশ আত্মারামেরও পূর্ণকামের ক্ষুদ্রবস্তুতেও প্রীতি হয় তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন—

তত্রোপনীতবলয়ো রবের্দীপমিবাদৃতাঃ।
আত্মারামং পূর্ণকামং নিজলাভেন নিত্যদা॥
প্রীত্যুৎফুল্লমুখাঃ প্রোচুর্হর্ষগদ্‌গদয়া গিরা।
পিতরং সর্ব্বসুহৃদমবিতারমিবার্ভকাঃ॥ (ভাঃ ১।১১।৪-৫)

নিজলাভে সর্ব্বদা পূর্ণমনোরথ, আত্মারাম, সর্ব্বসেবকসুহৃৎ ও রক্ষক ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় উপস্থিত হইলে প্রজাবর্গ সূর্য্যের উদ্দেশে দীপদানের ন্যায় তাঁহাকে সমাদরের সহিত উপহারাদি সমর্পণপূর্ব্বক বালক যেমন পিতাকে আদর করে, তদ্রূপ প্রীতিযুক্ত বদনে (হর্ষগদ্‌গদ্‌ বাক্যে) শ্রীহরির স্তব করিতে লাগিলেন। দীপটী সূর্য্যের নিকট অতি তুচ্ছ হইলেও সেবকের সেবান্তর্গত বলিয়া তাহা অতি প্রীতি সহকারেই গ্রাহ্য হয়। তাঁহার প্রীতিতে যে অসাধারণ গুণবিশেষ বর্ত্তমান, তাহা সর্ব্বসুহৃৎ বিশেষণটীতেই বিশিষ্ট হইয়াছে। অবিতা অর্থাৎ রক্ষক এই বিশেষণটী তাঁহার সর্ব্বসুহৃৎ গুণের কারণ। আবার যেমন নিজ সম্বন্ধাভিমানী ও প্রীতিমান পুত্রের প্রতি পিতার প্রীতিবিশেষ উদিত হয় তদ্রূপ আত্মারাম ও পূর্ণকাম সত্ত্বেও প্রজাগণের প্রতি প্রীতমান ভগবান্‌কে প্রজাগণ বলিতে লাগিলেন। এইরূপ কল্পতরুর দৃষ্টান্তেও ভগবানের ভক্তবিষয়ক কারুণ্য যথার্থরূপে প্রতিপন্ন হয়। যেহেতু যাঁহারা স্বীয় হৃদয়ে ভগবৎপ্রীতি প্রার্থনা-পূর্ব্বক ভজন করেন তাঁহাদিগকেই সেই সহজ প্রীতি প্রদান করা কর্ত্তব্য। অতএব আনন্দরূপত্ব সত্ত্বেও ভক্তের প্রতি ভগবানের প্রীতিমূলে ভক্তিই একমাত্র কারণ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, একত্রিংশ অধ্যায়]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৯ পৃষ্ঠার পর)

অপরা একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! **জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণপক্ষীয়া** একাদশী কি নামে প্রসিদ্ধা এবং তাঁহার মাহাত্ম্যই বা কি, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বর্ণন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"হে মহারাজ! মনুষ্যগণের হিতকামনায় আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। বহুপুণ্যপ্রদায়িনী, মহাপাতক-বিনাশিনী ও পুত্র-দায়িনী এই একাদশী 'অপরা' নামে প্রসিদ্ধা। এই একাদশী পালনকারী ব্যক্তি জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ব্রহ্মহত্যাভিভূত, গোত্রহা, ভ্রূণহা, পরাপবাদদাতা ও পরস্ত্রীতে রতিযুক্ত ব্যক্তি এই ব্রতপালনে নিত্যই নিষ্পাপ হইয়া থাকে। সেইরূপ কূটসাক্ষ্যপ্রদানকারী, কূটমানকারী, কূট বেদ ও কূটশাস্ত্রাদিপাঠক, কূটজ্যোতিষী ও কূট আয়ুর্ব্বেদ-বৈদ্য ইহারা সকলেই নরকযাতনা ভোগ করে, তাহারাও অপরা-ব্রত পালন করিলে উক্ত পাপসমূহ হইতে মুক্ত হয়। ক্ষত্রিয় নিজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যদি যুদ্ধ হইতে পলায়ন করে, তবে সে ঘোরতর নরকে পতিত হয়। অপরা-ব্রত পালনে সে-ও পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গলাভ করে। যে বিদ্বান্ শিষ্য শাস্ত্রজ্ঞ সদ্-গুরু নিন্দা করিলে নরকে যাওয়ার যোগ্য হয়, সে-ও এই ব্রত পালনে সদ্গতি প্রাপ্ত হয়।

মকরস্থ রবিযুক্ত মাঘমাসে প্রয়াগে স্নানে মনুষ্যগণের যে ফললাভ হয়, শিবরাত্রিতে কাশীধামে উপবাসে যে পুণ্য হয়, গয়াতে পিণ্ডপ্রদানে পিতৃগণের যে তৃপ্তি হন, সিংহস্থিত বৃহস্পতিতে গৌতমী নদীতে স্নানকারী যে-ফল প্রাপ্ত হয়, কেদার-বদ্রীযাত্রাতে ও সেই তীর্থ সেবনে যে-ফললাভ হয়, কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ-স্নানে যে-ফললাভ হয়, হস্তী-অশ্ব সুবর্ণদান দ্বারা এবং দক্ষিণাসহ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া যে-ফললাভ হয়, অপরা ব্রতপালন হইতে তাদৃশ ফললাভ হইয়া থাকে। এই অপরাব্রত পাপরূপ বৃক্ষের কুঠার তুল্য, পাপরূপ কাষ্ঠের দাবাগ্নি-সদৃশ, পাপরূপ অন্ধকারের সূর্য্য-সদৃশ, পাপরূপ হস্তীর সিংহ-সদৃশ। এই ব্রত বিনা যে ব্যক্তি জীবনধারণ করে,

জলেতে বুদ্‌বুদের ন্যায় এবং জন্তুগণের মধ্যে পূতিকার (বিড়ালী) ন্যায় তাহাদের জন্ম-মরণই সারমাত্র হইয়া থাকে। অপরা-একাদশীতে উপবাস-পূর্ব্বক বিষ্ণুপূজা করিলে সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গতি হয়। এই ব্রতকথার পঠন ও শ্রবণ হইতেও গো-সহস্রদানের তুল্য ফললাভ হইয়া থাকে।

—পণ্ডিত শ্রীযুত নবীনচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণ-তীর্থ

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

(শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত)

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীগঙ্গানগর, শ্রীপৃথুকুণ্ড, শ্রীসীমন্তদ্বীপ,
শ্রীবিশ্রামস্থানাদি দর্শন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য শচীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দ প্রভু জাহ্নবাজীবন॥
জয় জয় সীতানাথ জয় গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর-পরিকর॥
পরদিন প্রাতে প্রভু নিত্যানন্দরায়।
শ্রীবাস শ্রীজীব লয়ে গৃহ বাহিরায়॥
সঙ্গে চলে রামদাস আদি ভক্তগণ।
যাইতে যাইতে করে গৌরসঙ্কীর্ত্তন॥
অন্তর্দ্বীপ প্রান্তে প্রভু আইলা যখন।
শ্রীগঙ্গানগর জীবে দেখায় তখন॥
প্রভু বলে শুন জীব এ গঙ্গানগর।
স্থাপিলেন ভগীরথ রঘু-বংশধর॥
যবে গঙ্গা ভাগীরথী আইল চলিয়া।
ভগীরথ যায় আগে শঙ্খ বাজাইয়া॥
নবদ্বীপধামে আসি গঙ্গা হয় স্থির।
ভগীরথ দেখে গঙ্গা না হয় বাহির॥
ভয়েতে বিহ্বল হ'য়ে রাজা ভগীরথ।
গঙ্গার নিকটে আইল ফিরি কত পথ॥
গঙ্গানগরেতে বসি তপ আরম্ভিল।
তপে তুষ্ট হ'য়ে গঙ্গা সাক্ষাৎ হইল॥
ভগীরথ বলে মাতা তুমি নাহি গেলে।
পিতৃলোক উদ্ধার না হবে কোন কালে॥
গঙ্গা বলে শুন বাছা ভগীরথ বীর।
কিছু দিন তুমি হেথা হ'য়ে থাক স্থির॥
মাঘমাসে আসিয়াছি নবদ্বীপধামে।
ফাল্গুনের শেষে যাব তব পিতৃকামে॥
যাহার চরণজল আমি ভগীরথ॥
তার নিজধামে মোর পূরে মনোরথ॥
ফাল্গুন-পূর্ণিমা তিথি প্রভু-জন্মদিন।
সেই দিন মম ব্রত আছে সমীচীন॥
সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া নিশ্চয়।
চলিব তোমার সঙ্গে না করিহ ভয়॥
এ গঙ্গানগরে রাজা রঘু-কুলপতি।
ফাল্গুন-পূর্ণিমা দিনে করিল বসতি॥

যেই জন শ্রীফাল্গুন-পূর্ণিমা দিবসে।
গঙ্গাস্নান করি' গঙ্গানগরেতে বসে ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ পূজা করে উপবাস করি।
পূর্ব্বপুরুষের সহ সেই যায় তরি ॥
সহস্র পুরুষ পূর্ব্বগণ সঙ্গে করি।
শ্রীগোলোক প্রাপ্ত হয় যথা তথা মরি ॥
ওহে জীব এস্থানের মাহাত্ম্য অপার।
শ্রীচৈতন্য নৃত্য যথা কৈল কতবার ॥
গঙ্গাদাসগৃহে আর সঞ্জয়-আলয়।
ঐ দেখ দৃষ্ট হয় সদা সুখময় ॥
ইহার পূর্ব্বেতে যেই দীর্ঘিকা সুন্দর।
তাহার মাহাত্ম্য শুন ওহে বিজ্ঞবর ॥
বল্লালদীর্ঘিকা নাম হয়েছে এখন।
সত্যযুগে ছিল এর কত বিবরণ ॥
পৃথু নামে মহারাজা উচ্চ নীচ স্থান।
কাটিয়া পৃথিবী যবে করিল সমান ॥
সেইকালে এই স্থান সমান করিতে।
মহাজ্যোতির্ম্ময় প্রভা উঠে চতুর্ভিতে ॥
কর্ম্মচারিগণ মহারাজারে জানায়।
রাজা আসি জ্যোতিঃপুঞ্জ দেখিবারে পায় ॥
শক্ত্যাবেশ অবতার পৃথুমহাশয়।
ধ্যানেতে জানিল স্থান নবদ্বীপ হয় ॥
স্থানের মাহাত্ম্য গুপ্ত রাখিবার তরে।
আজ্ঞা দিল কর কুণ্ডস্থান মনোহরে ॥
যে কুণ্ড করিল তাহা পৃথুকুণ্ড নামে।
বিখ্যাত হইল সর্ব্ব নবদ্বীপধামে ॥
স্বচ্ছ জল পান করি গ্রামবাসিগণে।
কত সুখ পাইল তার কহিব কেমনে ॥
পরে সেই স্থানে শ্রীলক্ষ্মণসেন ধীর।
দীর্ঘিকা খনন কৈল বড়ই গভীর ॥
নিজ পিতৃলোকের উদ্ধার করি আশ।
বল্লালদীর্ঘিকা নাম করিল প্রকাশ ॥
ঐ দেখ উচ্চটিলা দেখিতে সুন্দর।
লক্ষ্মণসেনের গৃহ ভগ্ন অতঃপর ॥
এ সকল অলঙ্কার মহাতীর্থস্থানে।
রাজগণ করে সদা পুণ্য উপার্জ্জনে ॥
পরেতে যবনরাজ দুষিল এস্থান।
অতএব ভক্তগণ না করে সম্মান ॥
ভূমিমাত্র সুপবিত্র এই স্থানে হয়।
যবন-সংসর্গভয়ে—বাস না করয় ॥
এস্থানে হইল শ্রীমূর্ত্তির অপমান।
অতএব ভক্তবৃন্দ ছাড়ে এই স্থান ॥
এত বলি নিত্যানন্দ গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে।
আইলেন সিমুলীয়া গ্রাম সন্নিহিতে ॥
সিমুলীয়া দেখি প্রভু জীব প্রতি কয়।
এইত সীমন্তদ্বীপ জানিহ নিশ্চয় ॥
গঙ্গার দক্ষিণ তীরে নবদ্বীপপ্রান্তে।
সীমন্ত নামেতে দ্বীপ বলে সব শান্তে ॥
কালে এই দ্বীপ গঙ্গা গ্রাসিবে সকল।
রহিবে কেবল এক স্থান সুনির্ম্মল ॥
যথায় সিমুলী নামে পার্ব্বতী পূজন।
করিবে বিষয়ী লোক করহ শ্রবণ ॥
কোন কালে সত্যযুগে দেব মহেশ্বর।
শ্রীগৌরাঙ্গ বলি নৃত্য করিল বিস্তার ॥
পার্ব্বতী জিজ্ঞাসে তবে দেব মহেশ্বরে।
কেবা সে গৌরাঙ্গ দেব বলহ আমারে ॥
তোমার অদ্ভুত নৃত্য করি দরশন।
শুনিয়া গৌরাঙ্গ-নাম গলে মোর মন ॥
এত যে শুনেছি মন্ত্রতন্ত্র এতকাল।
সে সব জানিনু মাত্র জীবের জঞ্জাল ॥

অতএব বল প্রভু গৌরাঙ্গ-সন্ধান।
ভজিয়া তাঁহারে আমি পাইব পরাণ॥
পার্ব্বতীর কথা শুনি দেব পশুপতি।
শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরি কহে পার্ব্বতীর প্রতি॥
আদ্যাশক্তি তুমি হও শ্রীরাধার অংশ।
তোমারে বলিব তত্ত্বগণ অবতংশ॥
রাধাভাব লয়ে কৃষ্ণ কলিতে এবার।
মায়াপুরে শচীগর্ভে হবে অবতার॥
কীর্ত্তন রঙ্গেতে মাতি প্রভু গোরামণি।
বিতরিবে প্রেমরত্ন পাত্র নাহি গণি॥
এই প্রেমবন্যা-জলে যে জীব না ভাসে।
ধিক্ তার ভাগ্যে দেবী জীবনবিলাসে॥
প্রভুর প্রতিজ্ঞা স্মরি প্রেমে যাই ভাসি।
ধৈরয না ধরে মন ছাড়িলাম কাশী॥
মায়াপুর অন্তর্ভাগে জাহ্নবীর তীরে।
গৌরাঙ্গ ভজিব আমি রহিয়া কুটীরে॥
ধূর্জ্জটির বাক্য শুনি পার্ব্বতীসুন্দরী।
আইলেন সীমন্ত দ্বীপেতে ত্বরা করি॥
শ্রীগৌরাঙ্গরূপ সদা করেন চিন্তন।
গৌর বলি প্রেমে ভাসে স্থির নহে মন॥
কতদিনে গৌরচন্দ্র কৃপা বিতরিয়া।
পার্ব্বতীরে দেখা দিলা সগণে আসিয়া॥
সুতপ্ত কাঞ্চনবর্ণ দীর্ঘ কলেবর।
মাথায় চাঁচর কেশ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর॥
ত্রিকচ্ছ করিয়া বস্ত্র তার পরিধান।
গলে দোলে ফুলমালা অপূর্ব্ব বিধান॥
প্রেমে গদগদ বাক্য কহে গৌররায়।
বলগো পার্ব্বতী কেন আইলে হেথায়॥
জগতের প্রভুপদে পড়িয়া পার্ব্বতী।
জানায় আপন দুঃখ স্থির নহে মতি॥
ওহে প্রভু জগন্নাথ জগত-জীবন।
সকলের দয়াময় মোর বিড়ম্বন॥
তব বহির্ম্মুখ জীবে বন্ধন কারণ।
নিযুক্ত করিল মোরে পতিতপাবন॥
আমি থাকি সেই কাজে সংসার পাতিয়া
তোমার অনন্ত প্রেমে বঞ্চিত হইয়া॥
লোকে বলে যথা কৃষ্ণ মায়া নাহি তথা
আমি তবে বহির্ম্মুখ হইনু সর্ব্বথা॥
কেমনে দেখিব প্রভু তোমার বিলাস।
তুমি না করিলে পথ হইনু নিরাশ॥
এত বলি শ্রীপার্ব্বতী গৌরপদধূলি।
সীমন্তে লইল সতী করিয়া আকুলি॥
সেই হৈতে শ্রীসীমন্তদ্বীপ নাম হৈল।
সিমুলিয়া বলি অজ্ঞজনেতে কহিল॥
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র তবে প্রসন্ন হইয়া।
বলিল পার্ব্বতী শুন কথা মন দিয়া॥
তুমি মোর ভিন্ন নও শক্তি সর্ব্বেশ্বরী।
এক শক্তি দুই রূপ মম সহচরী॥
স্বরূপশক্তিতে তুমি রাধিকা আমার।
বহিরঙ্গা রূপে রাধা তোমাতে বিস্তার॥
তুমি নৈলে মোর লীলা সিদ্ধ নাহি হয়।
তুমি যোগমায়ারূপে লীলাতে নিশ্চয়॥
ব্রজে তুমি পৌর্ণমাসীরূপে নিত্যকাল।
নবদ্বীপে প্রৌঢ়ামায়া সহ ক্ষেত্রপাল॥
এত বলি শ্রীগৌরাঙ্গ হৈল অদর্শন।
প্রেমাবিষ্ট হয়ে রহে পার্ব্বতীর মন॥
সীমন্তিনী দেবীরূপে রহে এক ভিতে।
প্রৌঢ়ামায়া মায়াপুরে রহে গৌর-প্রীতে॥
এত বলি নিত্যানন্দ কাজির নগরে।
প্রবেশিল জীবে লয়ে তখন সত্বরে॥

প্রভু বলে ওহে জীব শুনহ বচন।
কাজির নগর এই মথুরা ভুবন ॥
হেথা শ্রীগৌরাঙ্গ রায় কীর্ত্তন করিয়া।
কাজি নিস্তারিল প্রভু প্রেমরত্ন দিয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণলীলায় যেই কংস মথুরায়।
গৌরাঙ্গলীলায় চাঁদকাজি নাম পায় ॥
এইজন্য প্রভু তারে মাতুল বলিল।
ভয়ে কাজি গৌরপদে শরণ লইল ॥
কীর্ত্তন আরম্ভে কাজি মৃদঙ্গ ভাঙ্গিল।
হোসেন শাহার বলে উৎপাত করিল ॥
হোসেনশা সে জরাসন্ধ গৌড়-রাজ্যেশ্বর
তাহার আত্মীয় কাজি প্রতাপ বিস্তর ॥
প্রভু তারে নৃসিংহরূপেতে দেয় ভয়।
ভয়ে কংসসম কাজী জড়সড় হয় ॥
তারে প্রেম দিয়া কৈল বৈষ্ণবপ্রধান।
কাজির নিস্তার কথা শুনে ভাগ্যবান্ ॥
ব্রজতত্ত্ব নবদ্বীপ-তত্ত্বে দেখ ভেদ।
কৃষ্ণ-অপরাধী লভে নির্ব্বাণ অভেদ ॥
হেথা অপরাধী পায় প্রেমরত্ন ধন।
অতএব গৌরলীলা সর্ব্বোপরি হন ॥
গৌরধাম গৌরনাম গৌররূপ-গুণ।
অপরাধ নাহি মানে তারিতে নিপুণ ॥
যদি অপরাধ থাকে সাধকের মনে।
কৃষ্ণনামে কৃষ্ণধামে তারে বহুদিনে ॥
গৌরনামে গৌরধামে সদ্য প্রেম হয়।
অপরাধ নাহি তার বাধা উপজয় ॥
ঐ দেখ ওহে জীব কাজির সমাধি।
দেখিলে জীবের নাশ হয় আধি ব্যাধি ॥
এত বলি নিত্যানন্দ প্রেমে গরগর।
চলিলেন দ্রুত শঙ্খ বণিক্‌নগর ॥

তথা গিয়া শ্রীজীবেরে বলেন বচন।
ওই দেখ শরডাঙ্গা অপূর্ব্ব দর্শন ॥
শ্রীশরডাঙ্গা নাম অতি মনোহর।
জগন্নাথ বৈসে যথা লইয়া শবর ॥
পূর্ব্বে যবে রক্তবাহু দৌরাত্ম্য করিল।
দয়িতা সহিত প্রভু হেথায় আইল ॥
শ্রীপুরুষোত্তম সম ঐ ধাম হয়।
নিত্য জগন্নাথস্থিতি তথায় নিশ্চয় ॥
তবে তন্তুবায়গ্রাম হইলেন পার।
দেখিলেন খোলাবেচা শ্রীধর-আগার ॥
প্রভু বলে এই স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।
কীর্ত্তন বিশ্রাম কৈল ভক্তে কৃপা করি ॥
এই হেতু শ্রীবিশ্রামস্থান এর নাম।
হেথা শ্রীধরের ঘরে করহ বিশ্রাম ॥
শ্রীধর শুনিল যবে প্রভু-আগমন।
সাষ্টাঙ্গে আসিয়া করে প্রভুর পূজন ॥
বলে প্রভু বড় দয়া এ দাসের প্রতি।
বিশ্রাম করহ হেথা আমার মিনতি ॥
প্রভু বলে তুমি হও অতি ভাগ্যবান্।
তোমারে করিল কৃপা গৌর ভগবান্ ॥
অদ্য মোরা এই স্থানে করিব বিশ্রাম।
শুনিয়া শ্রীধর তবে হয় আপ্তকাম ॥
বহুযত্নে সেবাযোগ্য সামগ্রী লইয়া।
রন্ধন করায় ভক্ত ব্রাহ্মণেরে দিয়া ॥
নিতাই-শ্রীবাস-সেবা হৈলে সমাপন।
আনন্দে প্রসাদ পায় শ্রীজীব তখন ॥
নিত্যানন্দ খট্টোপরি করায় শয়ন।
সবংশে শ্রীধর করে পাদসম্বাহন ॥
অপরাহ্নে শ্রীজীবেরে লইয়া শ্রীবাস।
ষষ্ঠীতীর্থ দেখাইল হইয়া উল্লাস ॥

শ্রীবাস কহিল শুন জীব সদাশয়।
পূর্ব্বে দেবগণ যবে শুনিল নিশ্চয় ॥
নবদ্বীপে হবে মহাপ্রভু অবতার।
বিশ্বকর্ম্মা আইলেন নদীয়া নগর ॥
প্রভু যেই পথে করিবেন সঙ্কীর্ত্তন।
সেই পথে জলকষ্ট করিতে বারণ ॥
এক রাত্রে ষাট কুণ্ড কাটিল বিশাই।
শেষ কুণ্ড কাজীগ্রামে করিল কাটাই ॥
শ্রীধরের কলাবাগ দেখিতে সুন্দরী।
ইহার নিকটে এক দেখ সরোবর ॥
এই সরোবরে কভু করি জলখেলা।
মহাপ্রভু লইলেন শ্রীধরের খোলা।
অদ্যাবধি মোচা থোড় লইয়া শ্রীধর।
শ্রীশচীমাতাকে দেয় উল্লাস অন্তর ॥
ইহার নিকটে ময়ামারি নাম স্থান।
দেখহ শ্রীজীব আজো আছে বিদ্যমান ॥
পৌরাণিক কথা এক করহ শ্রবণ।
তীর্থযাত্রা বলদেব করিল যখন ॥
নবদ্বীপে আসি যবে করিল বিশ্রাম।
বিপ্রগণ জানাইল ময়াসুর নাম ॥
ময়াসুর-উপদ্রব শুনি হলধর।
মহাবেগে ধরে তারে মাঠের ভিতর ॥
মহাযুদ্ধ কৈল দৈত্য বলদেব সাথ।
অবশেষে রাম তারে করিল নিপাত ॥
সে অবধি ময়ামারি নাম খ্যাত হৈল।
বহুকাল কথা আজ তোমারে কহিল ॥
তালবন নাম এই তীর্থ ব্রজপুরে।
সদা ভাগ্যবান্ জন নয়নেতে স্ফুরে ॥
সেই রাত্রে সেই স্থানে থাকিলেন সবে
পরদিন যাত্রা করে হরি হরি রবে ॥
নিতাই-জাহ্নবা-পদছায়া যার আশ।
নদীয়ামাহাত্ম্য করে এ দাস প্রকাশ ॥

রাখে হরি মারে কে ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫০ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ—বিচারালয়

মুলুকপতি ও গোরাই কাজীর প্রবেশ।

মুলুকপতি—(সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক) হরিদাস সম্পর্কে আমি দূতমুখে অনেক খবরই শুনেছি। আপনি যা' বলেছেন তা যথাসত্য। হরিদাস হিঁদুর দেবতার নামে বড় পাগল।

গোরাই কাজী—হুজুর, সে পাগল নয়; সে শয়তান। কাফের হিঁদুর দেবতার নাম নিতে তার মোটেই লজ্জা বা দুঃখ নেই; বরং ইসলাম ধর্ম্মের অবমাননা করতে সে পরম উৎসাহী।

মুলুকপতি—সম্ভবতঃ তার মত পরিবর্ত্তনের জন্য আপনি নিশ্চয় তা'কে অনুরোধ করেছেন ?

গোরাই কাজী—জি হাঁ ; সে কথা কি বল্‌তে হয় ? আমি তা'কে বার বার আল্লা-নাম নিতে অনুরোধ জানিয়েছি। কিন্তু সেই অসমসাহসী দুষমন্‌টা আমার সমস্ত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে।

[হরিদাসকে লইয়া নগররক্ষীর প্রবেশ]

নগররক্ষী—(সেলামপূর্ব্বক) জাঁহাপনা, এই সেই হরিদাস। কাজীজীর আজ্ঞাক্রমে একে নিয়ে এসেছি।

মুলুকপতি—(হরিদাসের প্রতি) ভাই হরিদাস, তুমি ভেবে দেখ,—ইসলামের পবিত্র বংশে তোমার জন্ম। তুমি কত সৌভাগ্যবান্‌!

যে-হিঁদুর দর্শন মাত্রে আমরা ভাত পর্য্যন্ত খাই না, যে-হিঁদুদের আমরা কাফের বলে জানি,···সেই ধর্ম্মের প্রতি তোমার এত আস্থা কেন ? তাদের আচার-পদ্ধতিতে তোমার এত আগ্রহ কেন ?

হরিদাস—জাঁহাপনা, আপনাকে আমি বিবেচক বলেই জানি। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার ক'রে দেখুন,—হিন্দুধর্ম্ম উদারতাপূর্ণ। আপনারা মতবাদ দ্বারা সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়েছেন, আপনাদের উদারতা কোথায় ? আপনাদের মধ্যে মোশ্লেমধর্ম্মের গোঁড়ামিটুকুই সার।

গোরাইকাজী—দেখ্‌ছেন জাঁহাপনা, এ দুষমন্‌টা আপানাকেও গ্রাহ্য করে না।

হরিদাস—কাজীজী, আমি তো রাজদণ্ডের কোন অসম্মান করি নি! ন্যায্য ধর্ম্মকথা বলার অধিকারও কি আমার নেই ?

মুলুকপতি—হরিদাস, তোমার মাথা বিগড়ে গেছে দেখ্‌ছি। নিজের জাতি-ধর্ম্ম খোয়ান কি তোমার ভাল হয়েছে ভাই! যদি পরলোকে নিস্তারের আশা কর, তা'হলে অবিলম্বে কলমা উচ্চারণ কর ; তোমার শত পাপ বিদূরিত হবে, তুমি নিজেকে মোশ্লেম বলে জাহির কর্‌তে পার্‌বে।

হরিদাস—হুজুর, পাপী হয়েও তত পাপ করে উঠ্‌তে পারে না, যত পাপ মাত্র একবার কৃষ্ণনামে বিদূরিত হয়। কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ!

মুলুকপতি—বেয়াদপ! আবার সেই হিঁদুর দেবতার নাম কর্‌ছ ? যে-নাম শুন্‌লে আমাদের কাণে আঙুল দিতে হয়, সেই নাম আমাদের সম্মুখে উচ্চারণ কর্‌ছ ? রসনা সংযত কর মূর্খ! জেনো, এটা বিচারস্থল

—রাজসভা। আল্লা-নামের মহিমা তুমি জান না, তাই ঐরূপ ভুল বক্‌ছ।

হরিদাস—আহা বিষ্ণুমায়া! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—, জাঁহাপনা! সকলের ঈশ্বর একই! এক ঈশ্বরই অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা। প্রত্যেক শাস্ত্রই সেই ঈশ্বর-বস্তুর আলোচনা করতে গিয়ে নিজ নিজ অধিকার মতে বস্তুসিদ্ধির পূর্ব্বেই স্থিরগতি হয়েছে। একমাত্র হিন্দু শাস্ত্রই সেই তত্ত্বের পরিপূর্ণতম অবস্থায় পৌঁছেছে।

মুলুকপতি—তা'হলে তুমি কি বল্‌তে চাও আল্লা নাম নেবে না? ঐ কাফের হিঁদুদের দেবতারই নাম নেবে?

হরিদাস—হুজুর, সব একই কথা। মুসলমান হয়ে হিন্দুকে, কিংবা হিন্দু হয়ে মুসলমানকে হিংসা না করাই ভাল। এক পরমেশ্বর সকলেরই অন্তর্যামী। কাউকে হিংসা করলে সেই পরমেশ্বরেরই হিংসা করা হয়। সেই পরমেশ্বর যা'কে যা' করান, সে তাই করে। এতে আমার কি দোষ আছে?

মুলুকপতি—তুমি তো স্বেচ্ছায় হিঁদু ধর্ম্ম গ্রহণ করেছো। এতে পরমেশ্বরকে দায়ী কর কেন?

হরিদাস—হরি-হরি, আমি তো পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই তাঁকে কৃষ্ণ-নামে ডাকি!

গোরাইকাজী—পাপিষ্ঠ, ভণ্ড কোথাকার! জাঁহাপনা ইচ্ছা কর্‌লে তোমায় কিরূপ সাজা দিতে পারেন জানো?

হরিদাস—জানি, হুজুর। ঈশ্বরেচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু কর্‌বার ক্ষমতা ওঁর নেই। একমাত্র ঈশ্বরই আমার শাস্তা ও নিয়ন্তা।

মুলুকপতি—শোন হরিদাস, এখনও মতপরিবর্ত্তন কর। নইলে তোমায় কঠিন দণ্ড দেবো। আমার ক্ষমতা আছে কিনা তার পরিচয় তখন পাবে!

হরিদাস—জাঁহাপনা, কেউ হিন্দুকুলে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মে যদি স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়, তা'তে হিন্দুদের কি কর্‌বার থাক্‌তে পারে? তার নিজ কর্ম্মদোষেই সে মরেছে, তা'কে মেরে আর কি ধর্ম্ম হবে? তদ্রূপ আমিও স্বেচ্ছায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেছি। হুজুর, আপনি

সুবিচার করে যদি আমার দোষ দেখেন তো যোগ্য শাস্তি দিন, আমি মাথা পেতে নেব।

গোরাই কাজী—(হরিদাসের প্রতি) ওরে দুষ্ট তোর শাস্তি হবে না? তুই মোশ্লেম ধর্ম্মের মহিমা খর্ব্ব করিস্—তোর এত বড় স্পর্দ্ধা! (জাঁহাপনার প্রতি) হুজুর, এই দুশ্মন্ কলমা উচ্চারণ না করলে একে কোনমতেই মুক্তি দেওয়া যেতে পারে না। এই এক দুষ্ট যে কত দুষ্ট তৈরী করবে তা'র ইয়ত্তা নেই।

মুলুকপতি—তা' বটে!

(হরিদাসের প্রতি) হরিদাস, তুমি মোশ্লেম বংশজাত। ভাই, তুমি এখনও একবার নিজশাস্ত্র উচ্চারণ কর, তোমায় মুক্তি দেবো।

হরিদাস—জাঁহাপনা, জীবন অপেক্ষাও ধর্ম্ম বড়। যা'র যা' স্বভাব তাই তার ধর্ম্ম। ভগবান্ কৃষ্ণ আনুগত্যই জীবের স্বভাব এবং তাহাই জীবের স্বধর্ম্ম। তুচ্ছ জীবনের বিনিময়ে আমার স্বধর্ম্ম ত্যাগ করতে আমি রাজি নই। আপনি আমাকে প্রাণে বধ না করে মুক্তি দিতে পারেন, কিন্তু আমায় ভব-কারাগারের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে পারেন না। ভব-বন্ধন মোচন না হ'লে অধোক্ষজ বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভ হয় না। সে' মুক্তি দিতে পারেন একমাত্র মুকুন্দ। আপনি নিজেই এই ভব-কারাগারের একজন কয়েদী। একজন কয়েদী কি আর একজন কয়েদীকে মুক্তি দিতে পারে?

নগররক্ষী—(হরিদাসের প্রতি) সাবধান হরিদাস! তুমি জাঁহাপনার রাজ্যে তথা রাজ-দরবারে দাঁড়িয়ে জাঁহাপনাকেই কয়েদী বানাচ্ছো! দুঃসাহস তো কম নয়?

(হরিদাস নিরুত্তর)

নগররক্ষী—(জাঁহাপনার প্রতি) হুজুর, আপনার উদারতার জন্যই এর ঔদ্ধত্য বেড়ে চলেছে। আদেশ করুন হুজুর, আমি এখনই এর জিহ্বটা টেনে ছিঁড়ে দিই, নয়তো এর গর্দ্দানটা মাটিতে লুটিয়ে দিই!

(অসি নিষ্কাশনে উদ্যত)

মুলুকপতি—ক্ষান্ত হও নগররক্ষী! সহসা উত্তেজিত হওয়া উচিত নয়।

(নগররক্ষী তরবারী যথাস্থানে রাখিল।)

গোরাই কাজী—জাঁহাপনা, এই শয়তান আমাকেও আমারি কক্ষে দাঁড়িয়ে আপমান করেছিল। এ নরাধম একেবারেই ক্ষমার অযোগ্য।

মুলুকপতি—এ ছোঁড়াটা সত্যই বড় বাড় বেড়েছে!

(হরিদাসের প্রতি) হরিদাস, তা'হ'লে দেখ্‌ছি তোমার একান্তই মর্‌বার সাধ হয়েছে!

হরিদাস—জাঁহাপনা! আমার এ দেহ-প্রাণ ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্মে সমর্পণ করেছি। আমায় জীবিত রাখা বা মারা সম্পর্কে তাঁর ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি। তিনি যা' কর্‌বেন তাই হবে ও তাহাই মঙ্গলজনক। আমার এ দেহ যন্ত্রটার মৃত্যু আছে, কিন্তু আমি ইচ্ছা কর্‌লেও বা কোনরূপেই আমার আত্মার মৃত্যু বা ধ্বংস নেই। একমাত্র সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবদিচ্ছা ব্যতীত আপনার ইচ্ছায় এ দেহ-যন্ত্রের পতন হ'তে পারে না।

মুলুকপতি—হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ…, দুশমনটা বলে কিনা আমার ইচ্ছানুযায়ী ওর মৃত্যু হবে না!

(কাজীর প্রতি) কি ভাব্‌ছেন? এর উপযুক্ত সাজা দিবার ব্যবস্থা করুন।

গোরাই কাজী—জি-হুজুর! এর উপযুক্ত সাজা আমি ঠিক করেই রেখেছি, শুধু আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় ছিলাম। (হরিদাসের প্রতি বক্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া) দেখ হরিদাস, তুমি আমায় চেনো না। আমার নাম গোরাই কাজী। আমি যা'কে ধরি, তার গোড়া উৎপাটন করি। যদি বাঁচতে চাও তো হিঁদুয়ানা ছাড়, নইলে আজ তোমার মূলোৎপাটন। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ… !

(দাড়ি মোচড়াইতে লাগিল)

হরিদাস—কাজীজী, আমি কৃষ্ণনাম ছাড়্‌ব বল্‌লে কি হবে, নাম যে আমায় ছাড়ে না। যদি এ দেহ খণ্ড খণ্ড হয়, যদি এ প্রাণও বহির্গত হয়, তবু আমি কোনমতেই হরিনাম ছাড়তে পার্‌ব না। কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ।

মুলুকপতি—(কাজীর প্রতি) একে কিরূপ দণ্ড দেওয়া যায় স্থির করেছেন?

গোরাই কাজী—(দাড়ি মোচড়াইতে মোচড়াইতে) হুজুর, এই বেধর্ম্মী দুশমন্‌টা পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম ও স্বয়ং রাজদণ্ডের অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত।

একে নেহাৎ হাড়কাঠে বলি দিলেই হবে না। একে এমন শাস্তি দিতে হবে যা'তে এ নিজ অপকর্ম্মের কথা হাড়ে হাড়ে টের পায়! এর সাজা কঠিন না হ'লে এর দেখাদেখি আরও অনেক মোশ্লেম ভাই পবিত্র মোশ্লেম ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস হারাবে। তাই একে নির্ম্মমভাবে বধ করতে হবে। একে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত ক'রে এর প্রাণ লওয়াই সমীচীন। যবন হয়ে যে হিঁদুয়ানা করে তা'র প্রাণান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তার পাপক্ষয় হয় না।

মুলুকপতি—উত্তম, উত্তম বিচার! তাই হোক্, ওকে বাইশবাজারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রচণ্ড বেত্রাঘাত করা হোক্! কিন্তু বাইশবাজারে বেত্রাঘাত করার পরেও যদি ও জীবিত থাকে?

গোরাই কাজী—হুজুর, তা' কখনই সম্ভব নয়! আর প্রাণান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ওকে নির্ম্মমভাবে বেত্রাঘাত করতে হবে।

মুলুকপতি—বেশ, তাই হবে। ওকে বাইশবাজারে বেত মেরে ওর প্রাণ লইয়াই সাব্যস্ত হ'ল, আপনি তা'র ব্যবস্থা করুন! (প্রস্থান)

গোরাই কাজী—(নগররক্ষীর প্রতি) শোন নগররক্ষী, তুমি একে বাইশ বাজারের প্রতি বাজারে বাজারে ঘুরিয়ে সমস্ত পাইক বরকন্দাজ দ্বারা নিদারুণ কশাঘাত করবার ব্যবস্থা করগে। যতক্ষণ এ না মরে, ততক্ষণ এর আপাদমস্তক সজোরে কশাঘাত চল্‌বে। বাইশ বাজারে বেত মারার পরেও যদি এ জীবিত থাকে, তাহ'লে এর প্রহারকারিগণের কা'রও নিস্তার থাক্‌বে না—তোমারও না, সকলকেই সবংশে কোতল করব। যাও…।

নগররক্ষী—যথাদেশ হুজুর! এর মরণ বাইশ বাজারের অপেক্ষা রাখে না, মাত্র দু' তিন বাজারের প্রহারেই এর অবশ্যই প্রাণবিনাশ হবে।

(কাজীকে সেলাম করিল)

(হরিদাসের প্রতি) এই—এদিকে আয়!

(হরিদাস সহ নগররক্ষীর প্রস্থান)

গোরাই কাজী—এইবার ধূর্ত্তটার উপযুক্ত সাজাই হয়েছে! দেখি এবার ওকে কে রক্ষা করে? ও ভেবেছিলো বড় বড় বাত্ বলে জাঁহাপনার মন জয় করবে! আরে এ গোরাইকাজী থাক্‌তে তা' কখনই হবে না। হেঃ-হেঃ-হেঃ-হেঃ,—এ যাকে ধরে তা'র গোড়া না উপ্‌ড়ে জলস্পর্শ করে না! (প্রস্থান) **(ক্রমশঃ)**

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীশ্রীউপদেশামৃত-ভাষা

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

কৃষ্ণেতর কথা বাগ্‌বেগ তা'র নাম।
কামের অতৃপ্তে ক্রোধবেগ মনোধাম॥
সুস্বাদু ভোজনশীল জিহ্বাবেগদাস।
অতিরিক্ত ভোক্তা যেই উদরেতে আশ॥

যোষিতের ভৃত্য স্ত্রৈণ কামের কিঙ্কর।
উপস্থবেগের বশে কন্দর্প তৎপর॥
এই ছয় বেগ যা'র বশে সদা রয়।
সে জন গোস্বামী করে পৃথিবী-বিজয়॥ ১॥

অত্যন্ত সংগ্রহে যা'র সদা চিত্ত ধায়।
'অত্যাহারী ভক্তিহীন' সেই সংজ্ঞা পায়॥
প্রাকৃত বস্তুর আশে ভোগে যা'র মন।
'প্রয়াসী' তাহার নাম ভক্তিহীন জন॥

কৃষ্ণকথা ছাড়ি' জিহ্বা আন কথা কহে।
'প্রজল্পী' তাহার নাম বৃথা বাক্য বহে॥
ভজনেতে উদাসীন কর্ম্মেতে প্রবীণ।
বহ্বারম্ভী সে 'নিয়মাগ্রহী' অতি দীন॥

কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ-বিনা অন্য সঙ্গে রত।
'জনসঙ্গী' কুবিষয়-বিলাসে বিব্রত॥
নানা স্থানে ভ্রমে যেই নিজ-স্বার্থ-তরে।
'লৌল্যপর' ভক্তিহীন সংজ্ঞা দেয় নরে॥

এই ছয় নহে কভু ভক্তি-অধিকারী।
ভক্তিহীন লক্ষ্যভ্রষ্ট বিষয়ী সংসারী॥ ২॥
ভজনে উৎসাহ যা'র ভিতরে বাহিরে।
সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি পা'বে ধীরে ধীরে॥

কৃষ্ণভক্তি-প্রতি যা'র বিশ্বাস নিশ্চয়।
শ্রদ্ধাবান্ ভক্তিমান্ জন সেই হয়॥
কৃষ্ণসেবা না পাইয়া ধীরভাবে যেই।
ভক্তির সাধন করে ভক্তিমান্ সেই॥

যাহাতে কৃষ্ণের সেবা, কৃষ্ণের সন্তোষ।
সেই কর্ম্মে ব্রতী সদা, না করয়ে রোষ॥
কৃষ্ণের অভক্তজনসঙ্গ পরিহরি'।
ভক্তিমান্ ভক্তসঙ্গে সদা ভজে হরি॥

কৃষ্ণভক্ত যাহা করে তদনুসরণে।
ভক্তিমান্ আচরয় জীবনে মরণে॥
এই ছয়জন হয় ভক্তি অধিকারী।
বিশ্বের মঙ্গল করে ভক্তি পরচারি'॥ ৩॥

দ্রব্যের প্রদান আর আদান করিলে।
গোপনীয় বাক্যব্যয় আর জিজ্ঞাসিলে॥
ভোজন করিলে আর ভোজ্য খাওয়াইলে।
প্রীতির লক্ষণ হয় যবে দুই মিলে॥
ভক্তজন-সহ প্রীতি,—সঙ্গ ছয় এই।
অভক্তে অপ্রীতি করে ভাগ্যবান্ যেই॥ ৪॥

কৃষ্ণসহ কৃষ্ণনাম অভিন্ন জানিয়া।
অপ্রাকৃত একমাত্র সাধন মানিয়া॥
যেই নাম লয় নামে দীক্ষিত হইয়া।
আদর করিবে মনে স্বগোষ্ঠী জানিয়া॥

নামের ভজনে যেই কৃষ্ণসেবা করে।
অপ্রাকৃত ব্রজে বসি' সর্ব্বদা অন্তরে॥
মধ্যম বৈষ্ণব জানি' ধর তা'র পায়।
আনুগত্য কর তাঁ'র মনে আর কায়॥
নামের ভজনে যেই স্বরূপ লভিয়া।
অন্যবস্তু নাহি দেখে কৃষ্ণে তেয়াগিয়া॥

কৃষ্ণেতর সম্বন্ধ না পাইয়া জগতে।
সর্ব্বজনে সমবুদ্ধি করে কৃষ্ণব্রতে॥
তাদৃশ ভজনবিজ্ঞে জানিয়া অভীষ্ট।
কায়মনোবাক্যে সেব হইয়া নিবিষ্ট॥
শুশ্রূষা করিবে তাঁ'রে সর্ব্বতোভাবেতে।
কৃষ্ণের চরণ-লাভ হয় তাঁহা হ'তে॥ ৫॥

প্রবন্ধ ও সম্বন্ধ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৫ পৃষ্ঠার পর)

ভাগবতী ধারায় স্নাত না হইয়া নিষ্কপট বা শুদ্ধভাগবতগণের নিকট ভগবানের কথা শ্রবণমুখে তাঁহাদের আনুগত্যে গুরুসেবা বা ভগবৎসেবাকেই জীবনের ধ্রুবতারা বলিয়া ঠিক না করিয়া যদি নিজের বিচার বা জ্ঞানের দ্বারা মনগড়া ভগবৎসেবা (?) সৃষ্টি করিয়া পরোপদেশে মহাপাণ্ডিত্য দেখাইতে যাই, প্রবন্ধ বা কবিতাদি লিখিয়া প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালিনীকে সাদরে আজীবন প্রশ্রয় দেই অথবা অঙ্গের হাবভাবসহ শব্দসামান্যের কসরৎ দেখাইয়া কীর্ত্তন অথবা বক্তৃতায় প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে তাহার বিষময় ফল যে আমাদিগকে শীঘ্রই পরমার্থরাজ্য হইতে বিচ্যুত করিয়া দিবে, সে-বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। প্রাক্তন আচরণের দ্বারা আমরা হয় জগতের বোকা লোকগুলিকে ঠকাইতে পারি, কিন্তু ইহার দ্বারা সত্য সত্যই আমি লাভবান হইতে পারিব কি? ইহাতে আমার বাস্তব-মঙ্গল হইবে কি? আমি কি জন্যই বা এই পথে আসিয়াছিলাম আবার বর্ত্তমানেই বা কোন্ পথে চলিতেছি তাহা একবারও চিন্তা করিয়াছি কি? ইহার দ্বারা আমি নিজে বঞ্চিত ত' হইবই অধিকন্তু অপরকেও বঞ্চিত করিব। তজ্জনিত মহাপাপ বা মহাগৌরব আমাকে ভোগ করিতেই হইবে; ভগবানের নিরপেক্ষ তৌলদণ্ডের নিকট আমার আর রক্ষা নাই। সাধু সাবধান!

পারমার্থিক রাজ্যের প্রবেশপথেও আমাদের নানারূপ গলদ্ আসে কেন? আমরা পূর্ব্বে যে চিন্তাস্রোতের আলোচনা করিয়াছি, ইহা তাহারই বিষময় ফল। আমাদের মনের চিন্তাস্রোত হয় নির্ব্বিশেষবাদ প্রভৃতিতে পৌঁছিয়া আত্মহত্যা করিবে, না হয় কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা অথবা স্বেন্দ্রিয়-তর্পণপথে গতিবিশিষ্ট হইবে। প্রবন্ধ বিস্তারভয়ে আমরা এ বিষয়ে আর অধিক দূর অগ্রসর হইব না। প্রবন্ধের শিরোনামা অবলম্বনে কিছু আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণ ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধাদিতে মস্তিষ্কের উর্ব্বরশক্তির যে-সমস্ত পরিচয় দিতেছেন বা দিয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গের অনবগত নহে। কেহ শ্রীকৃষ্ণকে মহাপুরুষ, কেহ লম্পট, আবার কেহ তাঁহার অপ্রাকৃত-লীলাকে নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের ছাঁচে ঢালিয়া বিকৃত-রূপে প্রতিফলিত

করিতেছে। অন্যান্য অপসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ অথবা ধর্ম্মধ্বজিগণ অনুস্বার বিসর্গের দৌরাত্ম্যে অথবা অন্যান্য উপায়ে বহুবিধ প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদি উদ্গার দ্বারা ভগবৎ-সেবা-পথের (?) কত না কতরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন। এইরূপ বিভিন্ন প্রকার মস্তিষ্কের বিভিন্ন প্রকার প্রবন্ধ আমরা জগতে লক্ষ্য করিতেছি। এই সমস্ত প্রবন্ধাদির লেখক যেরূপ নিজে অন্ধ হইতে অন্ধতর রাজ্যে উপস্থিত হয়, তদ্রূপ অপর পাঠককেও সেই পথের পথিক করায়। তজ্জন্য মুণ্ডক উপনিষদের 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" এই শ্লোকটী অনুশীলনের পরই—

অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

—'পদ্মপুরাণে'র এই শ্লোকের অনুসরণে শুধু শ্রবণ নহে, অবৈষ্ণবের বা সদ্গুরুপাদপদ্মের অননুগত জনগণের লিখিত প্রবন্ধ কবিতাদি হইতে আমাদিগকে দূরে থাকিতে হইবে।

তবে নদীয়াপ্রকাশ শ্রীশচীনন্দনের মহিমাকীর্ত্তনকারী "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"র প্রবন্ধাদির বৈশিষ্ট্য কোথায়? এদিকে যেমন এই সমস্ত পত্রিকার নিষ্কপট ও শুদ্ধ সেবকগণ আশ্রয়বিগ্রহের সুখে বিষয়-বিগ্রহের সেবানুসন্ধানে রত তেমন বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে বিলাইবার একমাত্র মালিক, তাঁহার হাবভাব তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণ—এক কথায় তাঁহার যা কিছু প্রকাশ করিবার একমাত্র সত্ত্বাধিকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মে তাঁহারা পূর্ণানুগত ও গুরুপাদপদ্মৈক-জীবন। তাঁহারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত সম্বন্ধের ঐক্যতানে তাঁহাদের ভাষায় তাঁহাদেরই মহিমা কীর্ত্তনের জন্য সমর্পিতাত্ম। তাঁহারা যেমন নিজে নিজকে গুরুপাদপদ্মে ভিক্ষা দিয়াছেন, আবার তেমনই পরদুঃখে দুঃখী হইয়া সমস্ত জগদ্বাসীর প্রাণভিক্ষা করিয়া গুরুসেবোপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য কেবল প্রবন্ধ বা কবিতাদি লিখিয়া নহে, যাহার যে যোগ্যতা এবং যাহাই কিছু আছে, তৎসমস্তই নিয়োগ করিয়াছেন ও গুরুসেবায় সর্ব্বস্বদানের জন্য সকলকে কাতর প্রার্থনা জানাইতেছেন।

তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি, এই সমস্ত প্রবন্ধাদি আমাদের মায়ার বহুরূপিণী সেবাবিমুখবৃত্তি প্রকৃষ্টরূপে বন্ধ করিয়া সম্বন্ধরাজ্যে—গুরুসেবা বা কৃষ্ণসেবার রাজ্যে অদ্বিতীয় ভোক্তার ইন্দ্রিয়তর্পণে প্রবন্ধ বা সম্যগ্-রূপে বন্ধন করিয়া দেয়। এইখানেই প্রবন্ধের সহিত সম্বন্ধের পরিচয়,

এইখানেই প্রবন্ধের সহিত সম্বন্ধের মিলন বা সার্থকতা। যে সম্বন্ধরাজ্যে আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য কোনও অপ্রাকৃত কবি গাহিয়াছেন,—

"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ॥"

এক্ষণে আমরা কতটা সম্বন্ধরাজ্যে অভিযান করিয়াছি, তাহাই চিন্তার বিষয়। আমরা যে পরিমাণে সমর্পিতাত্ম হইয়া সম্বন্ধরাজ্যে অভিযান করিতে পারিব, ভোক্তার ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য নিজেকে ইন্ধন তৈয়ারী করিবার সৌভাগ্য পাইব, সেই পরিমাণে আমাদের প্রবন্ধাদির দ্বারা বা অন্যান্য উপায়ে সেবা করিবার সৌভাগ্য হইবে। যদি তাহা না হয়, তবে হাজার হাজার প্রবন্ধ বা কবিতা লিখিলেও বা কোটী জন্ম শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলেও আমাদের সেবাসিদ্ধি হইবে না।

"কোটী জন্ম ক'রে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

—অধ্যাপক শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণতীর্থ

স্নানযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব সহ

বিগত ৩০শে ত্রিবিক্রম, ৭ই আষাঢ়, ২২ শে জুন বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ মঠ সমূহে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব যথারীতি সাড়ম্বরে পালিত হইয়াছে। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে এই উৎসবের সহিত উক্ত মঠের বার্ষিক মহোৎসবও জড়িত। সুতরাং উক্ত মঠে এই মহোৎসব অধিকতর সমারোহ সহকারে উদ্‌যাপিত হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পারমার্থিক রাজ্যের দ্বারোদ্‌ঘাটনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার সার্ব্বকালিকী প্রয়োজনীয়তা সমাগত শত সহস্র নরনারীকে বিশেষভাবে উপলব্ধ করাইয়াছেন। কৃষ্ণবিহীন জীবন অচৈ-

তন্যকল্প। সুতরাং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানকেলিদিবসে সচল জগন্নাথ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে তীর্থীভূত পিছলদা গ্রামে এই উৎসবমুখর দিনটী পিছলদা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলসমূহকে নামসুধারসে প্রমত্ত করাইয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দবন্যা প্রবাহিত করিয়াছেন। উৎসবের ২।৩ দিবস পূর্ব্ব হইতে পাশ্ববর্ত্তী, ও দূরবর্ত্তী অঞ্চল সমূহ হইতে ভক্তচাতককুল শ্রীমঠে সমবেত হইতে থাকেন। উৎসব-দিবসে প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীমন্মহাপ্রভু-বিহিত কীর্ত্তন ও হরিকথা পঠন, এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইতে থাকেন। অপর দিকে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলরামাভিন্ন শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ প্রভুর ভোগরন্ধন-কার্য্য চলিতে থাকে। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিকান্তে সমাগত দুই সহস্রাধিক জনগণকে চতুর্ব্বিধরসসংযুক্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডী মহারাজ তাঁহার প্রচারপার্টি সহ মাসাধিক ধরিয়া এই উৎসবের আনুকূল্যাদি সংগ্রহে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তত্রস্থ মঠের সেবকবৃন্দ, অন্যান্য ব্রহ্মচারিবর্গ, মঠরক্ষক শ্রীপাদ রমানাথ ব্রজবাসী ও তত্রস্থ মঠসেবক শ্রীপাদ উপানন্দ দাসাধিকারীর নাম উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় ক্লাবের সদস্যবর্গও এই উৎসবে বিবিধ সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। সমিতি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে ১০৮ রৌপ্য কলসের জলে স্নান করান হয়। তদনন্তর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অর্চ্চন ও মধ্যাহ্ন-ভোগরাগের পর সমাগত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পূজ্যপাদ শ্রীল ত্রিবিক্রম মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীল মুনি মহারাজ, শ্রীপাদ ন্যাসী মহারাজ এই উৎসবে সমুপস্থিত থাকিয়া উৎসবের শ্রীবৃদ্ধি করেন। শ্রীপাদ দয়ালহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীকালাচাঁদ ব্রহ্মচারী ও তত্রস্থ অন্যান্য মঠসেবকবৃন্দের এই উৎসবে সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

অক্ষয়-তৃতীয়ায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিগত ১৮ মধুসূদন, ২৮ বৈশাখ, ইং ১২ মে শুক্রবার অক্ষয়-তৃতীয়ায় সমিতি সর্ব্বত্র নিজ প্রতিষ্ঠা-দিবস পালন করিয়াছেন। সমিতির মূল-কেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের উপস্থিতিতে এই উৎসব অধিকতর সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এই দিবস মধ্যাহ্নে সমিতির উপাস্য শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজিউ-এর ভোগরাগান্তে সমাগত কয়েক শত ব্যক্তিকে এই স্থানে অকণ্ঠ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই তিথিবরায় সত্যযুগের উৎপত্তি। এই দিবস সন্ধ্যায় শ্রীহরি-কীর্ত্তন নাট্যমন্দিরে আহূত এক সভায় বিদ্বৎমণ্ডলীর নিকট একমাত্র বাস্তব সত্ত্য বস্তুর নির্ভীক ও নিরপেক্ষ গুণানুকীর্ত্তনে সমিতির ভক্তিমূলা ক্রিয়াসমূহের বিবিধ পর্য্যায় আলোচনা করা হয়। —নিজস্ব

প্রচার-প্রসঙ্গ

মেদিনীপুর জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত ন্যাসী মহারাজ কয়েক মূর্ত্তি ব্রহ্মচারী সহ শুদ্ধভক্তি প্রচার-উদ্দেশ্যে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দোবান্দি চকগাড়ুপোতা ও সবং থানার অন্তর্গত নওগাঁ, মনোহরপুর, নারায়ণবাড়, বালিসীতা অঞ্চলে নগর সঙ্কীর্ত্তন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ছায়াচিত্র যোগে শ্রীগৌরলীলা শ্রীকৃষ্ণলীলা ও প্রহ্লাদ চরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করেন এবং দাঁতন, নিকুড়সেনী থানিপুর, পুন্দড়া, পালষণ্ডপুর, বাকুড়পাদা ও মগোলমারি প্রভৃতি অঞ্চলে শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে বিবিধ শাস্ত্রীয় শিক্ষার বিশেষ প্রচার করেন। মহারাজজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বহুলোক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শিক্ষার প্রশংসা করেন।

ত্রিপুরায় শ্রীভক্তিবেদান্ত-বাণী

শিলচর শহরে বিংশতিদিবসব্যাপী বিপুলভাবে শ্রীগৌড়ীয় ভক্তি-বেদান্তের বাণী প্রচারান্তে পূজনীয় শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ হরিহর ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু ব্রজবাসী ও শ্রীলক্ষ্মণদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ গত ৩০মে তারিখে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলা সহরস্থ বনমালিপুর নিবাসী হরিভক্তিপরায়ণ মান্যবর শ্রীযুত গোপাল চন্দ্র দে মহাশয়ের বাসভবনে পদার্পণ করেন। শ্রীল স্বামীজী মহারাজ ১লা জুন হইতে ৪ঠা জুন পর্য্যন্ত স্থানীয় শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউ মন্দির-প্রাঙ্গণে আয়োজিত অগণিত

ভক্তমুখরিত শ্রীভাগবত-সভায় শ্রীবেদান্তসূত্র, পুরাণসম্রাট শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তিরসময় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যাপূর্ব্বক কর্ম্ম জ্ঞান ও যোগকে নিরাস করিয়া নিখিল শাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য্য যে শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি তাহা নির্ভীকভাবে ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণনা করিয়া ভক্তিরস-পিপাসু ভক্ত চাতক নিচয়কে প্রভূত আনন্দ দেন।

৫ই জুন তারিখে শ্রীল স্বামীজী মহারাজ উক্ত সভায় ছায়াচিত্র সহযোগে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শনমুখে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলা ও শিক্ষামৃতসমূহ পরিবেশন করেন। ৬ই জুন হইতে ৯ই জুন পর্য্যন্ত শ্রীল স্বামীজী মহারাজ স্থানীয় মেলার মাঠস্থ শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনজীউর সেবাইত মাননীয় শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন বণিক্ মহাশয়ের সাদর আহ্বানে উক্ত শ্রীমন্দির-সংলগ্ন নাট্যমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও ছায়াচিত্রে ভক্তরাজ প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র প্রদর্শনমুখে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। ১১।১২।১৩ই জুন তারিখে যথাক্রমে স্থানীয় বনমালিপুরস্থ মান্যবর শ্রীযুত গোপালচন্দ্র দে, কৃষ্ণনগরস্থ মাননীয় শ্রীযুত বিদ্যাধর দে এবং হাঁসপাতাল রোডস্থ মাননীয় শ্রীযুত হেমন্ত কুমার রায় মহাশয়ের গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে সমিতির বাণী প্রচার করেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পক্ষকালব্যাপী শুদ্ধাভক্তির প্রচারের ফলে আগরতলাবাসিগণ স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমলপ্রেমধর্ম্মের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন। আগরতলার প্রচারকার্য্য সমাপনান্তে গত ১৫ই জুন তথা হইতে ১২৮ মাইল পাহাড়-পর্ব্বত সমাকীর্ণ দুর্গম পথ অতিক্রমান্তে তাঁহারা ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যতম মহকুমা শহর ধর্ম্মনগরে উপস্থিত হন। সেখানে স্থানীয় কালিবাড়ীতে ১৭ই জুন হইতে ২০শে জুন পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন-মুখে বৈষ্ণবধর্ম্মের বাণী প্রচারিত হয়। ২১শে জুন তারিখে স্থানীয় থানা রোডস্থ পরলোকগত ধীরাজমোহন গুপ্তের আলয়ে শ্রীল মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায়রামানন্দ সংবাদ পরিবেশনান্তে ২১শে জুন স্থানীয় পদ্মপুরস্থ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষক মাননীয় শ্রীযুত কোকিলকণ্ঠ গোস্বামী মহোদয়ের অনুরোধে তদীয় কামেতলাস্থিত বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে যাজ্ঞিক বিপ্রপত্নীগণের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপাবিতরণ-প্রসঙ্গ পাঠ এবং কীর্ত্তন করেন।

এইভাবে শ্রীল স্বামীজী মহারাজ ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিপুল-ভাবে শ্রীরূপ-রঘুনাথের বাণী প্রচারান্তে গত ২৩শে জুন তারিখে করিমগঞ্জ শহরে সদলবলে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউর শ্রীমন্দিরের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুত প্রমোদবিহারী রায় মহোদয়ের গৃহে অবস্থান করতঃ তথায় শ্রীগৌরবাণী প্রচারে রত আছেন। --শ্রীলক্ষ্মণদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৯শ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৭৪ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৯শ বর্ষ | কারণোদশায়ী, ২৭ শ্রীধর, ৪৮১ গৌরাব্দ | বৃহস্পতিবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৭৪ ; ইং ১৭।৮।১৯৬৭ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশম্ভু-কৃতং "শ্রীশ্রীহরি-স্তবাষ্টকম্"

(শ্রীমদ্ভাগবতেঽষ্টম-স্কন্ধে
দ্বাদশাধ্যায়ে—৪-১১)

শ্রীমহাদেব উবাচ

দেবদেব জগদ্ব্যাপিন্ জগদীশ জগন্ময়।
সর্ব্বেষামপি ভাবানাং ত্বমাত্মা হেতুরীশ্বরঃ॥ ১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন, হে দেবদেব! হে জগদ্ব্যাপিন্! হে জগদীশ! হে জগন্ময়! আপনি যাবতীয় বস্তুর মূলনিমিত্ত ও উপাদানকারণ। আপনি জড়প্রধান নহেন, পরন্তু সমগ্র চেতনের আত্মা ও ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ামক॥ ১॥

আদ্যন্তাবস্য যন্মধ্যমিদমন্যদহং বহিঃ।
যতোঽব্যয়স্য নৈতানি তৎ সত্যং ব্রহ্মচিদ্ভবান্॥ ২॥

এই জগতের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ, দৃশ্য, দ্রষ্টা, অহংতা, মমতা সকলেই ব্রহ্ম

হইতে হইয়াছে, কিন্তু অব্যয় ব্রহ্মে ঐ সকল জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি নাই, তিনি সত্য ও চিন্ময়স্বরূপ। আপনি সেই ব্রহ্ম ॥ ২ ॥

তবৈব চরণাম্ভোজং শ্রেয়স্কামা নিরাশিষঃ।
বিসৃজ্যোভয়তঃ সঙ্গং মুনয়ঃ সমুপাসতে ॥ ৩ ॥

চরমকল্যাণ-লাভেচ্ছু ও নিষ্কাম মুনিগণ ইহ-পরকালে ভোগাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া আপনার পাদপদ্ম উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

ত্বং ব্রহ্ম পূর্ণমমৃতং বিগুণং বিশোক-
মানন্দমাত্রমবিকারমনন্যদন্যৎ।
বিশ্বস্য হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানা-
মাত্মেশ্বরশ্চ তদপেক্ষতয়ানপেক্ষঃ ॥ ৪ ॥

আপনি জড়-বিলক্ষণ চিন্ময় ব্রহ্ম, পূর্ণ ও সূক্ষ্মস্বরূপ, মায়িক হেয়গুণরহিত, নিত্য আনন্দাদিগুণযুক্ত, সুতরাং শোকশূন্য। (সকলের কারণ বলিয়া) আপনা হইতে অতিরিক্ত পদার্থ কিছু নাই, কিন্তু কার্য্যবিচারে আপনি সে-সকল ভিন্ন, এবং এই বিশ্বের জন্ম, স্থেয়, ভঙ্গের একমাত্র হেতু ও জীবসমূহের কর্ম্মফলদাতা। কর্ম্মফল লাভের জন্য সমগ্র জৈব জগৎ আপনার মুখাপেক্ষী, কিন্তু আপনি নিরপেক্ষ ॥ ৪ ॥

একস্ত্বমেব সদসদ্দ্বয়মদ্বয়ঞ্চ
স্বর্ণং কৃতাকৃতমিবেহ ন বস্তুভেদঃ।
অজ্ঞানতস্ত্বয়ি জনৈর্বিহিতো বিকল্পো
যস্মাদ্ গুণব্যতিকরো নিরুপাধিকস্য ॥ ৫ ॥

এক আপনিই কার্য্য ও কারণ-স্বরূপ, আপনি এক হইয়াও দুই এবং দুই হইয়াও এক, যেমন—কুণ্ডলাদিরূপে পরিণত সুবর্ণ ও কেবল সুবর্ণে বস্তুগত ভেদ নাই, সেইরূপ কামরূপী আপনি ও আপনার কার্য্যরূপ এই জগতে কিছুমাত্র ভেদ নাই, লোকে অজ্ঞানতা বশতঃই ভেদ কল্পনা করিয়া থাকে। কেন না আপনি নিরুপাধিক, এবং এই জগৎ নিরুপাধিক আপনার গুণের পরিণাম—(এই জন্যই আপনাতে ও জগতে ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞানোদয়ে ভগবান্ ব্যতীত এই জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না অতএব এই জগৎ ভগবান্ হইতে অভিন্ন এইরূপ ভেদজ্ঞান নিরস্ত হয়) ॥ ৫ ॥

ত্বাং ব্রহ্ম কেচিদবযন্ত্যুত ধর্ম্মমেক
একে পরং সদসতোঃ পুরুষং পরেশম্।
অন্যেঽবযন্তি নবশক্তিযুতং পরং ত্বাং
কেচিন্মহাপুরুষমব্যয়মাত্মতন্ত্রম্ ॥ ৬ ॥

বৈদান্তিকেরা আপনাকে ব্রহ্ম, মীমাংসকেরা ধর্ম্ম, সেশ্বর-সাংখ্যগণ প্রকৃতি ও পুরুষের পর পুরুষ, ব্রহ্মাদিরও ঈশ্বর, তথা পাঞ্চরাত্রিকগণ আপনাকে বিমলা প্রভৃতি নবচিচ্ছক্তিযুক্ত মায়াশক্তির পর এবং পাতঞ্জলগণ অসমোর্দ্ধ নির্ব্বিকার স্বতন্ত্র মহাপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

নাহং পরায়ুর্ঋষয়ো ন মরীচিমুখ্যা
জানন্তি যদ্বিরচিতং খলু সত্ত্বসর্গাঃ।
যন্মায়য়া মুষিতচেতস ঈশ দৈত্য-
মর্ত্ত্যাদয়ঃ কিমুত শশ্বদভদ্রবৃত্তাঃ ॥ ৭ ॥

হে ঈশ, আমি (মহেশ্বর), ব্রহ্মা এবং মরীচিপ্রমুখ ঋষিগণ সত্ত্বগুণের দ্বারা সৃষ্ট অথচ আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া আপনার রচিত এই বিশ্ব তত্ত্বতঃ জানিতে পারিতেছি না, সুতরাং নিরন্তর অভদ্রবৃত্ত (রজঃ ও তমোগুণে উৎপন্ন) দৈত্য ও মর্ত্ত্য জীবগণের কথা আর কি বলিব ॥ ৭ ॥

স ত্বং সমীহিতমদঃ স্থিতি-জন্মনাশং
ভূতেহিতঞ্চ জগতো ভববন্ধমোক্ষৌ
বায়ুর্যথা বিশতি খঞ্চ চরাচরাখ্যং
সর্ব্বং তদাত্মকতয়াবগমোঽবরুন্ৎসে ॥ ৮ ॥

আপনি জ্ঞান-স্বরূপ, আপনি আপনার রচিত এই ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম, স্থিতি ও নাশ, প্রাণিসকলের চেষ্টা, ভব-বন্ধন-মোচন সমস্তই অবগত আছেন; বায়ু যেমন স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বস্তুতে ও আকাশে ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ আপনি (জগতের উপাদানকারণ বলিয়া) সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত আছেন ॥ ৮ ॥

শ্রীগৌর ও গদাধর-তত্ত্ব, বিবিধ ঐতিহ্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ
২রা শ্রাবণ, ১৩৪১
১৮ই জুলাই, ১৯৩৪
২১ বামন, ৪৪৮ গৌঃ

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীযুক্ত * * প্রভু আমার নিকট জানিতে চাহিয়াছেন,—তোমার 'মহাপ্রভু ও গদাধর, প্রশ্নের সম্বন্ধে তিনি কিরূপ উত্তর দিবেন; তাহা আমি লিখিতেছি,—

বিষ্ণু-তত্ত্বকে জড়জগতের প্রদীপালোকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যেরূপ এক আলোক হইতে অপর আলোক উদ্ভূত হইলেও সেই মূল আলোকের কোন ক্ষতি হয় না, তদ্রূপ অপ্রাকৃত জগতের কথায় পরিচ্ছেদ ও সীমাদির জাগতিক হেয়তা স্পর্শ করিতে পারে না। এখানে অভাব-রাজ্যে সসীম ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে যে অনুপাদেয়তা সৃষ্টি করে, উহা Anthropomorphise করিয়া অপ্রাকৃত-রাজ্যে লইয়া যাওয়া উচিত নহে। Semitie-দের মধ্যে Personality of God Head-এর ধারণায় যে poverty লক্ষিত হয়, তাহা শ্রীবিগ্রহের বাস্তব-সত্তায় আরোপিত হওয়া উচিত নহে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ণতম বস্তু। সেই পূর্ণতম বস্তুর কায়ব্যূহ-রূপে ছয় প্রকার সেবক—শ্রীনিত্যানন্দ-প্রকাশ, শ্রীঅদ্বৈত-অবতার, শ্রীগদাধর প্রেমিক অন্তরঙ্গ শক্তি, শ্রীবাসদি শুদ্ধভক্ত এবং সেবক-শিষ্য-বিশেষের শ্রীগুরুদেব —ইঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বিষয়-বিগ্রহ (Subject), আর বাকী পাঁচপ্রকার তত্ত্ব বিষয়-বিগ্রহের reference-এ আশ্রয়-জাতীয় ভাবযুক্ত। আশ্রয়-সমূহ বিষয়বিগ্রহের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিত-তনু ঔদার্য্যবিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দনই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। শ্রীগদাধর তাঁহারই আশ্রয়জাতীয় শক্তি। যে-কালে আমরা শ্রীগৌরসুন্দরকে Predominating Half বলিয়া তাহার Transcendental Entity আলোচনা করি, সেই কালে তাঁহার

শক্তি গদাধরকে Predominated Transcendental Entity-রূপে ঔদার্য্য-প্রকোষ্ঠে লক্ষ্য করি। আবার শ্রীগদাধর-প্রমুখ শক্তিতত্ত্বের কায়ব্যূহ—বক্রেশ্বর পণ্ডিত, জগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীদামোদরস্বরূপ, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীবাসুদেব ঘোষ ও শ্রীনরহরি সরকার প্রভৃতি। ইঁহারা সকলেই শক্তিতত্ত্ব ও কায়ব্যূহ। কায়ব্যূহতত্ত্ব 'প্রকাশ'-তত্ত্বের definition-এর অন্তর্গত। Decorations বা অস্ত্রভেদ বিলাসের বিচার। Connotation-এর reference-এ যে-সকল কথা বলা যায়, সেগুলিকে Denotation বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি-থাকা-কালে উহাদের সামঞ্জস্য বোধ হইবে।

স্থূলবস্তু যেরূপ অংশাংশি-বিচারে হানি-বৃদ্ধির যোগ্য, আলোকপ্রতীতি-গত গুণ তজ্জাতীয় নহে। এক দীপ হইতে অপর দীপ স্বতঃ প্রজ্বলিত হইলে মূলদীপের হানি-বৃদ্ধি হয় না, অথচ উভয়ের সমধর্ম্ম রক্ষিত থাকে। প্রাকৃত জগতে বীজ ও বৃক্ষের ধারা যেরূপ অন্যোন্যাশ্রিত, তত্ত্ববিচারে শক্তি ও শক্তিমত্তত্ত্বও তদ্রূপ অন্যোন্যাশ্রিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিততনু হওয়ায় শ্রীরাধিকাকে একটি প্রাকৃত জগতের বস্তু, শ্রীকৃষ্ণকে একটি প্রাকৃত জগতের বস্তু এবং তদ্ব্যতীত অসংখ্য নায়ক-নায়িকাকে তাঁহাদের হইতে পৃথক্ বা সমধর্ম্মী বলিলে গুণজাত জগৎকেই অপ্রাকৃত বলিয়া ভ্রান্তি বা বিবর্ত্ত ঘটিবে।

উৎকল-কবি গোবিন্দ দাসের পুস্তকখানি আমি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তাৎকালিক উড়িষ্যার নয়াগড়ের Agent রায়সাহেব শ্রীযুত গৌরশ্যাম মহান্তি বি-এ মহাশয়ের নিকট পাই এবং আন্দাজ ১৩২০ সালে উহা কালীঘাট সানগর-লেনস্থিত শ্রীভাগবতপ্রেসে মুদ্রাঙ্কিত করি। আমার যতদূর মনে হয়, গোবিন্দদাস শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত-শাখার জনৈক শিষ্য এবং বর্ত্তমানকাল হইতে প্রায় দেড়শত বৎসরের পূর্ব্বের লোক। "গৌরকৃষ্ণোদয়ে"র শেষভাগে "উপাদেশামৃতে"র কএকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং শ্রীমহাপ্রভুর নির্য্যাণ বল্লভের নির্য্যাণ-বর্ণনের অনুরূপভাবে লিখিত আছে।

মহাপ্রভুর লীলার ও উপদেশের approximate date এখনও প্রস্তুত হয় নাই। ১৫০৫-১৫০৬ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভুর সাতপ্রহরিয়া ভাব স্থিরীকৃত হইলে নারায়ণীর বয়স ১৫০২-১৫০৩ খৃষ্টাব্দ স্থিরীকৃত হয়।

**অম্বিকা ব্রহ্মচারীর শ্রীচৈতন্যভাগবতের পরিশিষ্ট (?) তৃতীয় অধ্যায়ে কি কথা আছে, তাহা না পড়িলে বলিতে পারি না। বহু বৎসর পূর্ব্বে উহা দেখিয়াছিলাম, এখন মনে নাই। শ্রীবৃন্দাবন দাসের "ভক্তিচিন্তামণি" শ্রীবিষ্ণুপুরী-কৃত "ভক্তিরত্নাবলী"র অনুবাদ,—না পৃথক্ গ্রন্থ? তুমি লিখিয়াছ—উহাতে নবধা ভক্তির বিষয় আছে। উহা যদি ভক্তিরত্নাবলীর অনুবাদ-মাত্র হয়, তাহা হইলে উহা ভাগবতের পদ্য-সমূহেরই অনুবাদ। তবে অনুবাদে তত্ত্ববিরোধ আছে কি না, তাহা দেখিয়াই গ্রন্থাকার শুদ্ধভক্ত বা বিদ্ধভক্ত, বুঝিতে পারিব। * * ইতি

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(বৈধী ভক্তি)

১। বিধিমার্গ কাহাকে বলে?

"বৈধ-বিধানের মূল তাৎপর্য্য এই যে, যৎকালে বদ্ধজীবদিগের আত্মার নিত্যধর্ম্মরূপ রাগ নিদ্রিতপ্রায় থাকে, অথবা বিকৃতভাবে বিষয়রাগরূপে পরিণত থাকে, তখন আত্মবিদ্বৈদ্যগণ ঐ রোগ দূরীকরণের জন্য যে-সকল বিধান করেন, তাহাই বিধিমার্গ।"

—কৃঃ সং ৮।১০

২। বৈধী ও রাগাত্মিকা ভক্তিতে কোন্ কোন্ বৃত্তি ক্রিয়াবতী?

"সম্ভ্রম, ভয় ও শ্রদ্ধা—ইহারা বৈধী ভক্তিতে ক্রিয়া করে; কৃষ্ণ-লীলায় লোভ রাগানুগা ভক্তিতে ক্রিয়া করে।"

—জৈঃ ধঃ ২১শ অঃ

৩। রাগোদয়ের পূর্ব্বে জীবের কর্ত্তব্য কি?

"যে-কাল পর্য্যন্ত রাগের উদয় না হয়, সে-পর্য্যন্ত বিধিকে আশ্রয় করাই মানবগণের প্রধান কর্ত্তব্য।" —চৈঃ শিঃ ১।১

৪। স্মার্ত্তধর্ম্ম ও সাধনভক্তিতে প্রভেদ কি?

"আর্থিক ধর্ম্মের অন্যতর নাম—নৈতিক বা স্মার্ত্ত-ধর্ম্ম। পারমার্থিক বৈধ-ধর্ম্মের নাম—সাধনভক্তি।" —চৈঃ শিঃ ৩।১

৫। মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে চরম কল্যাণ কি ?

"মায়ামুগ্ধজীবানাং মায়াভোগ এব প্রেয়স্ততো দুর্নিবারঃ সংসারঃ। মায়াবৈতৃষ্ণ্যপূর্ব্বিকা শ্রীকৃষ্ণসেবা তু তেষাং শ্রেয়ঃ।"

—শ্রীশিঃ, সঃ ভাঃ ১

৬। মায়িক শরীর থাকা কাল-পর্য্যন্ত জীবের কর্ত্তব্য কি ?

"যে পর্য্যন্ত আছে ভাই মায়িক শরীর।
সাবধানে ভক্তিতত্ত্বে থাক সদা স্থির॥
ভক্তসেবা, কৃষ্ণনাম, যুগল-ভজন।
বিষয়ে শৈথিল্য-ভাব কর সর্ব্বক্ষণ॥
ধাম-কৃপা নাম-কৃপা ভক্ত-কৃপাবলে।
অসাধু-সম্বন্ধ দূরে রাখহ কৌশলে।
অচিরে পাইবে তুমি নিত্যধামে বাস।
শুদ্ধ শ্রীযুগলসেবা হইবে প্রকাশ॥"

—নঃ ভাঃ তঃ ১০৭-১০৮

৭। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, গৌণভক্তি ও সাক্ষাৎ ভক্তির মধ্যে পরস্পর পার্থক্য কি ?

"কর্ম্ম যখন নিজের ভোগের জন্য কৃত হয়, তখন এই সকলকে 'কর্ম্মকাণ্ড' বলা যায়; এ কর্ম্মসমূহের দ্বারা জ্ঞানাবসর-লাভের চেষ্টা থাকিলে ইহাদিগকে 'কর্ম্মযোগ' বা 'জ্ঞানযোগ' বলা যায় এবং যখন এই সমস্ত কর্ম্মকে ভক্তিসাধনের অনুকূল করা যায়, তখন এই সমস্ত কর্ম্মকে 'গৌণ ভক্তিযোগ' বলা যায়। পরন্তু শুদ্ধ উপাসনা-লক্ষণ-কর্ম্মকে কেবল 'সাক্ষাৎ ভক্তি' বলা যায়।"

—ব্রঃ সং ৫।৬১

৮। সুকৃতি কয় প্রকার ? কিরূপে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় হয় ?

"সুকৃতি তিন প্রকার—কর্ম্মোন্মুখী, ও ভক্ত্যুন্মুখী। প্রথম দুই প্রকার সুকৃতিতে কর্ম্মফলভোগ ও মুক্তিলাভ হয়। শেষ প্রকার সুকৃতিতে অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধোদয় হয়। অজ্ঞানে শুদ্ধভক্ত্যঙ্গের ক্রিয়াই সেই সুকৃতি।"

—'নাম-মাহাত্ম্য-সূচনা', হঃ চিঃ

৯। প্রকৃত-ভজন ও ভজনপ্রায় চেষ্টার স্বরূপ কি?

"'নানা কামে ভজে, তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি।'
'কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণরসে ॥'
'অন্য কামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ ॥'"

এই সমস্ত পদ্যে কনিষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যে বৈষ্ণবপ্রায় ছায়ানামাভাসীদিগকে উদ্দেশ করিয়া অতিসুন্দররূপে তত্ত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই সকল স্থলে যে 'ভজন'-শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা কেবল ভজনপ্রায় তীব্র সাধন-মাত্র। প্রকৃত ভজন অন্যাভিলাষিতাশূন্য ও জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত-স্বরূপে আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলন-কার্য্যেই হইয়া থাকে।"

—'সংশয় নিবৃত্তি', সঃ তোঃ ৪।১২

১০। গৃহস্থের উপস্থবেগ ধারণ কি?

"বৈধ-স্ত্রীসঙ্গকেই উপস্থবেগ ধারণ বলে।"

—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫

১১। অবৈষ্ণব বা বিদ্ধ বৈষ্ণবের হস্ত-পাচিত অন্ন কি কৃষ্ণের নৈবেদ্য হইতে পারে?

"শুদ্ধ বৈষ্ণব দ্বারা যে অন্ন পক্ক হয়, তাহাই কৃষ্ণকে নিবেদন করা যায়। **কৃষ্ণপূজা-সময়ে কোন অবৈষ্ণব তথায় থাকিবে না।**"

—'সেবাপরাধ', হঃ চিঃ

১২। অন্য দেব-পূজকের প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করা উচিত কি? করিলে কি অসুবিধা হয়? কোন্ সময় অন্য দেবদেবীর প্রসাদ গ্রহণ করা যায়?

"অন্য দেব-পূজকগণ প্রায়ই মায়াবাদী। তাঁহাদের প্রদত্ত দেব-প্রসাদ লইলে ভক্তির হানি হয় এবং ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধ হয়। কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব যদি কৃষ্ণার্পিত প্রসাদান্ন অন্য দেব-দেবীকে দেন, সেই দেব-দেবী বড় আনন্দের সহিত তাহা স্বীকার করিয়া নৃত্য করেন। পুনরায় তাঁহার প্রসাদও বৈষ্ণব-জীবমাত্রেই পাইয়া আনন্দ লাভ করেন।"

—জৈঃ ধঃ ১০ম অঃ

১৩। আত্মমঙ্গলকামীর সঙ্কল্প কি?

"সকল কার্য্যে সরল থাকিব—হৃদয়ে এক, ব্যবহারে অন্য—এইরূপ

হইব না। ভক্তি-প্রতিকূল-পক্ষের লোকগণকে কোন কৃত্রিম লক্ষণ দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা-লাভে যত্ন করিব না। শুদ্ধভক্তিরই পক্ষপাত করিব, আর কোনপ্রকার সিদ্ধান্তের পক্ষ সমর্থন করিব না। আমাদের হৃদয় ও ব্যবহার একই প্রকার হউক।"

—ভক্তির প্রতি অপরাধ', সঃ তোঃ ৮।১০

১৪। কৃষ্ণভজনকারী কি দুর্নৈতিক বা জড়াসক্ত? কোন্ সময় কৃষ্ণভজন হইয়া থাকে?

"কৃষ্ণভজন করিতে হইলে প্রথমে সাধুচরিত্র হওয়া চাই। স্ত্রীলোক পুরুষ-সঙ্গ ও পুরুষ স্ত্রীসঙ্গ করিবেন না। জড়চিন্তা ও জড়ধর্ম্মকে দূর করিয়া ক্রমশঃ চিদ্ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে ব্রজে গোপী-জন্ম লাভ হইবে। গোপী না হইতে পারিলে কৃষ্ণভজন হইবে না।"

—'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১০।৬

১৫। হরিবাসরের সম্মান কিরূপ?

"পূর্ব্ব দিবসে ব্রহ্মচর্য্য, হরিবাসর-দিবসে নিরম্বু-উপবাস ও রাত্রি-জাগরণের সহিত নিরন্তর ভজন এবং পরদিবসে ব্রহ্মচর্য্য ও উপযুক্ত সময়ে পারণ—ইহাই হরিবাসরের সম্মান।" —জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

১৬। পুরুষোত্তম-ব্রতাদি-পালন কিরূপ?

"পরমার্থী তিন প্রকার অর্থাৎ স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসকল (শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-ব্রতবিধি-সকল) স্বনিষ্ঠ পরমার্থীর পক্ষে বিধেয়। পরিনিষ্ঠিত ভক্তমণ্ডলী স্বীয় স্বীয় আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট কার্ত্তিক-মাস-ব্রত-পালন-নিয়মানুসারে পুরুষোত্তম-ব্রত পালন করিতে অধিকারী। নিরপেক্ষ ভক্তগণ ঐকান্তিকী প্রবৃত্তিদ্বারা শ্রীভগবৎপ্রসাদ সেবন, নিয়মের সহিত অহরহঃ সাধ্যানুসারে শ্রীহরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা সমস্ত পবিত্র মাস যাপন করিয়া থাকেন।"

—'শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-মাহাত্ম্য', সঃ তোঃ ১০।৬

১৭। কিরূপ আচার স্বীকার করা কর্ত্তব্য?

"যে আশ্রমেই থাকুন, তাহাতে আসক্তি-ত্যাগ-পূর্ব্বক এবং সেই আশ্রমের লিঙ্গগত নিষ্ঠা ছাড়িয়া কৃষ্ণভক্তিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া ভক্তদিগের আচার স্বীকার করিবেন।"

—'ভেক-ধারণ', সঃ তোঃ ২।৭

১৮। বদ্ধজীবের কৃষ্ণ-কৃপা-লাভের ক্রম কি?

"শরীর যাত্রার সমস্ত ব্যবহারে সাত্ত্বিক ব্যাপার স্বীকার করত ক্রমে ক্রমে রাজস-তামস-স্বভাব ও ধর্ম্মকে দূর করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ ভক্তিযোগ দ্বারা ঐ সাত্ত্বিক ব্যাপারসকলকে নির্গুণ করিয়া ফেলিতে হয়। ভক্তি-সাধন যত নির্ম্মল হয়, ততই কৃষ্ণানুকম্পার উদয় হয়।"

—'জীবতত্ত্বম্', শ্রীভাঃ মঃ মাঃ

১৯। গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য কি?

"গৃহত্যাগী বৈষ্ণব স্ত্রী-সম্ভাষণ, অর্থ-সঞ্চয়, গ্রাম্য-কথা, উত্তম-আহার, উত্তম আচ্ছাদন ও বহ্বারম্ভ—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যে-স্থলে সুখে হরিভজন হয়, সেই স্থানে কালাতিপাত করিবেন।"

—'বৈষ্ণবের সঞ্চয়', সঃ তোঃ ৫।১১

২০। গৃহত্যাগী কিরূপে জীবন-নির্ব্বাহ করিবেন? কিরূপে কৃষ্ণ-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হইবে?

"গৃহত্যাগী সঞ্চয় মাত্রই করিবেন না। প্রতিদিন ভিক্ষা দ্বারা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করত ভক্তি-সাধন করিবেন, কোন উদ্যমে থাকিবেন না। উদ্যমে প্রবেশ করিতে গেলেই তাঁহার পক্ষে দোষ। দৈন্য ও সরলতার সহিত তিনি যত ভজন করিবেন, কৃষ্ণ-কৃপায় তিনি ততই কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবেন।"

—'প্রয়াস,' সঃ তোঃ ১০।৯

২১। গৃহত্যাগীর কি স্ত্রীলোকের সংসর্গে থাকা উচিত?

"ভেকধারী বৈষ্ণবগণ মাধুকরী বৃত্তির দ্বারা মাগিয়া যাচিয়া শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন এবং কোন স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না। স্ত্রীলোক, রাজা ও কালসর্পকে সমানভাবে দেখিয়া ঐ তিনের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবেন।"

—'বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র বিশেষতঃ নির্ম্মল হওয়া চাই,' সঃ তোঃ ৫।১০

২২। বাল্যকালে কি হরিভজন হওয়া সম্ভব?

"বালক-কালে পরমেশ্বরের সাধন হইতে পারে না, এরূপ মনে করা অনুচিত। আমরা ইতিহাসে দেখিতেছি যে, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ অত্যন্ত শৈশবাবস্থায় পরমেশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। যদি কোন মানব কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে মানব-মাত্রেই যত্ন করিলে সেই কার্য্য সাধন করিতে পারিবেন,—ইহাতে সন্দেহ কি? বিশেষতঃ যাহা প্রথম

বয়স হইতে অভ্যাস করা যায়, তাহা ক্রমশঃ স্বভাব-স্বরূপ হইয়া পড়ে।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

২৩। ভজন-প্রণালীর গৌণ ভেদ ও মুখ্য ভেদ কি? গৌণ ভেদের দ্বারা কি ক্ষতি হইতে পারে?

"দেশ-বিদেশে যে-কালে অসভ্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া মানবের ক্রমশঃ সভ্যাবস্থা, বৈজ্ঞানিক অবস্থা, নৈতিক অবস্থা ও ভক্তাবস্থা লাভ হয়, তখন ক্রমশঃ ভাষা-ভেদ, পরিচ্ছদ-ভেদ, ভোজ্য-ভেদ, মনোভাব-ভেদক্রমে ঈশ্বর-ভজন-প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে এরূপ গৌণ-ভেদ-সমূহ দ্বারা কোন ক্ষতি নাই। মুখ্য-ভজন-বিষয়ে ঐক্য থাকিলেই ফলকালে কোন দোষ হয় না।"

—চৈঃ শিঃ ১।১

২৪। সাধনের উন্নতির প্রমাণ কি? বিপথ-পতন হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি?

"সাধন-পর্ব্বের একটি রহস্য আছে। অপ্রাকৃত জ্ঞান, ভক্তি ও ইতর বৈরাগ্য—ইহারা তিন জনেই সমানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে-স্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, সে-স্থলে সাধনের মূলে দোষ আছে বলিয়া জানিতে হইবে। সর্ব্বত্র সাধুসঙ্গ ও গুরু-কৃপা ব্যতীত বিপথ পতন হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না।"

—চৈঃ শিঃ ১।৬

লক্ষ্মী ও তুলসী

বক্ষঃবাসে লক্ষ্মী ব'সে বলে—"তুলসি!
রূপের গরব আমার বড় আমি রূপসী॥

আদর ক'রে আপন ব'লে বক্ষে রাখেন তাই।
তোমার দেখে কিন্তু আমার হিংসে বড়, ভাই॥

যা'র তরে যোগ করে যোগী কল্প-কোটি কাল।
শৌচ জলে যার ধৌত করে শিব জটাজাল॥

পে'য়ে অঙ্ক মস্তকে যার শঙ্কা-হীন নাগ।
পিণ্ডে তারে প্রেত আত্মায় দৈত্য মহাভাগ॥

পে'য়ে বসেছ সকল দিয়ে তুমি সে চরণ দু'টি।
কমলবুকে ভ্রমরা মত মজেছ মধু লুটি ॥
পোড়া কপাল! বক্ষে উঠি, কি সুখ পাই আমি?
পা'য়ে পড়ি তুলসি, ভাই, রাখ মোর বাণী ॥
তোমার পাশে একটুখানি দাও গো মোরে ঠাঁই।
জগৎ জুড়ায় যে চরণে সেইখানে লুটাই ॥"
তুলসী বলে—"লক্ষ্মী ভাই, দুঃখ কেন কর?
তোমার ভাগ্যি ভে'বে দেখলে আমা হ'তেও বড় ॥
ভক্ত-পদরজে তুমি নিত্য কর স্নান।
তোমার পাশেই ভৃগুপদ জাজ্বল্যমান ॥
আপনা হ'তেও ভক্তকে মান দে'ছেন মোদের নাথ।
শোভে ভক্তপদ সেই নিত্য তোমার সাথ ॥
তোমার আবার অভাব কি ভাই? ভক্ত-পদ-বলে!
পা'বে তুমিও প্রভুর পদ প্রলয়-সিন্ধুজলে ॥
লঘু আমি, তখন যেন যাই না ভে'সে, দে'খো।
দাসীর দাসী জানি মোরে এই চরণে রে'খো ॥"
কহে 'কৃষ্ণামৃত' মাগো, তৃষ্ণায় ফাটে বুক্।
দে' গো, পদামৃত ওই মোরে একটুক্ ॥

—কবি কৃষ্ণামৃত

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—২৪)

অতএব ভক্তিরূপা ভগবচ্ছক্তি যে জীবে অভিব্যক্ত হয়, শ্রীভগবানই তাহার কারণ। সেই সেই (ভগবদনুশীলনোপযোগী) ইন্দ্রিয়াদির যে স্পন্দন তাহা ভগবৎপ্রেরণাফলেই হইয়া থাকে। স্বীয় ভক্তানুরঞ্জন-স্বভাব-বিষয়ে শ্রীভগবানের স্বকৃপা-প্রাবল্যই যে কারণ, তাহা মার্কণ্ডেয়ের ভগবৎস্তুতিতে প্রকাশিত—

কিং বর্ণয়ে তব বিভো যদুদীরিতোঽসুঃ
সংস্পন্দতে তমনু বাঙ্‌মন ইন্দ্রিয়াণি।
স্পন্দন্তি বৈ তনুভৃতামজশর্ব্বয়োশ্চ
স্বস্যাপ্যথাপি ভজতামসি ভাববন্ধুঃ॥ (ভাঃ ১২।৮।৪০)

হে বিভো, আমি আপনার কৃপালুতার কথা কি বলিব? আপনা কর্ত্তৃক উদীরিত হইয়া প্রাণ স্পন্দিত হয় এবং সেই প্রাণের পশ্চাৎ বাগাদি ইন্দ্রিয়গণও স্পন্দিত হয়; কেবল প্রাকৃত দেহধারিগণের নহে, পরন্তু ব্রহ্মাশিবাদিরও অতএব আমার নিজেরও প্রাণাদি ইন্দ্রিয়সকল অকাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই স্পন্দিত হয়। অতএব যদিও কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই, তথাপি দারুযন্ত্রের ন্যায় আপনা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বাক্যাদি দ্বারা ভজনকারী ব্যক্তিগণের আপনার প্রদত্ত ভক্তিপ্রভাবেই আপনি বন্ধু হইয়া থাকেন।

ভগবদনুভব কর্ত্তৃত্বে ভক্তিই একমাত্র হেতু, তাহা কুন্তীদেবী বলিতেছেন—

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং
ভবপ্রবাহোপরমং পদাম্বুজম্॥ (ভাঃ ১।৮।৩৬)

হে ভগবন্, যে সকল ব্যক্তি তোমার চরিত্র নিরন্তর শ্রবণ, গান, উচ্চারণ ও স্মরণ করেন কিম্বা অন্য ভক্ত কীর্ত্তন করিলে তাহাতে আনন্দিত হন, তাঁহারাই ভবসংসারের নাশক তোমার পাদপদ্ম অবিলম্বে দর্শন করেন।

ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্মকারণং মোপযাতি সঃ॥ (ভাঃ ১১।১৮।৪৫)

ভক্তি দ্বারাই যে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা শ্রীভগবানের ভক্তিতে জানা যায়—হে উদ্ধব! আমার সেই ভক্ত অবিনাশিনী নিত্যা ভক্তির প্রভাবেই সর্ব্বলোক-মহেশ্বর, সকলের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ ব্রহ্মস্বরূপ আমার সামীপ্য লাভ করেন।

আমার মহেশ্বরত্বের কারণ এই যে সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয় (সকলের উৎপত্তি ও প্রলয় যাহা হইতে ঘটে), তাহার কারণভূত ব্রহ্মস্বরূপ আমার উপগমন করে (সমীপে যায়) (স্বামি-টীকা)

গীতায়ও এইরূপ উক্তি আছে—

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া॥

হে পার্থ, সেই পরমপুরুষ একমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারাই লভ্য হন, অন্য উপায়ে হন না।

ভাঃ ১১।১৪।২১ শ্লোকেও বলিতেছেন,—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।'

সাধুগণের আত্মা,—সুতরাং অতিপ্রিয় আমি একমাত্র শ্রদ্ধাজনিত ভক্তি-প্রভাবেই বশীভূত হই। ভক্তির ভগবদ্বশীকারিত্ব বলিতেছেন,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

(ভাঃ ১১।১৪।২০)

হে উদ্ধব, তীব্রভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, যোগ জ্ঞান ধর্ম্ম স্বাধ্যায় তপস্যা বা সন্ন্যাস আমাকে তদ্রূপ বশীভূত করিতে পারে না।

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, সাধ্য ও সাধন উভয়বিধ ভক্তির পরস্পর অভিন্নভাবেই মাহাত্ম্য-নিরূপণ দৃষ্ট হয়। তথাপি সাধ্যভক্তি মহিমাকে দ্বার করিয়াও সাধনভক্তির মহিমা নিরূপণে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য নিহিত। যেহেতু—

বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি বহূনি ব্রহ্মবাদিনঃ।
তেষাং বিকল্প প্রাধান্যমুতাহো একমুখ্যতা॥

হে কৃষ্ণ, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ বহুবিধ শ্রেয়সাধনের কথা বলিয়া থাকেন। উহাদের কি সকলগুলিরই অথবা কেবলমাত্র একটীরই প্রাধান্য বর্ত্তমান? এই প্রশ্নের উত্তরে এই সাধনভক্তির উপক্রম এবং "যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথা-শ্রবণাভিধানৈঃ। তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন-সংপ্রযুক্তম্॥" (ভাঃ ১১।১৪।২৬) শ্লোকে অর্থাৎ আমার পবিত্র কথার শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা জীবাত্মা যে পরিমাণে পরিমার্জ্জিত হয় তৎপরিমাণেই সে অপ্রাকৃত সূক্ষ্ম বস্তুর (আমার স্বরূপ) দর্শন পায়,—এই উক্তিতে সাধন-ভক্তিরই উপসংহার করা হইয়াছে। বিশেষতঃ "বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তঃ বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ। প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥" আমার প্রাকৃত ভক্তও যদি কখনও বিষয় কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, তথাপি বলবতী ভক্তির প্রভাবে সে বিষয়ে অভিভূত হয় না,—এই ভগবদ্বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া "দধতি সকৃন্মনস্ত্বয়ি য আত্মনি নিত্যসুখে ন পুনরুপাসতে পুরুষসারহরাবসথান্" (ভাঃ ১০।৮৭।৩৫) অর্থাৎ নিত্যানন্দময় আনন্দতে যাঁহারা একবারও

মনোনিবেশ করেন, তাঁহারা আর জীবের অন্তঃসারনাশক গৃহের উপাসনা করেন না অর্থাৎ গৃহে আসক্ত হন না—এই শ্রুতি-স্তবোক্তি-নিবন্ধন সাধন-ভক্তি-মাহাত্ম্য নিরূপণেই তাৎপর্য্য নিহিত হইয়াছে জানা যায়।

বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং বিষ্ণ্বাবেশঃ সুদূরতঃ।
বারুণী-দিগ্ গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ॥

(বিষ্ণুপুরাণ)

বিষয়াবিষ্ট চিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে শ্রীবিষ্ণুর প্রতি মনোনিবেশ সুদূর পরাহত। কারণ পূর্ব্বদিকে গমনকারী ব্যক্তির পশ্চিমদিকৃস্থিত বস্তুর প্রাপ্তি অসম্ভব। এই উক্তিতেও সাধনভক্তির মাহাত্ম্যই ইহার তাৎপর্য্য।

সাক্ষাদ্‌ভক্তি শ্রবণাদি দ্বারাও পাপক্ষয়াদি সাধিত হয় তাহা বলিতেছেন—

শ্রুতোঽনুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বানুমোদিতঃ।
সদ্যঃ পুনাতি সদ্ধর্ম্মো দেববিশ্বদ্রুহোঽপি হি॥ ভাঃ ১১।২।১২

এই ভাগবতধর্ম্ম শ্রুত, তদনন্তর পঠিত, চিন্তিত, বা অনুমোদিত হইলে কি দেবদ্রোহী, কি বিশ্বদ্রোহী সকলকেই সদ্য পবিত্র করেন।

পদ্মপুরাণে দেবদূত-বাক্যেও শুনা যায়—

প্রাহাস্মান্ যমুনা-ভ্রাতা সাদরং হি পুনঃ পুনঃ।
ভবদ্ভির্বৈষ্ণবস্ত্যাজ্যো বিষ্ণুঞ্চেদ্ ভজতে নরঃ॥

যমদূতগণ বলিতেছেন—আমাদের প্রতি যমরাজ বারংবার এই কথা বলিয়াছেন যে, যে-মানব বিষ্ণুর ভজন করেন তাঁহাকে তোমরা পরিত্যাগ করিবে?

পাদ্মে মাঘমাহাত্ম্যেও দেখা যায়—

বৈষ্ণবো যদ্ গৃহে ভুঙ্ক্তে যেষাং বৈষ্ণবসঙ্গতিঃ।
তেঽপি বঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুস্তৎসঙ্গ-হতকিল্বিষাঃ॥

বৈষ্ণব যাহার গৃহে ভোজন করেন এবং যাহাদের বৈষ্ণব-সঙ্গলাভ ও তৎকালে সর্ব্বপাপ জমা হইয়াছে, তোমরা তাহাদিগকেও পরিত্যাগ করিবে।

বৃহন্নারদীয়েও এইরূপ উক্তি—

হরিভক্তি-পরাণান্তু সঙ্গিনাং সঙ্গমাশ্রিতঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি॥

হরিভক্তিপরায়ণ সঙ্গিগণের সঙ্গাশ্রিত মহাপাপী ব্যক্তিও সকল পাপ হইতে মুক্ত হন।

(ভাঃ ৬।৩।২৯) যমরাজের উক্তি—

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্‌গুণ-নামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণু কৃত্যান্॥

জীবিতকালের মধ্যে যাহার জিহ্বা ভগবান শ্রীহরির গুণনামাদি একবারও কীর্ত্তন করে না, (জিহ্বার অভাবে) যাহার চিত্ত তাঁহার পাদপদ্ম একবারও স্মরণ করে না, (চিত্তবিক্ষেপ জন্য) যাহার মস্তক একবারও শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে না, তোমরা সেই সকল (বিষ্ণুসেবা-বিহীন) ব্যক্তিকে আমার নিকট আনিও।

স্কান্দে রেবাখণ্ডে—

স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মানাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যেন ভক্তস্তবাচ্যুত॥
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে।
নিঃশেষধর্ম্মকর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরে।
সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিমুচ্যতে॥

হে কেশব! যিনি তোমার ভক্ত তিনি সমস্ত ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠাতা, আর যে ব্যক্তি তোমার ভক্ত নহে সে সর্ব্ববিধ পাপেরই আহরণকারী। হে হরি! তোমার অভক্ত ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠিত ধর্মও "পাপ" বলিয়া গণ্য হয়। তোমার অভক্ত সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মের আচরণ করিলেও সর্ব্বদা নরকে অবস্থান করে, কিন্তু তোমার ভক্ত ব্রহ্মহত্যাকারী হইলেও পাপ হইতে মুক্ত হয়।

পাদ্মে এইরূপ ভগবদুক্তি আছে—

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ।

আমার নিমিত্ত ভক্তগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত পাপকর্ম্মও ধর্ম্মরূপে গণ্য হয়, আর আমাকে অনাদরপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত ধর্ম্মও আমার প্রভাবে পাপ-

কর্ম্মরূপে গণ্য হয়। ইহা যুক্তিযুক্তও বটে ; যেহেতু ভগবান বিষ্ণুর শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ধর্ম্মই মানবের পরমধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত। একাদশ স্কন্ধোক্ত "মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ" (১১।৫।২-৩) শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—বিরাট পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে আশ্রম-চতুষ্টয় সহ বর্ণ-চতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যাহারা নিজের জনক সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ভজন করে না বা অবজ্ঞা করে, তাহারা স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়। এই বাক্যে ভগবদুপাসনাই সকলের কর্ত্তব্য—ইহা নির্ণীত।

নারসিংহে শ্রীযমোক্তি—

অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা যম ইতি লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরি-গুরু-বিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্ত্যান্ হরিচরণ-প্রণতান্নমস্করোমি॥

দেবগণ-পূজিত বিধাতা কর্ত্তৃক আমি যম সমস্ত লোকের হিতাহিত বিচারে নিযুক্ত আছি। যে-সকল মানব শ্রীহরি ও গুরুর প্রতি সেবাবিমুখ আমি তাহাদিগকেই শাসন করি, আর যাঁহারা হরি-গুরু-চরণে প্রণত আমি তাঁহাদিগকে নমস্কার করি।

স্কান্দেও দেখা যায়—

ন ব্রহ্মা ন শিবাগ্নীন্দ্রা নাহং নান্যে দিবৌকসঃ।
শক্তাস্তু নিগ্রহং কর্ত্তুং বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্॥

ব্রহ্মা, শিব, অগ্নি, ইন্দ্র অন্যান্য দেবগণ বা আমি (যম) কেহই মহাত্মা বৈষ্ণবগণকে নিগ্রহ করিতে সমর্থ নহি।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, একত্রিংশ অধ্যায়]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮৩ পৃষ্ঠার পর)

পাণ্ডবা নির্জ্জলা একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে জনার্দ্দন! আমি অপরা একাদশীর সমস্ত মাহাত্ম্যকথা শ্রবণ করিলাম, সম্প্রতি **জ্যৈষ্ঠ শুক্লপক্ষীয় একাদশীর** নাম ওমাহাত্ম্য বর্ণন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—এই একাদশীর কথা ধর্ম্মাত্মা ব্যাসদেব বর্ণন করিবেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রের অর্থ ও তত্ত্ব জ্ঞাত আছেন, বেদবেদাঙ্গে পারদর্শী।

তখন যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে বলিলেন,—হে দ্বৈপায়ন! আমি মানবধর্ম্ম এবং জ্ঞানকাণ্ডীয় ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়াছি। সম্প্রতি আপনি যথাযথ-ভাবে বৈষ্ণব-ধর্ম্মকথা বর্ণন করুন।

বেদব্যাস বলিলেন,—হে মহারাজ তুমি যে-সব ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়াছ এই কলিযুগে মানবগণ সেইসকল পালন করিতে পারিবে না। যাহা সুখে অল্পধনে ও অল্পক্লেশে নিষ্পন্ন হইয়া মহাফল প্রদান করে এবং সমস্ত পুরাণের সারস্বরূপ, সেরূপ ধর্ম্মই কলিকালে মানবের পক্ষে সম্ভবপর। সেই ধর্ম্মকথাই বর্ণন করিতেছি। উভয়পক্ষের একাদশী-দিনে ভোজন করিবে না। দ্বাদশীদিনে স্নানাদিপূর্ব্বক শুচি হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে, তৎপর ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া নিজ কৃত্য সমাপনান্তে ভোজন করিবে। অশৌচাদিতেও এই ব্রত পরিত্যাগ করিবে না। স্বর্গলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের যাবজ্জীবন এই ব্রত পালনীয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। পাপকর্ম্মরত ও ধর্ম্মবর্জ্জিত ব্যক্তিগণও যদি এই একাদশীদিনে ভোজন না করে, তবে তাহারা যমসদনে গমন করে না।

ব্যাসদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবাহু ভীমসেন অশ্বত্থপত্রের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিলেন,—হে মহাবুদ্ধি, পিতামহ ব্যাসদেব! মাতা কুন্তী, দ্রুপদনন্দিনী, ভ্রাতা যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ইঁহারা সকলেই একাদশীর দিনে ভোজন করেন না এবং আমাকেও ভোজন করিতে নিষেধ করেন; কিন্তু আমার দুঃসহ ক্ষুধার জন্য উপবাস করিতে পারি না। আমি বিধিমতে বিষ্ণুপূজা করিয়া দান করিব—এইরূপ উত্তর দিতাম।

ভীমসেনের এই বাক্য শুনিয়া ব্যাসদেব বলিতে লাগিলেন,—যদি স্বর্গলাভ অভীষ্ট হয়, তবে উভয়পক্ষের একাদশীতে কখনও ভোজন করিবে না। তদুত্তরে ভীমসেন বলিলেন, আমার নিবেদন এই যে, উপবাস দূরের কথা—একবার ভোজন করিয়াও থাকিতে পারিনা। বৃক নামক অগ্নি আমার উদরে বর্ত্তমান। ভোজন না করিলে কিছুতেই সে ক্ষান্ত হয় না। সুতরাং প্রতিটি একাদশী পালনে আমি অসমর্থ। বৎসরে একটিমাত্র একাদশী পালন করিয়া যাহাতে আমি স্বর্গলাভ করিতে পারি সেইরূপ একটি একাদশীর কথা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন।

তখন ব্যাসদেব বলিলেন,—'জ্যৈষ্ঠা শুক্লা একাদশী তিথিতে জলপান বর্জ্জনপূর্ব্বক উপবাস করিবে। তবে গণ্ডূষ আচমন দোষণীয় হইবে না। ঐদিন ভোজন করিলে ব্রতভঙ্গ হইবে।

একাদশী দিনের সূর্য্যোদয় হইতে দ্বাদশী দিনের সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত জলপান বর্জ্জন করিয়া অনায়াসে দ্বাদশ একাদশীর ফললাভ করিয়া থাকে। দ্বাদশী দিনের সূর্য্যোদয়ে স্নানাদি সমাপন ও ব্রাহ্মণগণকে জল ও সুবর্ণ দানপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া কুটুম্বগণ সহ নিজে ভোজন করিবে। এইরূপে একাদশী-ব্রত পালন করিলে যে পুণ্য হয় তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

সম্বৎসর মধ্যে যে-সমস্ত একাদশী উপস্থিত হন, সেই সবগুলির ফলই এই একটিমাত্র একাদশীতে লাভ করা যায়। ইহাতে আমার কোন সংশয় নাই। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বলিয়াছেন "বৈদিক ও লৌকিক সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মনুষ্য একমাত্র আমার শরণাপন্ন হইয়া একাদশীতে নিরাহারে থাকিলে পাপবিমুক্ত হইয়া থাকে।"

কলিযুগে দ্রব্যশুদ্ধি নাই। অতএব কলিতে শাস্ত্রোক্ত সংস্কার বিশুদ্ধ হয় না। সুতরাং বৈদিক ধর্ম্ম কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। হে ভীমসেন! তোমাকে বহুকথা বলার প্রয়োজন কি? তুমি উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবে না; যদি তাহাতে অসমর্থ হও, তবে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশীতে জলপান বিনা উপবাস করিবে। এই একাদশী ধনধান্যপ্রদা ও পুণ্যদায়িনী—ইহা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি। দণ্ডপালধারী, করালমূর্ত্তি যমদূতগণ এই একাদশী-ব্রত পালনকারী মনুষ্যকে অন্তকালে স্পর্শ করিতে পারে না, পরন্তু পীতাম্বরধারী, সৌম্যমূর্ত্তি বিষ্ণুদূতগণ সেই বৈষ্ণবকে বিষ্ণুলোকে হইয়া যান। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে এই একাদশীব্রত পালন করিবে।

—পণ্ডিত শ্রীযুত নবীনচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীশ্রীউপদেশামৃত-ভাষা

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত তাঁ'র স্বাভাবিক দোষ।
আর তাঁ'র দেহ-দোষে না করিহ রোষ॥
প্রাকৃত-দর্শনে দোষ যদি দৃষ্ট হয়।
দর্শনেতে অপরাধ জানিবে নিশ্চয়॥

হীন-অধিকারী হ'য়ে মহতের দোষ।
সিদ্ধভক্তে হীন-জ্ঞানে না পা'বে সন্তোষ॥
ব্রহ্মদ্রব গঙ্গোদক-প্রবাহে যখন।
বুদ্‌বুদ-ফেন-পঙ্ক জলের মিলন॥

অন্যজল গঙ্গা-লাভে হেয় কভু নয়।
তদ্রূপ ভক্তের মল কভু নাহি রয়॥
সাধুদোষ-দ্রষ্টা যেই কৃষ্ণ-আজ্ঞা ত্যজি'।
গর্ব্বে ভক্তিভ্রষ্ট হৈয়া মরে অধো মজি'॥ ৬॥

কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা চতুষ্টয়।
উপমা মিশ্রিত সহ স্বাদ তুল্য হয়॥
অবিদ্যা পিত্তের তুল্য, তা'তে জিহ্বা তপ্ত।
জিহ্বার আস্বাদ-শক্তি তপ্ত-হেতু সুপ্ত॥

অপ্রাকৃত-জ্ঞানে যদি লও সেই নাম।
নিরন্তর নাম লৈলে ছাড়ে পীড়া-ধাম॥
নাম-মিশ্রি ক্রমে ক্রমে বাসনা শমিয়া।
নামে রুচি করাইবে কল্যাণ আনিয়া॥ ৭॥

কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা চতুষ্টয়।
গুরুমুখে শুনিলেই কীর্ত্তন-উদয়॥
কীর্ত্তিত হইলে ক্রমে স্মরণাঙ্গ পায়।
কীর্ত্তন-স্মরণ-কালে ক্রম-পথ ধায়॥

জাতরুচি-জন জিহ্বা-মন মিলাইয়া।
কৃষ্ণ-অনুরাগি-ব্রজজনানুস্মরিয়া॥
নিরন্তর ব্রজবাস—মানস ভজন।
এই উপদেশ-সার করহ গ্রহণ॥ ৮॥
বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা মথুরা নগরী।
জনম লভিলা যথা কৃষ্ণচন্দ্র হরি॥
মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন ধাম।
যথা সাধিয়াছে হরি রাসোৎসব-কাম॥
বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন শৈল।
গিরিধারী গান্ধর্ব্বিকা যথা ক্রীড়া কৈল॥
গোবর্দ্ধন হৈতে শ্রেষ্ঠ রাধাকুণ্ড-তট।
প্রেমামৃতে ভাসাইল গোকুল-লম্পট॥
গোবর্দ্ধনগিরিতট রাধাকুণ্ড ছাড়ি'।
অন্যত্র যে করে নিজ কুঞ্জ-পুষ্পবাড়ী॥
নির্ব্বোধ তাহার সম কেহ নাহি আর।
কুণ্ডতীর সর্ব্বোত্তম স্থান প্রেমাধার॥ ৯॥
সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত পুণ্যবান্ কর্ম্মী।
হরিপ্রিয় জন বলি' গায় সব ধর্ম্মী॥
কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী হরিপ্রিয়তর জন।
সুখভোগ-বুদ্ধি জ্ঞানী না করে গণন॥
জ্ঞানমিশ্র ভাব ছাড়ি' মুক্ত জ্ঞানিজন।
পরাভক্তি-সমাশ্রয়ে হরিপ্রিয় হন॥
ভক্তিমান্ জন হৈতে প্রেমনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ।
প্রেমনিষ্ঠ হৈতে গোপী শ্রীহরির প্রেষ্ঠ॥
গোপী হৈতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়তমা।
সে রাধা-সরসী প্রিয় হয় তাঁ'র সমা॥
সে কুণ্ড আশ্রয় ছাড়ি' কোন্ মূঢ় জন।
অন্যত্র বসিয়া চায় হরির সেবন॥ ১০॥

শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি।
কৃষ্ণপ্রিয়-মধ্যে তাঁ'র সম নাহি ধনী॥
মুনিগণ শাস্ত্রে রাধাকুণ্ডের বর্ণনে।
গান্ধর্ব্বিকা-তুল্য কুণ্ড করয়ে গণনে॥
নারদাদি প্রিয়বর্গে যে প্রেম দুর্ল্লভ।
অন্য সাধকেতে তাহা কভু না সুলভ॥
কিন্তু রাধাকুণ্ডে স্নান যেই জন করে।
মধুর রসেতে তা'র স্নানে সিদ্ধি ধরে॥
অপ্রাকৃত ভাবে সদা যুগল-সেবন।
রাধাপাদপদ্ম লভে সেই হরিজন॥
শ্রীবার্ষভানবী কবে দয়িতদাসেরে।
কুণ্ডতীরে স্থান দিবে নিজজন ক'রে॥
'উপদেশামৃতভাষা' করিল দুর্জ্জন।
পাঠকালে হরিজন করিহ শোধন॥
উপদেশামৃত ধরি' রূপানুগ ভাবে।
জীবন যাপিলে কৃষ্ণ-কৃপা সেই পা'বে॥
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের যে-সকল ভক্ত।
কৃষ্ণকৃপা লভিয়াছে গৃহস্থ বিরক্ত॥
ভাবিকালে বর্ত্তমানে ভক্তের সমাজ।
সকলের পদরজঃ যাচে দীন আজ॥
ভকতিবিনোদ-প্রভু-অনুগ যে জন।
দয়িতদাসের তাঁ'র পদে নিবেদন॥
দয়া করি' দোষ হরি' বল হরি হরি।
উপদেশামৃতবারি শিরোপরি ধরি'॥ ১১॥

রাখে হরি মারে কে ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯২ পৃষ্ঠার পর)

২য় অঙ্ক

২য় দৃশ্য

নগর পথ

১ম নাগরিক ও ২য় নাগরিকের প্রবেশ

১ম নাগরিক—কাজীর বিচার শুন্‌লে তো! জাঁহাপনার মন যা-ও বা একটু সরল, কাজী কিন্তু একেবারেই কঠোর।

২য় নাগরিক-কেন ভাই, কাজী তো হরিদাসকে মত বদ্‌লানোর জন্য তাঁর বাড়ীতে অনেক অনুরোধ করেছিল শুন্‌লাম। কিন্তু ও বেটা হতচ্ছারার একান্তই মর্‌বার সাধ ; কিছুতেই মত বদলায় না গো!

১ম নাগরিক—হরিদাসের মতে সে দোষী নয় ; তা'কে অন্যায় করে সাজা দেওয়া হ'ল।

২য় নাগরিক—ও সব বুজরুকি! ও বেটা যে একটা মস্ত যাদুকর! ওর দৃষ্টি লেগে এক রূপসী তরুণী বেশ্যা তা'র গণিকাবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে অহর্নিশি হরিনাম জপ কর্‌ছে। আমি ভেবেছিলাম হয়তঃ ঐ দুষ্মনটা এবার বাদ্‌শারও মন টলিয়ে দিয়ে নির্ব্বিবাদে ইসলাম-বিরুদ্ধ ধর্ম্মমত প্রচার কর্‌বে।

১ম নাগরিক—আরে ভাই, সে অতি কঠিন ব্যাপার। বাদ্‌শা তো আর মেয়ে মানুষ নয় যে ওর বাক্যের ছটায় মোহিত হয়ে যাবেন। তার উপর শ্রেষ্ঠ বিচারপতি গোরাইকাজী হাজির। ওখানে বহু যাদুকরের যাদুকরী বিদ্যা ঘোল খেয়ে যায়।

২য় নাগরিক—কাজী নাকি বলেছেন যে হরিদাস যা' পাপ করেছে তা'তে ও' না মর্‌লে ওর পাপ নষ্ট হবে না? তা' ওকে দগ্ধে মেরে লাভ কি! একেবারে মার্‌লেই তো হ'ত!

১ম নাগরিক—হরিদাস যা' পাপ করেছে, তা'তে নাকি ওকে কষ্ট দিয়ে দগ্ধে দগ্ধে মার্‌লে তবেই ওর পাপ সহজেই ক্ষয় হবে, নইলে ওকে একবারে মার্‌লে তেমনটি পাপ থেকে উদ্ধার পাবে না!

২য় নাগরিক—বেশ তো, যদি ওকে কষ্ট দিয়ে মারাই সমীচীন হয়, তা' হ'লে বেত না মেরে অন্য ব্যবস্থা কি ছিল না?

১ম নাগরিক—কেন, কি কর্‌তিস্ ?

২য় নাগরিক—কি কর্‌তাম ? তবে শোন্ !···ওর ঐ হিঁদুর দেবতার নাম বলা জিহ্বাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে ; হিঁদুর দেব-দেবীর মূর্ত্তি দর্শনকারী ঐ চোখ দু'টো উপ্‌রে দিয়ে ; যে হিঁদুর দেবতার নাম শুনে শুনে ওর কাণ দু'টো অপবিত্র হয়ে গেছে উত্তপ্ত লৌহশলাকা ঐ কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে ওকে বধির বানাতাম। তবেই হ'ত ওর সুবিচার !

১ম নাগরিক—বাঃ, তোর মাথাটা তো মন্দ নয় ? তুই তো বেশ বুদ্ধি ধরিস্ ! এবার তোকে কাজীর আসনে বসাবার জন্যে বাদ্‌শাকে বলা যাবে 'খন।

(২য় নাগরিকের কাণ ধরিয়া) ওরে মূর্খ, হরিদাসের জিহ্বা, চোখ, কাণ নষ্ট কর্‌লি ; কিন্তু ও বেটা মর্‌ল কই ? তার থেকে আমার যুক্তি শোন্।

২য় নাগরিক—উঃ, কাণ ছাড়্—লাগছে। বল্, বল্ -তোর যুক্তিই কি শুনি !

১ম নাগরিক—(২য় নাগরিকের কাণ ছাড়িয়া দিয়া) আমি বল্‌ছি—তোর যুক্তিমত কাজ ক'রে সব শেষে ওর তুলসী কাঠের মালা জড়ানো গলাটা কচাৎ ক'রে কেটে দেওয়া। এবার বুঝ্‌লি কিরূপ বিচার কর্‌তে হয় !

২য় নাগরিক—ঠিক্, ঠিক্ ; সেই রকম কর্‌লে তো ভালো হ'ত।

১ম নাগরিক—আরে ভালো তো হ'ত, কিন্তু করে কে ? তোর আমার কথা কেউ নেবে ?

২য় নাগরিক—কেন ?·· আমরা কি কাজী নই বলে ? আমরা কি কাজী হতে পারি না ?

১ম নাগরিক—হ্যাঁ, কাজী হ'তে পার্‌বি যেদিন ঐ গোরাই কাজীকে গোর দিয়ে আসবি ; তার পূর্ব্বে নয় !

২য় নাগরিক—তো-বা, তো-বা, ওকথা বল্‌তে নেইরে হারামজাদা। মানুষের মরণ কামনা কি ভালো ?

১ম নাগরিক—দুত্তোরি ছুঁচোমুখো ; কাপুরুষ কোথাকার !

২য় নাগরিক—কি বল্‌লি আমি কাপুরুষ ! আমি মানুষের মরণ দেখ্‌তে পারি না ভাব্‌ছিস্ ? চল্ দেখি,—বাজারে বাজারে হরিদাসের দেহে বেত মারা দেখে আমি সানন্দে কত নাচ্‌বো দেখ্‌বি !

১ম নাগরিক—তাই চল্। বাইশ বাজারে দুষমনটার অবস্থা দেখে একটু আনন্দ উপভোগ করিগে। (উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

বাইশ বাজারের ৮ম বাজার

(হরিদাস ও দুইজন পাইকের প্রবেশ)

[২য় পাইক হরিদাসের শৃঙ্খল ধরিয়া ও ১ম পাইক হরিদাসকে বেত্রাঘাত করিতে করিতে প্রবেশ]

১ম পাইক—(হরিদাসকে প্রহার করিতে করিতে) দেখ্, আর হিঁদুয়ানা কর্‌বি ? বেটা কাফের শয়তান কোথাকার !

হরিদাস—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ, মুরলীবদন ! তুমি কোথা ! এসো প্রভু আমি একবার তোমায় প্রাণভরে দেখি !

১ম পাইক—হেঃ-হেঃ-হেঃ,···তোর দেবতা এসে তোকে রক্ষা কর্‌বে নাকি ? দেখি তোকে কে রক্ষা করে। (সজোরে বেত্রাঘাত)

২য় পাইক—(১ম পাইকের প্রতি) তাইতো, এ ছোঁড়াটা এখনও হিঁদুর দেবতার নাম নিচ্ছে রে ! পর পর ছয়-সাতটা বাজারে মার হ'ল তবু কি এর একটু পরিবর্ত্তন আসে না ! দু'তিন বাজারের প্রহারেই কেউ প্রাণে বাঁচে না, আর এ এখনও দিব্যি বেঁচে রয়েছে ! এত প্রহার হচ্ছে, তবু মুখে একটু বিকৃতির চিহ্নমাত্র নেই !

১ম পাইক—(হাঁপাইতে হাঁপাইতে) দেখ্‌না ভাই, এত মার্‌ছি তবু এ বেটা মরে না ! (আরও জোরে জোরে প্রহার করিতে থাকিল)

২য় পাইক—(হরিদাসের প্রতি) এই, তোর দেহ কি পাষাণ দিয়ে গড়া নাকি ? তোর কি কিছুই লাগ্‌ছে না ?

(হরিদাসের গাত্রে হাত দিয়া) না-রে, ছোঁড়াটার দেহ তো খুব তুল্‌তুলে দেখ্‌ছি।

(১ম পাইকের প্রতি) তুই হাঁপিয়ে গেছিস্। তোর মার জোরে হচ্ছে না। আমায় একবার দে দেখি, আমি একে একবার শিক্ষা দিয়ে দিই। (১ম পাইকের হস্ত হইতে বেত্র লইল ও ১ম পাইক হরিদাসের শৃঙ্খল ধরিল)

১ম পাইক—সজোরে বেত চালাবি, অল্পেতে ওর কিছু হবে না।

২য় পাইক—তুই দেখ্‌না আমি ওর কি অবস্থাটা করি !

(হরিদাসের প্রতি) পাপিষ্ঠ—নরাধম! মোস্লেম বংশের কুলাঙ্গার! হিঁদু হয়েছো, খুব দেবতাকে ডাকৃছো বটে! দেখনা এবার হিঁদুর দেবতার নাম করার ফল। (সজোরে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল)

২য় পাইক—(১ম পাইকের প্রতি) তাইতো রে, একে এত জোরে জোরে মারৃছি তবু এর চোখে একটু জলও পড়ে না!

১ম পাইক—মার, মার—খুব মার,… আরও জোরে!

(২য় পাইক হরিদাসকে প্রহার করিতে করিতে ঘর্ম্মাক্ত দেহে হাঁপাইতে লাগিল)

হরিদাস—ভাই, আমাকে মারৃতে গিয়ে তোমাদের কি কষ্ট! তোমাদের কষ্ট দেখে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে!

২য় পাইক—আহা, কত উদারচেতা প্রাণরে! আমাদের কষ্টে উনি আর বাঁচেন না! মুখপোড়', তাই বল্না—তোরই কষ্ট হচ্ছে।

১ম পাইক—হ্যাঁগা, এত মার মারা হচ্ছে তা ওর কষ্ট হবে না? তবে বেটা খুব ধূর্ত্ত তো; তাই আমাদের কষ্ট হচ্ছে বল্ছে, যা'তে আমরা কিছুক্ষণ প্রহার দেওয়া বন্ধ রাখি।

২য় পাইক—একটা কথা আছে,—অতি চালাকের গলায় দরী!—এ ধুত্তুরের তাই হয়েছে।

(হরিদাসের প্রতি) কি রে হতভাগা! বিজ্ বিজ করে কি বল্ছিস্? আমাদের গালাগালি দিচ্ছিস্ নাকি?

হরিদাস—না ভাই, গালাগালি দেবো কেন? আমার পাপের ফল আমি ভোগ কর্ছি, এতে তোমরা কি করেছো?

হা ভগবান্ নন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্যদাস হয়ে নিজ দোষে আজ ভব-কারাগারে মায়ামুগ্ধ হয়ে তোমায় ভুলে গেছি! কৃপাময়, তুমি আমায় কৃপা না কর্লে আর কে কর্বে? দয়া করে আমাকে তোমার নিত্যদাস করে নাও,—তোমার সেবায় অধিকার দাও!

১ম পাইক—(২য় পাইকের প্রতি) দেখ্, দেখ্ এ আবার পাগলের মত কা'কে কি বল্ছে?

২য় পাইক—ও সব ভণ্ডামি রে ভাই! শুনেছি ও বেটা যে দেবতাটাকে ডাকে সে নাকি খুব চতুর ছিল, তাই যারা ঐ দেবতার ভজনা করে তারা স্বভাবতঃই চতুর হয়।

১ম পাইক—চতুর না ছাই! চতুর হ'লে ওর এই দশা হয়?

২য় পাইক—ইসলাম ধর্ম্মকে হেয় করবে বলে ও বেটা খুব চতুরতা করে হিঁদুর দেবতার নাম নিয়েছে। এখন আবার প্রহার থেকে রেহাই পা'বার জন্যে এ এক নূতন কৌশল,—পাগলের মত যা'তা' বল্‌তে আরম্ভ করেছে। ও ভাব্‌ছে এতে আমাদের ওকে পাগল বলে ধারণা হবে, আর ওকে পাগল সাব্যস্ত করে বাদ্‌শাও ছেড়ে দেবেন!

১ম পাইক—বাঃ, তোর বুদ্ধির তারিফ কর্‌তে হয়! এবার বুঝেছি ও বেটা এখন পাগলামি করে নিজেকে পাগল বলে জাহির কর্‌তে চাইছে। আরে বাবা, হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। গোরাইকাজী থাক্‌তে এ হুকুম কখনই নড়চড় হবে না।

[ইত্যবসরে নগররক্ষীর প্রবেশ]

নগররক্ষী--কেন?···আবার কি জাঁহাপনার হুকুম নড়চড় হওয়ার কথা শোনা যা'চ্ছে নাকি?

১ম ও ২য় পাইক—(সেলামপূর্ব্বক) আসুন নগররক্ষী সাহেব, আসুন!

১ম পাইক—বাদ্‌শার হুকুম নড়চড় কিছু হয় নি। এই দুশমন্‌টার চতুরতা দেখে আমাদের মধ্যে একটা আলোচনা হচ্ছে।

নগররক্ষী—হরিদাস খুবই চতুর। এ রাজ্যে ওর জুটি মিলে না। (হরিদাসের অঙ্গ দেখিয়া) কৈ হে, তোমরা কি রকম একে প্রহার কর্‌ছ? এখনও তো বেটার মরার কোন চিহ্নই দেখ্‌ছি না। পর পর সাত সাতটা বাজারে মার হ'ল,—তবু কি এ মরে না।

২য় পাইক—হুজুর, এ অনেক পাপ করেছে। পাপী লোকের কি সহজে মৃত্যু হয়! চট্‌ ক'রে মারা গেলে দুর্ভোগটা ভোগ কর্‌বে কে?

নগররক্ষী—তা'বটে! চালাও মার। এখনও তো অনেক বাজার বাকী! তবে ওকে মার্‌তেই হবে, নইলে আমাদের সবংশে কাঁচা জান্‌গুলো হারাতে হবে।

১ম পাইক—হুজুর, আপনি নিঃসন্দেহে থাকুন! আমরা এর জান্‌ নেবোই।

২য় পাইক—হুজুর, বাইশ বাজারেও যদি একে না মার্‌তে পারি তো আমি মোশ্লেমের ছাওয়ালই নই। আপনি ঘাব্‌রাবেন না।

নগররক্ষী—বেশ, তা'হলে আমি নিশ্চিন্তে থাক্‌তে পারি?

১ম ও ২য় পাইক—আলবৎ! আলবৎ!

নগররক্ষী—আমি এখন বাজদরবাবে যাচ্ছি। তোমরা ক্রমাগত সজোরে প্রহার চালিয়ে যাও।

হা আল্লা! মুখ রেখো। ঐ হরিদাসের যেন শীঘ্র শীঘ্র প্রাণনাশ হয়। (প্রস্থান)

১ম পাইক—দেখ্‌লি তো, এর এখনও মরণ হয় নি দেখে নগররক্ষী সাহেবও ঘাব্‌রে গেছে।

২য় পাইক—তা' এ যে তাজ্জব ব্যাপার ভাই! দু' তিন বাজারের প্রহারেই লোক জান্‌ হারায়, আর এ বেটা এখনও মরে না এবং মরার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না।

১ম পাইক—তুইও ঘাব্‌রে গেলি নাকি? আমরা ঘাব্‌রে গেলে আমাদেরই ক্ষতি হবে। চল্‌ এ বেটাকে এবার অন্য বাজারে নিয়ে যাওয়া যাক্‌। একে দস্তুরমত প্রহার দিতে হবে।

২য় পাইক—আরেএ শর্ম্মা ঘাব্‌রায় নি। যদি আমি ওকে না বধ কর্‌তে পারি তো আমার নামই বদলে দেবো। (হরিদাসকে বেত্রাঘাত-পূর্ব্বক) চল্‌ বেটা দুষ্মন্‌! তোরে কি করি একবার দেখ্‌।

(১ম পাইক হরিদাসকে টানিতে টানিতে ও ২য় পাইক হরিদাসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।) **(ক্রমশঃ)**

—**শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল**

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

(শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত)

৭ম অধ্যায়

শ্রীসুবর্ণবিহার, শ্রীদেবপল্লী

জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, জয় প্রভু নিত্যানন্দ,
জয়াদ্বৈত জয় গদাধর।
জয় শ্রীবাসাদি ভক্ত, গৌরপদ অনুরক্ত,
জয় নবদ্বীপধামবর॥
ছাড়িয়া বিশ্রামস্থান, শ্রীজীবে লইয়া যান,
যথা গ্রাম সুবর্ণবিহার।

ও'হ জীব প্রভু কয়, অপূর্ব্ব এস্থান হয়,
নবদ্বীপ প্রকৃতির পার ॥
সত্যযুগে এইস্থানে, ছিল রাজা সবে জানে,
শ্রীসুবর্ণসেন তার নাম।
বহুকাল রাজ্য কৈল, পরেতে বার্দ্ধক্য হৈল,
তবু নাহি কার্য্যেতে বিশ্রাম ॥
বিষয়ে আবিষ্ট চিত্ত, কিসে বৃদ্ধি হয় বিত্ত,
এই চিন্তা করে নরবর।
কি জানি কি ভাগ্যবশে, শ্রীনারদ তথা আইসে,
রাজা তাঁরে পূজিল বিস্তর ॥
নারদের দয়া হৈল, তত্ত্ব উপদেশ কৈল,
রাজারে ত লইয়া নির্জ্জনে।
নারদ কহেন রায় বৃথা তব দিন যায়,
অর্থচিন্তা করি মনে মনে ॥
অর্থকে অনর্থ জ্ঞান, পরমার্থ দিব্য জ্ঞান,
হৃদয়ে ভাবহ একবার।
দারা পুত্র বন্ধুজন, কেহ নহে নিজজন,
মরণেতে কেহ নহে কার ॥
তোমার মরন হলে, দেহটী ভাসায়ে জলে,
সবে যাবে গৃহে আপনার।
তবে কেন মিথ্যা আশা, বিষয়জলপিপাসা,
যদি কেহ নাহি হৈল কার ॥
যদি বল লভি সুখ, জীবনে না পাই দুঃখ,
অতএব অর্থচেষ্টা করি।
সেই মিথ্যা কথা রায়, জীবন অনিত্য হায়,
নাহি রহে শত বর্ষোপরি ॥
অতএব জান সার, যেতে হবে মায়াপার,
যথা সুখে দুঃখ নাহি হয়।
কিসে বা সাধিব বল, সেই ত অপূর্ব্ব ফল,
যাহে নাহি শোক দুঃখ ভয় ॥

কেবল বৈরাগ্য করি, তাহা না পাইতে পারি,
কেবল জ্ঞানেতে তাহা নাই।
বৈরাগ্য জ্ঞানের বলে, বিষয়বন্ধন গলে,
জীবের কৈবল্য হয় ভাই॥
কৈবল্যে আনন্দ নাই, সর্ব্বনাশ বলি তাই,
কৈবল্যের নিতান্ত ধিক্কার।
এদিকে বিষয় গেল, শ্রেষ্ঠ কিছু না মিলিল,
কৈবল্যের করহ বিচার॥
অতএব জ্ঞানী জন, ভুক্তি মুক্তি নাহি লন,
কৃষ্ণভক্তি করেন সাধন।
বিষয়েতে অনাসক্তি, কৃষ্ণপদে অনুরক্তি,
সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন॥
জীব সে কৃষ্ণের দাস, ভক্তি বিনা সর্ব্বনাশ,
ভক্তিবৃক্ষে ফলে প্রেমফল।
সেইফল প্রয়োজন, কৃষ্ণপ্রেম নিত্যধন,
ভুক্তি মুক্তি তুচ্ছ সে সকল॥
কৃষ্ণ চিদানন্দ-রবি, মায়া তার ছায়াছবি,
জীব তার কিরণাণুগণ।
তটস্থ ধর্ম্মের বশে, জীব যদি মায়া স্পর্শে,
মায়া তারে করয় বন্ধন॥
কৃষ্ণবহির্মুখ যেই, মায়াস্পর্শী জীব সেই,
মায়া-স্পর্শে কর্ম্মসঙ্গ পায়।
মায়াজালে ভ্রমি মরে, কর্ম্মজ্ঞানে নাহি তরে,
কষ্টনাশ মন্ত্রণা করায়॥
কভু কর্ম্ম আচরয়, অষ্টাঙ্গাদি যোগময়,
কভু ব্রহ্মজ্ঞান আলোচন।
কভু কভু তর্ক করে, অবশেষে নাহি তরে,
নাহি মানে আত্মতত্ত্বধন॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যবে, ভক্তজনসঙ্গ হবে,
তবে শ্রদ্ধা লভিবে নির্ম্মল।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ ভজি, হৃদয়-অনর্থ ত্যজি,
নিষ্ঠা-লাভ করে সুবিমল ॥
ভজিতে ভজিতে তবে, সেই নিষ্ঠা রুচি হবে,
ক্রমে রুচি হইবে আসক্তি।
আসক্তি হইবে ভাব, তাহে হবে প্রেমলাভ,
এই ক্রমে হয় শুদ্ধভক্তি ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মৃতি, সেবা কৃষ্ণার্চ্চন নতি,
দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন ॥
নবধা সাধন এই, ভক্তসঙ্গে করে যেই,
সেই লভে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥
তুমি রাজা ভাগ্যবান্, নবদ্বীপে তব স্থান,
ধামবাসে তব ভাগ্যোদয় ॥
সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা পেয়ে, কৃষ্ণনাম গুণ গেয়ে,
প্রেমসূর্য্যে করাও উদয় ॥
ধন্যকলি আগমনে, হেথা কৃষ্ণ লয়ে গণে,
শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রকাশিবে।
যেই গৌরনাম লবে, তাতে কৃষ্ণকৃপা হবে,
ব্রজে বাস সেইত করিবে ॥
গৌরনাম না লইয়া, যেই কৃষ্ণ ভজে গিয়া
সেই কৃষ্ণ বহুকালে পায়।
গৌরনাম লয় যেই, সদ্য কৃষ্ণ পায় সেই,
অপরাধ নাহি রহে তায় ॥
বলিতে বলিতে মুনি, অধৈর্য্য হয় অমনি,
নাচিতে লাগিল গৌর বলি।
গৌর হরি বোল ধরি, বীণা বলে গৌরহরি,
কবে সে আসিবে ধন্যকলি ॥
এই সব বলি তায়, নারদ চলিয়া যায়,
প্রেমোদয় হইল রাজার।
গৌরাঙ্গ বলিয়া নাচে, সাধু হৈতে প্রেম যাচে,
বিষয়বাসনা ঘুচে তাঁর ॥

নিদ্রাকালে নরবর, দেখে গৌর-গদাধর,
সপার্ষদ তাঁহার অঙ্গনে।
নাচে 'হরে কৃষ্ণ' বলি, করে সবে কোলাকুলি,
সুবর্ণপ্রতিমা গৌর সনে॥
নিদ্রা ভাঙ্গি নরপতি, কাতর হইল অতি,
গৌর লাগি করয় ক্রন্দন।
দৈববাণী হৈল তায়, প্রকট সময়ে রায়,
হবে তুমি পার্ষদে গণন॥
বুদ্ধিমন্তখাঁন নাম, পাইবে হে গুণধাম,
সেবিবে গৌরাঙ্গ-শ্রীচরণ।
দৈববাণী কাণে শুনি, স্থির হৈল নরমণি,
করে তবে গৌরাঙ্গ ভজন॥
নিত্যানন্দ কথা শেষে, নারদের শক্ত্যাবেশে,
শ্রীবাস হইল অচেতন।
মহাপ্রেমবেশে তবে, গৌরনামামৃতাসবে,
ভূমে লোটে শ্রীজীব তখন।
আহা কি গৌরাঙ্গরায়, দেখিব আমি হেথায়,
সুবর্ণ পুতলি গোরামণি।
বলিতে বলিতে তবে, শ্রীগৌরকীর্ত্তন সবে,
নয়নেতে দেখয় অমনি॥
আহা সে অমিয় জিনি, গৌরাঙ্গের রূপখানি,
নাচিতে লাগিল সেই মানে।
তবে নিত্যানন্দ রায়, গৌরাঙ্গের গুণ গায়,
অদ্বৈত সহিত সর্ব্বজনে॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে, সঙ্কীর্ত্তন সুবিরাজে,
পূর্ব্বলীলা হইল বিস্তর।
কত যে আনন্দ হয়, বর্ণিতে শকতি নয়,
বেলা হৈল দ্বিতীয় প্রহর॥
তবেত চলিল সবে, গৌরগীতকলরবে,
দেবপল্লী গ্রামের ভিতর।

তথায় বিশ্রাম কৈল,　দেবের অতিথি হৈল,
মধ্যাহ্ন ভোজন অতঃপর ॥
দিবসের শেষ যামে,　সকলে ভ্রময় গ্রামে,
প্রভু নিত্যানন্দ তবে কয়।
দেবপল্লী এই হয়,　শ্রীনৃসিংহ দেবালয়,
সত্যযুগ হৈতে পরিচয় ॥
প্রহ্লাদেরে দয়া করি',　হিরণ্যে বধিয়া হরি,
এই স্থানে করিল বিশ্রাম।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ,　নিজ নিজ নিকেতন
করি এক বসাইল গ্রাম ॥
মন্দাকিনী-তট ধরি,　টিলায় বসতি করি,
নৃসিংহ সেবায় হৈল রত।
শ্রীনৃসিংহক্ষেত্র নাম,　নবদ্বীপে এই ধাম,
পরমপাবন শাস্ত্রমত ॥
সূর্য্যটিলা ব্রহ্মটিলা,　নৃসিংহ পূরবে ছিলা,
এবে স্থান হৈল বিপর্য্যয়।
গণেশের টিলা হের,　ইন্দ্রটিলা তার পর,
এইরূপ বহুটিলাময় ॥
বিশ্বকর্ম্মা মহাশয়,　নির্ম্মিলা প্রস্তরময়,
কত শত দেবের বসতি।
কালে সব লোপ হৈল,　মন্দাকিনী শুকাইল,
টিলামাত্র আছয় সম্প্রতি ॥
শিলাখণ্ড অগণন,　কর এবে দরশন
সেই সব মন্দিরের শেষ।
পুনঃ কিছুদিন পরে,　একভক্ত নরবরে
পাবে নৃসিংহের কৃপালেশ ॥
বৃহৎ মন্দির করি,　বসাইবে নরহরি,
পুনঃ সেবা করিবে প্রকাশ।
নবদ্বীপ পরিক্রমা,　তার এই এক সীমা,
ষোলক্রোশ মধ্যে এইবাস ॥

নিতাই-জাহ্নবাপদ, যে জনার সম্পদ,
সেই ভক্তিবিনোদ কাঙ্গাল।
নবদ্বীপ সুমহিমা, নাহি তার কভু সীমা,
তাহা গায় ছাড়ি মায়াজাল ॥

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আসামে শুভবিজয়

আসামদেশীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দ্বারা হরিকথা কীর্ত্তনে বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া বিশেষত তথায় বাসুগাঁও নিবাসী বিশিষ্ট সজ্জন শ্রীযুত পার্ব্বতীচরণ রায় মহোদয় তৎপ্রদত্ত ভূমিতে একটি মঠ স্থাপনের জন্য একান্ত আর্ত্তিপূর্ণ আহ্বান জানাইলে গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ২১ শে মে রবিবার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বামন মহারাজ, শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ দয়ালহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধামাধব ব্রহ্মচারী ও শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী সহ শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে বহির্গত হইয়া ৭ই জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যাকালে সমিতির শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। তত্রস্থ মঠের সেবকবৃন্দ ও স্থানীয় সজ্জনবৃন্দ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে বিপুল অভ্যর্থনা সহকারে রেলষ্টেশন হইতে শ্রীমঠে লইয়া যান।

শ্রীমাধবদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীসারথি কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী সহ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ কয়েকদিন পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের এই শুভবিজয়ের সংবাদ লইয়া বাসুগাঁও গমন করেন।

১১ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীল নিমানন্দ সেবাতীর্থ প্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে গোলোকগঞ্জ মঠে এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। উহাতে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় আসাম দেশে শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারায় শ্রীগৌর-সারস্বত-বাণী প্রচারে এই মহাপুরুষের অসীম অবদান সমূহের আলোচনা হয়। এই সভায় শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ এবং সভাপতির আসনে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা-সম্পাদক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন।

১২ই জ্যৈষ্ঠ গোলকগঞ্জ B. T. College-এ উক্ত কলেজের প্রিন্সি-প্যাল মাননীয় শ্রীযুত গুরুনাথ শর্ম্মা ও স্থানীয় M. L. A. মাননীয় শ্রীযুত ভুবন প্রধানী প্রভৃতি সজ্জনবৃন্দের চেষ্টায় এক ধর্ম্মসভা আহূত হয়। তথায় পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বামন মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এই সভায় ক্রমান্বয়ে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ উর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীযুত ভুবন প্রধানী, শ্রীযুত গুরুনাথ শর্ম্মা ও সভাপতি মহারাজ বক্তৃতা করেন। এই-রূপে বিপুলভাবে গোলকগঞ্জে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচার হয়।

গোলকগঞ্জ হইতে সগোষ্ঠী শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম বাসুগাঁওতে শ্রীযুত পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয়ের আলয়ে শুভবিজয় করেন। স্থানীয় বিদ্যা-পুর এইচ. ই. স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী বি. এ. মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টা ও যত্নে শীঘ্রই এখানে শ্রীপার্ব্বতী বাবুর প্রদত্ত ভূমিতে "**শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ**" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মঠ-প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে শ্রীপাদ বিশ্বরূপ প্রভুর অক্লান্ত পরিশ্রম ভক্তগণের স্মৃতিপথে সর্ব্ব-দাই জাগরিত হইতেছে এবং পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের প্রচুর কৃপা তাঁহার উপরে বর্ষিত হইয়াছে। তাঁহার সেবা-প্রবণতা এবং আসাম প্রদেশে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচারে অদম্য উৎসাহ লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাকে উক্ত মঠের মঠাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া-ছেন। বর্ত্তমানে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ উর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীমাধব দাস ব্রহ্মচারী এবং শ্রীসারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী এই নূতন মঠে অবস্থান করিয়া প্রচার-কার্য্যাদি করিতেছেন।

শ্রীযুত পার্ব্বতী বাবু একজন বিশিষ্ট কণ্ট্রাক্টর ছিলেন। তিনি কিছুকাল যাবৎ রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন। সেই অবস্থায় বৎসরাধিক কাল ধরিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মকে বাসুগাঁওতে মঠ স্থাপনের জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ভক্তিমতী।

এখানে ২৫, ২৭ ও ২৮শে জ্যৈষ্ঠ তিনদিন বিরাট ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিনই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসন ভূষিত করেন। বজ্রনির্ঘোষে তাঁহার বাণী আত্মবিস্মৃত দেহাত্মবাদিগণের ভোগপর চিন্তা সমূলে বিধ্বংস করিয়া অহর্নিশ শ্রীভগবন্নাম-সেবাপর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। এতদ্ব্যতীত পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বামন মহা-রাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমৎ উর্দ্ধমন্থী মহারাজ, শ্রীপাদ বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী ও

আসাম প্রদেশস্থ শ্রীপাদ রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ এই সভাসমূহে বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর ৫ই আষাঢ়, ২০শে জুন সগোষ্ঠী শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম সিউড়ীতে শুভবিজয় করেন। বিশেষ দুঃখের সংবাদ এই যে, শ্রীযুত পার্ব্বতী বাবু এই তারিখেই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বামুণগাঁও হইতে যাত্রার পরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি সৌভাগ্যবান, কারণ দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁহার প্রদত্ত সেবা ভগবান গ্রহণ করিলেন।

—নিজস্ব-সংবাদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-মহোৎসব

গত ১৫ বামন, ২২শে আষাঢ় শুক্রবার শুদ্ধভক্তি-ভগীরথ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি সমিতির সর্ব্বত্রই পালিত হইয়াছে। সমস্ত দিন শ্রীল ঠাকুরের রচিত অপ্রাকৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারের বিবিধ কীর্ত্তন গীত হয় এবং তাঁহার রচিত বিবিধ গ্রন্থ পাঠ ও শাস্ত্রীয় উপদেশাবলীর পুনঃ স্মরণ করা হয়। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এই দিন সন্ধ্যায় এতদুপলক্ষ্যে আহূত এক মহতী সভায় শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের ভক্তিধারা সংরক্ষণে ঐকান্তিকী প্রচেষ্টা সমূহের আলোচনা হয়। চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে তথায় আহূত শ্রীল ভক্তিবিনোদ-বিরহসভার গাম্ভীর্য্য স্বতঃই বর্দ্ধিত হয়।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে রথযাত্রা ও বার্ষিক মহামহোৎসব

গত ১৫ বামন ২২ আষাঢ়, ৭ জুলাই শুক্রবার শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি হইতে ২৫ বামন সোমবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও তথাকার বার্ষিক মহামহোৎসব শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের উপস্থিতিতে বিপুল সাড়ম্বরে পালিত হইয়াছে। বহু ত্রিদণ্ডিপাদ এবং ব্রহ্মচারীও এই মহামহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ১৬ বামন গুণ্ডিচামার্জন হয়। তৎপরদিবস শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রথারোহণে শ্রীশ্যামসুন্দর-বাটীতে বিজয় করেন। ২১ বামন হেরাপঞ্চমী দিবসে লক্ষ্মীর গণ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে

শ্যামসুন্দর-আলয়ে দর্শন করিতে যান। ঐ দিবস রাত্রে শ্রীমঠে বহু ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। প্রত্যহই সকাল ও অপরাহ্নে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি পাঠ ও কীর্ত্তন হইত। কোন কোন দিবস রাত্রে ছায়াচিত্রযোগেও বিবিধ হরিকথার পরিবেশনে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইতেন। ২৫ বামন অপরাহ্নে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রথারোহণে শ্রীমঠে পুনর্যাত্রা করেন। পথিমধ্যে বহুস্থানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে অনেক সজ্জন ভোগ নিবেদন করেন। এই দিবস রাত্রে কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীবিগ্রহগণের আরতি সমাপনান্তে সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সহস্রাধিক ব্যক্তি মহাপ্রসাদ লাভে কৃতকৃতার্থ হন। স্থানীয় বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি এই কয়দিবসই শ্রীমঠের উৎসবে ও ধর্ম্মসভায় যোগদান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। —নিজস্ব

প্রচার-প্রসঙ্গ

মেদিনীপুর জিলায় প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীপাদ রমানাথ ব্রজবাসী শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সহ মেদিনীপুর জিলান্তর্গত শ্যামসুন্দরপুর, ভবানীপুর, রাজনগর, শ্যাওড়াবেড়িয়া, ওসমানপুর, নরচাকনান, দয়ালদাসী প্রভৃতি স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ধর্ম্ম-বক্তৃতা ও ছায়াচিত্রযোগে ভগবল্লীলা ও বিবিধ ভক্তচরিত বর্ণনপূর্ব্বক বিপুলভাবে সহজিয়া ও ব্রাহ্মণব্রুব দলন করিয়া ভক্তিকথা প্রচার করিয়াছেন। শ্যামসুন্দরপুরে শ্রীযুত যতীন হাজরা, শ্রীযুত চক্রধর দাস, শ্রীযুত জীবন মান্না, ভবানীপুরে শ্রীযুত শরৎ দাস, রাজনগরে শ্রীযুত বনমালী ভুইঞা, শ্রীযুত অতুল দলুই, শ্রীযুত গণেশ মণ্ডল এবং দয়ালদাসীতে শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ আদক মহোদয়গণ তাঁহার প্রচারকার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়া সমিতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ওসমানপুর গ্রামে জাতি ব্রাহ্মণগণ 'হরিমন্দির স্থাপনে বৈষ্ণবগণের অধিকার নাই, একমাত্র স্মার্ত্তব্রাহ্মণদিগেরই অধিকার' এইরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও ধৃষ্টতাপূর্ণ কুমত শ্রবণ করাইলে স্বামীজী মহারাজ তাঁহার তেজস্বিতাপূর্ণ বাগ্মিতা-প্রভাবে ঐ সকল

পাষণ্ডকে পরাস্ত করিয়া হরিমন্দির স্থাপনে যে একমাত্র বৈষ্ণবগণেরই অধিকার অন্য কাহারও নাই, তাহা শাস্ত্র-সুযুক্তিমুখে প্রদর্শন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হয়েন। ওসমানপুরে প্রাকৃত সহজিয়াকুলের নামাপরাধপূর্ণ সাত্বত-ক্রিয়াকাণ্ড সমূহের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া শ্রীপাদ স্বামীজী মহারাজ ঐ সকল প্রাকৃত সহজিয়াকুলকে তাদৃশ কুসিদ্ধান্তপূর্ণ কার্য্যাবলী হইতে নিরস্ত করাইয়া সৎসিদ্ধান্তে স্নাত করান।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

করিমগঞ্জে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচার

ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচার সমাপ্ত করিয়া শ্রীপাদ হরিহর ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু ব্রজবাসী, শ্রীলক্ষ্মণ দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সহ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ গত ২৩শে জুন আসামের কাছাড় জেলার করিমগঞ্জ শহরের শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনজীউর শ্রীমন্দিরের সেক্রেটারী মান্যবর শ্রীযুত প্রমোদবিহারী রায় মহোদয়ের আলয়ে গমন করেন। শ্রীপাদ স্বামীজী মহারাজ ২৪ হইতে ২৬শে জুন পর্য্যন্ত শ্রীযুত প্রমোদবিহারী বাবুর উদ্যোগে শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন জীউর ভক্তজনমুখরিত সুবৃহৎ নাট্য-মন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও তৎপ্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য গোস্বামিসিদ্ধান্ত সমূহ প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া করিমগঞ্জবাসী ভক্তগণকে পরমাহ্লাদিত করেন। অনন্তর স্বামীজী মহারাজ যথাক্রমে স্থানীয় রায়নগরস্থ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাননীয় শ্রীযুত মুরারীমোহন বণিক, প্রখ্যাত চিকিৎসক মাননীয় শ্রীযুত ইন্দুভূষণ দে মহোদয়ের বাসভবনে তথা স্থানীয় কালীবাড়ীর নাট্য-মন্দিরেও সরল ভাষায় শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যাপূর্ব্বক বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া জনসাধারণের উক্ত ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করেন। এবম্প্রকারে দশদিনব্যাপী করিমগঞ্জ শহরে বিশেষভাবে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের বাণী প্রচারান্তে প্রচার-পার্টি সহ তিনি মণিপুর রাজ্যের রাজধানী ইম্ফলে গমন করিয়াছেন।

—শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের নির্য্যাণ

গত ৪ঠা শ্রাবণ, ২১ জুলাই জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রাচীন সন্ন্যাসীশিষ্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ কৃষ্ণ-প্রতিপৎ তিথিতে শেষ-রাত্রে সজ্ঞানে মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে দেহরক্ষা করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যমঠের পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস তীর্থ মহারাজের সন্ন্যাস-গুরু। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৮৫ বৎসর হইয়াছিল। কিছুকাল যাবৎ তিনি অসুস্থলীলার অভিনয় করিতেছিলেন। তাঁহার নির্য্যাণে সমিতির সদস্যবর্গ অত্যন্ত বিরহ অনুভব করিতেছেন।

—নিজস্ব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ
জেঃ নদীয়া (পঃ বঃ)

২৪শে শ্রাবণ, ১৩৭৪ ; ইং ১০।৮।৬৭

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই বৎসরও শ্রীমথুরাধামস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ হইতে ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার বিরাট আয়োজন করিয়াছেন। এই পরিক্রমায় মথুরা, গোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, নন্দগ্রাম, কাম্যবন, বৃন্দাবন (পঞ্চক্রোশী), বেলবন, মানসরোবর, অক্রূরঘাট, গোকুল, বর্ষাণা, যাবট, সঙ্কেত, রাভেল প্রভৃতি দ্বাদশবন পরিক্রমা ও দর্শন করা হইবে। তজ্জন্য আগামী ১লা কার্ত্তিক, ইং ১৯।১০।৬৭ বৃহস্পতিবার হাওড়া ষ্টেশনের ৮নং প্লাট্‌ফর্ম্ম হইতে ট্রেণ ছাড়িবে। সুতরাং সকাল ৮॥০ টার মধ্যে যাত্রি-

গণকে উক্ত প্লাট্‌ফর্ম্মে সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। পথিমধ্যে প্রয়াগ, কাশী, গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানসমূহ দর্শন করিবারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমরা ধর্ম্মপ্রাণ সকলকে নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী যোগদান করিয়া এই মহান্ সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। ইতি—

বিনীত নিবেদক—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ নিয়মাবলী ঃ—

১। প্রত্যেক যাত্রীকে দুইবেলা প্রসাদ, হাওড়া ষ্টেশন হইতে যাতায়াত ট্রেণভাড়া ও কুলি খরচ প্রভৃতি ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ৩১৫৲ টাকা ভিক্ষা-স্বরূপ দিতে হইবে।

২। মোটর বাসে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করা হইবে, তজ্জন্য পৃথক্ ব্যয় লাগিবে না।

৩। যাত্রিগণ সংক্ষেপে শীতোপযোগী বিছানা, চাদর ও জামা সঙ্গে আনিবেন। সঙ্গে এ্যালুমিনিয়ামের হাল্কা থালা, বাটি ও ঘটি লইবেন।

৪। অগ্রিম ১০০৲ টাকা দেওয়া বাদে অবশিষ্ট ২১৫৲ টাকা যাত্রাসময়ের পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে।

৫। যাত্রিগণ ১০ই আশ্বিনের মধ্যে অগ্রিম ১০০৲ টাকা নিম্নোক্ত ঠিকানায় জমা দিয়া নাম তালিকাভুক্ত করিবেন।

৬। টাকা পাঠাইবার বা কোনও বিষয় জানিতে হইলে নিম্নঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিবেন :—

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, জেঃ নদীয়া (পঃ বঃ)

৭। কার্ত্তিকের শেষ সপ্তাহে হাওড়ায় প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—অনিবার্য্য কারণে উক্ত নিয়মাদির পরিবর্ত্তনাদি স্বীকার্য্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৯শ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৭৪ { ৭ম সংখ্যা

ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিশুদ্ধ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৯শ বর্ষ — বাসুদেব, ২৮ হৃষীকেশ, ৪৮১ গৌরাব্দ; রবিবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৭৪ ; ইং ১৭।৯।১৯৬৭ — ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং
শ্রীলরূপ-গোস্বামি-কৃতং “শ্রীশ্রীব্রজনবীন-দ্বন্দ্বাষ্টকম্”

শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ জয়তঃ ॥

অতুর্ব্বিবধ-বিদগ্ধতাস্পদ-বিমুগ্ধ-বেশ-শ্রিয়ো-
রমন্দ-শিখি-কন্ধরা কনক-নিন্দি-বাসস্ত্বিষোঃ।
স্ফুরৎপুরটকেতকী-কুসুম-বিভ্রমাভ্রপ্রভা
নিভাঙ্গমহসোর্ভজে ব্রজনবীনযূনোর্যুগং ॥ ১ ॥

যাঁহারা নৃত্যগীতাদি সমগ্র কলার আশ্রয় ও সুন্দর বেশভূষায় বিভূষিত, সুন্দর ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় উৎকৃষ্ট, ও সুবর্ণের ন্যায় যাঁহাদিগের অম্বর, প্রফুল্ল সুবর্ণ কেতকী কুসুম ও নবীন মেঘের ন্যায় যাঁহাদিগের অঙ্গকান্তি, এইরূপ ব্রজের নবীনা কিশোরী ও নবীন কিশোর শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণ এই যুগল-মূর্ত্তিকে আমি ভজনা করি ॥ ১ ॥

সমৃদ্ধ-বিধুমাধুরী-বিধুরতাবিধানোদ্ধুরৈ-
র্নবাম্বুরুহরম্যতামদ-বিড়ম্বনারম্ভিভিঃ।
বিলিম্পদিব বর্ণকাবলি-সহোদরৈর্দিকৃতটী
মুখদ্যুতি-ভরৈর্ভজে ব্রজনবীনযূনোর্যুগং ॥ ২ ॥

পূর্ণশশধরের ও প্রফুল্ল অম্বুজের সৌন্দর্য্য-গর্ব্বখর্ব্বকারিণী শ্রীমুখকান্তি দ্বারা কুঙ্কুমাদি অনুলেপনের ন্যায় যাঁহারা দশদিক অনুলিপ্ত করিতেছেন সেই ব্রজনবীনা কিশোরী ও ব্রজনবীন কিশোরকে যুগলভাবে ভজনা করি ।২॥

বিলাস-কলহোদ্ধতি-স্খলদমন্দ-সিন্দূরভা-
গখর্ব্ব-মদনাঙ্কুশ-প্রকর-বিভ্রমৈরঙ্কিতং।
মদোদ্ধুরমিবেভয়োর্মিথুনমুল্লসদ্বল্লরী-
গৃহোৎসবরতং ভজে ব্রজনবীনযূনোর্যুগং ॥ ৩ ॥

ঔদ্ধত্য হেতু রতিকলহে স্খলিত সিন্দূরবিন্দু দ্বারা যাঁহাদের শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত, কন্দর্পের অঙ্কুশপাতের ন্যায় যাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ নখ-ক্ষতচিহ্নে চিহ্নিত, মদমত্ত মাতঙ্গমিথুনের ন্যায় কুঞ্জকুটিরে শৃঙ্গার মহোৎসবে আসক্ত সেই ব্রজনবযুবতী ও ব্রজনবযুবরাজ রাধাকৃষ্ণ-যুগলমূর্ত্তিকে আমি ভজনা করি ॥ ৩ ॥

ঘনপ্রণয়নির্ঝর-প্রসর-লব্ধপূর্ত্তের্মনো
হ্রদস্য পরিবাহিতামনুসরদ্ভিরস্রৈঃ প্লুতং।
স্ফুরত্তনুরুহাঙ্কুরৈর্নব-কদম্বজৃম্ভশ্রিয়ং
ব্রজত্তদনিশং ভজে ব্রজনবীনযূনোর্যুগং ॥ ৪ ॥

প্রগাঢ় প্রণয়রসে পরিপূর্ণ, বিগলিত আনন্দাশ্রুরূপ বারিপ্রবাহে পরিব্যাপ্ত এবং রোমাঞ্চ-স্বরূপ নবকদম্ব কুসুমে সুশোভিত যাঁহাদের চিত্তসরোবর বিরাজমান হইতেছে, সেই ব্রজনবযুবতী ও ব্রজনবযুবরাজ শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তিকে আমি ভজনা করি ॥ ৪ ॥

অনঙ্গ-রণবিভ্রমে কিমপি বিভ্রদাচার্য্যকং
মিথশ্চলদৃগঞ্চল-দ্যুতি-শলাকয়াকীলিতং।
জগত্যতুলধর্ম্মভির্মধুর-নর্ম্মভিস্তন্বতো-
র্মিথো বিজয়িতাং ভজে ব্রজনবীনযূনোর্যুগং ॥ ৫ ॥

যাঁহারা স্মরযুদ্ধে পরস্পর পরস্পরের আচার্য্য হইতেছেন এবং চঞ্চল অপাঙ্গদ্যুতি-শলাকা দ্বারা পরস্পর বিদ্ধ হইতেছেন এবং যাঁহারা জগতের অতুল ধর্ম্মাবহ মধুর নর্ম্মবিলাস দ্বারা পরস্পর জয়লাভ করিতেছেন, এবম্বিধ সেই ব্রজনবযুবতী ও ব্রজনবযুবরাজ রাধাকৃষ্ণ-যুগলমূর্ত্তিকে আমি ভজনা করি ॥ ৫ ॥

অদৃষ্টচরচাতুরীচন-চরিত্র-চিত্রায়িতৈঃ
সহ প্রণয়িভির্জনৈর্বিহরমাণয়োঃ কাননে।
পরস্পরং মনোমৃগং শ্রবণ-চারুণা চর্চ্চরী-
চয়েন রজয়ন্তজে ব্রজনবীনযূনোর্যুগং ॥ ৬ ॥

সচ্চরিত্রতা ও সুন্দর চাতুর্য্যাদিগুণে বিভূষিতা ললিতা প্রভৃতি সখীগণের সহিত যাঁহারা কাননে বিহার করিতেছেন এবং যাঁহারা চর্চ্চরী বাদ্যদ্বারা পরস্পর পরস্পরের চিত্তমৃগ অনুরঞ্জিত করিতেছেন, ঈদৃশ সেই ব্রজনবযুবতী ও ব্রজনবযুবরাজ রাধাকৃষ্ণ-যুগলমূর্ত্তিকে আমি ভজনা করি ॥ ৬ ॥

মরন্দভরমন্দির প্রতি নবারবিন্দাবলি-
সুগন্ধিনি বিহারয়োর্জলবিহার-বিস্ফুর্জ্জিতৈঃ।
তপে সরসি বল্লভে সলিল-বাদ্য-বিদ্যাবিধৌ
বিদগ্ধভুজয়োর্ভজে ব্রজনবীনযূনোর্যুগং ॥ ৭ ॥

যাঁহারা গ্রীষ্মকালে মকরন্দপূর্ণ অভিনব অরবিন্দাবলীর গন্ধে সুগন্ধময় প্রিয় রাধাকুণ্ডে জলবিহার করিতেছেন এবং ঐ সময়ে হৃদয়স্থ মুক্তাহার ছিন্ন হইলে হারশূন্য হইয়া যাঁহারা বিরাজ করিতেছেন এবং যাঁহাদের পরস্পরের ভুজযুগল সুন্দর জলবাদ্য করিতে তৎপর, ঈদৃশ সেই ব্রজনবযুবতী ও ব্রজনবযুবরাজ রাধাকৃষ্ণ-যুগলমূর্ত্তি আমি ভজনা করি ॥ ৭ ॥

মৃষা বিজয়কাশিভিঃ পৃথিত-চাতুরী-রাশিভি-
র্গ্রহস্য হরণং হঠাৎ প্রকটয়দ্ভিরুচ্চৈর্গিরা।
তদক্ষ-কলি-দক্ষয়োঃ কলিত-পক্ষয়োঃ সাক্ষিভিঃ
কুলৈঃ স্বসুহৃদাং ভজে ব্রজনবীনযূনোর্যুগং ॥ ৮ ॥

কণ্ঠস্থ হার পণ রাখিয়া যাঁহাদের দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইলে পরমচতুরা ললিতাদি সখী শ্রীরাধিকার পক্ষ হইয়া 'রাধিকার জয়', 'এ হার রাধিকার

হইয়াছে' এই প্রকারে উচ্চৈঃস্বরে মিথ্যা জয় ঘোষণা করিতেছেন, কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ মধুমঙ্গলাদি বয়স্যগণ 'শ্রীকৃষ্ণের জয়', 'এ হার শ্রীকৃষ্ণের হইল', এইরূপ জয় ঘোষণা করিয়া মুক্তাহার হরণ করিতেছেন, এইরূপে দ্যূত-ক্রীড়াশক্ত সেই ব্রজনববধূবতী ও ব্রজনবযুবরাজ রাধাকৃষ্ণ-যুগলমূর্ত্তি আমি ভজনা করি ॥ ৮ ॥

ইদং বলিতভুষ্টয়ঃ পরিপঠন্তি পদ্যাষ্টকং
দ্বয়োর্গুণবিকাশি যে ব্রজনবীনযূনোর্জনাঃ।
মুহুর্নবনবোদয়াং প্রণয়-মাধুরীমেতয়ো-
রবাপ্য নিবসন্তি তে পদসরোজযুগ্মান্তিকে ॥ ৯ ॥

রাধা ও কৃষ্ণ এই উভয়ের গুণপ্রকাশী এই পদ্যাষ্টক যিনি শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করেন তিনি সেই যুগলমূর্ত্তির লোকোত্তরা চমৎকারিণী প্রণয়মাধুরী আস্বাদন করিয়া চরমে তাঁহাদের পাদপদ্মযুগল-প্রান্তে বাস করেন ॥ ৯ ॥

পার্থিব উচ্চতম মনীষা ও পরমার্থ-বিচার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
৩১শে শ্রাবণ, ১৩৪০
১৬ই আগষ্ট, ১৯৩৩

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৭শে জুলাই তারিখের লিখিত Ordinary mail-এ প্রেরিত পত্র আমরা গত সপ্তাহে পাইয়াছি এবং Air mail-এর পত্র ১৪ই সোমবারে পাইবার পরিবর্ত্তে ১৫ই মঙ্গলবারে পাইয়াছি। সুতরাং সোমবারের Air mail-এ আমি স্বয়ং কিছু লিখিবার সুযোগ পাই নাই।

আপনার Air mail-এর পত্রে জানিলাম যে, আপনি ১০ই-২০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত Turporley-তে থাকিবেন। সুতরাং গতকল্যের Air mail-এর পত্র আপনার নিকট ২১শে তারিখে পৌঁছিবে, তাহাতে আমার লিখিত কথা থাকিবে না। ১৭ই তারিখে Ordinary mail-এ লিখিত পত্র সেপ্টেম্বর মাসে পাইবেন। আমরা এই কয়দিন বিশেষ ব্যস্ত থাকায় আপনার লিখিত বিষয়ে যথোপযুক্ত মনোযোগ দিতে

পারি নাই। আগামী রবিবার বাঙ্গালা ভাষায় 'শ্রীচৈতন্যের বৈশিষ্ট্য'-নামে আমার যে-প্রবন্ধ পাঠ হইবে, তাহা ছাপা হইতেছে। ছাপা হইলে বৃহস্পতিবারের ডাকে পাঠাইব। ইংরাজী প্রবন্ধ এখনও লিখি নাই; ছাপা হইলে উহাও পাঠাইব।

শ্রীমান্ * * * ঢাকা হইতে আসিয়া ১২ই তারিখে বক্তৃতা দিয়া ১৪ই তারিখে ঢাকায় ফিরিয়া গিয়াছেন। আগামী সপ্তাহে পুনরায় আসিবার সম্ভাবনা আছে। * * * প্রভুর শরীর খারাপ বলিয়া লেখালেখি-কার্য্যের অনেক বাধা পড়িতেছে। প্রফেসার বাবু জন্মাষ্টমীর বন্ধে আসিয়াছিলেন এবং ১৩ই তারিখে ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত কএকটী প্রবন্ধ রাখিয়া গিয়াছেন। উহা আপনার নিকট শীঘ্রই পাঠাইয়া দিব।

সেপ্টেম্বর মাসে Sir Atul Chatterjee আপনাকে জেনেভায় যাইবার জন্য বলিতেছেন, জানিলাম। কিন্তু আবার ডিসেম্বর মাসে জার্ম্মাণীতে যাইবার কথা; মধ্যে নভেম্বর মাসে নানাস্থানে বক্তৃতা আছে ও লণ্ডনে অনেক কার্য্য রহিয়াছে, দেখিতেছি।

আপনার প্রেরিত Mr. A. * * সাহেবের পত্র পাঠ করিলাম। লোকটী বেশ ভাল, honest impression-এর পক্ষপাতী ও অনুসন্ধানপ্রিয়। সুতরাং তিনি অনেক কথা শুনিতে পারেন।

Dr. Barnett সাহেব বা Dr. Thomas সাহেব ইঁহারা উভয়েই সংস্কৃতের অধ্যাপক। বিশেষতঃ কেনেডি সাহেবের পুস্তক ও মিঃ ম্যাকডোনালের সাহিত্য পড়িয়া তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি অন্য প্রকারের হইয়া আছে। তাঁহারা যে সহজে পরমার্থের সূক্ষ্ম কথা স্থূলবুদ্ধিতে বুঝিবেন, এরূপ আশা কখনও করা যায় না। বিশেষতঃ এই দেশের কতকগুলি প্রাকৃত-সহজিয়া তাঁহাদিগের প্রাকৃত-সহজবুদ্ধিতে ইন্ধন যোগাইয়াছে, তাহা ছাড়া তাঁহাদের আত্মম্ভরিতাও যথেষ্ট আছে। তবে তাঁহাদিগকে সম্প্রতি বেশী ঘাটান বা twist করা উচিত নহে; তাঁহাদের কথায় আমাদের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও ভজনে আগ্রহ কম হইতে পারে সত্য, তবে ঐ সকল কথা বিশেষভাবে তাঁহাদিগকে অবগত করাইয়া ফল নাই। মানুষ নিজের গর্ব্ব নষ্ট করিতে চায় না। সরলভাবে তাঁহারা আপনাদের প্রচার্য্য বাস্তব-সত্য গ্রহণ করিবেন কি? করিলে নিজেদের

সঞ্চিত ধারণা বজায় রাখিতে পারিবেন না; সুতরাং উহা unpleasant task. স্যার ভাণ্ডারকার, ডঃ ম্যাকনিকল্. ডাঃ কীথ্, ডাঃ সিলভ্যাঁলেভি' ডাঃ উইণ্টারনিৎজ্ বা তাঁহাদের অনুগত ও শিক্ষক-সম্প্রদায় সকলে পরমার্থের অভিনব সুসিদ্ধান্তসমন্বিত বিচার বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

আপনি যখন honest enquirer-এর নিকট হইতে বুদ্ধাদি মতবাদি-গণের কথা জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের নামীয় মতভেদের কথা প্রচার করিতে গেলে তাহা তাঁহাদের দলভুক্ত কুসংস্কারে অগ্রসর ব্যক্তিগণের সংস্কারের বিরুদ্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং নাম না করিয়া বিষয়টির আলোচনা করিলে কাহারও কাহারও মঙ্গল হইতে পারে। আবার, অপর পক্ষে উহাদের নাম না করিলে তাঁহারা ঐ সকল কথা কিছুই ধরিতে পারিবেন না। গরম ও ঠাণ্ডা—দুইটী বস্তুর সমাগমে পরস্পরের বিনিময়ে কিছু কিছু হৃদয়ের ভাবেরও পরিবর্ত্তন হইবে। আপনারা উহাতে বিচলিত হইবেন না। জগৎ এরূপ শ্রেণীর লোকের দ্বারাই পরিপূর্ণ। ভারতেও এই শ্রেণীর লোকের অভাব নাই। মানুষ নিজ-নিজ সংস্কার ত ছাড়িতে চাহে না, বরং নিজ-নিজ কুসংস্কারে অপরকে জড়াইয়া নিজ-মঙ্গল হারায়।

আপনার গ্রন্থের Synopsis দেখিলাম। উহাতে আমাদের কিছু বলিবার নাই; তবে অপরের রুচির খোসামোদ করিতে গেলে তদ্দ্বারা সেই প্রকার নিপুণতা দেখাইতে পারিবেন না। যাহা হউক, আপনি বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ,—ক্ষেত্রে উপস্থিত আছেন। আমরা দূর হইতে কি জানাইব? তবে যে কথা লইয়া Dr. Thomas আপত্তি উঠাইয়াছেন, উহার জবাব আপনিই ভাল দিতে পারেন। কেনেডির পুস্তক প্রকৃতই তাঁহাদিগকে misguide করিয়াছে। কেনেডি কতিপয় প্রাকৃত-সহজিয়া ও বাজে লোককে বড় ও প্রামাণিক জানিয়া Exoteric বিচার করিতেছেন। প্রাকৃত ভগবদ্ভক্তের সহিত একবারও তাঁহার দেখা না হওয়ায় ভগবদ্ভক্তের ভাষায় ও ব্যবহারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকাতেই তাঁহার ধারণা বৈষ্ণব-নিন্দায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর লোকের সমালোচনা করিতে গেলে তাঁহাদের ভোগিস্তাবকগণ আপনাকে সঙ্কীর্ণ (?) অনুদার (?) ও সাম্প্রদায়িক (?) বলিয়া জানিবেন, তাহাতে বেশী সুফলের উদয় হইবে না।

এ প্রদেশেও পণ্ডিতম্মন্য ইংরেজী-শিক্ষিত-সমাজে ঐ শ্রেণীর অমঙ্গল যথেষ্ট আছে বলিয়া তাঁহাদের রুচি পরমার্থে অগ্রসর হইতেছে না। কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য—এই সকল লোকের কোন-না-কোন প্রকারে মঙ্গল বিধান করা।

ইংলণ্ডে ও স্কট্ল্যাণ্ডে স্থানে-স্থানে ভ্রমণ করিতে আপনার ট্রেন-ভাড়ার দরুণ অনেকগুলি টাকা খরচ হইবে। Mr. Cranmer Byng-এর দেশে আপনার যাওয়া হইবে কি না, জানাইবেন। আজকাল লণ্ডনে লোক কম জানিলাম।

চেষ্টারের বিশপের সহিত আপনার যে-সকল বাক্যালাপ হইয়াছে, তাহা বেশ interesting; তবে তাঁহারা বহুদিনের সামাজিক ও ব্যবহারিক সাহিত্য ব্যতীত আর কোন কথা 'ধর্ম্ম' বলিয়া জানেন না। সুতরাং আশ্চর্য্য নহে যে, ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহারা বাইবেলের কথাই বলিবেন। টাইম্‌সের সহকারী সম্পাদক মিঃ ব্রাউন ঐরূপ কথাই বলিয়াছেন।

লর্ড সিসিলের লিখিত পত্র স্যর সর্ব্বাধিকারী পাইয়াছেন। তাহাতে তাঁহার সময়ের অল্পতা জানাইয়াছেন, পড়িলাম। আপনার সহিত তাঁহার কি কি কথা আলোচনা হইয়াছিল, তাহা আপনি কি আমাদিগকে পূর্ব্বে জানাইয়াছেন?

আজ পর্য্যন্তও "শ্রীচৈতন্যের বৈশিষ্ট্যে"র (বাঙ্গালা প্রবন্ধটীর) ছাপা শেষ হয় নাই। আর তিনদিন পরেই বক্তৃতা, সুতরাং শীঘ্রই অর্থাৎ আগামী রবিবারের মধ্যেই উহা ছাপা দরকার; তজ্জন্য আমি ব্যস্ত আছি। তাই এই মেলে উহা পাঠাইতে পারিলাম না।

ইংরাজী প্রবন্ধ এখনও লিখিতে আরম্ভ করি নাই। ২০শে আগষ্টের মধ্যে উহার ছাপা শেষ হওয়া চাই। ছাপা হইলে উহাও পাঠাইব। * * অন্যান্য প্রবন্ধও ক্রমশঃ পাঠাইতেছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(বৈধী ভক্তি)

২৫। ক্রম-সোপান কি ?

"ক্রম-সোপানই ভাল ও নিশ্চয়-অর্থজনক। আদৌ ধর্ম্ম-জীবনে বর্ণাশ্রমের নিষ্ঠা, পরে উন্নতিক্রমে বৈধ-ভক্তজীবন অবশ্য হইবে এবং অবশেষে প্রেমভক্তিতে জীবনের সম্পূর্ণতা হইবে।" —চৈঃ শিঃ ১।৬

২৬। বন্যজীবন হইতে প্রেম-মন্দিরে গমনের ক্রম-সোপান কি ?

"বন্য-জীবন, সভ্য-জীবন, কেবলনৈতিক-জীবন, কল্পিত-সেশ্বর-নৈতিক জীবন, বাস্তব-সেশ্বর-নৈতিক-জীবন, সাধন-ভক্ত-জীবন—এই সমস্ত সোপান ক্রমোন্নতি-বিধিক্রমে অতিক্রম করিয়া জীবকে প্রেম-মন্দিরে যাইতে হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৩।১

২৭। রাগময় ভক্ত-জীবনও কি বৈধভক্ত-জীবনের ন্যায় একটি সোপান ?

"নরজীবন একটি সোপানময় গঠনবিশেষ ;—অন্ত্যজ-জীবনই সর্ব্বনিম্নস্থ সোপান, নিরীশ্বর-নৈতিক-জীবন—দ্বিতীয় সোপান, সেশ্বর-নৈতিক-জীবন—তৃতীয় সোপান, বৈধভক্ত-জীবন—চতুর্থ সোপান এবং রাগ-উত্তেজিত-ভক্ত-জীবনই—সোপানোপরি অবস্থান।" —চৈঃ শিঃ ৩।৪

২৮। ভক্ত ও অভক্তের ব্যবহারিক দুঃখের মধ্যে তারতম্য কি ?

"অবৈষ্ণবদিগের এই নশ্বর জীবন সর্ব্বস্ব। তাঁহারা যে-কিছু কষ্ট পান, তাহা সহজেই উৎকট এই কষ্ট নিবারণের জন্য তাঁহারা বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও কষ্টশূন্য হইতে পারেন না। * * * ভক্ত মহোদয়দিগের ঐহিক জীবনকে তাঁহারা কেবল ক্ষণিক-পান্থ-জীবন বলিয়া জানেন। সুতরাং শুদ্ধ চিন্ময় সুখের প্রভাবে তাঁহাদের জীবনের ক্ষণিক ব্যবহারিক দুঃখসকল অত্যন্ত অনাদরের সহিত অতিবাহিত হয়।"

—'বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ', সঃ তোঃ, ১০।২

২৯। ভজনের প্রথমাঙ্গ কি ? গুরুদেব শিষ্যকে প্রথমে কি করিবেন ?

"ভজনের প্রথমাঙ্গই দশমূল-সেবন। দশমূল-নির্য্যাস পান করাইয়া গুরুদেব শিষ্যের পঞ্চ সংস্কার করিবেন। দশমূল পানানন্তর ভজন না করিলে অনর্থ-নিবৃত্তি হইবে না।"

—'দশমূল নির্য্যাসঃ' সঃ তোঃ ৯।৯

৩০। কিরূপে স্বরূপভ্রম বিদূরিত হইয়া স্বরূপজ্ঞান ও কৃষ্ণানুশীলন হয়?

"স্বরূপভ্রম একদিনে যায় না, অতএব কৃষ্ণানুশীলনের সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমে-ক্রমে দূর হয়। 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই অভিমানই জীবের স্বরূপ-জ্ঞান। এই অভিমানের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই প্রকৃত কৃষ্ণানুশীলন। গুরু-কৃপায় স্বরূপজ্ঞানের উদয় হয়। শিষ্য বিশেষ যত্নে আত্মস্বরূপ অবগত হইবেন, নতুবা প্রথম অনর্থ দূর হইবে না।" —'দশমূল নির্য্যাস' সঃ তোঃ ৯।৯

৩১। হৃদয় হইতে কাম-বাসনা কিরূপে দূর হয়?

"কিয়ৎ পরিমাণে কাম যদি হৃদয়ে থাকে, তজ্জন্য দৈন্যের সহিত তাহাকে গর্হণ করিতে করিতে তাহা স্বীকার-পূর্ব্বক নিষ্কপটে ভজন করিতে থাকিবে। অল্পদিনের মধ্যে ভগবান্ তোমার হৃদয়ে বসিয়া হৃদয়কে নিষ্কাম করত তোমার প্রীতি গ্রহণ করিবেন।" —চৈঃ শিঃ ১।৭

৩২। ভাবোদয় ও প্রেমোদয় কিরূপে হয়?

সাধুসঙ্গ-বলে হরিনামাদির অনুশীলন হইতে হইতে ভাবোদয় হয়, ক্রমে প্রেমোদয় হয়। প্রেম যে পরিমাণে উদিত হইতে থাকে, সেই পরিমাণে মুক্তি আসিয়া স্বয়ং আনুষঙ্গিক ফলরূপে উপস্থিত হয়।"

—'দশমূল নির্য্যাস', সঃ তোঃ ৯।৯

৩৩। কিরূপে নামাপরাধ হইতে ত্রাণ ও নামাভাস-দশা দূর হয়?

"গুরু-কৃপাতেই নামাভাসদশা দূর এবং নামাপরাধ হইতে রক্ষা হয়।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৪

৩৪। নিখিল-ভজন-সঙ্কেতের সংক্ষিপ্ত-সার কি?

"যতপ্রকার ভজন-সঙ্কেত আছে, সমস্ত সঙ্কেতের মধ্যে হরিনামই সংক্ষিপ্ত সার-স্বরূপ।" —চৈঃ শিঃ ৩।৩

৩৫। নামে রুচি ও ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তি কিরূপে লাভ হয়?

"কেবল মুখে নামতত্ত্ব বিশ্বাস করিলে বা শাস্ত্র-পাঠে অবগত হইলে কোন কাজ হয় না, কার্য্যে পর্য্যবসিত হইলেই ফল পাওয়া যায়। যাঁহারা নাম-মাহাত্ম্য অবগত হইয়াও নাম করেন না, তাঁহারা নিরপরাধ নহেন, অসৎ-সঙ্গজনিত হৃদয়দৌর্ব্বল্যবশতঃ তাঁহাদের নামে রুচি হয় না; সে-কারণ নামের নিকট তাঁহারা অপরাধী। সৎসঙ্গে অপরাধ ক্ষয় করিয়া সরলভাবে নামের আশ্রয় করাই শুভ লক্ষণ। **অপরাধ পরিত্যাগের সহিত যত্ন সহকারে নাম করিলে স্বল্পদিনের মধ্যেই নাম সুখকর বোধ হয়।**

ক্রমশঃ সুখ এরূপ বৃদ্ধি হয় যে, নামকে আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না, তখন সহজেই নামের একান্ত আশ্রয় হইয়া পড়ে।"

—'শ্রীকৃষ্ণনাম', সঃ তোঃ ১১।৫

৩৬। কিরূপে নামাপরাধ ক্ষয় হয়? শুভকর্ম্ম বা প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা কি সেই অপরাধ ক্ষয় হয়?

"কেবল দৈহিক-কার্য্য সম্পন্ন করিতে যে বিশ্রামাদি আবশ্যক, তদ্ব্যতীত অন্য সকল সময়ে কাকুতির সহিত নাম করিলে নামাপরাধ ক্ষয় হয়। অন্য কোন শুভকর্ম্ম বা প্রায়শ্চিত্তে নামাপরাধ ক্ষয় হয় না।"

—'অহং মম ভাবাপরাধ', হঃ চিঃ

৩৭। কিরূপে ভজনে উন্নতি হয়?

"নাম-গ্রহণের সময় নামের স্বরূপার্থ আদরে অনুশীলন-পূর্ব্বক কৃষ্ণের নিকট সক্রন্দন প্রর্থনা করিতে করিতে কৃষ্ণ-কৃপায় ক্রমশঃ ভজনে উর্দ্ধগতি হয়। এইরূপ না করিলে কর্ম্মি-জ্ঞানিদিগের ন্যায় সাধনে বহু জন্ম অতীত হইয়া যায়।"

—চৈঃ শিঃ ৬।৪

৩৮। কিরূপে শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয়?

"অঙ্গে মল লাগিয়াছে, অন্য কোন মল দ্বারা সে মল পরিষ্কৃত হয় না। জড়কর্ম্ম—নিজেই মল, কিরূপে অন্য মল পরিষ্কার করিবে? ব্যতিরেক জ্ঞান—অগ্নিস্বরূপ, মল দূষিত সত্তায় লাগাইয়া দিলে সেই সত্তা পর্য্যন্ত নাশ করে। সে কিরূপে মল-পরিষ্কারজনিত সুখ দিতে পারে? সুতরাং গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের কৃপা-মূলক ভক্তিতেই শুদ্ধসত্ত্বের উদয় হয়। শুদ্ধসত্ত্বই হৃদয়কে উজ্জ্বল করে।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৭।৭

৩৯। অন্তর্ম্মুখ জীবন কাহাদের? কাহাকে অন্তর্ম্মুখ জীবন বলে?

"পরমেশ্বরকে জীবনসর্ব্বস্ব জানিয়া যাঁহারা সমস্ত বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি, ঈশ্বরবাদ ও চিন্তাকে ঈশ-ভক্তির অধীন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদের জীবন মায়াবদ্ধ হইলেও অন্তর্ম্মুখ। এই অন্তর্ম্মুখ জীবনকে সাধন-ভক্তজীবন বলে।"

—চৈঃ শিঃ ২য় খঃ ৮, উপসংহার

৪০। কোন্ কোন্ সাধনে কোন্ কোন্ লোক লাভ হয়? প্রেমাতুর ভক্তগণ কোন্ লোক লাভ করেন?

"জড়-জগতে উর্দ্ধাধঃক্রমে চতুর্দ্দশ লোক; কামী কর্ম্মী গৃহস্থগণ ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ-রূপ ত্রিলোকী মধ্যে গমনাগমন করেন। বৃহদ্‌ব্রত-ব্রহ্মচারী, তাপস ও সত্যপরায়ণ শান্তপুরুষগণ নিষ্কাম কর্ম্মযোগে মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক পর্য্যন্ত গমনাগমন করেন। তাহারই উর্দ্ধভাগে চতুর্ম্মুখধাম এবং তদূর্দ্ধে ক্ষীরোদক-শায়ীর বৈকুণ্ঠ। সন্ন্যাসী পরমহংসগণ এবং হরিহত দৈত্যগণ বিরজা পার হইয়া অর্থাৎ চতুর্দ্দশ লোক অতিক্রম করত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধামে আত্মলোপ-রূপ নির্ব্বাণ লাভ করেন। ভগবানের পরমৈশ্বর্য্যপ্রিয় জ্ঞানভক্ত, শুদ্ধভক্ত, প্রেমভক্ত, প্রেমপরভক্ত ও প্রেমাতুর ভক্তগণ বৈকুণ্ঠে অর্থাৎ পরব্যোমাত্মক অপ্রাকৃত নারায়ণ-ধামে স্থিতি লাভ করেন। ব্রজানুগত পরম-মাধুর্য্যগত ভক্তগণ কেবল গোলোক-ধাম লাভ করেন।"

—ব্রঃ সং ৫।৫

৪১। বৈষ্ণব-সাধন কোন্ মার্গদ্বারা সাধিত হয়?

"যে-স্থলে যেদিকে রাগের আধিক্য, সেই দিকেই জীবের গতি হইবে। নৌকা দাঁড়ের জোরে চলিতে থাকে; কিন্তু যে-স্থলে জলের রাগরূপ স্রোতঃ তাহাকে আকর্ষণ করে, সে-স্থলে স্রোতের নিকট দাঁড়ের জোর পরাভূত হয়। সেইরূপ সাধক সময়ে সময়ে ধ্যান, প্রত্যাহার ও ধারণারূপ বহুবিধ দাঁড়ের দ্বারা মানস-তরণীকে কূলে লইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু রাগরূপ স্রোতঃ অবিলম্বেই তাহাকে বিষয়ে নিক্ষিপ্ত করে। বৈষ্ণব-সাধন রাগমার্গদ্বারা সাধিত হয়। রাগের সাহায্যে সাধক নিশ্চয়রূপে অবিলম্বে বৈকুণ্ঠরাগ প্রাপ্ত হন।"

—প্রেঃ প্রঃ

৪২। জড়-বিষয়রাগ কিরূপ ভগবদ্রাগরূপে পরিণত হইতে পারে?

"চিত্তচাঞ্চল্য যখন ভক্তিসাধনের প্রধান বিঘ্ন, তখন ভক্তিসাধন-সময়ে সমস্ত বিষয়কে ভগবৎ-সম্বন্ধী করিয়া বিষয়-রাগকে ভগবৎরাগরূপে পরিণত করিতে হয়। তাহা হইলে সেই রাগকে আশ্রয় করিয়া চিত্ত ভগবদ্ভক্তি-তত্ত্বে স্থির হয়।"

—'লৌল্য', সঃ সঃ তোঃ ১০।১১

৪৩। কৃষ্ণ-কৃপা-লাভের একমাত্র হেতু কি?

"সরল ভজনই কৃষ্ণ-প্রসাদ-লাভের একমাত্র হেতু।"

—'জনসঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।১১

৪৪। সাধনভক্তিতে কয়টী সোপান? প্রেমের দ্বার কি?

"সাধন-ভক্তিতে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি—এই চারিটী সোপান। এই চারিটি সোপান অতিক্রম করিয়া প্রেমের দ্বারস্বরূপ ভাবের সোপানে অবস্থিত হইতে হয়।"

—'নিয়মাগ্রহ', সঃ তোঃ ১০।১০

৪৫। সাধন-ভক্তের সর্ব্বোচ্চতা কিরূপে প্রমাণিত হয়? কে যথার্থ ভগবৎকৃপা-লব্ধ?

"বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পালনে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ। যোগাদি মনের উন্নতি-সাধন-পন্থা। কিন্তু সাধন-ভক্তিতে জীবের আত্মোন্নতি হইয়া থাকে। সাধক যদিও পাকা কৃষক, সুদক্ষ সদাগর, চতুর যোদ্ধা হইতে না পারেন, তথাপি তাঁহার অধিকারক্রমে তিনি অত্যুচ্চ মানব-জীবনের কৌশলে পরিপক্ক। যদিও একজন চতুর রাজমন্ত্রী কামান ছুঁড়িতে বিশেষ সমর্থ না হইতে পারেন, তথাপি সকল যোদ্ধুর মস্তকরূপে তিনিই সকল যুদ্ধাদির ব্যবস্থা করেন। সেইরূপ সাধক-ভক্তের সর্ব্বত্র উচ্চতা যিনি দেখিতে পান, তিনি প্রকৃত-প্রস্তাবে বুদ্ধিমান্—ভগবৎকৃপা অবশ্য লাভ করিয়াছেন।"

—চৈঃ শিঃ ১।৬

৪৬। শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণের সহিত গোস্বামিগণের সিদ্ধান্ত পারমার্থিক-গণের গ্রহণীয় কেন?

"ঋষিগণ আপন আপন শাস্ত্রে ভগবদনুশীলনের যত প্রকার উপায় লিখিয়া গিয়াছেন, সে-সমুদায়ই বৈধ। কিন্তু তাহার মধ্য হইতে 'হরিভক্তি-বিলাসে' অনেকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে এবং শ্রীরূপগোস্বামী ঐ সকলের মধ্য হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চৌষট্টিটি উপায় উদ্ধার করত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।"

—তঃ সূঃ, ৩৫ সূঃ

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

গৃহব্রতীর তামসী গতি

ভগবান কপিলদেব কহিলেন,, "মাতা।
বর্ণিতেছি সকল কালের যত কথা॥
মানব কালের দ্বারা হইয়া চালিত।
অসীম কালবিক্রম নহে অবগত॥
মেঘ যৈছে বায়ু দ্বারা হইছে চালিত।
তথাপি তার প্রভাব নহে অবগত॥
জীবগণ সুখলাভে কত ক্লেশ করে।
প্রয়োজন বস্তু সব উপার্জ্জন তরে॥
কাল আসি ধ্বংস করে সে-দ্রব্য সকল।
মায়াবদ্ধজীব তাহে শোকেতে বিহ্বল॥
দুর্ম্মতি জীব সকল হয়ে মোহবশ।
কলত্রাদি সঙ্গ রঙ্গে দেহ গেহ যশ॥
অনিত্য ক্ষেত্র বিত্তকে নিত্য করি মানে।
নিত্য বস্তু সকল করিয়া বিসর্জ্জনে॥
বদ্ধজীব কর্ম্মবশে ভ্রমে এ সংসারে।
যে-যে-যোনি তাহারা পরিভ্রমণ করে॥
সেই সেই যোনিতে তারা লভিয়া সন্তোষ।
কোনমতে নাহি পায় বিরক্তি বা রোষ॥
মায়ামোহ জীব নরক যোনি পাইয়া।
নরকযোগ্য আহারেতে তুষ্ট হইয়া॥
স্বরূপের ভ্রমহেতু নারকীয় দেহ।
ছাড়িবার ইচ্ছা নাহি করে তারা কেহ॥
বদ্ধজীব দেহ গেহ কলত্রাদি লই।
বিত্ত প্রভৃতি মনোরথে বন্ধন হই॥
নিজেকেই কৃতার্থ বলিয়া মনে করে।
এইভাবে বদ্ধজীব সংসারেতে ফিরে॥

কুটুম্বভরণ চিন্তায় মূঢ় দুরাশয়।
আপাদমস্তক তার দগ্ধীভূত হয়॥
গৃহমেধী কাপট্য-ধর্ম্ম করিয়া আশ্রয়।
আলস্যে মজিয়া রহে গৃহে দুঃখময়॥
অসতী স্ত্রীগণ সহ করয়ে সম্ভোগ।
আয়ুক্ষয় হয়, করি' ইন্দ্রিয়ভোগ॥
কলভাষী শিশু সহ সদা আলাপনে।
নিরন্তর দুঃখকেও সুখ বলি গণে॥
যাহাদের পোষণে জীবের অধোগতি।
মায়ামোহিত জীবের তাহাতেই মতি॥
হিংসাবৃত্তির দ্বারা করি অর্থোপার্জ্জন।
পরিবারবর্গ জীব করে ত পোষণ॥
দারা পুত্রাদির ভোজনাবশেষ পাইয়া।
ধন্য মানে সেই মূঢ় ভোজন করিয়া॥
জীবিকা অবলম্বনে অক্ষমতা হয়।
অন্য জীবিকা অবলম্বন করি লয়॥
বারম্বার চেষ্টাতে ব্যর্থ হয় যখন।
পরবিত্ত-ধনে স্পৃহা হয় তখন॥
হতভাগ্য জীব বারম্বার যত্ন করি'।
কুটুম্ব পোষণে অশক্ত হইয়া পড়ি॥
স্ত্রী,পুত্র পোষণে যত অসমর্থ হয়।
দুর্ভাগা পূর্ব্বের ন্যায় যত্ন নাহি পায়॥
নির্দ্দয় কৃষকে যেমন নাহি দেয় খেতে।
বৃদ্ধ বলদে যখন নাপারে চলিতে॥
সংসারেতে বদ্ধজীব পাই অতিকষ্ট।
মূঢ় দুরাশয় চিন্তা নাহি করে ইষ্ট॥
ক্রমে জরাগ্রস্ত ও বিরূপাকৃতি হয়।
মৃত্যুগ্রস্ত জীব তবু তা'তে মজি রয়॥

পূর্ব্বে পালন করেছিল স্ত্রীপুত্রগণে।
যৎ কিঞ্চিৎ খাদ্য তাহার প্রতিদানে॥
গৃহপালিত কুক্কুরের ন্যায় আসিয়া।
গৃহমেধী খায় তাহা কিছু না বলিয়া।
জঠরাগ্নির বল কমে অল্প আহারে।
মূঢ়মতি সংসার ছাড়িতে নাহি পারে॥
দেহস্থ বায়ুর উর্দ্ধগতি-নিবন্ধন।
নাড়ী সব বন্ধ হয় গমনাগমন॥
বায়ুটানে চক্ষুর্দ্বয় হয় যে বাহির।
কাশ কিম্বা নিঃশ্বাসে অতিশয় অস্থির॥
কফ দ্বারা নাড়ীসমূহ বন্ধ যখন।
ঘুর্ ঘুর্ শব্দ কণ্ঠদেশেতে তখন॥
এতকষ্টে দুর্ভাগা মৃত্যুশয্যায় পড়ি।
নানা ভাবে যন্ত্রণায় যায় গড়াগড়ি॥
আত্মীয় বন্ধু বান্ধব তারা যত ছিল।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি শোক আরম্ভ করিল॥
বারম্বার নানা কথা জিজ্ঞাসে সত্বর।
কালপাশ-বদ্ধ জীবের নাহিক উত্তর॥
তথাপি সংসারে মজে মূঢ় দুরাশয়।
কুটুম্বপোষণে জীব কত দুঃখ পায়॥
স্বজনের সাতিশয় দুঃখ সন্দর্শন।
শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানেতে নাহি তার মন॥
অবশেষে গৃহমেধী নষ্টবুদ্ধি হয়ে।
অজ্ঞজীব প্রাণত্যাগ করে দুঃখ পেয়ে॥

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

———

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—২৫)

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎক্ষণো নীতঃ উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া॥

(ভাঃ ২।৩।১৭)

এই সূর্য্যদেব প্রত্যহ উদিত ও অস্তমিত হইয়া সকলের আয়ুহরণ করিয়া থাকেন কেবলমাত্র যিনি উত্তমশ্লোক ভগবানের কথায় কালযাপন করেন, তাঁহারই আয়ু বর্জ্জন করেন। এতদ্দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে একবারমাত্র ভজনেই সমগ্র আয়ুষ্কাল সার্থক হয়। এমন কি ভক্ত্যাভাস প্রভাবেও অজামিলাদির পাপনাশ হইতে দেখা যায়। আবার জীবের সমস্ত কর্ম্মাদি বিনাশপূর্ব্বক উত্তমগতি লাভ বিষয়েও ভক্তি অত্যল্প আয়াসেই সমর্থ, তাহাও লঘু-ভাগবতে শুনা যায়,—

বর্ত্তমানঞ্চ যৎপাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি।
তৎ সর্ব্বং নির্দহত্যাশু গোবিন্দানলকীর্ত্তনাৎ॥

শ্রীগোবিন্দের কীর্ত্তনরূপ অগ্নিপ্রভাবে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—সকল পাপই দগ্ধ হইয়া যায়।

ভক্তির যৎসামান্য সম্বন্ধই কর্ম্মের বিনাশ করিয়া পরমগতি প্রদানে সমর্থ, তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের এই বাক্যে দৃষ্ট হয়,—

স সমারাধিতো দেবো মুক্তিকৃৎ স্যাদ্ যথা তথা।
অনিচ্ছয়াপি হুতভুক্ সংস্পৃষ্টো দহতি দ্বিজাঃ॥

হে দ্বিজগণ, অগ্নি যেরূপ অনিচ্ছাসহকারে স্পৃষ্ট হইলেও দগ্ধ করে, তদ্রূপ ভগবান যে কোনরূপে আরাধিত হইলেই মুক্তি প্রদান করেন।

স্কন্দ পুরাণেও কথিত হইয়াছে—

দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরা মোক্ষং লভন্তি বৈ।
কিং পুনর্যে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং নরাঃ॥

শ্রীকৃষ্ণের দীক্ষাগ্রহণ-মাত্রেই যখন মনুষ্যগণ মোক্ষলাভ করে, তখন যে-সকল ব্যক্তি সর্ব্বদা অচ্যুতের পূজা করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব।

বৃহন্নারদীয়ে—

অকামাদপি যে বিষ্ণোঃ সকৃৎ পূজাং প্রকুর্ব্বতে।
ন তেষাং ভববন্ধস্তু কদাচিদপি জায়তে॥

যাঁহারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও একবার বিষ্ণুপূজা করেন, তাঁহাদের আর কখনও সংসারবন্ধন হয় না।

পাদ্মে দেবদ্যুতি-স্তুতিতে—

সকৃদুচ্চারয়েদ্ যস্তু নারায়ণমতন্দ্রিতঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা নির্ব্বাণমধিগচ্ছতি ॥

যিনি অপ্রমত্ত অর্থাৎ নামাপরাধরহিত হইয়া একবার মাত্র নারায়ণের নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইয়া মোক্ষপ্রাপ্তি হয়।

সম্পর্কাদ্ যদি বা মোহাদ্ যস্তু পূজয়তে হরিম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ প্রযাতি পরমং পদম্ ॥

পাদ্মে অন্যত্র বলিয়াছেন,—যিনি সম্বন্ধবশতঃ অথবা মোহবশতঃ শ্রীহরির পূজা করেন তিনি সমস্ত পাপ হইতে বিশেষভাবে মুক্ত হইয়া শ্রীহরির পরম পদে গমন করেন।

ইতিহাস সমুচ্চয়ে শ্রীনারদ-পুণ্ডরীক সংবাদে—

যে নৃশংসা দুরাচারাঃ পাপাচাররতাঃ সদা।
তে যান্তি পরমং ধাম নারায়ণ-পদাশ্রয়াঃ ॥

লিপ্যন্তে ন চ পাপেন বৈষ্ণবা বীতকল্মষাঃ।
পুনন্তি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ ॥

জন্মান্তর-সহস্রেষু যস্য স্যান্মতিরীদৃশী।
দাসো২হং বাসুদেবস্য সর্ব্বান্ লোকান্ সমুদ্ধরেৎ ॥

স যাতি বিষ্ণুসালোক্যং পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ।
কিং পুনস্তদ্গতপ্রাণাঃ পুরুষাঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ ॥

যাহারা নৃশংস দুরাচার সর্ব্বদা পাপাচরণে রত, তাহারাও শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম আশ্রিত হইলে পরমধাম (বৈকুণ্ঠ) লাভ করেন। সমস্ত পাপ বিগত হওয়ায় তাহারা আর পাপকর্ম্মে লিপ্ত হন না। তাহারা গগনে উদিত সূর্য্যের ন্যায় সকল লোক পবিত্র করেন। সহস্রজন্ম মধ্যেও যাঁহার "আমি বাসুদেবের দাস" এইরূপ সুমতির উদয় হয়, তিনি সমস্ত লোক উদ্ধার করেন। তিনি বিষ্ণুসালোক্য লাভ করেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। আর যে-সকল জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা সর্ব্বদা ভগবানে আসক্তচিত্ত তাঁহাদের ত কথাই নাই।

রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের উক্তিও এই প্রকার—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥

গারুড়েও— সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বথা তস্মৈ দদাত্যেতদ্ ব্রতং হরেঃ ।।

"আমি তোমার আশ্রিত" এই বলিয়া যে একবার আমার আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাহাকে সর্ব্বদা অভয় প্রদান করি, ইহাই আমার ব্রত।

যে একবার আমার আশ্রিত হইয়া "আমি তোমার আশ্রিত" এই কথা বলে, শ্রীহরি তাহাকে সর্ব্বপ্রকার অভয় প্রদান করেন, ইহাই তাঁহার ব্রত।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১৪) দেখা যায়—

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ।।

ঘোর সংসার-দশা প্রাপ্ত হইয়া অসহায় অবস্থাতেও কেহ তাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে মুক্ত হয় এবং যাঁহার নামে সাক্ষাৎ ভয় (মহাকাল) ভীত হয়, আত্মশোধনার্থী সকলেরই তাঁহার নাম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ভাঃ ৬।১৬।৪৪ শ্লোকে—

ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ।
যন্নাম সকৃচ্ছ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ।।

শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি চিত্রকেতু বলিতেছেন—হে ভগবন্! যাঁহার নাম একবার মাত্র উচ্চারণে চণ্ডালও সংসারবন্ধন-মুক্ত হয়, সেই আপনার দর্শন-প্রভাবে যে মনুষ্যগণের সকল পাপক্ষয় হইবে, ইহা অসম্ভব নহে।

অতএব বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

জীবিতং বিষ্ণুভক্তস্য বরং পঞ্চদিনানি চ।
ন তু কল্পসহস্রাণি ভক্তিহীনস্য কেশবে ॥

বিষ্ণুভক্ত মানবের পাঁচদিন জীবিত থাকাও শ্রেয়ঃ, কিন্তু বিষ্ণুভক্তিহীন ব্যক্তি সহস্র কল্প বাঁচিয়া থাকিলেও কোন লাভ নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে কপিলদেবের উক্তিতে গর্ভস্থ জীবের ভগবৎস্তুতি এবং তাহারই পুনরায় সংসার বর্ণিত হইয়াছে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই—তথায় ভগবৎস্তুতিকারী ও সংসারদশাগ্রস্ত জীব এক নহে, কিন্তু তাহারা ভিন্ন ভিন্ন। ঐস্থলে জীবত্বজাতি অনুসারে উভয়ের ঐক্য নিবন্ধন ঐরূপ কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ গর্ভদশায় কোন ভাগ্যবান জীবই ভগবৎস্তুতি করিতে সমর্থ হন, তিনি ভগবৎস্তুতিফলে সংসার হইতে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু তৎকালে

সকলের ভগবৎস্মৃতি আসে না। নিরুক্ত-শাস্ত্রানুসারে ত্রিবিধ জীব লক্ষিত হন, তন্মধ্যে একপ্রকার জীব পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্ম স্মরণ করিতে পারেন। অন্য প্রকার জীব সাংখ্যযোগাদির অভ্যাস করেন, অপর জীবগণ পরমপুরুষের অনুশীলন করেন। অতএব উক্ত শাস্ত্রকারগণই বলেন—

মৃতশ্চাহং পুনর্জ্জাতো জাতশ্চাহং পুনর্মৃতঃ।

জীব নবম মাসে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয়। তখন তাহার উক্তি—"আমি মৃত হইয়া পুনরায় জাত এবং জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় মৃত হইতেছি"। এইরূপে তাহার চিন্তার উল্লেখ করিয়া—

অবাঙ্‌মুখঃ পীড্যমানো জন্তুভিশ্চ সমন্বিতঃ।
সাংখ্যযোগং সমভ্যসেৎ পুরুষং বা পঞ্চবিংশকম্‌॥

উক্ত জীব তৎকালে গর্ভাশয়ে নিম্নমুখে অবস্থিত, পীড়িত এবং কৃমি প্রভৃতি জন্তুসমন্বিত হইয়া সাংখ্যযোগের অভ্যাস অথবা পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব-স্বরূপ পরম পুরুষের অনুশীলন করেন। অনন্তর দশম মাসে জন্মগ্রহণ করেন।

পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব স্বরূপ পুরুষের অনুশীলন—এই বাক্যে 'বা' এই বিকল্পবাচক শব্দ দ্বারা কোন একটি জীবের মাত্র ভগবজ্‌জ্ঞান অবগত হওয়া যায়। এস্থলে যেরূপ গর্ভে ভগবৎস্তুতিকারী জীব এবং সংসারদশাগ্রস্ত জীবের ভেদসত্ত্বেও একরূপে বর্ণন দৃষ্ট হইতেছে, সেইরূপ অন্যত্রও ভেদস্থলে অভেদতুল্য বর্ণন দৃষ্ট হয়। যথা—তৃতীয় স্কন্ধে পাদ্মকল্প-সৃষ্টিবর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীসনকাদির সৃষ্টি কথিত হইয়াছে। টীকাকারও এস্থলে "ব্রহ্মকৃত সৃষ্টিমাত্রের বর্ণনাংশে সাম্যনিবন্ধন ঐরূপ একত্ব বর্ণন" অর্থ যোজনা করিয়াছেন, শ্রীবরাহদেবের অবতারেও এরূপ সাম্য দৃষ্ট হয়। প্রথম মন্বন্তরের আদিতে পৃথিবী জলমগ্ন হইলে শ্রীবরাহদেব ব্রহ্মার নাসিকা হইতে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবী উদ্ধার করিতে গিয়া হিরণ্যাক্ষের সহিত যুদ্ধ করেন, এইরূপ বর্ণিত আছে; কিন্তু হিরণ্যাক্ষ ষষ্ঠ মন্বন্তরের অবসানকালে দক্ষকন্যা দিতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব উভয় মন্বন্তরে শ্রীবরাহাবতার এবং পৃথিবীমজ্জনরূপ বৃত্তান্তদ্বয়ের সাম্য বলিতে ইচ্ছা করিয়াই তাদৃশ বর্ণন করা হইয়াছে। এইরূপ এস্থলেও কোন জীব ভগবানের স্তুতি করিতেছেন এবং অপর জীব সংসারদশাগ্রস্ত হইতেছে, এইরূপ জানিতে হইবে। এস্থলে পূর্ব্বের ন্যায় পরমগতি প্রাপ্তিবিষয়ে ভক্তির পরম্পরাক্রমে কারণত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা বৃহন্নারদীয়ে—

যতীনাং বিষ্ণুভক্তানাং পরিচর্য্যাপরায়ণৈঃ।
ঈক্ষিতা অপি গচ্ছন্তি পাপিনোঽপি পরাং গতিম্॥

বিষ্ণুভক্ত যতিগণের পরিচর্য্যারত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেও পাপিগণ পরমগতি লাভ করে।

বিষ্ণুধর্ম্মেও—

কুলানাং শতমাগামি সমতীতং তথা শতম্।
কারয়ন্ ভগবদ্ধাম নয়ত্যচ্যুতলোকতাম্॥
যে ভবিষ্যন্তি যেঽতীতা আকল্পাৎ পুরুষাঃ কুলে।
তাংস্তারয়তি সংস্থাপ্য দেবস্য প্রতিমাং হরেঃ॥

লোকে শ্রীহরির মন্দির প্রস্তুত করাইয়া নিজবংশের ভবিষ্যৎ শত পুরুষ ও অতীত শত পুরুষের বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি সাধন করেন। যিনি শ্রীহরির প্রতিমা স্থাপন করেন, তিনি কল্পকাল মধ্যে নিজবংশে যে-সকল ব্যক্তি অতীত হইয়াছেন ও ভবিষ্যতে হইবেন তাহাদের উদ্ধার করেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

আধুনিক পরার্থিতার স্বরূপ

বর্ত্তমানযুগে পরার্থিতার মুখোস প'রে একদল লোক ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবান্‌কে বৈকুণ্ঠের রত্ন-সিংহাসন হ'তে শ্রীহীন ক'রে টেনে এনে এই মর্ত্ত্যের ধূলিমলিন পূতিগন্ধময় আস্তাকুড়ে বসিয়ে দিবার জন্য উঠে প'ড়ে লেগে গেছেন। অপরাধ—তিনি অপার করুণা ক'রে ভব-ভ্রমণ-কারী তাঁ'র দুঃখী জীবকুলকে কোলে টেনে নিবার জন্য স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে প্রত্যেক জীবহৃদয়ে পরমাত্মারূপে কেন অবস্থিত আছেন?

'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং
বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥'
(মুণ্ডক ৩।১।১)

সংক্রামক ব্যাধির মত এই আসুরিক প্রচেষ্টা সমাজ ও জীবকুলকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে, অথচ যাঁ'রা এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছেন, তাঁ'রা কিছুতেই বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না যে কি ভীষণ আত্মঘাতী ব্যাধিতে তাঁ'রা আক্রান্ত। পরার্থিতার মুখোস প'রে ব্যাধিগ্রস্তের দল তাঁ'দের

দল বৃদ্ধি কর্‌বার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছেন; তাঁ'র পেছনে কিন্তু র'য়েছে আত্মহত্যা—জীবকুলের সর্ব্বনাশ ও ভগবানের চরণে ভীষণাদপি ভীষণ অপরাধের আবাহন।

পরার্থিদলের মনঃকল্পিত ভিত্তিহীন খামখেয়ালি ভুঁইফোড় মত বহির্ম্মুখ গণ-গড্ডলিকার আপাতঃ মনোরঞ্জনকারী, কিন্তু পরিণামে ভীষণাদপি ভীষণ সর্ব্বনাশ-উৎপাদক। শত শত ঢক্কা নিনাদ সত্ত্বেও সুধী-সমাজ পর্য্যন্ত এটা বুঝে উঠ্‌তে পারছেন না ব'লেই এ বিষয়ে এত আলোচনার আবশ্যক হ'য়ে পড়েছে। তা'রা—কারাবদ্ধ মায়ার দাস জীবকুলের দেহ ও মনটাকেই (খোসাটাকেই) ভগবান্ সাব্যস্ত ক'রে সেই খোসার উপকার ক'রে মনে কর্‌ছে আর পৃথক্ ক'রে ভগবান্ কেউ নাই, সুতরাং তাঁ'র সেবারও প্রয়োজন নাই,—খোলকরতাল, ঘণ্টাদি ভগবানের সেবার উপকরণ সব গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়া হউক্। খোসার উপকারের অন্তরালেও গুপ্তভাবে র'য়েছে কিন্তু কপটতারূপ দৃঢ় আবরণের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে প্রত্যুপকার-প্রাপ্তির রাক্ষসী ক্ষুধা "একগুণ দিয়ে শত গুণ পা'ব" এই বেণিয়ার বৃত্তি। যে নিজের ভাল নিজে কর্‌তে পারে না, নিজের জগৎ-ভ্রমণের ইতিহাস নিজে জানে না, এখনই যে এক অজ্ঞাত মহাশক্তির ইঙ্গিতে নিজের সমস্ত কার্য্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যেতে বাধ্য হয় অথচ কোথায় যাচ্ছে নিজে কিছুই জানে না—এই মুহূর্ত্তে যে চলচ্ছক্তিহীন পঙ্গু অসার হ'য়ে যেতে পারে, সে মনে কর্‌ছে, আমি নিজের বুদ্ধিদ্বারা বিচার ক'রে পরোপকারের পথ নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক জীবকুলের উপকার ক'রে ফেল্‌তে পারি। সে মনে কর্‌ছে, আমি অপরের ভাল না কর্‌লে কেই বা তা'কে দেখ্‌বে, কেই বা তা'র বন্ধু আছে।

"অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহহম্ ইতি মন্যতে" (গীতা)

পরের দুঃখে বিগলিত হওয়া মানুষমাত্রেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু তৎপূর্ব্বে বিজ্ঞের নিকট জেনে নেওয়া দরকার কোন্‌টী প্রকৃতপক্ষে শ্রেয়ঃপথ—নিত্যমঙ্গলের পথ। ভাঃ ১১।৩।২১ বলেন,

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ
শ্রেয়ঃ উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥"

মানবের অনেক রুচিকর খোরাক এই আধুনিক পরার্থিতায় আছে। তাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত বুঝেও বুঝ্তে চাচ্ছেন না, দেখেও দেখ্ছেন না, রঙ্গীন্ নেশায় মসগুল হ'য়ে আছেন। লাভের দিক্‌টা যে একেবারেই শূন্য, তবুও খেয়াল নাই। এই পরার্থিতায় আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের অনেক উপকরণই আছে। এতে আছে কেবল (১) অহমিকা-রূপ উগ্র মদিরার তীব্র নেশায় মসগুল হ'য়ে 'আমি কর্ত্তা', 'আমি ইচ্ছা কর্‌লে জগতের উপকার কর্ত্তে পারি', 'আমিই ছোটখাট একটী ভগবান্ বিশেষ'—এই প্রকারের চিন্তাধারার অপূর্ব্ব মধুরিমা (?) আস্বাদন। (২) বহির্ম্মুখ গণসমষ্টির কাছ থেকে ভূরি প্রশংসা, বাহবা লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তির সুবর্ণ-সুযোগ। সাধু, মহাত্মা মহাপুরুষ, স্বদেশ-সেবক, মানুষের মত মানুষ ইত্যাদি নাম ক্রয় ক'রে গরম হ'য়ে থাক্‌বার অপূর্ব্ব যোগাযোগ। (৩) বারমিশালী তেরোদলের সভা-সমিতির কাছ থেকে অজস্র ফুলের মালা ও ধন্যবাদাকর্ষণ। (৪) নিজ নিজ অন্তরঙ্গদের সঙ্গে নিজ-স্থানে ব'সে সমস্ত প্রকার রুচিকর বহির্ম্মুখ আলোচনার অবাধ অধিকার। (৫) স্বেচ্ছাচারের তাণ্ডব নৃত্য ও জগদ্ভোগের প্রবল পিপাসা, শাস্ত্রের কোন শাসন বা বিধি-নিষেধের বালাই নাই। চা, চুরুট, মৎস্য, মাংস, কর্কট, ডিম্ব, থিয়েটার, বায়স্কোপ সবই চল্‌তে পারে। গোপনেতে অত্যাচারেও দোষ নাই, যদি লোকলোচনে ধরা না পড়া যায়। বলিহারি!!

ভগবানের অংশ অণুচিদ্‌বস্তু যে জীবাত্মা, যা'র কথা শ্রীভগবান্ নিজমুখে গীতোপনিষদে অর্জ্জুনকে ব'লেছেন, "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" এই আত্মার কথাটা পর্য্যন্ত এরা জানে না। যে বস্তুটী সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান্ ত' দূরের কথা, অণুচিৎ আত্মা পর্য্যন্তও নহে, কেবল জড়—মরে যায়, পচে যায়, দুর্গন্ধ হ'য়ে যায়, সেই মনুষ্যদেহের সেবাকেই ভগবানের সেবা ব'লে চালিয়ে সব কর্ত্তব্য শেষ হ'য়ে গেল মনে ক'রে ঘরে ফিরে এসে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে এরা বেশ মসগুল হ'য়ে পড়্ছে। শাস্ত্রের দিকে একবার ফিরেও চাচ্ছে না, আবশ্যকও বোধ কর্‌ছে না। এই প্রচেষ্টা তরুণদলের ভিতরই দিনের পর দিন বেড়ে চ'লেছে। তা'দের ধারণা—ভগবান্‌ই মায়ার নফর হ'য়ে অসংখ্য জীব-রূপে, অসহ্য দুঃখ পেয়ে সংসার ভ্রমণ কর্‌ছেন। লক্ষ্মীপতি নারায়ণ (?)

আজ একমুষ্টি অন্নের কাঙ্গাল হ'য়ে দ্বারে দ্বারে কেন্দে ফির্ছেন; কখনও বা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে কীটের দংশনে জর্জ্জরিত হ'য়ে 'ত্রাহি ত্রাহি' চীৎকারে কি জানি কা'র কাছে করুণা ভিক্ষা কর্ছেন, কখনও বা বিষ্ঠাভাণ্ড মাথায় ক'রে ষড়ৈশ্বর্য্যের পূর্ণ বৈভব দেখিয়ে পরার্থীদের করুণা-দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রছেন। ধন্য কলি!

সর্ব্বশাস্ত্রে যাঁ'কে 'মায়াধীশ পুরুষ-প্রধান' বলে, মায়ার কবলে প'ড়ে তাঁ'র এই দুর্দ্দশা দেখে দরদী দলের প্রাণ কেন্দে উঠেছে! তাই তাঁরা সর্ব্বত্র ব'লে বেড়াচ্ছেন— "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

যদি কোন সুকৃতিমান্ শ্রেয়ঃকামী সজ্জন জীবে দয়াকে তদুপযুক্ত সম্মান দিয়েও পৃথগ্‌ভাবে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের সেবার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, এই প্রকারের একটা অনুভূতিদ্বারা চালিত হ'য়ে স্বাধীনভাবে নিত্য মঙ্গলের পথ অনুসন্ধানে অগ্রসর হন, অমনি দরদীর দল তা'র পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে বলেন, "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।"

এই মতবাদীরা অসংখ্য কোমল-শ্রদ্ধ লোকের সত্যানুসন্ধিৎসা ও নিত্য মঙ্গলের মূল উৎপাটন ক'রে, তরুণ ভারতের মাথা খেয়ে আসুরিক বিক্রমে নিজেদের খামখেয়ালির পথে হেঁটেই চলেছে, দেশের ও দশের কত বড় সর্ব্বনাশ ক'রে তা'রা দেশ-সেবা ও জীবসেবার ধ্বজা উড়াচ্ছে, তা' কিন্তু আমাদের একবার ফিরে চেয়ে দেখবারও অবকাশ হ'চ্ছে না। কি দুর্ভাগ্য! আজ তরুণ ভারতের ঘরের দেওয়ালে, ছবির দোকানে, মা-লক্ষ্মীদের কার্পেটে 'গীতা'-'ভাগবতে'র মহান্ উপদেশের পরিবর্ত্তে এক যুক্তিবিহীন, শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-বিহীন উচ্ছ্বাসময়ী কবিতা বিরাজ কর্‌ছে। এতে তো জীবের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার হ'চ্ছে না, হ'বে না বা হ'তে পারে না। আত্মধর্ম্মের কথা না শুনে, নিজের পরিচয় না জেনে জীব আর কতকাল মোহগ্রস্ত হ'য়ে ভাবপ্রবণতা ও উচ্ছ্বাসের পেছনে ছুটবে, জানি না। বুদ্ধিমান্ মানবজাতি কি নিরপেক্ষভাবে একবারও বিচার ক'রে দেখ্‌বে না যে, ভগবানের সেবাটাকে নির্ব্বাসিত ক'রে ক্ষুদ্র জীবকে তাঁ'র আসনে বসিয়ে তাঁ'র প্রতি একটু

আধটু করুণা দেখিয়ে আমি নিজে কতটুকু মুক্তির পথে ও ভগবদনুভূতির পথে অগ্রসর হ'চ্ছি। ধর্ম্ম ত' পরের মুখে ঝাল খাওয়ার জিনিষ নয়, ইহা অনুভূতির জিনিষ। একবার আত্মবিচার ক'রে দেখ্‌লেই হয় 'পরেশানুভূতি' ত' দূরের কথা, কি পরিমাণে অনর্থ-নিবৃত্তি হচ্ছে। বিচারের কষ্টি-পাথরে যেখানে 'জৈমিনী', 'যাজ্ঞ্যবল্ক', 'বুদ্ধ', 'শঙ্কর' প্রভৃতি মহামহারথীর প্রচারিত মতও নিত্যকল্যাণের পথে দাঁড়াতে পার্‌ছে না, সেখানে এই নূতন অপসিদ্ধান্তপূর্ণ আবিষ্কৃত আধুনিক মতবাদ আর কতদিন বিকাবে?

যদি কোন ভগবদ্ভক্ত বলেন যে, বেদে উপনিষদে পুরাণে ভারতে সর্ব্বত্রই জীব এবং ভগবান্ এই দুইটী পৃথক্‌তত্ত্ব স্বীকৃত হ'য়েছে, তথাপি জীব সেবক, ভগবান্ সেব্য। জীব-সেবার ফল পুণ্য, ধর্ম্ম, সংসার-ভ্রমণ, আর ভগবৎ-সেবার ফল পরমার্থ—ভগবৎ-প্রেমা লাভ—সংসারবন্ধন হ'তে ছুটী লাভ। তা'হ'লেই তা'দের মস্তকে যেন বজ্রপাত হয়, চোখে অন্ধকার দেখে, মুখ শুকিয়ে যায়, ভগবান্‌কে পথের ফকির, রাস্তার কুলি, মুচি মেথর না সাজাতে পার্‌লে কিছুতেই তা'দের সন্তোষ হয় না। এই সব লোকের মুখে লেগেই আছে, "ও সব্ শাস্তর বা পাথরের ঠাকুর দূরে ফেলে দিয়ে বহুরূপে বিরাজমান এই সব সাক্ষাৎ জীবন্ত ভগবানের (?)—(জীবের) সেবায় নিযুক্ত না হ'য়ে গেলে তোদের জাতের কি আর উপায়ান্তর আছে!" এরাই আবার দাবী করে তরুণের দলের পথ-প্রদর্শকের পদ। এরা নারায়ণকে দরিদ্রের আসনে বসিয়ে, দয়াকে সেবার নামে চালিয়ে দিয়ে, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানের নিষ্কপট সেবার পথে কণ্টক নিক্ষেপ ক'রে তথাকথিত ধর্ম্মের ধ্বজা উড়িয়ে অবাধে ছুটে চলেছে।

বঞ্চিত হ'বার যোগ্যতা জীবের চিরদিনই আছে এবং থাকবে। মায়াদেবী দুর্ভাগা লোকদের বঞ্চিত কর্‌বার জন্য চিরদিনই বিচিত্র জাল বিস্তার ক'রে থাকেন। এই আধুনিক ভিত্তিহীন ভূঁই-ফোড় মতবাদও মায়াদেবীরই একপ্রকার জাল। মাকড়সার শিশুর ন্যায় এতে ভগবদনুগত ভগবদ্ভক্তের অসুবিধার কোন কথা নাই। **(ক্রমশঃ)**

—শ্রীদয়ালহরি ব্রহ্মচারী

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য

(শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত)

৮-ম অধ্যায়

শ্রীহরিহরক্ষেত্র, শ্রীমহাবারাণসী, শ্রীগোদ্রুম

জয় জয় জয় শ্রীশচীসুত।
জয় জয় জয় শ্রীঅবধূত॥
সীতাপতি জয় ভকতরাজ।
গদাধর জয় ভক্তসমাজ॥
জয় নবদ্বীপ সুন্দরধাম।
জয় জয় জয় গৌর কি নাম॥
নিতাই সহিত ভকতগণ।
হরি হরি বলি চলে তখন॥
ভাবে ঢল ঢল নিতাই চলে।
প্রেমে আধ আধ বচন বলে॥
ঝর ঝর ঝরে আঁখির জল।
গোরা গোরা বলি হয় বিকল॥
ঝক্‌মক্‌ করে ভূষণ মাল।
রূপে দশদিক্‌ হইল আল॥
শ্রীবাস নাচিতে জীবের সনে।
কভু কাঁদে কভু নাচে সঘনে॥
আর যত সব ভকতগণ।
নাচিতে নাচিতে চলে তখন॥
অলকানন্দার নিকট আসি।
বলেন নিতাই আনন্দে ভাসি॥
বিল্বপক্ষগ্রাম পশ্চিমে ধরি।
মন্দাকিনী আসে নদীয়া ঘেরি॥
সুবর্ণবিহার দেখিলে যথা।
মন্দাকিনী ছাড়ে অলকা তথা॥
অলকানন্দার পূরব পারে।
হরিহরক্ষেত্র গণ্ডক ধারে॥
শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ হইবে কালে।
সুন্দর কানন শোভিবে ভালে॥
অলকা-পশ্চিমে দেখহ কাশী।
শৈব শাক্ত সেবে মুকতি দাসী॥
বারাণসী হতে এধাম পর।
হেথায় ধূর্জ্জটি পিনাক ধর॥
গৌর গৌর বলি সদাই নাচে।
নিজ জনে গৌর-ভকতি যাচে॥
সহস্র বরষ কাশীতে বসি।
লভে সে মুকতি জ্ঞানেতে ন্যাসী॥
তাহাতে হেথায় চরণে ঠেলি।
নাচেন ভকত গৌরাঙ্গ বলি॥
নির্য্যাণ সময়ে এখানে জীব।
কাণে গৌর বলি তারেন্‌ শিব॥
মহাবারাণসী এধাম হয়।
জীবের মরণে নাহিক ভয়॥
এত বলি তথা নিতাই নাচে।
গৌরহরিপ্রেম জীবেরে যাচে॥
অলক্ষ্যে তখন কৈলাসপতি।
নিতাই-চরণে করিল নতি॥
গৌরী সহ শিব গৌরাঙ্গ নাম।
গাইয়া গাইয়া পূরয় কাম॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর নিতাই তবে।
ভকতসঙ্গেতে চলিল যবে॥
গাদিগাছা গ্রামে পৌঁছিল আসি।
তথায় আসিয়া কহিল হাসি॥

গোদ্রুম নামেতে এদ্বীপ হয়।
সুরভি সতত এখানে রয়॥
কৃষ্ণমায়াবশে দেবেন্দ্র যবে।
ভাসায় গোকুল নিজ গৌরবে॥
গোবর্দ্ধন গিরি ধরিয়া হরি।
রক্ষিল গোকুল যতন করি॥
ইন্দ্রদর্পচূর্ণ হইলে পর।
শচীপতি চিনে সারঙ্গধর॥
নিজ অপরাধ মার্জ্জন তরে।
পড়িল কৃষ্ণের চরণ ধরে॥
দয়ার সমুদ্র নন্দতনয়।
ক্ষমিল ইন্দ্রেরে দিল অভয়॥
তথাপি ইন্দ্রের রহিল ভয়।
সুরভি নিকটে তখন কয়॥
কৃষ্ণলীলা মুই বুঝিতে নারি।
অপরাধ মম হইল ভারি॥
শুনেছি কলিতে ব্রজেন্দ্রসুত।
করিবে নদীয়া-লীলা অদ্ভুত॥
পাছে সে সময় মোহিত হব।
অপরাধী পুন হয়ে রহিব॥
তুমি ত সুরভি সকল জান।
করহ এখন তাহার বিধান॥
সুরভি বলিল চলহ যাই।
নবদ্বীপধামে ভজি নিমাই॥
দেবেন্দ্র সুরভি হেথায় আসি।
গৌরাঙ্গ-ভজন করিল বসি॥
গৌরাঙ্গ-ভজন সহজ অতি।
সহজ তাহার ফল বিতত॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া ক্রন্দন করে।
গৌরাঙ্গ দর্শন হয় সত্বরে॥

কিবা অপরূপ রূপলাবণি।
দেখিল গৌরাঙ্গ প্রতিমাখানি॥
আদ আদ হাসি বরদ রূপ।
প্রেমে গদগদ রসের কূপ॥
হাসিয়া বলেন ঠাকুর মোর।
জানিনু বাসনা আমি ত তোর॥
অল্পদিন আছে প্রকট কাল।
নদীয়ানগরে দেখিবে ভাল॥
সে-লীলা সময়ে সেবিবে মোরে।
মায়াজাল আর না ধরে তোরে॥
এত বলি প্রভু অদৃশ্য হয়।
সুরভি সুন্দরী তথায় রয়॥
অশ্বত্থ নিকটে রহিলা দেবী।
নিরন্তর গৌর-চরণ সেবি॥
গোদ্রুমদ্বীপ ত হইল নাম।
হেথায় পূরয় ভকতকাম॥
হেথায় কুটীর বাঁধিয়া ভজে।
অনায়াসে গৌর চরণে মজে॥
এই দ্বীপে কভু মৃকণ্ডসুত।
প্রলয়ে আছিল কথা অদ্ভুত॥
সাতকল্প আয়ু পাইল মুনি।
প্রলয়ে বড়ই বিপদ্ গণি॥
জলময় হইল সমস্ত স্থান।
কোথা বা রহিবে করে সন্ধান॥
ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়া যায়।
কেন হেন বর লইনু হায়॥
ষোলক্রোশ মাত্র নদীয়াধাম।
জাগিয়া ভকতে দেয় বিশ্রাম॥
জলের তরঙ্গে ভাসিয়া মুনি।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে অমনি॥

মহাকৃপাকরি সুরভি তায়।
যতনে মুনিরে হেথা উঠায়॥
সম্বিৎ লভিয়া মৃকণ্ডসুত।
দেখিল গোদ্রুমদ্বীপ অদ্ভুত॥
শতকোটীক্রোশ বিস্তার স্থান।
নদনদী শোভা প্রকাশমান॥
তরুলতা কত শোভয় তথা।
পক্ষিগণ গায় শ্রীগৌরগাথা॥
যোজন বিস্তার অশ্বত্থ হের।
সুরভিকে তথা দর্শন কর॥
ক্ষুধায় আকুল মুনি তখন।
সুরভির প্রতি বলে বচন॥
তুমি ভগবতি রাখহ প্রাণ।
দুগ্ধ দিয়া মোরে করহ ত্রাণ॥
সুরভি তখন সদয় হয়ে।
পিয়াইল দুগ্ধ মুনিরে লয়ে॥
সবল হইয়া মৃকণ্ডসূনু।
সুরভির প্রতি কহয় পুন॥
তুমি ভগবতি জননী মোর।
তোমার মায়ায় জগৎ ভোর॥
না বুঝিয়া আমি লয়েছি বর।
সপ্তকল্প জীব হয়ে অমর॥
প্রলয় সময়ে বড়ই দুখ।
নানাবিধ ক্লেশ নাহিক সুখ॥
কি করি জননি বলগো মোরে।
কিসে বা যাইব এ দুঃখ তরে॥
সুরভি তখন বলিল বাণী।
ভজহ গৌরপদ দু'খানি॥
এই নবদ্বীপ প্রকৃতিপার।
কভু নাশ নাহি হয় ইহার॥

চর্ম্মচক্ষে ইহা ষোড়শক্রোশ।
পরম বৈকুণ্ঠ সদা নির্দ্দোষ॥
অপ্রাকৃত দেশ কাল এখানে।
জড়মায়া কেবা কেহ না জানে॥
নবদ্বীপে দেখ অপূর্ব্ব অতি।
চারিদিকে বেড়ে বিরজা সতী॥
শতকোটীক্রোশ প্রত্যেক খণ্ড।
মধ্যে মায়াপুর নগর গণ্ড॥
অষ্টদল অষ্টদ্বীপের মাণ।
অন্তর্দ্বীপ তার কেশর স্থান॥
সর্ব্বতীর্থ সর্ব্ব দেবতা ঋষি।
গৌরাঙ্গ ভজিছে হেথায় বসি॥
তুমি মার্কণ্ডেয় গৌরাঙ্গপদ।
আশ্রয় করহ জানি সম্পদ॥
অকৈতব ধর্ম্ম আশ্রয় কর।
ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছা সুদূরে ধর॥
গৌরাঙ্গ-ভজন-আশ্রয়-বলে।
মধুর প্রেম ত লভিবে ফলে॥
সেই প্রেম যবে হৃদয়ে বসে।
ভাসায় বিলাস কলার রসে॥
ব্রজে রাধাপদ আশ্রয় হয়।
যুগল-সেবায় মানস রয়॥
সেবার সুখ অতুল জান।
অভেদ নির্ব্বাণে অপার্থ জ্ঞান॥
সুরভিবচন শুনিয়া মুনি।
করযোড় করি বলে অমনি॥
শ্রীগৌরচরণ ভজিব যবে।
আমার অদৃষ্ট কোথায় রবে॥
সুরভি কহিল সিদ্ধান্তসার।
শ্রীগৌর-ভজনে নাহি বিচার॥

শ্রীগৌর বলিয়া ডাকিবে যবে।
সমস্ত করম বিনাশ হবে॥
কিছু নাহি রবে বিপাক আর।
ঘুচিবে তোমার ভবসংসার॥
কর্ম্ম কেনে একা জ্ঞানের ফল।
ঘুচিবে সমূলে হয়ে বিকল॥
তুমি ত মজিবে গৌরাঙ্গরসে।
ভজিবে তাহারে এ দ্বীপে বসে॥
মার্কণ্ডেয় শুনি আনন্দে ভাসে।
গৌর বলি কাঁদে কখন হাসে॥
এই দেখ জীব অপূর্ব্ব স্থান।
মার্কণ্ডেয় যথা পাইল প্রাণ॥
গৌরাঙ্গ-মহিমা নিতাই-মুখে।
শুনি জীব ভাসে পরম সুখে॥
সেস্থানে সেদিন যাপন করি।
মধ্যদ্বীপে চলে বলিয়া হরি॥
নিতাই-জাহ্নবা-চরণ সার।
জানিয়া ভক্তি-বিনোদ ছার॥
নিতাই-আদেশ মস্তকে ধরে।
নদীয়া-মহিমা বর্ণন করে॥

রাখে হরি মারে কে?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২৮ পৃষ্ঠার পর)

২য় দৃশ্য

বাইশ বাজারের ৭ম বাজার-পথ

১ম নাগরিক ও ২য় নাগরিকের প্রবেশ।

১ম নাগরিক—ওরে ভায়া, এ বাজারেও তো হরিদাস ছোঁড়াটা নেই দেখছি!

২য় নাগরিক—তাইতো রে, ক'টা বাজারই ঘুর্‌লাম; সে' ছোঁড়াটা গেল কোথা? পাইকরা যারা ছোঁড়াটাকে মার্‌ছে তারাই বা গেল কোথা? সব যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্‌ছে।

১ম নাগরিক—কি ব্যাপার কিছু তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! ছোঁড়াটা কি মরে গেছে নাকি রে!

২য় নাগরিক—হা আল্লা, আমার তা' হ'লে তো নাচা হ'ল না! হায়, হায়, ছোঁড়াটার সাজা-শাস্তিটা আমার ভাগ্যে দেখা হ'ল না!

১ম নাগরিক—(সহসা মাটির দিকে লক্ষ্য করিয়া) দেখ্, দেখ্—মাটিতে কত রক্ত পড়ে রয়েছে! তা'হলে এ বাজারেও মার হয়েছে!

২য় নাগরিক—তাইতো, এত রক্ত! ছোঁড়াটাকে কত মারই মেরেছে! এত মার খেয়েও কি কেউ বেঁচে থাকে গো!

১ম নাগরিক—(এদিক্ ওদিক্ তাকাইতে তাকাইতে সহসা দূরে দৃষ্টিপাত করতঃ) ঐ একজন কে যেন বামুন এদিকে আস্‌ছে বলে মনে হচ্ছে! ঘাড়ে পৈতা, কপালে তিলক, পায়ে খরম রয়েছে,—হ্যাঁ বামুনই তো বটে! দেখ্, দেখ্…ওকে যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে!

২য় নাগরিক—(ভালরূপে দৃষ্টিপাত করতঃ) ওকে চিন্‌তে পার্‌ছিস্ না? ও'যে ও পাড়ার মুখুজ্যেমশাই!

১ম নাগরিক—ও, এবার চিনেছি। আচ্ছা, ওঁকে হরিদাসের খবরটা জিগ্যেস কর্‌লে হয় না?

২য় নাগরিক—তা' জেনেই দেখ্ না!

[ইত্যবসরে মুখুজ্যেমশাই পথ দিয়া চলিয়া যাইবার কালে নাগরিকদ্বয়ের সম্মুখস্থ হইলেন।]

১ম নাগরিক—ও মুখুজ্যে ভায়া, একটু দাঁড়ান। একটা কথা আছে।

মুখুজ্যে মশাই—যা' বল্‌বে তাড়াতাড়ি বল। আমার বেশীক্ষণ দাঁড়াবার সময় নেই।

২য় নাগরিক—আচ্ছা, মুখুজ্যে মশাই! হরিদাস ছোঁড়াটার কি দশা হ'ল কিছু জানেন কি? সে বেঁচে আছে না মরে গেছে?

মুখুজ্যে মশাই—কেন, কি হয়েছে? আমি আসবার পথে এইমাত্র তা'কে দেখে আস্‌ছি,—সে বেঁচে আছে।

১ম নাগরিক—উঃ, পাষণ্ডটা এখনও মরে নি!

(২য় নাগরিকের প্রতি) হেঃ হেঃ, চল্, ঐ বাজারে গিয়ে পাষণ্ডটাকে দেখে একটু মজা লুটি গে!

মুখুজ্যে মশাই—কি বল্‌লে?…হরিদাসের মৃত্যু হ'লে তোমাদের ভাল হয়, নয়? হ্যাঁগা, তোমরা একটা জীবের প্রাণ দিতে পার না, উপরন্তু তা'কে নির্ম্মমভাবে বধ কর্‌তে চাও? হে ভগবান্, এরা কি মানুষ! এদের হৃদয় কি শুধু পাষাণ দিয়েই তৈরী! স্নেহ-মমতা বোধ কি এদের এতটুকু নেই! আহা, হরিদাসের শাস্তি এমনই নির্ম্মম যে সেদিকে চোখ মেলে চাওয়া যায় না! আর এরা মহানন্দে হাস্‌ছে। এ কিরূপ নির্ম্মমতা! আমি পূর্ব্বে জান্‌তাম যে, বনে হিংস্র পশু থাকে, এখন দেখ্‌ছি মানুষের মধ্যেও হিংস্র পশু বাস করে। একটা নির্দ্দোষ লোকের জীবন নিয়ে যারা

ছিনিমিনি খেলে, তার সাজা দিতে যারা আনন্দ উপভোগ করে, —তারা মানুষ হ'য়ে জন্মেও দ্বিপাদ পশুমাত্র।

২য় নাগরিক—সাবধান! মুখ সাম্‌লে কথা বল্‌বেন। আমরা কি পশু?

১ম নাগরিক—যতদূর নয় ততদূর কথা! এর আস্পর্দ্ধা কম নয় দেখ্‌ছি! হরিদাস ছোঁড়াটাও এরূপ কাউকে ভয় করে না!

মুখুজ্যে মশাই—ভয়েরও ভীতিস্বরূপ স্বয়ং শ্রীহরি যাদের রক্ষাকর্ত্তা, তারা আবার কা'কে ভয় কর্‌বে?

১ম নাগরিক—ও সব চালাকি রেখে দাও ঠাকুর! আমরাও খোদার বান্দা, তা' বলে কি আমাদের ভয় নেই!

মুখুজ্যে মশাই—তোমরা ঠিক্ ঠিক্ ভক্ত নও এবং ভক্তের কোন গুণটাই তোমাদের নেই!

২য় নাগরিক—বটে, আচ্ছা;—এর শোধ তুল্‌বো! হরিদাসের মরণেই টের পাবে!

মুখুজ্যে মশাই—ভগবদ্‌ভক্ত হরিদাসকে মার্‌বে তোমরা?···হাঃ-হাঃ-হাঃ, রাখে হরি মারে কে? অভক্তেরই বিনাশ আছে, ভক্তের বিনাশ নেই! (প্রস্থান)

১ম নাগরিক—আরে, মুখুজ্যে ছোঁড়াটা একেবারে মেয়েমানুষ! হরিদাসের দুঃখ দেখে ওর প্রাণ গলে গেছে! এক ধর্ম্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম্ম নেওয়ার যে কি অপরাধ তা মুখুজ্যের মগজে ঢুক্‌লে আর অমন কথা বল্‌তো না!

২য় নাগরিক—তা' যা বলেছিস্! ওটা বামুনের ঘরে ভূত, ওর বুদ্ধি-সুদ্ধি মোটেই নেই!

এখন তাড়াতাড়ি অন্যবাজারে চল্। হরিদাস ছোঁড়াটার কিরূপ দশা হচ্ছে একবার দেখি গে! হেঃ-হেঃ-হেঃ···!

১ম নাগরিক—তাই চল, ভাই। (উভয়ের প্রস্থান।)

৩য় দৃশ্য

গোরাই কাজীর বহির্কক্ষ

গোরাই কাজীর প্রবেশ।

গোরাই কাজী—(চিন্তিত হৃদয়ে) দু'তিন বাজারের প্রহারেও হরিদাস ছোঁড়াটা মরে নি খবর পেয়েছি। কিন্তু আজ ক'দিন হ'ল

ছোঁড়াটার কোন খবরই পাই নি। তবে সে মারা গেলে ঠিকই খবর পেতাম! আশ্চর্য্য, এখনও ছোঁড়াটার মরণ হ'ল না! পাইকরা যে প্রহারে শৈথিল্য করছে তাও তো নয়! আমি তো হুকুম দিয়েছি ওকে না মার্‌লে তাদের সবংশে কোতল কর্‌ব। কাজেই এতে প্রহারের কোন ত্রুটি হবে না—এ নিশ্চিত। তার উপর সমগ্র ইসলাম সম্প্রদায় ঐ বেধর্ম্মীর উপর এমনিতেই চটে আছে। এখনও প্রহার রীতিমত চল্‌ছে কিনা জান্‌বার জন্যে নগররক্ষীর কাছে খবর পাঠালাম। কিন্তু কই, নগররক্ষী তো এখনও এলো না!

[ইত্যবসরে নগররক্ষীর প্রবেশ]

নগররক্ষী—সেলাম আলেকম! কি আদেশ হুজুর!

গোরাই কাজী—এখন হরিদাস ছোঁড়াটার কি অবস্থা তাই জান্‌তে চাই!

নগররক্ষী—হুজুর, সে বেইমানটা এখনও মরে নি। তবে মার পুরাদমে চল্‌ছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,—বাইশ বাজারের বেত্রাঘাতে সে বাঁচ্‌তে পারে না,...সে মর্‌বেই!

গোরাই কাজী—আরে দু'-তিন বাজারের প্রহারেই কেউ বাঁচে না! কিন্তু তা'কে অনেক বাজারেই তো প্রহার হ'ল, তথাপি সে এখনও বেঁচে রয়েছে,—এর কারণ কি? তোমরা কিরকম প্রহার কর্‌ছ?

নগররক্ষী—হুজুর! আমরা চেষ্টার ত্রুটি কর্‌ছি না। ও যা' পাপ করেছে সে পাপ কি সহজে বিনষ্ট হয়! দু'-তিন বাজার ঘুরেই যদি ওর মৃত্যু হয়, তা'হলে ওর অত পাপের ফল ভোগ কর্‌বে কে? অপেক্ষা করুন; এবার আর সময় হয়ে এসেছে।

গোরাই কাজী—বেশ, আমি অপেক্ষাই কর্‌ছি। এই বাইশ বাজারের বেত্রাঘাতে তাকে মার্‌তেই হবে! সে যদি এতে না মরে তো জান্‌বো তোমরা তা'কে প্রহার দিতে অবহেলা করেছো!

নগররক্ষী—আপনি বিশ্বাস করুন আমি নিজে চোখে তা'র মার দেখে এসেছি। মারের উপর মার চল্‌ছে,—উপর্য্যুপরি শত শত বেত্রাঘাত হচ্ছে। তার দেহ শতছিন্ন, সর্ব্বাঙ্গেই রক্ত, শুধু হাড়

কঙ্কাল ছাড়া তার দেহে আর কিছুই নেই! কিন্তু বেটার জান্ কি কঠিন,—কিছুতেই বেরোয় না। তবে আপনি নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাকুন। তা'কে আমরা কোতল কর্‌বই!

গোরাই কাজী—হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ···, এই তো চাই! যে ঐ ইসলাম-ধর্ম্মত্যাগীকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করে প্রাণে বধ কর্‌তে পার্‌বে, খোদাতাল্লার দয়ায় তা'র বেহেস্তে স্থান হবে। ধর্ম্মান্তরিতকে সাজা দেওয়ার মত পুণ্য কর্ম্ম আর কি আছে? ছলে বলে কৌশলে তা'কে ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করানোই আমাদের ইচ্ছা। এতো তা'র ভালোর জন্যই কর্‌ছি। একটা কুপথগামী লোককে সৎপথে আনা কি খারাপ?

নগররক্ষী—হুজুর, আপনার অভিমত কি খারাপ হ'তে পারে? তা'র পরকালের যা'তে মঙ্গল হয় সেজন্যই তো তা'কে ইসলাম ধর্ম্ম নিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু কুপথগামী সে' ছোঁড়াটা তা' না শুনেই এত দুর্দ্দশা ভোগ কর্‌ছে! ভাল কথার কাল নেই! এবার বেটা বেশ হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছে!

গোরাই কাজী—তোমরা তা'কে নির্দ্দয়ভাবে সারাক্ষণ মার চালিয়ে যাবে। কোনমতেই তা'র বা কারও কাকুতি মিনতিতে কাণ দিও না।

নগররক্ষী—সে আর বল্‌তে হবে না হুজুর! আপনার আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন কর্‌ছি।

গোরাইকাজী—আচ্ছা, আমি এখন রাজ-দরবারে চল্‌লাম। এবার ছোঁড়াটার মরণ-খবর আনা চাই!

নগররক্ষী—জো-আদেশ হুজুর!

(উভয়ের প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

"শ্রীহরিভক্তিবিলাস"স্থ অর্দ্ধরাত্রবেধখণ্ডন-প্রসঙ্গের "বাসুদেব" পত্রিকায় আষাঢ় ১৩৭৪, পৃষ্ঠা ৩৪৪) লিখিত সমালোচনার

প্রতিবাদ

বৈষ্ণবগণ অদোষদরশী, অযথা তাঁহারা কাহারও নিন্দা করেন না। অরুণোদয় পক্ষ গ্রহণ হেতু অন্য পক্ষ উত্থাপন না করাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল কিন্তু কোন অল্পশ্রদ্ধ জন যদি তাহাতে ভ্রান্ত হয়, তাই অন্য পক্ষটীও যে তৎসম্প্রদায়ের পালনীয় নয় এইমাত্র দেখানো তাঁহার উদ্দেশ্য। তথাপি তাহা নিরসন না করিলে গ্রাহ্যপক্ষে আসে বলিয়াই সেরূপ করিয়াছেন মাত্র। তাঁহারা যে-মত স্বীকার করেন তাহার কোন দোষ বলেন নাই। এখানে বাদবিতর্কই গ্রাহ্য।

লেখকের স্মৃত্যুক্ত অর্দ্ধরাত্র-বেধবচনগুলি অপ্রমাণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তথাপি যুক্তির খাতিরে মানিলেও অধিকারবিশেষের কৃত্য মাত্র বলিয়া ধরা যাইতে পারে, সকলের জন্য নহে। বিশেষতঃ সেগুলি পূর্ব্বের অনেক আচার্য্যই গ্রহণ বা উল্লেখও করেন নাই—ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। লেখক অদ্যতন প্রবৃত্তি অর্দ্ধরাত্রের পরই বলিয়াছেন। বেশ তাহা হইলে দ্বাদশীর দিন ব্রতসংকল্পটা কি অর্দ্ধরাত্রির পরই করিবেন? জ্যোতিষের মতে বা ব্যাকরণের নিয়মে কোন মতে তখন অদ্যতন প্রবৃত্তি হইলেও তাহার সঙ্গে ব্রতাদির কোন মতে যোগ নাই। সূর্য্যোদয় কালেই ব্রতারম্ভ। সম্পূর্ণা লক্ষণে ও সংকল্প তাহাই বুঝায়।

আবার আদ্যে শব্দের অন্য দিবসে অর্থ ধরিলেও "স দিবস বর্জ্জ্য" একথা বলায় ব্রততিথিতে পূর্ব্বানুসারে দশমী দিনই বর্জ্য হয়, একাদশী হয় না। বেধ-বিষয়ে নানামত স্বয়ংই দেখাইয়া শুক্রমায়ামোহিতরা এক একটি মানেন, বস্তুতঃ সে-সবই ত্যাজ্য বলিয়াছেন। আবার পূর্ব্বে এক এক সম্প্রদায়ে একটির প্রচলন বলিয়াছেন। তাহা হইলে এক সম্প্রদায়ে সকলটীর প্রাপ্তি হয় না, ইহা স্বীকারই করেন।

খণ্ডনের অভিপ্রায় নাই বলিয়াই সমাধান বলিয়াছেন, কারণ তাহাও বৈষ্ণব-সম্মতই মানেন। 'কেচিৎ' শব্দের দ্বারা তাহা যে দলবিশেষের মত এবং স্বসম্প্রদায়ের ত্যাজ্য ইহাই মাত্র দেখাইলেন। আরও বলিলেন অভিজ্ঞগণ তাহাকে পক্ষবর্দ্ধিনী স্থলেই ত্যাগ করেন, অন্যত্র নয়। স্বমতে কেবল অরুণোদয়বিদ্ধাই ত্যাজ্যা। মূলের খণ্ডনানুসারেই টীকাকার টীকায়

খণ্ডন করিয়াছেন, তবে তাহাতেও সেই পক্ষের কোন দোষ দেন নাই বা নিন্দা করেন নাই, সেজন্যই আচার্য্য যে হরিপ্রিয়া বলিয়া প্রশংসাই করিলেন এবং "মহতাং নৈব সম্মতং" অর্থাৎ ব্যাসাদির সম্মত নয় বলায় তাহা যে স্বকল্পিত নয় তাহারও প্রমাণ দেখাইলেন ব্রহ্মবৈবর্ত্তের 'ন চ তন্মম মতং"। কূর্ম্মপুরাণ-বচনও ব্যাসের, তবে তাহা ব্যাসের উক্তি না-ও হইতে পারে ; এখানে তাই ব্যাসের স্বোক্তিপ্রমাণ দিলেন। ব্যাসদেব সমস্ত পুরাণই রচনা করিয়াছেন, তাহাতে অনেকের মতও তুলিয়াছেন। তাহার সবই তাঁর স্বমত নয়, তাই তাহাদের ইহা বিঘাতকই। শ্রীশুকদেবের অর্দ্ধরাত্র-বেধ বচনগুলির নিম্বার্ক-মতে ব্যাখ্যা চমৎকারই। ইহাদের স্বমতে ব্যাখ্যাও তদ্রূপ বলিতে আপত্তি কেন? ঘুরাইয়া ব্যাখ্যা করেন নাই, স্বসিদ্ধান্তানু-যায়ী ব্যাখ্যাই গ্রন্থের আশয়, অন্যথা তাহার অরুণোদমাত্র বেধ স্থাপন উন্মত্ত প্রলপি■ হইয়া পড়ে না কি?

টীকায় প্রথমতঃ স্বসিদ্ধান্ত পূর্ব্বানুকূলে দেখাইয়া বিরুদ্ধপক্ষ নিরাস আবশ্যক বিধায় করিতে হইয়াছে। "অতঃ সোঽপি বর্জ্জনীয়ঃ" এস্থলে অতঃ শব্দে "অরুণোদয়মাত্রবেধস্য ত্যাজ্যত্বাৎ" এই পরামর্শ পূর্ব্বানুরোধে হইতে বাধা কি? "বেধশ্রবণমাত্রেণ" একথা বলায় তাহাদের সমাদরই দেখাইলেন। তাহারা এতদূর দ্বাদশীপ্রিয় যে দোষ সম্ভাবনায়ই একাদশী ত্যাগ করেন বেশী খুটিয়ে দেখিতেও চান না; তাহাতে নিন্দা হয় না, প্রশংসাই করা হয়। "আচার্য্য আহুঃ" "ন চ তন্মম মতং" কথা-গুলির পূর্ব্ব শ্লোকেই 'কেচিৎ' পদ থাকায় তাহা অধ্যাহার করা দোষের হয় কি? 'যং' অপেক্ষা যে পাঠে প্রশংসা অর্থই ভাল হয়। 'যং' পাঠও দেখা যায়, পাঠ তাঁহাদের নয়।

লেখক অনবস্থা-প্রসঙ্গে গ্রন্থকারকে ভ্রান্ত বলিয়াছেন, ইহা অতিসাহসই বলিতে হইবে। কে ভ্রান্ত তাহা সুধীগণ বিচার করুন। যেদিন অর্দ্ধ-রাত্রের পর ২।৪ দণ্ড দশমী থাকে সে রাত্রিকে গ্রন্থকার দশমীর রাত্রি বলায় ভুল হয় না কি? লেখকের মতে তাহা একাদশীর রাত্রি, তাই বেধসিদ্ধ নয়। কিন্তু পূর্ব্বানুসারে দেখাইয়াছি যে তাহা ধর্ম্মকৃত্যের একাদশীর নয়, দশমীরই রাত্রি। সূর্য্যোদয়কালীন তিথিরই সেই দিবারাত্রি ধরা হয়। গ্রন্থকারের শ্রীহরিবাসর তিথি অরুণোদয় হইতে পরারুণোদয় বা সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকিলেই সম্পূর্ণা ও উপোষ্যা হন, অন্য তিথি সূর্য্যোদয়

হইতে সূর্য্যোদয় যাবৎ থাকিলেই কর্ত্তব্য হয়। ব্রতারম্ভও তখন হইতেই হয়, ইহাই সর্ব্বত্র দেখা যায়।

লেখক আরও বলিয়াছেন, কূর্ম্মপুরাণের বচন এক নয়; কারণ একটীতে অর্দ্ধরাত্রবিদ্ধায় একাদশী ছেড়ে দ্বাদশীতে ব্রত করিবে, অন্যটীতে ঐরূপ একাদশীতে ব্রত করিলে নরকপাত হয় বলা হইয়াছে, তাই ইহার দ্বারা অর্দ্ধরাত্রবিদ্ধা সমাধান হয় না। দুই এর বিষয় এক নয়। কেন এক নয় বুঝি না। আরও চমৎকার "কপালবেধনী সা" অর্থে গ্রন্থকার টীকায় "সা একাদশী কপালবেধনী" এরূপ বলা নাকি ভ্রান্তিপূর্ণ। অন্যত্র এক বচনে নাকি কপালবেধনী দশমীকে বলা হইয়াছে, অতএব তাহা একাদশীর বিশেষণ হইতে পারে না, নচেৎ ব্যভিচারিণী হইয়া যাইবে? কিন্তু আমরা জানি বিদ্ধা একাদশীই হয়, দশমী নয়। কোন বচনের সামঞ্জস্যের জন্য বেধনীর ন্যায় বেধনী এরূপ অর্থেও বেধনী পদ সিদ্ধ হয়। ক্বিপ্ দ্বারা প্রয়োগ অন্যত্রও দেখা যায়। ইহাতে কি আপত্তি হইতে পারে অথবা একাদশী প্রকরণ প্রাপ্তি হেতু 'সা'-পদে তাহার পরামর্শই সরল হয়। তাই এমতাবস্থায় একাদশীকেই কপালবেধনী বলা অর্থই সুষ্ঠু, লেখকেই ভ্রান্ত মনে হয়। আর সেই বচনে বিন্দুমাত্রক অনুস্বার ছিল না কে বলিতে পারে, তাহাই একাদশীর বিশেষণ হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে অনেক প্রকার বেধের কথা আছে তাহা কেহ অস্বীকার করিবে না, তাহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কি হইল? যাহাদের একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণই প্রমাণ তাহাতে যাহার উল্লেখ নাই বা তদনুকূল নহে, তাহা সবই পালনীয় কেন হইবে? ভগবান্ কাহাকে কোন্ প্রসঙ্গে কি বলিয়াছেন তাহা জানার আবশ্যক না হইলেও জানিতে হইবে তাহার কি কথা আছে? সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা কেহ হয় না; ভগবান বুদ্ধও অনেক কথা বৌদ্ধদের বলিয়াছেন, তাহা কি আর্য্যদের মান্য করিতে হইবে? তাহাকে উপধর্ম্ম বলা হইয়াছে, বেদবাহ্যও বলা হইয়াছে। অনেক বেধ বলেছেন, তাহার মধ্যে সম্প্রদায়ানুসারে একটি পালন করিলেও তাহার মর্য্যাদা দেওয়া হইয়া থাকে।

মূল শ্লোকেই অর্দ্ধরাত্রবেধ উল্লেখ করিয়া নিরসনের কথা বলা আছে, "ন চ তন্মম মতং" কথাই প্রমাণ। তাহাতে অরুণোদয়-বেধ খণ্ডন হইতে পারে না। প্রাতঃসঙ্কল্প বেধহীন একাদশীতে আর অর্দ্ধরাত্র-সঙ্গদোষ-

দুষ্ট একাদশীতে ৪ প্রহরান্তে অথবা সায়ংকালে সঙ্কল্প-ব্যবস্থাভেদই তাহারই জন্য করা। একাদশী লাগা হইতে ৪ প্রহরান্তে দ্বিপ্রহরে বা বিকালে করা সম্ভব নয়, তাই প্রমাণও দেখাইলেন “তস্মাৎ দিনকার্য্যমশেষেণ কুর্য্যাৎ বৈ রজনীমুখে।” এজন্যই হরিজাগরণ ও পূজাদি রাত্রেই বিশেষ বিহিত হইয়াছে। যাহারা দ্বাদশীর প্রাতঃকালে সঙ্কল্প করেন তাহারা অযথা সন্ধ্যাকালকে ত্যাগ করায় তৎশাস্ত্রবিধান লঙ্ঘনই করেন। ৪ প্রহরান্তে সম্ভাব্য কালই তাহার মুখ্য কাল। একাদশীর প্রাতঃকালে ৪ প্রহর ত্যাগ হয় না বলিয়াই তদন্তে প্রথম কাল সন্ধ্যা বিহিত। বিহিতকালে অশৌচ পাত হইলে যেমন তদন্তদিনেই ত্যাগ করিতে হয়, তারপরে পতিত হইয়া যায়, সেরূপ এখানেও বুঝিতে হইবে। এস্থলেই টীকাকার বলিলেন, ইহাতে অর্দ্ধরাত্রবেধের মর্য্যাদাও রক্ষিত হইল। ইহাই যুক্তিযুক্ত।

“দ্বাদশী দশমীযুক্তা” বচনে যোগ শব্দের পারিভাষিক অর্থ করিলে সূর্য্যোদয় বেধই আসে, তাহাতে অর্দ্ধরাত্র ত্যাগের প্রশ্নই উঠে না। অরুণোদয়-বেধ যদি অর্দ্ধরাত্র-বেধ দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া যায়, তবে তাহার জন্য এত অত্যধিক প্রমাণ উপন্যাস নিরর্থক হইয়া যায়। তাহা হইলে গ্রন্থকার অর্দ্ধরাত্র বেধের ২।১ টী বচনমাত্রই উল্লেখ করিতেন না।

সেই প্রসঙ্গেই ৩৪৬ শ্লোকে অরুণোদয়-বেধকেই ত্যাজ্য বলিলেন। গৌণ বচনে অর্দ্ধরাত্রকে অতিক্রম করিয়া থাকিলে দ্বাদশীতে উপবাস করিবে বলিলেন। ইহাতে বিদ্ধা শব্দ নাই ত্যাজ্যা শুদ্ধা একাদশীও সময়ে হইয়া থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বচনেও কেহ কেহ বেধ মনে করেন বলায় ইহা সর্ব্ববাদি সিদ্ধ নয় ইহা স্পষ্টই বুঝাইলেন। পাদ্মবচনেও স্পর্শ করিতে পারে সম্ভাবনাই দেখাইলেন এবং তাহার হেতুও পক্ষবৃদ্ধি দিলেন। পক্ষবৃদ্ধি না হইলে দশমী বৃদ্ধির সম্ভাবনাও কম ; কাজে তদনুরোধেই দ্বাদশীতে উপবাসই বলিলেন এবং তাহারই পোষকরূপে বেধহীন একাদশীও অগ্রতোবৃদ্ধিগামী তিথিতে ত্যাজ্যা হয়, বেধযুক্তের কি কথা—ইহাই দেখাইলেন মাত্র। ইহাতেই অর্দ্ধরাত্রবেধ স্বীকার করা হয় না। যদা ও যৎ পাঠে কোন সিদ্ধান্তভেদ আমাদের মতে হয় না। বরং তাহার মতে যদি একাদশী কপালবেধনী না হয়, দশমীই হয়, তবে একাদশী শুদ্ধা হওয়ায় অপক্ষবৃদ্ধিস্থলে তাহার ত্যাগের জন্য ভিন্ন পাঠ স্বীকার করিতে হয়, ইহা দৃষ্টই।

তুষ্যতু ন্যায়ে অর্দ্ধরাত্রবেধকে বেধ বলিলেও তাহার ত্যাগের কোন বিশেষ বচন অথবা ত্যাগ না করিলে কোন দোষশ্রুতি গ্রন্থকার দেখান নাই, বরং টীকাকার অন্যোক্ত সে-সব বচনের অমূলকত্বই পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনুল্লেখ হেতু স্বীকার করায় অর্দ্ধরাত্রবেধ খণ্ডনই তাহার মতস্থাপন নয়—ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়সিদ্ধ মত।

গোস্বামী নূতন কোন পদ অধ্যাহার করেন নাই। কেষাঞ্চিৎ শব্দ অধ্যাহার পূর্ব্বপ্রাপ্ত। দ্বিতীয়তঃ ইত্যাহুঃ শব্দে ন্যায় শাস্ত্রেও পরমতবিশেষ বুঝায়—ইহাও সুপ্রসিদ্ধ কথা। লেখকের অযথা অধ্যাহার করায় দোষ দেওয়াটাই অযথা হইয়াছে। ইহার ব্যাসসম্মতপর বচনই প্রমাণ দিয়াছে। তাই তন্মতানুযায়ী গোস্বামীও প্রমাণ বলিতে পারেন না। ইহাতে ব্যাস ভ্রান্ত হইলে তবেই তিনি ভ্রান্ত হইবেন, নচেৎ লেখকপক্ষই ভ্রান্ত বলিতে হয়।

(ক্রমশঃ)

—অধ্যাপক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ, বি,এ, অনার্স
নবদ্বীপ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ

সিউড়ীতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যদেব

ভারতের সুপ্রসিদ্ধ সনাতন ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি ও আচার্য্য পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ সিউড়ী চাঁদনীপাড়া নিবাসী শ্রীযুত উমাপদ সাধু মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে কৃপাপূর্ব্বক বিগত ২১।৬।৬৭ তাং এ সিউড়ীতে শুভপদার্পণ করেন। কয়েকদিন যাবৎ স্থানীয় শিক্ষিত ভক্ত জনগণ তাঁহার দর্শনলাভ ও তন্মুখ-নিঃসৃত গভীর দার্শনিক তত্ত্ব ও বিচারপূর্ণ উপদেশাদি শ্রবণ করিয়া বিশেষ উপকৃত হন ও নিজদিগকে সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান করেন।

গত ২৪শে জুন শনিবার স্থানীয় শিক্ষাবিদ্ ও আইনজীবিগণের বিশেষ আগ্রহে সভাপতি-স্বামীজী মহারাজ বার্ লাইব্রেরীতে বেলা ৯টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আইনজ্ঞগণের কর্ত্তব্য বিষয়ে এক সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। বক্তৃতাকালে তিনি আরও জানান, যে অন্যায় দুর্নীতি আজ সমগ্র দেশকে অধঃপাতিত করিয়াছে

তাহা অবশ্যই দূরীভূত করিতে হইবে, শিক্ষার ধারার আমূল পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়; আইন-শাসন-শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইলে ধর্ম্মীয় চিন্তাধারা ও আদর্শবাদ স্থাপনের প্রয়োজন, নিরীশ্বর শিক্ষায় আজ জগৎ অধোগতি বরণ করিয়াছে। প্রাচীন ঋষিগণের শিক্ষা-দীক্ষায় পুনরায় আস্থা স্থাপন করিতে ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে এ দুরবস্থার অবসান হইতে পারে ইত্যাদি।

এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বারের পক্ষ হইতে প্রবীণ উকিল শ্রীযুত দিলীপ-চাঁদ মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট প্রস্তাব করেন,—বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আইনজীবিগণের কর্ত্তব্য বিষয়ে লিখিত বক্তব্য বার্ এসো-সিয়েশনকে জানাইলে তাঁহারা এসম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

অতঃপর শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম গত ২৫শে ও ২৬শে জুন (রবি ও সোমবার) দিবসদ্বয় স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট লাইব্রেরীতে (District Library) "বর্ত্তমান পরিস্থিতি ও সনাতন ধর্ম্ম", "বৈষ্ণব সাহিত্য ও সংস্কৃতি" সম্বন্ধে রাত্র ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত তাঁহার চিন্ময়প্রকৃতিগত ওজস্বিনী ভাষায় অনিত্যধর্ম্মের সহিত সনাতন ধর্ম্মের পার্থক্য ও সনাতন ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মনোজ্ঞ হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে এ্যাসিষ্টেণ্ট লাইব্রেরীয়ান্ শ্রীযুত গৌরাঙ্গশান্তি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সিউড়ীবাসী ও ডিষ্ট্রীক্ট লাইব্রেরীর পক্ষ হইতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতার উচ্চ প্রশংসা করেন ও তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ কামনা করেন এবং যাহাতে এইরূপ ধর্ম্মতত্ত্বের নিছক সত্য কথা তাঁহারা সর্ব্বকালেই শ্রবণের সুযোগ পান সেইরূপ প্রার্থনা জানান। উভয় দিবসেই শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতাবলী Tape Recorder যন্ত্রে গ্রহণ করা হয়। সময় সুযোগমত উহাও জনসাধা-রণের অবগতির জন্য পরে প্রচারিত হইতে পারিবে। —**নিজস্ব-সংবাদ**

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মন্ত্রী

শ্রীযুত চারুমিহির সরকার

গত ২০ শে শ্রাবণ, ৬ই আগষ্ট রবিবার **পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুত চারুমিহির সরকার** মহাশয় সস্ত্রীক সদলবলে **নবদ্বীপে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে** মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকার সময় আগমন করেন। তিনি নবদ্বীপের অবস্থা পরিদর্শনে এই দিনই সকালে আসিয়াছিলেন। দুই একটি স্থানে বক্তৃতা করিয়া মধ্যাহ্নে তিনি সস্ত্রীক সদলবলে উক্ত মঠের আতিথ্য গ্রহণ করেন। বিনম্রভাবে শ্রীবিগ্রহগণের মাধ্যাহ্নিক ভোগারতি দর্শন করিয়া মঠের আচার্য্যপাদপদ্মকে ভক্তিপূর্ণভাবে সস্ত্রীক ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎ প্রণাম জ্ঞাপন করেন এবং অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দকেও যথাযথ অভিনন্দন জানান। তদন্তর শ্রীবিগ্রহগণের প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত বহু হরিকথা আলোচনা করেন। দেশের উন্নতি বিধানে কি শিক্ষা, কি রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই ধর্ম্মশিক্ষার যে একান্ত প্রয়োজনীয়তা তাহা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কীর্ত্তন করেন এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অন্তরের সহিত তাহা স্বীকার করেন। তিনি মঠের বিবিধ পারমার্থিক কার্য্যাবলীর সম্বন্ধেও আলোচনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে স্কুলে ও সংস্কৃত টোলে ১৭ জন ছাত্র সম্পূর্ণ বিনা ব্যয়ে (আহার, বাসস্থান, মাহিনা, বস্ত্রাদি প্রভৃতি) মঠের দায়ত্বে শিক্ষালাভ করিতেছে, এখানে দাতব্য চিকিৎসালয়েও দৈনিক শতাধিক রোগী বিনা ব্যয়ে চিকিৎসিত হয় এবং সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ৬৫ জন প্রত্যহ প্রতিবেলায় এখানে প্রসাদ পান—এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তিনি বলেন যে আপনারাই সমাজের ও দেশের প্রকৃত সেবা করিতেছেন। অতঃপর কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তিনি সদলবলে সস্ত্রীক এখান হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। **—নিজস্ব সংবাদ**

প্রচার-প্রসঙ্গ

মণিপুর রাজ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচার্য্য শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের বাণী বিপুল উৎসাহের সহিত উচ্চতানে নিনাদিত করিয়া শ্রীপাদ হরিহর ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু ব্রজবাসী শ্রীপাদ লক্ষ্মণদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীনিত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে ৫ই জুলাই তারিখে আসামের কাছাড় জিলাব সদর শিলচরের নিকটবর্ত্তী কুম্ভীরগ্রাম বিমানবন্দর হইতে বিমানযোগে ভারতের পূর্ব্বপ্রান্ত মণিপুর রাজ্যের রাজধানী ইম্ফলের থাঙ্গল বাজারস্থ মাননীয় শ্রীযুত রবীন্দ্র কুমার দাস মহাশয়ের গৃহে গমন করেন।

শ্রীপাদ স্বামীজী মহারাজ ৫ই জুলাই হইতে ২১শে জুলাই পর্য্যন্ত সপ্তদশদিবসব্যাপী উক্ত শহরের থাঙ্গাল বাজারস্থ মাননীয় শ্রীযুত রবীন্দ্র-কুমার দাস, উরীপোকনিবাসী শ্রীযুত রাধিকামোহন দে, ধর্ম্মশালা রোডস্থ শ্রীযুত বসন্তকুমার দাস, শ্রীযুত মনোরঞ্জন দাস, থাঙ্গাল বাজারস্থ শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ হালদার, শ্রীযুত হৃদয়রঞ্জন দাস, মন্ত্রীপুকরস্থ শ্রীযুত রাধা-বিনোদ বণিক ও পাওনা বাজারস্থ Modern Photo Stores-এর প্রোপ্রাইটর শ্রীযুত নারায়ণ শর্ম্মা (মণিপুরী) প্রভৃতি ভক্ত মহোদয়গণের বাসভবনে শ্রীব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রালোচনা ও ছায়াচিত্র মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে শ্রীহরিভক্তির কথা প্রচার করেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির এই প্রচারে ইম্ফলবাসী একাধারে মণিপুরী বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী ও মাড়ওয়ারী প্রভৃতি সকল জনসাধারণ অকুণ্ঠ সহযোগিতা করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহারা সমিতির ধন্যবাদার্হ।

শ্রীপাদ স্বামীজী মহারাজ মাসত্রয়ব্যাপী যথাক্রমে আসাম, ত্রিপুরা ও মণিপুর রাজ্য বিপুল পরিমাণে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করিয়া দুর্গম পাহাড়সঙ্কুল নাগাল্যাণ্ড ও তৎরাজধানী কোহিমা অতিক্রম-পূর্ব্বক গৌহাটী হইয়া গত ২৫শে জুলাই, মঙ্গলবার দিন সমিতির মূল-কেন্দ্র শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে সদলবলে উপস্থিত হইয়া পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম বন্দনা করেন।

—শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৯শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৭৪ { ৮ম সংখ্যা

ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ
কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥
অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৯শ বর্ষ | অনিরুদ্ধ, ৩০ পদ্মনাভ, ৪৮১ গৌরাব্দ
বুধবার, ৩১ আশ্বিন, ১৩৭৪ ; ইং ১৮।১০।১৯৬৭ | ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীলরূপ-গোস্বামি-কৃতং "শ্রীশ্রীব্রজনবযুবরাজাষ্টকম্‌"

শ্রীব্রজনবযুবরাজায় নমঃ॥

মুদির-মদমুদারং মর্দ্দয়ন্নঙ্গকান্ত্যা
বসন-রুচি-নিরস্তাম্ভোজ-কিঞ্জল্কশোভঃ।
তরুণিমতরণীক্ষা-ক্লিন্নবাল্যচন্দ্রো
ব্রজ-নবযুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কৃষীষ্ট॥ ১॥

যিনি অঙ্গকান্তিদ্বারা নবীন মেঘের মদগর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছেন ও যিনি বসনকান্তিদ্বারা পদ্মের কিঞ্জল্ক শোভা তিরস্কার করিতেছেন এবং যাঁহার নবযৌবনরূপ সূর্য্য দর্শনে বাল্যাবস্থারূপ চন্দ্র ক্ষীণকান্তি হইতেছেন, সেই ব্রজ-নবযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ আমার বাঞ্ছিত পূর্ণ করুন॥ ১॥

পিতুরনিশমগণ্য-প্রাণনির্ম্মঞ্ছনীয়ঃ
কলিততনুরিবাদ্ধা মাতৃবাৎসল্যপুঞ্জঃ।

অনুগুণ-গুরুগোষ্ঠী-দৃষ্টি-পীযূষবর্ত্তি-
ব্রজ-নবযুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কৃষীষ্ট ॥ ২ ॥

পিতা নন্দমহারাজ প্রতিনিয়ত যাঁহাকে যথাশক্তি নির্ম্মঞ্ছন করেন এবং জননী যশোদার নিকটে যিনি সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ বাৎসল্য-রস-স্বরূপ এবং পিতামাতার ন্যায় মাননীয় যে-সমস্ত গুরুজন তাঁহাদিগের দৃষ্টির যিনি অমৃতশলাকাস্বরূপ, সেই ব্রজ-নবযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ আমার বাঞ্ছিত পূর্ণ করুন ॥ ২ ॥

অখিলজগতি জাগ্রন্মুগ্ধ-বৈদগ্ধ্যচর্য্যা-
প্রথম-গুরুরুদগ্রস্থামবিশ্রামসৌধঃ।
অনুপম-গুণরাজি-রঞ্জিতাশেষবন্ধুঃ
ব্রজ-নবযুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কৃষীষ্ট ॥ ৩ ॥

অতি মনোজ্ঞ নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি কলা, যাহা নিখিল জগতে জাগরূক রহিয়াছে, ঐ সমস্ত শিক্ষার যিনি প্রথম গুরুস্বরূপ, যিনি অত্যুন্নত পরাক্রমের সুখবিশ্রামস্থান এবং যিনি অনুপম গুণকলাপ দ্বারা বন্ধুবান্ধবদিগকে অনুরঞ্জিত করিতেছেন, সেই ব্রজ-নবযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন ॥ ৩

অপি মদনপরার্দ্ধৈর্দুষ্করং বিক্রিয়োর্ম্মিং
যুবতিষু নিদধানো ভ্রূধনুর্ধূননেন।
প্রিয়-সহচর-বর্গ-প্রাণ-মীনাম্বুরাশিঃ
ব্রজ-নবযুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কৃষীষ্ট ॥ ৪ ॥

পরার্দ্ধপরিমিত কন্দর্পেরও অসাধ্য ভ্রূ-শরাসন চালনা করিয়া যিনি যুবতীগণের হৃদয়ে বিকারতরঙ্গ বিস্তার করিতেছেন এবং যিনি প্রিয়সহচর বর্গের প্রাণমীনের সমুদ্র-স্বরূপ ॥ ৪ ॥

নয়ন-সৃণিবিনোদ-ক্ষোভিতানঙ্গনাগো-
ন্মথিতগহন-রাধাচিত্তকাসারগর্ভঃ।
প্রণয়-ভরমরন্দাস্বাদ-লীলাষড়ঙ্ঘ্রি-
ব্রজ-নবযুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কৃষীষ্ট ॥ ৫ ॥

যিনি কটাক্ষাঙ্কুশপাতে ক্ষুব্ধ অনঙ্গ হস্তিদ্বারা শ্রীরাধিকার দুরবগাহ

চিত্ত-সরোবরকে আলোড়িত করেন এবং শ্রীরাধিকার প্রণয়-রসপানে যিনি ভ্রমরস্বরূপ, সেই ব্রজনবযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন ॥ ৫

অনুপদমুদয়ন্ত্যা রাধিকা-সঙ্গ-সিদ্ধ্যা
স্থগিত-পৃথুরথাঙ্গ-দ্বন্দ্বরাগানুবন্ধঃ।
মধুরিম-মধুধারা-ধোরণীনামুদন্বান্
ব্রজ-নবযুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কৃষীষ্ট ॥ ৬ ॥

ইচ্ছা করিলেই শ্রীরাধিকার সঙ্গলাভ হয়, এজন্য নিশাবিরহি চক্রবাক্ যুগলের পরস্পরনিবদ্ধ উৎকৃষ্ট প্রেমকেও যিনি তিরস্কার করিতেছেন অর্থাৎ তাহারা রাত্রিকালে পরস্পর বিরহিত থাকায় ইচ্ছামাত্রেই মিলিত হইতে পারে না কিন্তু ইহাঁরা সর্ব্বদাই যুগলভাবে অবস্থান করেন, এবং যিনি মাধুর্য্যরূপ মধুপ্রবাহের সমুদ্র-স্বরূপ, সেই ব্রজ-নবযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন ॥ ৬ ॥

অলঘু-কুটিলরাধা-দৃষ্টিবারী-নিরুদ্ধঃ
ত্রিজগদপরতন্ত্রোদ্দামচেতোগজেন্দ্রঃ।
সুখ-মুখরবিশাখা-নর্ম্মণা স্মেরবক্ত্রো
ব্রজ-নবযুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কৃষীষ্ট ॥ ৭ ॥

ত্রিজগতে কেহই যাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারে না, ঈদৃশ অতিপ্রবল যাঁহার চিত্তহস্তী শ্রীরাধিকার কুটিল কটাক্ষরূপ বারী (গজবন্ধন শৃঙ্খল) দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়াছে এবং যিনি নর্ম্ম বাক্যালাপে অতিশয় মুখরা বিশাখার পরিহাসবাক্য শ্রবণে মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত হয়েন, সেই ব্রজনবযুবরাজ আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন ॥ ৭ ॥

ত্বয়ি রহসি মিলন্ত্যাং সম্ভ্রম-ন্যাসভুগ্না-
প্যুষসি সখি তবালী মেখলা পশ্য ভাতি।
ইতি বিবৃত রহস্যৈর্হ্রেপয়ন্ সুষ্ঠু রাধাং
ব্রজ-নবযুবরাজঃ কাঙ্ক্ষিতং মে কৃষীষ্ট ॥ ৮ ॥

হে বিশাখে ! হে সখি ! তুমি যাহা নির্জ্জনে গাঁথিয়া তোমার সখী শ্রীরাধিকাকে সাজাইয়া দিয়াছিলে, অদ্য তিনি মেঘোপরি বিদ্যুতের ন্যায় আমার উপর দৌরাত্ম্য করায় ঐ দেখ সেই কাঞ্চী (চন্দ্রহার) ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন, এইরূপ রহস্য-কৃত চরিত্র প্রকাশ করিয়া যিনি

প্রাতঃকালে শ্রীরাধিকাকে লজ্জিত করিতেছেন, সেই ব্রজ-নবযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করুন ॥ ৮ ॥

ব্রজ-নবযুবরাজস্যাষ্টকং তুষ্টবুদ্ধিঃ
কলিতবরবিলাসং যঃ প্রযত্নাদধীতে।
পরিজন-গণনায়াং নাম তস্যানুরজ্যন্
বিলিখতি কিল বৃন্দারণ্য-রাজ্ঞী-রসজ্ঞঃ ॥ ৯ ॥

যিনি তুষ্টমানসে যত্নপূর্ব্বক অনুরাগী হইয়া ব্রজ-নবযুবরাজ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ এই পদ্যাষ্টক পাঠ করেন, বৃন্দাবনরাজ্ঞী শ্রীরাধিকার প্রণয়-রসজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে তাঁহার নাম উল্লেখ করেন ॥ ৯ ॥

সাধুসঙ্গের দূরে অবস্থিতের মঙ্গলোপায়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর
ইং ২২।১২।২৭

* * *

আপনার একখানি পত্র * * নিকট হইতে গতকল্য পাইয়াছি। ইতঃ-পূর্ব্বে অনেকদিন হইল, আর একখানি পত্র পাইয়াছিলাম, পশ্চিমপ্রদেশে যাইবার পূর্ব্বেই। নানাস্থানে ভ্রমণের জন্য সেই পত্রের উত্তর যথাকালে দিতে পারি নাই। পশ্চিমদেশের বিভিন্নস্থানে উৎসবের কথা 'গৌড়ীয়ে' ও ভক্তগণের মুখে শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। সর্ব্বত্রই শ্রীমহাপ্রভুর কথা ভাললোক মাত্রেই শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। * *

শ্রীনবদ্বীপধাম ভগবদ্ভক্তগণের পরম আদরের ক্ষেত্র। এই ধামের সর্ব্বত্রই ভগবৎস্মৃতির উদয় হয়। তজ্জন্য বিশেষ ইচ্ছা হয় যে, এখানে আরও কিছুদিন বাস করি। অন্যত্র হরিসেবার জন্য আমাকে প্রয়োজন হইলে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যাইতে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু পরম দয়াময়, সেইজন্য কলিকাতার মত স্থানেও বহু ভক্তগণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠে সর্ব্বদাই হরিকথা ও সকলেই হরিসেবা-প্রমত্ত। তাঁহাদের সঙ্গ আমার শেষজীবনে শ্রীপরীক্ষিৎ রাজার ভাগবত-শ্রবণের ন্যায় সর্ব্বতো-ভাবে বরণীয়। যেখানে হরিকথা নাই, সে-স্থল যতই আত্মীয়-স্বজনবেষ্টিত

হউক না কেন, যতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, আমার অন্তিমকালে সেই সকল স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়। ভগবানের কৃপায় সর্ব্বত্র মঠাদিতে ভগবৎ-সেবাপ্রবৃত্তি দেখিয়া মহাপ্রভুর করুণার কথা চিন্তা করি। কোথায় বিষয়-রসের উপাদেয়তায় জীবন কাটাইতেছিলাম; সেই সঙ্গের পরিবর্ত্তে আজ কিনা আমার নানা গন্তব্য স্থানে শ্রীভগবৎ-সেবা ও ভক্তগণের সঙ্গলাভ ঘটিতেছে। এইরূপ ভাবে জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটাইয়া দিলে আমরা হরি-বিমুখ হইয়া ক্লেশময় জীবন-যাপন করিব না।

আপনি * * * ভগবৎ-সেবায় উন্মুখ হরিভজন-পরায়ণ জনগণের নিকট অধিক হরিকথা শুনিতে পাইতেছেন না, তজ্জন্য ভাগ্যের প্রশংসা করেন নাই বটে, কিন্তু আপনার সর্ব্বক্ষণ হরিসেবা-প্রবৃত্তি আপনাকে অন্যের সঙ্গ হইতে পৃথক্ রাখিতেছে। সর্ব্বদা 'গৌড়ীয়' এবং ভক্তগণের গ্রন্থাদি নিজে নিজেই পাঠ করিবেন, তাহা হইলেই ভক্তদিগের মুখে হরিকথা শ্রবণ-ফললাভ ঘটিবে।

যদিও এই পৃথিবীতে অপ্রাকৃত রাজ্যের বহু ভক্তের সাক্ষাৎকার আমরা লাভ করি না, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের ভক্তগণের কথোপকথন ও লীলাকথা গ্রন্থরূপে ও শব্দরূপে নিত্যকাল বর্ত্তমান আছে বলিয়া আমাদের জাগতিক ক্লেশে তাদৃশ কষ্টের অনুভূতি হয় না। আমরা যদি অপ্রাকৃত রাজ্যের কথায় এখানে বাস করি, তাহা হইলে তাদৃশ স্মৃতি আমাদিগকে জাগতিক কষ্ট হইতে তফাৎ রাখে।

যেখানেই থাকুন, ভগবৎ-কথা আপনাকে ছাড়িয়া যাইবে না। সাংসারিক সকল কথার মধ্যেই ভগবানের স্মৃতি ও ভগবদ্ভক্তির কথা বুঝিতে পারিবেন। ভগবানের ইচ্ছা হইলে পুনরায় এতৎ-প্রদেশে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ উপস্থিত হইবে। তখন পুনরায় হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইবেন। ভগবান্ যে-অবস্থায় ভক্তগণকে রাখিয়া সুখী হন, সেই অবস্থায়ই বাস করিয়া নিজের দুঃখাদি ভুলিয়া থাকাই উচিত।

ভগবানের কথা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, ভক্তগণের অলৌকিক চরিত্র, সাধারণ সংসারের লোকেরা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। হৃদয়ে

ভগবানের সেবা-প্রবৃত্তি উন্মেষিত হইলেই সকল অবস্থাতেই হরিস্মরণ হইয়া থাকে।

আপনি পারত্রিক মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টাবিশিষ্টা, সুতরাং গ্রন্থরূপে ভগবান্ তাঁহার কথা সকল আপনার হৃদয়ে প্রকাশিত করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে যে,

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ।"

আমাদের পরীক্ষার জন্য ভগবান্ সর্ব্বদাই জগতের অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন। **প্রত্যেক বস্তুর অপর পারে তাঁহার আবির্ভাব লক্ষ্য করিলেই আমাদের আপাত-প্রতীতি কাটিয়া যায়।**

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"

তাদৃশ ভাগ্য আমাদের কবে উদয় হইবে, যেদিন আমরা সর্ব্বত্র শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমনে এবং তাঁহার অনুসরণে নিযুক্ত হইয়া ভক্তিপথের যাত্রী হইব।

ভগবানের পরীক্ষার স্থল এই পৃথিবী অর্থাৎ সংসার। **এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে হরিজনগণের কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে হয়,** সেই কীর্ত্তন গ্রন্থমুখে আপনি শুনিতেছেন, সুতরাং আপনার কোন অভাবের মধ্যে অবস্থিতি মনে করা উচিত নহে।

হিরণ্যকশিপু একদিন ভূমণ্ডলে ভগবান নাই স্থির করিয়াছিলেন এবং প্রহ্লাদের সহিত নানা বিরুদ্ধযুক্তি ও চেষ্টা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীনৃসিংহদেব স্তম্ভের মধ্য হইতে প্রকটিত হইয়া হিরণ্যকশিপু এবং সমগ্র জগতের মঙ্গলবিধান করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বত্রই ভগবদ্দর্শন করেন, আর ভগবদ্বিদ্বেষী সর্ব্বত্রই ভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারে না।

মধ্যবর্ত্তি-স্থানে আমরা অবস্থিত হইয়া একবার হরিসেবায় রুচি দেখাই, পরক্ষণেই আবার বিষয়ভোগে ব্যস্ত হই। হরিসেবায় প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছাক্রমেই আমাদের বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হয়। বিষয়ে তাৎকালিক সুখ ও দুঃখভোগ বর্ত্তমান, হরিসেবায় নিত্যা ভক্তি ভগবানের আনন্দবিধান করে। আমরা সেই আনন্দের উদ্দেশে সর্ব্বদা সেবাপর থাকিতে পারি।

এই বিস্তৃত পত্রপাঠে আপনার তাৎকালিক কিছু উপকার হইবে কিনা জানি না; আমি ভাষাজ্ঞানে নিতান্ত অপটু, সকলকে সব কথা বুঝাইয়া বলিতে আমার সামর্থ্য নাই বলিয়াই অনেক সময় নিস্তব্ধ থাকি।

উৎসবের পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যমঠের যে-সকল আবশ্যক, এখন সেই সকল কার্য্যাদি হইতেছে। শ্রীমহাপ্রভুর বাড়ীতে গৌর-কুণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীমান্ * * দিগের সিংহদ্বারের সহিত গৃহ প্রস্তুত হইতেছে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(শ্রদ্ধা)

১। শ্রদ্ধোদয়ে কি লাভ হয়?

"তয়া দেশিকপাদাশ্রয়ঃ।

সেই শ্রদ্ধা হইলে গুরু-পাদাশ্রয় ঘটে॥" —আঃ সূঃ ৫৯

২। কর্ম্মি-জ্ঞানীর 'শ্রদ্ধা' কি প্রকৃত 'শ্রদ্ধা' পদ-বাচ্য?

"কর্ম্মি-জ্ঞানী-জনে যারে, 'শ্রদ্ধা' বলে বারে বারে,
সেই বৃত্তি শ্রদ্ধা হইতে নারে॥
নামের বিবাদ-মাত্র, শুনিয়া ত' জ্বলে গাত্র
লৌহে যদি বলহ কাঞ্চন।
তবু লৌহ লৌহ রয়, কাঞ্চন ত' কভু নয়,
মণি-স্পর্শে নহে যতক্ষণ॥
কৃষ্ণভক্তি চিন্তামণি, তাঁর স্পর্শে লৌহ-খনি,
কর্ম্ম-জ্ঞানগত শ্রদ্ধাভাব।
হঞা যায় হেমভার, ছাড়িয়া ত' কুবিকার,
সে কেবল মণির প্রভাব॥"

—'শ্রীরূপানুগ-ভজন-দর্পণ' ৩

৩। শ্রদ্ধা কি বস্তু? শ্রদ্ধা ও শরণাগতিতে পার্থক্য কি?

"পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি-বলে সাধুদিগের মুখ হইতে হরিকথা-শ্রবণান্তর হরি-বিষয়ে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তাহাই 'শ্রদ্ধা'। শ্রদ্ধার উদয় হইতে

হইতেই একটু শরণাপত্তির উদয় হয়—'শ্রদ্ধা' ও 'শরণাগতি' প্রায় একই তত্ত্ব।"

—জৈঃ ধঃ ২০শ অঃ

৪। 'শ্রদ্ধা' কাহাকে বলে ?

"জ্ঞান, শ্রী ও কর্ম্ম—প্রয়োজন সিদ্ধির উত্তম উপায় নয় ; ভক্তিই একমাত্র বিশুদ্ধ উপায়,—এবম্ভূত শাস্ত্র-বিশ্বাসের সহিত অনন্যভক্তির প্রতি যে চিত্তবৃত্তি, তাহারই নাম—শ্রদ্ধা।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৫। শ্রদ্ধোদয়ের লক্ষণ কি ?

"শাস্ত্রার্থ-বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শাস্ত্রার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত না হইলে জীবের ভয়, তাঁহার শরণাগত হইলে আর ভয় নাই। অতএব শ্রদ্ধা জন্মিবামাত্র শরণাপত্তির লক্ষণে তাহা লক্ষিত হয়।"

—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

৬। কে কৃষ্ণের প্রসন্নতা লাভ করেন ?

"কেবল দীক্ষাদি-গ্রহণ-পূর্ব্বক ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই যে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন, তাহা নয় ; অনন্যভক্তিতে যাঁহার অনন্য শ্রদ্ধা, তিনিই প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন।"

—'ভক্তির প্রতি অপরাধ', সঃ তোঃ ৮।১০

৭। কোন্ পর্য্যন্ত ভক্তির সম্ভাবনা নাই ?

"কৃষ্ণৈকশরণ ব্যতীত অন্য সদ্গুণ হইলেও যে-পর্য্যন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধা না হয়, সে-পর্য্যন্ত ভক্তি হইবে না।"

—'সদ্গুণ ও ভক্তি', সঃ তোঃ, ৫।১

৮। শ্রদ্ধা কয় প্রকার ? তাহারা কি কি অধিকার উৎপন্ন করে ?

"বৈধী শ্রদ্ধা যেরূপ বৈধী ভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে, লোভময়ী শ্রদ্ধাও সেইরূপ রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে।"

—জৈঃ ধঃ ২১শ অঃ

৯। কাহাদের শ্রদ্ধা নাই ?

"যাঁহাদের সুকৃতি নাই, তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই। অধিক করিয়া বলিলেও তাঁহারা কোন প্রকারে বুঝিবেন না।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

১০। কাহারা আচার্য্যগণের উপদেশের মর্ম্ম অনায়াসে বুঝিতে পারেন ?

"যাঁহাদের সুকৃতি-অনুসারে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে, কৃষ্ণ-কৃপায় তাঁহাদের কিয়ৎ পরিমাণে বুদ্ধিযোগ উদয় হয়। সেই বুদ্ধিক্রমে আচার্য্যদিগের উপদেশের মর্ম্ম অনায়াসে তাঁহারা বুঝিতে পারেন।"

—'সঙ্গত্যাগ,' সঃ তোঃ ১১।১১

১১। কৃষ্ণকীর্ত্তনের একমাত্র যোগ্যতা কি?

"কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে শ্রদ্ধাই একমাত্র অধিকার, তাহাতে অন্য কোন বিচার নাই।" —'নামগ্রহণ-বিচার,' হঃ চিঃ

১২। শ্রদ্ধা কি ভক্তির অঙ্গ নহে?

"শ্রদ্ধা ভক্তির 'অঙ্গ' নয়, কিন্তু অনন্যভক্তির অধিকারী ব্যক্তির কর্ম্মাধিকার-নিবারক বিশেষণ মাত্র।" — 'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯

১৩। নির্গুণ-উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা বা ভক্তিলতাবীজ কি?

"সাধুসঙ্গ-ক্রমে এই শ্রদ্ধা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শ্রদ্ধা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুলতাও বাড়িয়া উঠে। তখন কি উপায়ে জীব শ্রীভগবানের চরণ পাইবেন, তাহারই অন্বেষণে যত্নবান্ হয়েন। তখন তিনি প্রথমেই দেখিতে পান, তিনি অনর্থের একান্ত বশীভূত ও তাঁহার স্বভাব সুপ্ত। তিনি তখন কোন বিগত-অনর্থ, জাগ্রৎ-স্বভাব সাধুর পদাশ্রয় করত একনিষ্ঠ হইয়া ভজন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। শ্রদ্ধার এই অবস্থার নামই দৃঢ় বা নির্গুণ-উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা। ইহাই 'ভক্তিলতাবীজ'।" —'শ্রদ্ধা', সঃ তোঃ ৯।৫

১৪। ভক্তসেবা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যে 'শ্রদ্ধা', তাহা কি প্রকৃত শ্রদ্ধা?

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।"—(ভাঃ ১১।২।৪৭) শ্লোকে যে 'শ্রদ্ধা' শব্দ আছে, তাহা **শ্রদ্ধাভাস** মাত্র; কেন না, ভগবদ্-ভক্তকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃষ্ণ-পূজায় যে শ্রদ্ধা, তাহা প্রকৃত-শ্রদ্ধার ছায়া বা প্রতিবিম্ব —তাহা কেবল পরম্পরাগত লৌকিকী শ্রদ্ধা মাত্র, অনন্যভক্তিতে যে অপ্রাকৃত-শ্রদ্ধা তাহা নয়; সেই ভক্ত্যাভাসের শ্রদ্ধা ও পূজা প্রাকৃত।"

—জৈঃ ধঃ ২৫ অঃ

—জগদ্‌গুরু শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর

গৃহব্রতীর তামসী গতি

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৫ পৃষ্ঠার পর)

রক্তনেত্রে ভয়ঙ্কর যমদূতদ্বয়।
মৃত্যুকালে ক্রোধভরে উপস্থিত হয়॥
মুমূর্ষু জীব দেখি' সে-মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
ভয়েতে তাহার অঙ্গ কাঁপে থরথর॥

যমপাশ-বন্ধনে অতি ভীত হইয়া।
মলমূত্র ত্যাগ করে কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
যেমন রাজপুরুষে পাশবদ্ধ করি।
দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে লইয়া যায় ধরি॥

সেইরূপ ধর্ম্মরাজের কিঙ্করদ্বয়।
বান্ধিয়া গলদেশেতে দীর্ঘ পথে যায়॥
যমদূতগণ যবে করে তিরস্কার।
শুনিয়া বিদীর্ণ হয় হৃদয় তাহার॥

পথে কুক্কুর সকল তাহারে ভক্ষণ করে॥
সর্ব্বদেহ হতে দরদরে রক্ত ঝরে॥
আহা কি কহিব সে যাতনা অতিশয়।
পূর্ব্ব পাপস্মরণে জীব বড় দুঃখ পায়॥

ক্ষুধায় পীড়িত তপ্ত সূর্য্যের কিরণ।
পানীয় জল নাহি, নাহি বিশ্রাম-স্থান॥
অতি কষ্টেতেও পাপী চলিতে না পারে।
ক্রোধে যমদূত পৃষ্ঠে কশাঘাত করে॥

মার খেয়ে হয় তার পদস্খলিত।
মধ্যে মধ্যে বারম্বার হয় ত মূর্চ্ছিত॥
যম-সদনের পথ অন্ধকারময়।
পাপবহুল স্থানেতে পাপী নীত হয়॥

নিরানব্বই সহস্র যোজন সে পথের প্রমাণ।
যে পথে যমালয়ে পাপী হয় আগুয়ান ॥
দুই তিন মুহূর্ত্ত মধ্যে যমদূতে।
টেনে লয়ে যায় তারে না দেয় হাঁটিতে ॥
জীব গিয়া দেখে পাপীর শাস্তি হয় কত।
জ্বলন্ত অঙ্গারে কারো গাত্র বেষ্টিত ॥
কোথা বা অপরের দ্বারা কোথা বা আপন।
নিজ মাংস ছিন্ন করি করিছে ভোজন ॥
যমঘরে কুক্কুর গৃধিনী যত ছিল।
টানে তারা প্রাণ থাকিতে নাড়ী সকল ॥
সর্প বৃশ্চিক-দংশনে বড় জ্বালাময়।
কৃষ্ণ না ভজিয়া জীব কত শাস্তি পায় ॥
দুর্ভাগা জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল।
খণ্ড খণ্ড করি ছেদন করে কেবল ॥
বিষ্ঠাগর্ত্ত মধ্যে কোন পাপী রুদ্ধ হয়।
পর্ব্বত-চূড়া হইতে কাহাকে বা ক্ষেপণ করয় ॥
জীবের পাপসংসর্গ জন্যই নির্ম্মিত।
অন্ধতামিস্র রৌরবাদি নরক যত ॥
পুরুষ কিম্বা নারী মৃত ব্যক্তিকে ধরি।
যমদূত নরকে ফেলে ক্রোধ ভরি ॥"
"শুন মাতা" কহেন কপিল ভগবান্।
"বর্ণিয়া থাকেন যত তত্ত্ববিদ্‌গণ ॥
এস্থানে নরক হয় স্বর্গ এস্থানেতে।
যাতনা ভোগ দেখা যায় এই জগতে ॥
কুটুম্ব ও নিজদেহ পরিত্যাগ করে।
কর্ম্মফল লয়ে জীব যমলোকে ফিরে ॥
প্রাণিহিংসা দ্বারা পুষ্ট এই স্থূল দেহ।
মৃত্যু পরে ত্যাগ করে ধন জন গেহ ॥

পাপ সম্বল করিয়া যমঘরে চলে।
যমদূত অন্ধকার নরকেতে ফেলে॥
ঐ ব্যক্তির কুটুম্ব পোষণে পাপ যত।
পরকালে ঈশ্বর কর্ত্তৃক উপস্থিত॥
গৃহমেধী ভয়ে হয় আতুরের মত।
নরক ভোগ করে হইয়া জ্ঞানহত॥
যে ব্যক্তি কুটুম্ব পালে করিয়া অধর্ম্ম।
কেবল দিনরাত খাটে নাহি জানে মর্ম্ম॥
অন্ধতামিস্র রৌরব নরক চরম।
পাপীকে লয়ে ফেলে নাহি করি মরম॥
পাপা ঘোর নরক ভোগের পর কত।
কুক্কুর ও শূকরাদি যোনি আছে যত॥
সেই সকল যাতনা ভোগ করি' লয়।
পাপক্ষয়ে পুনরায় নরদেহ পায়॥"

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—২৬)

সাক্ষাদ্ ভক্তির কথা দূরে থাকুক, ভক্ত্যাভাস দ্বারাও সর্ব্বপ্রকার পাপ-ক্ষয় হয় ও পরমপদ লাভ ঘটে। বৃহন্নারদীয় পুরাণে কথিত হইয়াছে—মদিরাপানে উন্মত্ত হইয়া কোকিল ও মানী স্ত্রী-পুরুষ দণ্ডের অগ্রভাগে পুরাতন বস্ত্রখণ্ড ধারণপূর্ব্বক এক জীর্ণ বিষ্ণু-মন্দিরে নৃত্য করার ফলে তাহাদের ধ্বজারোপণ-ব্রতের ফল-স্বরূপে বিষ্ণুপদপ্রাপ্তি হইয়াছিল। কোথাও কোথাও ভক্ত্যাভাসে মহাভক্তি প্রাপ্তির কথা আছে। বৃহন্নৃসিংহ পুরাণে উক্ত হইয়াছে—মহাভক্ত প্রহ্লাদ পূর্ব্বজন্মে কোন এক বেশ্যার সঙ্গে বিবাদকালে দৈবক্রমে শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীর দিবস উপবাস ও রাত্রি জাগরণ করিয়া পর-জন্মে ভক্ত হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মা-কৃত গর্ভোদশায়ীর স্তোত্রে উক্ত হইয়াছে—

যস্যাবতার-গুণ-কর্ম্ম-বিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তেঽনেক জন্মশমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে ॥ (ভাঃ ৩।৯।১৫)

মুমূর্ষু মানব প্রাণত্যাগকালে বিবশ হইয়া যে-ভগবানের অবতার, গুণ ও লীলাবাচক নামসকলের উচ্চারণফলে তৎক্ষণাৎ বহুজন্মসঞ্চিত পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া নিরস্তকুহক (শুদ্ধ) সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হন, আমি সেই অজ ভগবানের শরণাপন্ন হইলাম। 'অসুবিগমে' শব্দে তৎকালীন যে অশুদ্ধ বর্ণোচ্চারণ তাহাই সূচিত হইতেছে। 'বিবশ হইয়া' অর্থাৎ নিজ ইচ্ছা ব্যতীত কোন কারণে। 'অবতার-বিড়ম্বনাদি' অর্থে নৃসিংহাদি, গুণ-বিড়ম্বনানি পদে ভক্ত-বাৎসল্যাদি এবং কর্ম্ম-বিড়ম্বনানি পদে গোবর্দ্ধনধারণাদি নাম ভগল্লীলাসূচক জানিতে হইবে।

শুদ্ধ ভক্ত্যাভাসের কথা দূরে থাকুক, অপরাধক্রমে আপাত প্রতীয়মান হইয়াও ভক্ত্যাভাসের মহাপ্রভাব দৃষ্ট হয়। যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ভগবন্মন্ত্রে আত্মরক্ষাকারী কোন বিপ্রের প্রতি জনৈক রাক্ষসের উক্তি—হে ব্রহ্মন্, আমি তোমাকে ভক্ষণ করিতে আসিয়াছি বটে, কিন্তু তোমার অনুষ্ঠিত রক্ষামন্ত্র দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছি এবং তৎসংস্পর্শে আমার মনে এই ভাব উপস্থিত হইয়াছে। সেই রক্ষামন্ত্র কি তাহা জানি না এবং উহার মূল আশ্রয় কি তাহাও অবগত নহি; কিন্তু উহার সঙ্গপ্রাপ্তিফলে আমার অত্যন্ত নির্ব্বেদ হইয়াছে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে—একদা একটা স্ত্রীমূষিক শ্রীভগবন্মন্দিরস্থ দীপের তৈল পানকালে দীপবর্ত্তিটী মুখ দিয়া টানিতে তুলিতে গিয়া দীপটী দৈবাৎ সম্যগ্‌রূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠায় উহার মুখ দগ্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটিয়াছিল। মৃত্যুর পর সে রাজরাণী হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং দীপদশময়ী ভক্তিনিষ্ঠাফলে অন্তিমে পরমপদ লাভ হয়। এইরূপ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণেও আছে—জন্মাষ্টমী-ব্রতকারিণী এক দাসীর সহিত অসৎসঙ্গ সত্ত্বেও এক ব্যক্তি জন্মাষ্টমীব্রতের ফল লাভ করিয়াছিল। বৃহন্নারদীয়েও কথিত আছে—কোন ব্যক্তি তাদৃশ দুষ্কর্ম্মের জন্য ভগবন্মন্দির মার্জ্জন করিয়া উত্তমা গতি লাভ করিয়াছে।

বিষয়রাগযুক্ত হইয়া যে-ব্যক্তি "আমি ব্রহ্ম" এই কথা বলে, সেই পাপা-

চারী সহস্রবার গর্ভবাস-যন্ত্রণা ভোগ করে, আবার একবারমাত্র স্বল্পচেষ্টাময়ী ভক্তিও যে ভগবদ্ বশীকরণের কারণ তাহাও দৃষ্ট হয়। যথা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে শিববাক্য—

দৃষ্টঃ পশ্যেদহরহঃ সংশ্রিতঃ প্রতিসংশ্রয়েৎ।
অর্চ্চিতশ্চার্চ্চয়েন্নিত্যং স দেব-দ্বিজ-পুঙ্গবাঃ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, যাঁহারা বিষ্ণুকে একটু মাত্র দর্শন করেন, তিনি অহরহ তাঁহাদিগকে দর্শন করেন। যাহারা তাঁহাকে আশ্রয় করেন, তিনি তাঁহাদিগকে প্রত্যাশ্রয় দান করেন, আর যাঁহারা তাঁহার অর্চ্চন করেন, তিনিও তাঁহাদিগকে নিত্যকাল অর্চ্চন করেন।

বিষ্ণুধর্ম্মে আছে— তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥

ভক্তবৎসল ভগবান একটী তুলসীদল অথবা এক গণ্ডূষ জল দ্বারা পূজিত হইলেও ভক্তের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া থাকেন।

এস্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, এতাদৃশ ভগবদ্ভজন-মাহাত্ম্য সকল অজামিলাদির সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ থাকায় ঐগুলি প্রশংসামাত্র নহে। শ্রীমল্লক্ষ্মীধর-কৃত নাম-কৌমুদী গ্রন্থে এই বিষয়ে বহু ন্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

এইরূপ নামের ফলমাহাত্ম্যে অর্থবাদ কল্পনায়ও মহাদোষ ঘটে। পদ্ম-পুরাণে নামাপরাধ বর্ণন-প্রসঙ্গে 'হরিনামে-অর্থবাদ' দশাপরাধের অন্যতম বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

কাত্যায়ন-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

মন্নামকীর্ত্তনফলং বিবিধং নিশম্য
ন শ্রদ্দধাতি মনুতে যদুতার্থবাদম্।
যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি
সংসারঘোর-বিবিধার্ত্তি-নিপীড়িতাঙ্গম্॥

যে ব্যক্তি আমার বিবিধ নামকীর্ত্তনফল শ্রবণ করিয়া তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া অর্থবাদ করে, সেই পাপীকে আমি সংসারে নানাবিধ ক্লেশকর দুঃখরাশির মধ্যে নিক্ষেপ করি।

সেই কারণে শ্রীভগন্নামকীর্ত্তন সেবনোদ্দেশাত্মক অন্যান্য ভজনাঙ্গ সকলেও অর্থবাদ কল্পনায় মহাদোষ জানিতে হইবে। কাজেই ভগবদ্ভজন বিষয়ে যথার্থ মাহাত্ম্য বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও যে-যে-স্থলে বর্ত্তমানকালে ভগবদ্ভজন-

ফলপ্রাপ্তি দেখান যায়, এবং কোন কোন স্থলে প্রাচীন ব্যক্তিরও বহুকাল-ব্যাপী ভজনফলের অন্যথা অর্থাৎ বিফলতা দেখা যায়, সেই সেই স্থলে শ্রীনামের ফলমাহাত্ম্যে অর্থবাদ কল্পনা এবং বৈষ্ণবের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রভৃতি দুরন্ত অপরাধ সমূহকেই ভজনফল প্রতিবন্ধকের কারণ বলিয়া জানিতে হইবে। এজন্যই শ্রীশৌনকের উক্তি—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রীয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥ (ভাঃ ২।৩।২৪)

শ্রীহরিনামকীর্ত্তন-চেষ্টা সত্ত্বেও যাহার হৃদয় শুদ্ধ সাত্ত্বিক বিকারে বিকৃত হয় না, অহো! তাহার হৃদয় পাষাণ সমান কঠিন। যেহেতু যে মুক্তপুরুষের হৃদয়ে সাত্ত্বিক বিকার উদিত হয়, তাঁহার নেত্রে জল ও রোমসকলে হর্ষোদ্গম (আনন্দ পুলক) উদিত হয়।

পাদ্মে নামাপরাধভঞ্জন-স্তোত্রে—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণ-জনতালোভপাষণ্ড-মধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥

একটী মাত্র শ্রীনাম, শুদ্ধবর্ণ বা অশুদ্ধবর্ণই হউক ব্যবধানরহিত হইয়া যাঁহার বাক্যে, স্মরণপথে বা কর্ণপথে উপস্থিত হন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই ত্রাণ করেন, কিন্তু যদি ঐ নাম দেহ, অর্থ, জনতা, লোভ এবং পাষণ্ডিতার মধ্যে ব্যবহিত হন, তবে তিনি কখনই শীঘ্র ফলপ্রদ হন না অর্থাৎ দেহাদি লোভের উদ্দেশে গুর্ব্ববজ্ঞাদি দশাপরাধযুক্ত পাষণ্ডিগণের দ্বারা উচ্চারিত নাম কীর্ত্তন-ফললাভ হওয়া কঠিন।

স্কান্দে দ্বারকামাহাত্ম্যে—

পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্জন্মান্তরশতৈরপি।
প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাবমানিতে॥

ভগবান বিষ্ণু শত শত জন্ম পূজিত হইলেও বৈষ্ণবাপরাধকারীর প্রতি প্রসন্ন হন না।

স্কান্দে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে—

দৃষ্ট্বা ভাগবতং দূরাৎ সম্মুখে নোপযাতি হি।
ন গৃহ্লাতি হরিস্তস্য পূজাং দ্বাদশবার্ষিকীম্॥
দৃষ্ট্বা ভাগবতং বিপ্রং নমস্কারেণ নার্চ্চয়েৎ।
দোহনস্তস্য পাপস্য ন চ বৈ ক্ষমতে হরিঃ॥

যে ব্যক্তি দূর হইতে ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট অভিগমন করে না, ভগবান তাহার দ্বাদশ-বার্ষিকী পূজাও গ্রহণ করেন না। যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তকে নমস্কার করে না, ভগবান সেই কুদেহধারীর পাপ কখনও ক্ষমা করেন না।

বিষ্ণু-পুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে শতধনু রাজা ভগবদারাধন তৎপর থাকিলেও বেদ-বৈষ্ণব-নিন্দকের ক্ষণকাল সম্ভাষণ-দোষে কুকুরাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। অতএব—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥ (ভাঃ ১।২।১৬)

হে বিপ্রগণ, পুণ্যতীর্থ শ্রীগুরু-বৈষ্ণব বা তীর্থের নিরতিশয় সেবনফলে এবং মহাজনের সেবার প্রভাবে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধাবান ও হরিকথা শুশ্রূষু ব্যক্তির শ্রীবাসুদেবের কথায় রুচি হয়। এই শ্লোকে এবং বেদান্তের "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" সাত্বত শাস্ত্রসমূহের পুনঃপুনঃ উপদেশ-নিবন্ধন ভগবন্নামের বহুবার আবৃত্তিই বিহিত, এই সূত্রানুসারে মানবগণ প্রায়ই অপরাধ-যুক্ত বলিয়া অসংখ্যবার ভগবন্নামের আবৃত্তির বিধান আছে। অপরাধ-যুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে ভগবন্নামের পুনঃপুনঃ আবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা পদ্ম-পুরাণে নামাপরাধভঞ্জন-স্তোত্রে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য বর্ণনোপলক্ষে কথিত হইয়াছে—

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘং।
অবিশ্রান্তিপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ ॥

নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ শুদ্ধনামই বিনাশ করেন, অবিশ্রান্ত নামকীর্ত্তনই অভীষ্ট সাধক।

ত্রৈলোক্য-সম্মোহন তন্ত্রে অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্রেরই আবৃত্তির বিধান আছে—

ইদানীং শৃণু দেবি ত্বং কেবলস্য মনোর্বিধিম্।
দশকৃত্বো জপেন্মন্ত্রমাপৎকল্পে ন মুচ্যতে ॥
সহস্রজপ্তেন তথা মুচ্যতে মহতৈনসা।
অযুতস্য জপেনৈব মহাপাতকনাশনম্ ॥

হে দেবি, সম্প্রতি অদ্বিতীয় মনুর (মন্ত্রের) বিধান শ্রবণ কর। দশবার করিয়া মন্ত্র-জপের ফলে আপৎ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, সহস্রবার জপে মহা-পাপ হইতে মুক্তি এবং অযুত জপে মহাপাতকের বিনাশ হয়।

হনন্ ব্রাহ্মণমত্যন্তং কামতো বা সুরাং পিবন্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যহোরাত্রং সঙ্কীর্ত্ত্য শুচিতামিয়াৎ ॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

ব্রাহ্মণকে নিঃশেষে হত্যা করিয়া অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক সুরাপান করিয়াও অহোরাত্র "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কীর্ত্তন করিলে শুদ্ধিলাভ করা যায়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

"মরণের যুগে অমৃতের দূত"

যাহার কাছে স্বেন্দ্রিয়তর্পণমূলে কোটিপতিত্ব এবং রাজ্যাদি সুখ ত' দূরের কথা, স্বর্গ এবং কৈবল্যের গর্ব্বও চূর্ণীত, তুচ্ছীকৃত, হেয় প্রতিপন্ন হয়, বিষয়-তত্ত্বের প্রীতিবিধানোন্মুখী আত্মার স্বভাবজাত সরলগতির উজ্জ্বল আলোকরাশির নিকট প্রাগুক্ত আত্মেন্দ্রিয় তর্পণকারী কথা যেখানে ম্লান হইয়া যায়, নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে, কাণাকড়িসম মূল্যহীন বলিয়া প্রতিভাত হয়, শ্রীহরির ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ব্যতীত অন্য কোন কথাই যেখানে নাই, কর্ম্মজ্ঞান-অন্যাভিলাষাদিশূন্য হইয়া নিরন্তর অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনই যেখানে প্রেয়ঃরূপে পর্য্যবসিত, সাধু ও শাস্ত্র তাহাকেই হরিভজন বলেন। মানবজীবন ব্যতীত পশ্বাদিজন্মে বিবেকাভাববশতঃ ও দেবতাদিজন্মে অত্যন্ত বিষয়াভিনিবেশজনিত অপরাধে হরিভজন হয় না; সেইজন্য শাস্ত্র-মুকুটমণি—গ্রন্থচক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ সর্ব্ব সচ্ছাস্ত্র বারম্বার পরমার্থপ্রদ বলিয়া মানবজীবনের সুদুর্লভত্ব ও অমূল্যত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারে অমৃতের পুত্র জীবকুল ভোক্তা সাজিয়া অশেষ দুঃখময় দেবীকারাগার এই বিদেশে কাঙালের বেশে কর্ম্মের নাগর-দোলায় উচ্চাবচ গতি লাভ করিয়া ক্রমাগত ঘুরিতেছে। এই দুঃখের চির অবসান করিবার জন্য নিত্যমঙ্গলাঢ্য নৃদেহপ্রাপ্তিরূপ সুবর্ণ-সুযোগ জীব ভগবৎকৃপায় লাভ করে। এই সুবর্ণ সুযোগের মূল্য না বুঝিয়া ভগবৎ-সেবায় অনাদর প্রদর্শনমুখে যদি এহেন জীবনটি যথেচ্ছাচারিতার স্রোতে ভাসাইয়া আপাত-প্রেয়ে মসগুল হইয়া মুখে ক্ষণিকের হাসি ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাই—জড়ানন্দকেই প্রয়োজনীয়-জ্ঞানে মরীচিকায় জলান্বেষণের ন্যায় দুঃখজনক এই সংসারজলধিতে সুখের সন্ধান করি তাহা হইলে অনন্তজীবনে হৃদয়বিদারক কাতর ক্রন্দনই লভ্য হয়।

মানবকুল বিবেকবান্ হইলেও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে মনুষ্য-জীবনের মূল্য ভুলিয়া যায়। তাই শ্রীভগবান্ করুণাপরবশ হইয়া সর্ব্বক্ষণ তাহাদের পশ্চাতে মহামায়াকে প্রলোভনময়ী বিবিধ সজ্জায় সুসজ্জিত করিয়া প্রেরণ করেন এবং ভগবদ্-বহির্ম্মুখতারূপিণী ভোগরাক্ষসীকে প্রাণারাম বলিয়া গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগকে শাস্তিপ্রদান-পূর্ব্বক লুপ্তপ্রায় সুপ্ত চেতনতাকে ঈষৎ বিকচিত করিয়া 'কে আমি কেন

মোরে জারে তাপত্রয়'—এই কথা বুঝিয়া দেখিবার সুযোগ দেন। কিন্তু ভাগ্যহীন মানব এ সময় সেই অনন্ত দুঃখশয্যা হইতে একবার কাঁদিয়া উঠিয়া ভাগ্যের নিন্দা করিতে করিতে মায়াপিশাচীর ক্রোড়ে পুনঃ নিদ্রিত হয়। কেবল ভাগ্যবান্ জীব এ জ্বালা হইতে চিরতরে অব্যাহতি পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পরমপুরুষের পাদপদ্মে কাতর প্রার্থনা জানাইয়া থাকে।

'কৃষ্ণ তোমার হউ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করেন পার॥"

কৃষ্ণ তখন তাহাকে এমন বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, যাহাতে সে এই ভব-মহাসমুদ্রের হাঙ্গর-কুম্ভীররূপী রিপুবর্গ, স্বজনাখ্য-দস্যু প্রভৃতির নির্ম্মম নিষ্ঠুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র কাণ্ডারী শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতে পারে।

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥"

মানবের অখিল প্রয়াস তখন গুর্ব্বর্থে পর্য্যবসিত হয়। মুকুন্দদয়িত শ্রীগুরুদেব Opaque ন'ন, তিনি Transparent; তিনি ভোক্তা নহেন, কৃষ্ণসুখবিধানে সতত অখিলচেষ্ট। শিষ্যের সকল প্রয়াস তদীয় প্রভুর নিকট নিবেদন করিয়া অবশেষে এ প্রবাস হইতে জীবকে তাহার নিত্যানন্দ-প্রদানকারী স্বদেশে চিরতরে প্রেরণ করেন। তাই শ্রীগুরু পাদপদ্মের নিষ্কপট সেবা ব্যতীত সঙ্কট-ত্রাণপন্থা আর দ্বিতীয় নাই। পৃথিবীর মধ্যে জম্বুদ্বীপবাসী, তদপেক্ষা ভারতবাসী এবং সর্ব্বাপেক্ষা গৌড়-দেশবাসী মানব ভাগ্যবান্। তাহাদের হরিভজনের সুযোগ-সুবিধা সর্ব্ব-ভাবে বিদ্যমান এবং তুলনামূলক বিচারে স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষের সুবিধা ততোধিক। স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিলে তাহারা গৌড়দেশের শিরোমণি মায়াপুরচন্দ্রকে দর্শন কবিতে পারে, যে মধুর-রসদাতা মহাবদান্য হইয়া তদীয় প্রেষ্ঠের নিকট "নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়তে।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ" বলিয়া সতত ভজনীয় আছেন তাঁহার ও তন্নিজজনগণের অতি প্রিয় লীলাস্থলী সমূহে আসিয়া সাধুর চরণে বিক্রীত পশুর ন্যায় পড়িয়া থাকিতে পারে, তাঁহাদের পাদপদ্মের নিত্য সেবা বরণ করিয়া শ্রীচরণের পূত ধূলিরেণুতে নিত্য স্নাত হইয়া মানবজীবনের সুদুর্লভত্ব সম্পাদন করিতে পারে, তাহাদের এত বড় যোগ্যতা আছে।

জম্বুদ্বীপে গুরুকরণ প্রথার (?) প্রাবল্যও কিছু কম নাই। বর্ত্তমানে গণগড্ডলিকার গুরুকরণ-পদ্ধতিও যেন আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি-সাধনের একটী প্রচ্ছন্ন উপায় আবিষ্কার বলিয়া মনে হয়। এই ব্যাপারটী নাপিত-ধোপা রাখার ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজকালকার লোক অতি চালাক। তাই 'অতি চালাকের গলায় দড়ি' প্রবাদটী তাহাদেরই ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে এবং তদ্ধেতু তাহারা সদ্গুরুচরণাশ্রয়ের জন্য ব্যস্ত না হইয়া ভোগের ইন্ধন সরবরাহকারী কোনও বিষয়াসক্ত কুলগুরু—গুরুব্রুবকে অর্থাৎ মনুষ্যাভিমানী—পুরুষাভিমানী কোনও ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া স্বীকার করতঃ নিজেদের ইন্দ্রিয়তর্পণ পূর্ণমাত্রায় চালাইতেছে, সংসারধ্বংসকারী কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা গুরুর সন্ধান তাহারা করিতেছে না, তৎফলে দুর্দ্দৈব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতেছে।

ভেজালপ্রধান এই কলিকালে যে-জিনিষ যত ভাল সে-জিনিষে তত বেশী ভেজাল হওয়া চাই, এরূপ একটা কুধারণা আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করায় পরমার্থলাভের একমাত্র উপায়, পরমপ্রয়োজনীয় শ্রীগুরু-নির্ব্বাচন-বিষয়েও যত ভেজাল আসিয়া জুটিয়াছে। শ্রীগুরুদেব এ জগতের বস্তু নন, কিন্তু তাঁহাকে এ জগতের কেহ মনে করা বা এ জগতের কাহাকেও গুরু বলিয়া স্থিরকরা-রূপ অজ্ঞানতায় মহাবিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে। তাই এই মরণের যুগে এ ভেজাল-প্রধান কুরুপক্ষের প্রেয়ঃ-প্রদানকারী আলোকচ্ছটায় মুগ্ধ মানব পতঙ্গের ন্যায় ঝম্প প্রদান করিয়া অতি সহজেই আত্মবিনাশ করিতেছে। অন্যাভিলাষে অত্যন্ত জড়িত হইলে মানবের এইরূপ সাজা মানুষ-গুরুর (?) সহিত সাক্ষাৎ হয়।

সদ্গুরুপাদপদ্ম অবিদ্যোত্থিত কোনও রোগের অর্থাৎ হরিবিমুখতার প্রশ্রয় দেন না; পরন্তু চিকিৎসা করিয়া রোগমুক্ত করেন। তিনি পূর্ণ-চেতন—চেতনের সহিতই তাঁহার সম্পর্ক। অনাত্ম-বস্তুতে যাহারা অনুদিন

ব্যস্ত, সেই ভুক্তি-মুক্তিকামিগণের সম্মুখে কখনও শ্রীগুরুদেব আত্ম-প্রকাশ করেন না। সুকৃতি পুঞ্জীভূত হইলে তাঁহার পাদপদ্মে আগমনের সৌভাগ্য হয়, তাঁহার বাণী শ্রবণোপযোগী কর্ণ প্রস্তুত হয়। সৌভাগ্য না থাকিলে এই বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণ করিয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তদ্বিরুদ্ধ-আচরণমুখে দুর্ভাগ্য বরণ করাই হতভাগ্য জীবের স্বভাব হইয়া পড়ে। এ রোগের মূল অন্বেষণ করিলে দেখা যায়, কৃষ্ণবিস্মৃত জীবের প্রবৃত্তি সূক্ষ্ম ও স্থূল ভোগের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত; তজ্জন্য এই ভোক্তা অভিমান প্রবল থাকা কালে—কর্ম্ম কিছু ক্ষয় না হইলে বা সাধুসঙ্গের অভাব ঘটিলে ভগবৎসেবার কথা শ্রবণমাত্রই তাহা তাহা-দিগের নিকট অত্যন্ত বিরুদ্ধ ও আশ্চর্য্যজনক প্রতীয়মান হওয়ায় উহা প্রীতিপ্রদ হওয়ার পরিবর্ত্তে কষ্টপ্রদই হইয়া দাঁড়ায়। ইহার কারণানুসন্ধান করিলে আরও দেখা যায়, গুরু যত হালকা হয় ঔপাধিক খোরাকের ততই সুবিধা হয়; তাই এই জাতীয় সুবিধাবাদী গুরুর গুরুত্ব বুঝিতে ভুল করিয়া অনাত্মধর্ম্মের প্রশ্রয়দাতা লঘুকে গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত করিয়া "শিব গড়িতে বানর গড়িয়া বসে"। এই জাতীয় গুরুর (?) যখন তৎসহজ স্বভাবজাত অসদাচার প্রকাশ পায় তখনও ঔলূক্য-ধর্ম্মবশতঃ তাঁহারা গুরুত্বের ওজনটা বুঝিতে পারে না। ঠকিবার ভয়ে যে ব্যক্তি এক পয়সার বেগুণ কিনিতে গিয়া ওজনের প্রতি শ্যেনদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন—সেই বুদ্ধিমান্ পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতার (?) এবম্বিধ হালকা ওজন দেখিয়া শুনিয়াও তখন একেবারে নির্ব্বোধের মত "যদ্যপি আমার গুরু······তথাপি তিনিই মোর পতিতপাবন।"—এই স্বকপোল-কল্পিত পদ্যরূপী নানা বাজে কথা দ্বারা দোষগুলি চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন। এমনি তাহাদের বুদ্ধির বাহার!

"সাচ্চা কহে ত' মারে লাঠ্ঠা, ঝুটা জগৎ ভুলায়। গোরস গলি গলি ফিরত, সুরা বৈঠল বিকায়॥ চোরকে ছোড় সাধুকো পাকড়ো পথিককো লাগাও ফাঁসি। ধন্য কলিযুগ তেরী তামাসা দুঃখ লাগে আউর হাসি।" কালের প্রভাব না হইলে—জীবের দুর্ব্বুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল না হইলে অতীন্দ্রিয় ও অধোক্ষজ তত্ত্বের কথা কোটী জন্মেও যাহাদের বোধগম্য হইবে না, সেই নরকপথে দ্রুতগামী যাত্রীরা রাবণের সাধুবেশের অন্তরালে অসদভিসন্ধি লইয়া মানবের কর্ণে ফুৎকার করতঃ অসৎ পথের

সহযাত্রী হইবার ইন্ধনে কি করিয়া ঘৃতাহুতি প্রদান করে? উহাদের বিষাক্ত ফুৎকারে মানবের বৃত্তি বিষাক্ত হইয়া যায়, সেজন্য শাস্ত্র-উপদেশ অপেক্ষা নিজের মতের গুরুত্ব অধিক বলিয়া মনে করে—নচেৎ 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎ-পথপ্রতিপন্নস্যাৎ পরিত্যাগো বিধীয়তে॥' 'পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক-গুর্ব্বাদিপরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ'। 'যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥' 'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েৎ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥' প্রভৃতি শাসন ও সতর্ক-বাণী শুনিয়াও সংশোধিত না হইয়া কোন্ ভরসা পাইয়া অতিবুদ্ধি তাহারা সোজাসুজি নির্জ্জন নামভজনে (?) লাগিয়া যায়? এক জন্মের সামান্য কয়েক বছরে তাহারা কতটুকু মালা টানিতে পারিবে? বহু জন্মও যদি মালা টানিবার সুযোগ পায় তবুও নন্দালয়ে নন্দনন্দনের নিকট গমন হইবে না, নিরানন্দালয় নরকেই গমন হইবে—শাস্ত্র তাহা বলিয়া রাখিয়াছে। আত্মবঞ্চনাকারী অসজ্জন শাস্ত্র পড়িতে গেলে, শুনিলে এমন কি মুখস্থ করিয়া ফেলিলেও শাস্ত্র বঞ্চককে বঞ্চনাই করিয়া থাকেন। শাস্ত্রের আদেশ "আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ"—কিন্তু গুরুব্রুব-পাদাশ্রয় করিয়া সেখানে গেলে শাস্ত্রমর্ম্ম জীবের হৃদয়ঙ্গম হয় না। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতি সরল ভাষায় হইলেও কেবলমাত্র অক্ষজ জ্ঞানের জোরে ঠাকুর মহাশয়ের "সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে", "সংসার ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন" এই পয়ার কীর্ত্তন করিয়া প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় না কাঁদিয়া ভাষায়—এমন সহজিয়াই নাই; কিন্তু শাস্ত্র অসতের এই পান্‌সে চোখের জলে ভুলিয়া কখনও তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন না; পরন্তু তাহারা যাহা চায়, মুদ্গরের আকার ধারণ করিয়া তাহাদের সংসাররূপ নোঙরের মাথায় এমত মুদ্গরাঘাত করিয়া তাহা প্রদান করেন যে কতজন্ম বাদে সেই নোঙর উঠিবে তাহার ইয়ত্তা নাই। সহজ-পিচ্ছিল চক্ষের ধারা-আবাহনকারিগণ যেখানে উহাকে প্রেমাখ্যা দিয়া—"আমি কি হনুরে ভাবিয়া বসে"—তাহারা জানে না, তাহাদের 'আদৌ শ্রদ্ধা' কথাটি পালন করিবার সৌভাগ্য কোন্ যুগে হইবে, তাহারই ইয়ত্তা নাই। শাস্ত্র বলেন, শ্রদ্ধা হইলেই মানব বাণী শুনিবার কর্ণ পায়,—বৃক্ষের প্রতি

পাতায় জল দেওয়ার পণ্ডশ্রম ত্যাগ করিয়া গাছের মূলে জল দিবার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হয়—কৃষ্ণসেবা ব্যতীত কৃষ্ণেতর কালসর্পরূপ সংসারের বন্ধন-পাশকে বন্ধু বলিয়া আর গ্রহণ করিতে পারে না।

"শ্রদ্ধা" শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥

শ্রদ্ধার পর আরও ৭টি স্তর ভেদ করিয়া পঞ্চম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমার সুরক্ষিত দুর্গ সংরক্ষিত। অনুস্বার-বিসর্গের জোরে এক-লম্ফে দশমস্কন্ধের দুর্গে হানা দিলে—অনধিকারচর্চ্চাকারীকে বিধিলঙ্ঘন করিবার ফলে কারাগার ভোগ করিতে হয়—নরকে অনন্তকাল পচিতে হয়। শাস্ত্র ইহা জানাইয়া রাখিয়াছেন।

ভাগবত পড়িয়া সব এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে॥

মানব যখন 'দুর্গমপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি' প্রভৃতি বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া স্বেন্দ্রিয়-তর্পণরূপ স্বেচ্ছাচারিতার শিরোদেশে উঠিয়া পড়ে, তখন সে এইরূপ দুর্ভাগ্য বরণ করে। জীবভাগ্যে ইহাপেক্ষা অধিক দুর্দ্দশার কথা কিছু নাই। এই পাষণ্ডতার হস্ত হইতে সজ্জনকে ত্রাণ করিবার জন্য জগৎপাবনী পূত-ভক্তিবিনোদ-মন্দাকিনীধারা জগতে নিত্যকাল প্রবাহিতা। যখন পাষণ্ডতার অধিক প্রাবল্য, তখন তাহাও অত্যধিক প্রসারতা লাভ করে। জগতের এই দুর্দ্দিনে সেই বিশালধারারূপী আচার্য্যবর্য্য তাঁহার শত সহস্র শাখা-প্রশাখা লইয়া শত সহস্র অমৃতধারায় জগতের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া সহস্র সহস্র ভাগ্যবান্ জীবকে কালের কুটিল প্রভাবের উত্তপ্ত রঙ্গমঞ্চ হইতে এই বাণীময়ী বীর্য্যবতী ধারায় স্নান করাইয়া ভবমহাদাবাগ্নি চিরতরে নির্ব্বাপিত করতঃ নিত্যকালের জন্য শীতল করিতেছে। "সতাং প্রসঙ্গাৎ" এবং "লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়"—এই মহাবাণী গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির কষ্টি-পাথরে প্রত্যহ যাচাই হইয়া খাঁটী বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। মানব যদি 'শত-কিয়া' শিখিয়া যাইবার ভয় না পাইয়া—নিরপেক্ষ ও নিষ্কপটভাবে জীবনের অতি সামান্য সময় এখানে ব্যয়িত করেন, তবে তাহাদের মানবজীবন ধন্য হয়, মায়াপিশাচীর আলেয়ার আলো আর তাহাকে ভ্রান্তপথে চালনা করিতে পারে না—এটা যে আদৌ "গোড়ামী"র কথা নয়, কিছুদিন এই মঠবাসীর আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করিলেই তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তির উপলব্ধির বিষয় হয়।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী

উপদেশামৃতের 'অনুবৃত্তি'র পরিশিষ্ট

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

গোবিন্দ-বচনে জানি, ইহাই গৌরাঙ্গ-বাণী,
অপ্রকটকালে সার কথা।
নীলাচলে সিন্ধুতীরে, শ্রীগৌরাঙ্গ ধীরে ধীরে,
বলিল, শুনিল ভক্ত তথা ॥ ১ ॥

গৌর-মুখ-উপদেশ, সর্ব্ব অমৃতের শেষ,
শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুবর।
কর্ণদ্বারা পান করি', লেখনীতে তাহা ধরি',
কলিজীবে দিল ভবহর ॥ ২ ॥

শ্রীরাধারমণ দাস, শ্রীরাধারমণ-পাশ,
রহি' এই শ্লোক একাদশ।
করিল সংস্কৃত-টীকা, নাম তা'র 'প্রকাশিকা',
অকিঞ্চন পায় যা'তে রস ॥ ৩ ॥

বিস্তারিয়া নিজশক্তি, কলিরাজ প্রেমভক্তি,
আচ্ছাদিল যেই মন্দক্ষণে।
দয়াল গৌরাঙ্গ হরি, জীবদুঃখ মনে স্মরি,'
পাঠাইল এক নিজজনে ॥ ৪ ॥

ভকতিবিনোদবর, 'পীযূষবর্ষিণী'-কর,
উপদেশামৃত যাঁ'র মূর্ত্তি।
উপদেশামৃত-রত্নে, সংগ্রহ করিয়া যত্নে,
জীবে করাইল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি ॥ ৫ ॥

কলিহত জীবগণ, উপদেশামৃত ধন,
ছাড়ি' কৈল নবীনবিধান।
ন'দে নাগরীর মত, আর বা কহিব কত,
কৃষ্ণ ত্যজি' মায়ার সন্ধান ॥ ৬ ॥

এ হেন সময়ে কলি, মায়াবাদ-অস্ত্রে ছলি'
কৃষ্ণভক্তি আচ্ছাদন কৈল।
জীবেরে দুর্ব্বল পেয়ে, মিছাভক্তি ছাচ ল'য়ে,
ভবসাগরেতে ডুবাইল॥ ৭ ॥

বিপ্রলম্ভ মূর্ত্তিমান্, শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান্,
সম্ভোগের পুষ্টির লাগিয়া।
প্রচারিল নিজতত্ত্ব, প্রকাশিয়া শুদ্ধসত্ত্ব,
ভজ কৃষ্ণ মায়াকে ছাড়িয়া॥ ৮ ॥

মায়াবাদ-উপদেশ, গৌরাঙ্গদাসের বেষ,
গ্রহণ করিলা কলিরাজ।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়াইয়া, সম্ভোগের দাস হৈয়া,
দেখাইলা ছায়া-প্রেম-সাজ॥ ৯ ॥

কখন বাউল-ব্রত, কখন নাগরী-মত,
নেড়া, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা।
প্রাকৃত সম্ভোগকথা, প্রচারয় যথা তথা,
নাগরীর গৌরভক্তিধ্বজা॥ ১০ ॥

কলিজন হ'য়ে কেহ, আপনাতে গৌরদেহ,
প্রকাশ করয়ে অবতার।
কেহ বলে 'আমি গুরু', আমাকে ভজন কুরু,
কামিনী-কাঞ্চন আমি সার॥ ১১ ॥

গৌরশক্তি নাশ করি' কলি ভাসাইল তরী,
পারকীয় গৌরপ্রেম-ছলে।
সখীভেকী গৌরভজা, লইয়া জড়ের মজা,
মাতিল আনন্দে কুতূহলে॥ ১২ ॥

কেহ বলে বিষ্ণুপ্রিয়া, ভজ নিজ প্রাণ দিয়া,
রূপানুগ পথ ত্যাগ করি' ॥
রাধাকৃষ্ণ সেবা ত্যজি' থিয়সফি কাম ভজি'
প্রাকৃত ভোগের পথ ধরি' ॥ ১৩ ॥
ভূত-প্রেত-বাদ ল'য়ে, গৌর-প্রেমে মিশাইয়ে
নিজভোগে গড়িল গৌরাঙ্গ।
জড়ভোগে গৌরহরি, গড়াইছি নিজ হরি,
বলে তোরা হ'বি সাঙ্গোপাঙ্গ ॥ ১৪ ॥
আমার গৌরাঙ্গ লহ, বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁ'র সহ,
নবীন ভজন শিখ ভাই।
রূপানুগ রঘুনাথ, নাহি সঙ্গ তাঁ'র সাথ,
নিশ্চয় করিয়া কহি তাই ॥ ১৫ ॥

(ক্রমশঃ)

"শ্রীহরিভক্তিবিলাস"স্থ অর্দ্ধরাত্রবেধখণ্ডন-প্রসঙ্গের "বাসুদেব" পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩৭৪, পৃষ্ঠা ৩৪৪) লিখিত সমালোচনার

প্রতিবাদ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭৭ পৃষ্ঠার পর)

কোন্ একাদশী উপবাসযোগ্য তাহা ঐ গ্রন্থে ২।১২।৩১৬ শ্লোকে "উদয়াৎ প্রাক্ যদা বিপ্র মুহূর্ত্তদ্বয়সংযুতা সম্পূর্ণৈকাদশীনাম তত্রৈবোপবসেৎ গৃহী।" পরেই "অতএব পরিত্যাজ্যাসময়ে চারুণোদয়ে। দশম্যেকাদশীবিদ্ধা বৈষ্ণবেন বিশেষতঃ" বলিয়া কণ্বের প্রমাণ ৩১৭শে "অরুণোদয়বেলায়াং দশমীসংযুতা যদি, অত্রোপাস্যা দ্বাদশী স্যাৎ ত্রয়োদশ্যান্তু পারণং"। তারপর অনেক পুরাণ-প্রমাণ দিয়া তাহার ব্যাখ্যারূপে কালমাধবের পংক্তি উদ্ধার করিয়াছেন। যথা—"বেধাতিবেধ মহাবেধ যোগাশ্চত্বার উপবাসস্য দূষকাঃ। তত্র রবেঃ সন্দর্শনাৎ পূর্ব্বং সার্দ্ধং ঘটিকাত্রয়ং একাদশ্যা ব্যাপ্তং তত্র প্রাচীনে ঘটিকার্দ্ধে দশমী-সদ্ভাবে বেধঃ" ইত্যাদি ভেদ দেখাইয়াছেন। ভবিষ্যেও "দশমীশেষ-

সংযুক্তা যদি স্যাদরুণোদয়ঃ। বৈষ্ণবেন তু ন কর্ত্তব্যং তদ্দিনৈকাদশীব্রতম্।" তারপর "ত্রিযামাং রজনীং প্রাহুস্তক্ত্বাদ্যন্তচতুষ্টয়ং নাড়ীনাং তে উভে সন্ধ্যে দিবসস্যাদ্যন্তসংজ্ঞিতে" এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-বচন দ্বারাই অরুণোদয় হইতে একাদশীর দিন আরম্ভ, স্বীকার করিয়া নিলেন। ২।১২।২০৮তে "দশম্যেকাদশী যত্র তত্র নোপবসেদ্বুধঃ" এখানে স্পষ্টই যত্র তত্র শব্দের দ্বারা যেদিন দশমী দ্বারা একাদশী বিদ্ধা হইবে সেই দিনে উপবাস করিবে না। আবার ২৫৬ শ্লোকে "সবিদ্ধং বাসরং যস্মাৎ কৃতং মম পিতামহৈঃ। প্রেতত্বং তেন সম্প্রাপ্তং মহাদুঃখপ্রদায়কং"। আরও "বাসরং দশমীবিদ্ধং দৈত্যানাং পুষ্টিবর্দ্ধনং। মদীয়ং নাস্তি সন্দেহঃ সত্যং সত্যং পিতামহ"। আর ১৩১ শ্লোকে "নরোদিনৈর্যদ্দশভিশ্চতুর্ভিশ্চ করোত্য যং উপোষ্য পঞ্চদশমং দিনং বিষ্ণোর্হি মুচ্যতে"। আরও ২৩শে "দিনেঽত্র সর্ব্বপাপানি ভবন্ত্যন্নস্থিতানি তু তানি মোহেন যোঽশ্নাতি ন স পাপৈর্বিমুচ্যতে। ১৭শেও "উপবাসফলং প্রেপ্সুর্জহ্যাদ্ভুক্তচতুষ্টয়ং" ইত্যাদি শত শত প্রমাণেও একাদশী বলিতে একাদশীযুক্ত দিবারাত্রই ব্রত প্রমাণিত হয়। একাদশীতিথি অবচ্ছিন্ন কাল নয় বা অর্দ্ধরাত্রারব্ধ দিনমানও নয়, ইহাই সর্ব্বসিদ্ধ সহজ কথা। সুতরাং বিদ্ধা হইতে গেলেও তদংশে দশমী প্রবেশেই বিদ্ধা হইবে নতুবা তৎপূর্ব্বে সর্ব্বদাই দশমীযোগ থাকায় একাদশী উপোষ্যাই হয় না।

সঙ্কল্প-বচনেও "একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বাহমপরেঽহ্নি ভক্ষ্যামি" বলায় সেরূপ অর্থই হয়, একাদশ্যবচ্ছিন্ন কাল অর্থ আসে না। অহোরাত্রাবচ্ছিন্ন কালই ব্রতার্হ। সংক্রান্তি ভানুবারাদ্যুপবাসে সেরূপই বিহিত দেখা যায়। অর্দ্ধরাত্রের পর দশমী থাকিলে এমতে সঙ্কল্প ও অর্চ্চনেই ৪ প্রহরান্তে রাত্রে করার ব্যবস্থা। উপবাস প্রাতঃকাল হইতেই হইবে। উপবাস নিষেধ করিলে সংকল্প আর অর্চ্চন সেদিন বিহিত হইত না—এই সহজ কথার সমাধান লেখক কি বুঝেন না? উপবাস করিয়াই সংকল্প ও পূজাদি করিবে বলার নচেৎ সার্থকতা থাকে কি? তথাহি—"দশম্যাঃ সঙ্গদোষেণ অর্দ্ধরাত্রাৎ পরে ন তু বর্জ্জয়েচ্চতুরো যামান্ সঙ্কল্পার্চ্চনয়োস্তদ। পূর্ব্বায়াঃ সঙ্গদোষেণৈকাদশ্যাং স্নানপূজনে বর্জ্জয়ন্তি নরাঃ পূর্ব্বান্ যামাংশ্চ চতুরো দ্বিজ। তদূর্দ্ধং স্নানপূজাদি কর্ত্তব্যং তদুপষিতৈঃ।" এই নারদীয় বচনে পূর্ব্ব হইতে উপবাস করিয়াই রাত্রে একাদশী নিমিত্ত স্নানপূজাদি করিতে বলা হইল। "ন দিবা শুদ্ধিমাপ্নোতি তদা রাত্রৌ বিধীয়তে। দিন-কার্য্যমশেষেঞ্চ কর্ত্তব্যং শর্ব্বরীমুখে"।

"অহোরাত্রং ক্ষিপেদ্ধীমানুবাসফলাপ্তয়ে" ইত্যাদি বচনে তাহাই সমর্থন করা হইল। দশমীর ব্রত-সংকল্পেও "ত্রিদিনং দেবদেবেশ" "ব্রতাহে সংযতেন্দ্রিয়ঃ" ইত্যাদি বিধিতেও দিবারাত্রই একাদশী পদবাচ্য প্রতীত হইয়া থাকে। একাদশী-কৃত্য পূজাদিও রাত্রেই বিশেষ বিহিত—"একাদশ্যুপরোধে তু রাত্রৌ সম্পূজয়েদ্ধরিং" ইত্যাদি বচন দ্রষ্টব্য।

অতএব শ্রীহরিভক্তিবিলাস-মতে অরুণোদয়-বিদ্ধাই ত্যাজ্য, অর্দ্ধরাত্র-বেধ দোষমাত্র বেধ নয়, তাহারও কিছু মর্য্যাদা দেওয়া পক্ষবর্দ্ধিনী ও ৪ প্রহর ত্যাগে হইয়া থাকে, ইহাই সুসিদ্ধ হয়। তন্মতাবলম্বিগণ ভ্রান্ত না হইয়া তাহাই বুঝিবেন।

এখন দেখান যাইতেছে যে মাধবাচার্য্য-কৃত কালমাধবেও বৈষ্ণবের বিশেষতঃ অরুণোদয়-বেধই ত্যাজ্য বলিয়াছেন, সূর্য্যোদয়-বেধ স্বতঃসিদ্ধই ত্যাগ হয় আর পঞ্চদশনাড়ী-বেধ ত্যাজ্যই নয়। তিনিও অর্দ্ধরাত্র-বেধকে বেধ রূপে ধরেন নাই। সংক্ষেপে তাঁহার মত দিতেছি। যথা—"স চ বেধস্ত্রিবিধঃ অরুণোদয়বেধঃ সূর্য্যোদয়বেধঃ পঞ্চদশনাড়ীবেধশ্চ। তত্রারুণোদয়বেধো ভবিষ্যপুরাণে, গারুড়ে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রসিদ্ধঃ"। তিনি নানা প্রমাণ দেখাইয়াছেন, শ্রীহরিভক্তিবিলাসেও আছে। তারপর অর্দ্ধরাত্রবেধবচন তুলিয়াছেন—"অতো যথা নির্দ্দিষ্টেভ্যোহন্যোহপি কশ্চিৎ বেধোহস্তীতি চেৎ নৈবং অর্দ্ধরাত্রবেধোহপি যদা বর্জ্জ্যস্তদা কিমু বক্তব্যমরুণোদয়বেধ ইতি বক্তুমর্দ্ধরাত্র-বেধ উপন্যস্ত ন তু বেধাভিপ্রায়েণ"। অর্থাৎ অর্দ্ধরাত্রবেধ বেধই নয়। কেহ কেহ যখন তাহাকেই ত্যাজ্য বলেন তখন অরুণোদয়-বেধ যে ত্যাজ্য সে বিষয়ে আর কথা কি? এই জন্যই অর্দ্ধরাত্র-প্রসঙ্গের অবতারণা, তাহাকে বেধ বলিবার জন্য নয়। তারপর বেধ, অতিবেধ, মহাবেধ ও যোগ এই চারিটী বেধই ত্যাজ্য দেখাইয়া সূর্য্যোদয় বেধ বা যোগ সম্বন্ধে কণ্বের বচন দেখাইলেন। তারপর স্কন্দপুরাণের পঞ্চদশনাড়ী-বেধের "নাগোদ্বাদশ নাড়ীভির্দিক্ পঞ্চ-দশভিস্তথা" বচনটী দেখাইয়া "তত্র পঞ্চদশনাড়ীবেধস্য বেধান্তরস্য ব্যবস্থা" বলিয়া "সর্ব্বপ্রকারবেধোহয়মুপবাসস্য দূষকঃ" এই বচনটী ধরিলেন। ইহার অর্থ করিতে গিয়া বলিলেন, এখানে প্রকার অর্থে বেধান্তর নহে, ঐ চারিটী বেধেরই নানাপ্রকার বিশেষ। যথা—"প্রকারশব্দেন কলাকাষ্ঠাদয়ো বেধাতি বেধাদয়ো বা গৃহ্যন্তে নাত্র তিথ্যন্তরবৎ ত্রিমুহূর্ত্তত্বং বেধোহপেক্ষিতং কিন্তু লবকলাকাষ্ঠাদিকমপি পর্য্যাপ্তং"। অর্থাৎ এখানে দ্বিমুহূর্ত্তাধিক বেধই

হয় না, ত্রিমুহূর্ত্তও বাদ দিলেন। তাই পঞ্চদশনাড়ীবেধও গেল, অর্দ্ধরাত্রও গেল, তাহারা বেধই নয়। তার জন্য কলাকাষ্ঠাদির প্রমাণও দেখাইলেন। পরে দেখাইলেন—"কলাকাষ্ঠাদিবেধোঽরুণোদয়ে সূর্য্যোদয়ে চ সমানঃ তত্র অরুণোদয়বেধঃ বৈষ্ণববিষয়ঃ তচ্চ গারুড়ে স্পষ্টং—দশমীবেধসংযুক্তং যদি স্যাদরুণোদয়"—ইত্যাদি। তারপর উপসংহারে সমাধান বলিলেন—"যথোক্ত-গুণসম্পন্নো বৈষ্ণবদীক্ষাং প্রাপ্তো যস্তং প্রতিতিথিরেবং নির্ণেতব্যা—একাদশী দ্বিবিধা অরুণোদয়বেধবতী শুদ্ধা চেতি। তত্রারুণোদয়বেধবতী সর্ব্বথা ত্যাজ্যা 'তদ্দিনৈকাদশী-ব্রতং' ইতি গারুড়ে প্রতিষেধাৎ"। তারপর বলিলেন-—তাঃ-এতাঃ সম্পৃক্তাদয়শ্চতস্রোঽপি ত্যাজ্যাঃ তথা চ গোভিলঃ অরুণোদয়বেলায়াং ইত্যাদি। আরও বলিলেন—"যস্ত যোগসংজ্ঞকশ্চতুর্থোবেধস্তস্য ত্যাজ্যত্ব-মর্থাৎ অরুণোদয়বেধোঽপি যদা ত্যজ্যতে তদা কিমু বক্তব্যম্ সূর্য্যোদয়-বেধ ইতি"। অর্থাৎ অরুণোদয়-বেধই যখন ত্যাজ্য তখন সূর্য্যোদয়-বেধের কথা কি অর্থাৎ তাহা সিদ্ধ হয়।

এখন লেখক বিচার করুন গ্রন্থকার প্রাচীন মাধবাচার্য্যেরও মতে চলায় তিনি ভ্রান্ত না লেখকই ভ্রান্ত।

এক্ষণে নিম্বার্ক-মতের স্মৃত্যুক্ত বচনগুলির সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি। তাহার লিখিত বচনগুলিতে যেদিন অর্দ্ধরাত্র অতিক্রম করিয়া দশমী থাকিবে সেইদিন একাদশী ব্রত করার নিষেধই পাওয়া যায়। তাহাতে দেখা যায় দশমীর দিনেই ব্রতের প্রাপ্তি ছিল; তাহার নিষেধ করিলেন কারণ যৎ তৎ পদের সম্বন্ধ হেতু ভিন্ন দিন এখানে আসে না। তবে তাহা কোন অবৈষ্ণবও করেন না, কারণ সেদিন দশমীরই দিন, একাদশী রাত্রে লাগিলেও তাহা ধরা হয় না। কেবল পাদ্মবচনে দ্বাদশীর দিন উপবাস-বিধি দেখা যায়, তাহাতে আবার স্বমত পোষণের জন্য অপক্ষবৃদ্ধি ছেদ করিয়াছেন। এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই পদের সার্থকতা কোথায়? কপালবেধ জন্যই যদি পরদিনও ব্রতনিষেধ সিদ্ধ হয়, তবে অপক্ষবৃদ্ধি হউক আর পক্ষবৃদ্ধি হউক তাহাতে কি আসে যায়? তবে নিরর্থক তাহার গ্রহণ কেন? আবার তন্মতে পক্ষবৃদ্ধি হইলে দশমীবেধ হইলে কি ব্রত একাদশীতে প্রাপ্তি ছিল যে তাহার নিষেধ করিতে হইবে? ইহা কি পরিসংখ্যা-বিধির ন্যায় ত্রিদোষদুষ্ট ব্যাখ্যা করা হইল না? কপালবেধ হইলে যদি পক্ষবৃদ্ধি অপক্ষবৃদ্ধি উভয়ত্র ব্রত

নিষিদ্ধ হয় তার জন্য আবার উভয়বচন শাস্ত্রের নিরর্থকতা কিসে দূর করিবেন জানাবেন কি? উপবাসে উদয়ব্যাপিনী তিথি গ্রাহ্যা, ইহাই বচনে দেখাইলেন। তাহাতে আমাদের পক্ষই সাধিত হইল। যদিও অর্দ্ধরাত্রের পরই অদ্যতন প্রবৃত্তি বলিয়াছেন তাহাতে প্রাতঃসংকল্প ব্যাঘাত প্রথম দোষ, দ্বিতীয় পরবর্ত্তী অর্দ্ধরাত্র্যন্তে পারণ-প্রসঙ্গ দোষ। তৃতীয়তঃ পূর্ব্বাহ্নে পারণ-বচনা ার্থক্যও হয়। অর্দ্ধরাত্রির পর দশমীপ্রবেশে বেধ ধরিলেও পরার্দ্ধরাত্রের মধ্যেই সেদিন সমাপ্ত না হইলে পরবর্ত্তী অদ্যতন প্রবৃত্তি অসম্ভব এবং দিবামানও ৬০ দণ্ডের অধিক হয়। অর্দ্ধরাত্রির পর যদি দিনই হইয়া যায় তবে তাহাতে মহানিশার কালীপূজাদি কেমন করিয়া হইয়া থাকে তাহাও বিচার্য্য। আবার ত্রিযামা রাত্রি তাঁহার মতে কেমন করিয়া হয় যদিও তিনি রাত্রিকে চতুর্যামাই বলিতে ব্যাকুল, তাহা ত স্বদরপরাহতই হয়। আরও নিশীথবেধে ৪ প্রহরান্তে সংকল্পার্চ্চন উপবাসী ব্যক্তি কেমন করিয়া করিবে, না করিলে তাহারও শাস্ত্রীয় বিধির কি গতি হইবে তাহা কি তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন? অরুণোদয়বেধাদি শত শত বচনের নিরর্থকতা ত দূরেই। তদুক্ত পাদ্মে গৌতম-বচনে চতুর্ব্বিধ বেধ ত্যাগেরই প্রমাণ স্বয়ং দিয়াছেন, তবে তাহা স্বার্থে যোজনার জন্য স্পর্শাদি যোজনা ধরিয়া ৪ প্রকার করিলেও বেধেই নরকপাত বচন দিয়াছেন। পাদ্মবচনে বেধেরই ৪ প্রকার বলায় প্রসিদ্ধ বেধাতিবেধ মহাবেধ যোগ অর্থ করিলেই সকল বচনের সার্থকতা হয়। তাহাই সুসঙ্গত হয়। সর্ব্বপ্রকার বেধ বলিলে তাহারাও অনেক বেধ ত্যাগ করেন না বলিয়াছেন এবং প্রকার অর্থে অরুণোদয়বেধেরই প্রকার ইহা পূর্ব্বে মাধবাচার্য্যের মতে দেখাইয়াছি। আর পক্ষবর্দ্ধিনীর লক্ষণে অর্দ্ধরাত্রবেধ নিবদ্ধ নাই; তাহা হইতে পারে, নাও হইতে পারে। তার নিজস্ব লক্ষণেই ব্রত হইবে। তবে সেস্থলে কপালবেধ পড়িলে তাহার ত্যাগ স্বতঃই হয়, নচেৎ ত্যাগ হয় না। কূর্ম্মপুরাণ ব্যাসরচিত হইলেও ব্যাসের স্বমত নাও হইতে পারে। কাজেই ব্যাসের স্বোক্তি "ন চ তন্মম মতং" কথার সমর্থনে "মহতাং নৈব সম্মতং" বলা সঙ্গতই হয়; রাত্রিকে ত্রিযামা আমরাও সেভাবেই বলি। সুতরাং রাত্রির শেষ যামার্দ্ধে দশমী প্রবেশ না করিলে তাহা একাদশীকে বিদ্ধ করিতে পারে না। কারণ তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দশমীরই রাত্রি, তাহা দিবসমধ্যে ব্রতাদি

বিষয়ে গণ্য হয় না। মহাভাষ্যের অদ্যতন কাল 'ল'-কার প্রয়োগের জন্যই ধরা। উহাতে ব্রত করার ব্যবস্থা তিনি দেন নাই। উহা ধর্ম-শাস্ত্র নয়, ব্যাকরণ। নাববাস্পে বিচারণের তদুক্ত অন্বয় ঠিক হইলে অরুণোদয়-বেধ বচনের নিরর্থকতাই আপতিত হয়। অতঃপর তাঁহার ধৃত নির্ণয়সিন্ধুর মত—প্রথম পরিচ্ছেদে আছে "তত্র দশমীবেধোদ্বেধা অরুণোদয়বেধঃ সূর্য্যোদয়বেধশ্চেতি"। ইহার পর বেধাতি বেধাদি বলিয়া তাহারা "অরুণোদয়বেধবিশেষপরমেবেতি মাধবীয়ে মদনরত্নে চ" একথা বলায় অরুণোদয়বেধই সিদ্ধ করিলেন এবং তাহাও নানা মতে নানারূপ দেখাইয়া শেষে "তেন ষট্পঞ্চাশদনন্তরং দশমীপ্রবেশে অরুণোদয়বেধ উক্তো ভবতি" এই সিদ্ধান্তই করিলেন। পরে "তত্রারুণোদয়-বেধ বৈষ্ণববিষয়ঃ তদ্বাক্যেষু বৈষ্ণবগ্রহণাৎ" ইহাই বলিলেন। আবার বলিলেন "কেচিত্তু দশম্যাং নবমীবেধমপি ত্যজন্তি" ইহাও একটী মত আছে। তারপর হেমাদ্রি-মত তুলিয়া কেহ কেহ অর্দ্ধরাত্রে দশমী বেধ বলেন বলিয়া মহাভাষ্যের অদ্যতন কালের লেখকের পংক্তি দিয়াছেন সত্য কিন্তু লেখক তার পরবর্ত্তী অংশ কেন তুলেন নাই বুঝি না। তাহা এরূপ "স এব বর্ত্তমানকালঃ (পূর্ব্ব-রাত্রার্দ্ধাৎ পররাত্রার্দ্ধ-কালঃ) একাদশ্যহোরাত্রং উপোষ্যা তন্মধ্যে দশমীপ্রবেশে বিদ্ধা সা ত্যাজ্যা"। তারপর তাহাতে ৪ প্রহর ত্যাগ করিয়া সংকল্পার্চ্চন করাই বলিলেন। পরে "স্ব-মতে তু অরুণোদয়মারভ্য সূর্য্যাংশু বৃত্তেস্তত্রৈব নিষেধঃ। তেন মতভেদেন ব্যবস্থেতি কেচিৎ। কৈমুতিকন্যায়েনারুণোদয় বেধস্যৈরেয়ংস্তুতিরিতি তু মাধবঃ। তত্র মাধবমতে বৈষ্ণবৈররুণোদয়বিদ্ধা ত্যাজ্যা" এরূপই সিদ্ধান্ত করিলেন।

তারপর লেখক টিপ্পনীর পংক্তি দিয়া "ন চ তন্মম মতং" অংশটী প্রক্ষিপ্ত বলিলেন। তাহাতে অর্দ্ধরাত্রবেধের খণ্ডনই টিপ্পনীর মত দেখা যায়। যথা—"এবঞ্চ উপবাসে দিনকর্ম্মণি অরুণোদয়মারভ্য গ্রাহ্যা তত্রবিদ্ধাহেয়া যস্ত কপালবেধো নামার্দ্ধরাত্রবেধঃ স পরেঽহ্নি উপবাসে ন ত্যাজ্যঃ কিন্তু দিবা-সঙ্কল্প এব" এই কথাগুলি লেখক ভালভাবে বিচার করুন। না বুঝিয়া অপরকে ভ্রান্ত বলা নিতান্ত দোষাবহ। অধিকারে বসিলেই অন্য অধিকারীকে ন্যূন করা যায় না।

এখন দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার মতে প্রামাণিক গ্রন্থ নির্ণয়সিন্ধু ও

তাঁহারও মান্য মাধবাচার্য্যও শ্রীহরিভক্তিবিলাসকারের সহিত একমত। তাঁহারাও লেখকের ধৃত অর্দ্ধরাত্রাদি বেধের বচনগুলির প্রামাণ্য দেখান নাই। বরং অংশত উপেক্ষণীয়ই বলিয়াছেন। অতএব গোস্বামি-টীকা প্রাচীন মহৎগণের অনুল্লেখহেতু অমূলক বলায় দোষ কি, লেখক বিচার করুন। শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ-সম্বন্ধেও পূর্ব্বে ঐরূপ মতবাদ উঠিয়াছিল এবং তাহার প্রত্যাহারও করিতে হইয়াছিল।

আরও দেখা যায় স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দনও অরুণোদয়বেধ বৈষ্ণবের জন্য এবং সূর্য্যোদয়বেধ স্মার্ত্তের জন্য ব্যবস্থা করিয়া তদন্য বেধকে অবৈধই বলিয়াছেন। আর শব্দকল্পদ্রুমেও একাদশী-শব্দে সেরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন। অর্দ্ধরাত্রবেধে কেবল সঙ্কল্পই সন্ধ্যায় করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কাজেই বৈষ্ণব অবৈষ্ণব সকল প্রামাণিক গ্রন্থেই অর্দ্ধরাত্রবেধ ত্যাজ্য না না বলায় তাহা অমূলক বলা ভিন্ন গতি নাই। লেখক যেসব প্রমাণ ধরিয়াছেন তাহা তৎকালে ঐসব পুরাণে থাকিলে উঁহারা কেহ না কেহ তাহা ধরিয়া ব্যবস্থাভেদও করিতেন। কাজেই লেখক তাঁহার শ্রদ্ধানুসারে তাঁহার সম্প্রদায় পরিচালন করুন, অন্য সম্প্রদায়কে ভ্রান্ত বলা নিতান্ত অনুচিত। বিশেষতঃ যাহা কাহারও মতে গ্রাহ্য নয় তাহা অবলম্বন করিয়া বিবাদ করা অতিসাহসই। ইত্যলমধিকেন।

—অধ্যাপক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ, বি,এ, (অনার্স)
নবদ্বীপ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগ-বরায় তে॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য কুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা হয়ত আজ জগৎ ভুলিতে বসিয়াছে। জগতের রীতিই এই প্রকার। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার সময় যে মায়ামুগ্ধ জীবের কোন কালেই হইবে না। জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের পাদপদ্মে যাঁহারা আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহারা এবং তাঁহাদের অনুগত ভক্তবৃন্দ ছাড়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শুদ্ধভক্তি-

ধারার স্রোতে স্নাত হইবার সৌভাগ্য অন্য কাহারও কোন কালে হইয়া উঠিবে কিনা সন্দেহ আছে। তথাপিও "ভকতিবিনোদধারা জল-শঙ্খ ধার। নিরবধি বহে তাহা রোধ নাহি আর॥"

ভারতে মুখ্য ও গৌণভাবে বহু সম্প্রদায় বিদ্যমান। কিন্তু সম্প্রদায়ের শুদ্ধ ভাবধারাকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা সম্প্রতি বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কারণ ভক্তি যেখানে মূল, সেখানে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ইত্যাদি বহু চিন্তাস্রোত ভক্তিদেবীকে দূরে রাখিয়া নিজেদের পথকেই আপন আপন ভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠজ্ঞান করিয়া সাধারণ জীবকে বিপথগামী করিবার চেষ্টা প্রবলভাবে চলিতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকেই দায়ী করা যাইতে পারে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শরণাগতি' গ্রন্থে ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়া বলিয়াছেন—

"জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে,
জীবকে করয়ে গাধা॥"

আবার অন্যত্র বলিয়াছেন—

"যে বিদ্যার আলোচনে কৃষ্ণরতি স্ফুরে মনে
তাহারি আদর জান সব॥
ভক্তিবাধা যাহা হ'তে সে বিদ্যার মস্তকেতে
পদাঘাত কর অকৈতব।
সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া
বিনোদের সেই সে বৈভব॥"

এই জগতে আমরা দুই প্রকার শিক্ষা দেখিতে পাই। একটি নিরীশ্বর নৈতিক শিক্ষা এবং অপরটি সেশ্বর নৈতিক শিক্ষা। নিরীশ্বর নৈতিক শিক্ষায় ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বীকৃতি নাই। বর্ত্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে নিরীশ্বর নৈতিক শিক্ষার প্রতি তথাকথিত শিক্ষক ও শিক্ষিতগণের সমাদর অধিক। যাহার ফলে সমাজের প্রতিস্তরে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুদূরপ্রসারী এই উচ্ছৃঙ্খলতা বর্ত্তমানে এমন আকার ধারণ করিয়াছে যে, ছাত্র শিক্ষককে, পুত্র পিতাকে, চাকর মনিবকে,

শিষ্য গুরুকে, পত্নী পতিকে, প্রজা রাজাকে পর্য্যন্ত মানিতে চায় না। এমনি প্রগতির যুগ যে, আজ আর গুরু-শিষ্যের অচ্ছেদ্য বন্ধন, শিক্ষক-ছাত্রের মধুর স্নেহ-প্রীতির আগলকে কেহ স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না; পিতা-পুত্রের বাৎসল্যধারা রুদ্ধ ও পতি-পত্নীর দাম্পত্য-প্রীতি-ডোর ছিন্ন হইতে বসিয়াছে। ক্রমবর্দ্ধমান এই নিরীশ্বর নৈতিক শিক্ষার বিষময় ফল সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অদূরভবিষ্যতে একদিন বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিবে। (ক্রমশঃ)

—পণ্ডিত শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ
সন্দেশখালি রাজরক্ষি বেতার-কেন্দ্র

"আমিত্বের সন্ধান"

'অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে'—

পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম বিনিস্থতা এই বাণীর 'আমি'—কর্ত্তাটি কে? তার স্বরূপ কেমন, তা' কি আমরা কোনদিন চিন্তা ক'রে দেখে থাকি? এ বিষয়ে আমরা নির্ব্বিকার—'ভাল-মন্দ খাই, হেরি, পরি চিন্তাহীন। নাহি ভাবি এ দেহ ছাড়িব কোনদিন॥'—এইভাবেই জীবনের গোণাদিনগুলি অতিক্রম করে চলেছি। পিতা, পিতামহ প্রভৃতি উর্দ্ধতন পুরুষ-পরম্পরার একই ভাবধারা অনুকরণে ব্যস্ত, কিন্তু আমিত্বের অনুসন্ধানে নিশ্চেষ্ট। সত্যানুসন্ধিৎসু হ'য়ে যদি আত্মানুসন্ধান না করি, তবে আমাদের মঙ্গল কোথায়? চর্ব্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয়-ভোগসাধনই জীবনের উদ্দেশ্য নয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা দেখিতে পাই —

'সংসারচক্র এতস্মিঞ্জন্তুরজ্ঞানমোহিতঃ।
ভ্রাম্যন্ সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥'

অর্থাৎ কি মনুষ্য জন্মে, কি পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি জন্মে সর্ব্বত্র সকল-সময়ে 'খাওয়া-পরা' মিল্‌বেই মিল্‌বে। তবে ইহার জন্য এত প্রয়াস কিসের? এ সংসারে অমিশ্র আনন্দ নাই। যা' দেখা যায়, সে কেবল দুঃখের কারণ। সুতরাং ক্ষণিক অনিত্য সুখের জন্য আমরা পরমার্থ (Summum bonum of life) হারাতে বসেছি। ইহা কি এ মনুষ্যজীবনের কাম্য? মানবদেহ ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এমন সুদুর্ল্লভ দেহ বহু পুণ্যের ফলে

লাভ করা যায়। আশিলক্ষবার মাতৃগর্ভে প্রবেশ ক'রে গর্ভবাসের অব্যক্ত যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হয়। মনুষ্যেতর জন্মের পর চারিলক্ষবার মানব শরীর-প্রাপ্তি ঘটে। ভগবানের তটস্থা বা জীবশক্তি থেকে জীব সৃষ্ট হয়। এই কলিযুগে জীব স্বল্পায়ুঃ এবং তদুপরি বহু বিঘ্নসঙ্কুল। 'অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যু র্বৈ প্রাণীনাং ধ্রুবঃ'—অর্থাৎ 'আজি বা শতেকবর্ষে অবশ্যমরণ নিশ্চিন্ত না থাক ভাই। যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ জীবনের ঠিক নাই॥' অতএব অনাদিকাল থেকে জীবদেহ ধারণ ক'রে জন্মমরণচক্রে ভ্রমণের গতি রুদ্ধ কর্‌তেই হবে। এই গতিরোধের একমাত্র উপায় আত্মোপলব্ধি।

কেবলাদ্বৈতবাদী শ্রীশঙ্করাচার্য্যও 'মোহ-মুদ্গর'-আঘাতে মোহনিদ্রাভিভূত জগদ্‌বাসীর নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টা ক'রেছিলেন,—

"ক স্ত্বং কুত আয়াতঃ।
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥"

অর্থাৎ হে ভ্রাতঃ, কে তুমি, কোথা হ'তে এসেছ—এই তত্ত্ব চিন্তা কর। কিন্তু হায়, এই জড়বৈজ্ঞানিক যুগে অধ্যাত্মচিন্তার অবসর কোথায়? বর্ত্তমান আর্থিক কৃচ্ছ্রতার দিনে ও রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক বিপ্লবের মধ্যে মানব মস্তিষ্কে ঈদৃশী চিন্তাধারা স্থান পায় না। অন্নচিন্তা চমৎকারা। গ্রাসাচ্ছাদন-সমস্যা দিনের পর দিন প্রবল আকার ধারণ করছে ও আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিও সমাজ ও রাষ্ট্রের বক্ষে বিশৃঙ্খলা নিয়ে এসেছে। ঘরে—বাইরে চতুর্দ্দিকে অশান্তির অনল দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে। এই অশান্তির মূলীভূত কারণ—দেহাত্মাভিমান। যারা এই স্থূলদেহকে আত্মা বলে জানে, তারাই দেহাত্মাভিমানী।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় দৈবাসুর সম্পদ্বিভাগযোগে দেখ্‌তে পাই,—"ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী"—এই 'আমি' কি শরীরটাই, না অন্য কিছু? শারীর-তত্ত্ব বিচার কর্‌লে আমরা জানতে পারি যে, ঈশ্বরের তটস্থ শক্তি হ'তে উদ্ভূত জীবাত্মা তিনটী শরীর বা আচ্ছাদন পরিগ্রহ করেন, যথা—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। সূক্ষ্ম ও কারণদেহ পুনঃ পুনঃ নাশ প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু স্থূল দেহটির ধ্বংশ দেখা যায়। একারণে 'আমি' দ্বিবিধ লক্ষিত হয়, যথা—কাঁচা 'আমি (Artificial self) অর্থাৎ কৃত্রিম দেহ বা স্থূলদেহ এবং অপরটি পাকা 'আমি' (Real self) অর্থাৎ প্রকৃত

বা শুদ্ধ 'আমি'। যারা এই স্থূলদেহকে প্রকৃত 'আমি' গণ্য করে তারাই অনর্থযুক্ত। কেননা অনর্থ চারিপ্রকার, তন্মধ্যে স্বরূপের 'ভ্রম'কে প্রথম অনর্থ কহে। জীবের যখন স্বরূপের ভ্রম উপস্থিত হয়, তখন একটা বিপর্য্যয় এসে দেখা দেয়—সে মনে করে, 'এই দেহই আমি'। ফলে তার পরিপুষ্টি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অতিশয় আগ্রহ দেখা যায়। নাস্তিক চার্ব্বাকের উক্তিতে দেখ্‌তে পাই 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্'। এতদ্বিচারে অসুরশ্রেণীভুক্ত যারা, তারাই জীবহিংসাবৃত্তি অবলম্বনে দেহটাকে পুষ্ট কর্‌তে চায়। শরীর যে ক্ষণবিধ্বংসী তা' তারা স্বীকার করে না। ভূতদ্রোহিতা একদিন রৌরব নরকে নিয়ে যাবে, ইহাও তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

'অতস্মিংস্তদ্‌বুদ্ধিরারোপঃ' অর্থাৎ যে বস্তু যাহা নয়, তাহা মনে করার নাম আরোপ বা অধ্যাস। কিন্তু অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধির্বিবর্ত্তঃ। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম ও শুক্তিতে রজতভ্রম, সেইরূপ দেহে আত্মবুদ্ধিও বিবর্ত্ত-সূচক। অনিত্য দেহে নিত্যবস্তু আত্মার আরোপের ফলে ভয় ও বিপর্য্যয় এসে উপস্থিত হয়। যতদিন এই স্বরূপভ্রম-অনর্থ বিদূরিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মুক্তির কোন আশা নাই। কারণ মুক্তির সংজ্ঞা জানাতে গিয়ে শাস্ত্র বলছেন,—'মুক্তির্হিত্বা অন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ'। জীবের প্রাকৃত রূপটা অন্যথারূপ বা বিরূপ। এই বিরূপ পরিত্যাগ ক'রে স্বরূপে অবস্থিত হওয়ার নাম মুক্তি।

শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির পরিণাম এ পরিদৃশ্যমান্ জগৎ, অপরপক্ষে দুর্গাদেবীর কারাগার। কয়েদীরূপে অসংখ্য জীব ইহার ভিতর অবরুদ্ধ। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব মানব প্রকৃতিজ সত্ত্ব-রজস্তমোগুণে শৃঙ্খলিত। মায়া-দেবী এই কারাগৃহের কারাকর্ত্রী (Deputy jailor)। দুরত্যয়া মায়ার হাত হ'তে উদ্ধারের উপায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নির্দ্ধারণ ক'রে দিয়েছেন, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় উদাত্ত স্বরে জানিয়েছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"—
(গীঃ ৭।১৪)

অর্থাৎ এই অলৌকিকী গুণময়ী আমার বহিরঙ্গাশক্তি মায়া নিশ্চয় দুরতিক্রমণীয়া, তথাপি যাঁহারা একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করেন, তাঁহারা এই দুরত্যয়া মায়া অতিক্রম করিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হ'যে তাই জানালেন ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল সনাতন গোস্বামী—'কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়। ঐছে পুছে নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥' তখনকারদিনে হুসেন সাহ বাদশাহের প্রধান মন্ত্রীরূপে তিনি রাজকার্য্য পরিচালনা করতেন। জাগতিক কুলে শীলে ধনে ও পাণ্ডিত্যে তিনি অতুলনীয়। তবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট এরূপ প্রশ্নের অবতারণার কারণ কি? আমাদের মত কলিহত জীবের শিক্ষাহেতু তাঁর এ তত্ত্বানভিজ্ঞতার লীলাভিনয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সনাতনশিক্ষায় পরমকরুণাময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রকৃত 'আমি'র অনুসন্ধানের জন্য আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আমরা যতই জ্ঞানী-গুণী, ধনী-মানী হই না কেন, সকলেই দেহাত্মাভিমানী। শ্রীল সনাতন গোস্বামী কিসে আত্মার মঙ্গল হয়, দৈন্যভরে এরূপ প্রার্থনা জানালেন। চিত্তের দীনতা না থাকলে জীবনে সফলকাম হওয়া যায় না। আমরা জানি—"দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান। কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥" বাদশাহের প্রধান মন্ত্রী হ'য়েও সামান্য ছেঁড়া কন্থা ও কম্বল সম্বল করলেন। এক এক রাত্রি এক এক বৃক্ষ-তলে শয়ন ও চানাচুর ভক্ষণ করতে লাগলেন। এইরূপে জগতের সমক্ষে বৈরাগ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রকাশ করলেন।

সনাতন-শিক্ষার মাধ্যমে শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন,—'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।' ভগবানের নিত্যদাসত্বই জীবমাত্রেরই স্বরূপ। স্থূলদেহ মানবের বিরূপের পরিচয়। তাই শ্রীগৌরসুন্দর দৃপ্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করলেন,—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে—
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ॥"

অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ নহি, বৈশ্য বা শূদ্র নহি, অথবা ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসীও নহি; কিন্তু উন্মীলিত (অর্থাৎ নিত্য সতঃ প্রকাশমান) নিখিল পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্ররূপ শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাস-দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি।

অতএব ইহাই প্রকৃত, শুদ্ধ ও 'মুক্ত আমির' অভিমান।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ

পত্রোত্তর *

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

C/O. Sj. Barada kanta Das.
Electric Supply Co.
Po. Silchar.
Dist. Cachar (Assam)
18. 5. 67

সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বিকেয়ম্—

আপনার প্রেরিত শিলং ঠিকানার হিন্দুমিশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত আর, এন, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নামীয় চিঠির মারফতে আপনার প্রশ্ন-পত্র পাইয়াছি কিন্তু নানাপ্রকার কার্য্যের ব্যস্ততাহেতু যথাসময়ে পত্রোত্তর দিতে পারি নাই। তাই মনে কিছু করিবেন না।

নিম্নে শাস্ত্রসঙ্গত তাহার যথাযথ বর্ণনা করিলাম :—

ব্রহ্ম সংহিতায় উক্ত আছে,—
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখিতে পাই—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

স্বয়ং ভগবানই শ্রীকৃষ্ণ, তাহা শাস্ত্রে উক্ত আছে। তিনি নির্গুণ সবিশেষ তত্ত্ব। অতএব ভগবান কোন প্রাকৃত জাতির মধ্যে গণ্য নহেন। ভগবান অজ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৪র্থ অধ্যায়ে তিনি বলিয়াছেন, —

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
* * * * * *
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

---

*শ্রীযুত কুশল চন্দ্র বরা মহাশয় 'Assam Tribune' পত্রিকায় শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজের আসামের রাজধানী শিলং সহরের বিপুল প্রচারবার্ত্তা জানিতে পারিয়া "**শ্রীকৃষ্ণ গোপ না ক্ষত্রিয়**" এই সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীল স্বামীজি মহারাজ এই পত্রে তাহার সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদান করিয়াছেন।

আবার তিনিই অন্যত্র জানিয়েছেন—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন।"

ইহাদ্বারা বোঝা যায় তাহার জন্ম-কর্ম্ম অলৌকিক বা অপ্রাকৃত, তাই তাহার প্রাকৃত জাতির কোন প্রশ্ন আসে না। তিনি চিন্ময় দেহী যদিও লৌকিক স্থূল দৃষ্টিতে দেখা যায় তিনি কখন গোপ বা ক্ষত্রিয় কুলে আবির্ভূত হইতেছেন, তবুও তিনি চিন্ময়দেহী জানিতে হইবে। ঈশ্বর বলিতে এই বুঝায় যে,—"কর্ত্তুম্ অকর্ত্তুম্ অন্যথা কর্ত্তুম্ যঃ সমর্থঃ স ঈশ্বরঃ।" শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে যে,—যশোদার গর্ভে স্বয়ং ভগবান তৎসহ তাঁহার স্বরূপ শক্তি বা যোগমায়া শক্তি আবির্ভূত হন। আর একই সময়ে কংসের কারাগারে দেবকীর গর্ভে বাসুদেব-কৃষ্ণ আবির্ভূত হন। ভগবদ্ আদেশে বসুদেব নন্দালয়ে বাসুদেব-কৃষ্ণকে রাখিয়া কন্যারূপিণী যোগমায়াকে লইয়া আসেন। তখন বাসুদেব-কৃষ্ণ পূর্ণাবতারী কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন। তাই স্থূল দৃষ্টিতে বা প্রাকৃত দৃষ্টিতে তিনি বৈশ্য গোপনন্দন বলিয়া কথিত হন।

শ্রীকৃষ্ণই পরাৎপরতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান অবতারী পুরুষ। তিনি অচিন্ত্য-শক্তিমান্ বা সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহাতে লৌকিক জন্ম-কর্ম্ম দৃষ্ট হইলেও তিনি তাহা হইতে অতীত। সামাজিক কোন বিধি নিষেধ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। স্বয়ং ভগবান্ মৎস, কূর্ম্ম, বরাহ কুলে আবির্ভূত হইলেও সামাজিক সর্ব্বোচ্চ কুলে আবির্ভূত ব্রাহ্মণগণ বরাহদেবের পাদধৌত জল পাণ না করিলে তাহারা ব্রাহ্মণত্ব হইতে পতিত হইয়া যান। ভগবান লৌকিক দৃষ্টিতে বৈশ্য বা ক্ষাত্রিয়কুলে কিম্বা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও দ্বিজোত্তম গণের উপাস্য। ভগবৎ উপাসনা না করিলে লৌকিক উত্তমতা কাহার মধ্যে দৃষ্ট হইলেও সে অস্পৃশ্য ঘৃণিত এমন কি হীন নরকগামী হয়—ইহাই ঈশ্বর তত্ত্ব সমন্ধে বিচার।

প্রাক্ঐতিহাসিক যুগের জন্ম-কর্ম্মাদির বিধির মৌলিকত্বে ভগবদ্ ভক্তিই লক্ষ্য করা যায়। গুণকর্ম্মের তারতম্যানুসারে সমাজের বন্ধন। শুক্রশোণিতের প্রাধান্য প্রাচীন কালে ছিল না। সুতরাং প্রাচীন ইতিহাসে যে বর্ণ বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয় তাহার মূলে ঈশ্বর সেবা বা ভগবদ্ভক্তি। কোথাও কোথাও

পিতৃত্বের উপর নির্ভর করিয়া সন্তানের পরিচয় হইয়াছে, কোথাও বা মাতৃত্বের পরিচয়ে সন্তান পরিচিত হইয়াছে। কোথাও বা পিতৃ-মাতৃ কাহার পরিচয়ে পরিচিত হয় নাই—ইহার মূলে ভগবৎ সেবাপ্রবৃত্তিই কারণ। ঈশ্বর বিশ্বাস বা ভক্তির উপর নির্ভর করিয়াই ক্রমশঃ দুইটি জাতি শাস্ত্রে লক্ষ্য করা যায়— একটি দৈব আর একটি আসুরিক। এই দৈব ও আসুরিক জাতির উদ্ভবের পূর্ব্বে একমাত্র হংস জাতিরই অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। হংসগণের ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তি তাহাদিগের মধ্যে ছিল না।

বর্ত্তমান যুগে যে শৌক্রজন্মানুসারে জাতির প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। কামুকতা কোন শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ নহে। গুণ ও কর্ম্মই শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা হইতে আমরা জানি—"যেই (কৃষ্ণ) ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।"

আপনার এসব বিষয় আর কিছু জানিবার ইচ্ছা থাকিলে পত্র দিবেন। আমরা যথাসাধ্য শাস্ত্রানুমোদিত উত্তর দিয়া আপনার প্রশ্নের মীমাংসা করিব—ইতি।

বিনীত নিবেদক—
গৌরজন কিঙ্কর
শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা মহোৎসব

বিগত ২৬শে শ্রীধর ৪৮১ গৌরাব্দ, ৩০শে শ্রাবণ একাদশী-দিবসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজীউর ঝুলনযাত্রা আরম্ভ হইয়া ৩০শে শ্রীধর শ্রীবলদেব পূর্ণিমা দিবসে সমাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ :—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও মহাসমারোহে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীর হিন্দোলন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছে।

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ :—চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে বিগত বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা মহোৎসব সাড়ম্বরে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে বহু জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ :—শ্রীমথুরা-ধামস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীজিউর হিন্দোল-লীলা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠে ঝুলনযাত্রা ও বার্ষিক মহোৎসব

বিগত বর্ষসমূহের ন্যায় এবৎসরও আসাম প্রদেশে শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব ২৬ শ্রীধর, ৩০ শ্রাবণ, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রার তিথি হইতে আরম্ভ হইয়া ষষ্ঠ দিবসান্তে (শ্রীবলদেব পূর্ণিমার পরদিবস) সমাপ্ত হইয়াছে। সংবাদ আসিয়াছে যে, উক্ত কয়দিবসই শ্রীমঠে প্রত্যহই দুইবেলা হরি-সংকীর্ত্তন, ভাগবত পাঠ, ইষ্টগোষ্ঠী ও ধর্ম্মসভার মাধ্যমে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত-বাণীর বিপুলভাবে প্রচার হইয়াছে। সুশোভিত হিন্দোল-দোলায় শ্রীশ্রীবিনোদবিহারী শ্রীমতী রাধারাণী সহ দোলননিরত থাকিয়া ভক্ত দর্শকবৃন্দের নয়ন-মন মুগ্ধ করিয়াছেন। শ্রীগোলোকগঞ্জ মঠে তাঁহার অপূর্ব্ব ঝুলনযাত্রা দর্শনমানসে ধুবড়ী, গৌরীপুর, বঙ্গাইগাঁও, বাসুগাঁও, গোঁসাইগাঁও, কোকৃড়াঝাড় প্রভৃতি বহু দূরবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে বহু শিক্ষিত ও ভদ্র জনসমাজ আগমন করেন।

প্রতিদিন স্থানীয় Ex. M. L. A. শ্রীযুত ভুবন চন্দ্র প্রধানী B.A., M. L. A. শ্রীযুত কবীর রায় B. A., উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত কামিনী কুমার রায় B., A. B. L., বিদ্যাপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বিশ্বনাথ চৌধুরী B. A. (শ্রীপাদ বিশ্বরূপ দাস ব্রহ্মচারী), S.D.O. (P.W.D.), ডাক্তার শ্রীযুত কালিদাস সরকার প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই উৎসবে ও ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদান করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

প্রতিদিন ধর্ম্মসভায় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ সভাপতিত্ব করেন। **"বর্ত্তমান যুগ ও ভক্তিধর্ম্ম"** ঐ সভার একমাত্র বিষয়-বস্তু ছিল। স্থানীয় 'নবভারত হাইস্কুলের' প্রধান শিক্ষক মহোদয় তাঁহার সর্ব্বপ্রথম ভাষণে কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি প্রভৃতি লইয়া এক দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠস্থ সুযোগ্য তত্ত্বাভিজ্ঞ সেবক শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞানমার্গে যে ভগবৎ-প্রাপ্তি অসম্ভব, তাহা শাস্ত্রীয় দার্শনিক-যুক্তি সহকারে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। পরিশেষে সভাপতি মহারাজ কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান-নিরপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেন। উৎসবের সাফল্য সম্পাদনে শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারীর নাম সর্ব্বোপরি উল্লেখযোগ্য। তাঁহারই একান্ত চেষ্টা যত্ন ও কর্ম্মনৈপুণ্যে অনুষ্ঠানটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। আসাম প্রদেশস্থ সমিতির আশ্রিত ভক্তগণ উৎসবে যোগদান করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দকে উৎসাহিত করিয়াছেন। শ্রীবলদেবপূর্ণিমার পরদিবস সর্ব্ব-সাধারণের মহোৎসবে বহু শতাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

১৯শ বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৭৪ { ৯ম সংখ্যা

ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

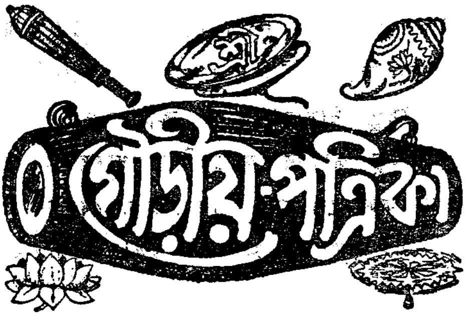

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৯শ বর্ষ } গর্ভোদশায়ী, ৩০ দামোদর, ৪৮১ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩০ কার্ত্তিক, ১৩৭৪ ; ইং ১৭।১১।১৯৬৭ { ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীলরূপ-গোস্বামি-কৃতং "শ্রীশ্রীমুকুন্দমুক্তাবলী-স্তোত্রম্"

শ্রীব্রজনাগরায় নমঃ॥

নবজলধরবর্ণং চম্পকোদ্ভাসিকর্ণং
বিকসিতনলিনাস্যং বিস্ফুরন্মন্দহাস্যম্।
কণকরুচিদুকূলং চারুবর্হাবচূলং
কমপি নিখিলসারং নৌমি গোপীকুমারম্॥১॥

নবীন মেঘের ন্যায় যাঁহার বর্ণ, চম্পককুসুমে যাঁহার কর্ণযুগল সুশোভিত, বিকসিত পদ্মের ন্যায় মন্দ মন্দ হাস্যযুক্ত যাঁহার বদনমণ্ডল, সুবর্ণকান্তির ন্যায় যাঁহার শোভা, সুন্দর ময়ূরপুচ্ছে যাঁহার চূড়া সুশোভিত এবং যিনি ত্রিজগতের সারবস্তু, ঈদৃশ কোন গোপীকুমারকে আমি স্তব করি॥ ১॥

মুখজিতশরদিন্দুঃ কেলিলাবণ্যসিন্ধুঃ
করবিনিহিতকন্দুঃ বল্লবীপ্রাণবন্ধুঃ।
বপুরুপসৃতরেণুঃ কক্ষনিক্ষিপ্তবেণু-
র্বচনবশগধেনুঃ পাতু মাং নন্দসূনুঃ ॥ ২ ॥

শরৎকালীন চন্দ্র অপেক্ষাও যাঁহার মুখমণ্ডল সুশোভিত, যিনি কেলি-সমুচিত লাবণ্যের সিন্ধু, যাঁহার হস্তে ক্রীড়াকন্দুক সুশোভিত, যিনি ব্রজরমণীগণের প্রাণবন্ধু, গাভীর ক্ষুরোত্থিত ধূলিদ্বারা যাঁহার কলেবর সুশোভিত, যাঁহার কক্ষদেশে বেণু বিরাজিত, ধেনুগণ যাঁহার বাক্যের বশবর্ত্তী, এবম্বিধ সেই নন্দনন্দন আমাকে রক্ষা করুন ॥ ২ ॥

ধ্বস্তদুষ্টশঙ্খচূড় বল্লবীকুলোপগূঢ়-
ভক্তমানসাধিরূঢ় নীলকণ্ঠপিঞ্ছচূড়।
কণ্ঠলম্বিমঞ্জুগুঞ্জ কেলিলব্ধরম্যকুঞ্জ-
কর্ণবর্ত্তিফুল্লকুন্দ পাহি দেব মাং মুকুন্দ ॥ ৩ ॥

হে ভক্তগণ-মানসাধিরূঢ়! তুমি দুষ্ট শঙ্খচূড়কে বিনাশ করিয়াছ, তুমি ব্রজরমণীগণ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হও, ময়ূরপুচ্ছে তোমার চূড়া সুশো-ভিত, সুন্দর গুঞ্জামালা তোমার কণ্ঠে লম্বিত তুমি কেলির নিমিত্ত সুন্দর নিকুঞ্জবন আশ্রয় কর, তোমার কর্ণযুগলে কুন্দকুসুম সুশোভিত, অতএব হে দেব! হে মুকুন্দ! তুমি আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ৩ ॥

যজ্ঞভঙ্গরুষ্টশক্র নুন্নঘোরমেঘচক্র-
বৃষ্টিপূরখিন্নগোপ-বীক্ষণোপজাতকোপ।
ক্ষিপ্র সব্য হস্তপদ্ম ধারিতোচ্চশৈলসদ্ম
গুপ্তগোষ্ঠ রক্ষ রক্ষ মাং তথাদ্য পঙ্কজাক্ষ ॥ ৪ ॥

হে পঙ্কজনয়ন! ইন্দ্রের যজ্ঞ ভঙ্গ হইলে তিনি অতিক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর মেঘসকল প্রেরণ করতঃ বৃষ্টিসমূহ দ্বারা সমুদয় গোপ-গোপীদিগকে ক্লেশিত করিলে তদ্দর্শনে তুমি রুষ্ট ও ব্যগ্র হইয়া বাম হস্তাম্বুজদ্বারা অত্যুচ্চ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণপূর্ব্বক ব্রজধাম রক্ষা করিয়াছ, অতএব সেই প্রকার অদ্য আমাকেও রক্ষা কর ॥ ৪ ॥

মুক্তাহারং দধদুড়ুচক্রাকারং
সারং গোপীমনসি মনোজারোপী।

কোপী কংসে খল নিকুরম্বোত্তংসে
বংশে রঙ্গী দিশতু রতিং নঃ শার্ঙ্গী ॥ ৫ ॥

যিনি নক্ষত্রমালার ন্যায় উৎকৃষ্ট মুক্তাহার কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন, যিনি গোপিকাগণের মানসে কন্দর্পভাব আরোপণ করেন, যাবতীয় খলের শিরোমণি কংসের প্রতি যাঁহার অতিশয় ক্রোধ, সেই বংশীপ্রিয় শার্ঙ্গ-পাণি শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে প্রীতি প্রদান করুন ॥ ৫ ॥

লীলোদ্দামা জলধরমালাশ্যামা-
ক্ষামাঃ কামাদভিরচয়ন্তী রামাঃ।
সা মামব্যাদখিলমুনীনাং স্তব্যা
গব্যা পূর্ত্তি প্রভুরঘশত্রোর্মূর্ত্তিঃ ॥ ৬ ॥

যে মূর্ত্তি ব্রজলীলায় সুযোগ্য, যাহা মেঘমালার ন্যায় শ্যামলবর্ণ, স্মরযুদ্ধে গোপিকারা যাহা হইতে ক্ষীণাঙ্গী হন, যাহা নিখিল মুনি-গণের ধ্যেয়, যাহা গাভীগণের প্রতি তৃপ্তিসাধনে সমর্থ, অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণের সেই মূর্ত্তি আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥

পর্ব্ববর্ত্তুল শর্ব্বরীপতি গর্ব্বরীতিহরাননং
নন্দ-নন্দনমিন্দিরাকৃত-বন্দনং ধৃতচন্দনম্।
সুন্দরী-রতিমন্দিরী-কৃত-কন্দরং ধৃতমন্দরং
কুণ্ডলদ্যুতি-মণ্ডলপ্লুতকন্ধরং ভজ সুন্দরম্ ॥ ৭ ॥

যিনি মুখমণ্ডলদ্বারা পূর্ণিমায় উদিত পূর্ণচন্দ্রের রুচিগর্ব্ব খর্ব্ব করিতে-ছেন, লক্ষ্মী যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন, চন্দনাদি অনুলেপনে যাঁহার শ্রীঅঙ্গ অনুলিপ্ত, যিনি গোপিকাগণের সহিত বিহার করিবার নিমিত্ত গিরিগুহাতে সঙ্কেত স্থান করিয়াছেন, যিনি মন্দারপর্ব্বততুল্য গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার কর্ণস্থ কুণ্ডলপ্রভায় গ্রীবাদেশ সুশোভিত, হে চিত্ত! পরম সুন্দর সেই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে তুমি ভজনা কর ॥ ৭ ॥

গোকুলাঙ্গণমণ্ডনং কৃতপূতনাভবমোচনং
কুন্দসুন্দর দন্তমম্বুজবৃন্দবন্দিতলোচনম্।
সৌরজাকর-ফুল্লপুষ্কর-বিস্ফুরৎকরপল্লবং
দৈবত-ব্রজ-দুর্ল্লভং ভজ বল্লবীকুল-বল্লভম্ ॥ ৮ ॥

যিনি গোকুলের ভূষণ, যিনি পূতনার ভববন্ধন মোচন করিয়াছেন, অতিসুন্দর কুন্দকুসুমের ন্যায় যাঁহার দন্তাবলী, আপন অপেক্ষা অতিশয় সুন্দর বলিয়া অম্বুজগণ যাঁহার নয়নদ্বয়কে প্রশংসা করে, সুগন্ধি ও বিকসিত পদ্মের ন্যায় যাঁহার পাণিপল্লব সুশোভিত, যিনি দেবগণের দুর্ল্লভ, হে চিত্ত! তুমি ঈদৃশ বল্লবীকুলবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর ॥ ৮ ॥

তুণ্ডকান্তি-দণ্ডিতোরু-পাণ্ডুরাংশু-মণ্ডলং
গণ্ডপালি-তাণ্ডবালি-শালি-রত্নকুণ্ডলম্ ।
ফুল্ল-পুণ্ডরীক-ষণ্ড-কৢপ্তমাল্যমণ্ডনম্
চণ্ডবাহুদণ্ডমত্র নৌমি কংসখণ্ডনং ॥ ৯ ॥

যিনি বদনকান্তিদ্বারা চন্দ্রমণ্ডলের শোভা তিরস্কার করিয়াছেন, যাঁহার কপোলপ্রান্তে চঞ্চল রত্ন কুণ্ডল শোভা করিতেছে, যিনি বিকসিত পুণ্ডরীকমালায় সুশোভিত, যাঁহার ভুজদণ্ড অতিশয় প্রতাপযুক্ত, সেই কংসমর্দ্দন শ্রীকৃষ্ণকে আমি স্তব করি ॥ ৯ ॥

উত্তরঙ্গদঙ্গরাগ-সঙ্গমাতিপিঙ্গল-
স্তুঙ্গশৃঙ্গ-সঙ্গিপাণি-রঙ্গনালি-মঙ্গলো ।
দিগ্বিলাসি-মল্লিহাসি-কীর্ত্তিবল্লি-পল্লব-
স্ত্বাং স পাতু ফুল্লচারুচিল্লিরদ্য বল্লবঃ ॥ ১০ ॥

যাঁহার অনুলেপনাদিদ্বারা অনুলিপ্ত শ্রীঅঙ্গ হইতে যেন লাবণ্যের তরঙ্গ উঠিতেছে, যাঁহার হস্ত উচ্চ শৃঙ্গ গোবর্দ্ধন ধারণে সমর্থ, যিনি অঙ্গনাগণের কল্যাণদায়ক, মল্লিকা কুসুমের ন্যায় যাঁহার কীর্ত্তিবল্লী দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করিতেছে, যাঁহার ভ্রূযুগল অতিশয় সুন্দর, সেই বল্লব-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ অদ্য তোমাকে রক্ষা করুন ॥ ১০ ॥

সাত্বত-স্মৃতি-বিধি অবশ্য পাল্য

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর
৪ঠা এপ্রিল ১৯৩১

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীযুক্ত * * * নামীয় আপনার লিখিত পত্রে জানিতে পারিলাম যে, কোন দীক্ষিত বৈষ্ণব তাঁহার প্রাগ্‌বর্ণের অগ্রজের মৃত্যু-উপলক্ষে অশৌচাদি গ্রহণ বিচার করিয়া অক্ষৌর-বিধান অবলম্বন করিয়াছেন।

তদ্দ্বারা বৈদিক বৈষ্ণব-সমাজ-বিধি অতিক্রান্ত **হওয়ায়** আপনি ন্যূনাধিক ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন।

যদি এরূপ কার্য্য অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে এই বিষয়ে বৈষ্ণব-স্মৃতির তাৎপর্য্য জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক। যদি তিনি **স্বেচ্ছাপূর্ব্বক** অশৌচ-বিধি স্মার্ত্তের শাসনানুগত্যে স্বীকার করিয়া থাকেন এবং বৈষ্ণব-স্মৃতির বিধান সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করিবার বিচার তাঁহার না থাকে, তাহা হইলে বৈষ্ণব-স্মৃতি লঙ্ঘনজনিত অসদাচার উহাতে উপস্থিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য **জ্ঞানপূর্ব্বক পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া** আবশ্যক।

প্রকৃতপ্রস্তাবে **বৈষ্ণব-শাসনবিধি মর্য্যাদাপথে কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন না**। যেখানে বৈদিক ও লৌকিক ক্রিয়ার আবশ্যকতা হয়, তৎস্থলে ভক্তির আদরকারী জনগণ হরিসেবার অনুকূলে ভক্তিবিরোধী স্মার্ত্ত-সমাজের শাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য, নতুবা স্মার্ত্তের আনুগত্যে পারমার্থিক চেষ্টায় ঔদাসীন্য লক্ষিত হইবে।

দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ যথাশাস্ত্র বৈষ্ণব-স্মৃতিবিধি পালন করিবেন; **অকরণে প্রত্যবায় আছে**। কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্ব আত্মীয়-স্বজন নামে পরিচিত, তাঁহারা যদি বৈষ্ণব-স্মৃতিবিধি পালনে বাধ্য না হন, তাহা হইলে অদীক্ষিত পূর্ব্ব বর্ণোচিত স্মার্ত্তবিধি পালনপর ব্যক্তিদিগকে তাহাদের অধিকার-বিচারে বিমুখ হইয়া তাহাদের প্রতি বৈষ্ণববিধি বলপূর্ব্বক স্থাপন করিতে গেলে কখনই সুফল লাভ ঘটিবে না। সুতরাং তাহাদিগকে প্রেতশ্রাদ্ধাদি ও আদান-প্রদানাদি কাজে তাহাদের পূর্ব্বাচরিত বিধি পালন করিতে দিয়া দীক্ষিত ব্যক্তি **তাঁহাদের সঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া** ঐ সকল কার্য্য **অনুমোদন করিবেন না**, অথবা ঐ সকল কার্য্যে বাধা দিবার জন্যও উদ্যত হইবেন না। নিরপেক্ষতাই অবলম্বনীয়; কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্ব বর্ণের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে গিয়া বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুগমন করার পক্ষে বাধা দিবেন না।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(সাধুসঙ্গ)

১। মহাশয় ব্যক্তি কিরূপভাবে কৃষ্ণ-ভজনা করেন ?

"এ সংসার সারহীন এতে মজে অর্ব্বাচীন,
ইহাতে বিরক্ত মহাশয়।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-ভজে, রাধাকৃষ্ণে সেবে ব্রজে,
নিরন্তর কৃষ্ণনামাশ্রয় ॥" —অঃ প্রঃ ভাঃ উপসংহার

২। কোন্ সময় জীবের সাধুসঙ্গের স্পৃহা জন্মে ?

"বহু সুকৃতির ফলস্বরূপ ভগবদ্‌কৃপা-ক্রমে জীবের সংসারবাসনা দুর্ব্বলা হইয়া পড়ে; তখন স্বভাবতঃই সাধুসঙ্গে স্পৃহা জন্মে। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-কথার আলোচনা হইতে হইতে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং ক্রমশঃ অধিকতর চেষ্টার সহিত কৃষ্ণ-বিষয়ক অনুশীলন হইলে ভগবান্‌কে পাইবার লোভ জন্মে। তখন শুদ্ধচরিত্র তত্ত্বজ্ঞ গুরুর চরণ আশ্রয় করত ভজন শিক্ষা করিতে হয়। ভজন-বলেই জীবের ভগবৎকৃপা লাভ হয়।"

—'সাধন', সঃ তোঃ ১১।৫

৩। সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা কি ?

"সাধুদিগের চরিত্রের অনুসরণ ও সাধুদিগের সিদ্ধান্ত-সমূহ শিক্ষা করিবেন ॥" —'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন', সঃ তোঃ ১১।৬

৪। গুরুপদাশ্রয় কি ?

"অন্তরঙ্গ-সাধুর সঙ্গই গুরুচরণাশ্রয়।" —'পঞ্চসংস্কার', সঃ তোঃ ২।১

৫। তীর্থ-ভ্রমণের প্রকৃত ফল কি ? সাধুসঙ্গে কি লাভ হয় ?

"তীর্থ-ফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণ-ভজন মনোহর।
যথা সাধু, তথা তীর্থ, স্থির করি, নিজ-চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর ॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ ॥"

—'উপদেশ' ১৪, কঃ কঃ

৬। সাধুগণ কি কখনও অপস্বার্থপর হন না ?

"দেবতাগণ স্বার্থপর হইতে পারেন, কিন্তু সাধুগণ কখনও স্বার্থপর হন না। অতএব মঙ্গল-সাধনের জন্য যেখানে-যেখানে বিশুদ্ধ প্রীতি-লালসা, যেখানে-যেখানে কৃষ্ণকথা প্রসিদ্ধ, যেখানে-যেখানে হরিসঙ্কীর্ত্তন, যেখানে-যেখানে কৃষ্ণযশঃশ্রবণেচ্ছা, যেখানে-যেখানে কৃষ্ণ-বৈষ্ণবে সাধুবাদ, সেই-সেই স্থানে ভজন-প্রয়াসিগণ তৎপর হউন।" —আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

৭। জীবের লুপ্ত-স্বভাব কিরূপে জাগ্রত হইতে পারে ?

"নিজ-স্বভাব যাহার অত্যন্ত লুপ্তপ্রায়, তাহাকে কে জাগ্রত করে ? কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-চেষ্টা তাহা করিতে পারে না, সুতরাং যাঁহার কোন ভাগ্যক্রমে স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গবল-ক্রমেই জীবের গুপ্ত-প্রায় স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইতে পারে। এই বিষয়ে দুইটী ঘটনার প্রয়োজন। যিনি স্ব-স্বভাব জাগ্রত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পূর্ব্ব-ভক্ত্যানুখী-সুকৃতিক্রমে কিয়ৎপরিমাণ শরণাপত্তি-লক্ষণা শ্রদ্ধা লাভ করেন—ইহাই একটী ঘটনা। সেই সুকৃতি-বলে তাঁহার কোন উপযুক্ত সাধুর সঙ্গ হয়—ইহাই দ্বিতীয় ঘটনা।"

—'দশমূল-নির্যাস', সঃ তোঃ ৯।৯

৮। মানব-স্বভাবের মূল কি ?

"সঙ্গ হইতে স্বভাব। যে ব্যক্তি যাহার সঙ্গ করে, তাহার তদ্রূপ স্বভাব হইয়া উঠে। পূর্ব্ব-জন্মের সঙ্গরূপ কর্ম্মের দ্বারা জীবের যে স্বভাব গঠিত হয়, তাহা আধুনিক জন্মের সঙ্গের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে; সুতরাং সঙ্গই মানব-স্বভাবের মূল।"

—'সাধুসঙ্গের প্রণালী বিচার', সজ্জনতোষণী (ক্ষেত্রবাসিনী) সঃ তোঃ ১৫।২

৯। বৈষ্ণবপ্রায় বা বালিশ ব্যক্তিগণের উন্নতির একমাত্র কারণ কি ?

"পক্কযোগিগণ ভক্তিযোগারূঢ় উত্তম ভক্ত এবং অপক্কযোগিগণ ভক্তি-যোগারুরুক্ষু কর্ম্ম-ধর্ম্মসাপেক্ষ মধ্যম ভক্ত; কর্ম্মাসক্ত ভক্তপ্রায় ব্যক্তিগণ কোমলশ্রদ্ধ কনিষ্ঠভক্ত বৈষ্ণবপ্রায় বা 'বালিশ' মধ্যে পরিগণিত—ইঁহাদের হৃদয়ে ভক্ত্যাভাসমাত্র উদিত হইয়াছে; শুদ্ধভক্তির কিঞ্চিন্মাত্র উদয় হইলে ইঁহারা কর্ম্মাসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম-ধর্ম্ম-সাপেক্ষ মধ্যম ভক্ত হইতে পারেন। সাধুসঙ্গই এই সকল উন্নতির একমাত্র কারণ।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

১০। কাহার সঙ্গ করা উচিত? কিরূপ সঙ্গদ্বারা পরমার্থানুশীলনে উন্নতি হয়?

"যাঁহার হৃদয়ে **শুদ্ধভক্তির** উদয় হইয়াছে, তিনি অনন্য কৃষ্ণভক্ত; **মধ্যম হইলেও সঙ্গযোগ্য।** * * * সাধক নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তকে আশ্রয় করিলেই উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন।"

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

১১। শুদ্ধভক্তের সহিত বাহ্য-ব্যবহারেও কিরূপভাবে সঙ্গ করা উচিত?

"বাজারে দ্রব্য ক্রয় করিবার সময়ে যেরূপ নূতন ব্যক্তির সহিত কেবল বাহ্য-ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার সাধারণের সঙ্গে করিবে। শুদ্ধভক্তের সহিত সেই সেই ব্যবহারেও প্রীতি প্রদর্শন-পূর্ব্বক সঙ্গ করিবে।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

১২। বৈষ্ণবগণের নিকট বসিয়া থাকিলে কি সময় নষ্ট হয় না?

"শ্রীরামানুজাচার্য্যের চরম উপদেশ এই—'তুমি আপনাকে কোন চেষ্টায় যদি শুদ্ধ করিতে না পার, তবে বৈষ্ণবদিগের নিকট গিয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলেও তোমার মঙ্গল হইবে'।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

১৩। বৈষ্ণব-সঙ্গে মঙ্গল-লাভের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় কি?

"বৈষ্ণবদিগের সংস্কৃত ভক্ত-চরিত্র দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যে মন ফিরিয়া যায়, বিষয়াসক্তি খর্ব্ব হয়, ভক্তির অঙ্কুর হৃদয়ে উদিত হয়; এমত কি, আহার-ব্যবহার-সম্বন্ধেও ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণবোচিত হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব-সঙ্গে থাকিতে থাকিতে অনেক লোকের স্ত্রীসঙ্গ-রুচি, অর্থ-পিপাসা, ভুক্তি-মুক্তিবাঞ্ছা, কর্ম্ম-জ্ঞানের প্রতি আদর এবং মৎস্য-মাংস-মদ্য-তামাক-ধূম্রপান ও তাম্বুলসেবন-স্পৃহা ইত্যাদি অনর্থ দূর হইয়াছে—ইহা আমরা দেখিয়াছি। বৈষ্ণবের অব্যর্থকালত্ব-ধর্ম্ম দেখিয়া অনেকে আলস্য, নিদ্রাধিক্য, বৃথা জল্পনা, বাক্যাদির বেগ প্রভৃতি অনর্থসকল অনায়াসে দূর করিয়াছেন। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, বৈষ্ণব-সংসর্গে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে কাহারও কাহারও শাঠ্য ও প্রতিষ্ঠাশাও দূর হইয়াছে। একটুকু আদরের সহিত বৈষ্ণব-সঙ্গ করিলে সংস্কার ও আসক্তি প্রভৃতি সকল সঙ্গই দূর হয়—ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যুদ্ধে জয়-পিপাসাসক্ত, রাজ্য-

লাভের জন্য বিশেষ কুশল, প্রচুর ধন-সঞ্চয়ের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ব্যক্তিগণের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণব-সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি হইয়াছে। এমত কি, 'বিতর্কে জগৎকে পরাজয় করিয়া দিগ্বিজয় লাভ করিব'—এরূপ দুরভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিদিগেরও চিত্ত স্থির হইয়াছে। বৈষ্ণব-সঙ্গ ব্যতীত সংস্কারাসক্তি-শোধনে উপায়ান্তর দেখি না।" —'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

১৪। সাধুগণ কি করেন?

"সাধুগণ অন্তর্হৃদয়ে চক্ষু দান করেন।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ', ভাঃ মঃ ১৫।১৭

১৫। সাধুগণের স্বভাব কি?

"অপরের দোষ সাধুগণ কদাচ গ্রহণ করেন না। পরের যে সামান্য গুণ থাকে, তাহাকে বহুল করিয়া তাঁহারা সম্মান করেন।"

—'ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ', ভাঃ মঃ ১৫।২৬

১৬। সাধুর সংখ্যা কি খুব বেশী? বাহ্যবেশ দেখিয়া সাধু নির্ণয় করা সঙ্গত কি না?

"কলিকালে সাধুর বিচার একেবারে উঠিয়া যাইতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, যাহাকে-তাহাকে বাহ্য বেশ দেখিয়া 'সাধু' বলিয়া সঙ্গ করত আমরা ক্রমশঃ সকলেই 'কপট' হইয়া পড়িতেছি—আমাদের এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। সাধু অনেক পাওয়া যায় না। সাধুর সংখ্যা আজকাল এত অল্প হইয়াছে যে, বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াও, বহু দিন অনুসন্ধান করিয়াও একটী প্রকৃত সাধু পাওয়া দুর্ল্লভ হইয়াছে।"

—'সাধুসঙ্গের প্রণালী-বিচার', সসঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সঃ তোঃ ১৫।২

১৭। শুদ্ধবৈষ্ণব ও বঞ্চকের পার্থক্য-নিরূপণে গোঁজামিল দেওয়া উচিত কি?

"বিশুদ্ধ-ভক্তির ও শুদ্ধভক্তের পৃথক্ 'থাক্' নিরূপণ করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ভক্তদিগের শাখা-নির্ণয়ের পন্থা দেখাইয়াছেন। তদ্দৃষ্টেই আমরা এখনও শুদ্ধবৈষ্ণব ও বঞ্চকদিগকে পৃথক্ করিয়া লইতে পারি। এ বিষয়ে 'গোলে হরিবোল' দেওয়া উচিত নয়। সৎসঙ্গ ব্যতীত কখনও জীবের মঙ্গল নাই; সুতরাং শুদ্ধ বৈষ্ণবকে পৃথক্ করিয়া দেখাই উচিত।" —'সমালোচনা', সঃ তোঃ ১০।৫

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীচৈতন্যদাস

['শ্রীভক্তিরত্নাকর'—দ্বিতীয় তরঙ্গোক্ত উপাখ্যান অবলম্বনে]

ধন্য ধন্য শ্রীচৈতন্যদাস মহাভাগ।
অতুল তোমার শ্রীচৈতন্য-অনুরাগ ॥
প্রাণত্যাগ উপক্রম করিলে কান্দিয়া।
কণ্টক-নগরে গৌর-সন্ন্যাস দেখিয়া ॥
ঢালিয়া অজস্র অশ্রু প্লাবনের ধারা।
হা গৌরাঙ্গ ! বলি ভূমে হ'লে জ্ঞানহারা ॥
লুঠিয়া ভূতলে পড়ি থাকি' কতক্ষণে।
আভাসে পাইয়া সংজ্ঞা শুনিলে শ্রবণে ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে 'চৈতন্য' কেবল।
হইল গোচর ভেদি জন-কোলাহল ॥
বিহ্বল পাগল-প্রায় উঠিলে অমনি।
'হা চৈতন্য' ! 'হা চৈতন্য' ! তুলি' ঘন ধ্বনি ॥
দেহ-গেহ ধন-জন ভুলিয়া সকল।
না দেখিয়া পথাপথ অনল কি জল ॥
ভবনে কাননে গিরি বনে ভয়ঙ্কর।
করিলে ভ্রমণ কত স্থানে নিরন্তর ॥
চৈতন্য-পাগল হেরি' প্রেমিক সজ্জন।
দিলেন 'চৈতন্যদাস' নাম *অনুপম ॥
আসিয়া আবাসে পুনঃ কতদিন পরে।
সর্ব্বস্ব সঁপিয়া পদে একান্ত অন্তরে ॥
হইলে নিমগ্ন গাঢ় শ্রীগৌর-চরণে।
নেত্রে অশ্রু "হা গৌরাঙ্গ" কেবল বদনে ॥
বসিল না গৃহে মন কিছুতেই তবু।
প্রাণ করে দিবানিশি 'হা প্রভু ! হা প্রভু !'

---

* পূর্ব্বনাম—শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য

ছুটিলে এবার দোঁহে নীলাচল ধামে।
সন্ন্যাস লইয়া প্রভু আছেন যেখানে॥
লুঠিয়া চরণে সেই সদানন্দময়।
এত দিন দুই জনে জুড়ালে হৃদয়॥
সচল অচল ব্রহ্ম একত্র হেরিয়া।
মহা-মহা প্রসাদান্ন আনন্দে সেবিয়া॥
পাইয়া পরম কৃপা—প্রভুর সকাশে।
কি ভাবে হইলে ভোর ভক্ত-সহবাসে॥
প্রভুর আদেশে পরে আসিলে আবার।
চাখন্দি আবাসে ইচ্ছাপূর্ণ-তরে তাঁর॥
কি কৃপা তোমার প্রতি প্রভুর আ-মরি।
সাক্ষাৎ শ্রীগৌর-প্রেম দিব্যরূপ ধরি॥
লক্ষ্মীপ্রিয়া-গর্ভে তব করিল প্রবেশ।
জনমিল পুত্ররত্ন, আনন্দ অশেষ॥
শ্রীনিবাস সেই পুত্র সাধু-শিরোমণি।
পড়াইলে ভাগবত তাঁহারে আপনি॥
শিখাইলে সাধুবাক্যে ভক্তিতত্ত্ব-সার।
সাধিলে সংসারে সত্য কর্ত্তব্য পিতার॥
পিতা-পুত্রে গৌরপ্রেমে হইলে বিহ্বল।
জিনিলে সকল সংসারের অমঙ্গল॥
শ্রীগোপালভট্ট পাশে তাহারে লইয়া।
কৃতার্থ করিলে কৃষ্ণমন্ত্র দেওয়াইয়া॥
মরি, মরি! হায়, হায়! তোমার মতন।
নহে গো যে পিতা পুত্র-হিত-পরায়ণ॥
'পিতা' নহে, 'পাতা' সেই পুত্র-প্রাণ-হর।
হিরণ্যকশিপু সম অসুর অবর॥
কৃপা কর, কৃপা কর, ধরি গো চরণে।
জনমিতে হয় যদি, আসিতে ভুবনে॥
বৈষ্ণবগৃহেতে জন্ম হউক্ আমার।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্ম-জন্মে শতেক ধিক্কার॥

—**শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক**

নিরুত্তর

[মেদিনীপুরের 'সন্তগ্রাম' কর্ণেলগোলা হইতে শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল নামক জনৈক ব্যক্তি-রচিত "আলোক-তীর্থ" নামক একখানা গ্রন্থ বাংলা ১৩৬৪ সালে প্রথম সংস্করণ-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। পরাজিতের হীন মনোবৃত্তি লইয়া বৈদিক সনাতন ধর্ম্মের উপর অযথা অযৌক্তিক আক্রমণ করাই গ্রন্থখানির একমাত্র উদ্দেশ্য। এইপ্রকার নাস্তিকতার হস্ত হইতে দেশকে সচেতন করিবার মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া শ্রীনবদ্বীপ-ধামস্থ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তচ্ছাখামঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য পরমহংস-স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত সমিতির মাসিক মুখপত্র "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"য় উক্ত পুস্তক সম্পর্কে কয়েকটি সমালোচনা ও প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়।

মেদিনীপুর জিলার কুশলপুর গ্রামের (পোঃ আটাত্তর) শ্রীযুত ধীরকৃষ্ণ সেবাসুহৃদ মহাশয় ("শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"র একজন পাঠক) উক্ত আলোচনা পাঠে এই বিষয়ে ঘোষাল সাহেবের সহিত পরস্পর কয়েকটী পত্রের আদান-প্রদান করেন। উত্তর-প্রত্যুত্তর সম্বলিত উক্ত পত্রগুলি শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঘোষাল সাহেব মাত্র ১টী উত্তর দিয়া অদ্যাপি নীরব ও নিরুত্তর! কিছুদিন পর একই ঠিকানা হইতে জনৈক শ্রীযুত শরৎচন্দ্র রায় একটী পত্র দেন। পত্র-মাধ্যমে স্বীয় হৃদ্গতভাব জ্ঞাপন করিয়া ঘোষাল সাহেব সৎসাহসের পরিচয় দিবেন—এই আশা করিয়া সেবাসুহৃদ মহাশয় ৩।৪ বৎসর কাল অপেক্ষা করেন। উক্ত মর্ম্ম সহ প্রকাশককে একটী রেজিষ্টার্ড পত্রও তিনি প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রত্যেকেরই জোলা-ধ্যানমগ্ন অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সেবাসুহৃদ মহাশয় দীর্ঘ ৪ বৎসর পর উক্ত পত্রগুলি ও তাহার প্রত্যুত্তরগুলি "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"-কার্য্যালয়ে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। ঘোষাল সাহেবের নিরুত্তরতাকে লক্ষ্য করিয়া পত্রগুলি "নিরুত্তর" এই শিরোনামায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকিবে।]

১ম পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সবিনয় নিবেদন— তাং ২২।৭।১৩৭০

মাননীয় শৈলেনবাবু! পত্রে আমার নমস্কার গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবেন।

শৈলেন বাবু! আপনার রচিত 'আলোকতীর্থ' গ্রন্থখানি আমার কোন পরিচিত ব্যক্তি কর্তৃক পাইয়া পাঠ করিয়া আপনার নিকট পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। আপনার রচিত 'আলোকতীর্থ' গ্রন্থের ১৪৩ পৃষ্ঠায় পত্র প্রদানের কথা আছে, তবে তাহা অপ্রাকৃত তত্ত্বের উদ্দেশ্যে! ইহা ছাড়া আপনি সাক্ষাৎভাবে ও পত্রের দ্বারা পার্থিব উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট বহু প্রশংসা-পত্র পাইয়াছেন, তাহা আপনার "আলোকতীর্থ" গ্রন্থের নিবেদন-প্রসঙ্গ ও "আলোক-বন্দনা"র শেষের দিকে পাঠ করে জানা গেছে। কিন্তু কোন অসাধারণ অপার্থিব তত্ত্ব-বিশেষজ্ঞের নিকট আলোচনা করে প্রশংসা-পত্র পাইয়াছেন কি না তাহা আপনার গ্রন্থ পাঠ করে জানা গেল না। কিন্তু সাধারণ ও অসাধারণ বিশেষজ্ঞের প্রতিবাদ-পত্র পাইয়াছেন—"আলোক বন্দনা" ও বিশেষজ্ঞের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির "গৌড়ীয়-পত্রিকা" তাহার নিদর্শন, তবে আপনার দলভুক্ত লোকের কথা আলাদা। গ্রন্থকারের নিবেদন—এই প্রসঙ্গের শেষের দিকে আপনি বলেছেন, "জ্ঞান, বিবেক, বিচার বিশ্লেষণে যারা চিরশত্রু ও ঐ কথা শুনে যারা কৃষ্ণনাম করেন, তারা যেন এই বই হাতে না করেন। এই বই বীরদের জন্য, কাপুরুষদের জন্য নয়। আলোকতীর্থের উদ্দেশ্য স্বাধীন চিন্তার প্রসার, সত্যোপলব্ধি ও সত্যানুসন্ধান।"

আমার নিজস্ব কথা এই যে, জ্ঞান, বিবেক, বিচার বল্‌তে কি রকম জ্ঞান, বিবেক, বিচার তাহা বিশ্লেষণ করে বলা হয় নাই। স্বাধীন চিন্তার প্রসার বল্‌তে কি রকম স্বাধীন চিন্তা, কি রকম সত্যোপলব্ধি ও অনুসন্ধান তাহা কিছুই বলা হয় নাই, কিরকম বীর, কিরকম কাপুরুষ তাহা কিছুই বলা হয় নাই। আপনার এই গ্রন্থ পাঠ করে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে মহা মহা অবতারের কার্য্য আপনি করিয়াছেন। কারণ ভারতবর্ষে পূর্ব্বে ও পরে আসল ও নকল অবতার ও অবতারীর অবতার হয়েছিল। এখনও নকল অবতার আছে তাহাদেরকে অকাট্য যুক্তি-বিচার-দর্শন রূপ খড়্গের দ্বারা একেবারে নিধন করেছেন, যেমন কালী, বিষ্ণু ইত্যাদির অসুর দলনের ন্যায়। সেই সকল লক্ষ্য করিয়া আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আপনাকে মহা মহা অবতার আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

আপনার এই "আলোকতীর্থ" গ্রন্থের বিরুদ্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীধাম নবদ্বীপে তেঘরিপাড়াস্থিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

ও নিয়ামক ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ তাঁহার প্রকাশিত নিজস্ব **"গৌড়ীয়-পত্রিকা"**য় বিশেষ জ্ঞান, বিবেক, ও বিচারের দ্বারা বীরের মত প্রতিবাদ করিয়াছেন। উহার দুটি একটি কথা তাঁহার ও নিজস্ব ভাষায় নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

"গৌড়ীয়-পত্রিকা" ১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৬৫ সাল ফাল্গুন, ৩৭ পৃষ্ঠায় "গৌড়ীয়ের রুদ্র বর্ষ—কাজীর কাছে হিঁদুর পরব" অর্থাৎ আপনাকে কাজী সাহেব বলিয়াছেন,—"কবীর সম্প্রদায়ে শ্রাদ্ধ বিষবৎ, বিষে বিষক্ষয়, সুতরাং অবিশ্বাসের **শৈলেন্দ্র** শাস্ত্রীয় আণবিক বোমার দ্বারা ধ্বংস হইবেই। মেদিনী-গর্ভোত্থিত শ্রীহীন শৈলেন্দ্রের যুক্তি-তর্কের উন্নত শিখর যবন জোলার পর্য্যুষিত অমেধ্য ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। সনাতন ধর্ম্মজগতে "আলোকতীর্থ" দুর্গন্ধ ও বিষাক্ত গোলার বিস্ফোরণ, হিন্দু লাঞ্ছনার একটী দুর্গ সন্তধাম, জঙ্গী প্রণালীতে বা মিলিটারী বিধানে প্রস্তুত হইয়াছে।"

১১ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬৪ পৃষ্ঠায় উক্ত পত্রিকা "বিগ্রহ ও মঠ মন্দির" প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"কবীর, নানক, দাদু রাধাস্বামী ইত্যাদি নাস্তিক-গুলি দেশে বিচরণ করিতেছে, ভগবানের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ মানেন না। "আলোকতীর্থে"র প্রত্যেক পাতায় ভুল বিচার বিভ্রাট ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা লিপিবদ্ধ আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাতে 'আলোকতীর্থ' না হইয়া "অন্ধকার গর্ত্ত" প্রস্তুত হইয়াছে।" আপনার কথিত দয়াল দেশ রক্তমাংসময় প্রাকৃত বস্তু, আর নির্দ্দয় দেশকে দয়াল দেশ বলিয়াছেন। আপনি যেমন আলোকতীর্থে বলিয়াছেন,—আলোকতীর্থ বীরদের জন্য ও বীরদের সাধনার পথ, তিনিও তেমন তাঁহার পত্রিকায় "আলোকতীর্থ" কে **'অন্ধকার গর্ত্ত'** এই আখ্যা দিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে আমার বক্তব্য এই যে, কাহার পথ ভাল ও কাহার পথ মন্দ তাহা আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে বুঝিতে অক্ষম। আপনার গ্রন্থখানি পড়িয়া আমার কতকগুলি প্রশ্নের উদয় হইয়াছে, তাহা যদি আপনি অল্প কথায় অকাট্য যুক্তি বিচারের দ্বারা উত্তর দেন, তবে এই পত্রের উত্তর আসিলে পরপত্রে লিখিয়া পাঠাইব। আর অধিক কি! নিবেদন ইতি—

শ্রীধীরকৃষ্ণ সেবাসুহৃদ্

২য় পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সবিনয় নিবেদন, তাং ২২।৮।১৩৭০

মাননীয় শৈলেন বাবু! পত্রে আমার নমস্কার গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবেন।

মাননীয় শৈলেন বাবু! আপনাকে ২২।৭।৭০ তারিখে একটি পত্র পোষ্ট-কার্ডে দিয়াছিলাম। আশা করি তাহা যথাসময়ে পাইয়াছেন, উক্ত পত্র আলোকতীর্থে যে ঠিকানা আছে সেই ঠিকানায় দেওয়া হইয়াছে। পত্রের উত্তর পাইবার জন্য বিশেষ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু একমাস অতীত হইল, তাহার কোন উত্তর না পাইয়া পুনরায় পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। পত্র পাইয়াও উত্তর দিবার অবসর হয় নাই, ইচ্ছা নাই; কারণ পত্রের মধ্যে আপনার প্রকাশিত "আলোকতীর্থে"র বিরুদ্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার জন্য অথবা আমার ঠিকানা আপনি বুঝিতে পারেন নাই—তাহার জন্য উত্তরের অসুবিধা হ'তে পারে। এই পত্রে ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিতেছি। আপনি কৃপা করিয়া উত্তর দিতে চেষ্টা করিবেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ আপনার "আলোকতীর্থ"কে "অন্ধকার গর্ত্ত" বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন. উক্ত "আলোকতীর্থ অর্থাৎ অন্ধকার গর্ত্ত" পাঠ করিলে লোক আত্মরক্ষা না করিয়া আত্মধ্বংসের পথে যাইবে ও আত্মবিনাশ করিবে। আপনার কথিত "দয়াল দেশ" নিতান্ত প্রাকৃত রংক্ত-মাংসময় হেয়, ঘৃণিত, আর নির্দ্দয় দেশকে দয়াল দেশ বুঝাইয়াছেন। আপনি যেমন আলোকতীর্থে বলিয়াছেন,—"এই গ্রন্থ বীরদের জন্য. বীরদের সাধনার পথ, কাপুরুষদের জন্য নয়" তেমনি বেদান্ত সমিতির নিয়ামক মহারাজ তাঁহার পত্রিকায় আলোকতীর্থকে "অন্ধকার গর্ত্ত" এই আখ্যা দিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য অনুযায়ী ইহা কাপুরুষ, অসুর, দৈত্য-দানবদের জন্যই বুঝাইয়াছেন।

এখানে আমার বক্তব্য এই যে, কাহার পথ ভাল ও কাহার পথ মন্দ তাহা আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান বুঝিতে অক্ষম। আমার নিজস্ব ধারণায় এইটুকু বলিতে পারি যে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব অপেক্ষা সবিশেষ ভগবৎ-তত্ত্বে আমি আকৃষ্ট। আপনার গ্রন্থখানি পড়িয়া আমার কতকগুলি প্রশ্নের উদয়

হইয়াছে, তাহা যদি আপনি কৃপা করে অল্প কথায় অকাট্য যুক্তি-বিচার-দর্শনের দ্বারা উত্তর দেন, তাহা এই পত্রের উত্তর আসিলে পরপত্রে লিখিয়া পাঠাইব। আর অধিক কি! ত্রুটি মার্জ্জনীয়, ইতি—

শ্রীধীরকৃষ্ণ সেবাসুহৃদ।

* * * *

পত্র-লেখকের দুইখানি পোষ্টকার্ড পত্রের পর ঘোষাল সাহেব একখানি পোষ্টকার্ডে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"দয়াল

B E. College
Qr. No. 245
P. O. Botanic Garden,
Dist. Howrah

সচ্চিদানন্দনিলয়েষু 13. 12 63

মহাশয়! গত কার্ত্তিক মাসে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, বাহিরে ছিলাম তাই উত্তর দিতে দেরী হইল। বাহিরে না থাকলে আপনার লিখার পাঠোদ্ধারের জন্য Magnifying glass প্রভৃতি যে-সব প্রাকৃত বস্তুর প্রয়োজন হয় তাহার দ্বারা ঐ সব অপ্রাকৃত পত্রের উত্তর দেওয়াও সময়সাপেক্ষ।

আপনাদের কোন "প্রভুপাদ" কোন "গৌড়ীয়-পত্রিকা"য় আলোক-তীর্থের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের ব্রত লইয়া অপ্রাকৃত ভজনরস আস্বাদন করিতেছেন তাহার নাম ঠিকানা, পত্রিকাগুলির প্রকাশের সময়াদি স্পষ্ট-ভাবে দয়া করিয়া জানাইবেন কি? কারণ, যাহার বিরুদ্ধে লেখা তাহাকে এক কপি করিয়া প্রেরণ শিষ্টাচার-সঙ্গত, সজ্জন-অনুমোদিত রীতি। কিন্তু আপনাদের অপ্রাকৃত লীলা-খেলা বড়ই বিচিত্র। কাপুরুষের মত পেছন হইতে হীনভাবে আক্রমণ প্রভুপাদদের স্বভাবের অনুরূপ।

ইতি—
নিয়ত শুভার্থী
শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল।"

(ক্রমশঃ)

মীরাবাই ও ভক্তিতত্ত্ব *

সমবেত সজ্জনমণ্ডলী ও মাতৃমণ্ডলী. আজকের সভায় আলোচ্য বিষয় মীরাবাই ও ভক্তি সম্বন্ধে। এসম্বন্ধে বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত হইয়াছে **'মীরা-জয়ন্তী' ও 'ভক্তিবাদ'**। সে সম্বন্ধে আমি কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। 'জয়ন্তী' শব্দের প্রকৃত অর্থ না জেনে আজকাল প্রায় লোকেই উহার অপব্যবহার করেন। শব্দের অপব্যবহারের ফলে যে কি দোষ হয়, সেটা অনেকেই লক্ষ্য করেন না। উহা সাধারণতঃ জন্ম অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু 'জয়ন্তী' কেবল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রকট-তিথিকেই উদ্দেশ করে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এসম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সাধারণ অভিধানে কি আছে আমি ততটা লক্ষ্য করি নাই, তবে অভিধান শ্রেষ্ঠ শব্দকল্পদ্রুমে দেখা যায়—

জয়ন্তী অর্থে—গৌরী, ইন্দ্রপুত্রী, পতাকেতি মেদিনী। বৃক্ষবিশেষঃ। এতৎসাকল্য গুণাঃ —গরদোষ-নাশিত্বম্, চক্ষুর্হিতত্বম্, মধুরত্বং হিমত্বঞ্চ ইতি রাজবল্লভঃ।

যোগবিশেষঃ—জয়ং পুণ্যঞ্চ কুরুতে জয়ন্তীমিতি তাং বিদুঃ। রোহিণী সহিতা কৃষ্ণা মাসে চ শ্রাবণেঽষ্টমী। অর্দ্ধরাত্রাদধশ্চোর্দ্ধং কলয়াপি যদা ভবেৎ। জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী। অর্থাৎ জয় ও পুণ্য করে বলিয়া জয়ন্তী নাম। রোহিণী সহিত কৃষ্ণাষ্টমীর যোগ অর্দ্ধরাত্রের অধো বা ঊর্দ্ধে হইলে তাহাকে জয়ন্তী বলে। সুতরাং ইহা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-কালেই ঘটিয়াছিল। অদ্যাপি সেই যোগ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর ব্রত হইয়া থাকে। অতএব মনুষ্যগণের জন্মতিথিতে ইহার ব্যবহার নিতান্তই ভ্রমাত্মক ও বাণীর নিকট অপরাধজনক।

ভক্তিমতী মীরাবাইএর জীবনী নিয়ে অনেক মতভেদ দেখা যায়। বিশেষতঃ যাত্রা নাটকাদিতে মীরার চরিত্র সম্বন্ধে যে সব চর্চ্চা হয় ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক; ইহা আমরা শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রণীত 'মীরাবাই' পুস্তক হইতে অবগত হইয়াছি। মীরার জন্মভূমি হইতে সংগৃহীত তথ্য তিনি পরবর্ত্তিকালে গ্রন্থরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

(* কাশীতে ২৩ শ্রীধর, ১৩ আগষ্ট একটী বিরাট জনসভায় প্রপূজ্যপাদ **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ**-প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণের সারমর্ম্ম।)

সংবৎ ১২৬১ শ্রাবণ সুদী ১ শুক্রবার কুড়কীগ্রামে রাঠোর কুলের রতন সিংহের কন্যারূপে মীরাবাইএর জন্ম। কুড়কী সেড়তা তহশীলের অন্তর্গত এবং যোধপুর রাজ্যে অবস্থিত। অতি শৈশবে মীরা একদিন স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, শ্রীভগবানের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। ছাপান্নকোটি বরযাত্রীসহ ভগবান বিবাহ করিতে আসিয়াছিলেন। তদবধি মীরার হৃদয়ে ইহা গ্রথিত হইয়াছিল—

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরা ন কোই।
জাকে শির মোর মুকুট মেরে পতি সোই ॥

স্বপ্নে জগদীশের সঙ্গে বিবাহ হইলেও কুলমর্য্যাদানুসারে মীরার পিতা রাণা সঙ্গের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভোজরাজের সহিত মীরার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু মীরার জীবন ইন্দ্রিয় সুখ হইতে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ছিল। দিনরাত প্রভুর চিন্তা, ধ্যান ধারণাতেই তাঁর সময় কাটিত। বিবাহের পর মীরা পতিগৃহে গমন করিলে শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী আদরের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করেন। তাঁহাকে কুলদেবীর নিকট প্রণাম করিতে বলিলে মীরা তাহা অস্বীকার করেন, সেজন্য শাশুড়ী তাঁহাকে গ্রহণ করেন নাই। বাহিরে এক বাটীতে মীরাকে রাখা হইয়াছিল—ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদ। বিবাহিত জীবনের অল্পকাল মধ্যেই মীরার পতিবিয়োগ হয়। ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে ভোজরাজ পরলোক গমন করেন। তিনি জীবদ্দশায় মীরার প্রতি কোন অসদ্ ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু ভোজরাজের ভ্রাতা রাণা বিক্রমাজিৎ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া মীরার প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল। প্রথমে মীরার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে উপভোগ করিতে বাঞ্ছা করে; কিন্তু কৃতকার্য্য না হওয়ায় তাঁহার প্রাণনাশের জন্য বিষপ্রয়োগাদি করিয়াছিল। রাণা নিজ ভগ্নীর হাতে 'চরণামৃত' বলিয়া বিষ পাঠাইয়া দেয়, মীরা ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া বিষ পান করিলেও তাহাতে কিছু বিষক্রিয়া হয় নাই। তাহা জানিয়া একটা ফুলের ঝুড়িতে নীচে সাপ রাখিয়া উপরে ফুল ঢাকা দিয়া পাঠাইয়া দেয়। ফুল উঠাইতে সাপের বদলে শালগ্রাম দেখা যায়। তাহাতেও অকৃতকার্য্য হইলে নীচে শূল রাখিয়া সুন্দর বিছানা পাঠাইয়াছিল, তাহা ফুল শয্যায় পরিণত হইয়াছিল। অবশেষে রাণা বন হইতে একটা বাঘ আনাইয়া তাহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া মীরার সামনে উহা খুলিয়া দেয়। মীরা তাহা দেখিয়া হে শ্যামসুন্দর! আজ কি নরসিংহরূপে দাসীকে দর্শন

দিলেন ! বলার পরে ব্যাঘ্র শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল। বাঘটা মাথা নীচু করিয়া পালিত কুকুরের মত মীরার পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

রাণা নিজ ভগ্নী উদাবাইকে মীরার প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিল। মীরার সহিত উদাবাইর যে সকল আলাপ হইয়াছিল তাহা বর্ণিত হইল—

উদা—মীরা তুমি সাধুসঙ্গ ত্যাগ কর। সমস্ত নগরে তোমার নিন্দা হইতেছে।

মীরা—তাহাদিগকে নিন্দা করিতে দাও। উহাতে আমার ক্ষতি নাই। আমি সাধুদের অনুরাগিণী।

উদা—তুমি মতির হার এবং রত্নালঙ্কার পরিধান কর।

মীরা—আমি মতির হার ফেলিয়া দিয়াছি। সদ্‌ভাব আর সন্তোষই আমার সর্ব্বালঙ্কার।

উদা—তোমার মা-বাবার সহিত, তোমার জন্মভূমি কলঙ্কিত হইয়াছে।

মীরা—আমার পিতামাতা ধন্য এবং জন্মভূমিও ধন্য।

উদা—তুমি রাণার কথা অন্যথা করিও না, তাহা হইলে তোমার কোন আশ্রয় থাকিবে না।

মীরা—গিরিধারীলাল আমার আশ্রয়।

মীরার সঙ্গ-প্রভাবে উদাবাইও ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়াছিল। অবশেষে মীরার প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখার জন্য প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছিল। একদিন গভীর রাত্রে পুরুষের বার্ত্তালাপ শুনিয়া প্রহরী-মুখে সংবাদ পাইয়া রাণা মীরার মন্দিরে প্রবেশ করে। ইতস্ততঃ অনুসন্ধানের পর জিজ্ঞাসা করে—তুমি কার সঙ্গে আলাপ করিতেছিলে ? মীরা—আমি গিরিধারীর সঙ্গেই আলাপ করিয়াছিলাম। রাণা সন্দিগ্ধচিত্তে তলোয়ার খুলিয়া মীরাকে কাটিতে উদ্যত হইলে ভয়ঙ্কর নৃসিংহ মূর্ত্তি দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

অতঃপর মীরা রাণার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন দর্শনান্তে দ্বারকা প্রস্থান করেন। তথায়ই তাঁহার জীবনাবসান হইয়াছিল। তাঁহার দেহ-ত্যাগ সম্বন্ধে মতভেদ থাকায় তাহা উল্লেখ করা হইল না।

ভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মীরার একটী বচন উদ্ধৃত হইল—

নিত নাহানেসে হরি মিলে তো জলজন্তু হোই।
ফলমূল খাকে হরি মিলে তো বাদুড় বাঁদর হোই॥

তিরণ ভক্ষণসে হরি মিলে তো বহুত মৃগী অজা।
স্ত্রীছোড়কে হরি মিলে তো বহুত রহে হ্যাঁয় খোজা॥
দুধপীকে হরি মিলে তো বহুত বৎসবালা।
মীরা কহে বিনা প্রেম্‌সে ন মিলে নন্দলালা॥

ইহা দ্বারা প্রেমেরই মূল্য কথিত হইতেছে। সাধারণ সদাচার মধ্যে ফল মূল বা নিরামষ ভোজন গণিত হইলেও যদি শুদ্ধা হরিভক্তি না হয় তবে ঐসকলের কোন মূল্য নাই—ইহাই তাৎপর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে প্রেমের কথা আলোচনা হইতেছে—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ, পূঃ বিঃ ৪।১১)

আগে শ্রদ্ধা। তার অর্থ—

'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥ (চৈঃ চঃ, মঃ ২২।৬২)

কেবল কৃষ্ণ ভক্তি দ্বারা সকল কর্ম্ম কৃত হয়, এই বাক্যে যাহার দৃঢ় বিশ্বাস হয়, তিনি ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন। মনের আঁকু-পাঁকু ভাব বা কামনা পূরণের জন্য দেবতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন কখনও ভক্তি-শব্দবাচ্য নহে। তাহা প্রহ্লাদ মহারাজের বাক্যানুসারে বণিক্‌বৃত্তি মাত্র। সুতরাং শ্রদ্ধা হইলে সাধুসঙ্গে ভগবদ্ভজন আরম্ভ হয়; ক্রমে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেমের উদয় হইয়া থাকে।

সময়ান্তরে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

আরোহবাদ ও অবরোহবাদ

যে বস্তু আমরা মাপিয়া লইতে পারি সেইটী মায়া। 'মীয়তে অনয়া' ইতি মায়া। মানবের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার-শক্তি প্রভৃতি শত শত গুণে বৰ্দ্ধিত হইলেও, মানব সহস্র সহস্র বৎসর পরমায়ুঃবিশিষ্ট হইয়া ইহা অবগতির জন্য নিজে নিজে আপ্রাণ চেষ্টা করিলেও মায়াধীশ শ্রীভগবানের কোনই সন্ধান পাইবে না তাঁহার নিজজনের আনুগত্য ব্যতীত। কারণ, তিনি অধোক্ষজ বস্তু।

অক্ষজজ্ঞানকে অধঃকৃত করিয়া যিনি অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে ব্রহ্মলোকেরও পরপারে বৈকুণ্ঠে ও গোলোকে পরম সেব্য হইয়া নিত্য সবিশেষরূপে বিরাজিত, তিনিই অধোক্ষজবস্তু। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব-যুক্ত প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ এমনকি অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বারাও তিনি প্রকাশিত হন না।

অমানিশার গভীর অন্ধকারে সহস্র সহস্র ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক যুগের নবাবিষ্কৃত অসংখ্য বৈদ্যুতিক আলোকের সাহায্যে সূর্য্য-দর্শনের আপ্রাণ চেষ্টা করিলেও স্বতঃপ্রকাশ দিনমণি যেমন কখনও নয়নগোচর হন না, পরন্তু তাঁহার স্বেচ্ছাপ্রদত্ত কৃপালোকের কণামাত্রও পর্ব্বতগুহাশায়িত ব্যাধিগ্রস্ত চিরপঙ্গু ব্যক্তির অক্ষিগোলোকে পতিত হইলে সেও পূর্ব্বগগনে প্রকাশিত দিনমণিকে দর্শন করিয়া ধন্য হয় এবং স্বতঃপ্রকাশিত সূর্য্যদর্শন লাভের ইহাই যেমন অদ্বিতীয় পন্থা, ভগবদ্দর্শন সম্বন্ধেও তাহাই। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্, নিরঙ্কুশ, ইচ্ছাময় অধোক্ষজ শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিবারও তৎকৃপা-লোক বা ভক্তিরূপ অদ্বিতীয় উপায় ব্যতীত বিভিন্ন প্রকারের মনোধর্ম্মীর খেয়ালের ছাঁচে ঢালা অন্য কোনও পন্থা নাই। তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির খেয়ালের যোগানদার, খানাবাড়ীর রাইয়ত অথবা বাগানের মালী নহেন। তিনি তাঁহাকে লাভ করিবার একায়ন পন্থার কথা স্বয়ংই সৎশাস্ত্রে বহুল কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভক্ত-সাজে অবতীর্ণ হইয়া কলিহত জীবের দ্বারে দ্বারে, এমন কি পায়ে ধরিয়া পর্য্যন্ত, কত না কত প্রকারে নিজে আচরণ করিয়া নিজকে বশীভূত করিবার কৌশল বা পন্থা শিক্ষা দিয়াছেন। যুগে যুগে আচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া আজও এই শিক্ষা দিবার জন্য কত গ্যালন গ্যালন চিদ্‌রক্ত ব্যয় করিতেছেন। ইহা সত্ত্বেও যদি আমরা আমাদের খাম-খেয়ালীর পথে চলিয়া তাঁহাকে ডাকি, 'আমার হৃৎকমলে বামে হেলে

দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী' তাহা হইলে ডাকাই মাত্র সার হইবে, অশরণাগত আমার এই প্রাণহীন ডাক তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছিবে না। তৎফলে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে যে মধুর মুরলী-ধ্বনি শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য তাহা লক্ষ লক্ষ জন্মেও হইবে না; পরন্তু অরণ্যে রোদনই সার হইবে, হরিভজনের সময় বৃথা অতিবাহিত হইবে। আমাদের কপটতার ও আত্মবঞ্চনেচ্ছার দরুণ আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবে আচার্য্য-নামধারী বঞ্চকের দল। তাহারা আমাদের রুচির যোগানদার। তাহারা অভয় (?) দিয়া বলিবে,—"চিন্তা কি? বিশ্বপ্রদর্শনীতে মতের অভাব কি? আমরা পাইখানার দরজা দিয়ে গুণ্ডার মত ভগবান্‌কে দর্শন করিতে যাইব। একায়ন পথের কথা আমরা মানিব কেন?" অসৎসঙ্গের কবলে পড়িয়া আমরা ভুলিয়া যাইব যে, আমাদের খেয়ালমত যেভাবে ইচ্ছা, যখন খুসী শ্রীভগবান্‌কে দেখিতে গেলেই তিনি আমাদের দর্শন দিতে বাধ্য হইবেন না। তিনি আমাদের বিচারের আসামী নহেন; পরন্তু আমাদের ব্যাকুলতা, আনুগত্যময় ভাব, আর্ত্তি, শিষ্টতা ও আগ্রহাদি দেখিয়া যদি তিনি সন্তুষ্ট হন, যেভাবে তিনি আমাদের সজ্জিত দেখিতে ইচ্ছা করেন, কৃপাভিক্ষু আমরা সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহার রুচির অনুকূল মত সেইভাবেই সজ্জিত হইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইব এবং করযোড়ে তাঁহার কৃপালাভের জন্য অপেক্ষা করিব। কারণ তাহার কৃপাই সকল মঙ্গলের মূল। সুতরাং তাঁহার নিকট কৃপা-প্রার্থনা-বিষয়ে উদাসীন হইলে মঙ্গলের আর কোনও আশা নাই। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' আরোহবাদ-নিরাসকল্পে শ্রীমদ্ ভাগবত আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষবিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥"

[হে পদ্মলোচন! আপনার ভক্ত ব্যতীত অন্যে যাহারা আমাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা শম-দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে নিজেকে জীবন্মুক্ত বোধ করিয়াও আশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়।]

ভগবান্ অবরোহপন্থায় প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত নয়নে, সেবনোন্মুখ জিহ্বায়, ভক্তিবিভাবিত চিত্তে, স্বমহিমায়, স্বেচ্ছায় কৃপাপরবশ হইয়া প্রকাশিত হন। উপনিষদ্ আমাদের স্পষ্টই জানাইয়া দিতেছেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

আরোহবাদের কোটীকণ্টকরুদ্ধ দুরতিক্রম্য অসম্যক্ অর্ব্বাচীন পন্থা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অবরোহবাদের শরণাগতির নিষ্কণ্টক আশাবন্ধ-সমুৎকণ্ঠাময়ী সরল সহজ ভক্ত-কোলাহল-মুখরিত শ্রৌতপন্থার পথিক হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। শ্রীমদ্ভাগবতও সেই উপদেশ দিয়াছেন,—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"

(ভাঃ ১০।১৪।৩)

[জ্ঞান লাভের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়াও যাঁহারা নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থান পূর্ব্বক সাধুমুখে উচ্চারিত আপনার কথা শ্রবণ ও কায়মনোবাক্যে উহার সৎকার অর্থাৎ অনুমোদনাদি করিয়া জীবন ধারণ করেন, তাঁহাদের দ্বারাই আপনি অখিল লোকে অজিত হইয়াও জিত অর্থাৎ বশীভূত হইয়া থাকেন।]

শ্রীভগবানের কোটিচন্দ্র সুশীতল চরণ-সরোজ-সেবাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন। তাহা ত' ভক্তের হৃদয়মন্দিরে নিত্য বিরাজিত। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"ভক্ত-পদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্ত-শেষ এই তিন সাধনের বল॥"

শ্রীচৈতন্যবাণী বা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী অমূল্য সম্পদ। এ সব উপেক্ষা করিয়া আমি যদি অন্যত্র দৌড়াই তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, আমি

ভগবান্‌কে চাই না, অন্য কিছু চাই, যাহার ফল ভীষণ সংসার-মরুভূমিতে ভ্রমণ অথবা নির্ব্বিশেষ-সলিল-সমাধিতে আত্মহত্যা।

অবরোহবাদ শরণাগতির পথ, ভাগবত-নির্দ্দিষ্ট পথ, ভক্তির পথ, প্রেমের পথ। সৎসম্প্রদায়ে, গুরুপারম্পর্য্যে, শ্রৌতপন্থায় ইহা লাভ করিতে হয়। মহতের চরণরেণু মস্তকের ভূষণ করা, ভক্তের নিকট প্রাণের ব্যাকুল আর্ত্তি নিবেদন করা, শ্রীগুরুদেবের শাসন স্বীকার করিয়া চলা, স্বতন্ত্রতা বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবে আত্মসমর্পণ করা, এই সব দিব্যরত্নই এ পথের মহামূল্য পাথেয়। ইহার নাম একায়ন পন্থা।

অবরোহবাদ স্বেচ্ছাচারিতার, অভক্তির, আত্মম্ভরিতার পথ বা তর্কপথ। যে-কোন ব্যক্তির কাছ থেকে অথবা নিজে নিজে অথবা স্বপ্ন দেখিবার ছলেও এই পন্থা লাভ করা বিচিত্র নহে। এটী বহু শাখায়, বহু ধারায় বহু ভাবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। যত মত তত পথ। পথের কোন অভাব নাই—বালাই নাই। কারণ, চরমে সবই ফাঁকি, সবই বঞ্চনা। এই সব পথের কথা উল্লেখ করিয়াই ভাগ্যবান্ সজ্জনগণকে সাবধান করিবার জন্য আরোহবাদের স্তাবক কুরুকুলদ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মঙ্গলময়-শাস্ত্র নির্ভীকভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্ম নামে চলে।
ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে ॥

* * *

ছলধর্ম্ম ছাড়ি' কর সত্যধর্ম্মে মতি।
চতুর্ব্বর্গ ত্যজি' ধর নিত্য প্রেমগতি ॥

পাশ্চাত্য-শিক্ষার মোহে মুগ্ধ আধুনিক নামধারী শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন যোগাইয়া অনেকসময়ে অনেক সাধুনামধারী ঠগ্ বাগ্-বৈখরীর ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া বলেন, যাহারা দাস-ভাবাপন্ন—পরমুখাপেক্ষী, দুর্ব্বল, তাহারাই শরণাগতির পথে—অবরোহপন্থায় চলিবে। আমরা সিংহশিশু, আমরা কেন ও সব কথা শুনিব? ওসব ভীরু, কাপুরুষের বরণীয় পন্থা। আমরা পুরুষ, আমরা সবল, আমরা আত্মনির্ভরশীল, আমাদের পক্ষে ওপথে চলা লজ্জার কথা, কলঙ্কের কথা।

—শ্রীমহাপুরুষ দাসাধিকারী

(ক্রমশঃ)

উপদেশামৃতের 'অনুবৃত্তি'র পরিশিষ্ট

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর)

(কেহ বলে) পার্ষদের যেই মত, তা'তে আমি নহি রত,
তাহাতে আমার কার্য্য নাই।
ভজনেতে আছে দুখ, প্রতিষ্ঠা সম্ভোগ সুখ,
তাই ভজি গৌরাঙ্গ-নিতাই ॥ ১৬ ॥

ঠাকুর শ্রীনরোত্তম, নাশিয়া জগদ্ভ্রম
বসাইল গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া।
মহাজন-পথ ধরি' রাধাকৃষ্ণ সদা স্মরি'
ব্রজে ভজে নিজ হিয়া দিয়া ॥ ১৭ ॥

প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী, রাধাকৃষ্ণ-গৌরবিনী,
নারায়ণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।
লক্ষ্মীদেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া, নীলাদেবী ধামহিয়া,
তিন শক্তি রাধাকৃষ্ণ সেবি' ॥ ১৮ ॥

গোপী-অনুগত হ'য়ে, মানসে সেবিল ত্রয়ে,
রাধাকৃষ্ণ গৌর-ভগবানে।
এবে যে নূতন মত, নাগারয়া কলিহত,
ভক্তির নাশক ভক্ত মানে ॥ ১৯ ॥

ভকতিবিনোদ নিজ, প্রভু-পদ-সরসিজ,
আপনে জানিয়া গৌরভৃত্য।
নরোত্তম-পদ স্মরি' মায়াপুরে প্রিয়া-হরি,
বসাইল জানি' নিজ কৃত্য ॥ ২০ ॥

রূপ-প্রদর্শিত পথ, স্বচরিত্রে যথাযথ,
জগৎজীবেরে দেখাইল।
ভকতিবিনোদাশ্রিত, প্রেমভক্তি-সমন্বিত,
উপদেশামৃত তা'র হৈল ॥ ২১ ॥

কলির বঞ্চনা যত, তাহে ভক্ত নহে রত,
প্রাকৃত করিয়া তাহে মানে।
রূপ-শিক্ষামৃত যেই, গৌর-শিক্ষামৃত সেই,
অন্য শিক্ষা না শুনয়ে কাণে ॥ ২২ ॥

শ্রীগৌর-বিমুখ ভাব, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমাভাব,
ভকতিবিনোদ দেখে যবে।
সংসারের দেখি' গতি, কৃষ্ণভক্তিহীন মতি,
বাতব্যাধি-ছলে মৌনী তবে ॥ ২৩ ॥

অবলম্বি' জড়ভাব, জড়ত্যাগে ব্রজলাভ,
অনুক্ষণ এই কথা মুখে ;
কৃষ্ণভক্তিশূন্য ধরা, দেখি' প্রকাশিল জরা,
অন্তর্দ্দশায় ভজে সুখে ॥ ২৪ ॥

মিছা ভক্ত অভিমানে, মূঢ় লোক নাহি জানে,
অপরাধ কৈল ভক্ত-পা-য়।
নিজ ক্ষুদ্র অধিকারে, চায় ভক্তে দেখিবারে,
অবশেষে অপরাধ হায় ॥ ২৫ ॥

জীবের দুর্গতি হেরি' কত অশ্রুপাত করি'
শুদ্ধভক্তি করিতে প্রচার।
আদেশিল ভক্তরাজ, কর গৌরহরি-কাজ,
এবে তুমি করিয়া আচার ॥ ২৬ ॥

হৃদয়ে বলিল কেবা, দয়িতদাসের সেবা,
গোপীধন-কথার কীর্ত্তন।
'পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি', তা'র কর 'অনুবৃত্তি',
প্রচার করহ অনুক্ষণ ॥ ২৭ ॥

বিনোদের পদরেণু স্মরি' যবে আরম্ভিনু,
'অনুবৃত্তি' লিখিতে যখন।

অষ্টশ্লোক হ'লে পর,　　ভকতিবিনোদবর,
বিজয় করিল ব্রজবন ॥ ২৮ ॥
অদ্য শুভ রাধা-দিনে,　　কর কৃপা দীন-হীনে,
শুদ্ধভাগবত হরিজন।
'অনুবৃত্তি' সমাপিয়া　　তব করে সমর্পিয়া
দন্তে তৃণ করিয়া ধারণ ॥ ২৯ ॥
গদাধর-দিন ধার'　　পাইয়াছ গৌরহরি,
ভকতিবিনোদ প্রভুবর।
উপদেশামৃত-ধারা-　　সিক্ত হ'য়ে ভবকারা-
সুখ মুক্ত হয় যেন নর ॥ ৩০ ॥
চৈতন্যাব্দ চতুঃশত,　　অষ্টাবিংশ হ'লে গত,
হৃষীকেশ দ্বাবিংশ দিবসে।
শ্রীব্রজপত্তনে বসি',　　চিন্তি' গৌরপদশশী,
লভি সুখ রূপানুগ-যশে ॥ ৩১ ॥

"মরণের যুগে অমৃতের দূত"

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত ১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০২ পৃষ্ঠার পর)

সমিতির মঠবাসীর সংসারে বীতস্পৃহতা জগতের ইতিহাসে বিপ্লবাত্মক ব্যাপার ; কিন্তু এস্থানের এত বড় বড় মনীষিগণ কি এতই বোকারাম যে —ছোট ছেলেদের ভুলিবার সামগ্রী কাঠ-মাটী পাথরের পুতুল লইয়া ব্যস্ত থাকিতে তাঁহারা মাতা, পিতা, বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী, পুত্র, কন্যার স্বাভাবিক ভালবাসা, প্রীতি ও স্নেহের দৃঢ় মোহ-বন্ধন-পাশ ছিন্ন করিয়াছেন, নিজের সুখে চিরতরে জলাঞ্জলি দিয়াছেন! মাত্র এই কথাটুকু জগতের লোক একটু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে 'গোঁড়ামি' কথাটি আর উচ্চারণ করিতে পারিবেন না। যখন তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহারা দেখিবেন,—সংসারত্যাগরূপ বৃহদ্ব্যাপারকে বালুকণার ন্যায় কত ছোট করিয়া দিয়া সেই বালুকাচ্ছন্নের অন্তরালে তাহাদের অন্তরের অন্তঃস্থলীতে আনন্দসিন্ধু প্রবাহিত, অমৃতবাহিনী ভক্তিধারারূপ জীবের নিত্যজীবনস্রোত অনিত্য-জীবন-জলফল্গুনদীকে কত তুচ্ছ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, তখন তাঁহারা জগতের

মণি-মাণিক্যকেও লোষ্ট্রজ্ঞানে তুচ্ছ করিয়া এই নিত্য শান্তিপ্রদ ধারায় আসিয়া মিলিত না হইয়া পারিবেন না।

এখানে বিশ্বনাথ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন ভোক্তা নাই—বিশ্বনাথের সেবোপকরণ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বস্তুও নাই, সকল বস্তু তদীয় সেবোপকরণ বলিয়া কোন জিনিষই হেয় বলিয়া ত্যক্ত নয়। এখানে বিশ্বনাথ ব্যতীত বিশ্বদর্শনের কথা নাই—তাই কোন জিনিষটীই ভোগ্যও নয়। পরমকরুণাময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম এখানে তদীয় শাসনাধীন জনকে সর্ব্বদা বিশ্বের যাবতীয় বস্তুদ্বারা বিশ্বনাথের সেবা করিতে শিক্ষা দিয়া মায়ান্ধ জীবকে প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃত ব্যবহার জানাইতেছেন। প্রত্যেক জিনিষটিকে তদীয় সেবায় লাগাইয়া জীবকে চৌর্য্যবৃত্তি হইতে অব্যাহতি দিয়া তাহার প্রকৃত ব্যবহার দ্বারা বস্তু ও ব্যক্তি উভয়কেই কৃতার্থ করিতেছেন। সেইজন্য তাঁহার ইচ্ছায় ভাগ্যবান শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন সকলেই "তূর্ণং" কথাটি স্মরণপূর্ব্বক তাঁহার পাদপদ্মে আত্মোৎসর্গ করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধানের জন্য সতত ব্যস্ত থাকেন। এখানে ভগবৎ-সেবেচ্ছু পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র কাহারও অসুবিধা নাই। অন্ধ-খঞ্জের এখানে সমান আদর। সকলেই কৃষ্ণ এবং কার্ষ্ণ-সেবার জন্য সতত ব্যস্ত। তাঁহার পরিশ্রমদ্বারা নানাপ্রকার দ্রব্য উৎপাদন করিয়া যুক্তকরে নিবেদন জ্ঞাপন করেন, যাহাতে কৃপা করিয়া তাঁহাদের নিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্ম উহা গ্রহণ করেন। এখানে আত্মসাৎ বলিয়া কোন কথা নাই। এখানে সকলের একই মত, একই তাৎপর্য্য। শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সেবাকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে মিলনের ঐক্যতান সমিতির সর্ব্বত্রই মধুর সুরে বাজিয়া যাইতেছে। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি আব্রহ্ম-স্তম্ব বিশ্ববাসী সকলের আশ্রয়স্থল হইলেও কেবলমাত্র ভাগ্যবান্ জীবই এখানে আসিবার সৌভাগ্য পায়—দুর্ভাগার সে সৌভাগ্য হয় না।

খঞ্জ এখানে চিত্রাঙ্কনাদি শিল্প ও নানাবিধ সেবায় তাঁহাদের ইষ্টদেবের নয়নোৎসবের নিত্য নব-নবায়মান ব্যবস্থায় নিয়োজিত। যাঁহার কৃপায় পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, তাঁহার পাদপদ্ম-সেবায় আসিয়া তাঁহারা অন্যান্য কথা ভুলিয়া যান। আত্মহারা হইয়া অন্ধ এখানে তাঁহার জয়গানে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিয়া লক্ষ লক্ষ ময়ূরপুচ্ছাঙ্কিত মায়ান্ধ চক্ষুকে ধিক্কৃত করিয়া তাহাদের অচেতন-চক্ষুতে অনুতাপ-বাষ্পবারি ফুটাইয়া ভক্তিদেবীর পাদপদ্মে যাইবার সুযোগ দেন। সমিতির মঠবাসিগণ বিশ্বদর্শন ছাড়িয়া

বিশ্বনাথের নিজজনের দর্শন পাইয়া কৃতকৃতার্থ। এই সকল মঠ ব্যতীত নিজেকে বাঁচাইবার অন্য কোন স্থান এজগতে নাই। এই সমিতিই শ্রীগৌরকরুণ-শক্তি-বিগ্রহ শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আজ জগন্মঙ্গলের জন্য জগতে কৃপাপূর্ব্বক প্রকটিত। সেইজন্যই বলি, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মঠই মরণের যুগে অমৃতের দূত—কৃষ্ণের একমাত্র সন্ধান-প্রদাতা, ভবসমুদ্রের অপর পারে লইয়া যাইবার একমাত্র কর্ণধার, কৃষ্ণ তাঁহাদের একচেটিয়া সম্পত্তি।

সমিতির মঠানুগগণই একমাত্র কৃষ্ণের সেবক। এই সকল কথা আমার হৃদয়োত্থ হইলেও আমার ন্যায় কোন অযোগ্য ব্যক্তির কথা আমি কাহাকেও সহসা মানিয়া লইতে বলি না। তবে তাঁহারা নিষ্কপটে যদি এই সকল কথার সত্যতা অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়া ভগবানের নিকট কৃপাপ্রার্থনামুখে ইহা জানিতে উদ্‌গ্রীব হন তাহা হইলে ভগবান্ নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে মঙ্গলময়ী এই সমিতির বিষয় নিশ্চয়ই অধিকারানুসারে অল্পবিস্তর জ্ঞাপন করিবেনই করিবেন—ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

—**শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী**

অর্দ্ধরাত্রবিদ্ধা-বিমর্শঃ

গুরুং মুনীন্ নমস্কৃত্য তদুক্তিপরিভাব্য চ।
প্রতিবাদ-প্রবন্ধোঽয়ং সংক্ষেপেন বিরচ্যতে ॥

প্রথমতস্তাবদ্‌বিচারণীয় একাদশ্যুপবাসস্থলে একাদশীপদেন কিমেকাদশী-তিথ্যবচ্ছিন্নকালস্তদুপলক্ষিতদিবসো বা গ্রাহ্যঃ। তৎপ্রসঙ্গে উচ্যতে—"দিনেঽত্র সর্ব্বপাপানি ভবন্ত্যন্নস্থিতানি তু" "বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশীদিনে" ইত্যাদিপ্রমাণশতৈস্তদুপলক্ষিতদিনমেব একাদশীপদেন সর্ব্বৈঃ স্বীক্রিয়তে ন তু তিথ্যবচ্ছিন্নকালঃ। ততশ্চ স্বভাবতো দশমীবেধস্য তদ্দিনগতস্যৈব গ্রহণমাপদ্যতে। ইত্যর্থমেব—"পুরাণমন্যথাকৃত্য করোত্যেকাদশীদিনং দশমী-শেষসংযুক্তং স নরঃ পশুসন্ততিঃ॥" 'সবিদ্ধং বাসরং যস্মাৎ কৃতং মম পিতামহৈ"-রিত্যাদীনি দর্শিতানি।

অনন্তরং বিচার্য্যং একাদশীদিনপদেন অন্যতিথিদিনবৎ সূর্য্যোদয়ারব্ধ-দিনং অরুণোদয়ারব্ধদিনং বা গ্রহণীয়ং। তদর্থমেবাহ—"উদয়াৎ প্রাক্ যদা

বিপ্র মুহূর্ত্তদ্বয়সংযুক্তং সম্পূর্ণৈকাদশীনাম তত্রৈবোপবসেদ্ গৃহী।" আদিত্যোদয়বেলায়ামারভ্য ষষ্ঠীনাড়ীকাং সম্পূর্ণৈকাদশীনাম ত্যাজ্যা কর্ম্মফলেপ্সুভিঃ॥" প্রতিপৎ প্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়াদোদয়াদ্রবেঃ সম্পূর্ণেতি বিখ্যাতা হরিবাসরবর্জ্জিতাঃ॥ এতৈররুণোদয়মারভ্য একাদশ্যা ব্রতদিনং অন্যাসাং চ স্বর্য্যোদয়মারভ্যেতি সুষ্ঠুনিরূপিতং।

ননু কথং তাবদ্রাত্র্যংশমরুণোদয়মাদায় দিনকৃত্যং ব্রতং সাধ্যতে, তদর্থমাহ—"ত্রিযামাং রজনীং প্রাহুস্ত্যক্ত্বাদ্যন্তচতুষ্টয়ং। নাড়ীনাং তে উভে সন্ধ্যে দিবসস্যাদ্যন্তসংজ্ঞিতে" "বিভজ্য পঞ্চধারাত্রিং শেষে দেবার্চ্চনাদিকং॥" ইত্যাদি। বস্তুতঃ রাত্রেশ্চতুর্যামত্বেঽপি ব্রতাদ্যর্থং তদংশয়োর্দ্দিনত্বাতিদেশঃ শাস্ত্রবলাৎ সিদ্ধেৎ। মধ্যবর্ত্তিনস্ত্রিযামাংশস্য উভয়তো রাত্রিত্বমনেন সাধিতং। তেন তদংশস্যৈব মুখ্যরাত্রিত্বং স্যাৎ সন্ধ্যয়োস্তু ন তথা। অতএব পঞ্চযামত্বং দিবসস্য সিদ্ধম্।

ন চৈবমর্দ্ধরাত্রাদনন্তরমপি দিনত্বাতিদেশমস্তু মহাভাষ্যে পূর্ব্বার্দ্ধরাত্রাদারভ্য পররাত্র্যর্দ্ধাবধিকালস্য অদ্যতনসংজ্ঞাকরণাদিতি বাচ্যং তস্যাপি ক্রিয়াপ্রয়োগার্থমেব ন তু ধর্ম্মকর্ম্মকরণার্থং দিনত্বং সাধিতং। তাদৃশ নিশীথাদৌ দিনত্ববচনাভাবাৎ দিনকার্য্যকরণাদর্শনাচ্চ। অতঃ শ্রীহরিবাসরে অরুণোদয়ারব্ধদিনমন্যত্র স্বর্য্যোদয়ারব্ধদিনমিতি সারঃ। তদর্থমেবাহ—"দিনকার্য্যমশেষতঃ কর্ত্তব্যং শর্ব্বরীমুখে" "দিনবৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ"।

ননু "নিশীথাদূর্দ্ধমেবহি আমধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কর্ত্তব্যাঃ শম্ভুশাসনাৎ" ইত্যুক্তেস্তদংশস্যাপি দিনবত্ত্বমস্তু। অত্রোচ্যতে তস্য তু দ্বাদশ্যনুরোধাৎ পারণস্য নিরবকাশত্বাচ্চ তত্র ক্রিয়াকরণমুক্তং ন তু দিনত্বমতিদিষ্টং যতঃ পশ্চাৎ "রজন্যামেব কর্ত্তব্যা" ইত্যনেন রজনীত্বমেব দৃঢ়ীকৃতম্।

অতএবারুণোদয়কালে দশমীপ্রবেশে এবৈকাদশীবিদ্ধা স্যাৎ সৈব বৈষ্ণবৈস্ত্যাজ্যা ইত্যাহ—"অতএব পরিত্যাজ্যাসময়ে চারুণোদয়ে দশম্যৈকাদশীবিদ্ধা বৈষ্ণবেন বিশেষতঃ"। তত্রান্যদপি ব্রতাঙ্গং ত্যাজ্যং যথা—"একাদশ্যান্তু বিদ্ধায়াং নোপবাসার্চ্চনাদিকং"। "নোপষিতঞ্চ নক্তঞ্চ নৈকভক্তমযাচিতম্"।

অতো যচ্চ কূর্ম্মপুরাণে অর্দ্ধরাত্রোপরিগতায়াং দশম্যাং একাদশীত্যাগবচনং দৃশ্যতে তত্রাহ শ্রীহরিভক্তিবিলাসকারঃ—"অভিজ্ঞাস্তচ্চমন্যন্তে পক্ষবর্দ্ধিন্যুপাশ্রিতং" তচ্চ পাদ্মবচনৈকবাক্যতাকরণায় অন্যথা তৎখণ্ডনায় এব হি।

এতদর্থমেব "ন তন্মম মতমিতি" ব্যাসবচনং "পক্ষবৃদ্ধিযদাগ্রতঃ" ইতি পাদ্মবচনং চ। যত্তু কূর্ম্মবচনস্য সামান্যতয়া পাদ্মস্য বিশেষতয়া তেন খণ্ডনং স্যাৎ তদ্ ভ্রমঃ বিশেষাংশস্য তেন খণ্ডনং স্যাদেব অপক্ষবৃদ্ধিপাঠে চ নিতরাং তথা অরুণোদয়-সূর্য্যোদয়-বেধবচনসমূহানাং নিরবকাশত্বাপাতাৎ তস্যৈকস্য সুতরাং নিরাসঃ।

অপি চ তদ্বচন সঙ্গত্যর্থমেব ব্রতসঙ্কল্প-প্রসঙ্গে "প্রাতঃ স্নাত্বা দেবং পূজ্য ব্রতসংকল্পমাচরেৎ" পশ্চাচ্চ "দশম্যাঃ সঙ্গদোষেণার্দ্ধরাত্রাৎ পরে ন তু বর্জ্জয়েচ্চতুরো যামান্ সংকল্পার্চ্চনয়োস্তদা" "তদূর্দ্ধং স্নানপূজাদিকর্ত্তব্যং তদুপোষিতৈঃ"। অবিদ্ধায়াং প্রাতরেব সংকল্পো দশম্যনুবৃত্তৌ সারমেবেতি দ্বয়োরেবসমাদরঃ কৃতঃ। অতঃ স উপালম্ভনীয়ঃ যে খলু নিবন্ধকারাস্তদুপেক্ষিতবন্তস্তে তেষাং মান্যাঃ খলু।

পূর্ব্বোক্তং 'বাসরং দশমীবিদ্ধং" ইত্যাদি প্রমাণৈর্দিবসস্যৈব একাদশ্যাঃ দশমীসম্পর্কাৎ বিদ্ধত্বং ন তু তিথিমাত্রস্য তস্যাঃ সর্ব্বদৈব দশমীযোগাৎ অতোদিনমতিক্রম্য রাত্রিগমনাসম্ভবাদেব দশম্যা রাত্রিবেধাসম্ভবাৎ অন্যথাসিদ্ধত্বাচ্চ "ন তন্মম মতং যস্মাৎ ত্রিযামা রাত্রিরুচ্যতে" ইত্যত্র হেতু কথনমপি সঙ্গচ্ছতে। রাত্রিত্বহেতাবপি সংগচ্ছেত পরন্তু তেন অরুণোদয়কালে বাস্তবরাত্রিত্বসত্ত্বাৎ তত্র দশম্যাং বিদ্ধত্বাভাবাপত্তিঃ স্যাদতএব ত্রিযামত্বানুসরণং সাধু মন্যে। যে অত্র হেতুসাধ্যা সঙ্গতিমাহুস্তে প্রাক্ স্বমতে সঙ্গতিং অসঙ্গতিঞ্চ প্রদর্শয়ন্ত ততো বিচার্য্যতে।

অত্র চ "তন্মম" ইতি সমাসে তে চ অহং চ ইতি বিগ্রহে দ্বন্দ্বেতে ষষ্ঠ্যাং যদ্বা তৎ মম ইতি পৃথগেব পদদ্বয়ং তথাচ মম ইত্যনেনৈব তেষাং আচার্য্যানাং যুষ্মাকং শ্রোতৃণাং মম চ ইত্যেকশেষে পাক্ষিকৈকশেষতয়া সর্ব্বেষাং সংগ্রহাচ্চ সর্ব্বমবদাতং স্যাৎ তথাপি তত্র যদ্ দূষণমুক্তং তত্তু তন্মতানমুধাবনাৎ ন যুক্তমিতি মন্যামহে। এতদনুকূলমেব কালমাধব-নির্ণয়সিন্ধু নৃসিংহপরিচর্য্যা হেমাদ্রি-বাচস্পত্যভিধান-মতং। তত্র তু অর্দ্ধরাত্রবেধস্য খণ্ডনমেব দৃশ্যতে। অতো "বহূনামমতং যচ্চ তৎ কেষাঞ্চিন্মতমিষ্যতে" ইতি ন্যায়াৎ নিম্বার্ক-মতস্য তদুক্তিঃ সঙ্গতা এব। তত্তদ্গ্রন্থানালোচ্য এবাত্র সুধীভিরভিমতং দেয়মন্যথা অযুক্ততাস্যাদিত্যলমধিকেন॥

—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র-কাব্য-ব্যাকরণ-ন্যায়-তর্ক-ভক্তিতীর্থ
বি-এ (অনার্স)
—অধ্যাপক, নবদ্বীপ গভর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ

নীলাচলে শ্রীল সনাতন

সনাতন প্রভুর করুণা

সম্বন্ধবিগ্রহ শ্রীমদনমোহনের সেবাধিকার-প্রদাতা গোস্বামী শ্রীল সনাতন প্রভুর শ্রীচরণাশ্রয়ই আমাদের একমাত্র কাম্য হউক। বিষয়ের আবরণে আমাদের চক্ষু আবৃত, আমরা অন্ধ, ভক্তিরস আস্বাদনে আমরা অনিচ্ছুক। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও—আমাদের অনর্থের প্রাবল্যহেতু নিত্যকল্যাণ-লাভে আমাদের অনুৎসাহ দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস আমাদের আস্বাদন করাইয়া থাকেন। তিনি করুণাবারিধি, পরদুঃখকাতর, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম নিখিল কল্যাণের আকর।

গৃহত্যাগ ও মথুরায় গমন

শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-প্রচারক, তাঁহার বিজয়-অভিযানের দুইজন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ। তাঁহারা দুইজনে বঙ্গদেশের মুসলমান শাসনকর্ত্তার মন্ত্রী ছিলেন। নবাব তাঁহাদের উপাধি দিয়াছিলেন যথাক্রমে—সাকর মল্লিক ও দবির খাস। রামকেলি গ্রামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর প্রথমে শ্রীরূপ প্রভু রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রয়াগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন ও তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীমথুরাধামে গমন করেন। শ্রীল সনাতন প্রভুও পাছে তাঁহার ভ্রাতার ন্যায় গৃহত্যাগ করেন, এই আশঙ্কায় নবাব তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। শ্রীল সনাতন প্রভু কৌশলে কারামুক্ত হইয়া কাশীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণান্তিকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে মথুরায় গিয়া শ্রীরূপ প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন।

নীলাচলে আগমন

মাথুরমণ্ডলে কিছুকাল অবস্থানের পর শ্রীসনাতন প্রভু ঝারিখণ্ডের বনপথ দিয়া নীলাচলে আসিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন স্থায়িভাবে নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীল সনাতন প্রভুর কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীরূপ প্রভু নীলাচলে আসিয়াছিলেন এবং সনাতন প্রভুর নীলাচলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ব্রজমণ্ডলে চলিয়া গিয়াছিলেন। বিভিন্ন পথে গমনাগমন করায় পথিমধ্যে তাঁহাদের সাক্ষাৎকার হয় নাই। (ক্রমশঃ)

—শ্রীহরিপ্রিয় দাস ব্রহ্মচারী

"দুর্গাতত্ত্ব"

শরতের প্রসন্ন স্বর্ণাভ আলোকে চারিদিক ঝলমল করে,—গাছে গাছে নূতন পাতা ক্ষেতে ক্ষেতে সবুজধানের চারাগুলির উপর রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরি খেলা, এমনই সুন্দরদিনে শারদা-দুর্গাদেবীর আগমন হয় বঙ্গদেশে। বাঙ্গালীর সমস্যাভরা জীবনে আনিয়া দেয় সাময়িক উল্লাস—মুখে মুখে হাসি, বুকে বুকে নূতন আশা, প্রাণে প্রাণে প্রচুর অফুরন্ত আনন্দ। আনন্দময়ী মায়ের আগমনে সন্তান সকল দুঃখ-দৈন্য অভাব-অভিযোগ ক্ষণিকের জন্য ভুলিয়া যায়। জাগতিক বিচারে দেখা যায়—মায়ের কাছে সন্তানের যত কিছু আবদার, যত কিছু অভাব-অনটন-বিজ্ঞপ্তি। তাই বুঝি নির্জীব সন্তান মহামায়া দুর্গার সাদর আবাহনে আগামী বৎসরের জন্য নবজীবনের প্রার্থনা জানায়।

এই দুর্গাদেবী 'কে' এবং তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা জানা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। সর্ব্বাগ্রে দুর্গা, শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ উপলব্ধি করিতে হইবে। দুঃখেন গম্যতে (অবগম্যতে) যা সা ইতি দুর্গা, অর্থাৎ যাঁহার তত্ত্ব অতি কষ্টের সহিত অবগত হওয়া যায়, তাঁহার নাম দুর্গা। এ সংসার সেই দুর্গার দুর্গ বা কারাগার; হেথায় ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবগণেই কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ অপরাধহেতু এই কারাগৃহে অবরুদ্ধ। কয়েদী যেরূপ নানা শাস্তিভোগ করে, তদ্রূপ জীবমাত্রেই নিজকৃত অপরাধের যথোপযুক্ত সুখ-দুঃখাদি দণ্ড প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মকারের হাপরে দগ্ধীভূত হওয়ার ন্যায় দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দুর্গাদেবী কর্তৃক ত্রিতাপজ্বালার সাহায্যে জীব-আসামী বিদগ্ধ ও বিশোধিত হইতেছে। অলঙ্কারনির্ম্মাতা যেমন খাদযুক্ত সোনাকে পুনঃ পুনঃ অগ্নিদহনে খাঁটি সোনায় পরিণত করে, সেরূপ পরমকরুণাময় ভগবান্ কারাকর্ত্রী মহামায়া দুর্গার সহায়তায় অপরাধী জীবকে সংশোধিত করিয়া তাঁহার নিকট পৌঁছাবার যোগ্য করেন। কলিহত জীব এতই দুর্ম্মতি যে, সংসার দুঃখে ক্লিষ্ট হইয়া ঈশ্বরকে নানারূপ দোষারোপ করে। একারণে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনের মাধ্যমে আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ (গীঃ ৭।১৫)

অর্থাৎ দুষ্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ মূঢ়, নরাধম, মায়াদ্বারা অপহৃতজ্ঞান

এবং অসুর-ভাবাপন্ন; তাহারা, আমাকে আশ্রয় করে না, অর্থাৎ আমার শরণাগত হয় না।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন—'বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥'

অর্থাৎ বিষ্ণুশক্তি প্রধানতঃ তিন প্রকার—পরা—চিচ্ছক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা—জীবশক্তি (অবিদ্যা হইতে ভিন্না), কর্ম্মসংজ্ঞারূপা অবিদ্যাশক্তির নাম মায়া। শ্রীভগবানের মায়া দ্বিবিধা অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি যোগমায়া ও বহিরঙ্গাখ্যা শক্তি মহামায়া বা দুর্গা। স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়া-রূপা চরাচর বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারিণী মায়াশক্তিই বিশ্বপূজিতা দুর্গা। তিনি স্বয়ং ভগবানের আধিকারিক শক্তিপ্রাপ্তা দেবতা। 'মীয়তে অনয়া' ইতিমায়া, অর্থাৎ যে বস্তু আমরা মাপিয়া লইতে পারি তাঁহার নাম মায়া।

মায়াশক্তির বিদ্যা ও অবিদ্যা—দুইবৃত্তি। বিদ্যাবৃত্তি—মায়ার অকপট কৃপাজাত। অবিদ্যাবৃত্তি মায়ার অপরাধ-দণ্ডদান শক্তিবিশেষ। সেই অবিদ্যার দুইটি বৃত্তি—আবরণাত্মিকা-বৃত্তি ও বিক্ষেপাত্মিকা-বৃত্তি। জীবের স্বাভাবিক সম্বন্ধজ্ঞানকে আবরণ করিয়া আবরণাত্মিকা-বৃত্তি বর্ত্তমান থাকে। বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি অন্যপ্রকার জ্ঞানকে উৎপন্ন করিয়া জীবকে অজ্ঞান করে। সুতরাং মায়াকর্ত্তৃক অপহৃতজ্ঞানের ফলে জীব অসুরভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। তাই পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ এই লোকে দৈব ও আসুর-ভেদে দুই প্রকার ভূতসৃষ্টি। বিষ্ণু-ভক্তগণ দৈব এবং যাহারা বিষ্ণুবিরোধী, তাহারা তদ্বিপরীত অর্থাৎ আসুর স্বভাব। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আমরা আসুর-চরিত্র সম্বন্ধে সবিশেষ বর্ণনা দেখিতে পাই—

"প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥ (গীঃ ১৬।৭-৮)

অর্থাৎ অসুর-প্রকৃতির লোকেরা ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি জানে না তাহাদের মধ্যে বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ, তৎপ্রবৃত্তি ও তন্নিবৃত্তি উপযোগী ভাবও নাই। মন্বাদিশাস্ত্রোক্ত-আচারও নাই। সত্যপরায়ণতাও

দৃষ্ট হয় না। আসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ এই জগৎকে অসত্য, আশ্রয়হীন, নিরীশ্বর ও স্বভাবজাত, অন্য আর কি?—কেবল কামমূলক বলিয়া থাকে।

এই সকল অসুরদমনের জন্য সিংহবাহিনী মহিষমর্দ্দিনীর ভূলোকে আবির্ভাব। শঙ্করঘরণী অসুরদলনী পাপবিনাশনত্বের প্রতীক্। কালের প্রলেপে ও দুর্গাদেবীর সম্মোহিনী শক্তি-প্রভাবে তাঁর প্রকৃত তত্ত্ব সকলেই ভুলিতে বসিয়াছে। সেই স্মৃতি-জাগরণের নিমিত্তই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

প্রাদেশিক জনশ্রুতি এই যে, গিরিরাজ হিমালয় কন্যা দুর্গা পতি ভিখারী সন্ন্যাসী শিবের গৃহে সারা বৎসর কষ্টে কাটাইয়া তিনদিনের জন্য গিরিরাণী মেনকার ঘরে আসেন। সেইজন্য আদরিণী কন্যার এত আদর, তাই গৃহে গৃহে এত আনন্দ। ইহা আসলে চণ্ডীতে বর্ণিত মহিষাসুর বধে উদ্যতা দেবীর মূর্ত্তি।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

> অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
> বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
>
> অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
> জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥ (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৫)

অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণময়ী বহু প্রজার জনয়িত্রী সমানরূপা প্রকৃতিকে এক বিজ্ঞানাত্মা অজ (জন্মাদি-রহিত) পুরুষ সেবা করিয়া থাকেন। অন্য বিজ্ঞানাত্মা অজ-পুরুষ ভুক্তভোগা এই প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করেন। ইহাই মায়াশক্তি-বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ। অধিকন্তু মায়াশক্তি বিষয়ে স্মৃতি-প্রমাণ যথা—

> ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
> হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ (গীঃ ৯।১০)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—হে অর্জ্জুন! আমি যে প্রকৃতিতে কটাক্ষ করি, তাহাতেই সর্ব্বকার্য্যে আমার অধ্যক্ষতা আছে। সেই কটাক্ষ চালিত হইয়া প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ প্রসব করেন। এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয়।

> 'কৃষ্ণভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
> অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥'
>
> কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
> দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
>
> (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্য ২০।১১৭-১১৮)

অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের শোধনাগার এই মায়ার কারাগার। এই কারাগৃহ হইতে মুক্তির উপায়-অনুসন্ধানের একান্ত প্রয়োজন। দুর্গাদেবীকে

ষোড়শোপচারে পূজোপহার দিলেও মুক্তির সন্ধান মিলিবে না। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্য-দেবতাঃ ; * * * * (গীঃ ৭।২০)

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥
(গীঃ ৭।২২)

ভোগ-ত্যাগাদিবিষয়ক সেই সেই কামনাসমূহদ্বারা নষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিগণ স্বকীয় প্রকৃতির বশীভূত হইয়া সূর্য্য, গণেশ, শিব, দুর্গাদি অন্যান্য নানা দেবতার ভজন বা উপাসনা করিয়া থাকে। সেই ভক্ত মৎপ্রদত্ত সেই দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত যুক্ত হইয়া সেই দেবতামূর্ত্তির আরাধনা করিতে থাকে এবং সেই দেবতামূর্ত্তি হইতে তাঁহাদেরও অন্তর্যামীরূপ আমাকর্ত্তৃকই বিহিত সেই সেই কাম্য বিষয় সকল লাভ করিয়া থাকে।

অতএব ইহাতে এই সিদ্ধান্তিত হয় যে, অভীষ্টদেবতাগণ কামী-পূজকগণকে ধর্ম্ম-অর্থ-কামরূপ অনিত্যসুখ দ্বারা বঞ্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা মুক্তি দেবার অধিকারী নন। একমাত্র মুকুন্দ ভগবানই সংসার-কারাগার হইতে নিষ্কৃতি-দান করিতে পারেন। চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে যদি ভাগ্যক্রমে সাধুবৈদ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে মায়া-পিশাচীর কবল হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। মহাজনগণ গাহিয়াছেন—

'মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
হরি-গুরুকৃপা বিনা নাহিক উপায়॥'

ভগবৎ করুণা ব্যতীত মায়াকে জয় করা অসম্ভব। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীঃ ৭।১৪)

অর্থাৎ ভগবান্ বলিতেছেন,—আমার বহিরঙ্গা মায়া—দুর্গা অলৌকিকগুণ-সম্পন্না, সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময়ী ও দুর্লঙ্ঘ্যা। তথাপি যাঁহারা আমার শরণাগত হন, তাঁহারা অনায়াসে এই দুর্জ্জয়া মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হন।'

এই জড় ভূমণ্ডলে যেমন উত্তরদিকে উত্তরমেরু বা সুমেরু, দক্ষিণদিকে দক্ষিণমেরু বা কুমেরু এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থলে প্রাণিগণ অবস্থিত, সেইরূপ শক্তিমান্-তত্ত্ব কৃষ্ণ উত্তরে ও শক্তিতত্ত্ব মায়া দক্ষিণে অবস্থান করিয়া জীবনিচয়কে অহরহঃ উভয়দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, তাহতে মনে হয়, উঁহাদের মধ্যে একটা Tug of war (রজ্জু-যুদ্ধ) চলিতেছে। ভগবদ্বৈমুখ্যবশতঃ জীব মায়াক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত হইয়া রজ্জুবদ্ধ; সুতরাং মায়াধৃত রজুপ্রান্ত শিথিল না হইলে কৃষ্ণেরদিকে অগ্রগতি ব্যাহত থাকে। অর্থাৎ কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভ হয় না। তাই মায়ার সন্তোষবিধান না করিতে

পারিলে তাহার কবল হইতে মুক্তির আশা নাই। মায়াধীশ ভগবানের শরণাপন্ন হইলে শক্তিরূপা মায়া স্বীয়হস্তধৃত রজ্জু শিথিল করিয়া দেন, তখন জীব অবলীলাক্রমে কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে পৌঁছাইতে পারে।

অতএব ভজনপিপাসু ব্যক্তিগণ যদি দেবতান্তরের ভজনে বৃথা কালক্ষেপণ না করিয়া, **কৃষ্ণৈকশরণ** হন, তবে মুক্তির অধিকারী হইবেন,—ইহা সুনিশ্চয়।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উদ্ধমন্থী মহারাজ

আধুনিক পরার্থিতার স্বরূপ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা ২৬৪ পৃষ্ঠার পর)

ভ্রান্ত মানব আজ পরের মুখে ঝাল খেতে গিয়ে নিজের নিত্যমঙ্গলের পথ চিররুদ্ধ করিতে চলেছে। জীব-সেবার (?) নেশায় তা'রা মসগুল। একটু স্থির হয়ে চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারেন যে, মানুষের খোসার উপকারকে বা খোসার প্রতি দয়াকে এই যে জীব-সেবা ব'লে বাজারে চালাচ্ছে, এই জীবই বা কা'রা? মৎস্য, ছাগশিশু, ডিম্ব, এরা কি জীব নয়? এদের কি জীবন নাই? এরা কি সুখ-দুঃখ বোধ করে না? পরার্থীদের একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখলে হয় এদের জীবন নাশ ক'রে এই যে নিজের শৃগাল-কুকুর-ভক্ষ্য দেহকে রক্ষা কর্ত্তে যাচ্ছে—এই যে নিজের জিহ্বা-লাম্পট্যের জন্য জীব-হনন-কার্য্য, এরই নাম কি পরার্থিতা? এই কি তোমাদের জীবকুলের দুঃখে বিগলিত হ'য়ে করুণাধারা বর্ষণ—না ভীষণ কপটতা? ওরা কথা বলতে পারে না ব'লে কি ওরা জীব নয়? ঐ সব জীবকুলকে হনন করার দরুন পুনঃ পুনঃ যে সংসারে ফিরে এসে ত্রিতাপ-জ্বালায় জর্জ্জরিত হ'তে হ'বে, সে খবর রাখি কি?

শাস্ত্র বল্‌ছেন—

"যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদউচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥" (মনুসংহিতা ৫।১৫)

"যে ত্বনেবংবিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্॥" (ভাঃ ১১।৫।১৪)

অর্থাৎ ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, গর্ব্বিত, সদাভিমানী যে সকল অসাধু ব্যক্তি নিঃশঙ্কচিত্তে পশুদিগকে হনন করে, সেই সকল পশু পরকালে তাহাদিগকেও ভক্ষণ করিয়া থাকে।

একথাগুলি কোন দিনও কি তাদের কাণে প্রবেশ করে না? এই পরার্থিদলের সমস্ত কথাই শুধু যে, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ তাহা নহে, সাধারণ যুক্তিরও বহির্ভূত।

(১) নিখিল জীবকুলকে বাদ দিয়া একমাত্র মনুষ্যজাতির খোসাকেই

তাঁ'রা জীব ব'লে সাব্যস্ত ক'রছেন। (২) সেব্যের ইন্দ্রিয়তোষণকেই সেবা ব'লে ত' জানি, দয়া অন্য জিনিষ, তা'তে কৃপা-পাত্রের কোনও আপাত ইন্দ্রিয়তোষণ নাও থাকতে পারে। এই দয়াকে সেবার নাম দিয়ে চালন হ'চ্ছে। (৩) সেবা বা প্রেম-শব্দ একমাত্র ভগবানেই প্রযোজ্য। ভগবান্ বা ভগবৎ-প্রেষ্ঠগণই তা গ্রহণ করতে পারেন। মরণশীল বিকারধর্ম্মযুক্ত জীব সেবা-গ্রহণের অধিকারী নয়। অথচ 'প্রেম'-কথাটী যেখানে সেখানে অবৈধভাবে প্রযুক্ত হ'চ্ছে। (৪) নারায়ণ ও দরিদ্র এই কথা দুইটী পরস্পর বিরোধী। নারায়ণ হ'চ্ছেন ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ —লক্ষ্মীরও নিত্য সেব্য—লক্ষ্মীপতি। আর দরিদ্র হ'চ্ছে একজন ক্ষুদ্র ত্রিতাপগ্রস্ত, ঐশ্বর্য্যলেশহীন জীব, লক্ষ্মীর কণামাত্র কৃপা পেলেই সে কৃত-কৃতার্থ, ধন্যাতিধন্য হ'য়ে যায়। এহেন দরিদ্রকে নারায়ণ বলা হ'চ্ছে। সোণার পাথর-বাটী যেমন সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ, কাঠালের আমসত্ত্ব যেমন হাস্যোদ্দীপক, যুক্তিহীন কথা, দরিদ্র-নারায়ণও তেমনই সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ কথা, শাস্ত্রবিরুদ্ধ ত' বটেই।

দরিদ্র ত' দূরের কথা, এজগতে কমলার কপট-কৃপাপ্রাপ্ত মহা-মহা ধনিকুলও জীব। সেই জীবকে যদি কেহ নারায়ণের সমান স্বপ্নেও জ্ঞান করেন, তা'হ'লে তা'র কি দুর্দ্দশা হয়, একথা কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভু ব'লেছেন—

"যেই মূঢ় কহে' জীব, 'ঈশ্বর' হয় সম।
সেই ত' পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম।" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১২৫)

অন্যত্র—

"জীব-ঈশ্বর-তত্ত্ব কভু—নহে 'সম'।
জলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'সম'।" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮।১১৩)

অন্যত্র ভগবৎসন্দর্ভধৃত সর্ব্বজ্ঞসূক্ত-বাক্যে—

"হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
সাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥"

অর্থাৎ ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ এবং হ্লাদিনী ও সম্বিৎশক্তি দ্বারা আশ্লিষ্ট; কিন্তু জীব স্বীয় (আরোপিত) অবিদ্যাদ্বারা সংবৃত, সুতরাং সংক্লেশসমূহের আকর।

জীব ত' দূরের কথা, ব্রহ্মা এবং রুদ্রকে যদি নারায়ণের সমান-মনে করা যায় তবে পাষণ্ডত্বই বৃদ্ধি পায়।

"জীবে 'বিষ্ণুবুদ্ধি' করে, যেই ব্রহ্মা-রুদ্র-সম।
নারায়ণে মানে, তার 'পাষণ্ডে' গণন॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৭৭)
'যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মা রুদ্রাদি দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥' (বৈষ্ণব-তন্ত্র)

মোহগ্রস্ত মানবকুল যা'তে ভুল ক'রে এই পাষণ্ডতাকেই বরণ ক'রে

নিজের চরম সর্ব্বনাশের পথে না দৌড়ায় সেইটাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা তাই এত কথা বলার প্রয়োজন।

বস্তুতঃপক্ষে একমাত্র ভাগবত-ধর্ম্ম অবলম্বন কর্‌লেই মানুষ এই সমস্ত ছলনাময়ী বহু পথ ও বহু মতের হাত হ'তে চিরতরে ছুটী লাভ ক'রে তাপত্রয় সমূলে উন্মূলনকারী নিত্যমঙ্গলের পথের যাত্রী হ'য়ে পড়ে। 'যস্মিন্ তুষ্টে জগত্তুষ্টঃ' একমাত্র সেই মঙ্গলময় শ্রীভগবান্, যিনি নিখিল জীবকুলের জীবাতু, প্রাণেরও প্রাণ সমস্ত সুরবৃন্দ পর্য্যন্ত যাঁর নিত্য ভৃত্য, তাঁ'র সেবার পথে চল্‌লে যে সকলেরই নিত্যমঙ্গলের পথ পরিষ্কার হ'বে তা'তে আর সন্দেহ কি? এই শ্রীভগবানের সেবার পথেই—ভাগবত-ধর্ম্মের রাস্তায়ই নিখিল জীবকুলের প্রতি শ্রেষ্ঠ উপকার, শ্রেষ্ঠকরুণা আনুষঙ্গিক-ভাবে অনুস্যূত আছে।

প্রত্যক্ষবাদী মানব তা'দের আপাত বিচারে কিছু বুঝ্‌তে না পার্‌লেও ধৈর্য্য ধ'রে শাস্ত্রের অনুগত হ'লেই সূর্য্যালোকে বস্তুদর্শনের মত সব পরিষ্কার বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

"যথা তরোর্মূল নিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাংতথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥"
(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

'কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী॥' (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৩৬)

মহাপ্রভু জীবকুলকে ভগদ্ভজনোন্মুখকরণ'রূপ অমন্দোদয়া বিতরণ করিবার উপদেশই দিয়াছেন।

'যারে দেখ তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ৭।১২৮)

কারণ—

"সেই সে পরমবন্ধু সেই পিতামাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তি-দাতা।" (চৈঃ ভাঃ)

"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাৎজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥" (ভাঃ ৫।৫।১৮)

যদি এই ভাগবতধর্ম্ম বাদ দিয়ে অন্য প্রকার বহুধর্ম্ম যাজন ক'রে শ্রেষ্ঠ কৃত্য সমাপ্ত হ'য়ে গেছে মনে করা যায়, তা' হ'লে আমাদের অমঙ্গল হ'বে। শাস্ত্র বলেন,—

"চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥"

* * * *

"জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥"

অতএব একমাত্র ভাগবতধর্ম্মের যাজন ছাড়া গত্যন্তর নাই।

"কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥"

এতেই স্বার্থপরতা, পরার্থপরতা, নিঃস্বার্থ পরতা একসঙ্গে তিনটিই আছে। তাই আমরা বন্ধুবর্গের নিকট প্রার্থনা করিতেছি—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহংব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাচ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

—শ্রীদয়ালহরি ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব

বিগত ৮ হৃষীকেশ, ১১ই ভাদ্র সোমবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধীনস্থ সকল মঠেই শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রত নিরম্বু উপবাস সহযোগ পালিত হইয়াছেন। এই ব্রতোপলক্ষে সর্ব্বত্রই প্রত্যূষে মঙ্গলারতির পর হইতেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী, শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মলীলা পারায়ণ করা হইয়াছে। উষঃকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত মঠ হরিকীর্ত্তনে মুখরিত হইয়াছিল। কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে মুখ্যা। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী উপলক্ষে শাস্ত্র-নিয়মানুসারে নিরম্বু উপবাস ও নিশিজাগরণ বিধেয়। তাই উক্ত শুভ তিথিতে মঠবাসিগণ শাস্ত্রবিধিমতে দিবারাত্র পাঠ-কীর্ত্তনে নিরত ছিলেন।

মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এতদুপলক্ষ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও একপক্ষব্যাপী এক প্রদর্শনা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীবেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে হরিকীর্ত্তন সহকারে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা-প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করেন। পরদিবস নন্দোৎসবে শত শত আগন্তুককে মহাপ্রসাদদ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী

বিশেষ আনন্দের সংবাদ এই যে সমিতির নবদ্বীপ ধামস্থ উক্ত চতুষ্পাঠী হইতে এই বৎসরেও শ্রীহরিহর ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের উপাধী পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অন্যান্য ছাত্রগণও যাহাতে প্রতিবৎসর বিশেষ সাফল্যের সহিত খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন তজ্জন্য সমিতি-পক্ষ হইতে তাঁহাদের উৎসাহ-উদ্দিপনা আরও প্রবলতর কামনা করি।

—প্রকাশক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় পত্রিকা

১৯শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ ১৩৭৪ { ১০ম সংখ্যা

ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৯শ বর্ষ } ক্ষীরোদশায়ী, ২৯ কেশব, ৪৮১ গৌরাব্দ
শনিবার, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪ ; ইং ১৬।১২।১৯৬৭ { ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীলরূপ-গোস্বামী-কৃতং "শ্রীশ্রীমুকুন্দমুক্তাবলী-স্তোত্রম্‌"

ইন্দ্রনিবারং ব্রজপতিবারং
নির্ধুতবারং হৃতঘনবারং।
রক্ষিতগোত্রং প্রীণিতগোত্রং
ত্বাং ধৃতগোত্রং নৌমি সগোত্রং॥ ১১॥

ইন্দ্রের যজ্ঞ ভঙ্গ হেতু ইন্দ্র কুপিত হইলে যিনি তাঁহাকে পরাভব করিয়াছিলেন এবং যিনি গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্র-প্রেরিত মেঘের বারিবর্ষণ নিবৃত্তি ও মেঘগণ বিদূরিত করিয়া ব্রজধাম রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি গাভীগণের পরিতৃপ্তিকারক বন্ধু-বান্ধবগণে পরিবেষ্টিত, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনকে আমি স্তব করি॥ ১১॥

কংসমহীপতিহৃদ্গতশূলং
সন্ততসেবিত যামুনকূলং
বন্দে সুন্দরচন্দ্রকচূলং
ত্বামহমখিল চরাচরমূলং ॥ ১২ ॥

যিনি কংসরাজের হৃদয়গত শূলস্বরূপ, যিনি নিরন্তর যমুনা-কূল সেবন করিতে ভাল বাসেন, সুন্দর ময়ূরপুচ্ছে যাঁহার চূড়া সুশোভিত, অখিল চরাচরের মূল সেই নন্দনন্দনকে আমি বন্দনা করি ॥ ১২ ॥

মলয়জরুচিরস্তনুজিতমুদিরঃ
পালিতবিবুধস্তোষিতবসুধঃ।
মামতিরসিকঃ কেলিভিরধিকঃ
সিতশুভগরদঃ কৃপয়তু বরদঃ ॥ ১৩ ॥

যিনি সুন্দর চন্দনাদি অনুলেপনে অনুলিপ্ত, যিনি শরীর-শোভায় নবীন-মেঘের কান্তিতিরস্কার করিয়াছেন, যিনি দেবগণকে পালন করেন, যিনি কংসাদি বধ করিয়া পৃথিবী পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, যিনি কেলিবিষয়ে সুরসিক এবং যাঁহার কুন্দকুসুমের ন্যায় অতিসুন্দর দন্ত, সেই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে কৃপা করুন ॥ ১৩ ॥

উররীকৃত মুররীরুতভঙ্গং
নবজলধরকিরণোল্লসদঙ্গং।
যুবতিহৃদয়ধৃত মদনতরঙ্গং
প্রণমত যামুনতটকৃতরঙ্গং ॥ ১৪ ॥

যাঁহা হইতে বংশীধ্বনির তরঙ্গ বিস্তৃত হয়, নবজলধরের ন্যায় যাঁহার শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত, যিনি যুবতীবৃন্দের হৃদয়ে কামতরঙ্গ বিস্তার করেন, হে ভক্তগণ! সেই যমুনাতীর-বিহারী নন্দনন্দনকে প্রণাম কর ॥ ১৪ ॥

নবাম্ভোদনীলং জগত্তোষি শীলং
মুখাসঙ্গিবংশং শিখণ্ডাবতংসং।
করালম্বিবেত্রং বরাম্ভোজনেত্রং
ধৃতস্ফীত গুঞ্জং ভজে লব্ধকুঞ্জং ॥ ১৫ ॥

যিনি নবীন-মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, যাহার চরিত্রে ত্রিজগৎ সন্তুষ্ট হয়,

ময়ূরপুচ্ছ যাঁহার শিরোভূষণ, গাভীপালনের নিমিত্ত যিনি হস্তে বেত্র ধারণ করিয়াছেন, সুন্দর অরবিন্দের ন্যায় যাহার নয়নযুগল, যিনি গলদেশে সুন্দর গুঞ্জাহার পরিধান করিয়াছেন, সেই কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি ॥ ১৫ ॥

হৃতক্ষৌণিভারং কৃতক্লেশহারং
জগদ্গীতসারং মহারত্নহারং।
মৃদুশ্যামকেশং লসদ্বন্যবেশং
কৃপাভির্নদেশং ভজে বল্লবেশং ॥ ১৬ ॥

যিনি ভূভার হরণ করিয়াছেন, যিনি জগতের দুঃখনাশ করিয়াছেন, ত্রিজগৎ যাঁহার বলবীর্য্য গান করিতেছে, মহামূল্য রত্নহার যাঁহার গলে সুশোভিত, কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ কেশকলাপে যিনি সুশোভিত, যিনি বন-গমনোচিত বেশভূষায় সুসজ্জিত, যিনি দয়ার সমুদ্র, গোপবেশধারী, সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি ভজনা করি ॥ ১৬ ॥

উল্লসদ্বল্লবীবাসসাং তস্কর-
স্তেজসা নির্জ্জিতপ্রস্ফুরদ্ভাস্করঃ।
পীনদোঃস্তম্ভয়োরুল্লসচ্চন্দনঃ
পাতু বঃ সর্ব্বতো দেবকীনন্দনঃ ॥ ১৭ ॥

যিনি ব্রজবনিতাগণের বসনচোর, যিনি তেজঃপ্রভাবে সূর্য্যের প্রভা পরাভব করিয়াছেন, যাঁহার বিশাল বাহু চন্দনে চর্চ্চিত, হে ভক্তগণ! সেই দেবকী অর্থাৎ শ্রীব্রজেশ্বরী শ্রীযশোদার নন্দন সর্ব্বতোভাবে তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৭ ॥

সংসৃতেস্তারকং তং গবাং চারকং
বেণুনা মণ্ডিতং ক্রীড়নে পণ্ডিতং।
ধাতুভির্বেষিণং দানবদ্বেষিণং
চিন্তয় স্বামিনং বল্লবীকামিনং ॥ ১৮ ॥

যিনি সংসারসাগরের নিস্তারক, যিনি গাভীগণের পালক, যিনি বংশী-দ্বারা ভূষিত, যিনি কেলিবিষয়ে সুপণ্ডিত, যিনি নীল পীতাদি গৈরিক-ধাতুদ্বারা সুশোভিত, যিনি দানবগণের সংহারক, যিনি সকলের স্বামী, হে ভক্তগণ! সেই বল্লবীনাথ শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা কর ॥ ১৮ ॥

উপাত্ত কবলং পরাগসবলং
সদৈকশরণং সরোজচরণং।
অরিষ্টদলনং বিকৃষ্টললনং
নমামি সমহং সদৈব তমহং ॥ ১৯ ॥

যিনি অরণ্যে ভক্ষণের নিমিত্ত বামহস্তে নবনীত গ্রহণ করিয়াছেন, নানাবিধ বন্যকুসুমরেণুদ্বারা যাঁহার কলেবর বিচিত্র বর্ণ হইয়াছে, যিনি শরণাগত জনের পালক, বিকশিত পদ্মের ন্যায় যাঁহার চরণযুগল, যিনি সমুদয় অশুভের নাশক, যিনি শ্রীঅঙ্গের সৌন্দর্য্যে ব্রজবনিতাদিগকে আকর্ষণ করেন, সর্ব্বদা উৎসবপূর্ণ সেই ব্রজরাজনন্দনকে আমি প্রণাম করি ॥ ১৯ ॥

বিহারসদনং মনোজ্ঞরদনং
প্রণীতমদনং শশাঙ্কবদনং।
উরস্থকমলং যশোভিরমলং
করাত্তকমলং ভজস্ব তমলং ॥ ২০ ॥

যিনি অশেষ প্রকার লীলার আশ্রয়, যাঁহার দন্তরাজী অতি সুন্দর, যিনি যুবতিগণের হৃদয়ে কন্দর্পভাব বিস্তার করেন, শশাঙ্কের ন্যায় যাঁহার মুখমণ্ডল, যাঁহার বক্ষঃস্থলে কমলা বিরাজমান, যাঁহার নির্ম্মল যশঃ ভুবনব্যাপ্ত, যাঁহার দক্ষিণ হস্তে লীলাপদ্ম বিরাজিত, হে ভক্তগণ! তোমরা সেই নন্দনন্দনকে নিরন্তর ভজন কর ॥ ২০ ॥

দুষ্টধ্বংসঃ কর্ণিকারাবতংসঃ
খেলদ্বংশী-পঞ্চমধ্বানশংসী।
গোপীচেতঃ কেলিভঙ্গিনিকেতঃ
পাতু স্বৈরী হন্ত বঃ কংসবৈরী ॥ ২১ ॥

যিনি দুর্দ্দান্ত দানবগণের সংহারক কর্ণিকারকুসুম যাঁহার কর্ণভূষণ, যিনি পঞ্চম স্বরে বংশী নিনাদ করেন, গোপিকাগণের চিত্ত বিলাসাদির যিনি অবলম্বন স্থান, যিনি স্বচ্ছন্দচারী, হে ভক্তগণ! সেই কংসবৈরী শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২১ ॥

বিমুখের স্বভাব, মঙ্গলকামীর কর্ত্তব্য

গঙ্গাভবন
ড্যাম্পিয়ার পার্ক,
মথুরা
১২ই কার্ত্তিক, ১২৪১
২৯ অক্টোবর ১৯৩৪

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৫শে তারিখের লিখিত বিস্তৃত পত্র পাঠ করিলাম। আমরা সম্প্রতি শ্রীমথুরায় কার্ত্তিকসেবা-নিয়ম-পালনে নিযুক্ত আছি।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে যখন কৃষ্ণবিমুখ জীবের সহিত সেবোন্মুখ জীবের সাক্ষাৎকার ঘটে, তখন অসৎসঙ্গজনিত অভদ্রনাশিনী কথা-সমূহ আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া অঘ-বকাদি অসুরগণের বধসাধনে কৃষ্ণের সহায়তা করে যাঁহারা কৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁহাদিগকে দুর্ব্বল-জ্ঞানে আমরা অস্ফুটবাক্ বালকের চাপল্যের হস্তে নির্য্যাতিত হই, উহা আমাদের প্রাক্তন দুষ্কৃতির 'জের'। কাহাকে কৃষ্ণ বলে?—কৃষ্ণভক্ত কে ও কিরূপ?—জীবের নিত্য প্রয়োজন কোথায় অবস্থিত?—এই সকল **কথা বুঝিতে না পারিয়া অর্ব্বাচীনগণ তাবোল-তাবোল কথায় স্বীয় সেবা বৈমুখ্য প্রকাশ করিয়া 'ঢঙ্গ' সাজিতে ইচ্ছা করেন।** এই অনুকরণপন্থী অসুরগণের চিত্তদর্পণ অমাজ্জিত হওয়ায় তাঁহারা নামাপরাধীকে গুরুজ্ঞান করেন এবং নামকীর্ত্তনকারীর সঙ্গে তাহাদের শিশ্নোদর তর্পণের সম্ভাবনা না দেখিয়া তাঁহাকে যমসদৃশ মানিয়া মরণ-কামর কামড়ায়। বহির্ম্মুখতা ও বিষয়ীর পোষাকে ক্ষুদ্র ধনমদ, বিদ্যামদ, অকিঞ্চিৎকর রূপমদ ও নির্ব্বুদ্ধিতা-রূপ অভিজ্ঞতা প্রভৃতিকে বড় করিয়া তুলিয়া প্রকৃত কৃষ্ণসেবায় বিমুখ হয়। তাহাদের কৃপণস্বভাব হরিসেবায় বিমুখ হইয়া "অসুরে যে লুটিয়া খায় কৃষ্ণের সংসার", সেই আসুরবৃত্তিকে কৃষ্ণভক্তি মনে করে! "ঈশাবাস্যম্" মন্ত্র তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। **ভোগিকুল ভোগের বাধা পাইলে উহাদের সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া জ্ঞান করে এবং মিছা ভক্তিকে 'ভক্তি' বলিয়া মনে করিয়া আত্মপ্রতারণা সাধন করে।** ভক্তের স্তুতি করিবার পরিবর্ত্তে **অভক্তকে ভক্ত সাজাইতে কৃতসঙ্কল্প হয়।**

বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝিবার চক্ষু তাহাদের কোথায়? তবে একটা বিষয়ে তাহারা বড়ই ভাল করে অর্থাৎ আমার ন্যায় হরিসেবা-বিমুখের প্রতি কটাক্ষ করিয়া আমার উপকার করে। কিন্তু আমার আরাধ্য বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করিয়া পিতৃপুরুষসহ নরকগামী হয়। ইহাই আমাদের দুঃখের বিষয়। সামান্য বুদ্ধিকে বিচারকের পদে স্থাপন করিয়া নিজের পায়েই কুঠারাঘাতকারী ভোগী ও ত্যাগি-নামধারী বদ্ধজীব অহঙ্কার পোষণ করে; উহাতে বিচলিত হইবার প্রয়োজন নাই। ভাগ্যহীন দ্বিপদ পশু অহঙ্কারে মত্ত হইয়া যে পদ গ্রহণ করে, উহা তাহাদেরই নিজ কদর্য্য স্বরূপের প্রকাশ করিয়া দেয় এবং উহাই তাহাদেরই গন্তব্য পথ। আপনি ঐ সকল বিপথগামীর সহিত সঙ্গ করিবেন না। অসতের সঙ্গ করিলে অধঃপাত হয়।

দুর্ল্লভ মনুষ্য জীবন পাইয়া নিজের মঙ্গল সাধন করুন। অধঃপতিত দুঃসঙ্গরূপ মিছাভক্তকে কোন প্রকারেই প্রশ্রয় দিবেন না। "স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্"। মর্কটগণের সঙ্গক্রমে তাহাদের শিষ্য হওয়ায় কৃষ্ণ-বৈমুখ্য ও কার্ষ্ণসেবা-বৈমুখ্যই তাহাদের অপরিহার্য্য স্বভাব হয়। জন্ম-জন্মান্তরে তাহাদের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়া স্বজনাখ্য দস্যুগণের সঙ্গ কায়মনোবাক্যে পরিহার করিবেন। যাহারা ভোগ বা ত্যাগ স্বীকার করে, তাহারা ভক্তির উল্টাপথেই চলিতেছে। উহারা যমদণ্ড্য মিছাভক্ত মাত্র খলস্বভাব-প্রযুক্ত জড়ভোগী জড়রসানন্দী—অদীক্ষিত ও দিব্যজ্ঞান-বর্জ্জিত অসতের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ ও সাধুশাস্ত্র মিলাইয়া জীবনপথে অগ্রসর হউন; পাষণ্ডী অঘ-বকাদি সূর্য্যোদয়ে ভূত-প্রেত-পিশাচাদির ন্যায় অন্তর্হিত হইবে। মহাপ্রভুর 'শিক্ষাষ্টক'-লিখিত "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন"ই গৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(সাধুসঙ্গ)

১৮। বদ্ধাবস্থায় সৎসঙ্গ কি ভক্তির অঙ্গ?

"বদ্ধাবস্থার সৎসঙ্গ কেবল হরি-বিষয়ে রুচির উৎপাদক মাত্র, ভক্তির অঙ্গ নহে।" —তঃ সূঃ ৩৩ সূঃ

১৯। ভক্তিপ্রদা সুকৃতি কি?

"সাধুসঙ্গই একমাত্র ভক্তিপ্রদা-সুকৃতি।" —জৈঃ ধঃ ১৭শ অঃ

২০। কপটতার সহিত সাধুসঙ্গের অভিনয় কিরূপ?

"অনেকে মনে করেন যে, যাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া স্থির করা যায়, তাঁহার পদসেবা, তাঁহাকে প্রণতি, তাঁহার চরণামৃত সেবন, তাঁহার প্রসাদ-সেবা এবং তাঁহাকে কিছু অর্থ দান করিলেই সাধুসঙ্গ হয়। সেই সমস্ত কার্য্যের দ্বারা সাধুর সম্মান হয় বটে এবং তাহাতে কোন-না কোন-প্রকার লাভও আছে। কিন্তু তাহাই যে সাধুসঙ্গ, তাহা নয়। * * * কেবল শুদ্ধভক্ত-সাধুগণের স্বভাব ও সচ্চরিত্র বহু যত্নে অনুসন্ধান-পূর্ব্বক তাহা নিষ্কপটে অনুসরণ করিতে পারিলে বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। বিষয়িগণ সাধুর নিকট প্রণতি-পূর্ব্বক বলিয়া থাকেন—'হে দয়াময়, আমাকে কৃপা করুণ, আমি অতিশয় দীন-হীন আমার সংসার-বুদ্ধি কিরূপে দূর হইবে?' বিষয়ীর এই বাক্যগুলি কপট-বাক্য-মাত্র। তিনি মনে মনে জানেন যে, কেবল অর্থলাভই লাভ ও বিষয়-সংগ্রহই জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁহার হৃদয়ে শ্রী-মদ অহরহ জাগ্রত আছে। কেবল প্রতিষ্ঠা-লাভের বাসনা ও 'সাধুগণের শাপের দ্বারা আমার বিষয় ক্ষয় না হয়'—এই ভয় হইতে তাঁহার নিকট কপট দৈন্য ও কপট ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি ঐ সাধু তাঁহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন—'ওহে, তোমার বিষয়-বাসনা দূর হউক এবং ধন-জন তোমার ক্ষয় হউক'; তখনই ঐ বিষয়ী বলিবেন—'হে সাধু মহারাজ! আপনি আমাকে এরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন না। এরূপ আশীর্ব্বাদ কেবল শাপমাত্র, সর্ব্বদা অহিতজনক বাক্য।' এখন দেখুন, সাধুগণের প্রতি বিষয়িগণের এরূপ ব্যবহার নিতান্ত কপটতা মাত্র। জীবনে অনেক সাধু-জনের সহিত সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু আমাদের কপট-ব্যবহারে আমরা সাধুসঙ্গের কোন ফল লাভ করি না। অতএব সরল

শ্রদ্ধার সহিত আমরা সংপ্রাপ্ত সাধু-মহাত্মার সচ্চরিত্র নিরন্তর যত্ন-পূর্ব্বক অনুকরণ করিতে পারিলে সাধু-সঙ্গের দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করি। এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া প্রকৃত সাধুর সন্নিকটস্থ হইয়া তাঁহার স্বভাব-চরিত্র অবগত হইব এবং যাহাতে আমাদের স্বভাব-চরিত্র তদ্রূপ গঠন করিতে পারি, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের শিক্ষা।"

—'সাধুসঙ্গের প্রণালী বিচার', সসঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সঃ তোঃ ১৫।২

২১। সৎসঙ্গ বরণ না করিয়া দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন হয় কি?

"কেবল অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। যত্ন-পূর্ব্বক সৎসঙ্গ করাই আমাদের কর্ত্তব্য।"

—'সাধুসঙ্গের প্রণালী-বিচার', সসঙ্গিনী (ক্ষেত্রবাসিনী) সঃ তোঃ ১৫।২

২২। অসদ্গুরুর দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন-পূর্ব্বক সদ্গুরুর সৎসঙ্গ-বরণ কি অন্যায়?

"অযোগ্য কুলগুরুকে তাঁহার প্রার্থনীয় অর্থ ও সম্মান দিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করত সদ্গুরু অন্বেষণ করা আবশ্যক।"

—'গুর্ব্ববজ্ঞা', হঃ চিঃ

২৩। সঙ্গের জন্য কিরূপ বৈষ্ণব অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য?

"যাঁহার বৈষ্ণব-সঙ্গ করিতে হইবে, তিনি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠতর বৈষ্ণবকে অন্বেষণ করিয়া লইবেন।" —শ্রীমঃ শিঃ ১০ম পঃ

২৪। সাধু কি সকল সময়ই পৃথিবীতে থাকেন? সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ কেন?

"সাধুগণ চিরদিনই জগতে আছেন, কেবল অসাধুগণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না বলিয়া সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ হয়।" —জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

২৫। সাধুর নিকট প্রজল্প করা কি উচিত। কাহাকে প্রকৃত সাধুসঙ্গ বলে?

"সাধুর নিকট গিয়া 'এ দেশ বড় গরম' সে দেশে শরীর ভাল থাকে, ঐ বাবুটি বড় ভাল, এ বৎসর চাউল, ধান কিরূপ হইবে?'—ইত্যাকার মায়া-বিকারের প্রলাপ বকিলে সাধুসঙ্গ হয় না। সাধু স্বানুভাবানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া হয় ত' প্রশ্নকারীর কথার দু'-একটি উত্তর দেন, কিন্তু তাহাতে কি সাধুসঙ্গ হয় বা কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়? **সাধুর নিকট যাইয়া প্রীতি-সহকারে তাঁহার সহিত ভগবৎ কথায় আলোচনাই সাধুসঙ্গ, তাহাতেই ভক্তি লাভ হয়।**"

—'সাধুজন-সঙ্গ', সঃ তোঃ ১০।৪

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ভ্রান্ত-কর্ম্মী

ওহে ভ্রান্ত কর্ম্মবীর পুরুষ-রতন !
হাস পায় হেরি তব কর্ম্মের যতন !!
পর দুঃখে তব যদি, বিগলিত হয় হৃদি,
কিবা সাধ্য আছে তব দুঃখ বিমোচনে।
অন্ন-বস্ত্র শুশ্রূষায় করেছ যেমনে॥

আপাতত হের তুমি দুঃখের লাঘব।
নূতন অভাব পুনঃ হ'তেছে উদ্ভব॥
এইরূপে কতবার, নিবারিবে দুঃখভার,
চির-দুঃখানলে যার দহিছে হৃদয়।
কিরূপে তুষিবে তা'রে হইয়া সদয়॥

মায়াপাশে বদ্ধ জীব চিন্তে অনুক্ষণ।
কিরূপে হইবে তার ইন্দ্রিয়-তোষণ॥
দুর্দ্দান্ত লালসা দ্বারা, হ'য়ে পড়ে আত্মহারা,
নৈতিক নিয়ম সব করিয়া লঙ্ঘন।
পর-নিপীড়নে পাপ ভাবে না কখন॥

পাপী, তাপী, ভোগী-সেবা—এই হবে সার।
পাপের প্রশ্রয় ভবে বাড়িবে আবার॥
বিদ্যা, ধন, স্বাস্থ্য, বল, লভি' জীব এ সকল,
অভিমানে মত্ত তা'তে রহিবে সদায়।
যদি কৃষ্ণপদে সেহ ভক্তি নাহি পায়॥

সাগর বারিধি যথা ঝিনুকে সিঞ্চন।
তোমার বাতুল চেষ্টা তাহারি মতন॥
জান না কিরূপে হায়, পরদুঃখ ঘুচে যায়,
অরণ্যে রোদন তব হ'ল মাত্র সার।
দুঃখের কারণ তুমি জান না তাহার॥

নিজ-স্বতন্ত্রতা-ভ্রমে স্বরূপ ভুলিয়া।
মায়ার আশ্রয় জীব নিয়েছ বাছিয়া॥
পেয়েছ মায়ার সাজা, কভু ভিক্ষু, কভু রাজা,
আমি কর্ত্তা, আমি ভুক্তা, সদা অভিমান।
এ হেতু ত্রিতাপে দগ্ধ সদা তার প্রাণ॥

জীবে দয়া করিবারে বাঞ্ছা যদি মনে।
স্বরূপে স্থাপন তা'রে করহ যতনে॥
জীব নিত্য-কৃষ্ণদাস, জানিলে মায়ার ফাঁস,
কেটে যাবে আরো যত অভাব-যন্ত্রনা।
তাহাতে লভিবে হৃদে অশেষ সান্ত্বনা॥

সাধুগুরুস্থানে গিয়া লভি উপদেশ।
প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবায় নিবেশ॥
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা অতি, নষ্ট করে শিষ্ট মতি,
যোগৈশ্বর্য্য-ভোগৈশ্বর্য্য সকলি সভয়।
শুদ্ধভক্তি আত্ম-ধর্ম্ম জীবের অভয়॥

ধন্য তুমি কর্ম্মবীর নৈতিক জীবনে!
কর্ম্মের প্রেরণা তব জাগিতেছে প্রাণে॥
করিয়াছ কর্ম্মাশ্রয়, কর্ম্মযোগে কিবা হয়
ভোগময় স্বর্গলাভ হইবে তোমার।
"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" আবার॥

মায়াচক্র-আবর্ত্তনে গতাগতি সার।
বিঘূর্ণিত হবে তুমি বলি বার বার॥
কর্ম্মকাণ্ড-অনুষ্ঠানে, নিয়োজিত কায়মনে,
বদ্ধদশা ঘুচাইবার নহে গো উপায়।
কি বলেছে শাস্ত্রকার শুনহ নিশ্চয়॥

কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভুক্তি-মুক্তি তরে।
বিদ্ধাভক্তি লাভ তারা করিবারে পারে॥
ভক্তি উত্তমা শুদ্ধা, শুষ্কজ্ঞান কর্ম্মবিদ্ধা,
অন্যাভিলাষশূন্য হ'য়ে কৃষ্ণানুশীলন।
"জীবে দয়া, নামে রুচি" করহ সাধন॥

গভীর তমসাবৃতে দিশেহারা পান্থ!
মিছে কেন ঘুরে তুমি হইতেছ ক্লান্ত॥
নিজ হিত যদি চাও, শাস্ত্রের শরণ লও,
অথবা সুধাও গিয়ে সাধু-মহাজন।
তাহাতে মঙ্গল তব হইবে সাধন॥

—শ্রীগজেন্দ্র মোহন ব্রহ্মচারী

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—২৯)

এস্থলে অপরাধের আশ্রয়রূপে বর্ত্তমান পাপবাসনাসকলও অপরাধসহ নষ্ট হইয়া যায়। এতাদৃশ প্রতিবন্ধকের উদ্দেশ্যেই বিষ্ণুধর্ম্মে কথিত আছে—

রাগাদি দূষিতং চিত্তং নাস্পদং মধুসূদনে।
বধ্নাতি ন রতিং হংসঃ কদাচিৎ কর্দ্দমাম্বুনি॥
ন যোগ্যা কেশবং স্তোতং রাগদুষ্টা চাসৃতাদিনা।
তমসো নাশনায়ানং নেন্দোলেখা ঘনাকৃতা॥

কর্দ্দমাক্তজলে যেমন হংস অনুরাগ প্রকাশ করে না, তদ্রূপ রাগাদিদোষ-যুক্ত চিত্তে ভগবান্ মুকুন্দও আশ্রয় করেন না। মেঘাবৃত চন্দ্রকলা যেরূপ সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার নাশ করিতে পারে না, তদ্রূপ মিথ্যাদি দোষদুষ্টবাক্য ভগবান্ কেশবের স্তুতি করিতে সমর্থ হয় না।

মুক্তপুরুষদের যে আবৃত্তি, তাহা প্রতিপদে অপ্রাকৃত সুখবিশেষ প্রকটনের জন্য, আর অসিদ্ধগণের যে আবৃত্তিনিয়ম, তাহা ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। কেননা ফলপ্রাপ্তির অন্তরায় দৃষ্ট হইলে সে স্থলে আবৃত্তিকারীর

অপরাধের সম্ভাবনা আছে এরূপ বিতর্ক বা সংশয় উপস্থিত হয়। যেহেতু **কুটিলতা, অশ্রদ্ধা, ভগবন্নিষ্ঠা চ্যুতিকারক কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ,** ভজনশৈথিল্য, সেবাকার্য্যাদির জন্য অহঙ্কারিত্ব **প্রভৃতি দোষসকল যদি মহাভাগবত বৈষ্ণব বা সাধুসঙ্গ লক্ষণময়ী ভক্তির দ্বারা নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয়, তবে ঐসকল দোষ অপরাধেরই কার্য্য** এবং পূর্ব্বাপরাধের সূচক বা কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব দুর্য্যোধনের নিকট পাণ্ডবগণের দূতরূপে প্রেরিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ দুর্য্যোধন-প্রদত্ত নানা বিলাসোপচারযুক্ত পূজা গ্রহণ করেন নাই, তদ্রূপ কুটিলচিত্র জনগণের বিবিধ উপচারাদি অত্যুত্তম হইলেও ভগবান্ তাহা স্বীকার করেন না। শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও আধুনিক কোন কোন লোকের অপরাধদোষে শ্রীভগবান্, শ্রীগুরুদেব ও ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অন্তরে অনাদর সত্ত্বেও বাহিরে তাঁহাদের প্রতি যে পূজনাদি প্রযত্ন তাহা কুটিলতা মাত্র। অতএব মূর্খ হইলেও অকুটিল অর্থাৎ সরলচিত্ত ব্যক্তিগণের ভক্ত্যাভাসাদি দ্বারাও কৃতার্থত্ব কথিত হইয়াছে। কিন্তু কুটিল (কপট) ব্যক্তিগণের আদৌ ভক্তির অনুবর্ত্তন হয় নাই।

স্কন্দপুরাণে শ্রীপরাশর-বাক্য—

ন হ্য পুণ্যবতাং লোকে মূঢানাং কুটিলাত্মনাম।
ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্ত্তনং স্মরণং তথা॥

এজগতে মূঢ় কুটিলচিত্ত পুণ্যহীন জনগণের প্রতি ভক্তি বা তাঁহার স্মরণ বা কীর্ত্তনাদি হয় না।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

সত্যং শতেন বিঘ্নাণাং সহস্রেণ তথা তপঃ।
বিঘ্নাযুতেন গোবিন্দে নৃণাং ভক্তির্নিবার্য্যতে॥

শত বিঘ্নের দ্বারা সত্য, সহস্র বিঘ্নের দ্বারা তপস্যা ও অযুত অর্থাৎ অসংখ্য বিঘ্নের দ্বারা শ্রীগোবিন্দের প্রতি ভক্তি লভিতে হয়।

অতএব শৌনক প্রতি সূতোক্তি—

তং সুখারাধ্যমৃজুভি রনন্য শরণৈ র্নৃভিঃ।
কৃতজ্ঞঃ কো ন সেবতে দুরারাধ্য স সাধুভিঃ॥

একমাত্র অনন্যশরণ অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন, কপটতারহিত সরলচিত্ত জনগণের অনায়াস সেব্য; অথচ অসাধু, দুর্জ্জন, অভক্তগণের দুষ্প্রাপ্য সেই ভগবান্ শ্রীহরিকে কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সেবা না করেন?

ভগবদ্ভক্তগণ অকুটিল অজ্ঞগণকে অনুগ্রহ করেন, কিন্তু কুটিলচিত্ত বিজ্ঞগণকে কৃপা করে না, ইহা ভাগবতে (১১।৫।৪-৫) দৃষ্ট হয়—

দূরে হরিকথাঃ কেচিদ্দূরে চাচ্যুতকীর্ত্তনাঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তেঽনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্॥
বিপ্রো রাজন্যবৈশ্যৌ বা হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকম্।
শ্রৌতেন জন্মনাথাপি মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ॥

যে সকল স্ত্রী শূদ্রাদি সর্ব্বদা হরিকথা শ্রবণ ও অচ্যুতমাহাত্ম্য কীর্ত্তন হইতে দূরে অবস্থিত, তাহারা আপনাদের ন্যায় ভগবদ্ভক্তের কৃপার যোগ্য। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ উপনয়নরূপ দ্বিজত্ব নিবন্ধন শ্রীহরির পাদপদ্ম-লাভের যোগ্য হইয়াও বেদবর্ণিত অর্থবাদ বচনে মোহিত হইয়া ভগবদুপাসনা পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গাদি কর্ম্মফলে আসক্ত হইয়া পড়েন। (টীকায়ও— যাহারা অজ্ঞ, তাহারাই আপনাদের ন্যায় মহতের অনুগ্রহের অধিকারী কিন্তু জ্ঞানলেশ লাভেই উদ্ধত দাম্ভিকগণ অচিকিৎস্যহেতু উপেক্ষার পাত্র)।

ভগবানের মহিমাদি দর্শন ও শ্রবণ করিয়াও অন্যরূপ ধারণা বশতঃ তাহাতে বিশ্বাস না করাই 'অশ্রদ্ধা'। যেমন বিশ্বরূপাদি দর্শন করিয়াও দুর্য্যোধনের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে বিশ্বাস হয় নাই। কিন্তু "আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্। ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্" (ভাঃ ১।১।১৪) এবং "দন্তা গজানাং কুলিশাগ্র-নিষ্ঠুরাঃ। শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ। মহাবিপৎপাতবিনাশনোঽয়ং জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ ১।১৭।৪৪)

অর্থাৎ ঘোর সংসার দশাপ্রাপ্ত অসহায় মানব যাঁহার নাম স্মরণ করিলে সদ্য তাহা হইতে মুক্ত হন এবং স্বয়ং ভয় যাঁহাকে ভয় করেন—এই শৌনক বাক্য; আর বজ্রাগ্রসদৃশ তীক্ষ্ণ হস্তিদন্তসকল শীর্ণ হইয়া যাওয়া আমার কোন শক্তি দ্বারা হয় নাই। কিন্তু জনার্দ্দনের অনুস্মরণ প্রভাবেই মহা-বিপদ্ বিনাশন হইয়াছে ইত্যাদি বাক্যে প্রহ্লাদ মহারাজের ভগবন্মাহাত্ম্য বিষয়ে যাদৃশ অনুভব দৃষ্ট হয় অপরের তাদৃশ হয় না।

যে কালে শুদ্ধভক্তগণ ভগবন্মাহাত্ম্য প্রচারে অভিলাষ করেন, তখন তৎকর্ত্তৃক ঈদৃশ আনুষাঙ্গিক ফল অভিলষিত হয়, পরন্তু নিত্যমাহাত্ম্য প্রচার বা আত্মরক্ষার্থ তাহা ঈপ্সিত হয় না।

শ্রীপরীক্ষিতও তাহা অভিপ্রায় করেন নাই—

দ্বিজোপদৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ॥

হে বিপ্রগণ! দ্বিজ প্রেরিত ক্রূরস্বভাব তক্ষক আমাকে দংশন করুক। আপনারা শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করুন।

অতএব ইদানীন্তন মহপ্রভাবযুক্ত মহাপুরুষগণের মধ্যে তাদৃশ ফলদৃষ্ট হইলে তদ্‌বিষয়ে অবিশ্বাস করা অকর্ত্তব্য। ভগবদুপাসনা হইতেই তাদৃশ আনুষঙ্গিক ফলের উদয় হয়। যথা,—

যদৈকপাদেন স পার্থিবাত্মজ-
স্তস্থৌ তদঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতা মহী।
ননাম তত্রার্দ্ধমিভেন্দ্রাধিষ্ঠিতা
তরীব সব্যেতরতঃ পদে পদে॥ (ভাঃ ৪।৮।৭৯)

শ্রীহরির আরাধনারত ধ্রুব যখন একপদে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন তদীয় পদাঙ্গুষ্ঠভার পীড়িতা পৃথিবী গজপাদভরে দক্ষিণে ও বামে অবনতা নৌকার ন্যায় অর্দ্ধনতা হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বতোভাবে বিষ্ণু-সমাধিস্থ হওয়ায় তাদৃশ ফলোদয় হইয়াছিল।

ভগবন্নিষ্ঠা ব্যতিকারক অন্যবস্তুতে অভিনিবেশ—

এবমঘটমানমনোরথাকুলহৃদয়ো মৃগদারকাভাসেন স্বারব্ধকর্ম্মণা যোগা-রম্ভণতো বিভ্রংশিতিঃ স যোগতাপসো ভগবদারাধনলক্ষণাচ্চ। (ভাঃ ৫।৮।২৬)

ঈদৃশ অসম্ভব মনোরথ নিবন্ধন আকুলচিত্ত উক্ত মৃগশিশুরূপী যোগিবর (ভরত) নিজ প্রারব্ধকর্ম্মদ্বারা যোগাভ্যাস ও ভগবদুপাসনা হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন।

এস্থলে বিচার্য্য এই যে সাধারণ প্রারব্ধকর্ম্মের দুর্ব্বলতা বশতঃ ভগবদ্ভক্তির বিঘ্ন জন্মাইতে পারে না; পূর্ব্বজন্মের প্রবল অপরাধই বিভিন্ন জনকরূপ লব্ধ হইতেছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে ভগবদ্‌-বিষয়ে ভক্ত-গণের উৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থ ভগবদিচ্ছানুসারেই তাদৃশ ভক্তগণের সম্বন্ধে সামান্য প্রারব্ধ কর্ম্মই প্রবল বিঘ্নজনক হয়। ইহা মৃগদেহপ্রাপ্ত ভরতের সম্বন্ধেই বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ অভিপ্রায়েই শ্রীনারদের পূর্ব্বজন্মে ভগবদ্রতি প্রকাশ সত্ত্বেও কামাদি চিত্তমলের অস্তিত্ব বলিয়াছেন। যথা—

হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্বকষায়াণাং দুর্দর্শোঽহং কুযোগিনাম্॥ (ভাঃ ১।৬।২২)

হে বৎস! তুমি ইহ জন্মে আর আমার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিবে না। যেহেতু যাঁহাদের যোগনিষ্পন্ন এবং কামাদি চিত্ত-মল দগ্ধ হয় নাই, তাহারা আমাকে দর্শন করিতে পারে না।

এইরূপ অপরাধহেতু ইতর বিষয়ে অভিনিবেশ সম্বন্ধে উদাহরণ শ্রীগজেন্দ্র প্রভৃতিতে জ্ঞাতব্য।

ভক্তিশৈথিল্য—

যাহাদ্বারা আধ্যাত্মিকাদি সুখ-দুঃখনিষ্ঠা বৰ্দ্ধিত হয়, ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণের তদ্‌বিষয়ে অনাদর হইয়া থাকে। যথা, সহস্রনামে—

ন বাসুদেব ভক্তানামশুভং বিদ্যতে কচিৎ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিভয়ঞ্চাপ্যুপ জায়তে॥

ভগবদ্‌ভক্তগণের কখনও অমঙ্গল এবং জন্মমৃত্যুজরা ব্যাধিবিষক ভয় উৎপন্ন হয় না।

উত্তম সাধকগণেরও মনুষ্য দেহরক্ষার্থ যে বাসনা দৃষ্ট হয়, তাহা কেবলমাত্র উপাসনা বৃদ্ধিবিষয়ক লোভেই জানিতে হইবে,—ইহা একমাত্র দেহরক্ষার্থে নহে। সুতরাং তাদৃশী দশায়ও ভক্তি তাৎপর্য্যের হানি হয় না। অতএব বিবেকযুক্ত ব্যক্তির ভক্তি তাৎপর্য্য রহিত্যধারা লক্ষিতব্য, ভক্তিশৈথিল্য মধ্যে মধ্যে অনুষ্ঠিত ভক্তিদ্বারা যে দূরীভূত হয় না তাহা অপরাধাবলম্বনরূপেই জ্ঞাত হয়। অতএব অপরাধের অনুমান বিষয়ে অপ্রবৃত্তিহেতু মূঢ় ও অসমর্থ ব্যক্তিতে অল্পপ্রযত্নেই সিদ্ধিসামর্থ্য হইয়া থাকে। তাহাদের প্রতি দীনদয়ালু শ্রীভগবানের কৃপাও অধিকতর রূপে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু বিবেক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির যে অপরাধ দৃষ্ট হয়, তাহা অতি দৌরাত্ম্যেরই ফলস্বরূপ। বিবেকশক্তিহীনের পক্ষে তাহা অতি দৌরাত্ম্য জন্য নহে। অতএব জ্ঞানী ও সমর্থ শতধনুর নিরন্তর ভগবদুপাসনা-কালেও বিঘ্ন সঙ্গতই হইয়াছিল। এইরূপ মূঢ় মুষিকাদির অপরাধসত্ত্বেও পূর্ব্বন্যায়ানুসারে সিদ্ধিলাভ সঙ্গতই হইয়াছিল। যেহেতু তাহাদের অংশ দৌরাত্ম্যের অভাবশত: ভজনের স্বাভাবিক প্রভাবই অপরাধ অতিক্রম পূর্ব্বক প্রকাশিত হয়। ভক্তি প্রভৃতি জনিত অভিমান বৈষ্ণবাবমাননাদি অন্যান্য অপরাধসকলের জনক বলিয়া স্বয়ং কোন অপরাধের ফলস্বরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেরূপ দক্ষের পূর্ব্বজন্মে শিবের প্রতি সংঘটিত অপরাধহেতু প্রাচেতস জন্মেও শ্রীনারদের প্রতি অপরাধ সংঘটন হইয়াছিল। অতএব একবার মাত্র ভজনেই

যে সিদ্ধি উক্ত হইয়াছে তাহা প্রাচীন বা নূতন যে কোন অপরাধের অভাব-স্থলেই সঙ্গত। পরন্তু মরণকালে যে কোনরূপে একবার ভজন অপেক্ষিত হইতেছে। যাহার পূর্ব্ব বা বর্ত্তমান জন্মের সিদ্ধ ভগবদুপাসনাদি মৃত্যুকালে স্বীয় প্রভাব প্রকাশ দ্বারা মরণের পরই ভগবৎ সাক্ষাৎকার উৎপাদন করিয়া থাকে। তাদৃশ ব্যক্তিরই মৃত্যুকালে "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং" গীতোক্ত বাক্যানুসারে মানব মৃত্যুকালে যাদৃশ ভাবের স্মরণ সহকারে দেহত্যাগ করেন, সেই ভাবদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তদ্রূপ অবস্থাই প্রাপ্ত হয়—এই বাক্যে একবার মাত্র নামগ্রহণাদিও সম্ভবপর হয়। অতএব অপরাধের অভাবস্থলেই অপরাধ নাশের জন্য আর আবৃত্তির অপেক্ষা করে না। অজামিলের যেরূপ সিদ্ধি হইয়াছিল তৎকালে ভগবানের নাম শ্রবণাদি করিয়াও যমদূতগণের তাহা হয় নাই। যথা—

অজামিল-বাক্য—আমি দুশ্চরিত্র হইলেও যাহাদ্বারা আমার চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে তাহা এই সুরশ্রেষ্ঠগণের (বিষ্ণু-দূতগণের) দর্শন বিষয়ে নিশ্চয়ই পূর্ব্বমঙ্গল বর্ত্তমান। যদি না থাকিত তবে বেশ্যাসক্ত মরণোন্মুখ আমার জিহ্বা কখনও হরিনাম গ্রহণে সমর্থ হইত না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

আরোহবাদ ও অবরোহবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ৩৪৪ পৃষ্ঠার পর)

এই সব মনঃকল্পিত পথ প্রচলিত থাকার দরুণই আজ আমাদের সোণার ভারতের এই দুরবস্থা। আমরা চলিতে চাই পৌরুষের পথে—গৌরবের পথে। হরিকীর্ত্তনে জগৎ মুখরিত করার পরিবর্ত্তে চাই আজ রুদ্রতালে প্রলয় নর্ত্তনে দামামার নির্ঘোষে জগৎকে জাগিয়ে মহাশ্মশানের তাণ্ডব নর্ত্তন দেখিতে। আমাদের এইরূপ মতিগতি। আমরা কৃষ্ণকে চাই না, তাই পাই না। বালঘাতিনী পূতনার মত একথাগুলি প্রথমমুখে আমাদের নিকট মহাকল্যাণপ্রসূ, একান্ত মরমী বলিয়াই বোধ হয়। অনেক সময়ে আমরা নির্ব্বিচারে এই সব কপট দরদীর উচ্ছ্বাসময়ী প্রগল্ভতার কাছে আত্মসমর্পণই করিয়া বসি। বড়ই মধুর বাক্যবিন্যাস, প্রাণের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত নাচিয়া উঠে। কিন্তু ইন্দ্রিয়-তর্পণের বারোমিশালী বিষাক্ত রসদ ছাড়া ইহাতে কোনই সারবস্তু নাই। এই বিষ যাহার ভিতর যত বেশী ঢুকিয়াছে

সনাতনধর্ম্মের—প্রোজ্‌ঝিতকৈতবধর্ম্মের কথা শুনাইতে হইলে প্রথমমুখে তাহাকে হত বেশী চিকিৎসিত হইতে হইবে। বিশ্ব-প্রদর্শনীতে মনোধর্ম্মের কথাগুলি বিকায় ভাল। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীর বিভিন্ন রুচির সহিত এ' গুলি বশ খাপ খায়, কাজেই গুরুর আসন পাওয়াও ঐ সব বঞ্চককুলের কাছে খুবই সহজ হইয়া উঠে। নিরস্তকুহক সত্যের অনুসন্ধিৎসু সজ্জনগণের মঙ্গলের জন্য জানান দরকার যে, সতী সাধ্বী স্ত্রী পতিরই সন্তোষবিধানে নিরন্তর তৎপর। সরলতাই তাহার শ্রেষ্ঠ ভূষণ। গণরঞ্জনের জন্য কপট বাগ্‌ চাতুর্য্যের নিষ্প্রোয়জন। বারাঙ্গনার ন্যায় বহুজন নয়ন-মনোমোহকর বেশের আড়ম্বর, বাক্যজালের সুবিন্যাস অথবা ভুবনভোলান কৃত্রিম রূপ-লাবণ্য তাঁহার না থাকিলেও তাঁহার সতী ইচ্ছা ও অব্যভিচারিণী পতিসেবাই তাঁহাকে জগতে পূজ্যা করিয়া রাখে; অন্যমনা শত শত রমণীও তাহার পদধূলিরও সমান হইতে পারে না। বারবণিতার কৃত্রিম চাকচিক্যে ভুলিয়া আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের নিরস্ত-কুহকবাণী শ্রবণে অমনোযোগী হইয়া পড়ি, আমাদের বিচার যদি বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কোনদিনও আমাদের মঙ্গল হইবে না। একবার বিষপান করিয়া ফেলিলে চিকিৎসিত হইতেই অনেক দিন কাটিয়া যাইবে, স্বাস্থ্য লাভ অনেক পরের কথা। অশরণাগত আরোহপন্থিগণের উক্ত বাক্যবিন্যাস যে কত অযৌক্তিক এবং শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ তাহার ঈষৎ আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। একথাগুলিতে পাশ্চাত্যের অনুকরণের গন্ধমাত্রও নাই। সনাতন হিন্দু-শাস্ত্রের আনুগত্য যদি কেহ স্বীকার করেন, অনুকরণের কপট পন্থা পরিহারপূর্ব্বক অনুসরণের সরল পন্থা যদি কেহ অবলম্বন করেন তাহা হইলে তাঁহাকে আর ভ্রান্ত হইতে হয় না। অনুকরণদ্বারা কোনদিনই বস্তু লাভ করা যায় না, বরং দিন দিন দূর হইতেও দূরান্তরে সরিয়া পড়িতে হয়। কারণ, নিত্যমঙ্গলের পন্থা অনুসরণময়ী।

দাস-ভাবাপন্ন—এ দাসত্ব কাহার? মায়িক জগতের কোন কিছুর কি? আমাদের দেহমনের অন্তরালে যে আত্মা, প্রকৃতপক্ষে যে বস্তুটী আমি, তাহার ত' একই স্বরূপ; শ্রীভগবানের নিত্যদাস্য করাই ত' তাহার স্বরূপের ধর্ম্ম। সেই স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া বিরূপের ধর্ম্ম আলিঙ্গন করিতে আমরা যখনই ছুটি তখনই ত' অনন্ত মায়িক বস্তুর দাসত্ব করিতে বাধ্য হই। অন্যথা কেনই বা আমাদের এই সংসার-বন্ধন হইবে? আত্মার ধর্ম্মের ত' ভোক্তৃত্ব

নাই। পরমার্থের পথে আমরা আসি কেন ? জড় অভিমান হইতে দেহাত্ম অভিমান হইতে ছুটি পাইয়া ভগবৎ-সেবা করিব বলিয়াই ত'? কিন্তু এই পথে আসিয়াও যদি আমরা আত্মধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া তাহাতে ঔদাসীন্য প্রদর্শনপূর্ব্বক মোহগ্রস্ত অবস্থায় 'প্রভুত্ব প্রভুত্ব' করিয়া চীৎকার করি তাহা হইলে আর এ' মোহনিদ্রা কবে ভাঙ্গিবে? ভাগবতের বাণী মোহ-নিদ্রা-ভাঙ্গাইবার মহৌষধি। তাহা শ্রবণে উদাসীন হইলে এই দুর্দ্দশাই ঘটে। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের মালিক গোলোকপতি আমাদের নিত্যপ্রভু। আমরা তাঁহার নিত্যদাস, ইহাই আমাদের পরম গৌরব। পিতাকে পিতা বলা কি অগৌরবের কথা? আমরা মায়ার দাস অথবা ইন্দ্রিয়ের দাস বলিয়া ত' গর্ব্ব করিতেছি না; কৃষ্ণদাস পরিচয় দিতে অগৌরব বোধ করিলে মায়ার দাস, ইন্দ্রিয়ের দাস, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুর দাসানুদাস হইতেই হইবে। কার্য্যতঃ সমস্ত বস্তুর দাস হইয়া 'প্রভু' 'প্রভু' বলিয়া আস্ফালন করিয়া কসরৎ দেখাইয়া লাভ কি ? কৃষ্ণদাসত্বের মহিমা যাঁহার অবগত, তাঁহারা ব্রহ্মানন্দকেও ধিক্কার দিয়া বলিয়া থাকেন—

"কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দ-সিন্ধু।
কোটি ব্রহ্মানন্দ নহে তা'র এক বিন্দু ॥"

আত্মার স্বরূপে ত' পুরুষত্বের কিছুই নাই। তাহার ত' জড়ীয় রূপই নাই। সুতরাং এই জন্মে প্রাপ্ত একটা মায়িক দেহের লিঙ্গ-পরিচয় দিয়া পুরুষত্বের গৌরব দেখান ও বীরত্বের আস্ফালন করা অতি অজ্ঞ ও অর্ব্বাচীনের কার্য্য নহে কি ? পরমার্থ-পথের পথিক কেন ঐ সব মূর্খলোকের চীৎকারে ভ্রান্ত হইবেন? অনাত্ম প্রতীতিতে স্ত্রীপুরুষ-দর্শন আছে। শ্রীভগবানের কৃপাপ্রার্থী হইতে হইলে স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই তাঁহার কাছে দীনাদপি দীন হইতে হইবেই। নচেৎ তিনি কৃপা করিবেন কেন ? উপায় কি ? 'দীনের অধিক দয়া করেন ভগবান্।' এখানে 'ভীরু' স্ত্রী-জাতির বরণীয় পন্থা বলিয়া চীৎকার করতঃ যদি আমরা আরোহবাদের পন্থায় চলিতে থাকি তাহা হইলে মায়ার নফর হইয়া জন্ম-জন্মান্তর মনুষ্যেতর কীটদেহ, বৃক্ষদেহাদিই প্রাপ্ত হইবে। তখন এ আস্ফালন কোথায় থাকিবে? সময় থাকিতেই এ সব কথা বুঝিবার জন্য যত্ন করা উচিৎ নয় কি ?

ভাগবত-নিন্দিত অহং-মম-বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া জন্ম-জন্মান্তর মায়ার নফররূপে ত্রিতাপজ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া অসহ্য বেদনায় মানব 'ত্রাহি ত্রাহি' বলিয়া চীৎকার করে; এই মোহিনী মায়ায় আবদ্ধ হইয়া আমরা আমাদের

নিত্য স্বদেশের একান্ত আপন-জনের কোন সন্ধানই পাইতেছি না; দণ্ড্য জীবের কারাগার-সদৃশ এই দেবীধামের বিভিন্ন দেশকে বিভিন্ন জন্মে আপন মনে করে আসিতেছি, কিন্তু সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও কালকর্ত্তৃক চালিত হইয়া পুনরায় কোন্ এক অজ্ঞাত স্থানে চলিয়া যাইতেছি, নিজেরাও তাহা জানি না। অহং-মম-বুদ্ধি নিত্য স্বরাজ, নিজ স্বরূপের দেশ, নিজ স্বরূপ, নিজ প্রিয়বর্গকে পুনঃ প্রাপ্ত হওয়ার পক্ষে ভীষণ বাধাস্বরূপ। এই অহং-মমতা ধ্বংস করতঃ নিজের প্রকৃত পরিচয় জানিয়া সেবায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের সৃষ্ট একটী জীবেরও নিত্যমঙ্গলের ব্যবস্থা করিতে পারিব না, আপাত মঙ্গল করার অভিনয় করিয়া মঙ্গলের পরিবর্ত্তে সেই শুদ্ধচেতনের নিত্যমঙ্গলের পথে অন্তরায়েরই সৃষ্টি করিয়া বসিব। জীবের উপকার করা ত' দূরের কথা, নিজেরই কোন পরিচয় জানিতে পারিব না; 'কে আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়।' এই প্রশ্নের কোন মীমাংসাই বুঝিতে পারিব না। সেই নিকৃষ্ট অহংমম-বুদ্ধির উচ্ছ্বাসময়ী 'আমার সোণার ভারতের এই দুরবস্থা।' এই উক্তি অজ্ঞ সমাজে উচ্চাসন লাভ করিলেও বিদ্বান্ ব্যাসের অনুগত সুধীমণ্ডলীর নিকট উহার কোন স্থানই নাই।

এ জগতের বিভিন্ন প্রকার বাঁশীর তান, সুরের লহর, প্রমদার কমনীয় কণ্ঠের সুললিত তানের মোহিনী মায়ায় আকৃষ্ট হইয়া স্বেন্দ্রিয়তর্পণপর ভোগিকুল পুনঃ পুনঃ তিক্ত অভিজ্ঞতায় জর্জ্জরিত হইয়া জন্ম-জন্মান্তর বড়িশাবদ্ধ লোভী মৎস্যকুলের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও প্রতারিত হওয়ায় ঐ ভোগের উপকরণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণেতর বাঁশীর স্বর এবং অপ্রাকৃত ব্রজবধূর অপ্রাকৃত প্রেমের তরঙ্গে ঐ একই জাতীয় মনে করিয়া ত্যাগের পথে ছুটিতেছেন। তাহারা শুষ্ক ত্যাগের মহিমা ঢক্কা-নিনাদে কীর্ত্তন করিয়া দামামানির্ঘোষ, রুদ্রতাল, প্রলয়নাচন এই সমস্ত উচ্ছ্বাসময় শব্দাড়ম্বরের আহ্বান-পূর্ব্বক মনে করিতেছেন, ভোগের পথে যখন সুবিধা হইল না তখন এই পথেই বুঝি যত সুবিধা বর্ত্তমান, তদ্বিপরীত সমস্তই বুঝি ভ্রান্ত পন্থা। তাঁহারা যদি শ্রীরূপ গোস্বামীর আনুগত্যে সাত্বত-শাস্ত্রোদ্দিষ্ট যুক্তবৈরাগ্যের কথাগুলি একটু আলোচনা করিয়া দেখেন তাহা হইলেই বুঝিবার সুবিধা হয় যে, অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের মধুর মুরলী-ধ্বনি ও প্রেমতান মহাবরেণ্য উমানাথ, সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর ও শ্যামা-মার নিত্য অন্বেষণীয় বস্তু।

জগতের বঞ্চকগণের শরজাল কোমলশ্রদ্ধ লোককে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে পারে বটে, কিন্তু কৃষ্ণভক্তগণ সর্ব্বদাই তাহাদিগকে ঐ সমস্ত শরজাল হইতে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টিত থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র তাঁহার একান্ত শরণাগত ভক্তদের নিকট প্রকাশিত। কিন্তু আমরা যদি আমাদের চঞ্চল মনের ব্যভিচারী ক্ষুধার রসদ যোগানের অভিপ্রায়ে যখন যে-ভাবে খুসী সেই ভাবেই তাঁহাকে অবতীর্ণ দেখিতে চাই, তাহা হইলে আমরা বঞ্চিতই হইব; হঠাৎ কৃষ্ণসেবা না চাহিয়া বিশ্বপ্রদর্শনীর অন্যতম মায়িকবস্তু বিশেষকেই চাহিয়া বসিব। যেখানে ভোগের তাণ্ডব্য সেখানে কৃষ্ণের নাম-গন্ধও নাই। কৃষ্ণ আছেন তাঁহার নিজ জনের কাছে—মহতের কাছে—বৈষ্ণবের কাছে। নয়ন-জলে তাঁহাদের চরণ ধৌত করাই যদি আমার অবলম্বন হয় তবেই সেই নিষ্কিঞ্চনের ধন মহামূল্য মাণিক পাইতে পারি। অন্যথায় কৃষ্ণ ত' দূরের কথা, সংসার-বন্ধন থেকেও মুক্তি নাই। শাস্ত্র বলেন,—

"মহৎ-কৃপা বিনা কোন কার্য্যে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥"

"রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্ বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নি-সূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্।"

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি'
ধাই তব পাছে পাছে॥

আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ-পথের বিঘ্ন, খেয়াল-পথের কণ্টক দূর করিয়া আমার স্বেচ্ছাচারকে অপ্রতিহত প্রভাবে চালাইবার সুযোগ দিতে ভগবান্ আমার ভোগের ইন্ধন-সরবরাহকারকরূপে ইচ্ছামাত্র 'আজ্ঞে হুজুর' বলিয়া হাজির হইবেন না। তিনি নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময় স্বেচ্ছাচারী, স্বরাট্। তিনি স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তপরতন্ত্র। তিনি আমার কাঠগড়ার আসামী নহেন। ভক্তের কাছে তিনি চিরদিনই প্রেমময়, সুবলসখা, যশোদাদুলাল, শ্রীরাধিকার প্রাণনাথরূপে আবির্ভূত। অভক্তের নিকট তিনি শ্রীনৃসিংহদেব, কংস-

নিসূদন। এ সমস্ত বিষয় সময়ান্তরে আমরা আরও আলোচনা করিব; মোটের উপর কথা—শরণাগত হওয়া ভিন্ন তাঁহাকে পাইবার আর অন্য পথ নাই। তাঁকে পাওয়া ত' দূরের কথা, ত্রিগুণময়ী মায়ার হস্ত হইতেও নিস্তার নাই।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" (গীতা)

অতএব আরোহবাদের সমস্ত অসৎ চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমরা অবরোহবাদের সরল সহজ নিষ্কণ্টক পথে যদি অগ্রসর হইতে পারি তাহা হইলেই সমস্ত চেষ্টা সফল হইবে; নতুবা অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীমহাপুরুষ দাসাধিকারী

নিয়ম-সেবার স্বরূপ

কার্ত্তিক মাসের অপর নাম দামোদর মাস। এই মাসে উর্জ্জব্রত-পালনের বিধি আছে। দ্বাদশ মাসের মধ্যে দামোদর মাসই শ্রেষ্ঠ। এই মাসে নিয়ম মত চলিলে হরি প্রসন্ন হন, এইজন্য এই মাসের ব্রতের অপর নাম নিয়ম-সেবা। যিনি নিয়ম না মানেন, তিনি হয় পতিত, না হয় মহা-ভাগবত। মহাভাগবত যদি নিয়ম না মানেন এবং তাঁহার সেই বিচারটী না বুঝিয়া বদ্ধজীব যদি অনুকরণ করে, তাহা হইলে গুর্ব্ববজ্ঞা-অপরাধ ও বৈষ্ণব-অপরাধে নাশ হইবে—তাহাকে অচিরেই নরকে যাইতে হইবেই। এইজন্য এইমাসে খুব সতর্কতার সহিত হরি-গুরু-বৈষ্ণবের আদেশানুযায়ী চলিতে হয়।

সাধুসঙ্গ, ভাগবত-শ্রবণ, নাম-সঙ্কীর্ত্তন, মথুরাবাস ও শ্রদ্ধায় শ্রীবিগ্রহ-অর্চ্চন—এই পাঁচের অল্পসঙ্গেই মঙ্গল হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম-কৃপায় আমাদের হৃদয়ে কৃষ্ণাবির্ভাব হয়। গুরুসেবা করিলে—তাঁহার দেওয়া মন্ত্রের যথাযথ সেবা করিলে অর্চ্চন সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এই সমস্তই ভূত-শুদ্ধির উপর নির্ভর করে। ভূতশুদ্ধি গুর্ব্বানুগত্য ব্যতীত কিছুতেই হইবে না। মধ্যম অধিকারীর পক্ষে শ্রীবিগ্রহসেবা অপেক্ষা বৈষ্ণবসেবাই প্রশস্ত। কুলীন-গ্রামবাসী সত্যরাজ খানের প্রতি মহাপ্রভু ইহাই উপদেশ করিয়াছিলেন।

গৃহস্থ-ভক্তগণের কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবার নিত্য প্রয়োজনীয়তা আছে। বৈষ্ণব সেবা করিতে গেলে বৈষ্ণব চিনারও প্রয়োজন আছে। যাঁহার সত্ত্ব শুদ্ধ হইয়াছে, যিনি একবার মাত্র কৃষ্ণনাম করেন, তিনি কনিষ্ঠ অধিকারী। যতদিন জীবের অস্মিতা চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে আটক থাকে ততদিন মিশ্রসত্ত্বে অবস্থানহেতু তাঁহার কখন নামাপরাধ বা কখন নামাভাস হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে, তাহা কি-প্রকারে শুদ্ধসত্ত্ব হইবে? উহার উত্তর এই যে, শিষ্য যখন শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিবেন—গুরুপাদপদ্মে আপনাকে পূর্ণাহুতি দিবেন, তখনই সম্ভব হইবে। এইরূপ প্রদত্তাহুতি আত্মাকে শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পণ করেন। কৃষ্ণ তখন শব্দ-ব্রহ্ম- (শ্রীনামকীর্ত্তন) রূপে কর্ণরন্ধ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া হৃদয়-মধ্যে চৈত্ত্যগুরুরূপে হৃদ্দৌর্ব্বল্য, অসত্তৃষ্ণা অপরাধ, তত্ত্ববিভ্রম প্রভৃতি হইতে নিস্তার পাইবার জন্য বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। তৎপ্রভাবে তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া গোলোক-বৃন্দাবন-ভূমিকায় কৃষ্ণচরণপদ্মে আশ্রয় লইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত মঠে থাকিয়াও অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা। বৈষ্ণবের আনুগত্য না করিলে, মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে তাঁহাদের অবজ্ঞার ফলে অধোগতি হইবে। এই ব্রহ্মাণ্ড মলমূত্রাগার। এখানে কি এই তুচ্ছ বস্তুর মোহে ইহা লইতে ফিরিয়া বেড়াইব? এইজন্য সর্ব্বদা আর্ত্তি করিয়া, প্রতিদিন আপন মনে আপন মস্তকে ৫০ বার সম্মার্জ্জনীর আঘাত করা উচিত। "তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ। ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥" হায়, হায়, আমার অশ্মসার-হৃদয়ে একটুকুও কৃষ্ণভক্তি হইল না! যে হরিনাম কীর্ত্তন করিলে পাষাণও বিগলিত হয়, সেই হরিনামে (?) আমার চিত্তের একটুকুও পরিবর্ত্তন হইল না! শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৌরাঙ্গ দিতে, কৃষ্ণ দিতে আসিলেন, কিন্তু তাহাতে আমার কিছুমাত্র রুচি নাই। জগৎকে বহুমানন করায় এরূপ হইয়াছে। ইহার মূলে আমার ভোগাসক্তি বর্ত্তমান, আর সেই আসক্তির কারণ হরিকথা শ্রবণ না করা। কিন্তু হরিকথা শ্রবণ করিতে গেলে সেবোন্মুখ হওয়া প্রয়োজন। সেবার পরিবর্ত্তে কেবলই ত' কর্ম্ম হইতেছে, "কর্ম্মণাম্ পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চাদমঙ্গলম্ বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥" গুরু-সেবা করিতে মঠে বা শ্রীগুরুপাদপদ্মে আসিয়া যদি বিধিমার্গ লঙ্ঘন করতঃ রাগমার্গে (?) অনধিকার প্রবেশ করিতে উদ্ধত হইলাম—উর্জ্জব্রত

যদি পালন না করিলাম, তবে কি করিয়া আমার মঙ্গল হইবে? আমার অধৈর্য্যই এই সর্ব্বনাশ করিতেছে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম—"বিধিমার্গরত জনে, স্বাধীনতা রত্নদানে, রাগমার্গে করান প্রবেশ।" তিনি আমার মঙ্গলের জন্য বৈষ্ণবের আনুগত্যে বিধিমার্গে যে ব্রত-পালনের ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে আমার রুচি এইরূপ !!

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষবাদ অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত ভূমিকায় অধোক্ষজের কথা শ্রবণ না হইলে কাহারাও নিস্তার নাই। "স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ", "অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণ-পদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি। সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্", প্রভৃতি শ্লোক নিরন্তর স্মরণে থাকিলে সৎসঙ্গ হয় এবং তখন সমস্ত অনর্থ, অমঙ্গল দূর হইয়া যায়। তাহা না হইলে চিত্ত তখনও কনকে পড়িয়া থাকে, তখন শ্রীগুরুদেব চিত্তে আসিয়া বলেন—"তোমার কনক ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব"। আবার পরক্ষণেই কামিনীর দিকে প্রধাবিত হয়, তখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম হুঙ্কার দিয়া বলেন—"কামিনীর কাম নহে তব ধাম, তাহার মালিক কেবল যাদব।" ভক্ত সর্ব্বদা চৈত্ত্য-গুরুর এই কৃপা অনুভব করিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন; আর প্রেমগদ্গদচিত্তে কীর্ত্তন করেন—

শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দ মুই সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এভব তরিয়া যাই
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হৈতে ॥
চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যাবিনাশ যা'তে
বেদে গায় যাঁহার চরিত ॥

বস্তুতঃই সমগ্র বেদ (যাঁহারা সেই বেদবেদ্য পুরুষের সন্ধান রত) শ্রীগুরু-পাদপদ্মের মহিমাই কীর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু তাহা শুনিবে কে, বুঝিবেই বা কে? "যস্য দেবে পরা ভক্তি যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥" মর্কটশিশুর ন্যায় জাগতিক সম্বন্ধ আকড়াইয়া না থাকিয়া সেবোন্মুখচিত্তে শরণাপন্ন হইলে—"ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।"

মহাজনগণ বলেন—"তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্। ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি॥" শ্রীগুরু-প্রসঙ্গ শ্রবণ না হইলে আমাদের "ইহ সংসরন্তি" গতি হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধের ৯ম অধ্যায়ের ১০ শ্লোক—"অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ। দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি॥" যাহারা সত্য সত্যই ভক্তিদেবীর উপাসক, তাঁহারা কিন্তু জগৎকে নশ্বর দেখেন। "বিপশ্চিৎ নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।" বিপশ্চিৎ অর্থাৎ পণ্ডিত ব্যাক্তির নিকট অদৃষ্টবস্তু দৃষ্ট হন এবং গুরুকৃপাবলে তিনি জগতের সমস্ত নশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা গুরুকৃপা পান নাই, তাঁহাদের জড়ীয় জ্ঞান প্রবল থাকার জন্য ভগবৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য মায়াকবলিত হইয়া অশেষ লাঞ্ছনা ও দুঃখ পাইয়া থাকেন। জগৎ নশ্বর হইলেও উহা "ঈশাবাস্যং জগৎ সর্ব্বং" বিচারে দর্শন করিতে হইবে। আসক্তির বস্তু জড় হইলে অমঙ্গল ঘটিবে। খাইতে বসিলে যেমন তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, তেমনই গুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মের বৈরাগ্যযুক্ত রসপানে ভক্তি, সাধ্য-সাধন-তত্ত্বজ্ঞান বা পরেশানুভূতি এবং যেখানে কৃষ্ণ-কাষ্ণ-সম্বন্ধ নাই সেখানে বিরক্তি উপস্থিত হয়। এই প্রকার সম্বন্ধ শরণাগতি হইলে সমস্ত মঠবাসী, দাসাধিকারী প্রভৃতি সকলেই স্বীয় স্বরূপ দেখিতে পাইবেন। বিরজায় স্নান করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত হইলে বসুদেব বা বিশুদ্ধ-সত্ত্বাবস্থা, তখন লক্ষ্মীপতির আরাধনাও অতিক্রম করিয়া শ্রীরূপভিন্ন শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণভজন। এই ভাবেই দৈব বর্ণাশ্রমের সার্থকতা। শ্রীল প্রভুপাদ তাই বলিয়াছেন,—"যে ভাবেই থাক, তুমি নিজের স্বরূপ উপলব্ধি কর; ভুক্তি-মুক্তি বাসনা ছাড়।" "মুক্তির্হিত্বা অন্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" স্বরূপের ধর্ম্ম গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য। উহা নিত্য এবং সমগ্র জীবের বাস্তব স্থিতিস্থান। গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যই বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, গোলোকধাম ও কৃষ্ণসেবার ভূমিকা। কৃষ্ণভক্তি লাভ হইলেও সাধু গুরু-বৈষ্ণব-সেবা ছাড়িতে হইবে না। কারণ কৃষ্ণপারিষদ গুরু-বৈষ্ণব ছাড়িয়া কৃষ্ণসেবা হয় না। এজন্য শাস্ত্র বলেন—

> নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
> স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
> মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
> নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ৭।৫।৩২)

অর্থাৎ, যাবৎ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের পদধূলিদ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ গৃহব্রতগণের মতি অনর্থ নাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।

আবার গৃহত্যাগী বা মঠবাসী হইলেই যে পরমহংস হইয়া যাইবেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতের শিক্ষার উদ্দেশ্যে সনাতন গোস্বামিপাদকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত—হীন-ছার।" তাই যাঁহারা শুধু প্রসাদসেবার সময় উপস্থিত কিন্তু শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী শ্রবণে উদাসীন ও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় বিমুখ তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের কৃপালাভে বঞ্চিত। যিনি ঠিক করিয়াছেন, অপরাধ হয় হউক, শত শত লাঞ্ছনা আসে আসুক, তবুও গুরু-বৈষ্ণবসেবা ছাড়িব না, কি করিয়া সেবা হয় তাহা আমাকে বুঝিতেই হইবে; তাঁহারাই প্রকৃত মঠবাসী। তাঁহাদের সেবা প্রবৃত্তিয়ই ত্যাগময় জীবনের স্বার্থকতা এনে দেয়। তাঁহারা ক্রন্দন করিতে করিতে নিবেদন করেন—"ভূমৌ স্খলিতপানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্। ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো॥" তখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টিতে চাহিয়া বলেন—"তুমি উঠ, বুঝ, সেবায় প্রতিষ্ঠিত হও। আমার নির্দ্দেশানুসারে নামাশ্রয়ে বৈষ্ণবের আনুগত্যে সেবা করিতে করিতে তোমার নামাপরাধ, নামাভাস ছুটিয়া যাইবে। তুমি শুদ্ধনামের কৃপা পাইবে।"

বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত বাসুদেবের ভজন না হইলে সংসারদশা হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ নাই—এই বিচার যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারা বৈষ্ণব। তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি, তিনি অমল পরমহংস। শুধু কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয়বেগ দমন করিতে ভান করিলে বিশ্বামিত্রের চেষ্টার ন্যায় তাহা নিরর্থক হয়। ঠাকুর হরিদাস বেশ্যাবেশধারিণী মায়াদেবীকে দেখিয়া কৃষ্ণদাসী বলিয়া বুঝিলেন এবং তিনি যে বিরূপের অভিনয়ে প্রমত্ত, তাহাও ধারণা করিলেন। শ্রীগৌর-করুণা-শক্তি-বিগ্রহ শ্রীগুরুকৃপায় এইরূপ বাস্তব ও যথাযথ দর্শন সম্ভবপর হয়।

"কলিযুগে যুগধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন ॥
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন ॥"

সেই কৃষ্ণশক্তি যে শ্রীগুরুদেব, ইহা না বুঝিলে নামপ্রেমের আচার-প্রচার কিরূপে হয়? শ্রীগৌরসুন্দরের যে আদেশ—"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা, তার এই দেশ॥" তাহাই বা কি করিয়া হইবে? কেবল কর্ম্মী, জ্ঞানী হইয়া অতি তুচ্ছ ভোগাশায় দুর্ভাগ্যবশে নানা যোনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু কৃষ্ণসম্বন্ধে সবাইয়েতো' আত্মীয়। আত্মীয়ের দুর্গতি দেখিয়া কেহ কি স্থির থাকিতে পারে? এইজন্য চিত্ত স্থির করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাশীষ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক দ্বারে দ্বারে হরিকথা আচার-প্রচার করিলে ঊর্জ্জব্রত বা কার্ত্তিকব্রতের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে।

—শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী

নিরুত্তর

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ৩৩৬ পৃষ্ঠার পর)

৩য় পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গ্রাম—কুশলপুর,
পোঃ আটাত্তর (মেদিনিপুর)
তাং ১০।৯।৭০

সবিনয় নিবেদন—

মাননীয় শৈলেন বাবু! পত্রে আমার নমস্কার গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবেন।

আপনার ১৩।১২।৬৩ তারিখের পত্রখানি ২১।১২।৬৩ তারিখে প্রাপ্ত হইয়া যথা সময়ে উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াও একটু বিলম্ব হইল, তার জন্য ক্ষমা করিবেন। পত্রের বিষয়বস্তু যাহাই থাক্ না কেন আপনি যথা সময়ে পর পত্রের উত্তর দিয়াছেন যাহার জন্য আনন্দিত হইলাম।

আপনার পত্রের বিবৃতি ও তারিখ অনুযায়ী আমার ২২।৭।৭০ এবং ২২।৮।৭০ এই উভয় তারিখের দুইখানি পত্র পাইয়াছেন জানিলাম। আমার প্রথম পত্রের ধারায় আপনি বলেছেন বাহিরে ছিলাম তাই উত্তর দিতে দেরী হইয়াছে। আবার বলেছেন বাহিরে না থাকলেও পত্রের পাঠোদ্ধারের জন্য ম্যাগনিফাইং গ্লাসের দরকার হইয়াছে। আমার ঐ পত্রকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস এই প্রাকৃত বস্তুর ধারায় ফেলে অপ্রাকৃত-পত্র এই আখ্যা দিয়া সরলতার বিপরীত যাহা থাকে তাহার ঢেউ প্রকাশ করিয়াছেন। তবে একথা আপনি বলিতে পারেন যে, আমার পত্রের লেখাগুলি অত্যন্ত ছোট; একটু বড় ও বিস্তারিত পত্রে লিখিলে ভাল হইত। তাহাদ্বারা আপনার সরলতা, উদারতা ইত্যাদির প্রকাশ পাইত। আমার পত্রের অক্ষরগুলি অত্যন্ত ছোট হইলেও স্পষ্ট আছে, তাহা খালি চোখে অর্থাৎ অপ্রাকৃত স্বাভাবিক বৃত্তিতে প্রাকৃত সত্ত্বায় যে চক্ষুর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার দ্বারাই মদীয় পত্রখানি পাঠ করা যেতে পারে, তাহাতে জড়বৈজ্ঞানিকের সৃষ্ট যে কোন বস্তুর প্রয়োজন হয় না (চেতনের বিচারে জড়টা অজ্ঞান, জড়-জ্ঞান তাহারাই অন্তর্গত)। আমি পত্রখানি লিখিয়া কয়েকবার পাঠ করিয়াছি (অবশ্যে নিজের লেখা নিজে পাঠ করিব তাহাতে বাহাদুরীর কিছুই নাই) এবং কয়েক জন

লোককে পাঠ করাইয়াছি তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত চক্ষুর দ্বারা পাঠ করিয়াছেন। তবে আপনার বিচারে আমার অপ্রাকৃত-পত্রকে পাঠ করিবার জন্য শৈলেন বাবুর ন্যায় প্রাকৃত বস্তুর অর্থাৎ ম্যাগনিফাইং গ্লাসের দরকার হয় নাই। অবশ্যে শৈলেন বাবুর চোক্ষের দোষ বা বয়বৃদ্ধ অবস্থা হইলে সে সম্বন্ধে আলাদা কথা। শৈলেন বাবু প্রাকৃতের দ্বারা অপ্রাকৃতকে দেখতে পান তাহা জন্মান্ধের বা সত্ত্বান্ধের বিবস্বান বা সর্ব্বরী দর্শনের ন্যায়। এ বিষয়ে এখন আর অধিক বলিতে চাইনা, দরকার হয় এই পত্রের সূত্রধরে পরের দিকে বলা যেতে পারে; উক্ত পত্রের অন্যান্য কথার সম্বন্ধেও।

তারপর আপনি বলেছেন কোন্ 'প্রভুপাদ', কোন্ গৌড়ীয়-পত্রিকায় আলোক-তীর্থের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের ব্রত লইয়া অপ্রাকৃত ভজন-রস আস্বাদন করিতেছেন, তাহার নাম, ঠিকানা ও পত্রিকাগুলির প্রকাশের সময়াদি স্পষ্ট বরে জানতে চেয়েছেন; আপনার কথানুযায়ী আমি তাহা নিম্নে স্পষ্ট করিয়া লিখিতেছি। যথা :—

পত্রিকার নাম— **শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা,** (Regd.No. C.3205)

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামকের নাম—

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুপাদ।

আলোক-তীর্থের প্রতিবাদ কোন্ কোন্ গৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রকাশ হইয়াছে তাহার নাম, ঠিকানা, সময়, সংখ্যা, বর্ষ ইত্যাদির তালিকা :—

১। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, একাদশ (১১শ বর্ষ), ফাল্গুন মাস, ১৩৬৫ সাল, ১ম সংখ্যা ৩৭ পৃষ্ঠায় 'গৌড়ীয়ের রুদ্র-বর্ষ', "কাজীর কাছে হিন্দুর পরব" এই শীর্ষক প্রবন্ধে।

২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, একাদশ বর্ষ (১১শ বর্ষ), ভাদ্র মাস, ১৩৬৬ সাল, শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের বক্তৃতা।

৩। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ত্রয়োদশ বর্ষ (১৩শ বর্ষ), আশ্বিন মাস, ১৩৬৮ সাল, ৮ম সংখ্যায় "তীর্থী কুর্ব্বন্তী তীর্থানি" এই শীর্ষক প্রবন্ধে।

উক্ত পত্রিকাগুলি পাইবার ঠিকানা :—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, উক্ত পত্রিকাগুলির আচার,

বিচার, নিয়ম, আকার ইত্যাদির বিশেষ অবগত হইবার জন্য চতুর্দ্দশ বর্ষের শ্রাবণ মাসের একখানি পত্রিকা আমার নিকট হইতে ডাক মারফৎ আপনার নিকট পাঠাইতেছি তাহা পাইলেন কিনা পত্রের দ্বারা জানাইতে চেষ্টা করিবেন।

তারপর আপনি বলেছেন, যাহার বিরুদ্ধে লেখা তাহাকে এক কপি করিয়া প্রেরণ করা শিষ্টাচার সঙ্গত, সজ্জন অনুমোদিত রীতি।

শৈলেন বাবুর এই কথানুসারে আমি বলিতে চাই, আপনি আপনার আলোক-তীর্থ গ্রন্থে যাহাদের বিরুদ্ধে ও যে চিন্তাধারার বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন, তাহাদিগের প্রচারকেন্দ্রে আপাততঃ একখানি করিয়া গ্রন্থ প্রেরণ করা আপনার কথানুযায়ী সজ্জন সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত মনে করি। আর আলোক-তীর্থ গ্রন্থে ঐ ধরণের কথা ছাপান দরকার ছিল। তাহা এই যে—'এই আলোক-তীর্থ গ্রন্থ পাঠ করিয়া যাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে কোন পত্রিকায় বা গ্রন্থে প্রতিবাদ করিবেন তাঁহারা আমাকে (অর্থাৎ শৈলেন বাবুকে) এক কপি করিয়া দিয়া থাকিবেন'। কিন্তু ঐ রকম কথার নাম-গন্ধ আলোক-তীর্থ গ্রন্থে আদৌ নাই। আলোক-তীর্থের যাঁরা প্রতিবাদ করিয়াছেন তাঁহারা শৈলেন বাবুকে যাঁচাই করিয়া দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না। আপনি যেমন প্রকাশ্যে জন-সমাজে তাঁহাদের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে গ্রন্থের দ্বারা যেভাবে প্রচার করিতেছেন তাঁহারাও আপনার গ্রন্থের ও চিন্তাধারর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে জন-সমাজে পত্রিকা ও সাক্ষাৎ ভাবে প্রচার করিতেছেন। এখানে তত্ত্ব বস্তুর অনুভূতি অনুযায়ী যুক্তি-বিচার-দর্শনে যিনি যাহা অপেক্ষা বলবান্ হইবেন তাঁহারটাই গ্রহণীয় হইবে।

তারপর আপনি বলিয়াছেন 'কাপুরুষের মত পেছন হইতে হীনভাবে আক্রমণ করা প্রভুপাদের স্বভাবের অনুরূপ'।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পারমার্থিক মাসিক পত্রিকায় আলোক-তীর্থ গ্রন্থের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে। তাহা মদীয় প্রথম পত্র পাওয়ার পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শৈলেন বাবুর অস্মিতার মধ্যে অপ্রকাশ্রিত ছিল; তাহা আপনার পত্রে অর্থাৎ মদীয় প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের আংশিক উত্তর আশায় অবগত হওয়া গিয়াছে। (আলোক-বন্দনার ২য় পৃষ্ঠায় ৭ম লাইনে আপনি বলেছেন, আলোক-তীর্থ মারফৎ মৃত্যুবাণ ছেড়েছেন,

তদ্রূপ বেদান্ত সমিতির গৌড়ীয়-পত্রিকা মারফৎ কুৎসা আলোক-তীর্থ দমনের জন্ম মহামৃত্যুবাণ বা সুদর্শন অস্ত্র ছেড়েছেন)। আলোক-তীর্থ গ্রন্থের কড়াকড়ি প্রতিবাদ দেখিয়া শৈলেন বাবু ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেছেন, তাহা যেন মেসিন্‌গানের আঘাতের ন্যায় শৈলেন বাবুর মাথায় 'দয়াল দেশে' আঘাত করিয়াছে। তাহাতে তিনি বলেছেন কাপুরুষের ন্যায় পেছন দিক হইতে আক্রমণ করা হয়েছে। উক্ত আঘাত সাম্‌নের দিকে আসিলে তিনি বোধ হয় নিরাকার অস্ত্রের দ্বারা দমন করিতেন? (কারণ শৈলেন বাবুর অস্মিতার পরব্রহ্মের উপরন্তু ভগবৎ তত্ত্বে ভেদ থাকতে পারে না। যাহা এক বিচারে অস্তি তাহা অন্য বিচারে নাস্তি, যাহার সত্ত্বাই নাস্তি তাহাকে অস্তি এবং নাস্তি কিছুই বলা যায় না) এখানে আমি বলিতে চাই যে, উক্ত সাকার আঘাত সম্মুখ থেকেই করেছেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা পশ্চাৎ থেকে আদৌ করা হয় নাই। পেছন দিক হইতে আক্রমণ বলিলে যেন শৈলেন বাবু কোন পয়েণ্টে দাঁড়িয়ে বা বসে ছিলেন, তাঁহার শরীরের সীমা হইতে পেছন দিক অর্থাৎ ১।১০।১০০ হাত বা গজ দূর হইতে স্থূলভাবে আক্রমণ বুঝায়। কিন্তু ঐ আক্রমণ কাপুরুষোচিত আক্রমণ বলা যেতে পারে। আর কাগজ-পত্রের আক্রমণ সাম্‌নের দিকের আক্রমণ—সুপুরুষোচিত আক্রমণ। তাহা কোন দিন পেছন দিক হইতে আক্রমণ হয় না। কারণ কাগজ-পত্রের আক্রমণ যেখান থেকে হোক না কেন তাহা চোখের সাম্‌নে আসিবেই। চোখের দিক হচ্ছে সাম্‌নের দিক অতএব উক্ত আক্রমণ সাম্‌নের দিক হইতে করা হইয়াছে। যদি উক্ত পত্রিকার নাম, ঠিকানা, আচার, প্রচার, সময় ইত্যাদি না থাকিত, বিশেষতঃ জন-সমাজে প্রচারিত না থাকিত তাহা হইলে পেছন দিক হইতে আক্রমণ বলা যাইত। প্রকৃত পক্ষে তাহা বীরের মত সাম্‌নের দিক হইতে আক্রমণ হইয়াছে। উক্ত পত্রিকা ১৫ বৎসর ধরে প্রকাশিত হইতেছেন। আলোক-তীর্থের বয়স অপেক্ষা পত্রিকার বয়স গরিষ্ঠ। অভেদদর্শী বা একদিক্‌দর্শী বিপশ্চিৎ শৈলেন বাবুর অগ্র পশ্চাৎ বা যুগপৎ দর্শন একেবারে হইলে আর কোন আক্রমণ হইত না। যদি হইত তাহা দমন হইত। উহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব-দর্শনের সিদ্ধান্ত। এ সম্বন্ধে এখানে আর অধিক বলিতে চাহিনা।

আলোক-তীর্থের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-পত্রস্বরূপ বর্ত্তমান পত্রে যে নাম ঠিকানা উল্লেখ করিয়াছি, আপনি ঐ-গুলির সম্বন্ধে তাঁহার প্রচার কেন্দ্রে খোঁজ নিবেন কিনা পত্র মারফৎ জানাইতে চেষ্টা করিবেন। আপনার প্রতি আমার অনুরোধ খোঁজ নেওয়ার জন্য।

আপনার গ্রন্থের প্রতিবাদের কথাগুলি যেমন পত্রিকায় আছে তাহার সব কথাই আপনাকে জানাইতে পারিতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমি বড়ই দরিদ্র, পয়সা কড়ির অভাব। আমার পূর্ব্বপত্রের আরও কিছু উত্তর পাইবার ইচ্ছা ছিল তাহা আপনি দেন নাই। আশাকরি এই পত্রের উত্তরের সঙ্গে দিতে চেষ্টা করিবেন। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ-ভাবে আলোচনার আশারাখি। আর অধিক কি? আপনার একখানা আলোক-তীর্থ গ্রন্থ ভিক্ষা স্বরূপ আমাকে দিবেন কি?

বিশেষ কথা এই যে, ভারতীয় বিশেষজ্ঞ সজ্জন পণ্ডিত মণ্ডলী লইয়া জেনারেল মিটিং এ উভয় পক্ষ হইতে Judge রেখে ধর্ম্ম-আলোচনায় আপনি রাজী আছেন কি? যদি রাজী হন তবে বেদান্ত সমিতির আচার্য্য-দেবের সঙ্গে পত্রের দ্বারা বা সাক্ষাৎ ভাবে যোগাযোগ করুন। তিনি উক্ত আলোচনাহ্বান সানন্দে গ্রহণ করিবেন। এখানে যুক্তি, বিচার দর্শনে যিনি যাহা অপেক্ষা বলবান হইবেন তাঁহার পথই গ্রহণীয় হইবে।

আর একটি কথা এই যে, আমার পর পর দুইখানি পত্রে মদীয় নাম ধীরকৃষ্ণ সেবাসুহৃদ লেখা হইয়াছে। তাহা আপনার ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মধ্যে ধরাপড়ে নাই। বোধ হয় ম্যাগনিফাইং গ্লাসের পাওয়ার কম ছিল। কারণ 'ধীরকৃষ্ণ সেবাসুহৃদে'র ক্ষেত্রে 'বীরকৃষ্ণ সেবাসুহৃদ' হইয়াছে। তাহাতে প্রতিবাদের কিছুই নাই। পুণরায় ইচ্ছা করিলে 'বীরকৃষ্ণ' নামে পত্র লিখিতে পারেন। বরং ভগবৎ ইচ্ছায় আপনার উক্ত কথা আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। যেহেতু আপনি আমাপেক্ষা বয়প্রাচীন ও বিদ্বান্। নিরপেক্ষ ও নিছক সত্য কথা বলিতে আপনার দয়া প্রার্থনা করি। আর অধিক কি? ত্রুটি মার্জ্জনীয়।

ইতি—

—শ্রীধীরকৃষ্ণ সেবাসুহৃদ

(ক্রমশঃ)

"গতাগতি"

প্রতিদিন আমাদের চক্ষুর গোচরে এবং অগোচরে অসংখ্য জীবনিচয় তাহাদের স্ব-স্ব পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিবর্ত্তন ও গ্রহণ করিতেছে, এখানে আমাদের মনের সংশয় উপস্থিত হইতেছে যে, এখান হইতে পরলোকে গমন করিতেছে এবং পরলোক হইতে ইহ জগতে আগমন করিতেছে; অতএব পরলোক গমনকালে জীবসমূহ কি সূক্ষ্ম ভূতাদিকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করে অথবা সূক্ষ্ম ভূতাদির সহিত গমন করে। কিন্তু আমরা ইহা জানিতে পারি যে যখন জীবাদি দেহলাভ করে তখনই তাহাদের সঙ্গে স্থূল ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদির পরামর্শ লাভ হয়। কারণ ঘট রহিয়াছে বলিলেই ইহা প্রমাণিত হইবে যে তৎসহ মৃত্তিকা ও সৈকতাদি অবশ্যই সংযুক্ত রহিয়াছে নতুবা তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে না। তজ্জন্য জীবাত্মা যখন একদেহ হইতে অপরদেহে সংযোজিত হয় তখনই অর্থাৎ গমন সময়ে সাথে সাথেই সূক্ষ্ম ভূতসমূহ তদ্দেহে সংযুক্ত হয়। কারণ প্রবহণ নামক পাঞ্চলাধিপতি শ্বেতকেতু বিপ্রকুমারকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহা হইতেই জানা যায়, যথা—"রেথ পঞ্চম্যাহুতা বাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি ইতি চ"। সেই প্রশ্নের সংখ্যা ছিল পাঁচটি। কর্ম্মিগণের গন্তব্যস্থান কোথায়? পুনরাবৃত্তি কি প্রকার? ইহলোক যাহারা প্রাপ্ত হয় না? দেবযান এবং পিতৃযানের কি প্রভেদ? পঞ্চাগ্নি হইতে আহুত জলের পুরুষদেহ-প্রাপ্তি কি প্রকার? শ্বেতকেতু এই পাঁচটি প্রশ্নের বিষয় অবগত না হওয়ায় ঋষি গৌতমের নিকট যাইয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গৌতমও এই প্রশ্নসমূহের বিষয়বস্তু বুঝিতে নাপারিয়া মহারাজ প্রবহণের নিকট গমন করিলেন। মহারাজ ঋষিবরকে যথাবিহিতোপচারে সৎকারপূর্ব্বক প্রচুর অর্থাদি দান করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু ঋষি গৌতম আর অন্য কিছুর অভিলাষী না হইয়া সেই পাঁচ প্রশ্নের উত্তর ভিক্ষা চাহিলেন। তখন মহারাজ প্রবহন বলিলেন,—এই সংসারে স্বর্গ, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ আর স্ত্রী এই পাঁচটি অগ্নি বর্ত্তমান। শ্রদ্ধা, সোম, বৃষ্টি, অন্ন আর বীর্য্য এই পাঁচটি পদার্থ ঐ পঞ্চাগ্নির আহুতিস্বরূপ এবং দেবগণ হোতা। এই জগতের নশ্বরদেহপ্রাপ্ত পরিমুক্ত জীবসমূহের স্বর্গলোক প্রাপ্তির জন্য দেবতাবর্গই মূল কারণ। মৃতজীবের ইন্দ্রিয়বর্গই দেবতা। ইহারা স্বর্গ-

লোকাগ্নিতে শ্রদ্ধাকে হোম প্রদান করেন, এই শ্রদ্ধাই স্বর্গভোগযোগ্য সোম-রাজ নামক দিব্যদেহরূপে পরিণত হয়। আবার যখনই স্বর্গভোগকাল সমাপ্ত হয় তখনই পর্জ্জন্য নামক অগ্নিতে স্বয়ং আহুতি হইয়া বর্ষারূপেতে পরিণত হয়, ঐ বর্ষা পুনঃরায় পৃথিবীরূপ অগ্নিতে হুত হইয়া অন্নরূপেতে পরিণত হয়। ঐ অন্ন পুনঃরায় পুরুষরূপ অগ্নিতে হুত হইয়া রেতস্বরূপ প্রাপ্ত হয়। ঐ রেত পুনঃরায় যোষিৎরূপ অগ্নিতে হুত হইয়া গর্ভমধ্যে ভ্রূণরূপে পারণত হয়। কর্ম্মিগণ এইভাবে ভগবদ্ভক্তির অভাবহেতু এই সংসারে পুনঃ পুনঃ গতাগত হইয়া থাকে।

পুনঃ প্রশ্ন যে পুনরাবৃত্তি কি প্রকার? অর্থাৎ দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গেই সূক্ষ্মভূত সমূহে মহাভূতে যদি লয়প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে কিপ্রকারে তাহার পুনরাগমন হইতে পারে? পরন্তু জানা যাইতেছে যে, কর্ম্মফলানুযায়ী জীবকে অবশ্যই পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করিতে হয়।

মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন—"পূর্ব্বাভ্যস্ত-স্মৃত্যনুবন্ধাজ্জাতস্য হর্ষ-ভয়-শোক সম্প্রতি পত্তেঃ"। অর্থাৎ নবজাত শিশুর হর্ষ, ভয়, শোকাদিদ্বারা স্পষ্টই অনুমান করা যায় ইহা তাহার পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষয়ের অনুস্মরণ জন্য উৎপন্ন হয়। নবজাত শিশুর হাস্য দেখিলে অনুমিত হয় যে তাহার হর্ষ জন্মিয়াছে ও কম্প দেখিলে তাহার ভয় জন্মিয়াছে এবং রোদন শুনিলে তাহার শোক অথবা দুঃখ উপসন্ন হইয়াছে ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

মনের অভীপ্সিত বস্তু প্রাপ্তির নাম সুখ এবং তজ্জন্যই হর্ষ উৎপাদিত হয়; কিন্তু সেই বস্তুর অপ্রাপ্তিতে দুঃখ বিশেষের আগমন হয়, তাহাই শোক। কোন বিষয়কে নিজের প্রয়োজনীয় না বুঝিতে পারিলে সে বিষয়ে কাহার কোন দিন অভিলাষ জন্মে না; সুতরাং নবজাত শিশুর পূর্ব্বজন্মজাত ইষ্টবিষয়ে অনুভূত থাকায় অধুনা সেই বিষয়ে ইষ্টজনক বলিয়া তাহা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে এবং সেই বিষয়ের প্রাপ্তিতে আনন্দিত ও অপ্রাপ্তিতে দুঃখপীড়িত হইয়া থাকে। কিন্তু এই জন্মই যদি নূতন জন্ম হয় তাহা হইলে তাহার ইষ্টলাভ বিষয়ে জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। অতএব অবশ্যই স্বীকার্য্য যে—সেই নবজাত শিশুর আত্মা নিত্য এবং পূর্ব্বে বহুবার ভৌতিক দেহ লাভ করিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তাহার ঐরূপ বিষয়ে ইষ্টজনক বলিয়া বোধ হওয়াতে সেই বুদ্ধিসত্ত্বা সংস্কার বশতঃ ইহজন্মে প্রথমে তাহার

সেই বিষয়ে ইষ্টজনকত্বে স্মৃতি জন্মে, তজ্জন্যই সেই বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। আর একটি কথা এই যে যাঁহারা ইহলোক প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ এই মোহগ্রস্ত সংসারে জন্মগ্রহণ করেন না, তাঁহারা কি প্রকারে গতাগতি থেকে নিরস্ত হইতে পারেন? আমরা ভগবানের শ্রীমুখপদ্মের নিস্থত বাণী হইতে জানিতে পারি যে স্বর্গলোক হইতে জীবের অবশ্য পতন হয়। কারণ স্বর্গলোকটি অবিনাশী স্থান নহে, তজ্জন্যই তথা হইতে পতন হয়।

(ক্রমশঃ)

—পণ্ডিত শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণতীর্থ

অন্নকূট-মহোৎসব

ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর বিরাট অন্নকূট-মহামহোৎসব বিগত বৎসর সমূহের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির সকল মঠেই গত ১৬ই কার্ত্তিক, ৩রা নভেম্বর, শুক্রবার সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

সমিতির মুল কেন্দ্র উক্ত মঠে উৎসবের পূর্ব্বরাত্র হইতেই মঠবাসী ব্রহ্মচারীবৃন্দ সারারাত্র ধরিয়া এই উৎসবের বিবিধ ভোগসামগ্রী প্রস্তুত করিতে থাকেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত সমিতির ভক্তবৃন্দ সেই দেশের উপাদেয় দ্রব্যাদি শ্রীবিগ্রহগণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিয়া অনেকেই নির্দ্দিষ্ট দিনের ২।১ দিন পূর্ব্বেই মঠে সম্মিলিত হইয়াছেন।

পূর্ব্বদিনেই নাট্য-মন্দিরের একস্থলে শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত হন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে সকাল হইতেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের বৃন্দাবনে গোপাল প্রকটে অশ্রুতপূর্ব 'অন্নকূট-মহোৎসবে'র বিবরণ পাঠ, পূজার্চ্চন ও কীর্ত্তনাদি হয়। ২০০ শত-রও অধিক নানাবিধ অপূর্ব্ব ভোগরাগ-সামগ্রী মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউকে নিবেদন করা হয়, এই অন্নকূট-মহোৎসবে অনেক সুকৃতিমান জনগণ প্রসাদ গ্রহণ করিতে শ্রীমঠে সমাগত হন। প্রায় সহস্রাধিক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে আকণ্ঠ মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও এই মহামহোৎসবের আকর্ষণে ছুটিয়া আসেন। এই দুর্দ্দিনের বাজারেও দুঃস্থ ও অনাথ-আতুরের জন্য রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতারিত হইয়াছে।

অনাদি কর্ম্মফলে ভবার্ণব-জলে পতিত মায়াবদ্ধ জীব-মীনগণের মহাপ্রসাদ সেবনে যাহাতে মায়িক ক্ষুৎ-পিপাসা ভোগ নিবৃত্ত হয় তজ্জন্য যাবতীয় ভোগের জনক শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর উদ্দেশ্যে এই বিচিত্র ভোগের নিবেদন। কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে অন্নকূটের মহাপ্রসাদ সেবনের সুযোগ পান নাই, তাঁহারা শ্রীপত্রিকা-কীর্ত্তনমুখে কর্ণদ্বারা এই অদ্ভুত ভোগ-সংবাদ আস্বাদন করিয়া সুকৃতি অর্জ্জন করুন— ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ

সমিতির বিশিষ্ট প্রচারকেন্দ্র শ্রীধাম মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠেও অন্নকূট-মহামহোৎসব অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অধিক সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। কারণ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম স্বয়ং ঐসময় তথায় বিরাজমান ছিলেন। উষঃকাল হইতে শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারী-জীউর পূজায় সকল মঠবাসীর মধ্যে ব্যস্ততা পড়িয়া যায়।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে ইতোপূর্ব্বে গত ১লা কার্ত্তিক, ১৯শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা-দল রওনা করিয়াছেন। তাঁহারাও অন্নকূট মহোৎসবের পূর্ব্বদিনই শ্রীবৃন্দাবনধাম থেকে তথায় উপস্থিত হন। তৎসহ খড়্গপুরস্থ শ্রীগৌর বাণী বিনোদ আশ্রমের অধ্যক্ষ প্রপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি জীবন জনার্দ্দন মহারাজ ও তাঁহার শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার যাত্রিগণ সহ তিনিও সদলবলে অন্নকূট-মহোৎসব উদযাপন-উপলক্ষে তথায় উপস্থিত হইয়া উৎসবের আনন্দ পরিবর্দ্ধন করেন। উৎসবের দিন এক মহতি ধর্ম্মসভানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। এই সভায় পৌরহিত্য করেন সমিতির আচার্য্যদেব। সভার বিষয়বস্তু ছিল 'অন্নকূটের মহত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব।' সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ ও আরও অনেক বিশিষ্ট ব্রহ্মচারিগণ ভাষণ দান করেন। অবশেষে সভাপতি পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ওজস্বিনী ভাষায় হিন্দী ও ইংরাজীর মাধ্যমে গভীর দার্শনিকমূলক অভিভাষণ দান করেন।

সমিতির ভক্তবৃন্দের বিশেষ উৎসাহে শ্রীগুরু-কৃপায় আয়োজিত শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজিউ-এর বিচিত্রপূর্ণ সুস্বাদু মহাপ্রসাদ অভ্যাগত জনসমূহকে বিতরণ করা হয়।

বলা বাহুল্য সমিতির অপরাপর শাখামঠসমূহেও বিগত বর্ষের স্মৃতি লইয়া বিচিত্র অন্নকূট-মহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

পরলোকে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক

অতিশয় বিরহ-বেদনার সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে বিগত ৫ই কার্ত্তিক ২৩শে অক্টোবর সোমবার রাত্র ৮টার সময় শ্রীধাম মথুরায় জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ আচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপা-পাত্র **শ্রীমদ্ভক্তি কুশল নারসিংহ মহারাজ** স্বজ্ঞানে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনমুখে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

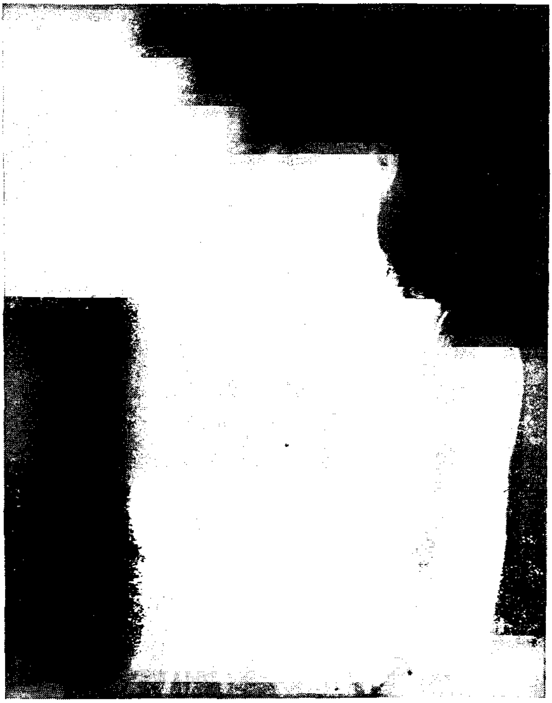

এই মহাপুরুষ পূর্ব্ববঙ্গের খুলনা জেলান্তর্গত পিলজঙ্গ গ্রামে প্রকটিত হইয়াছেন। শৈশবকালেই তাঁহার ধর্ম্মাচনার বীজ অঙ্কুরিত হয়। স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার সময়ে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের ক্রমবিকাশ প্রকাশ পায়। তাঁহার মাতা-পিতাও ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। কৈশোরের প্রারম্ভেই আচার্য্যভাস্কর বৈষ্ণব-কুলচূড়ামণি পরমহংসস্বামী শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনই তাঁহার জীবনে নব-অধ্যায়ের সূচনা হয়। জাগতিক জড়বিদ্যার মত্ততা, ক্ষণভঙ্গুর জীবনের মাদকতা তাঁহাকে আবদ্ধিভূত করিতে পারে নাই। জীবনের অনিত্য-প্রবাহ উপলব্ধি করিয়া ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়াই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবায় জীবনকে উৎসর্গ করিবার সুযোগ মিলিয়াছিল—পরকালে ধর্ম্ম-জগতের যুগান্তর আনয়নকারী আচার্যকেশরী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের চরণাশ্রয় করে। আচার্য্যকেশরী শ্রীল ঠাকুর বৈষ্ণব-জগতে প্রভুপাদ নামে

সমাদৃত। তাঁহার কৃপাকটাক্ষে এই মহাপুরুষ আকুমার ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বনে এই প্রপঞ্চে চিন্ময়ের অমৃতবাণীর আচার-প্রচার করিতে সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

তাঁহার জীবন-দর্শন প্রত্যেক মঙ্গলকামী জীবেরই স্মরণীয়। মঠ-জীবনের প্রারম্ভিক কাল থেকেই তাঁহার সেবাবৃত্তি, প্রভুপাদের প্রতি অটল নিষ্ঠা, স্বরূপ সন্ধানের অনুসন্ধিৎসু, গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি ঐকান্তিকতা প্রকাশ পাইয়াছিল তাঁহার সেবা-সৌষ্ঠবতার মাধ্যমে, একনিষ্ঠ সেবা-প্রবৃত্তি, নিরভিমানী, ধীর-গম্ভীর, আত্ম-সংযমী, নিষ্কপট, মিতবাক, নিরীহ ও বৃহৎমৃদঙ্গসেবীতাই তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য। আজীবনকাল শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী প্রচার করাই ছিল তাঁহার লক্ষ্য—ইহা তাঁহার জীবন-মধ্যাহ্নকাল থেকে এক অভিনব আকার ধারণ করে।

শ্রীল প্রভুপাদ নিত্যলীলায় প্রবেশ করায় সেই বিরহ-ব্যাথায় ভারাক্রান্ত জীবনে তাঁহার আর এক অধ্যায় সূচীত হয়। তিনি ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করে ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী প্রচার করে প্রভুপাদের সেবা করিতে সিদ্ধান্ত করিলেন। তাই শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত অন্যতম প্রাচীন সন্ন্যাসী আচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি রক্ষক শ্রীধর মহারাজের নিকট তিনি ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি দর্শনে প্রপূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ তাঁহাকে শ্রীমদ্ভক্তি কুশল নারসিংহ মহারাজ নামে ভূষিত করেন। পূর্ব্বে তিনি শ্রীবীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ, নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার একনিষ্ঠ সেবা-প্রযত্ন ও হরি-গুরু বৈষ্ণবের প্রতি অগাধ ভক্তি দর্শনে তাঁহাকে 'ভক্তিভূষণ' উপাধি দিয়াছিলেন।

তিনি মঠ-জীবনের প্রারম্ভ থেকেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক অস্মদীয় শ্রীল গুরুদেব পরমহংসস্বামী পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** সহকারী রূপে ছিলেন। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী প্রচারে তাঁহার উত্তরোত্তর আগ্রহ বৃদ্ধি অবলোকনে আচার্য্যদেব তাঁহাকে পারমার্থিক মাসিক 'শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা'র সম্পাদকপদে অধিষ্ঠিত করেন। এই কার্য্যে তিনি দীর্ঘ ১৫ বৎসরকাল নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীগৌর-বাণী সুদক্ষের সহিত প্রচার করিয়াছেন। ইতোপূর্ব্বেও তিনি শ্রীল প্রভুপাদের সময় কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীভাগবত প্রেসে মধ্যে মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীগৌর-বাণী প্রচারার্থে উৎসাহী ছিলেন। তিনি শুধু বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রচার নিয়া ব্যস্ত ছিলেন না—হিন্দী ভাষার মাধ্যমেও সেই বাণী প্রচারার্থে আগ্রহী ছিলেন। মথুরা ধামস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠায় তাঁহার অবদান অতুলনীয়। তথায় হিন্দীভাষার মাধ্যমে শ্রীগৌর-বাণী প্রচার উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার প্রগাঢ়-নিষ্ঠা দর্শনে অস্মদীয় শ্রীল গুরুদেব তাঁহাকে পারমার্থিক মাসিক হিন্দী ভাষায় 'শ্রীভাগবত-পত্রিকা'র প্রচার সম্পাদকপদে নিযুক্ত করেন। তিরোধানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত

তিনি সেই সেবায় ব্রতী থাকিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির স্তম্ভরূপে প্রকটিত ছিলেন। বিরহানলে দগ্ধীভূত সমিতির সেবকবৃন্দ তাঁহার অভাবে অন্যতম এক জ্যোতিষ্ক হারাইয়া মর্ম্মে মর্ম্মে অন্ধকার অনুভব করিতেছেন।

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে ২২শে কার্ত্তিক ৯ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার তাঁহার বিরহ-সভা আয়োজিত হইয়াছিল। এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন সমিতির অধ্যক্ষ শ্রীল আচার্যদেব। সেই সভায় অনেকেই বিরহপূর্ণ ভাষণ দান করেন ও বাষ্পপরিপূরিত নয়নে আর্ত্তি নিবেদন করেন। অবশেষে সভাপতি তাঁহার দীর্ঘ জীবনের ইতিবৃত্ত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে—"শ্রীল মহারাজ ছিলেন আমার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। আমি আজ অঙ্গহীন সদৃশ হইলাম। তিনি আজ আমাদের বাহ্যিক দৃষ্টির অগোচর হইলেও প্রতিমূর্ত্তরূপে তাঁহার উৎসাহ উদ্দীপনা যেন লাভ করিতে পারি?"

—**শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, বি. এ.**

মহাপ্রয়াণে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

দুর্ব্বিসহ বিরহ-বেদনায় ভারাক্রান্ত অব্যক্ত বেদনা-পুঞ্জিভূত করালস্রোতে ভাসমান বেদান্ত সমিতির সদস্যগণ আজ এক মহাপুরুষের প্রপঞ্চলীলা-পরিহারে শোক-সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালায় নিমজ্জিত। এই মহাপুরুষ বৈষ্ণব-কুলাচার্য্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অনুগৃহীত স্বপার্ষদ পরিব্রাজকাচার্য্য **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ** বিগত ১৬ই কার্ত্তিক, ৩রা নভেম্বর, শুক্রবার রাত্র ৮ ঘটিকায় শ্রীধামবৃন্দাবনে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনমুখে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। এই প্রশান্তাত্মা মহাপুরুষের মহামূল্য জীবন-চরিত্র সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা এই ক্ষুদ্র লেখনির মাধ্যমে করা সম্ভব নহে। তাহার যৎকিঞ্চিত আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

শ্রীল মহারাজের পূর্ব্বাশ্রম পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা মহানগরী। এক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারে আনুমানিক ১৩০৬ বঙ্গাব্দে তিনি আবির্ভূত হন। তথায় ৪৩৫ গৌরাব্দের (ইং ১৯২১) দামোদর মাসে বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌর-বাণী প্রচার করিতেছিলেন অশেষ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পরমহংসমুকুটমণি শ্রীল প্রভুপাদ। যখন জমিদার শ্রীসনাতন দাস মহাশয়ের বাস ভবনে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের নিগূঢ়তম

ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, সেই সময়ে যৌবন সৈকতে ভাসমান যে-এক যুবক তথায় উপস্থিত হইয়া সেই গুরু-গম্ভীর স্পষ্টবাদী মহাপুরুষের বাণী শ্রবণে তাঁহার ভোগের পিপাসায় তিব্র গ্লানী আসিয়াছিল তিনি 'ইন্দু বাবু'। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত চিরকুমার 'ইন্দু বাবু' পরে 'শ্রীগৌরেন্দু ব্রহ্মচারী' নামে বিদিত হন এবং ইনিয়েই আমাদের সকাশে 'ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ' নামে সমাদৃত। ইংরাজী ১৯২২ সালে শ্রীমদ্ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারিজীর চেষ্টায় ঢাকাস্থ শ্রীমধ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে 'শরণাগতি' গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হয়।

ইংরাজী ১৯২৫ সালের ২৯শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার শ্রীল প্রভুপাদকে অগ্রণী করিয়া যে শ্রীগৌড়মণ্ডল-পরিক্রমা করা হইয়াছিল—তাহার উদ্যোক্তা ভক্তবৃন্দের মধ্যে শ্রীমদ্ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী ছিলেন অন্যতম। এই পরিক্রমায় আটপুর ষ্টেশনে হরিকথা-আলোচনা বক্তৃতা-সভায় তাঁহার ইংরাজী ভাষণ সকলকেই উল্লাসিত করিয়াছেন। তিনি একজন নির্ভীক সুবক্তা ছিলেন। তিনিয়েই সর্ব্বপ্রথমে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত 'মরণের যুগে অমৃতের বাণী' ভারতের ভাইসরয় (গভর্ণর জেনারেল) বৃটিশ-শাসনকর্ত্তা লর্ড উইলিংডন সাহেবের কাছে পৌছান। তাঁহার সাক্ষাৎ আলোচনায় ভাইসরয় বাহাদুর সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের উচ্চচিন্তা ধারার কথা যে স্বীকার করিয়াছেন তাহা তাঁহার (ভাইসরয়ের) পত্রেই প্রমাণিত হইয়াছে। সেই পত্র দর্শনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন —'এরূপভাবে স্থানে স্থানে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণ স্ব স্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিলে আমাদের আর আনন্দের সীমা থাকে না।"

শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুন মহানগরীতে 'শ্রীরেঙ্গুন গৌড়ীয় মঠ' প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শ্রীশ্রীমদ্ গিরি মহারাজই প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-যত্নে তথায় শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌস্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হরিদ্বারস্থ শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ, নৈমিষারণ্যের শ্রীপরমহংস মঠ প্রভৃতি স্থাপনে তাঁহার অতুলনীয় অবদান রয়েছে।

তিনি একাধারে সুবক্তা, নির্ম্মল চরিত্রবান, শিশুর ন্যায় সরল, ঐকান্তিক গুরুনিষ্ঠা, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবায় নিরন্তর উদ্যোগী, অকিঞ্চন, নিরভিমানী, আরম্বর রহিত, মিতবাক্, সর্ব্বোপকারক, শান্ত, করুণ, কৃষ্ণৈকশরণ প্রভৃতি যাবতীয় বৈষ্ণবগুণে বিভূষিত ছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্ট সেবায় তিনি কায়-মন-বাক্যে নিষ্কপট প্রাণে নিয়োজিত ছিলেন। প্রভুপাদের যাবতীয় মঠ-মন্দির এবং তন্মনোঽভীষ্ট প্রচার বিষয়ে শ্রীধামমায়াপুর-কলিকাতা-বোম্বে-মাদ্রাজ-পাটনা-লক্ষ্ণৌ-এলাহাবাদ-কুরুক্ষেত্র-শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল-শ্রীব্রজমণ্ডল-শ্রীগৌরমণ্ডল প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর বিস্তার-কার্য্যে এবং পারমার্থিক পত্রিকা ও ভক্তিধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রচার ইত্যাদি যাবতীয় প্রচার-কার্য্যে তাঁহার সেবা-প্রচেষ্টা সর্ব্বতোভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাঁহার জীবন-অপরাহ্নকালে তিনি শ্রীব্রজধামে অবস্থান মানসে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তথায় থাকিয়াও তিনি ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী প্রচারে নিবিষ্ট থাকিতেন। তিনি শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা উপলক্ষেও বিভিন্ন উৎসবাদিতে শ্রীগৌরবাণী প্রচার কেন্দ্রস্থলগুলিতে স্বতীর্থগণের আনন্দ বর্দ্ধনে এবং পতিত জীবগণের মঙ্গল-তরে তাঁহার অমূল্য বীর্য্যবতী-বাণী শুনাইয়া মায়াহত কলিজীবের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিতেন।

সত্যদ্রষ্টা এই মহাপুরুষ তাঁহার সংসার অভিনয় মঞ্চের যবনিকার অঙ্ক ঘনিয়ে আসিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিয়াই প্রপঞ্চলীলা-সমাপ্তির দিন তিনি করুণস্বরে বলিয়াছিলেন,—"প্রভুপাদ আমায় কৃপা করুন! আমারসমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে শ্রীচরণে স্থান দিন। নিত্যদাস করে আমায় সেবার সুযোগ দান করুন" ইত্যাদি আর্ত্তীতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি তাহার কিরূপ নিষ্ঠা ছিল।

শ্রীল মহারাজের বিরহ-সংবাদ যখন সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে পৌছে, তখন অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম অস্বস্থলীলা প্রকটিত করিয়াছেন। তিনি শয্যাশায়ীত অবস্থাতে তাঁহার বিরহ-বেদনায় অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়া অস্ফুটস্বরে বলিতেছিলেন—"হায় শ্রীল গিরি মহারাজ! আমায় অসহায় করে চলে গেলেন! আপনার সঙ্গ কি আর পাব না? অধর্ম্মের ঘনঘটায় বিশ্ব আজ কুয়াসাচ্ছন্ন এ-দিনে আরও কিছু দিন প্রকটিত থাকিয়া শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী প্রচার করিলে বিশ্বের অনেক মঙ্গল হইত।" তারপর তিনি তাঁহার সমিপস্থ সেবককে বলিলেন 'তোমরা এখনই কয়েকজন তথায় চলিয়া যাও। আমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে তাঁহার অন্তিম সময় সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না'।

পরম দরদি শ্রীল মহারাজের বিরহবাসরে বহু সন্ন্যাসী-বানপ্রস্থী-ব্রহ্মচারী-গৃহস্থী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাদের অব্যক্ত বেদনায় ভারাক্রান্ত-নয়নাশ্রু, মূর্ত্ত এক বিরহ-সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছিল। শনিবার দিন মধ্যাহ্নকালে তাঁহার সুসজ্জিত, পুষ্পমাল্য, চন্দন চর্চ্চিত পরম পবিত্র শ্রীঅঙ্গ জয়গানসহ শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন-মুখে শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের প্রাঙ্গনে সমাধিস্থ করা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সঙ্গে তাহার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবির। সমিতির আচার্য্যদেবের সহিত মঠজীবনের প্রারম্ভ কাল থেকেই অচ্ছেদ্য ভাবে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী প্রচারে উদ্‌যোগী ছিলেন। গত ২২শে কার্ত্তিক, ৯ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে দৈন্যের সাশ্বত প্রতি-মূর্ত্তি শ্রীল মহারাজের বিরহ-সভা বিশেষ ভাবে আয়োজিত হয়। এই সভায় বহু সন্ন্যাসী-বানপ্রস্থী-ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দই তাঁহার কাছে আর্ত্তী নিবেদন করেন এবং পরিশেষে সভাপতি পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুপাদ অশ্রুপূর্ণ নেত্রে এবং বিরহ-জনিত রুদ্ধস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে সংক্ষেপে অত্যন্ত বিরহপূর্ণ এক ভাষণ প্রদান করেন। সেই ভাষণ শ্রবণরত সভায় মনে হয় যেন বিরহের প্রতিমূর্ত্তি স্বয়ং তথায় বিরাজমান হইয়াছেন।

সেই বক্তৃতার মধ্যে তিনি নিজের জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করেন,—"আমি যখন বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছিলাম তাহার অনুপ্রেরণা দাতা হিসাবে তিনি ছিলেন অন্যতম। এমনি এক দিন আসিয়াছিল যে সেদিন আমার হাতে একটি পয়সাও ছিল না—অতিথিও সমাগত; আমি ঠাকুকে কি ভোগ দিব তাহাই ভাবিতে ছিলাম। এই সময়ে পিয়ন (Postal peon) ১০০৲ শত টাকার মণিঅর্ডার (Money Order) নিয়ে হাজির হইল। সেই টাকা শ্রীল মহারাজেই পাঠাইয়াছিলেন। এই ধরণের অনেক ঘটনার মধ্যে তিনি বুদ্ধি অর্থ প্রভৃতি দ্বারা আমাকে সহায় সহানুভূতি করিয়া শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী আচার-প্রচারে সহায়তা করিয়া পরম দরদির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার অভাবে আজ মর্ম্মে মর্ম্মে যে বেদনা অনুভব করিতেছি তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা খুজিয়া পাইতেছি না।" ইত্যাদি বলে তিনি আর বলিতে পারিলেন না।

হা সুদুর্ল্লভ প্রশান্তাত্মা শ্রীল মহারাজ! কৃপাশীষ করুন যেন আপনার ঐকান্তিকী গুরুনিষ্ঠা, শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারে প্রবল প্রচেষ্টা ও নিরভি-মানের কপর্দ্দক মাত্রও জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারি।

—শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৯শ বর্ষ } পৌষ, ১৩৭৪ { ১১শ সংখ্যা

ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউ

সম্পাদক —ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

কার্য্যালয় —শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

১৯শ বর্ষ | বাসুদেব, ২৯ নারায়ণ, ৪৮১ গৌরাব্দ
রবিবার, ২৯ পৌষ, ১৩৭৪; ইং ১৪।১।১৯৬৮ | ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীলরূপ-গোস্বামী-কৃতং "শ্রীশ্রীমুকুন্দমুক্তাবলী-স্তোত্রম্"

বৃন্দাটব্যাং কেলিমানন্দনব্যাং
কুর্ব্বন্নারীচিত্রকন্দর্পধারী।
নর্ম্মোদ্গারী মাং দুকূলাপহারী
নীপারূঢ়ঃ পাতু বর্হাবচূড়ঃ ॥ ২২ ॥

যিনি বৃন্দাবনে নানাপ্রকার আনন্দদায়িনী ক্রীড়া করিতেছেন এবং যিনি ব্রজযুবতীগণের মানসে কামভাব বিস্তার করিতেছেন, যিনি নানাবিধ পরিহাস বাক্যে তাঁহাদিগকে আনন্দিত করিতেছেন এবং যিনি গোপিকাগণের বসন হরণ করিয়া কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই ময়ূর-পুচ্ছাবতংস শ্রীকৃষ্ণ আমাকে রক্ষা করুন ॥ ২২ ॥

রুচিরনখে রচয় সখে বলিতরতিং ভজনততিং।
ত্বমবিরতিস্ত্বরিতগতিনর্তশরণে হরিচরণে ॥ ২৩ ॥

হে সখে! তুমি সত্বর গাঢ় অনুরক্ত হইয়া সুন্দর নখ-শ্রেণী বিরাজিত ও প্রণতঃ জনের পরিপালক সেই শ্রীহরির চরণযুগল নিরন্তর ভজনা কর ॥২৩॥

রুচিরপটঃ পুলিননটঃ পশুপগতির্গুণবসতিঃ।
স মম শুচির্জলদরুচির্মনসি পরিস্ফুরতু হরিঃ ॥ ২৪ ॥

যিনি সুন্দর পীতবসনে সুশোভিত, যিনি যমুনাকূলবিহারী, যিনি গোপগণের পরিপালক, যিনি ভক্তবাৎসল্যাদি গুণের আলয় এবং যিনি মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার রসস্বরূপ, সেই নবনীরদকান্তি শ্রীহরি আমার চিত্তে বিরাজ করুন ॥২৪॥

কেলিবিহিতযমলার্জুনভঞ্জন
সুললিতচরিতনিখিলজনরঞ্জন।
লোচননর্ত্তন জিতচলখঞ্জন
মাং পরিপালয় কালিয়গঞ্জন ॥ ২৫ ॥

হে কালিয়গঞ্জন! তুমি বাল্য-লীলাচ্ছলে যমলার্জ্জুনকে উদ্ধার করিয়াছ, সুললিত চরিত্রদ্বারা নিখিল জনকে রঞ্জন কর এবং নয়ন ভঙ্গীদ্বারা চঞ্চল খঞ্জনকেও পরাভব করিয়াছ, এক্ষণে ভক্তিরস দান করিয়া আমাকে পরিপোষণ কর ॥ ২৫ ॥

ভুবনবিস্তৃত্বর মহিমাড়ম্বর
বিরচিত নিখিলখলোৎকর সম্বর।
বিতর যশোদাতনয়বরং
বরমভিলষিতং মে ধৃতপীতাম্বর ॥ ২৬ ॥

হে পীতাম্বর! তোমার মহিমা ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত, তুমি নিখিল দুষ্ট জনের নাশক, অতএব হে যশোদাতনয়! আমায় অভিলষিত বর প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত কর ॥ ২৬ ॥

চিকুরকরম্বিত চারুশিখণ্ডং
ভাল বিনির্জিতবরশশিখণ্ডং।
রদরুচি নির্ধুত মুদ্রিতকুন্দং
কুরুত বুধা হৃদি সপদি মুকুন্দং ॥ ২৭ ॥

সুন্দর ময়ূর-পুচ্ছদ্বারা যাঁহার চূড়া সুশোভিত, অষ্টমী সমুদিত অর্দ্ধচন্দ্র অপেক্ষাও যাঁহার ললাট অতিসুন্দর, যিনি দশনকান্তিদ্বারা কুন্দকুসুমের মুকুলকেও তিরস্কার করিতেছেন, হে পণ্ডিতগণ! তোমরা সেই মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে শীঘ্র হৃদয়ে ধারণ কর ॥ ২৭ ॥

যঃ পরিরক্ষিতসুতরভীলক্ষ-
স্তদপিচ সুরভীমর্দ্দনদক্ষঃ।
মুরলীবাদন খুরলীশালী
স দিশতু কুশলং তব বনমালী ॥ ২৮ ॥

যিনি লক্ষ লক্ষ সুরভীর পরিপালক অথচ সুরভীমর্দ্দনে তৎপর অর্থাৎ দেবগণের ভয়নাশক, (এই শ্লোকে বিরোধাভাস অলঙ্কার সন্নিবেশিত হইয়াছে) যিনি মুরলীবাদনাভ্যাসে সুনিপুণ, সেই বনমালী তোমার কল্যাণ করুন ॥ ২৮ ॥

রমিত নিখিলডিম্বে বেণুপীতোষ্ঠবিম্বে
হতখলনিকুরম্বে বল্লবীদত্তচুম্বে।
ভবতু মহিতনন্দে তত্র বঃ কেলিকন্দে
জগদবিরলতুন্দে ভক্তিরূর্ব্বী মুকুন্দে ॥ ২৯ ॥

যিনি নিখিল ব্রজবালকের সহিত ক্রীড়া করেন, অনুক্ষণ বংশী সংলগ্ন যাঁহার ওষ্ঠাধর অতিশয় সুশোভিত, যিনি পূতনা প্রভৃতি খল সমূহের নাশক, ব্রজরমণীগণ প্রেমভরে যাঁহার মুখমণ্ডল চুম্বন করেন, পিতা বলিয়া নন্দরাজকে যিনি পূজা করেন, যিনি নিখিল কেলির আশ্রয়, যাঁহার উদর মধ্যে জগদ্ব্রহ্মাণ্ড বিরাজিত, হে ভক্তগণ। সেই শ্রীমুকুন্দের প্রতি তোমাদিগের মহতী ভক্তি থাকুক ॥ ২৯ ॥

পশুপযুবতিগোষ্ঠী-চুম্বিত শ্রীমদোষ্ঠী
স্মর তরলিতদৃষ্টির্নির্ম্মিতানন্দবৃষ্টিঃ।
নবজলধরধামা পাতু বঃ কৃষ্ণনামা
ভুবনমধুরবেশা মালিনী মূর্ত্তিরেষা ॥ ৩০ ॥

ব্রজরমণীগণ ওষ্ঠবিম্ব চুম্বন করিলে তৎক্ষণাৎ কামবশতঃ চপল নয়ন হইয়া যিনি সম্ভোগাদিদ্বারা তাঁহাদিগের হৃদয়ে আনন্দ বর্ষণ করেন, নবনীরদের ন্যায় যাঁহার শরীর-কান্তি, যাঁহার বেশভূষা ত্রিভুবনের প্রীতিকর, বনমালা-বিরাজিত সেই শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৩০ ॥

সাধক-জীবনে জ্ঞাতব্য

শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারিভ্যাং নমঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীধাম-মায়াপুর

ইং ৫।৮।২৬

স্নেহবিগ্রহেষু,—

আপনার ২১শে আষাঢ় তারিখের বিস্তারিত পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত ছিলাম। আমি তৎকালে শ্রীপুরুষোত্তমে "শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠে" ছিলাম। তৎপরে শ্রীভুবনেশ্বর ও কটকে কয়েক দিন থাকিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসি। আজ ১০।১২ দিন হইল তথা হইতে এখানে আসিয়াছি।

আপনি একাই বারাণসীতে মঠ রক্ষা করিতেছিলেন, তজ্জন্য মনটা এরূপ পত্র লিখিতে ব্যস্ত হইয়াছিল, বুঝিলাম।

"ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল।"

আশাবন্ধ-সমুৎকণ্ঠা এবং কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন দ্বারা মঙ্গল হয়। **সর্ব্বদা কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা-বিশিষ্ট হইলে মায়ার বিবিধ প্রলোভন আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না।** সর্ব্বদা শ্রবণ, কীর্ত্তন করিবেন; মহাজনগ্রন্থ ও 'গৌড়ীয়' পাঠ করিবেন, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত-গ্রহণ-বিষয়ে আলস্য থাকিবে না।

যে সকল ভক্তগণের সঙ্গে আছেন, তাঁহাদিগের সহিত পরস্পর শ্রীহরি-কথা আলাপ করিবেন এবং ভজনের উন্নতির সহিত নিজ-দৈন্য ও হীনতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আপনি জানেন যে, 'সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে'। আপনাদিগের নিজ ভৃত্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিবেন, তাহা হইলে আমাদিগের ভজনবৃদ্ধি হইবে।

কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন, তিনটী পৃথক্ অনুষ্ঠান হইলেও তিনটীই একতাৎপর্য্যপর।

নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা হয়।

বৈষ্ণবের সেবা করিলে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-সেবা হয়।

কৃষ্ণসেবা করিলেই নাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবা হয়।

তাহার প্রমাণ এই—'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্'।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে কৃষ্ণসেবা ও নাম-সংকীর্ত্তন হয়। সৎসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠেও উহাই লভ্য হয়। অর্চ্চনেও ঐ তিনটী কার্য্য হইতে থাকে। নামভজনেও তাহাই সুষ্ঠুভাবে হয়।

পূর্ব্বইতিহাস ভজনের অনুকূলবিচার নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূলের পূর্ব্বাবস্থা জানিবেন। প্রতিকূল হওয়ায় যে বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহাই পরক্ষণে ভজনের অনুকূলতা প্রসব করে। সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগতের সকল বস্তুই কৃষ্ণসেবার উপাদান। সেবা-বিমুখবুদ্ধি বস্তুবিষয়ে আমাদিগের মতি বিপর্য্যয় করিয়াভোগে নিযুক্ত করে। দিব্য-জ্ঞানের উদয়ে সমগ্র জগতে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ দেখিতে পাইলেই প্রতিষ্ঠার বিষময় ফল আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না।

'চঞ্চল জীবন-স্রোত প্রবাহিয়া কালের সাগরে ধায়।'—এই বিবেকের সহিত হরিসেবা-প্রবৃত্তি প্রতি পদে পদে আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং কৃষ্ণের যাহাতে আনন্দ, আমার তাহাই সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণ যদি আমাকে বিমুখ রাখিয়া সুখী বোধ করেন, তাহা হইলে আমার যে দুঃখ, তাহাই আমার বরণীয়।

'তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ', এই উপলব্ধি বৈষ্ণবের—তাহা অনুসরণ করিবার যত্ন করিবেন। আমাদিগের যাবতীয় অনর্থ কৃষ্ণসেবায় উন্মুক্ত হইলে উহাই অর্থ বা প্রয়োজনরূপে স্থায়ী মঙ্গলের কারণ হয়। ঠাকুর বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্বচরিত্র, সার্ব্বভৌমের কথা, প্রকাশানন্দের কুতর্করূপ যাবতীয় অনর্থ পরিশেষে কৃষ্ণসেবাময় হইয়াছিল। সুতরাং বিগত অনর্থের জন্য কোনও চিন্তা করিবেন না। বর্ত্তমান অনর্থ—শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রবল করিলেই—তাহারা প্রবল হইবে না। **আমাদের জীবন অল্প-দিন স্থায়ী, সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্বপর্য্যন্ত নিষ্কপটে হরিসেবা করিবার যত্ন করিবেন। মহাজনের অনুসরণই আমাদের মঙ্গলের একমাত্র সেতু।**

'অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং' শ্লোক আলোচনা করিবেন। আপনার পত্রখানি শ্রীভক্তিবিলাস ঠাকুরকে পড়িয়া শুনাইয়াছি, তাহাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

আশা করি, তথাকার সকলেই উৎসাহের সহিত শ্রীহরিকীর্ত্তন কার্য্য ও বৈষ্ণব-সেবাকার্য্য করিতেছেন। সকলকেই আমাদের আন্তরিক যোগ্য অভিবাদন জানাইবেন।

প্রাক্তন কর্ম্ম-বিপাকে আমি কখনও সুস্থ, কখনও অসুস্থ হইয়া পড়ি। যখন সুস্থ আছি মনে করি, আমি তখনই কৃষ্ণবিমুখ হইয়া পড়ি এবং তৎফলে আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তগণকে নিকৃষ্ট মনে করি। সেই জন্য কৃষ্ণ আমার অবস্থা বিচার করিয়া নানাপ্রকার দুঃখে, কষ্টে, অস্বাস্থ্যে ও অসুবিধায় রাখেন। তখন আমি 'তত্তেঽনুকম্পাং' শ্লোকের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করি। কৃষ্ণের বিষয়ে প্রমত্ত থাকিলে জগতের অনেকের সহিত ঝগড়া করিতে ইচ্ছা করে। কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত থাকিলে—জগতের লোকসকল আমাকে আক্রমণ করে। আশা করি আপনি ভাল আছেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(কর্ম্ম)

১। কর্ম্ম কাহাকে বলে ?

"কর্ম্মিগণ কেবল কৃষ্ণ-প্রসাদ অনুসন্ধান করেন না। যদিও বাহিরে কৃষ্ণকে সম্মান করেন, তথাপি তাঁহাদের মূল তাৎপর্য্য,—যাহাতে কোন-প্রকার প্রাকৃত সুখ-লাভ হয়। স্বার্থপর কর্ম্মকেই 'কর্ম্ম' বলে।"

—'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

২। বিষ্ণুর উদ্দেশ থাকিলেও ইষ্টাপূর্ত্তাদিতে কি সাক্ষাৎ চিৎ-প্রবৃত্তি আছে ?

"বিষ্ণুকে যজ্ঞেশ্বর বলিয়া ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি শুভ কর্ম্ম কৃত হইলেও সেই সেই কর্ম্মে সাক্ষাৎ চিৎপ্রবৃত্তি নাই।" —'নাম-মাহাত্ম্য সূচনা', হঃ চিঃ

৩। 'অদৃষ্ট' কাহাকে বলে ?

"সকল জীবই পূর্ব্ব-সংস্কারানুসারে স্বভাব লাভ করিয়া থাকেন ; সেই স্বভাবানুসারেই জীবের চেষ্টার উদয় হয়,—ইহাকেই 'অদৃষ্ট' বা 'কর্ম্মফল' বলে। পূর্ব্বকল্পে তিনি যে-সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তদনুসারেই তাঁহার স্বভাব চেষ্টা হয়।"

—ব্রঃ সং, ৫।২৩

৪। কর্ম্ম-জ্ঞানের মালিন্য শোধিত হয় কি রূপে ?

"কর্ম্মের কাম্যফল নিরসন দ্বারা কেবল ভগবৎপ্রীত্যর্থে অর্পিত হইলে সেই কর্ম্ম ভক্তিশোধিত হয়। মোক্ষে বিতৃষ্ণা উৎপাদনপূর্ব্বক ভগবৎ-সেবাদিতে রাগোৎপত্তির দ্বারা বৈরাগ্যের ভক্তিশোধিত অবস্থা হয়। অদ্বৈতাত্ম-তত্ত্ব-বোধাদি ত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞান যখন ভগবদীয়ত্ব-বুদ্ধি উৎপত্তি করে, তখন জ্ঞান ভক্তিদ্বারা শোধিত হয়।" —বৃঃ ভাঃ, তাৎপর্য্যানুবাদ

৫। আস্তিকদিগের ভাগ্য কি অবিচারিত ?

নাস্তিকদিগের ঘটনার ন্যায় আস্তিকদিগের ভাগ্য অবিচারিত নয়। জীবের ভাগ্য—জীবেরই কর্ম্মানুসারে বিচারিত ফলবিশেষ।"

—'শ্রীমঃ শিঃ ৮ম পঃ

৬। কর্ম্মে কাহার কিরূপ কর্ত্তৃত্ব আছে ?

"জীব যে কার্য্যটী করেন, তাহাতে তাহার মূল-কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বকালেই থাকে, প্রকৃতি সেই কার্য্যের যে সাহায্য করেন, তাহাতে তাহার গৌণ-কর্ত্তৃত্ব এবং ফলপ্রদান-বিষয়ে ঈশ্বরের অনুষঙ্গ-কর্ত্তৃত্ব। জীব স্বেচ্ছাক্রমে অবিদ্যা-ভিনিবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মূল কর্ত্তৃত্ব কখনও লোপ হয় না। অবিদ্যা-প্রবেশের পর জীব যত কর্ম্ম করেন, সে-সকলই ফলোন্মুখ হইলে 'ভাগ্য' নামে অবিহিত হয়।" —শ্রীমঃ শিঃ, ৮ম পঃ

৭। কর্ম্ম অনাদি কিরূপে ?

'কৃষ্ণের দাস আমি' এই কথা ভুলিয়া যাওয়ার নামই 'অবিদ্যা'; সেই অবিদ্যা জড়কালের মধ্যে আরম্ভ হয় নাই—**তটস্থ সন্ধি-স্থলে জীবের সেই কর্ম্মমূল উদিত হইয়াছিল**। অতএব জড়কালে কর্ম্মের আদি পাওয়া যায় না, সুতরাং কর্ম্ম—অনাদি।" —জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ

৮। ভক্তি ও ভগবদ্বিমুখ কর্ম্মে পার্থক্য কি ?

"কৃষ্ণপ্রসাদ-লাভের জন্য যদি কেহ কর্ম্ম করেন, তবে সেই কর্ম্মের নামই ভক্তি, আর যে কর্ম্ম প্রাকৃত ফল বা বহির্ম্মুখজ্ঞান দান করে, সেই কর্ম্ম ভগবদ্বিমুখ।" —'সঙ্গত্যাগ', সঃ তোঃ ১১।১১

৯। কর্ম্ম কোন্ অবস্থায় ভক্তিতে পরিণত হয় ?

"কর্ম্মের স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে তিনটী অবস্থা হয়—অর্থাৎ নিষ্কাম অবস্থা, কর্ম্মার্পণাবস্থা ও কর্ম্মযোগাবস্থা। ঐ তিন অবস্থা অতিক্রম করিলে কর্ম্মের স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া পরিচর্য্যারূপ ভক্তি হইয়া পড়ে।

—শ্রীমঃ শিঃ ১০ম পঃ

১০। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তিপ্রদা সুকৃতি ?

"কর্ম্ম ভুক্তিফলে জীবকে বসাইয়া নিরস্ত হয়। বৈরাগ্য ও বিবেক প্রায়ই অভেদব্রহ্মজ্ঞানে জীবকে প্রোথিত করিয়া রাখে; ব্রহ্মজ্ঞান-প্রায়ই জীবকে ভগবচ্চরণ হইতে বঞ্চিত করে, এইজন্যই ইহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি বলা যায় না।" —জৈবধর্ম্ম ১৭শ অঃ

১১। বেদশাস্ত্র কোন্‌টীকে ভগবল্লাভের নিরাপদ উপায় বলিয়াছেন ?

"বেদ ও পুরাণশাস্ত্র অনেক প্রকার উপায়ের কথা স্থানে-স্থানে লিখিয়াছেন; তাহাতে কোন দিকে ভীমরুল-বরুলী অর্থাৎ বোল্‌তারূপ কর্ম্মকাণ্ড, কোন দিকে জ্ঞান-কাণ্ডস্বরূপ যক্ষ, কোন দিকে কৃষ্ণবর্ণ অজগররূপ যোগগত কৈবল্য, আবার কোন দিকেরক্ষিক-ধনের পাত্র অল্প পরিশ্রমেই হাতে আইসে। অতএব বেদশাস্ত্র কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিপথেই যে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয়, ইহা বলিয়াছেন।" —অঃ প্রাঃ ভাঃ ম ২০।১৩৫

১২। কর্ম্মী কি ভগবৎসেবক ?

"প্রথম সঙ্গতিতে (স্বসুখপ্রয়োজক কর্ম্মসঙ্গতিতে) যাঁহারা বদ্ধ হইয়া পড়েন, তাঁহারা কর্ম্মকেই প্রধান জানিয়া ভগবান্‌কেও 'কর্ম্মাঙ্গ' বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের ফলও নিত্য—লক্ষণে লক্ষিত হয় না। তাঁহাদের সঙ্গতি নির্দ্দোষ নয়; তাঁহাদের জীবনে ভগবানের সাধন-স্ফূর্ত্তি নাই—বিধির অধিনতাই সর্ব্বত্র-লক্ষিত হয়। তাঁহাদিগকে 'কর্ম্মী' বলে।

—চৈঃ শিঃ, ৮। উপসংহার

১৩। কর্ম্মদ্বারা কি কর্ম্মক্ষয় হয় ? কর্ম্মের সার্থকতা কোথায় ?

"যাহা দ্বারা মানবগণের রোগের উৎপত্তি হয়, তাহাই রোগ-নিবারণের জন্য ব্যবস্থা করিলে রোগ কখনও ভাল হয় না। কর্ম্মকাণ্ড সমস্তই জীবের সংসার রোগের-হেতু; তাহা নিষ্কামভাবেই হউক বা ঈশ্বরার্পিত ভাবেই হউক, কখনও সংসারক্ষয়রূপ ফল উৎপন্ন করিবে না। কর্ম্মকে কেবল জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া পরে অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপে কল্পিত করিতে পারিলেই কর্ম্মস্বরূপ-বিনাশের সম্ভাবনা হয়। ভগবৎ-পরিতোষোপযোগী কর্ম্মমাত্র স্বীকার করিলে এবং ভক্তির অধীন সম্বন্ধজ্ঞানকে স্বীকার করিলে সকল কর্ম্মই ভক্তিযোগ হইয়া পড়ে। সেই ভক্তিযোগগত কৃষ্ণ-সংসারাশ্রিত কর্ম্ম সকল করিয়া ভগবৎশিক্ষাক্রমে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের গুণ-নামাদি স্মরণ ও গান করাই সর্ব্বশাস্ত্রের অভিধেয়।"

—'শ্রীমঃ শি, ১০ম পঃ

১৪। কর্ম্মীদিগের কৃষ্ণপূজা ও ভক্তের কৃষ্ণপূজায় পার্থক্য কি ?

"বৈষ্ণবের সাধনভক্তি কেবল সিদ্ধভক্তির উদয় করাইবার জন্য। অবৈষ্ণবের সেই সকল অঙ্গসাধনে দুইটি তাৎপর্য্য আছে অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ। সাধনক্রিয়ার আকার-ভেদ দেখা যায় না, কিন্তু নিষ্ঠা-ভেদ মূল। কর্ম্মাঙ্গে কৃষ্ণের পূজা করিয়া চিত্তশোধন ও মুক্তি অথবা রোগশান্তি বা পার্থিব ফল পাইয়া থাকে। ভক্ত্যঙ্গে সেই পূজার দ্বারা কেবল কৃষ্ণনামে রতি উৎপত্তি করায়। কর্ম্মীদিগের একাদশী-ব্রতে পাপ নষ্ট হয়, কিন্তু ভক্তদিগের একাদশী-ব্রতের দ্বারা হরিভক্তির বৃদ্ধি হয়। দেখ, কত ভেদ !" —জৈঃ ধঃ, ৫ম অঃ

১৫। বহির্ম্মুখ-সংসার ও বৈষ্ণব-সংসারের ভেদ কি ?

"বহির্ম্মুখ-সংসার ও বৈষ্ণব-সংসারে কেবলমাত্র একটি নিষ্ঠা-ভেদ আছে, আকৃতিভেদ নাই। বহির্ম্মুখ ব্যক্তিরাও বিবাহ করে, অর্থ-সংগ্রহ করে, গৃহ করে, গৃহ নির্ম্মাণ করে, ন্যায়ের নাম করিয়া সমস্ত কার্য্য করে এবং সন্তানাদি উৎপাদন করে; কিন্তু তাহাদের নিষ্ঠা এই যে, সেই সমস্ত কার্য্যদ্বারা তাহারা জগতের সুখ বৃদ্ধি করিবে বা জগদন্তর্গত নিজের সুখ লাভ করিবে। বৈষ্ণবগণ সেই সমস্ত কার্য্য তাহাদের ন্যায় অনুষ্ঠান করিয়াও সেই সব কার্য্যফল আত্মসাৎ করেন না, ভগবানের দাস্য বলিয়া থাকেন। চরমে বৈষ্ণবগণ সন্তোষ লাভ করেন, কিন্তু বহির্ম্মুখগণ উচ্চাভিলাষ বা ভুক্তিমুক্তি-স্পৃহা জনিত কাম বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া শান্তিহীন হইয়া পড়েন।"

—চৈঃ শিঃ ৩।২

১৬। সাধুনিন্দা-নামাপরাধ কখন উদিত হয় ?

"কর্ম্মাভিমান ও জ্ঞানাভিমান হইতেই ভক্তসাধুদিগের চরণে অপরাধ হয়; সুতরাং সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধ আসিয়া অভক্তের হৃদয়ে বাসা করে।"

—'সঙ্গত্যাগ', স তোঃ ১১।১১

১৭। পাপ-পুণ্য কি আত্মার স্বরূপগত ধর্ম্ম ?

"পাপ-পুণ্য, উভয়ই সাম্বন্ধিক; আত্মার স্বরূপগত নয়। যে কর্ম্ম বা বাসনা সাম্বন্ধিকরূপে আত্মার স্বরূপ-প্রাপ্তির সাহায্য করিলেও করিতে পারে, তাহাই পুণ্য এবং যদ্দ্বারা সে সাহায্যের সম্ভাবনা নাই, তাহাই পাপ।"

—কৃঃ সং ১০।২

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বিবেক-দংশন

আর কি ভাবিছ মন, দেখরে চাহিয়া,
পলে পলে চ'লে যায় পরমায়ু তব।
ভেবে কি দেখনা তুমি, নাহি তব ভয়—
অমূল্য মানব-জন্ম ফুরালে এবার,
র্লভ মানুষী তনু না মিলিতে পারে ?
এই বেলা ; এই বেলা দেখরে ভাবিয়া,
চরম কল্যাণ তব শ্রীহরি-ভজন।
তারে অবহেলি তুমি নিশ্চিন্ত রহিলে ?
এদিকে শমনদূত আসে আগুসরি,
কেশে ধরি লবে তোমা শমন-সদন।
গর্ভবাস-কালে যেবা তব প্রতিশ্রুতি
সকলি ভুলিলে? মায়াদত্ত ক্রীড়নক
জাগতিক সুখ, তাহাতে মজিলে পুনঃ
ভুলি পূর্ব্বকথা! ধিক্ ধিক্ তোরে মন!
এমন দুর্ম্মতি তুই, এমন নির্ব্বোধ,
না বুঝিলি ভাল-মন্দ আপনি মজিয়ে,
আমারে মজালি তুই বিষয়-সাগরে!
ভুলে গেলি নরদেহ ভজনের মূল,
অলসে খোয়ালি তুই মঙ্গল-সাধন
এ নর-জীবন। বার্দ্ধক্যে ভজন হ'বে—
এ দুর্ব্বুদ্ধি কেবা তোরে দিল, দুরাশয়?
কেবা জানে—কবে দেহ পতন হইবে,
সব আশা ফুরাইবে, না পাবে সময়
চরম মঙ্গল লাভে করিতে যতন।
অনাদি অনন্তকাল আছ বদ্ধ হ'য়ে,
কত যে সুযোগ তুই হারালি কৌতুকে,

এখনও যদি রে কাল কাটে এই ভাবে,
তোর মত বুদ্ধিহীন আর কেবা আছে ?
আর কি উচিত তোর বিন্দুমাত্র কাল
যাপিতে বিষয়-সুখে পুনঃ মত্ত হ'য়ে,—
যে বিষয়-সুখে মত্ত ছিলি চিরকাল
চুরাশীতে লক্ষ জন্মে হইয়া বিভোর।
এইক্ষণ হ'তে তুমি সাধুসঙ্গ কর ;
নিষ্কিঞ্চন সাধুপদ-রেণু গায়ে মাখি
অন্য বাঞ্ছা তেয়াগিয়া শুদ্ধভক্তি সাধ,
সেই সে পরম লাভ, স্বরূপ-লক্ষণ,
নিরুপাধি জীবাত্মার সেই ত' স্বভাব।
যে ক'দিন ভবে থাক, অন্য কার্য্যে রত
হ'য়ে কাল নাহি কাট, বৃথা আর কাজ,
কেবল মায়ার ফের বিষয় প্রপঞ্চ।
শ্রীগৌর-নিতাই-পদে সদা রতি কর,
সাধুগুরু-সেবা-রত থাক অহর্নিশ,
অভীষ্ট মিলিবে—পাবে চরম কল্যাণ।

—শ্রীসারথিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—২৭)

শ্রীভরতের মৃগশরীর ত্যাগকালে হরিনাম গ্রহণ করিয়াও পুনরায় যে দেহপ্রাপ্তি হইয়াছিল, সেস্থলেও সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তিই হইয়াছিল, কারণ তাদৃশ পুরুষের চিত্তে ভগবান্ সর্ব্বদা আবির্ভূত রহিয়াছেন। অতএব মরণকালে একবার মাত্র ভজনই মৃত্যুর পরে কৃতার্থতা উৎপাদন করে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব ভাগবতে (২।১।৬) উক্ত হইয়াছে—

এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্ম্মপরনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ॥

স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, সাংখ্য ও যোগ দ্বারা মরণসময়ে যে নারায়ণের স্মরণ হইয়া থাকে, ইহাই জীবের জন্মের পরমলাভ অর্থাৎ ফল। তাহা কি? নারায়ণের স্মরণ। ইহা সাংখ্যাদির দ্বারা সাধ্য বলিয়া পৃথগ্‌ভাবে সাংখ্যাদির লাভত্ব নিষিদ্ধ হইতেছে। অন্তকালে স্মৃতিই পরমলাভ।

অতএব অজামিল জীবদ্দশায় অন্যসময়েও পুত্রের আহ্বান ক্রমে গৌণ-ভাবে নারায়ণ নাম গ্রহণ করায় প্রথম নাম গ্রহণ ফলেই সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইয়াছিল। তথাপি মরণকালীন এই নামগ্রহণ বৃত্তান্ত কেবলমাত্র তাঁহার প্রশংসার্থই জ্ঞাতব্য। অর্থাৎ তিনি মরণকালেও নামগ্রহণে সমর্থ ছিলেন। উক্তস্থলেও বিষ্ণুদূতগণের বচন দ্বারা তাহা জ্ঞাত হইতেছে—

অথৈনং মাপনয়ত কৃতাশেষাঘনিষ্কৃতিম্।
যদসৌ ভগবন্নাম ম্রিয়মাণঃ সমগ্রহীৎ॥ (ভাঃ ৬।২।১৩)

যেহেতু এই অজামিল মরণকালেও ভগবানের নামগ্রহণ করিয়াছে অতএব ইহার অশেষ পাপ দূরীভূত হইয়াছে সুতরাং তোমরা ইহাকে যমলোকে লইওনা। এস্থলে 'অশেষ'-শব্দ বাসনাপর্য্যন্ত আর 'অঘ'-শব্দ যাবতীয় পাপরোধক হইয়াছে। মরণকালে সকলের দৈন্যাদিও ভগবৎকৃপারূপে জ্ঞাতব্য।

এইরূপ অধিকারিবিশেষকে প্রাপ্ত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণনামাদির তত্তৎফলোৎপত্তি দৃষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে এইরূপই উদাহৃত হইয়াছে—

তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্।
কর্ণপীযূষমাস্বাদ্য ত্যজত্যন্যস্পৃহাং জনঃ॥ (ভাঃ ১১।৬।৪৪)

হে কৃষ্ণ! ভবদীয় লীলাচরিতসমূহ মানবগণের পরম মঙ্গল এবং শ্রবণে অমৃতস্বরূপ বলিয়া তাহা আস্বাদন করিয়া জীবগণ অন্য স্পৃহা পরিত্যাগ করে।

অতএব—ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যং ন লোভো ন শুভামতিঃ।
ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং ভক্তানাং পুরুষোত্তম্॥

হে পুরুষোত্তম! কৃতপুণ্য ভবদীয় ভক্তগণের ক্রোধ, মাৎসর্য্য, লোভ কিম্বা অন্য কোন মঙ্গল লাভের মতি হয় না।

জাতপ্রেম পুরুষের প্রাপ্তিস্থলে উদাহরণ—

নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজ-চ্যুতং হরিকথামৃতম্॥

(ভাঃ ১০।১।১৩)

হে মুনিবর! আমি যদিও বর্ত্তমানে জলপান পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছি তথাপি আপনার মুখপদ্ম বিগলিত হরিকথামৃতপান হেতু অতি দুঃসহ ক্ষুধাও আমাকে অভিভূত করিতে পারিতেছে না।

এইভাবে যেকোনরূপে অনুষ্ঠিত ভজন এবং সম্যগ্ভাবে অনুষ্ঠিত ভজনের বিষয়ে ব্যাখ্যাত হইলে সাক্ষাদ্ভক্তি ভগবদর্পিত ধর্ম্মাদি দ্বারা সাধ্যা হয়। তাহা স্বতঃই সিদ্ধি প্রদানে সমর্থা ও লেশ বা আভাস মাত্র দ্বারাই পরমার্থ পর্য্যন্ত প্রাপিকা হয় এবং তাহাই সর্ব্ববর্ণের পরমধর্ম্ম স্বরূপ। তদ্ব্যতীত অন্যান্য সাধন সকল অকিঞ্চিৎকর। অন্যের অপেক্ষারাহিত্য হেতু ইহাই অনন্যতা শব্দেও কথিত হয়। গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

(গীঃ ৯।২২)

'যাঁহারা অনন্যভাবে আমার ধ্যানসহকারে উপাসনা করেন সেই নিত্য যোগি ব্যক্তিগণের যোগক্ষেম অর্থাৎ অন্নাদি সংস্থান আমিই বহন করি। আর যাহারা শ্রদ্ধার সহিত অন্যদেবতার আরাধনা করে তাহারা অবিধি-পূর্ব্বক আমারই অরাধনা করে।' এই অব্যবহিত বচনদ্বয় দ্বারা অন্বয় ও ব্যতিরেক ক্রমে অন্য উপাসনা রহিত ভগবদুপাসনাই অনন্যত্ব নামে কথিত হইয়াছে।

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্" অর্থাৎ 'সুদুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যভাক্ হইয়া আমার ভজন করেন' ইত্যাদি বাক্যেও ইহাই স্বীকৃত। ইহার অতিদুর্ব্বোধত্ব ও অতি দুর্লভত্বও উক্ত হইয়াছে। যথা—

ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎ প্রণীতং ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।

(ভাঃ ৬।৩।১৯)

এই ভাগবতধর্ম্ম স্বয়ং ভগবৎকর্ত্তৃক নির্ণীত দেবতা বা ঋষিগণ পর্য্যন্ত ইহার তত্ত্ব অবগত নহেন। আরও—

যেঽভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্না
জ্ঞানঞ্চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্ম্ম যত্র।
নারাধনং ভগবতো বিতরন্ত্য মুষ্য
সম্মোহিতা চিততয়া বত মায়য়া তে॥ (ভাঃ ৩।১৫।২৪)

যাহারা তত্ত্বজ্ঞান সহিত ধর্ম্মের আধারভূত এবং আমাদেরও বাঞ্ছনীয় মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও ভগবদারাধনা না করে তাহারা নিশ্চয়ই তদীয় বিশাল মায়াদ্বারা বিমোহিত।

এইরূপে শ্রবণাদি ভক্তিই সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশপূর্ব্বক সাক্ষাৎভাবে ভগবৎপ্রেম-রূপ ফল প্রদান করিতে পারেন এবং তাহা অত্যন্ত দুর্লভ ইহাই নির্ণীত হয়। সুতরাং অন্য কামনাকে অভিধেয় বলা যায় না।

তং দুরারাধ্যমারাধ্য সতামপি দুরাপয়া।
একান্তভক্ত্যা কো বাঞ্ছেৎ পাদমূলং বিনা বহিঃ॥ (ভাঃ৪।২৪।৫৫)

ইতি তস্মাত্র কামনায়াঞ্চ ভক্তেরেবাকিঞ্চন ত্বমকামত্বঞ্চ সংজ্ঞাপিতম্॥

মত্তোঽপ্যনন্তাৎ পরতঃ পরস্মাৎ
স্বর্গাপবর্গাধিপতের্ন কিঞ্চিৎ।
যেষাং কিমু স্যাদিতরেণ তেষা-
মকিঞ্চনানাং ময়ি ভক্তিভাজাম্॥ (ভাঃ ৫।৫।২৫)

হে ভগবান্! সুদুর্লভা একান্তভক্তির সহিত সজ্জনগণেরও দুরারাধ্য আপনার আরাধনা করিয়া কোন্ ব্যক্তি ভবদীয় পাদমূল ব্যতীত অন্য বিষয় কামনা করে? এই বাক্যে ভক্তিমাত্র কামনাস্থলেও ভক্তিরই অকিঞ্চনত্ব ও অকামত্ব জ্ঞাপিত হইয়াছে। এবিষয়ে প্রমাণ—যাঁহারা স্বর্গ ও মোক্ষফলের অধিপতি পরম পুরুষ আমার নিকট ও কিঞ্চিন্মাত্র প্রার্থনা করেন না তাদৃশ নিষ্কিঞ্চন মদীয় ভক্তগণের অন্যদেবতার নিকট কি প্রার্থনীয় থাকিতে পারে?

গজেন্দ্রবচনও এইরূপ—

একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ। (ভাঃ৮।৩।২০)

যাঁহারা একান্তভাবে ভগবানের শরণাগত, তাঁহারা তাহার নিকট অন্য কোন পুরুষার্থই কামনা করেন নাই। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও শ্রীনৃসিংহ-দেবের নিকট কোনরূপ বরপ্রার্থনা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ॥
অহং ত্বকামস্ত্বদ্ভক্তস্ত্বঞ্চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ।
নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব॥

(ভাঃ ৭।১০।৫-৬)

যিনি স্বামীর নিকট স্বার্থ কামনা করেন, তিনি বস্তুতঃ সেবক নহেন এবং যে স্বামী ভৃত্য হইতে প্রভুত্ব লাভ কামনায় তদীয় কামনা পূরণ করেন তিনিও বস্তুতঃ প্রভু নহেন। আমি আপনার কামনাশূন্য ভক্ত এবং আপনিও প্রভুত্ব লাভে নিস্পৃহ অতএব আমাদের প্রয়োজন রাজা ও তদীয় ভৃত্যের প্রয়োজনের মত পরস্পরের স্বার্থস্বরূপ নহে।

অতএব বলিয়াছেন—

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্‌যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥ (ভাঃ ৭।৯।১১)

বিশেষতঃ প্রভু নিজলাভে পূর্ণ বলিয়া অবিদ্বজন্ হইতে কখনও নিজের মান বরণ করেন না, পরন্তু মুখে অঙ্কিত চিত্রাদি শোভা যেরূপ দর্পণস্থিত প্রতিবিম্বে লক্ষিত হয়, সেইরূপ মানবগণ ভগবানের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত পূজাদি করিয়া থাকেন, তাহা নিজ আত্মারই সন্তোষের হেতু হইয়া থাকে।

তিনি নিজের লাভেই পরম সন্তুষ্ট। পূজাদি বিষয়ে ভক্তের যে কষ্ট হয়, তদ্‌বিষয়ে অসহিষ্ণু। কিরূপ জনের নিকট প্রার্থনা করেন না— অবিদ্বান, অর্থাৎ পিতৃসমীপে পুত্র যেরূপ অজ্ঞ, সেইরূপ তাঁহার নিকট যে অজ্ঞ, তাদৃশ ব্যক্তির নিকট হইতে। স্বয়ং ও তাদৃশ জনগণের অন্যতম বলিয়া প্রহ্লাদ মহারাজ দৈন্যোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। অথবা অবিদ্বান অর্থে ভগবদাবেশ বশতঃ অন্য কোন বিষয়ই অবগত নহেন। উভয় অর্থেই এই অবিদ্বাভাব ভগবানের কারুণ্য হেতু হইয়া থাকে। তাহা হইলে কি মানবগণ তাঁহার পূজা করেন না? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন— ভক্তজন তাঁহার উদ্দেশ্যে যে যে পূজার অনুষ্ঠান করেন, তাহা নিজের জন্যই হইয়া থাকে অর্থাৎ ভগবানের সম্মান হেতুই নিজসম্মানজ্ঞানে সুখ অনুভব করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। ভগবদ্‌গতপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষে ভগবানের সম্মানেই যে নিজের সম্মান হয় তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিতেছেন—মুখে যে শোভা করা যায় তাহা প্রতিবিম্বের শোভার জন্য হয়, পরন্তু অন্য কোন বস্তু প্রতিবিম্বের শোভাজনক হয় না।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

নিরুত্তর

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ৩৯০ পৃষ্ঠার পর)

৪র্থ পত্র

শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দবিগ্রহ বিজয়েততাম্

গ্রাম—কুশলপুর,
পোঃ আটাত্তর (মেদিনিপুর)
তাং ১২।১০।৭০

সবিনয় নিবেদন,—

মাননীয় শ্রীশৈলেন বাবু! পত্রে আমার নমস্কার গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবেন।

আপনার ১৩।১২।৬৩ তারিখের পত্রের উত্তর ১০।৯।৭০তারিখে 'ইনল্যাণ্ড লেটারে' যথাসময়ে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হইয়াছে। আশা করি তাহা যথাসময়ে আপনার নিকট পৌছিয়াছে, উক্ত পত্রের বিবৃতির বিষয়োত্তর গ্রহণের ইচ্ছা ছিল, তাহা কি কারণ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া মাসাধিককাল সময়াতীত হইল তাহা বুঝিলাম না, তাই পুনরায় পোষ্টকার্ডে পত্র পাঠাইলাম, উক্ত পূর্ব্বপত্রের সঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়ম, বিচার, আচার, আকৃতি ইত্যাদির বিশেষ অবগতির জন্য চতুর্দ্দশ-বর্ষ শ্রাবণ মাসের একখানি গৌড়ীয়-পত্রিকা ডাক মারফৎ পাঠাইয়াছিলাম। তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন কিনা জ্ঞাতব্য হওয়া গেল না। উহা এই পত্রের উত্তরের সঙ্গে জ্ঞাতব্য করিতে চেষ্টা করিবেন। আনুসঙ্গিক আলোক-তীর্থের প্রতিবাদ পত্রিকা-গুলির জ্ঞাতব্য হইতে চেষ্টা করিতেছেন কিনা তাহা জানাইতে চেষ্টা করিবেন। আরও দু' একটি কথা জানাইতেছি যে, পুরাণ সকলের কোন কোন স্থানে ভাল কথা আছে, এমন কি শ্রীমদ্ভাগবতেও কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল কথা আছে, উক্ত কথাটি আলোক-বন্দনার মধ্যে রয়েছে, আপনার এই উক্তি অনুযায়ী পুরাণ সকলের মধ্যে যেখানে সারকথা পাইব সেই অংশ গ্রহণ করিব, যেমন মৌমাছি ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করে তাহার পাতা, ফল-ফুল, শাখা-কাণ্ড ইত্যাদি গ্রহণ করে না। তাই বলে কাণ্ড-শাখা, ফল-ফুল, পাতা ইত্যাদির প্রয়োজন নাই তাহা বলা হইবে না। এবং ঐগুলি থাকার জন্য ঈশ্বর-কর্তৃক সৃষ্ট নয় তাহাও হইতে পারেনা। সুতরাং মধুর তুলনায় পাতা, শাখা, কাণ্ড ইত্যাদি হেয় অংশ, সেইরূপ পুরাণ সকলের মধ্যে 'মধু'র ন্যায় সারঅংশ গ্রহণীয়। তাই

বলে ঐগুলি বেদব্যাসের রচিত নয় তাহা দর্শন, বিচার, যুক্তি, বিবেক অনুযায়ী কোন মতে সিদ্ধ হয় না।

পুরাণগুলির মধ্যে 'গরুড় পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ এবং পদ্মপুরাণে বর্ণনা রয়েছে, "অম্বরীষ শুকপ্রোক্ত নিত্যং ভাগবতং শৃণং। পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদিচ্ছসি ভবক্ষয়ম্॥" আরও প্রহ্লাদ সংহিতাতে শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ রহিয়াছে, উপরি উক্ত পুরাণগুলি এবং সংহিতা সম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার ত্রয়োদশ-বর্ষ, দশম সংখ্যা, ৩৭৬ পৃষ্ঠায়, সন্দর্ভ-সার (৩নং) এই শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা হইয়াছে, তাহা আপনি প্রয়োজন মনে করিলে খোঁজ করিয়া দেখিতে পারেন, উক্ত পুরাণগুলি যদি আপনার নিকট অবস্থান করেন তাহাতেও দেখিতে পারিবেন।

আলোক-তীর্থ, ১৭৩ পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৬ লাইন পর্য্যন্ত আপনি বলেছেন; আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মহর্ষি দয়ানন্দের মতে শ্রীমদ্ভাগবত 'হিমাদ্রি গ্রন্থ রচয়িতা বোপদেবের লেখা [সত্যার্থ প্রকাশঃ ৩৭২ পৃঃ] হিমাদ্রি গ্রন্থে লেখা আছে— * * * *

আরও বলেছেন, 'ভাগবত যে বোপদেবের লেখা সে কথা নগেন সরকার প্রণীত বাংলা "বিশ্বকোষ" এবং সুবল মিত্রের বাংলা-অভিধান (৬ষ্ঠ সংস্করণ) গ্রন্থেও উল্লেখ করা আছে।'

শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেবের লেখা নয়, তাহার জন্মের বহুপূর্ব্বে যে শ্রীমদ্ভাগবতের বিদ্যমানতা ছিল তাহা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার চতুর্দ্দশ-বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ফাল্গুন মাস, ১৭ পৃঃ 'সন্দর্ভ-সার (৬নং)' এই শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধের মধ্যে শঙ্করাচার্য্য কৃত গোবিন্দাষ্টকের এক শ্লোকে বলিয়াছেন— মা যশোদাকে কৃষ্ণ-মুখচন্দ্রে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন এবং শঙ্করাচার্য্য বাসুদেব সহস্র নামাবলীর টীকাতে ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন, আরও শঙ্কর "প্রবোধ সুধাকর" নামক গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ভাগবতের সহিত মিল আছে। আর অধিক কি? ত্রুটি মার্জ্জনীয়।

ইতি—

শ্রীধীরকৃষ্ণ সেবাসুহৃদ।

(ক্রমশঃ)

আধ্যক্ষিকের প্রতি মহাপ্রভু

যে-পর্য্যন্ত মহাভাগবতের কৃষ্ণৈকশরণতা লক্ষ্য করিবার মত অবস্থা আমাদের না হয়, সে-পর্য্যন্ত আমরা বিধি-মার্গের নিয়ম পালন-কারিগণকে মাত্র সাধু ও গুণবান্ জ্ঞান করি। বিধি-বহির্ভূত কোন আচরণ দেখিলেই তাহা দোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। বিধি-মার্গের অধিকারী সম্বন্ধে এইপ্রকার গুণ ও দোষের ধারণা যুক্তিযুক্ত হইলেও বিধির অতীত মহাভাগবতগণ সম্বন্ধে যদি তাহার প্রয়োগ করিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের মূঢ়তাই প্রকাশ পাইবে মাত্র। বস্তুতঃপক্ষে আমাদের বিধিমার্গীয় ধারণার গুণ ও দোষের অতীত মহাভাগবত। এতৎ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবর শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্ ॥

—এই শ্লোকটীর বিবৃতিতে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—"ভগবানের একান্ত ভক্তগণের গুণের বা দোষের বিচার করিতে নাই। ভগবদ্ভক্তগণ সমচিত্ত ও সাধু এবং প্রাকৃত বুদ্ধির অতীত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের সেবাপর হওয়ায় তাঁহাদিগকে বিধি-নিষেধ জন্য পাপ-পুণ্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। জাগতিক বুদ্ধি বৈষম্য-দর্শন উৎপাদন করিয়া জীবকে ভোক্তৃ-ভোগ্যভাবে অবস্থান করায়। কিন্তু ভগবৎ-সেবাপর ঐকান্তিক ভক্তগণ অনাত্ম-ভোগবাসনায় আবদ্ধ থাকেন না।"

মহাপ্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়-দেশবাসিগণের উদ্ধারার্থ নীলাচল হইতে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে পাঠাইয়া-ছিলেন। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীবলদেব প্রভুই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ। এহেন নিত্যানন্দ প্রভুর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিধিভক্তির দৃষ্টিতে তাঁহার চরিত্র লক্ষ্য করিতে যাইয়া অনেক দুর্ভাগা ব্যক্তি ভীষণ অসুবিধায় পতিত হইয়াছে। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু নানাপ্রকার লীলাবিলাস প্রকটন এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে জনগণকে আকর্ষণপূর্ব্বক নানাবিধ অলঙ্কার বিবিধ বেশভূষা এবং তাম্বূল, কর্পূর ও চন্দনমাল্যাদি বিলাস-দ্রব্য, গ্রহণ করিয়া বিচরণ করিতেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সেবায় ঐ সকল নিযুক্ত হইলেই তাহাদের সার্থকতা, তাহা বুঝিতে না পারিয়া অনেক পণ্ডিতম্মন্য

ব্যক্তি বঞ্চিত হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভ্রাতা মহাপ্রভুকে স্বীকার করিয়াও নিত্যানন্দ প্রভুর আচরণের প্রতি কটাক্ষপাত করিলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ভ্রাতাকে সর্ব্বনাশের অভিসম্পাত করিয়া গৃহপরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীধাম বৃন্দাবনে চলিয়া আসেন। নিত্যানন্দপ্রভুর চরণে অপরাধ করিয়া পাপিষ্ঠ রামচন্দ্র খাঁর কি দুর্দ্দশা হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠকগণের নিকট তাহা অবিদিত নহে। মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী এক বিপ্রও নিত্যানন্দ প্রভুর আচরণ সম্বন্ধে সন্দেহযুক্ত হইয়া নীলাচলে গমনপূর্ব্বক মহাপ্রভুর নিকট কয়েকটি প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই বিপ্র শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে সন্ন্যাসিগণেরও সেব্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসি-মাত্র জ্ঞানে, সন্ন্যাসীর কৃত সম্বন্ধে উক্ত—

"তাম্বূলং বিধবা-স্ত্রীণাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্।
সন্ন্যাসিনাঞ্চ গোমাংসসুরাতুল্যং শ্রুতৌ শ্রুতম্॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮৩ অধ্যায়)

"অনিকেতস্থিতিরেব স ভিক্ষুর্হাটকাদীনাং নৈবং পরিগ্রহেৎ॥"

(পরমহংসোপনিষৎ)

"গ্রামান্তে বৃক্ষমূলে বা বাসং দেবালয়েঽপি বা।
ধৌতকাষায়-বসনো ভস্মচ্ছন্নতনূরুহ॥"

(কূর্ম্মপুরাণ, উপবিভাগ, ২৭ অধ্যায়)

"বিভৃয়াদ্যদ্যসৌ বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্॥"

(ভাঃ ৭।১৩।২)

"হিরন্ময়ানি পাত্রানি কৃষ্ণায় সময়ানি চ।
যতীনাং তান্যপাত্রাণি বর্জ্জয়েৎ জ্ঞানিভিক্ষুকঃ॥
যস্মাৎ ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন দৃষ্টঞ্চ স ব্রহ্মহা ভবেৎ।
যস্মাৎ ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন স্পৃষ্টঞ্চ স পৌল্কশো ভবেৎ।
যস্মাৎ ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন গ্রাহ্যঞ্চ স আত্মহা ভবেৎ॥"

(পরমহংসোপনিষৎ টীকা)

"দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ কৌপীনঞ্চ পরিগ্রহেৎ শেষং বিসৃজ্য।"

(আরুণেয়োপনিষৎ)

"দণ্ডং কমণ্ডলুং রক্তবস্ত্রমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ।
নিত্যং প্রবাসী নৈকত্র স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ।
শুদ্ধাচারদ্বিজান্নঞ্চ ভুংক্তে লোভাদিবর্জ্জিতঃ।"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড ৩৩ অধ্যায়)

—প্রভৃতি শাস্ত্র-বাণী মনে আলোড়নপূর্ব্বক সন্দেহযুক্ত হইয়াছিল। মহাপ্রভু বিপ্রের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—

"পদ্মপত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল।
এইমত নিত্যানন্দ-স্বরূপ নির্ম্মল॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র, সর্ব্বদা বিহরে॥
অধিকারী বই করে তাহান আচার।
দুঃখ পায় সেই জন, পাপ জন্মে তার॥
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষ পান।
সর্ব্বথায় মরে সর্ব্বপুরাণ-প্রমাণ॥
এতেকে যে না জানিঞা নিন্দে তান কর্ম্ম।
নিজ দোষে সেই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম॥
গর্হিতো করয়ে যদি মহা-অধিকারী।
নিন্দার কি দায়, তাঁরে হাসিলেই মরি॥"
(শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য ৬ষ্ঠ অঃ)

এই কথা বলিয়া মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের একটি উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠকগণ অবশ্যই অবগত আছেন যে, শ্রীবাসুদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেবকীর গর্ভজাত ছয়টি পুত্রের মৃত্যু কংসকর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছিল। কংস দেবকীর ভ্রাতা এবং ঐ সন্তানসমূহের মাতুল; মাতুলের পক্ষে সহস্তে ভাগিনেয়ের বিনাশ অস্বাভাবিক। কিন্তু ঐ শিশু-ষট্‌কের মহাভাগবত-চরণে অপরাধফলে কর্ম্মফলভোগ-ব্যপদেশে ঐ অকাল মৃত্যু আসিয়াছিল। এই ছয় ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে ব্রহ্মার পুত্র মরীচির ছয় তনয় ছিল। তাহারা কোনও সময়ে স্বয়ম্ভূকে কামশরে বিদ্ধ হইয়া বাক্‌নাম্নী মনোহারিণী দুহিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া হাস্য করিয়াছিল। এই হাস্যের ফলেই ইহারা ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে বিবিধ দুঃখ পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তৎপরে দেবকীর গর্ভে জন্ম-গ্রহণের পরে

পুনরায় মাতুল কংসকর্ত্তৃক জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যমের দ্বারে নীত হয়। শ্রীকৃষ্ণের করুণার ফলে ইহারা বলির ভবন হইতে আনিত হইয়া দেবকীর স্তন্য কৃষ্ণ-উচ্ছিষ্ট পানের ফলে মুক্ত হইয়াছিলেন। এই ছয় জন সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তথাপি বৈষ্ণবের আচরণের প্রতি উপহাস করায় ঐ প্রকার দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিপ্র মহাপ্রভুর এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া এবং মহাপ্রভুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া নবদ্বীপে গমনপূর্ব্বক নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করেন এবং তাঁহার মহিমা বর্ণন করিতে থাকেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে বিপ্রকে বলিয়াছেন—

"যে তাঁহারে প্রীতি করে, সে করে আমারে।
সত্য সত্য সত্য বিপ্র, কহিলু তোমারে॥"

"গৃহ্ণীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্ বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজম্।"

এতৎপ্রসঙ্গে আমাদের বিশেষভাবে লক্ষিতব্য বিষয় যে, আধ্যক্ষিক অধিকার অর্থাৎ আপাতদর্শন একপ্রকার, আর তাৎপর্য্যযুক্ত সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রবেশ অন্য প্রকার। যাঁহারা অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির আবরণ পরিত্যাগ করিয়া অনুকূলভাবে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের অনুশীলন করেন, তাঁহাদের অধিকার ও তদিতর অপর পক্ষের অধিকারের মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে। প্রাকৃত জনগণ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের অধীন। অপ্রাকিত বস্তুতে মায়িক দোষ ও গুণ প্রবেশ করিতে পারে না। পদ্মপত্র যে-প্রকার পারদ ও জলাদিকে আবদ্ধ করিতে পারে না সেইপ্রকার প্রাকৃত ভোগ-তৎপরতা কখনই কৃষ্ণভোগ তাৎপর্য্যপর চিত্তকে আবদ্ধ করিতে সমর্থ নহে। প্রাকৃত-দৃষ্টিতে ভগবদ্ভক্তকে গর্হিত কর্ম্মের আবাহক মনে করিয়া অবজ্ঞা করিলে তাহার ফলে পুনঃ পুনঃ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। আমরা যাহাতে ঐ অসুবিধায় পতিত না হই, তজ্জন্যই ভগবদ্গীতা আমাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥"

—এবং শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু উপদেশ করিয়াছেন—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।"

গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেণপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥

মহাভাগবতের আচরণে দোষ দর্শন করিলে যে-প্রকার ভীষণ অবস্থায় পতিত হইতে হয়, সেই প্রকার তাঁহার অনুকরণ করিতে গেলেও অসুবিধারাশি আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। আউল-বাউলাদি অপসম্প্রদায়সমূহ তাহাদের ঘৃণিত চরিত্র সমর্থনের জন্য সপার্ষদ মহাপ্রভুর সম্বন্ধে যে অলীক গল্প সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে যেন আমরা কেহ বিশ্বাস স্থাপন না করি। "আমি বৈষ্ণব, আমার আচরণ কাহারো সমালোচনার বিষয় হইবে না"—এই প্রকার বিচার যদি মাদৃশ বদ্ধজীব করিয়া বসে, তাহা হইলেও তাহার সমূহ অমঙ্গল। আমার ন্যায় বদ্ধজীবের কার্য্যাবলী কৃপাময় বৈষ্ণবগণ সমালোচনা করিয়া আমাকে সংশোধিত হইবার যে সুযোগ দেন, তজ্জন্য তাঁহাদের চরণে কোটি কোটি প্রণতি-বিধানপূর্ব্বক কৃতজ্ঞ থাকাই আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহাদের শাসন শিরে ধারণ করিলেই আমার মঙ্গল। আমি যেন অনধিকারচর্চ্চায় গা ভাসাইয়া দিয়া ঐকান্তিক গুরুসেবকগণের আচরণে দোষ দর্শন করিতে না যাই। শাসনের পাত্র আমি যেন আমার প্রভুগণের উপর শাসন-দণ্ড ধরিতে না যাই। আমি যেন আমার প্রভুগণের কার্য্যের অনুকরণ না করিয়া তাঁহাদের গুরুসেবার আদর্শ অনুসরণ করিতে যত্নপর হই। আমার অধিকারের বিষয় যেন আমার সর্ব্বদা স্মরণ থাকে। ব্রহ্মার কামশরে বিদ্ধ হইবার লীলা যেন আমাকে সর্ব্বদা ভাগবতের (৯।১৯।১৭) নিম্নলিখিত শিক্ষা স্মরণ করাইয়া দেয়—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥

আমি যেন গুরুবর্গের আচরণে দোষ না দেখিয়া স্মরণ রাখিতে পারি যে—

"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাৎ যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥
ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥ (ভাঃ ১০।৩৩।২৯-৩০)

আমার দৃষ্টি যেন মহাপ্রভুর উপদেশে আধ্যক্ষিকতা পরিত্যাগ করিয়া অধোক্ষজের সেবায় নিযুক্ত হয়। সকলেই কৃষ্ণভজন করিতেছেন, কেবলমাত্র আমিই দুর্ভাগ্যক্রমে ভজন করিতে পারিতেছি না, আমার নিজের সম্বন্ধে এই বিচার যেন কখনও বিস্মৃত না হই। গুরু-বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদই আমার একমাত্র সম্বল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

রাখে হরি মারে কে ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা ২৭২ পৃষ্ঠার পর)

চতুর্থ অঙ্ক

১ম দৃশ্য

বাইশ বাজারের শেষ বাজার

[রক্তাক্ত কলেবর শ্রীহরিদাসকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া শৃঙ্খল ধরিয়া ১ম পাইক ও বেত্র হস্তে ২য় পাইকের প্রবেশ]

২য় পাইক—(হরিদাসের প্রতি) এই ছোঁড়া, আর অপকর্ম্ম কর্‌বি ! এখনও তোর শিক্ষা হয় নি ? দেখ্—এইবার !

(হরিদাসকে সজোরে বেত্রাঘাত করিল)

হরিদাস—(বিস্মিত নয়নে পাইক দ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক স্বগতঃ স্বরে) আমি তো এদের কাছে কোন অপরাধ করি নি ! তবু কেন এরা আমায় এমন নির্দ্দয়ভাবে প্রহার কর্‌ছে ! হায় ! হায় !! এরা কত পাপী ! এদের গতি কি হবে !

১ম পাইক—(২য় পাইকের প্রতি) শোন্‌রে ভাই, এ আবার চুপি চুপি কি বলে যে !

২য় পাইক—(হরিদাসের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাতপূর্ব্বক) এই কি বল্‌ছিস্‌ ?

(হরিদাস—নিরুত্তর)

২য় পাইক—(হরিদাসের অঙ্গে পুনঃ পুনঃ বেত্রাঘাতপূর্ব্বক) পাজী, হতভাগা কোথাকার ! এ মরেও না, উপরন্তু আমাদের ভোগাচ্ছে।

হরিদাস—হে জগদীশ্বর ? এরা যে কি পাপ কর্‌ছে, তা এরা জানে না। এদের এই কুকর্ম্মের জন্য এরা যে ভীষণ যম-যাতনা ভোগ কর্‌বে। ওগো কৃপাময় শ্রীহরি ! তুমি এই নির্ব্বোধ পাপীদের অপরাধ ক্ষমা করে এদের উদ্ধার কর।

১ম পাইক—(স্তম্ভিত হইয়া) দেখ্ ভাই, এ ছোড়াটা কত উদারচিত্ত ! দেখ্ বাইশ বাজারে এত প্রহারের পরেও এ আমাদের মঙ্গল কামনা কর্‌ছে !

২য় পাইক—তাইতো রে—এ যে অবাক্‌কাণ্ড ! আমি ভেবেছিলাম এর এ' সব চালাকি ; এখন দেখ্‌ছি তা' নয় !—এ আমাদের শত্রু হয়েও প্রকৃতই হিতাকাঙ্ক্ষী। আর এর মরণও বোধ হয় নেই,—যেন

অমরত্ব পেয়ে বসেছে ; নইলে মরণশীল মানুষ কি এত মার' সত্ত্বেও বেঁচে থাক্‌তে পারে ?

১ম পাইক—(চিন্তিত চিত্তে) সবই আশ্চর্য্য ? সবই আশ্চর্য্য !! ভাইরে, আমার বড় ভয় করছে। এর মৃত্যু না হ'লে তো আমাদের বংশে আর বাতি দিতে কেউ থাকবে না ! (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।)

[অনন্তর ১ম পাইক ও ২য় পাইক উভয়ে ধীর পদ-বিক্ষেপে হরিদাসের কাছ হইতে একটু তফাতে গিয়া কি যেন যুক্তি করিয়া আবার হরিদাস-সমক্ষে বিনম্রভাবে উপস্থিত হইল।]

২য় পাইক—(বেত্র ত্যাগপূর্ব্বক হরিদাসের প্রতি ভীত কণ্ঠে) ওগো ঠাকুর ! তোমার মৃত্যু না হ'লে আমরা যে বংশে বিনাশ হ'ব।

১ম পাইক—(হরিদাসের প্রতি) ঠাকুর, আমরা তোমায় বড় কৃপালু বলেই জানি। তুমি না মরলে কাজী ও বাদশা ভাব্‌বেন আমরা তোমায় জোড়ে প্রহার করেনি। এখন তুমি কৃপা করে দেহত্যাগ করে আমাদের প্রাণ বাঁচাও ঠাকুর ! নইলে তোমার কারণেই কাজী আমাদের সকলের প্রাণ নেবেন।

হরিদাস—(নিরুত্তর)

২য় পাইক—আরে, ঠাকুর বড় সুবিবেচক ও ভালো মানুষ ! ঠাকুরকে কি অত বোঝাতে হয়। ঠাকুরের একটা প্রাণের বিনিময়ে আমাদের এতগুলো প্রাণ বিনষ্ট হোক্—এমন অমঙ্গল কামনা আমাদের মঙ্গল-কামী ঠাকুর কখনই করেন না। (হরিদাসের প্রতি) কি গো ঠাকুর, আমি ঠিক বলি নি ?

হরিদাস—(কিছু উত্তর না দিয়া মুচ্‌কি হাসিলেন)

১ম পাই—(হরিদাসের প্রতি করযোড়ে) ওগো ইচ্ছাময় ঠাকুর, তুমি তো' আমাদের বরাবরই মঙ্গল কামনা করছ। তুমি মরলে আমাদের বড় মঙ্গল হয়।

২য় পাইক—(সভয়ে ও চিন্তিত হইয়া হরিদাসের চরণ স্পর্শপূর্ব্বক) ঠাকুর, একবার কৃপা করে মৃত্যু বরণ কর !

হরিদাস—(স্মিত হাস্যে) ভাই, তোমরা বড় ভীত হয়েছো দেখ্‌ছি ! আমি বেঁচে থাক্‌লে তোমাদের সর্ব্বনাশ হবে ভাব্‌ছো ?

১ম পাইক—হ্যাঁ ঠাকুর, তুমি ঠিক ধরেছো !

২য় পাইক—ঠাকুর, তুমি না মর্‌লে তোমায় কে মারে ?

হরিদাস—তবে কি আমাকে একান্তই স্বেচ্ছায় মর্‌তে হবে ?

১ম পাইক—(হরিদাসের প্রতি) হ্যাঁ ভাই, আমরা বুঝেছি তুমি ইচ্ছাময় ; তুমি ইচ্ছা কর্‌লেই মর্‌তে পার। ঠাকুর, তোমার সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। তুমি না মর্‌লে আমাদের দুর্গতির একশেষ হবে।

হরিদাস—(হাসিয়া) বেশ ভাই, আমি মর্‌লে যদি তোমাদের মঙ্গল হয়, তা' হ'লে আমি মরি।

(হরিদাস ধ্যানানন্দে আবিষ্ট চিত্তে সমাধিস্থ হইলেন)।

২য় পাইক—(১ম পাইকের প্রতি) দেখ্—দেখি, বেটা এবার মর্‌ল কিনা !

[১ম পাইক ও ২য় পাইক উভয়ে হরিদাসকে নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক দেখিলেন যে, হরিদাসের দেহ নিশ্চল ও নিস্পন্দ।]

১ম পাইক—কি ব্যাপার রে! এ যে সত্যি সত্যিই নিজেই প্রাণত্যাগ কর্‌ল ! তা' হ'লে আমাদের কথা রেখেছে—কি বলিস্ !

২য় পাইক—ছোঁড়াটা খুব ভালমানুষ ভাই! আমাদের এ যাত্রায় বাঁচিয়ে দিয়ে গেল ! তবে এমন আশ্চর্য্য ঘটনা তো কাউকে বলা চল্‌বে না !

১ম পাইক—খবর্‌দার, এ কথা যেন প্রকাশ হয় না ! তা'হলেই আমাদের জারি জুরি সব ফক্কা;—শেষে গর্দ্দানও যাবে ! (সহসা দূরে দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক) ও-রে ; এদিকে যেন কারা আস্‌ছে বলে মনে হচ্ছে !

২য় পাইক—তাই নাকি ? নে,—নে—এই মরাটার উপরই পুনরায় প্রহার চালা ! আমরা দেখাবো যে আমরাই একে মেরে ফেলেছি। হেঃ—হেঃ—, আমরা কি কাপুরুষ !

[২য় পাইকের ত্যক্ত বেত্রটী এইবার ১ম পাইক কুড়াইয়া লইয়া সমাধিপ্রাপ্ত হরিদাসকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল]

১ম পাইক—(সমাধিপ্রাপ্ত হরিদাসের প্রতি) দেখ্ এইবার দুষমন্ ! আমাদের ক্ষমতা আছে কি নেই ?

২য় পাইক—চালাও চালাও,—মার চালাও !

[ইত্যবসরে নাগরিকদ্বয়ের প্রবেশ]

১ম নাগরিক—আঃ, আচ্ছা মার হচ্ছে! এই রকম মার নইলে মার !

২য় নাগরিক—(হরিদাসের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া) আরে, এ যে আর বেঁচে নেই ! তোমরা এ মরাটাকে মেরে কি কর্‌ছ ? হা আল্লা, আমার একি দুর্ভাগ্য,—আমি এর জীবন্ত অবস্থায় মার দেখ্‌তে পেলাম না। বেটা মার খেয়ে কি রকম ভঙ্গী কর্‌ত, কি রকম কাঁদতো, কি রকম কাকুতি-মিনতি করতো তাই দেখে আমি আনন্দে কত নাচতাম !—হায়, হায় ; আমার সে-আশা আর মিট্‌লো না !

১ম পাইক—(প্রহার করা বন্ধ করিয়া) যাক্, এতক্ষণে তবে বেটা মরেছে ! হেঃ-হেঃ—, আমাদের কি কম পরিশ্রম কর্‌তে হয়েছে বাপু !

২য় পাইক—এ ছোঁড়াটাকে মারা নেহাৎ কাপুরুষের কর্ম্ম নয়। বড় বড় বীরও হিম্‌সিম্ খেয়ে যেতো। আমরা বলেই তাই একে কুপোকাৎ করেছি।

১ম নাগরিক—বেশ ভাই,—বেশ ! তোমরা বাহাদুর !

১ম পাইক—(২য় পাইকের প্রতি) এবার একে কোথায় নিয়ে যাবার মতলব কর্‌ছিস্ ?

২য় পাইক—দাঁড়া, একটু চিন্তা করে দেখি।

(গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হইল)

[সহসা নগররক্ষীর প্রবেশ]

নগররক্ষী—কি খবর, সব চুপ্-চাপ্ দাঁড়িয়ে রয়েছো যে ?

২য় পাইক—(সানন্দে) হুজুর, এ হরিদাসটা এবার মারা গেছে।

নগররক্ষী—ও-বেটা মরেছে ?

(হরিদাসকে নিরীক্ষণ করিয়া) যাক্, এতদিনে একটা মস্তবড় শয়তানের মৃত্যু হ'ল ! (স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল)।

১ম পাইক—এর মৃতদেহটার এখন কি কর্‌ব হুজুর ?

নগররক্ষী—ওর মৃতদেহটাকে এবার রাজপ্রাসাদের দ্বারে নিয়ে চল। আমি এখনই কাজীজীকে এ সুসংবাদটা জানিয়ে রাজপ্রাসাদে যাচ্ছি।

সকলে—জী-হুজুর ! (নগররক্ষীর প্রস্থান)

২য় পাইক—(সকলকে সম্বোধন করতঃ) এসো, এইবার সকলে মিলে একে ধরাধরি ক'রে রাজদ্বারে নিয়ে যাওয়া যাক্ !

(সকলে মিলিয়া হরিদাসের মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া প্রস্থান।)

২য় দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ—বিচারালয়

মুলুকপতি, গোরাইকাজী ও নগররক্ষীর প্রবেশ।

মুলুকপতি—(সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক কাজীর প্রতি) সেদিন বাইশ বাজারের শেষ বাজারেও হরিদাসের মরণ হয় নি ও তা'কে রীতিমত প্রহার করা হয়েছে—এ খবর পেয়েছি। প্রকৃতই কি সে এখনও জীবীত আছে?

গোরাই কাজী—(সানন্দে) আমাদের আশাপূর্ণ হয়েছে হুজুর! বেত্রাঘাতেই তার প্রাণ বহির্গত হয়েছে।

মুলুকপতি—এ সংবাদ সত্য তো?

নগররক্ষী—হুজুর! আমি স্বচক্ষে তা'কে মৃত অবস্থায় দেখে এসে কাজীকে জানিয়েছি। তা' ছাড়া তা'কে এখন আপনার দরবারে আনা হচ্ছে।

মুলুকপতি—যাইহোক্, সে যে মারা গেছে এইটাই যথেষ্ট। এত বাজারে প্রহার সত্ত্বেও সে মরেণি শুনে আমি বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম।

গোরাইকাজী—জাঁহাপনা! হরিদাস মহাপাপী ছিল, তাই সে এত দুঃখ পেল! আপনার এই ধর্ম্মরাজ্যে হরিদাস যে অনাচার আরম্ভ করেছিল, মেহেরবান্ খোদারও তা' সহ্য হয়নি।

নগররক্ষী—(বাদ্‌শার প্রতি) হুজুর, এখন হরিদাসের ঐ মৃতদেহটার কি ব্যবস্থা করা হবে?

মুলুকপতি—হরিদাস তো মুসলমানেরই সন্তান। অতএব তা'কে আমাদের প্রথানুযায়ী কবর দেওয়াই ব্যবস্থা কর?

গোরাইকাজী—(জাঁহাপনার প্রতি) হুজুর, ওকে কবর দেওয়া সঙ্গত হবে কিনা বিবেচনা করুন! ও নচ্ছার বেধর্ম্মীটা মুসলমান-সন্তান হয়ে সেচ্ছাকৃত যে অপরাধ করেছে তা'তে ওর মৃতদেহে মাটী দিলে সদ্‌গতি হইবে। যা'তে ওর পরলোকে গতি না হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করাই দরকার। (নগরক্ষীর প্রতি) কি বল নগররক্ষী;—তোমার কি মত?

নগররক্ষী—আমারও তাই মত। গোর দিলে ও' পাপের সাজা থেকে রেহাই পাবে। যে আমাদের মোশ্লেম ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত ছিল; তা'কে গোর দিয়ে তা'র মঙ্গল করা কোনক্রমেই উচিৎ নয়।

গোরাই কাজী—হুজুরের বিচার যা' হয় ···!

মুলুকপতি—কাজী সাহেব যা' সঙ্গত ব'লে বিবেচনা কর্‌ছেন তাই করুন!

গোরাই কাজী—হুজুর! পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের পবিত্রতা বিনষ্ট করে যে-নীচ ব্যক্তি অপবিত্র হিঁদুধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ইসলামধর্ম্মকে অপদস্থ কর্‌তে চায়, সেই ইসলাম-বিদ্বেষীর উপযুক্ত দণ্ড দান করে ইসলামের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখাই রাজধর্ম্ম। এ রাজ্যে সবাই জানে যে ধর্ম্মপ্রাণ আপনি ধর্ম্মপথ থেকে বিচ্যুত হবেন না। ইসলাম ধর্ম্ম-বিদ্বেষীর যা'তে পরকালেও সুখ না হয়, তাহা করাই সঙ্গত।

মুলুকপতি—তা'হলে হরিদাসের মৃতদেহটার কি কর্‌বেন স্থির কর্‌ছেন?

গোরাইকাজী—আমার মতে ওর মৃতদেহ গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হোক্; যা'তে ঐ বেধর্ম্মী কাফের চিরকালই দুঃখ ভোগ করে।

মুলুকপতি—উত্তম বিচার! ···হরিদাসের সমুচিত দণ্ডই দেওয়া হয়েছে!

নগররক্ষী—চমৎকার! চমৎকার! ও বেটা জীবন্ত থাক্‌কেও যেমন দুর্দ্দশা মরেও তেমনি নিস্তার পাবে না। যেমন পাপ তা'র তেমনি সাজা।

গোরাইকাজী—যাও নগররক্ষী! এখন ওকে গাঙ্গে ফেলার ব্যবস্থা করগে।

নগরবক্ষী—জি-আজ্ঞে। (প্রস্থানোদ্যত)

[নেপথ্যে :—(রাজপ্রাসাদের বাহির হইতে)

পাইকগণ—(উচ্চকণ্ঠে) হুজুর বাহাদুর! হরিদাসের মৃতদেহ নিয়ে এসেছি. এখন এর কি করা হবে!]

গোরাইকাজী—কে প্রাসাদের বাহির থেকে চীৎকার কর্‌ছে?

নগররক্ষী—হুজুর, পাইকগণ মৃত হরিদাসকে নিয়ে প্রাসাদের বাহিরে অপেক্ষা কর্‌ছে। এখন ঐ মৃতদেহ এখানে আনা হবে নাকি?

গোরাইকাজী—না,—এখানে আনবার প্রয়োজন নেই। তুমি ওকে গঙ্গায় নিয়ে চল। জাঁহাপনা ও আমি যাচ্ছি।

নগররক্ষী—জি হুজুর! (প্রস্থান)

গোরাইকাজী—জাঁহাপনা, ঐ অপরাধী মৃত-হরিদাসকে গাঙ্গের জলে ভাসাবার সময় আপনি স্বচক্ষে দেখে নয়ন-মন চরিতার্থ কর্‌বেন চলুন!

মুলুকপতি—তাই চলুন; শেষবারের মত হরিদাসকে দেখিগে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

"গতাগতি"

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ৩৯৩ পৃষ্ঠার পর)

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনু প্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥"

স্বর্গকামীরা সেই বিশাল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনঃরায় পঞ্চাগ্নিবিদ্যোক্ত রীত্যনুসারে মর্ত্তলোকে শূদ্রাদিরূপ জন্মপরিগ্রহ করেন। আবার সেই বেদোক্ত কর্ম্মের অনুসরণ করিয়া ভোগ-কামনা বশতঃ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে হয়। অতএব ইহা হইতে নিবৃত্তিলাভ করিতে হইলে মোক্ষের অনুসন্ধান করিতে হইবেই। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্য মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বংবিদিতং।" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।৫)

অর্থাৎ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য নিজ-পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন,—ওহে মৈত্রেয়ী! মুক্তিলাভে ইচ্ছা হইলে আত্মা দ্রষ্টব্য অর্থাৎ আত্মদর্শন জ্ঞাতব্য। সেই আত্মদর্শনের জন্য প্রথমে আত্মা শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য অর্থাৎ আত্মার শ্রবণ, মনন, ও নিদির্ব্যাসন কর্ত্তব্য, আত্মার সাক্ষাৎ করণই মুক্তির কারণ।

বস্তুতঃ অহঙ্কারে নিবৃত্তি ব্যতীত জীবের সংসার নিবৃত্তি বা মুক্তি হইতে পারে না। অতএব যে উপায়ে অহঙ্কারের নিবৃত্তি হইতে পারে তাহা জানা আবশ্যক। মহর্ষি গৌতম পরে বলিয়াছেন—

"দোষ নিমিত্তানাং তত্ত্বজ্ঞানাদহঙ্কার নিবৃত্তিঃ ॥" (বৃঃ আঃ ৪।২।১)

জীবের রাগ, দ্বেষ ও মোহের নাম দোষ। শরীরাদি অনেক পদার্থ সেই দোষের নিমিত্ত। সেই সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অহঙ্কারের নিবৃত্তি। বস্তুতঃ জীবের নানা প্রকার মিথ্যা জ্ঞানই সংসার-নিদান। তত্ত্বজ্ঞানই তাহার নিবর্ত্তক হইতে পারে। অতএব সেই ভগবদানুসন্ধানরূপ তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ। ভগবদ্ভক্তি অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে সেই জ্ঞানীর পূর্ব্বসঞ্চিত সমস্ত কর্ম্মই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

তাই ঐ তাৎপর্য্যে শ্রুতি বলিয়াছেন "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি", (মুণ্ডক)। গীতাতেও শ্রীভগবান বলিয়াছেন, যথা—

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" ॥ (গীঃ ৪।৩৭)

মূলকথা তত্ত্বজ্ঞানের মহিমায় পুনর্জন্মের সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনষ্ট হয় এবং সেই তত্ত্বজ্ঞানীর আর কোন ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম উৎপন্ন হয় না। সুতরাং তাঁহার আর জন্মের কোন প্রশ্ন আসে না। তজ্জন্য শ্রুতি বলিতেছেন—"ন চ পুনরাবর্ত্ততে"। কর্ম্ম-জন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফলেই জীবের অনাদিকাল নানাবিধ শরীর পরিগ্রহরূপ জন্ম হইতেছে। জন্ম হইলেই দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং জন্ম দুঃখের কারণ। ইহার কারণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তি। সেই প্রবৃত্তির কারণ রাগ ও দ্বেষরূপ দোষ। সেই ধর্ম্মাধর্ম্মজনক রাগ ও দ্বেষরূপ দোষের কারণ নানা প্রকার মিথ্যাজ্ঞান। জীবগণ ভগবদ্ভক্তির অভাবহেতু নানারূপ ভ্রমজ্ঞান বশতঃ অনর্থযুক্ত নানা প্রকার দোষ-কার্য্যে প্রযুক্ত হয়। এই সম্পর্কে মনীষিগণ বলিয়াছেন,—

"জ্ঞানী মুক্তিদশা পাইনু করিমানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধি নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥"

তাই ভগবদনুসন্ধানরূপ জ্ঞান ব্যতীত তাহা কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না। অতএব ঐ তত্ত্বজ্ঞান জন্য জীবের অনর্থ নিবৃত্তি হয়। অনর্থ নিবৃত্তি হইলে তাহার কর্ম্মপ্রবৃত্তি অবশ্যই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইলে তাহার যে কার্য্যে "জন্ম" তাহা নিবৃত্তি হয়। কিন্তু যে তত্ত্বজ্ঞান সমস্ত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি দ্বারা মুক্তির কারণ হয়, তাহা ভগবৎ সাক্ষাৎকাররূপ চরম তত্ত্বজ্ঞান। নিদিধ্যাসন অর্থাৎ যোগ শাস্ত্রোক্ত ধ্যান, ধারণা ও সমাধি ব্যতীত তাহা হইতে পারে না। চরম সমাধি বিশেষের পরে তাহা জন্মে। তজ্জন্য গৌতম পরে বলিয়াছেন, "সমাধি বিশেষাভ্যাসাৎ।" (বৃঃ আঃ ২।৩৮৪।)

কিন্তু প্রথমেই সেই সমাধি সম্ভব হয় না। প্রথমে যম ও নিয়মের দ্বারা এবং শাস্ত্রোক্ত অন্য উপায়ের দ্বারা আত্মসংস্কার করা কর্ত্তব্য। যোগ শাস্ত্রোক্ত "নিয়মের" মধ্যে ঈশ্বর প্রণিধানই চরম। যোগ-দর্শনের সমাধিপাদে "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা" এই সূত্রের ভাষ্যে ব্যাসদেব বলিয়াছেন "প্রণিধানাদ্ ভক্তিবিশেষাদাবর্জ্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্লাতি অভিধ্যানমাত্রেণ"। তাই পরমেশ্বরে পরাভক্তি ব্যতীত তত্ত্বলাভ হইতে পারে না। সেই

পরাভক্তির ফলে পরমাত্মার দর্শন হইলে তখন তাঁহার অনুগ্রহে শরণাগত সাধকের বুদ্ধি শুদ্ধ হয় এবং কৃষ্ণদাসস্বরূপ আত্মস্বরূপ তাঁহার প্রকটিত হয়। সুতরাং তখন তাঁহার "হৃদয়-গ্রন্থি" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অহঙ্কাররূপ মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় আর কখনও পুণর্জন্ম হয় না। তজ্জন্য শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুণর্জন্ম ন বিদ্যতে"॥ মুণ্ডক উপনিষদে ঐ তাৎপর্য্যে বলা হইয়াছে—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"॥ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও কথিত হইয়াছে—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" তজ্জন্য নিজস্বরূপ উপলব্ধির জন্য একমাত্র পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেই আত্মস্বরূপ উপলব্ধি হয় এবং ভগবদ্ভক্তিস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। তাই শ্বেতাশ্বর উপনিষদেই কথিত হইয়াছে—"তং হ দেবমাত্ম-বুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে" এবং সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" (শ্বেতাঃ ৬।২৩)

পরমেশ্বরে এবং গুরুতে পরাভক্তি ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয় না এবং আত্মজ্ঞানের জন্য মুমুক্ষু ব্যক্তি শ্রীভগবানেরই শরণাপন্ন হইবেন। ইহাও পূর্ব্বোক্ত শ্বেতাশ্বতর মন্ত্রে উপদিষ্ট হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞানার্থী মুমুক্ষের পক্ষে পরমেশ্বরে পরাভক্তি ও শরণাগতির অত্যন্ত আবশ্যক ইহাই সুপ্রাচীন শ্রৌত সিদ্ধান্ত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের কারণ নাই।

—**পণ্ডিত শ্রীযুত রাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক**, ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীগীতাম্ভ

"অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব"

জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-সাধনের প্রয়াস হইতে কেবলাদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই মতবাদ নিরাস করিয়া 'ব্রহ্ম'-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমৎ আনন্দতীর্থ মধ্বমুনি শুদ্ধদ্বৈতবাদের, 'রুদ্র'-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমৎ বিষ্ণুস্বামী শুদ্ধ-অদ্বৈতবাদ, 'সনক'-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমৎ নিম্বার্ক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমৎ রামানুজ বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীগুরু-বরণের অত্যাবশ্যকতা-প্রদর্শনকল্পে মধ্বাম্নায়াগত শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে

দীক্ষাগ্রহণের লীলাভিনয় করিয়াও তিনি স্বয়ং পরতমতত্ত্ব বলিয়া তাঁহার সহিত জীববৃন্দের যে সম্বন্ধ, তাহা বর্ণনপূর্ব্বক 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-সিদ্ধান্ত স্থাপনদ্বারা পূর্ব্বোক্ত সাত্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের মতসমূহের পূর্ণতা সাধন করিয়াছেন।

"শক্তি-শক্তিমতয়োরভেদঃ" এই বেদান্ত-বাক্যানুসারে শক্তিমান্ পরমেশ্বরের সহিত তাঁহার তটস্থাখ্য জীবশক্তির ভেদ নাই। উভয়েই চিদ্বস্তু —এই বিচারেও অভেদ। ভেদ-বিচারে আমরা লক্ষ্য করি, শ্রীভগবান্ বিভুচিদ্ বস্তু এবং সর্ব্বদাই মায়াধীশ। আর জীব অণুচিৎ এবং তজ্জন্য মায়াবশ-যোগ্য। ভগবান্ নিত্যসেব্য, জীব নিত্য সেবক। জীব অণুত্ববশতঃ নিত্যা ভগবৎ-সেবা পরিত্যাগ করিয়া মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিতে আক্রান্ত হইয়া শুদ্ধসেবকস্বরূপের স্থানে অবৈধ প্রভুত্ব বসাইয়া ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইবার যোগ্য। ভগবানের সহিত জীবের এই যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ, তাহা অক্ষজ চিন্তাস্রোতে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নহে বলিয়া 'অচিন্ত্য'।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥" (গীঃ ৯।৪-৬)

অর্থাৎ "আমি অপ্রকাশিত ভাবে এই সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত ও সমুদয় পদার্থ আমাতেই অবস্থিত রহিয়াছে। কিন্তু আমি সেই সমুদয়ে অবস্থিত নহি।

অথবা তাহারাও আমাতে অবস্থিত নহে—আমার এই প্রকার অচিন্ত্য-ভেদাভেদরূপ ঐশ্বরিকভাব দর্শন কর। অর্থাৎ আমার আত্মস্বরূপই ভূতগণের ধারক ও ভূতগণের পালক হইয়াও তাহাতে আবদ্ধ নহে।

বায়ু সর্ব্বত্র গমনশীল ও মহান্ হইলেও যেরূপ সর্ব্বদা আকাশে অবস্থিত থাকিয়াও তাহাতে সংশ্লিষ্ট হয় না এবং আকাশও বায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট হয় না, সেইভাবে ভূতগণ আমাতে অবস্থিত ইহা জানিও।"

শ্রীভগবানের ঐ সকল উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি, তিনি অব্যক্তমূর্ত্তি, অর্থাৎ ইহজগতের ভাষা তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। এই 'অব্যক্ত' শব্দটিতে তিনি যে মানবজ্ঞানের অচিন্ত্য এবং অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তিস্বরূপ, তাহা বুঝা যাইতেছে। তিনি সেই অব্যক্ত মূর্ত্তিতে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছেন। আবার চৈতন্যস্বরূপে তাঁহাতেই সমস্ত ভূত অবস্থিত। ঘটাদিতে মৃত্তিকা যেরূপ অবস্থিত থাকে, ভগবান্ ভূতসমূহে সেইরূপ অবস্থিত নহেন অর্থাৎ জগৎ যে তাঁহার পরিণাম বা বিবর্ত্ত, তাহা নহে। শ্রীভগবান্ চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহার শক্তিপ্রভাবে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহার শক্তিই জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারে কার্য্যকারিণী। শ্রীভগবান্ পূর্ণতম চৈতন্যরূপে একটি পৃথক্ তত্ত্ব।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বভূতে অবস্থিত, ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, তাঁহার শুদ্ধ-স্বরূপে ভূতসকল অবস্থিত। কারণ তাঁহার যে মায়াশক্তি-প্রভাব, তাহাতেই সমস্ত অবস্থিত আছে। জীব-বুদ্ধিদ্বারা ইহা সামঞ্জস্য করিতে পারা যায় না, তাই এই সম্বন্ধটী 'অচিন্ত্য' বলা হয়। ঐ অচিন্ত্য ব্যাপারকে ঐশ্বরযোগ জ্ঞান করিয়া শ্রীভগবানের শক্তি-কার্য্যকে তাঁহার কার্য্যবোধে তাঁহাকে 'ভূতভূৎ', 'ভূতস্থ', ও 'ভূতভাবন' জানিয়া এই স্থির করিতে হইবে যে, শ্রীভগবানে দেহদেহীর ভেদ না থাকায় তিনি সর্ব্বস্থ হইয়াও নিতান্ত নিঃসঙ্গ।

শ্রীভগবানের সহিত জীব ও জগতের যে সম্বন্ধ, তাহা জড়ীয় উদাহরণ-দ্বারা বুঝান সম্ভবপর নহে। কারণ, অচিন্ত্যতত্ত্বে বদ্ধজীবের ধারণা হয় না। কিন্তু আংশিক ধারণার জন্য মোটামুটিভাবে একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। আকাশ একটী সর্ব্বব্যাপী বস্তু তাহাতে বায়ু অর্থাৎ পরমাণু প্রভৃতির যে চালনা, তাহা সর্ব্বত্র গতিবিশিষ্ট, তথাপি আকাশ সকলের আধার হইয়াও সর্ব্বদা নিঃসঙ্গ। তদ্রূপ শ্রীভগবানের শক্তিতে সর্ব্বভূতের উদয় ও গতি হইলেও আকাশস্থানীয় শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা নিঃসঙ্গ।

—শ্রীস্বরূপদামোদর ব্রহ্মচারী

পত্রোত্তর *

All glory to Sri Sri Guru and Gauranga.

(Tridandi-Swami) B. V. Parjyatak
Preacher,
Sri Gaudiya Vedanta Society.

Sri Debananda Gaudiya Math,
Tegharipara, P. O. Nabadwip.
Dist—Nadia (W. Bengal)
Dated 15. 8. 67.

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদনমেতৎ—

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীলগুরুমহারাজের নামীয় আপনার খামের পত্রখানি দেখিয়া পরমানন্দিত হইলাম। আশাকরি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণায় আপনি মঙ্গল মত আছেন। আমরা সদলবলে আগরতলা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে ধর্ম্মনগর, কদমতলা, করিমগঞ্জ এবং মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে বিপুলভাবে শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মের বাণী প্রচারান্তে গত ২৫শে জুলাই শ্রীধাম নবদ্বীপে উপরোক্ত মঠে উপস্থিত হইয়াছি। আশা-করি আপনি শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা নিয়মিত পাইতেছেন এবং জৈবধর্ম্ম নিয়মিত পাঠ করিতেছেন ও তাহা হইতেই প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে জানিয়া খুব খুসী হইয়াছি। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজের দেয় Point ও আদেশমত যথাজ্ঞান আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-মুকুটমণি জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত জৈবধর্ম্ম গ্রন্থের ৯৭ পৃষ্ঠা হইতে পত্রে লিখিত আপনার উদ্ধৃত যথা—"কর্ম্মী ও জ্ঞানী নিজ নিজ অনুষ্ঠান করিতে করিতে কুসঙ্গে পতিত হইতে পারে। কিন্তু আমার ভক্ত আমার সঙ্গ বলে কখনই কুসঙ্গ করিতে পারেন না; অতএব তাহার পতন হয় না।"

---

* (আগরতলার আমতলী Senior Basic School এর শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা গীতা সেনগুপ্তা মহাশয়ার পত্রোত্তর)।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ যখন ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা শহরে প্রচারার্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সময় উক্ত শিক্ষয়িত্রী মহাদয়া শ্রীল স্বামীজীর নিকট হইতে 'জৈবধর্ম্ম' সংগ্রহ করেন ও শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহক হন এবং জৈবধর্ম্ম অধ্যয়নে যে প্রশ্নের উদয় হয় তাহার উত্তরস্বরূপ এই প্রবন্ধের অবতারণা হইয়াছে।

এইস্থলে আপনার জিজ্ঞাস্য হইতেছে—"জৈবধর্ম্মে লিখিত কর্ম্মী-জ্ঞানী বলিতে কি বুঝাইতেছেন ?" ইহার উত্তর জানাইতেছি যে, কলাপের কাতন্ত্র-ভাষ্যে বর্ণীত আছে—"যৎ ক্রিয়তে তদেব কর্ম্ম ফলভাগিত্বাৎ।" অর্থাৎ কর্ম্মের ফল নিজে ভোগ করিব, নিজেন্দ্রিয় তর্পন করিব—এইরূপ বাঞ্ছাবশে যাহা কৃত হয়, তাহাকে কর্ম্ম বলে ; এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানকারী কর্ম্মী-সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর কর্ম্মের ফল বিপরীত হয়। এবম্প্রকার কর্ম্মিগণের পতনের কথা জৈবধর্ম্মে লিখিত হইয়াছে। গীতা জৈবধর্ম্মের উক্তির সাক্ষ্য করিয়াছে—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং,
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। (গীঃ ৯।২১)

অর্থাৎ "সৎকর্ম্ম সুকর্ম্মফলে পুণ্য সঞ্চয় হইলে স্বর্গ-সুখলাভ হয়। বিপুল স্বর্গ-সুখভোগ করিয়া কর্ম্মী পুণ্য ক্ষয়ান্তে পুনঃ মর্ত্ত্যলোকে অর্থাৎ ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।" এমন কি শাস্ত্র-সম্রাট শ্রীমদ্ভাগবতেও উহার প্রতিধ্বনি যথা— (ভাঃ ১১।১০।২৬)

তাবৎ প্রমোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ॥

অর্থাৎ "যেকাল পর্য্যন্ত ভোগের দ্বারা পুণ্যের সমাপ্তি না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত জীব স্বর্গগত সুখ ভোগ করেন ; অনন্তর পুণ্যক্ষয় হইলে অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও কালদ্বারা চালিত হইয়া অধঃপতিত হয়।"

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ৩য় অধ্যায়ে ১৮শ শ্লোকে বর্ণীত আছে—

কর্ম্মাণ্যারভমাণানাং দুঃখহত্যৈ সুখায় চ।
পশ্যেৎ পাকবিপর্য্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাম্॥

উহা ব্যাখ্যা করিলে জানা যায় যে—"মিথুনিচারী অর্থাৎ সংসারী গৃহিগণ দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত কর্ম্মসমূহে প্রবৃত্ত হইলে কর্ম্মের পাক বা ফল-বিষয়ে সর্ব্বদাই বিপর্য্যাসং বা বিপরীত ভাব লাভ করিয়া থাকে। সার কথা এই যে এবম্প্রকার কর্ম্মের দ্বারা সুখ লাভের স্থলে ক্লেশ লাভ হয়—ইহাই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের পরিণতি।

এই জন্যই বেদ, উপনিষদ আদি শাস্ত্রে কর্ম্মকে বন্ধনের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এমন কি শ্রীল শঙ্করাচার্য্য বেদান্তের ভাষ্যে কর্ম্মের নিরর্থকতা প্রমাণ করিয়াছেন।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। (গী: ৩।৯)

এবং অন্যত্র স্মৃতিকার বলেন, "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তু" অর্থাৎ গীতোক্ত ও স্মৃতি এই বাক্যদ্বারা বুঝা যায় কর্ম্মের দ্বারা জীব বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মের ফল বন্ধন, তাহা সমস্ত শাস্ত্রেই তারস্বরে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এখন আপনার প্রশ্ন হইল—"কর্ম্মের দ্বারা যদি বন্ধন লাভ হয় বা ভগবানকে লাভ করিতে না পারা যায়, তবে গীতার ৩য় অধ্যায়ে কর্ম্মের অবতারণা করা হইয়াছে কেন?"

তদুত্তোরে শ্রীভাগবতের ১১.৩।৪৪ শ্লোক আলোচনা করিলে সমাধান হইবে আশাকরা যায়। শ্লোকটি যথা—

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥

ইহা ব্যাখ্যা করিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে "পরোক্ষবাদ (অর্থাৎ এক প্রকারে স্থিত বস্তু যথার্থ তত্ত্ব গোপন করিবার জন্য অন্য প্রকারে তাহার বর্ণন) বেদের একটি স্বভাব। সুতরাং পিতা যেরূপ খণ্ড লড্ডুক প্রভৃতি অর্থাৎ মিশ্রি, মিটান্ন প্রভৃতির প্রলোভন প্রদর্শনপূর্ব্বক সন্তানকে আরোগ্য ফলপ্রদ ঔষধ সেবন করাইয়া থাকেন, বেদেও সেইরূপ অজ্ঞজনের প্রবৃত্তির জন্য অনিত্য স্বর্গাদি সুখফলের প্রলোভন ছলে কর্ম্ম নিবৃত্তির জন্যই বিহিত কর্ম্মসকলের প্রতিপাদন করিয়াছেন।"

সার কথা এই যে, শাস্ত্রের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যেই শাস্ত্রে কর্ম্মমার্গ-জনিত স্বর্গাদি সুখের লোভ প্রদর্শন করা হইয়াছে। যেমন বেদের কোন স্থলে আছে—পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞ করিলে পুত্র লাভ হইবে, দান তথা কূপ খনন আদি ক্রিয়া করিলে স্বর্গলাভ হইবে, ইন্দ্র যজ্ঞ করিলে বর্ষণ হইবে ইত্যাদি বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি হইলে তখন বেদের সর্ব্বাংশের প্রতি বিশ্বাস হইবে। এই কারণে শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে কর্ম্ম মার্গের অবতারণা হইয়াছে।

এখন নিম্নোক্ত শ্রীগীতার ৬।৪৬-৪৭ শ্লোক আলোচনা করুন—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগি ভবার্জ্জুন॥
যোগীনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

অর্থাৎ "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে,—যোগী তপস্বীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মিগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ইহাই আমার অভিমত। অতএব তুমি যোগী হও। মদ্গতচিত্তে শ্রদ্ধাবান হইয়া যিনি আমাকে ভজন করে, তিনি যাবতীয় যোগীগণ মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ—ইহাই আমার অভিমত।"

এখন আপনাকে আমি প্রশ্ন করি এই যে, যদি কর্ম্মী বড় হইবে তাহা হইলে উপরিউক্তশ্লোকে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে কর্ম্মী-জ্ঞানী হইবার জন্য উপদেশ না করিয়া যোগী হইতে বলিলেন কেন? পুনঃ তিনি কেনই বা বলিলেন,— সেই যোগী শ্রেষ্ঠ, যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করিতেছেন (অর্থাৎ ভক্তই সর্ব্বোত্তম)। এখানে সমাধান এই যে—কর্ম্ম ও জ্ঞানের ফল নিতান্তই অকিঞ্চিতকর ও অনিত্য, সেই কারণেই শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তদ্গত চিত্ত যোগী হইবার উপদেশ করিয়াছেন। প্রকারান্তে তিনি ভক্তি পরায়ণ হইবার জন্যই উপদেশ করিয়াছেন। গীতার সর্ব্বশেষে ১৮শ অধ্যায় ৬৪।৬৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

ব্যাখ্যা করিলে দাড়াইবে যে,—"শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, আমার পরম গোপনীয় (যাহা ইতিপূর্ব্বে বলি নাই) ও সর্ব্বোত্তম উপদেশ শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব তোমাকে হিতোপদেশ করিতেছি। তুমি আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর, আমার সেবাপরায়ণ হও ও মৎ যজনশীল হও এবং আমাতে নমস্কার পরায়ণ হও; তাহা হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। ইহা তোমার নিকট সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়।"

(ক্রমশঃ)

বিনীত নিবেদক—
শ্রীবৈষ্ণব দাসাভাস
শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

আচার্য্যভাস্কর

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব-তিথি-উৎসব

বিগত ৫ই নারায়ণ (৫ই পৌষ), ২১শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুল মুকুট-মণি ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ত্রিংশ বার্ষিক অপ্রকট-তিথি উপলক্ষে শ্রীবেদান্ত সমিতির মূল মঠ ও শাখা মঠসমূহে বিরহ-তিথি উদ্‌যাপীত হয়।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

সমিতির প্রধান কেন্দ্র উক্ত মঠে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও আচার্যকেশরী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে এক সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় শ্রীল প্রভুপাদের অন্যতম অন্তরঙ্গ প্রেষ্ঠপার্ষদ শ্রীল গুরুপাদপদ্ম আচার্য্যবর্য্য **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ** সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। উক্ত সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শুদ্ধাদ্বৈতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণুদৈবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ ও আরও বিশিষ্ট ব্রহ্মচারিগণ এবং অনেক গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রপঞ্চলীলা-বৈশিষ্ট্য বর্ণনান্তে আর্ত্তি নিবেদন করেন। অবশেষে সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব পরমহংসাচার্য্যকুল-চূড়ামণি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ধর্ম্মজগতে অবদান ও তাঁহার সহিত কতক আচার্য্যগণের মতদ্বৈততার কারণ আলোচনা করিয়া এক সুদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাণী উল্লেখ করিয়া বলেন,—"এক বৎসর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথি উপলক্ষে তাঁহার বিরহ-সভায় সেই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ একদিন বলিয়াছিলেন—'**হায়! জগত আমাকে বুঝিল না। আমি যাহা দিতে চাহিলাম তাহা ক'জনে গ্রহণ করিল।**' উক্ত আক্ষেপপূর্ণ উক্তির মাধ্যমে সহজেই অনুমেয় যে, সেই পরমদরদী শ্রীল প্রভুপাদ সাধারণ আচার্য্যগণ অপেক্ষা কি অমূল্য মাণিক দিতে চাহিয়াছেন। তাই তাঁহার প্রতি সত্যই শ্রদ্ধা করিলে তিনি যাহা দিতে চাহিয়াছেন তাহা অতীব আগ্রহের সহিত পালন করিলে জীবের প্রকৃতই মঙ্গল হইবে এবং তাঁহার সেবা হইবে। তাঁহার প্রতিটি বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন ও প্রচার করে যেন তাঁহার কৃপালাভ করি, সেই শক্তি তিনি আমায় দান করুন।"

সভার কার্য্য সম্পন্নান্তে নিবেদিত মহাপ্রসাদ নিমন্ত্রিত ভক্তগণ ও সজ্জনগণ এবং আগত কয়েক শত কাঙ্গাল আতুরকে আকণ্ঠ ভরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ

সমিতির অন্যতম বিশিষ্ট প্রচার কেন্দ্র চুঁচুড়া সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি মহোৎসব আয়োজিত করা হইয়াছে। উষঃকাল হইতেই ভক্তগণের মধ্যে বিশেষ তৎপরতা পড়িয়া যায়।

উক্ত মঠেও এক সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত মুনি-মহারাজ। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্যাগী মহারাজ ও আরও কয়েক বিশিষ্ট ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রপঞ্চলীলার কথা আলোচনা করিয়া এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ সম্পর্কে সার গর্ভ ভাষণ দান করেন। অবশেষে সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ বলেন যে,—"প্রভুপাদের সুদীর্ঘ জীবনী আলোচনা করিবার আমার ক্ষমতা নাই, তবে এইটি সুনিশ্চিত যে তিনি জগতকে যাহা দিয়া গেলেন পূর্ব্বে এইরূপ কেহ বিপুলভাবে দান করেন নাই, এবং ভবিষ্যতেও কেহ করিবেন কি না সন্দেহ। সংসার-সৈকতের অভিযাত্রীর গমনান্তে পদচিহ্ন লুপ্ত হইয়া যায় কিন্তু এই পরম কারুণীক শ্রীল প্রভুপাদ, বাণীর মাধ্যমে যে আচার-প্রচার করিয়া গেলেন তাহা শৈলের উপর খোদাই করিয়া চিহ্নিত রেখে গেলেন। সেই পথ আমরা মনে-প্রাণে অনুশরণ করিলে নিশ্চয় ভগবানের কৃপালাভ করিতে পারিব।"

সভা সমাপ্তান্তে বিশেষ উৎসাহে আয়োজিত মহাপ্রসাদ সমাগত ভক্তবৃন্দ, আবাল বৃদ্ধ-বণিতা প্রত্যেককেই আকণ্ঠ ভরিয়া বিতরণ করা হয়। উৎসবের সাফল্য সম্পাদনে শ্রীমদ্ গোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীকালাচাঁদ দাস ব্রহ্মচারীজীর নাম বিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য। তাঁহাদেরই একান্ত চেষ্টা, যত্নে ও সেবানৈপুন্যে মহোৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য সমিতির অপরাপর শাখা মঠসমূহেও অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-তিথি-মহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি, **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ**

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।

২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৪; ইং ১৩।১২।৬৭

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং **সরস্বতীং ব্যাসং** ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ৬ই ফাল্গুন ১৩৭৪, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮, সোমবার ব্যাসাভিন্ন **জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব (মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী) তিথিপূজা** উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপস্থ **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে** ও চুঁচুড়া-সহরস্থ **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে** ৪ঠা ফাল্গুন, ১৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার উল্লিখিত শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব-তিথি (মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া)** হইতে ৬ই ফাল্গুন, ১৩৭৪, ১৯ ফেব্রুয়ারী, সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত **পূজাপঞ্চক** অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা-হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ হরিকীর্ত্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিতা হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সভ্যবৃন্দ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—শনিবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অপরাহ্ণে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ-পাঠ ও বক্তৃতা। **রবিবার** পূর্ব্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা। **সোমবার** পূর্ব্বাহ্ণে **শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান,** অপরাহ্ণে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ, এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

১৯শ বর্ষ } মাঘ, ১৩৭৪ { ১২শ সংখ্যা

ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

গৌড়ীয়-পত্রিকা

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

১৯শ বর্ষ | প্রদ্যুম্ন, ২৯ মাধব, ৪৮১ গৌরাব্দ, মঙ্গলবার, ৩০ মাঘ, ১৩৭৪ : ইং ১৩।২।১৯৬৮ | ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

দেব-কৃতং "শ্রীশ্রীহরি-স্তব-ত্রয়োদশকম্

(শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ-স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে—৭-১৩)

শ্রীদেবা ঊচুঃ,—

নতাঃ স্ম তে নাথ পদারবিন্দং
বুদ্ধীন্দ্রিয় প্রাণমনোবচোভিঃ।
যচ্চিন্ত্যতেঽন্তর্হৃদি ভাবযুক্তৈ-
র্মুমুক্ষুভিঃ কর্ম্মময়োরুপাশাৎ॥ ১॥

শ্রীদেবগণ বলিলেন,—হে নাথ! যোগিগণ কর্ম্মময় দৃঢ়বন্ধন হইতে মুক্তিকামনায় অন্তঃকরণ-মধ্যে কেবলমাত্র যাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন, আমরা আপনার সেই পাদপদ্মযুগল সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এবং বাক্যদ্বারা আপনাকে প্রণাম করিতেছি॥ ১॥

ত্বং মায়য়া ত্রিগুণয়াত্মনি দুর্বিভাব্যং
ব্যক্তং সৃজস্যবসি লুম্পসি তদ্‌গুণস্থঃ।
নৈতৈর্ভবানজিতকর্ম্মভিরজ্যতে বৈ
যৎ স্বে সুখেঽব্যবহিতেঽভিরতোঽনবদ্যঃ ॥২॥

হে অজিত! আপনি মায়িকগুণ-সমূহের মধ্যে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত হইয়া ত্রিগুণময়ী মায়া দ্বারা নিজের মধ্যেই মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অচিন্তনীয় প্রপঞ্চের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-লীলা সম্পাদন করিয়া থাকেন; পরন্তু এই-সকল কর্ম্মজনিত পাপপুণ্যাদিফলের দ্বারা লিপ্ত হন না, যেহেতু আপনি অবিদ্যাদি-দোষসম্পর্করহিতভাবে অনাবৃত আত্মানন্দে নিরত রহিয়াছেন ॥ ২ ॥

শুদ্ধির্নৃণাং ন তু তথেড্য দুরাশয়ানাং
বিদ্যাশ্রুতাধ্যয়নদানতপঃক্রিয়াভিঃ।
সত্ত্বাত্মনামৃষভ তে যশসি প্রবৃদ্ধ-
সচ্ছ্রদ্ধয়া শ্রবণসম্ভৃতয়া যথা স্যাৎ ॥ ৩ ॥

হে জগদ্‌বন্দনীয়! হে পুরুষোত্তম। ভবদীয়-বিমলকীর্ত্তিশ্রবণ-জনিতা প্রকৃষ্টা শ্রদ্ধা দ্বারা সাধুগণের যেরূপ বিশুদ্ধি লাভ হয়, বিষয়-বাসনাসক্ত মনুষ্যগণের উপাসনা, বেদার্থশ্রবণ, অধ্যয়ন, দান এবং তপস্যা দ্বারা তাদৃশ বিশুদ্ধি লাভ হয় না ॥ ৩ ॥

স্যান্নস্তবাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ
ক্ষেমায় যো মুনিভিরার্দ্রহৃদোহ্যমানঃ।
যঃ সাত্বতৈঃ সমবিভূতয় আত্মবদ্ভি-
র্ব্যূহেঽর্চ্চিতঃ সবনশঃ স্বরতিক্রমায় ॥ ৪ ॥

হে প্রভো! মুনিগণ পরম-মঙ্গল-লাভের জন্য প্রেমার্দ্রহৃদয়ে যাঁহার চিন্তা করেন, আশ্রিত ভক্তগণ সমান ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য বাসুদেবাদি-ব্যূহমধ্যে যাঁহার আরাধনা করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে আত্মজ্ঞ কতিপয় ধীর পুরুষ অতিক্রমপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির জন্য কালত্রয়ে যাঁহার অর্চ্চন করেন, আপনার সেই পাদপদ্ম আমাদের বিষয়-বাসনাসমূহের দাহক অনলস্বরূপ হউন ॥ ৪ ॥

যশ্চিন্ত্যতে প্রযতপাণিভিরধ্বরাগ্নৌ
ত্রয্যা নিরুক্তবিধিনেশ হবির্গৃহীত্বা।
অধ্যাত্মযোগ উত যোগিভিরাত্মমায়াং
জিজ্ঞাসুভিঃ পরমভাগবতৈঃ পরীষ্টঃ ॥ ৫ ॥

হে জগদীশ! যাজ্ঞিকগণ সংযতহস্তে হবির্ভাগ গ্রহণপূর্ব্বক বেদত্রয়-নির্দ্দিষ্ট বিধানানুসারে যজ্ঞাগ্নিমধ্যে যাঁহার অধিষ্ঠান চিন্তা করেন এবং যোগিগণ অণিমাদিলাভের কামনা করিয়া অধ্যাত্মযোগে যাঁহার ধ্যান করেন, পরমভাগবতগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র পূজিত ভবদীয় তাদৃশ চরণকমল আমাদের বিষয়-বাসনা-রাশির দাহক অনল-স্বরূপ হউক ॥ ৫ ॥

পর্য্যুষ্টয়া তব বিভো বনমালয়েয়ং
সংস্পর্দ্ধিনী ভগবতী প্রতিপত্নিবচ্ছ্রীঃ।
যঃ সুপ্রণীতমমুয়ার্হণমাদদন্নো
ভূয়াৎ সদাঙ্ঘ্রিরশুভাশয়ধূমকেতুঃ ॥ ৬ ॥

হে বিভো! ভগবতী লক্ষ্মীদেবী ভবদীয় বক্ষোদেশরূপ স্বীয় নিবাসস্থানে পর্য্যুষিতা বনমালা দর্শনপূর্ব্বক ঈর্ষাগ্রস্তা হইলেও ভক্তগণের অর্পিতা বলিয়া আপনি লক্ষ্মীদেবীর প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিয়া তাদৃশী পর্য্যুষিতা বনমালা দ্বারা সম্পাদিতা পূজা স্বীকার করিয়াছেন। হে দেব! তাদৃশ ভক্তবৎসল আপনার চরণকমল আমাদের বিষয়-বাসনারাশির বিনাশক অনলস্বরূপ হউক ॥ ৬ ॥

কেতুস্ত্রিবিক্রমযুতস্ত্রিপতৎপতাকো
যস্তে ভয়াভয়করোঽসুরদেবচম্বোঃ।
স্বর্গায় সাধুষু খলেষ্বিতরায় ভূমন্
পাদঃ পুনাতু ভগবন্ ভজতামঘং নঃ ॥ ৭ ॥

হে ভূমন্! হে ভগবন্! বলিরাজের বন্ধনকালে আপনার শ্রীচরণ ত্রিলোকব্যাপ্ত হইয়া বিজয়ধ্বজরূপে এবং ত্রিলোকবিহারিণী গঙ্গাদেবী তাঁহার পতাকারূপে শোভা পাইয়াছিলেন। তাদৃশ ভবদীয় শ্রীপাদপদ্ম তৎকালে অসুরগণের ভয় ও নরকপ্রদ এবং দেবগণের অভয় ও স্বর্গপ্রদ হইয়াছিলেন। আপনার উক্ত শ্রীচরণ ভজনশীল আমাদের পাপ বিনাশ করুন ॥ ৭ ॥

নস্যোতগাব ইব যস্য বশে ভবন্তি
ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতো মিথুরর্দ্দ্যমানাঃ।
কালস্য তে প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পরস্য
শং নস্তনোতু চরণঃ পুরুষোত্তমস্য ॥ ৮ ॥

হে দেব! পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহাদি-পীড়িত ব্রহ্মাদি জীবগণ নাসাবদ্ধ গোসমূহের ন্যায় প্রকৃতিপুরুষাতীত কালরূপী যে-নিয়ামকপুরুষের অধীনে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, পুরুষোত্তমস্বরূপ সেই আপনার শ্রীচরণ আমাদের মঙ্গল বিস্তার করুন ॥ ৮ ॥

অস্যাসি হেতুরুদয়স্থিতিসংযমানা-
মব্যক্তজীবমহতামপি কালমাহুঃ।
সোঽয়ং ত্রিনাভিরখিলাপচয়ে প্রবৃত্তঃ
কালো গভীর-রয় উত্তমপুরুষস্ত্বম্ ॥ ৯ ॥

হে প্রভো! শ্রুতিগণ আপনাকে প্রকৃতি, পুরুষ এবং মহত্তত্ত্বেরও নিয়ামক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, অতএব আপনিই এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি সংহারের কারণস্বরূপ। হে দেব! আপনিই জগতের সংহার-কার্য্যে প্রবৃত্ত ত্রিনাভিযুক্ত (চাতুর্ম্মাস্যত্রয়যুক্ত) সংবৎসরাত্মক মহাবেগশালী কালস্বরূপ; সুতরাং আপনিই পুরুষোত্তম ॥ ৯ ॥

ত্বত্তঃ পুমান্ সমধিগম্য যয়াস্য বীর্য্যং
ধত্তে মহান্তমিব গর্ভমমোঘবীর্য্যঃ।
সোঽয়ং তয়ানুগত আত্মন আণ্ডকোশং
হৈমং সসর্জ্জ বহিরাবরণৈরুপেতম্ ॥ ১০ ॥

হে দেব! কারণাব্ধিশায়ী অমোঘবীর্য্য মহাবিষ্ণু আপনার নিকট হইতে শক্তিলাভ করিয়া যে-মায়াদ্বারা এই জগতের বীজস্বরূপ যে-মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই মহত্তত্ত্ব সেইমায়া দ্বারাই যুক্ত হইয়া নিজ হইতে বহির্দ্দেশে সপ্তাবরণযুক্ত সুবর্ণময় অণ্ডকোষের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

তৎ তস্থূষশ্চ জগতশ্চ ভবানধীশো
যন্মায়য়োত্থগুণবিক্রিয়য়োপনীতান্।

অর্থান্ জুষন্নপি হৃষীকপতে ন লিপ্তো
যেঽন্যে স্বতঃ পরিহৃতাদপি বিভ্যতি স্ম ॥১১॥

হে হৃষীকেশ! আপনি যেহেতু মায়া কর্তৃক আবির্ভাবিতা ইন্দ্রিয়-বৃত্তিদ্বারা উপনীত বিষয়সমূহের ভোগ করিয়াও তাহাতে আসক্ত নহেন, সেইজন্য আপনিই স্থাবর-জঙ্গমের একমাত্র অধীশ্বর। পরন্তু অন্যান্য জীব বা যোগিগণ স্বয়ং পরিত্যক্ত সেই বিষয়ভোগ হইতেও সর্ব্বদা ভীত হইয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

স্মায়াবলোক-লবদর্শিতভাবহারি-
ভ্রূমণ্ডলপ্রহিতসৌরতমন্ত্রশৌণ্ডৈঃ।
পত্ন্যাস্তু ষোড়শসহস্রমনঙ্গবাণৈ-
র্যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং করণৈর্নবিভ্ব্যঃ ॥ ১২ ॥

হে দেব! রুক্মিণী প্রভৃতি ষোড়শসহস্র মহিষী মৃদুমন্দহাস্যবিলসিত দৃষ্টিকটাক্ষপাতে হৃদয়গত অভিপ্রায় প্রকাশপূর্ব্বক মনোহর ভ্রূমণ্ডল-নিক্ষিপ্ত সুরত-মন্ত্রদ্বারা সুনিপুণ কন্দর্পবাণ ও কামকলাসমূহ দ্বারা আপনার চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিতে সমর্থা হন নাই ॥ ১২ ॥

বিভ্ব্যস্তবামৃতকথোদবহাস্ত্রিলোক্যাঃ
পাদাবনেজসরিতঃ শমলানি হন্তুম্।
আনুশ্রবং শ্রুতিভিরঙ্ঘ্রিজমঙ্গসঙ্গৈ-
স্তীর্থদ্বয়ং শুচিষদস্ত উপস্পৃশন্তি ॥ ১৩ ॥

হে দেব! আপনার কীর্ত্তিসুধা-প্রবাহিনী কথানদী এবং পাদপ্রক্ষালন-জনিত গঙ্গাপ্রভৃতি নদীসমূহ ত্রিলোকের পাপবিনাশে সমর্থা হইয়া থাকেন। সুতরাং বিশুদ্ধিকামী পুরুষগণ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা বেদবর্ণিত ভবদীয় প্রকীর্ত্তি তীর্থ এবং অঙ্গসংস্পর্শ দ্বারা ভবদীয় পাদপদ্মপ্রসূত তীর্থের (গঙ্গাদেবীর) সেবা করিয়া থাকেন ॥১৩॥

জীবের মূল ব্যাধি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা
৭ই আশ্বিন, ১৩৩৭
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩০
১৬ পদ্মনাভ, ৪৪৪ গৌঃ

বিহিত-সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদনমিদং

আপনার ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আপনি শারীরিক পীড়াবশতঃ শ্রীপ্রয়াগক্ষেত্রে পুনর্যাত্রা করিয়াছেন, তাহাতে কোন ত্রুটী হয় নাই। কিন্তু হরিকথা শ্রবণের একটুকু অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। **যেখানে হরিকথা, সেইখানেই তীর্থ**। যে তীর্থে হরিনামের অভাব, সে-স্থান শারীর-সৌখ্যবিধান করিলেও সেবোন্মুখতার সাহায্য করে না। আমরা জন্ম-জন্মান্তর কৃষ্ণভক্তি বঞ্চিত হইয়া মায়িক রাজ্যে দরিদ্রতার মধ্যে আছি, সুতরাং সকল জীবাত্মার মূল বিষয়বিগ্রহধন হইতে বঞ্চিত হওয়ায় আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা দিন দিন বাড়িতেছে। হরিকথার দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত আমরা বিষয়সুখবাসনাকে পরমোপাদেয় জ্ঞান করি। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু।
কিন্ত্বাদরান্নুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥

আমরা বিষয়রসে আনন্দ পাই; কিন্তু সকল বিষয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয় যে শ্রীকৃষ্ণপদনখ-শোভা, সেই সৌন্দর্য্য ভুলিয়া কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তুকে সেব্য-বিষয় বোধ করিতেছি। এই **কৃষ্ণেতর বিষয়-সংগ্রহই আমাদিগের মূল ব্যাধি**। শ্রীহরিনাম-নাম, রূপ-নাম, গুণ-নাম, পরিকরবৈশিষ্ট্য-নাম ও লীলা-নাম আমাদিগের নিকট ব্যাধি থাকাকালে তিক্ত ও অপ্রীতিকর বোধ হয়। কিন্তু উহাই আবার পিত্তরোগীর মিছরির ন্যায় ঔষধরূপে ব্যবহার করিতে করিতে কৃষ্ণসেবায় অপ্রীতিব্যাধির হ্রাস হইবে। তখন কৃষ্ণনাম-মাধুর্য্য স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে চিন্ময় ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা চিন্ময় বিষয়-

বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত করিবে। আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন,—সেদিন আমার কবে হইবে,—"বিষয় ছাড়িয়া আমি কবে যাব বৃন্দাবন?" আমরা কি গাহিতে পারিব?—

জীবন সমাপ্তকালে করিব ভজন।
এবে করি গৃহসুখ।
কখন এ কথা নাহি বলে বিজ্ঞজন।
এ দেহ পতনোন্মুখ॥
আজি বা শতেক বর্ষে অবশ্য মরণ।
নিশ্চিন্ত না থাক ভাই॥
যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ।
জীবনের ঠিক নাই॥
সংসার নির্ব্বাহ করি' যা'ব আমি বৃন্দাবন।
ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন॥
এ আশায় নাহি প্রয়োজন।
এমন দুরাশাবশে যা'বে প্রাণ অবশেষে,
না হইবে দীনবন্ধুচরণ-সেবন॥
যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণ নাম গাও,
গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ॥

আমরা কি গাহিতে পারিব?—

চঞ্চল জীবন, স্রোত প্রবাহিয়া,
কালের সাগরে ধায়।
গেল যে দিন, না আসিবে আর,
এবে কৃষ্ণ কি উপায়॥
তুমি পতিতজনের বন্ধু।
জানিহে তোমারে নাথ,
তুমি ত' করুণাজলসিন্ধু॥
আমি ভাগ্যহীন, অতি অর্ব্বাচীন,
না জানি ভকতিলেশ।
নিজগুণে নাথ, কর আত্মসাৎ,
ঘুচাইয়া ভবক্লেশ॥

সিদ্ধদেহ দিয়া, বৃন্দাবন-মাঝে,
সেবামৃত কর দান।
পিয়াইয়া প্রেম, মত্ত করি' মোরে,
শুন নিজ-গুণগান।
যুগল-সেবায়, শ্রীরাসমণ্ডলে,
নিযুক্ত কর আমায়।
ললিতা সখীর, অযোগ্যা কিঙ্করী,
বিনোদ ধরিছে পায়॥

আমি আর অধিক কি বলিব ? উৎসবের সময় ৫ই অক্টোবরের পূর্ব্বেই ৩রা ও ৪ঠা অক্টোবর এখানে আগমন করিবেন। সাক্ষাতে আর আর বিষয় নিবেদন করিব। ইতি—

শ্রীহরিজনকিঙ্কর অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

প্রশ্নোত্তর

(কর্ম্ম)

১৮। বিবাহাবিধি কাহাদের পক্ষে পুণ্য কার্য্য ?

"অত্যন্ত পশুভাবাপন্ন পুরুষের পক্ষে বিবাহবিধিদ্বারা স্ত্রীসংসর্গ স্বীকার করাই পুণ্য।"

—'কৃঃ সং ১০।৩

১৯। তীর্থযাত্রার অবান্তর ফল কি ?

"তীর্থযাত্রার দ্বারা মানবগণ অনেকটা পাবিত্র্য লাভ করেন। যদিও সাধুসঙ্গই তীর্থযাত্রার চরম উদ্দেশ্য, তথাপি তীর্থগত সকল লোকই আপনাদের চিত্তে আপনাদিগকে পবিত্র বলিয়া মনে করেন; যেহেতু তদ্দ্বারা পূর্ব্ব পাপবৃত্তি অনেকটা তিরোহিত হয়।"

'—চৈঃ শিঃ ২।২

২০। স্বরূপগত ও সম্বন্ধগত পুণ্য কাহাকে বলে ?

"ন্যায়, দয়া, সত্য, পবিত্রতা আর্জ্জব ও প্রীতি—ইহার স্বরূপগত পুণ্য। ইহাদিগকে স্বরূপগত পুণ্য এইজন্য বলি, যেহেতু ঐসকল পুণ্য জীবের স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বকালে তাহার অলঙ্কারস্বরূপে থাকে। বদ্ধাবস্থায়

কিয়ৎপরিমাণে স্থূল হইয়া 'পুণ্য' নাম প্রাপ্ত হয়,—এই মাত্র। আর সমস্ত পুণ্যই সম্বন্ধগত, যেহেতু তাহারা জীবের জড়সম্বন্ধ বশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে; সিদ্ধাবস্থায় তাহাদের প্রয়োজন নাই।"

—'চৈঃ শিঃ ২২।৩

২১। কৃষ্ণভক্তের হৃদয়ে পাপপুণ্যের বাসনা থাকে কি?

"কৃষ্ণভক্তি যখন আত্মার স্বরূপ ও স্বধর্ম্মালোচনারূপ কার্য্যবিশেষ হইয়াছে, তখন যে আধারে তাহা লক্ষিত হয়, সে আধারে সমস্ত পাপপুণ্যরূপ সাম্বন্ধিক অবস্থার মূল-স্বরূপ অবিদ্যা ক্রমশঃ ভ্রষ্ট হইয়া সম্পূর্ণ লোপ পাইতেছে; মাঝে মাঝে যদিও ভ্রষ্ট 'কই-মৎস্যে'র ন্যায় হঠাৎ পাপবাসনা বা পাপ উদ্গার হয়, তাহা সহসা ক্রিয়াবতী ভক্তির দ্বারা প্রশমিত হইয়া পড়ে।"

—কৃঃ সং, ১০।২

২২। প্রায়শ্চিত্ত কয়প্রকার ও কি কি? কোন্ প্রায়শ্চিত্তের কি ফল?

"প্রায়শ্চিত্ত তিনপ্রকার—অর্থাৎ কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্ত, জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্ত ও ভক্তি-প্রায়শ্চিত্ত। **কৃষ্ণানুস্মরণ-কার্য্যই ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত**; অতএব ভক্তিই ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত। ভক্তদিগের প্রায়শ্চিত্ত-প্রয়াসে কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই। **অনুতাপকার্য্য** দ্বারা **জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত** হয়। জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত-ক্রমে পাপ ও পাপবীজ অর্থাৎ বাসনার নাশ হয়, কিন্তু **ভক্তি ব্যতীত অবিদ্যার-নাশ হয় না**। চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি **কর্ম্ম-প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা** পাপ প্রশমিত হয়, কিন্তু **পাপবীজ বাসনা, পাপ ও তদ্বাসনার মূল অবিদ্যা পূর্ব্ববৎ থাকে।** অতিসূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা এই প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।"

—কৃঃ সং, ১০।২

২৩। বর্ণাশ্রমধর্ম্মত্যাগী স্বেচ্ছাচারিগণ প্রায়শ্চিত্তার্হ কেন?

"কিছুদিন ম্লেচ্ছ সংসর্গ করিয়া যাহারা পবিত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করত ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহারা **বিজ্ঞানসিদ্ধ সদাচারের** বিরুদ্ধাচরণ করত পতিত হইয়া পড়ে; তাহারাও প্রায়শ্চিত্তার্হ।"

—চৈঃ শিঃ, ২।৫

২৪। দুর্জ্জাতিত্ব-দোষ কিরূপে যায়?

"দুর্জ্জাতিত্বদোষ—প্রারব্ধকর্ম্ম, তাহা ভগবন্নামোচ্চারণে দূর হয়।"

—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

২৫। কি উপায়ে পাপবীজ দূর হয় ?

"চিত্তশুদ্ধির যে-সমস্ত উপায় আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুস্মরণই প্রধান। পাপচিত্তকে শোধন করিবার জন্যই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। তন্মধ্যে চান্দ্রায়ণাদি-কর্ম্মরূপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপকর্ম্ম পাপীকে পরিত্যাগ করে ; কিন্তু পাপের মূল যে পাপবাসনা, তাহা যায় না। অনুতাপরূপ জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্ত কৃত হইলে পাপবাসনা দূর হয় ; কিন্তু পাপবীজ যে ঈশ্বরবৈমুখ্য, তাহা কেবল হরিস্মৃতিদ্বারাই দূরীভূত হয়।"

—চৈঃ শিঃ ২।২

২৬। অপবিত্রতা কয়প্রকার ও তাহাদের ভেদ কি ?

"অপাবিত্র্য—শারীরিক ও মানসিক-ভেদে দ্বিবিধ। শারীরিক হউক বা মানসিক হউক, অপাবিত্র্য তিনপ্রকার—দেশগত অপাবিত্র্য, কালগত অপাবিত্র্য ও পাত্রগত অপাবিত্র্য। অপবিত্র দেশে গমন করিলে দেশগত অপাবিত্র্য ঘটে—সেই দেশবাসীদিগের অশুদ্ধাচরণ-বশতঃই সেই-সেই-দেশের অপাবিত্র্য ঘটিয়া থাকে। এই জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে অকারণ ম্লেচ্ছদেশে গমন বা বাস করিলে দেশগত অপাবিত্র্য হয়, এরূপ বিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেশজ্ঞান-লাভ, অন্যদেশের মঙ্গলবিধানের জন্য দুষ্ট লোকের হস্ত হইতে সেই দেশকে যুদ্ধ বা কৌশলদ্বারা উদ্ধার বা ধর্ম্মপ্রচার—এই-প্রকার কার্য্যানুরোধে ম্লেচ্ছদেশ-গমনে কোন নিষেধ নাই। ম্লেচ্ছদেশের ক্ষুদ্র বিদ্যার ব্যবহার বা ধর্ম্মশিক্ষা করিবার জন্য অথবা সেইদেশীয় লোকের সহিত সহবাস করিবার অভিপ্রায়ে ম্লেচ্ছদেশে গমন করিলে আর্য্যজাতির অবনতি হয়। সেই দোষ যাঁহাকে স্পর্শ করে, তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া পড়েন।"

— চৈঃ শিঃ ২।৫

২৭। চিত্তের অপাবিত্র্য কিরূপ ?

"ভ্রম ও মাৎসর্য্যদ্বারা চিত্তের অপাবিত্র্য হয় ; তাহা দূর করা কর্ত্তব্য।"

—চৈঃ শিঃ ২।৫

—জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সুখের স্বরূপ

ভেবেছ কি মনে, জীব! জগত মাঝারে
চিরদিন সুখভোগে কাটাইবে কাল?
তাই বুঝি, প্রাণপণে করিছ যতন
লুটিবারে জগতের ভোগ সুখ-রাশি?
হায়, হায়, কেন কর আত্মপ্রবঞ্চন?
জাননা রে অবিমিশ্র সুখ নাহি জড়ে।
সুধাও নিজেরে তুমি, সুধাও সকলে,
সুখভোগে তৃপ্ত ভবে কে কোথা হ'য়েছে?

মহাকুলে প্রসূত ঐ কুলীন প্রধান,—
জিজ্ঞাসহ কত সুখে জীবন কাটায়?
আভিজাত্য-দম্ভে পূর্ণ হৃদয় তাহার,—
সদা চিন্তে কেবা কবে মর্য্যাদা লঙ্ঘিবে,
কেবা বুঝি বড় হ'য়ে লভিবে সম্মান,
সমান হইবে তার এই বড় ভয়॥
ঈর্ষাবিষে সদা তার হিয়া জর জর,
তার ভাগ্যে সুখ কোথা, দেখ বিচারিয়া।

তবে বুঝি, ভাব মনে, ধনে সুখ হয়?
ঐশ্বর্য্য-সুখের নিধি, সবে তার বশ?
বৃথা ভ্রান্তি তোর জীব, বিবর্ত্ত কেবল।
ধনমদে মত্ত ধনী—উদ্ধত-স্বভাব,
সম্ভ্রমের মাপকাটি ধন পরিমাণ,
ধনহীন জনে সেই মনুষ্য না গণে।
আরো দাও, আরো দাও, সদা তার আশা,
সন্তোষের স্নিগ্ধচ্ছায়া নাহি ভাগ্যে তার—
অতৃপ্ত ধনেপ্সা-বহ্নি অন্তর পোড়ায়।
এই কিরে ধনসুখ, ঐশ্বর্য্য-গৌরব?
অর্থার্জ্জনে ক্লেশরাশি, রক্ষণে জঞ্জাল,
বিবাদের মূল সূত্র, অর্থে সুখ কোথা?

আর যদি বল, যার পাণ্ডিত্য-প্রভায়
দশদিক্ আলোকিত,—সুখরাশি তার,
বিষম বিষম ভুল জানিও নিশ্চয়।
এ বিদ্যা অবিদ্যা-পাশ বন্ধন-কারণ।
ঈশভক্তি-হীনজনে শ্রুতি-স্মৃতি-জ্ঞান,
মোহে অন্ধ করে মাত্র, সুখ নাহি দেয়।
ভক্তিহীনের যত কিছু জড়ীয় সম্পদ্
মৃতকের অলঙ্কার—ভার মাত্র সার!
যত চেষ্টা কর তুমি দুঃখ নাশিবারে
নেতি নেতি করে' তুমি যত কর ত্যাগ,
নাহি হবে আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি,
শুদ্ধভক্তি বিনা সুখ আকাশ-কুসুম!

—শ্রীমদ্ অদ্বৈতদাস বাবাজী মহারাজ

প্রশ্নোত্তর

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা ৪৩৭ পৃষ্ঠার পর)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গীতা শাস্ত্রে শ্রীভগবান্ তদীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশে শ্রীঅর্জ্জুনকে কেবল তদীয় ভক্ত হইবার উপদেশ করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার পরমার্চ্চনীয় শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-পাদ তদীয় উক্ত গ্রন্থের আদি-লীলায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে ১৬৫ পয়ারে বর্ণনা করিয়াছেন যে,—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

অর্থাৎ নিজ ইন্দ্রিয় প্রীতির নিমিত্ত যে সমস্ত ক্রীয়া অর্থাৎ যেমন পুত্র বিত্তাদি কামনা জনিত ক্রীয়াকে কর্ম্ম বলে, আর আমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দাস বা দাসী, শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই জীবনের ব্রত, এইরূপ জ্ঞান করিয়া যে সমস্ত ক্রীয়ার

অনুশীলন হয় তাহা শ্রীকৃষ্ণ-সুখ নিমিত্ত হইয়া থাকে। কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণমূলা সকল অনুশীলনই ভক্তি আখ্যা লাভ করিয়া থাকে—তাহা কর্ম্ম নহে। নিজের জন্য হস্তপদ আদি ইন্দ্রিয় চালনা কর্ম্মমার্গের অন্তর্গত, আর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্য হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় চালনা কর্ম্ম নহে। বরং মোক্ষের কারণ অর্থাৎ ভক্তি। ভক্তি ব্যতীত মুক্তি কদাপি লাভ হয় না।

এখন জ্ঞান সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা যাউক। আপনার প্রশ্নগুলি দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ, সেকারণে উত্তর সকলও সুগম্ভীর দার্শনিক বিচার সম্বলীত ও তথা বিস্তৃত হইতেছে। তজ্জন্য আপনি ধর্য্যসহকারে স্থির চিত্তে বুঝিয়া উত্তরগুলি পুনঃ পুনঃ পড়িবেন—এই অনুরাধ।

জ্ঞান বলিলে সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদ প্রচারক শ্রীল শঙ্করাচার্য্য প্রচারিত নির্ব্বিশেষ বিচারপর বেদান্তবিরুদ্ধ জ্ঞানকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। শাস্ত্রে জ্ঞান সম্বন্ধে যে নিন্দাবাদ তাহা বেদান্তবিরুদ্ধ নির্ব্বিশেষ জ্ঞানকেই উদ্দেশ করিয়াছেন। এমনকি ভক্তির সজ্ঞা নিরুপণ কল্পেও যে প্রমাণ দেখা যায় তাহাতেও কর্ম্ম ও জ্ঞানের ধীক্কার আছে, যথা—(পরমার্চ্চনীয় শ্রীশ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদকৃত শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে) অন্যাভিলাসিতা শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্ আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্ ভক্তির উত্তমা।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে উত্তমা ভক্তির লক্ষণ বলিতে গিয়া তাহাতে যেন কখন কর্ম্ম বা জ্ঞানের সংশ্রব না থাকে (কর্ম্ম, জ্ঞানাদি অনাবৃতম্) এবং কৃষ্ণ সেবা ব্যতীত অন্য কোন ইতর অভিলাষশূন্য এবং অনুকূল ভাবে কৃষ্ণ-প্রিতিমূলা নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনকে উত্তমা ভক্তি বলা হইয়াছে।

নিরাকার, নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানিগণও অধঃপতিত হন। সে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২।৩২ শ্লোকে বলেন—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

অর্থাৎ পদ্মপলাশলোচন হরির শিক্ষা, নির্ব্বিশেষবাদী জ্ঞানীরা বিমুক্ত হইয়াছি বলিয়া অভিমান করে। কিন্তু তাহারা আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধ বুদ্ধি। তাহারা অনেক ক্লেশে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত আরোহন করিয়াও ভগবদ্‌ভক্তির অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয়। সুতরাং জ্ঞানীদের অধঃপতন প্রমাণিত হইল।

সেই জন্য ঐরূপ জ্ঞানবাদ ধীকৃত, পরিত্যজ্য। সেকারণে শ্রীভাগবতে (১০।১৪।৩) ব্রহ্মা শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন,—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যেপ্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈ স্ত্রিলোক্যাম্॥

শ্লোকার্থ এই যে—হে ভগবান্ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম চিন্তারূপ জ্ঞান চেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া যে ভক্তগণ সাধুমুখ-বিগলিত আপনার কথা শ্রবণ করেন ও কায়মনোবাক্যে সাধু-পথে স্থিত হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রৈলোক্য মধ্যে আপনি দুর্ল্লভ হইয়াও তাঁহাদের নিকট সুলভ হইয়া পড়েন।

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥
বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥ (গীঃ ৭।১৮-১৯)

গীতার উপরোক্ত শ্লোকদ্বয় আপনি পত্রে উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকদ্বয় বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিলে জানা যাইবে যে, শ্রীভগবান্ সুকৃতিশালী আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, অজ্ঞানী এই চতুর্বিধ ভক্তের মধ্যে জ্ঞানীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। তবে সে-জ্ঞানী সাধারণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সাজুয্য প্রার্থী কৈবল-জ্ঞানের যাজক নহেন, পরন্তু জ্ঞানমিশ্রাভক্তি অর্থাৎ ভক্তিপ্রধান জ্ঞানের পাত্রের নাম জ্ঞানী। তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি (১) নিত্যযুক্ত (২) একভক্তিমান, (৩) ভগবান্ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় এবং (৪) তিনিও ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।

এবম্প্রকার জ্ঞানী (জ্ঞান মিশ্রাভক্তি যাজনকারী ব্যক্তি) ভাগ্যক্রমে যদি শুদ্ধভক্তের সঙ্গলাভ করেন, তাহা হইলে তৎকৃপায় ক্রমশঃ তিনিও শুদ্ধভক্তি লাভ করিতে পারিবেন।

বহু বহু জন্মের পর যে সুকৃতিমান জ্ঞানী যাদৃশ সাধু সঙ্গ হইলে বাসুদেব-স্বরূপ অবগত হইয়া, সর্ব্বত্র বাসুদেবদাস্য অর্থাৎ সর্ব্ববস্তুতে বাসুদেব সম্বন্ধ দর্শন করত, বসুদেব সুত শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধা ভক্তি লাভ করেন, তাদৃশ মহাত্মা সুদুর্লভ।

প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান নির্ব্বিশেষ জ্ঞান হইতে পৃথক্। উহা ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়। উহার অপর নাম সম্বন্ধজ্ঞান। সম্বন্ধজ্ঞান লাভান্তে ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে তাহার কখন পতন হয় না।

নিজেন্দ্রিয় তর্পনপরায়ণ কর্ম্মী ও নির্ব্বিশেষবাদী বিচারপর জ্ঞানিগণ যে অধঃপতিত হন, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি। অষ্টাঙ্গযোগীও (অর্থাৎ অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধিকামী যোগী সকলও) ভক্তিবিহীন বলিয়া ভগবদ্‌পাদপদ্ম লাভে বঞ্চিত হয়। সেই জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন,—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তী তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন হে নারদ, আমি অষ্টাঙ্গ যোগীর হৃদয়ে বা বৈকুণ্ঠে অবস্থান করি না। পরন্তু আমার ভক্তগণ যেখানে আমার গুণগান করে সেইখানে আমি অবস্থান করি।

ঐকান্তিক ভক্তগণ ঐকান্তিক ভক্তিবলে কখন অধঃপতিত হন না। প্রমাণস্বরূপ শ্রীগীতায় (৯।৩১) দেখিতে পাওয়া যায় যে,—

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

শ্লোকার্থ এই যে সেই অনন্য ভজনপরায়ণ ব্যক্তি অবিলম্বে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া নিত্য শান্তি লাভ করেন; হে কৌন্তেয় তুমি (আমার হইয়া) প্রতিজ্ঞাপুর্ব্বক জানাইয়া দেও **যে আমার ভক্ত কখন পতিত হয় না।**

সুতরাং জৈবধর্ম্মে ৯৭ পৃষ্ঠায় দেয় আমার ভক্ত কখন বিনষ্ট হইবে না অর্থাৎ ভক্ত ধর্ম্মচ্যুত হইবে না, তাহা প্রমাণিত হইল। কিন্তু কর্ম্মী-জ্ঞানিদিগের (ভগবদ্ভক্তির অভাবহেতু) যে বন্ধন ও পতন হয় তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

ভক্তিই শ্রীভগবদ্ পাদপদ্ম লাভের সর্ব্বোত্তম পথ। শ্রুতি বলেন—

ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি।
ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়ষি॥

শ্লোকার্থ এই যে ভক্তি ভগবানের নিকট লইয়া যান। ভক্তিই ভগবদ্ দর্শন করান, ভক্তিরই বশ ভগবান্, ভক্তির প্রশংসাই সকল শাস্ত্রেই ভূয় ভূয় কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গীতার পরিশেষে ১৮শ অধ্যায়ে ৬৬ শ্লোকে—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

ইহার দ্বারা সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণতে আত্মসমর্পণ করিতে অর্জ্জুনকে শিক্ষা দিয়াছেন। দুর্য্যোধনাদি অর্জ্জুনের জেঠতুত ভাই, একই বংশোদ্ভব আত্মীয়-স্বজন হইলেও তাহারা কৃষ্ণ-ভক্তির বিরোধী হইলে ভগবদিচ্ছায় বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের একান্ত অনুগত হইয়া ভক্তিপরায়ণ হওয়ার কারণে তাঁহার কখন পতন হয় নাই। বিশেষ কথা এই যে কর্ম্মী ও জ্ঞানীর শ্রীভগবানে ঐকান্তিক ভক্তির অভাব হেতু উহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। মায়াবদ্ধ জীব মায়া প্রভাবেই কর্ম্মী ও জ্ঞানী হইয়া থাকে।

আপনি স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করেন; যদি ভক্তি আচরণ-পূর্ব্বক আপনি ঐ শিক্ষকতার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী সকলকে ভগবদ্ভক্তি-মূলা উপদেশ না করেন, তাহা হইলে আপনার উক্ত কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হইবে। অর্থাৎ শ্রীভগবদ্‌পাদপদ্মে পৌছিতে না পারিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর মালায় গতাগতি করিতে হইবে। কিন্তু যদি আপনি শ্রীভগবানে সমর্পিতাত্মা হইয়া শিক্ষয়িত্রী জীবনে গীতোক্ত ভক্তির আচরণ ও প্রচারণ করেণ তাহা হইলে তদ্দ্বারা আপনার কোন প্রকার অমঙ্গলের কারণ নাই, এমনকি উত্তোরত্তর শ্রীভগবৎপাদপদ্মের দিকে অগ্রসর হইয়া ত্রিতাপ জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করত পরম শান্তি পাইবেন।

জৈবধর্ম্ম প্রণেতা জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৈষ্ণব জগতে পরম মুক্তকুলের উপাস্য আচার্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তিনি অন্যান্য সাধারণ প্রাকৃত গ্রন্থ লিখকের সমপর্য্যায় পড়েন না। বৈষ্ণব সাম্রাজ্যে তিনি "সপ্তম গোস্বামী" আখ্যা লাভ করিয়াছেন। সমগ্র বেদ-বেদান্ত ইতিহাস, শ্রীমদ্ভাগবত, উপনিষদ, মহাভারতাদি বহু শাস্ত্রের সার সঙ্কলন স্বরূপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পর বঙ্গভাষায় "জৈব-ধর্ম্ম" গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া বিশ্ববাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ইংরাজী, হিন্দী, মাদ্রাজী, তামিল প্রভৃতি বহুবিধ ভাষায় Translated হইয়া ২০।২৫ টি সংস্করণ হইয়াছে। গীতা ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থের বাংলা ভাষায় এত সংস্করণ হয় নাই। আপনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার

সহিত উহা পুন পুনঃ পাঠ করিবেন। এই গ্রন্থ পাঠের দ্বারা ভক্তিধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে শাস্ত্রজ্ঞানের বিপুল পারদর্শীতা লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারিবেন।

শুদ্ধাভক্তির কথা 'জৈবধর্ম্মে' প্রচুর পরিমাণে লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ১৯শ পরিচ্ছেদ ১৬৮ সংখ্যক পয়ারে শুদ্ধাভক্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে—

অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ছাড়ি 'জ্ঞান, কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥

অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তিতে কৃষ্ণসেবার্থ স্বীয় (পারমার্থিক সিদ্ধিপথে) উন্নতি বাঞ্ছা ব্যতিৎ অন্য কোন বাঞ্ছা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণ ব্যতিৎ অন্য কোন সেব্য ব্রহ্ম পরমাত্মাদি স্বরূপের পূজা থাকিতে পারে না। নির্ব্বিশেষ জ্ঞান ও কর্ম্মের লেশও তৎ তৎ স্বরূপে থাকিতে পারে না। এই সমস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবন-যাত্রায় যাহা অনুকূল, কেবল মাত্র তাহাই গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করার নাম শুদ্ধাভক্তি।

উপসংহারে নিবেদন এই যে কলিহত জীবের উদ্ধারের জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আজ হইতে প্রায় ৪৮১ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীধাম মায়াপুরে (নবদ্বীপ) শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নামে অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং শ্রেষ্ঠ ভক্তি-ধর্ম্ম আচরণপূর্ব্বক বিশ্বের তদানিন্তন বড় বড় কর্ম্মপর ও নির্ব্বিশেষ জ্ঞানপর বিচার-পরায়ণ শ্রীপুরিধামের রাজপণ্ডিত শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের অনুগামী ষাট হাজার শিষ্যের গুরু মায়াবাদী সন্ন্যাসী শ্রীল প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ কর্ম্মী-জ্ঞানী সকলকে শাস্ত্রবিচারে সম্পূর্ণরূপে পরাভব করিয়া ভক্ত ও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণপূর্ব্বক সকলকে ভক্তিমূলা বৈষ্ণবধর্ম্মে আকৃষ্ট তথা দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

সেই কারণে মহাজন বাক্যের আবৃত্তি করিয়া নিবেদন করি এই যে—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর নিবত্ত।
কৃত্বা য কাকু শত মেতদহং ব্রবিমি॥
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দুরা-
দ্গৌরাঙ্গ চরণে কুরুতানুরাগম্॥　(চৈতন্য চন্দ্রামৃত ৯০)

অর্থাৎ হে সজ্জনবৃন্দ! আমি দন্তেতৃণ ধারণপূর্ব্বক পদযুগলে নিপতিত হইয়া দন্তভরে প্রার্থনা করি যে, আপনারা সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে অনুরক্ত হউন।—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

কলিকালে উপরোক্ত হরে কৃষ্ণাদি এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র জপ ও কীর্ত্তনেই যুগধর্ম্ম। কেবল মাত্র এই নাম কীর্ত্তনের দ্বারাই শ্রীভগবদ্‌সেবা লাভ করিতে সমর্থ হইব। সুতরাং সৎগুরুর চরণাশ্রয়পূর্ব্বক হরে কৃষ্ণাদি এই ষোল নাম কীর্ত্তনেই শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু শুদ্ধাভক্তির যাজন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এই পত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের কথা কিছুটা আলোচনা করিলাম। সাক্ষাৎ আলোচনা হইলে ভাল হইত। আশাকরি উহাতে আপনার সকল প্রশ্নের সমাধান হইবে। আপনি অন্ততঃ ২।৩ বার এই পত্রখানি পড়িয়া দেখিবেন। অলমিতি বিস্তরেণ। ইতি—

বিনীত নিবেদক—
শ্রীবৈষ্ণব দাসাভাস
শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

রাখে হরি মারে কে?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪২৮ পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

গঙ্গা-তীর

ছদ্মবেশী কৃষ্ণের হস্তধারণপূর্ব্বক হরিদাসের প্রবেশ।

হরিদাস—কে তুমি! আমাকে গঙ্গা থেকে টেনে তুল্‌লে? তোমার নাম কি? তুমি কোথায় থাক?

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ—আমায় চিন্‌তে পারছো না ঠাকুর! আমার নাম শ্যাম। আমি এইখানেই থাকি।

হরিদাস—কই, এখানে আমি তো তোমায় দেখি নি! তুমি কাদের ছেলে গো!

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ—আমি গোয়ালার ছেলে।

হরিদাস—তা' তুমি আমায় দেখ্‌লে কি করে ?

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ—আমি প্রত্যহ গঙ্গার ধারে চড়ায় খেলা করি, ঐখানে কদম গাছে উঠে বাঁশী বাজাই। আজ বাঁশী বাজাতে বাজাতে তোমায় গঙ্গার জলে ভেসে আসা দেখ্‌তে পেয়ে তোমায় ধরে তুল্‌লাম।

হরিদাস—আশ্চর্য্য! তুমি এই টুকু শিশু আমার এমন দেহটাকে কি করে ডাঙ্গায় তুল্‌লে, আমি কল্পনা কর্‌তে পার্‌ছি না।

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ—(মৃদু হাসিয়া) আমি তোমার হাত ধরে টান্‌তে তুমি উঠে এলে।

হরিদাস—তোমার এই অল্প বয়সে এত ক্ষমতা কি ক'রে হ'ল ?

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ—আমাদের গোয়ালার ঘরে দুধ-ছানা-মাখনের-তো অভাব নেই। আমি বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে। কাজেই যত কিছু সুখাদ্য আমিই খাই। আর দুধ-ঘি খেলে কা'র না ক্ষমতা হয় বল ?

হরিদাস—(চিন্তিত হইয়া)তোমার কথার অর্থ আমি কিছু বুঝতে পার্‌ছি না ;—আমার যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমাকে গঙ্গা থেকে কেন তুল্‌লে ভাই ? আমি বেশ তো ভেসে ভেসে বেড়াতাম।

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ—তা' কি হয় ঠাকুর! তুমি-তো স্বেচ্ছায় গঙ্গার জলে ভেসে বেড়াও নি। দুষ্ট মোস্লেমরা তোমাকে নির্ম্মমভাবে বেত মারায় ও পরিশেষে ঐ প্রহারকারিগণের অনুরোধে তুমি যোগ-অবলম্বনে মৃতের ভাণ কর্‌লে ; তারা তোমাকে মৃত ভেবে গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়ায় গঙ্গায় ভাস্‌তে ভাস্‌তে ক্রমে তুমি চৈতন্য পেলে, তোমাকে আমি টেনে তুলেছি। এতে তোমার-তো কোন ক্ষতি করি নি।

হরিদাস—আহা ভাই, তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ ; আমিই পাপীষ্ঠ নরাধম। তোমার দয়ায় আমি প্রাণে বেঁচেছি, তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমাকে মোস্লেমরা যে কষ্ট দিয়েছে তা' তুমি জান্‌লে কি করে ?

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ—বা-রে আমি আবার জানি না ? আমি সবাইকার খবর রাখি। তোমাকে তো তারা কোন কষ্টই দিতে পারে নি! তোমার দেহ খণ্ড খণ্ড হয়েছে সত্য, কিন্তু তুমি নামানন্দে মত্ত থেকে কোন কষ্ট অনুভব কর-নি।

হরিদাস—তুমি যদি আমার এত খবর রাখো, তবে তখন আমায় প্রহার থেকে রক্ষা কর্‌-নি কেন ?

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ—তোমায় রক্ষা কর্‌্‌ব কি করে? তুমিই তো' বাদ সাধ্‌লে। তোমার শাস্তি হচ্ছে দেখে আমি কি স্থির থাকৃতে পারি? আমি তাদের ধ্বংস সাধনে উদ্যত হয়েছিলাম, কিন্তু তুমি তাদের মঙ্গল কামনা কর্‌লে, এমন কি তাদের উদ্ধার কর্‌বার জন্য প্রার্থনা জানালে। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের আঘাত কর্‌তে পার্‌লাম না।

হরিদাস—আমার শাস্তি তুমি কি স্বচক্ষে দেখেছো, না কারও মুখে খবর পেয়েছো?

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ—বা-রে, এই দেখ না আমার পৃষ্ঠে, হাতে, পায়ে সর্ব্বত্রই মারণের চিহ্ন (নিজ-অঙ্গের বহু ক্ষতস্থান দেখাইল)। তোমার দেহে যত বেত্রাঘাত হয়েছে সকল আঘাতই আমার এ-দেহে পড়েছে। কাজেই তোমার দেহের কষ্ট আমি নিজে অনুভব করেছি, আর স্বচক্ষে তোমার মারও দেখেছি।

হরিদাস—(অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে) আহা, আমার জন্য তুমি কত কষ্ট ভোগ করেছো ভাই! তুমি আমার প্রাণনাথ,—এবার তোমায় চিন্‌তে পেরেছি। তোমারই মায়ায় ঐ মোশ্লেমরা আমায় গোর না দিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিল। করুণাময়! এ কি তোমার অনন্ত করুণা! তুমি এ-অধম জনার বন্ধু, তোমাকে আর ছাড়্‌ছি না

(দৃঢ়হস্তে ছদ্মবেশী কৃষ্ণকে ধরিল)।

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ—ছাড় ভাই,—আমার হাত ছেড়ে দাও; বড্ড লাগ্‌ছে

(সজোড়ে হাত ছিনাইয়া লইয়া প্রস্থান)।

হরিদাস—(কাঁদিতে কাঁদিতে) হা প্রভু দীননাথ! তুমি আমায় ধরা দিয়ে আবার চলে গেলে! কোথায় লুকালে প্রভু! আমায় কি আর ধরা দেবে না? ওগো সর্ব্বশক্তিধর, তুমি আমার হাত ছিনিয়ে চলে গেলে—এতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? তুমি যদি আমার অন্তর থেকে যেতে পার, তবেই জান্‌বো তুমি কত বড় বীর, ওগো নাথ, তুমি আর একবার এ-অধমের কাছে এসে ধরা দাও! তোমার ঐ ভুবন-ভুলানো নয়নাভিরাম মধুর রূপটী একবার প্রাণ ভরে দেখি!

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ—(নেপথ্যে) হরিদাস, আমি এবার এই যুগে গোলোকের অমৃতভাণ্ড নিয়ে এসেছি। অচিরেই তুমি আমার দেখা পাবে।

হরিদাস—সত্যই কি তোমার দেখা পাব নাথ! তোমার ঐ রাতুল রাঙ্গা চরণ দু'খানি আবার কি আমি প্রাণ ভরে নয়ন মেলে দেখ্‌তে পাবো! প্রভু বাঞ্ছা কল্পতরু, বল—কোথায় তোমার দেখা পাবো!

ছদ্মবেশী কৃষ্ণ—(নেপথ্যে) আমি নদীয়ায় গৌররূপে অবতীর্ণ হয়েছি। শান্তিপুরে আবির্ভূত শিবাবতার মহাভাগবত শ্রীঅদ্বৈতের ঘরে যাও, তা'হলেই শ্রীঅদ্বৈতের মারফৎ আমার সাথে মিলিত হ'তে পার্‌বে।

হরিদাস—ওগো প্রভু! ধন্য তোমার অচিন্ত্য লীলা। তুমি এবার ব্রজনাথ না হয়ে নদীয়া-নাথ হয়েছো। পাপী-তাপীদের উদ্ধারের জন্য তুমি আবার এসেছো নাথ! ওগো অধমতারণ, পতিত-পাবন প্রভু, আমার ন্যায় অধমের প্রতি তোমার কত দয়া! আমি যাচ্ছি,—আমি যাচ্ছি প্রভু, তোমার চরণে আমায় কৃপা ক'রে একটু স্থান দাও।　　(প্রস্থান)

২য় দৃশ্য

রাজ-প্রাসাদ

মুলুকপতি ও গোরাইকাজীর প্রবেশ।

মুলুকপতি—(সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক) আজ দূত মুখে খবর পেলাম, মৃত হরিদাস প্রাণ ফিরে পেয়েছে—এ কথা কি সত্য?

গোরাইকাজী—হুজুর! আমিও তাই শুনে আপনাকে জানাতে এসেছি।

মুলুকপতি—কি আশ্চর্য্য! লোকটা মরে গেল, মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলা হ'ল, তবুও সে আবার বেঁচে গেল? হরিদাস সত্যই ভগবদ্‌ভক্ত! আমরা তা'কে মার্‌বো বল্‌লে কি মার্‌তে পারি; আল্লার ইচ্ছা না হ'লে কিছুই হ'বার নয়।

গোরাইকাজী—হুজুর, এ-যে দেখ্‌ছি অসম্ভবও সম্ভব হয়! অদ্ভুদ্ শক্তি সমন্বিত ঐ হরিদাস! ও মানুষ নয়,—পীর!

[নগররক্ষীর প্রবেশ]

নগররক্ষী—সেলাম হুজুর! বড় আশ্চর্য্যের কথা, মৃত হরিদাস আবার বেঁচে উঠেছে। আবার সেইরকম হিঁদুর দেবতার নাম বলে নাচ্‌ছে,—গাইছে!

গোরাইকাজী—তুমি কি তা'কে স্বচক্ষে দেখেছো?

নগররক্ষী—জি-হুজুর! আমি তা'কে এইমাত্র স্বচক্ষে দেখে আস্‌ছি।

মুলুকপতি—আমরা হরিদাসকে দণ্ড দিয়ে ভুল করেছি। আমাদের এ পাপের যে কি সাজা হবে?

[জনৈক গায়কের প্রবেশ]

গীত

"ভাব না ভাব না, মন, তুমি অতি দুষ্ট।
(বিষয়-বিষে আছ হে)
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদাদি আবিষ্ট॥
(রিপুর বশে আছ হে)
অসদ্বার্ত্তা-ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসা-আকৃষ্ট।
(অসৎ কথা ভাল লাগে হে)
প্রতিষ্ঠাশা-খুটি-নাটি শঠতাদি-পিষ্ট।
(সরল ত' হলে না হে)
ঘিরেছে তোমারে ভাই, এ সব অরিষ্ট॥
(এ সব তো' শত্রু হে)
এ সব না ছেড়ে কিসে পা'বে রাধাকৃষ্ণ।
(যতনে ছাড়, ছাড় হে)
সাধু-সঙ্গ বিনা আর কোথা তব ইষ্ট?
(সাধু-সঙ্গ কর হে)
বৈষ্ণব-চরণে মজ, ঘুচিবে অনিষ্ট॥
(একবার ভেবে দেখ হে)"

মুলুকপতি—সত্যই ভাই, আমরা কাম-ক্রোধাদি রিপুর বশীভূত হয়ে সাধু চিন্‌তে না পেরে অপরাধ করেছি! এ অপরাধ থেকে কি করে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়?

গোরাইকাজী—(গায়কের প্রতি) ভাই, আমরা তাঁকে অন্যায়ভাবে সাজা দিয়েছি। আমরা সকল মোশ্লেমই তাঁর চরণে অপরাধী। তিনি কি আমাদের ক্ষমা কর্‌বেন?

গায়ক—ঠাকুর হরিদাসজী পরম বৈষ্ণব। উনি কৃপালু। আপনারা উঁহার শরণ গ্রহণ করুণ; উঁনি অবশ্যই কৃপা করিবেন।

মুলুকপতি—তাই যাব। আমরা সকলে গিয়ে তাঁর পদ-প্রান্তে লুটিয়ে পড়ে বল্‌বো—ওগো পীর, আমরা তোমার শরণাগত—আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা কর!

নগররক্ষী– হুজুর ! ঠাকুর হরিদাসকে কি রাজসভায় ডেকে আন্‌বো ?

মুলুকপতি—না-না বন্ধু, তাঁকে আর ডাক্‌তে হবে না ! তিনি আমাদের নন্‌, আমরাই তাঁর চাকর। তাঁকে এ দরবারে আস্‌তে হবে না, আমরাই তাঁর দরবারে যাবো...তাঁর পদসেবা কর্‌ব।

গোরাইকাজী—জাহাপনা ! আমরা সেই পীর হরিদাসের কাছে ক্ষমা তো' চাইবই ; তবে তাঁকে এ রাজ্যে ইচ্ছামত বসবাস কর্‌বার জন্য প্রার্থনা জানাতে হবে তো ?

মুলুকপতি– নিশ্চয়ই ! তিনি তাঁর ইচ্ছামত যা' খুশী তাই কর্‌বেন। আমরা মোস্লেম ভাই কেউ তাঁর কোন ক্ষতি কর্‌ব না।

নগররক্ষী—হুজুর ! ঐ বৈষ্ণব-অঙ্গে বেত্রাঘাত ক'রে আমরা যে পাপ করেছি, সে' পাপ থেকে কি রেহাই পা'ব ? আমাদের স্ত্রী-পুত্র সব হয়তঃ রসাতলে যাবে ! স্বয়ং আল্লা হরিদাসকে বাঁচিয়ে তুলেছেন, কাজেই আল্লা আমাদের উপর রুষ্ট। এখন আমাদের উপায় কি ?

মুলুকপতি—খোদার কাছে প্রার্থনা জানাও ভাই ! ঐ মহাপীর হরিদাসের হাতে-পায়ে ধরে আমাদের পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিগে, চল। তাঁর দেবতা সত্য ! ধন্য তাঁর ভক্তির মহিমা।

গোরাইকাজী—(অশ্রুপূর্ণ লোচনে) এখনই চলুন হুজুর ! আজই তাঁর চরণ তলে আমরা করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নেবো। তিনি আমাদের নমস্য,— সাক্ষাৎ পীর।

গায়ক—আপনারা ধন্য ! আপনারা যে বৈষ্ণবপ্রবর হরিদাস ঠাকুরকে চিন্‌তে পেরেছেন, ইহাই আপনাদের পরম সৌভাগ্য। অহো, বৈষ্ণব ঠাকুরের কৃপা ব্যতীত ভগবদ্‌ পাদপদ্ম লাভ হয় না। আসুন, সকলে মিলে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করে গাই,–

ওহে ! বৈষ্ণব ঠাকুর,　　দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি।
দিয়া পদছায়া,　　শোধ হে আমায়,
তোমার চরণ ধরি ।।

(সকলে মিলিয়া গায়কের সহিত গান গাইতে গাইতে প্রস্থান)।

[যবনিকা]

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

ভারতীয় চিন্তাধারা ও আধুনিক সভ্যতা

আজ সারা বিশ্বে 'সভ্যজগৎ' বলিয়া অযথা একপ্রকার উচ্ছ্বাসিত কোলাহল উঠিয়াছে। অনেকের ধারণা—'মানব আজ-কাল সভ্যতার চরম শিখরে উঠিয়া তাহার গৌরবের জয় নিশানা উড্ডীয়মান করিতেছে, আর কাল্পনিক লক্ষ্যস্থলে পৌছিতে পারিয়াছে। এবং উন্মাদের ন্যায় কল্পনা দ্বারা অঙ্কিত করিয়াছে যে, অতীতের সমাজ ছিল মূঢ়, অসভ্য, বর্ব্বর। তারা সভ্যতার সন্ধান জানিত না এবং গরিষ্ঠ সংখ্যকের বদ্ধ ধারণা যে, বর্ত্তমান মানুষ যতটুকু সভ্যতায় আপ্লুত বিগতের জনসমাজ সে-চিন্তাধারায় পৌছিতে পারেন নাই।

আধুনিক যুগের চাকচিক্যময় ব্যক্তিগণ আত্মাভিমানে অনুপ্রাণীত হইয়া ভোগের আহ্বানে নিজেকে লেলিয়ে দিয়ে পরম তৃপ্তিলাভ করিতে প্রয়াসী। জড়-বিদ্যায় মত্ত হইয়া আত্মগরিমায় গৌরবান্বিত হতে বদ্ধপরিকর। নিরত ভোগ-বিলাস-ব্যসনে পরিপ্লুত হইতে বিশেষ ব্যগ্রতা দেখা যায়; কিন্তু সভ্যতা কি বুঝায়? সভ্যতার স্বার্থকতা কোথায়? সে' দিকে দৃষ্টিপাৎ করিতে চায় না।

সভ্য শব্দ 'ষ্যচ' প্রত্যয় নিষ্পন্ন হইয়া 'সভ্যতা' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। অর্থাৎ সভায় বসিবার যোগ্যতা—তাহা সরল ভদ্রতা। সরলতা ও ভদ্রতার পরিপূরকেই সভ্যতার উৎস। এই বিচারে সভ্যজগৎ বলিতে বিশিষ্ট গুণ-সম্পন্ন সমাজকে বুঝায়। বর্ত্তমান সমাজ কোন্ চিন্তাধারায় অভিনিবেশিত হইয়াছে ও তাহার লক্ষ্যস্থল কি? সেদিকে দৃষ্টিপাৎ করিলেই বোঝা যেতে পারে যে সমাজ সভ্যতায় আপ্লুত, না শঠতার ভূমিকায় দণ্ডায়মান হইয়া নীচতার গ্লানিকে আহ্বান করে। ক্ষনভঙ্গুর বাসনা-কামনায় বিজড়ীত হইতে নিরত আগ্রহী। মানুষের প্রকৃত মর্য্যাদা কি ও মানব নামের স্বার্থকতা কোথায় সে দিকে দৃকপাৎ করিবার অবকাশ বর্ত্তমান সভ্যনামধারী সমাজ কতটুকু আগ্রহান্বিত তাহা সহজেই অনুমেয়। শুধু সুন্দর পরিচ্ছদে বিভূষিত, নানা খাদ্য-খাদকতায় ব্যাপৃত থাকাকে যদি সভ্যতা বলে অবিহিত করা হয়, তাহা হইলে বারাঙ্গনা সমাজও কি সভ্যতার পরাকাষ্ঠ বেদী? কারণ তাহারা সুন্দর পোষক, অলঙ্কর আদিতে বিভূষিত। তাহারাও নিত্য নব চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়

আদিতে বিভাবিত। তাহাদিগকে যদি সভ্য বলা হয় তবে নামধারী সভ্য-সমাজের চিন্তাধারাও যে তদনুরূপ ইহাতে আর সন্দেহ কি? আর তাহা যদি ঠিক নয় তবে এইটিদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শুধু পরিচ্ছদ ও ভোগলালসাকেই কেন্দ্র করিয়া সভ্যতা থাকিতে পারে না।

আধুনিক সমাজের বহু ব্যক্তির অন্ধবিশ্বাস যে, মানুষ শিক্ষা-দীক্ষায় সুদূর অতীত থেকে বর্ত্তমান যুগে অনেক উন্নত। 'উন্নত' কি করে ধরা হয় অথবা উন্নত কাহাকে বলে, তাহা তাহাদের সীমাবদ্ধ অনুজ্ঞান অন্বেষণ-কারিগণ ভাবিবার সুযোগ পায় না বল্লেও অত্যুক্তি করা হয় না। তাহাদের ধারণা যে, সে'চিন্তাধারার উর্দ্ধে আর কিছু থাকিতে পারে না। ইহা মূঢ় ব্যক্তির প্রলাপ ব্যতীত আর কি বলা যেতে পারে?

জগৎ অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও জড়জ্ঞান দুই প্রকার প্রতীয়মান হয়। জড়জ্ঞানের চিন্তাধারা কর্ম্মের তাৎপরতা সীমাবদ্ধ এবং তাহা ক্ষণভঙ্গুর। কিন্তু বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক জ্ঞান মায়ীক চিন্তার অতীত। তাহাকে কল্পনার মধ্যে সীমান্বিত করা যায় না। এক প্রকার অশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা আছে তাহা মানসিক কচ্ছ্রবৎ বিশেষ। এখানে সে-রূপ কথা বলা হইতেছে না। যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান নিত্য শাশ্বতঃ তৎসম্বন্ধেই আলোচ্য। কাল তাহাকে স্পর্ষ করিতে পারে না। মায়ার অমোঘ বানেও জর্জ্জরীত করিতে সক্ষম নহে। তাই মায়াধীন জীব যখন সেই চিন্তালোকে প্রবেশ করিতে অক্ষম হয় তখন তাহা অলিক বা কল্পনাপ্রসু ভেবে মূঢ়তার পরিচয় দেয়। ভারতীয় চিন্তাধারার সেই যে সুমহান্ অনুভূতি তাহার ফল স্বরূপেই সুদূর অতীত ভারতীয়-সমাজ সভ্যতার চরম শিখরে বিরাজমান হইতে পারিয়াছেন। তদানিন্তন যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এমনই সুদূরদর্শী ছিলেন যে—ভূৎ, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিনটি কালই তাঁহাদের সম্যক্‌রূপে নখদর্পনে ছিল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই দেদীপ্যমান জগতের বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহস্র সহস্র বৎসরের পূর্ব্বেকার ভবিষ্যৎ বাণীগুলো আজও প্রতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইতেছে।

বিশেষ রূপে যে জ্ঞান তাহাই 'বিজ্ঞান'। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিত-মণ্ডলী পার্থিব বিচিত্র বস্তুর জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলে অবিহিত করিতেছেন। তাই বৈষ্ণবগণ অদ্যকার বিজ্ঞান শব্দ প্রয়োগ করিতে গিয়া আগে একটি

'জড়' শব্দ ব্যবহার করেন। তাহা যাহাই হউক, এক্ষণে আলোচ্য বিষয় যে, বিজ্ঞানের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি অতীত ভারতীয় চিন্তাকক্ষে উচ্চ-শিখায় সঞ্জিবীত ছিল কি'না? নব্য ভারতীয় (বিংশ শতাব্দীতে) আজ নিজদেরকে ভুলে পাশ্চাত্যের অনুগামী হচ্ছেন আর সঙ্গে সঙ্গে রোল তুলিতেছেন যে অতীত ভারতীয়েরা ছিল অসভ্য। হায়! কি আশ্চার্য্য; যারা না জেনেই নিজের পিতৃপুরুষগণকে অজ্ঞ, মূর্খ, বলিতে কুণ্ঠাবোধ করে না তারা 'সভ্য' বলে পরিচয় দিতে চায়। ইহা অপেক্ষা আর কি মুর্খামী হ'তে পারে?

ইতিহাসের দিক্ থেকে আসলেও দেখা যায়, যখন সারাবিশ্ব অজ্ঞান-অন্ধকার কুহকিনীর তিমির গহ্বরে নিপতিত ছিল; অর্ব্বাচীনের তীক্ষ্ণ কৃপাণে ক্ষতবিক্ষত, নিষ্প্রভ জনতা যখন অতুল্ল আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া জিঘাংসায় পরিপ্লুত হইয়া বর্ব্বতার মদীরায় নিবিষ্ট, তখনও 'ভারত' সভ্যতার বিজয়-ভেরি নিনাদিত করে বিশ্ববাসীকে মানব সুলভ সাধনার চরম সীমায় নিঘোষিত করিতেছিলেন। ভারত তখনও এমন এক গভীর অনুভূতিতে পৌছিতে পেরেছিল যাহার তুলনা অপরিসীম।

প্রাচীনকালে ভারতীয়েরা জড়-বিজ্ঞানকে বড় একটা উচ্চস্থান দিত না। যদ্যপী আধুনিক যুগে এর মূল্য অদ্ভূত পরিমাণে দিতে চায়। কিন্তু তাই বলে সেই যুগে জড়-বিজ্ঞানে যে অজ্ঞ ছিল ইহা নহে। বরং আধুনিক কালের বিজ্ঞানকে তাঁহারা বিজ্ঞানের প্রাথমিক অবস্থা বলিয়া মনে করিতেন। তদানিন্তন কালের কাব্য, দর্শন, সাহিত্যাদিতে দেখিতে পারা যায় যে বহুপ্রকার বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ আছে। সেগুলি চিন্তা করিলে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা আধুনিকযুগীয় মানুষ অপেক্ষা বহুগুণে গুণী, মহীয়ান, সুচতুর, বিদ্বান, বৈজ্ঞানীক, সুদূরদর্শী ছিলেন। তাঁহারা এমন পর্য্যায় পৌছিতে পেরেছিলেন যাহার তুলনায় পাশ্চাত্যদেশের বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ আজও কিছুই করিতে পারেন নাই। ভারতীয়েরা তখনও আকাশমার্গে যথেচ্ছা ভাবে পরিভ্রমন করিতে পারিতেন। মূহুর্ত্তের মধ্যেই সুদীর্ঘ পথকে অতিক্রম করিতে তাঁহাদের কোন অসুবিধায় হইত না। বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের যাবতীয় সংবাদ এমনকি দর্শনও পাওয়াতে কোন অসুবিধা হয় নাই। চন্দ্রলোকে যাওটা তখনকার যুগে একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল; কিন্তু

বর্ত্তমান যুগে তথায় যাওয়ার কতই না অশেষ চেষ্টা চলিতেছে? পরিভ্রমন, দর্শন ও অন্যান্য কার্য্য-কলাপ আদির বিষয়ে যে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বর্ণনা করে গিয়াছেন সে'গুলিকে আজ আজব ঘটনা বলে মনে করেন। কারণ সেই সু-উচ্চ চিত্তাকর্ষকের চিন্তাধারা এতই গভীর যাহাকে অদ্যকার মানব কল্পনাই করিতে পারেন না। তাই কাল্পনিক বা আজব ঘটনা বলিতে দ্বিধাবোধ করেন না। কিন্তু যদি সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা করা যায় তাহার সত্যতা প্রমাণে কোনই অসুবিধা হয় না।

প্রত্যেকেই স্বীকার করেন—"সাহিত্যেই জাতির দর্পণ"। সাহিত্যের মাধ্যমেই জাতির ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, কৃষ্টি, কলা ইত্যাদি সবকিছুই জানা যায়। যে জাতির সাহিত্য নাই তাহারা জীবন্তেও মৃত প্রায়। বর্ত্তমান ইতিহাস যাহার সন্ধান দিতে অক্ষম, সেই অজানা কালের গৌরবময় দিনের প্রতিচ্ছবি আজও ভারতীয় দর্শনে সঞ্জীবিত হইয়া আছে—যেগুলির পূর্ণ তথ্য আজও চিন্তার মধ্যে আনিতে পারিতেছেনা। দেখিতে পাওয়া যায়, সেই গ্রন্থাদিতে যেগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়াছেন সেগুলি প্রতি অক্ষরে অক্ষরে আজকাল প্রতিফলিত হইতেছে। তাঁহারা যে গভীর চিন্তা-শীল ও সুদূরদর্শী ছিল সে বিষয় ইহা নিঃসন্দেহ প্রমাণ। দেখা যায় কতগুলি কার্য্যের সমাবেশ ও সমাজের পারিপার্শিকতাকে লক্ষ্য করে বা গণনা (হিসাব) আদির দ্বারা পরবর্ত্তী অবস্থা কিরূপ আকার ধারণ করিতে পারে তাহা অনুমান করে প্রতিরোধ উপযোগী ব্যবস্থার জন্য প্রায় প্রত্যেক দেশেই তার প্রতিকারের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন। এখনকার পণ্ডিতেরা পরবর্ত্তী ২০।৩০ বৎসরের মধ্যে কি অবস্থা দ্বারাতে পারে একটু অনুভূতি সমাজের সম্মুখে ধরিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই যাঁহারা অদ্যকারের পরিস্থিতি জানিতেন তাঁহারা ইদানিন্তন চিন্তাশীলগণ অপেক্ষা যে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ ও গভীর ভাবগ্রাহী তাহা সহজেই অনুমেয়।

কৃষ্টি-কলা, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, অঙ্ক যে কোনো বিষয়েরই চিন্তাধারায় ভারত অদ্বিতীয় গগণ চুম্বী। গণিত শাস্ত্রের দিকে লক্ষ্য করিলেও দেখা যায় তাঁহারা সংখ্যা গণনায় পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। পৃথিবীতে এমন একটা দেশ নাই যাহারা ভারতের সমকক্ষ গণনায় পৌছিয়াছেন। ভাষার দিক্ থেকেও দেখিতে গেলে দেখা যায় সংস্কৃত ভাষার মত বৈচিত্রপূর্ণ ও প্রাচীন ভাষা আর দ্বিতীয় নাই। ইহা ব্যতিতও দর্শন কলা, শিল্প আদির সমকক্ষই বা কোন্ দেশ ছিল?

মহাভারতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের বর্ণনা, দুর্যোধনের জতু-গৃহ নির্ম্মাণ; সঞ্জয়ের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রকে ভারত-মহাসমর ও রামায়ণে রামচন্দ্রের লঙ্কা প্রবেশের জন্য সাগর বন্ধন ইত্যাদি শিল্প-কলার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন।

সমাজের মাঝে এমন একটি অশ্লীলতার মাদকতা দেখা দিয়াছে যাহা চিন্তা করিলে মানুষ ও পশুদের মধ্যে বড় একটা তফাৎ গোচরিভূত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে পশু অপেক্ষাও মানুষ বহুখানি নিম্নস্তরে নেমে গিয়াছে। মনুষ্যত্ব বিকাশের পরিবর্ত্তে খল, শঠতায় পরিব্যাপ্ত। যাহা পশুদের মধ্যেও অতখানি নীচতা দেখা যায় না। যুগান্তকারী গ্লানীর বিভীষিকা যেন লেলীহান শিখায় দোদুল্যমান। চাক্ষুষ জড়বিশ্ব আজ মায়া-বিপনির তটে জড়সর। ছলনাময়ী কামিনী-মরিচিকার-পানে জিগীষু হইয়া দুবাটবীর তমোঘ্ন বেড়াজালের কুহকে আরূঢ়।

ভারতে প্রাচীন কালেও বিজ্ঞানের দিগন্তব্যাপী শিখা অত্যঙ্গীধারায় সমারূঢ় হওয়াতেও তদানিন্তন কালে মানুষ শুধু তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া থাকেন নাই; পরন্তু এমন এক অশ্রান্ত অনুভূতির অতলতলে অচিন্ত্য অধোক্ষজ তত্ত্বের রসপান করিয়া মানব জীবনের সর্ব্বোত্তম চিরন্তন অভিলসিত সন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন—যাহা আজ পর্য্যন্ত কোন দেশের মনীষিবৃন্দই তাহা দিতে সক্ষম হন নাই। ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতাই এমন এক অমোঘ নিত্য আনন্দের সন্ধান দিয়াছেন যাহা মানব মাত্রেরই অনুসন্ধান করা অতিশয় বিধেয়।

সেই যে অব্যক্ত (জড় ভাষায় ব্যক্তাতীত) অচিন্তের সন্ধান যাহার সঙ্গে কিছুরই তুলনা হয় না, তাহা বা কি? কি তাঁহারা পাইয়াছেন? মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য কি ও তাহার উদ্দেশ্যই বা কি? জীব জগতের পরিণামের অন্তরালেই বা কি নিহিত রহিয়াছে, তারই সন্ধান দিয়াছেন মহর্ষি শ্রীমদ্কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস—তাঁহার রচিত অসংখ্য গ্রন্থ সমূহে। বহু অভিজ্ঞতার পুঞ্জীভূত জ্ঞানের বিকাশ সাধন করিয়াছেন—জ্ঞান-নির্ঝরণী মন্দাকিনী-সলিলা সদৃশ অসংখ্য লেখনির আলেখ্যে; তাহার মধ্যে তিনি চূরান্তে গিয়ে **"শ্রীমদ্ভাগবত"** মাধ্যমে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই চির মঙ্গলকামী প্রত্যেক মানুষেরই একান্ত অনুশরণীয়—যাহার মাধ্যমেই মানব জন্মের সার্থকতা আনয়ন করে। সেই সন্ধানে নিয়োজিত হইলে জগতে প্রবাহিত হইতে পারে প্রকৃত শান্তির সুশীতল চিন্তাধারার সর্ব্বোত্তম সর্ব্বোচ্চ স্ফূর্ত্ত উৎস।

এ' প্রসঙ্গে সময়মত আরও বিস্তৃত আলোচনা করিবার আশা রহিল।

—শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী

নিরুত্তর

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯শ-বর্ষ, ১১শ-সংখ্যা, ৪১৭ পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চম পত্র

শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বিজয়েততাম্

গ্রাম—কুশলপুর,
পোঃ —আটাগুর (মেদিনীপুর)।
তাং ১৫।১১।৭০

যথাবিহিত সম্মান-পুরঃস্বরমিদং—

মাননীয় শৈলেনবাবু! পত্রে আমার নমস্কার গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবেন। আপনাকে ১০।৯।৭০ এবং ১২।১০।৭০ তারিখে দুইখানি পত্র দিয়াছিলাম। আশা করি তাহা যথা সময়ে আপনার নিকট পৌঁছিয়াছে। পত্রের মধ্যে আপনার এবং আলোক-তীর্থ গ্রন্থের প্রশংসা করা হইত তাহা হইলে বোধ হয় যথা সময়ে প্রত্যুত্তর আসিত; কারণ—যাহারা আপনার এবং ঐ গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন তাহাদের অনেকের নাম ঐ গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। আলোক-তীর্থের ১৪৩ পৃষ্ঠায় পত্র প্রদানের কথা রয়েছে তাহা প্রাকৃত পদ্ধতিতে অপ্রাকৃত দর্শনের জন্য। পর পৃষ্ঠায় (১৪৪ পৃষ্ঠায়) ৬ লাইন হইতে "শ্রীবিগ্রহের অপ্রাকৃত চিন্ময় তত্ত্ব" খণ্ডনের পরিবর্ত্তে অপ্রাকৃত তত্ত্ব স্থাপন করা হইয়াছে। তাহা বৈষ্ণবীয় স্পেশাল চক্ষু অর্থাৎ অবরোহ পথে সবিশেষ ভগবৎ চৈতন্যের মৌলিক তত্ত্ব নরাকৃতি কৃষ্ণচন্দ্রের কৃপাসিদ্ধ দর্শনে জ্ঞাতব্য হওয়া যায়। সবিশেষ চৈতন্যের দর্শন হইলে নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রালোক এবং অন্ধকার রূপ মায়ার দর্শন তিরোহিত হয়।

আলোক-তীর্থের ১৮৯ পৃষ্ঠায় ১২ লাইনে আপনি Challenge দিয়েছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত বেদব্যাসের লেখা তাহা কোন "প্রভুপাদ" বিশিষ্ট বা ডক্টরেট ডিগ্রিধারী প্রমাণ করিতে পারেন না। *

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রানাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥

---

* পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯শ-বর্ষ, ১১শ-সংখ্যা, ৪১৭ পৃষ্ঠায় ভাগবত বোপদেবের লেখা নয় এবং শঙ্করাচার্যের পূর্ব্বথেকেই যে ভাগবতের বিদ্যমানতা রহিয়াছে তাহা শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার চতুর্দ্দশ-বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৭ পৃষ্ঠায় 'সন্দর্ভ-সার (৬নং)' এই শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে বলে জানান হইয়াছে; পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির জন্য আগামী সংখ্যায় তাহা পুনর আলোচনা করা হইবে।

পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভাগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদ-সংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥" (গরুড় পুরাণ)

এই শ্লোকে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে শ্রীমদ্ভাগবত মহাভারতের অর্থ বিনির্ণয় এবং বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ বেদব্যাসের বিশুদ্ধ ভক্তিযোগে অবরোহ পথে সবিশেষ চৈতন্য-সমাধিলব্ধ গ্রন্থ। ভাগবতের "ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।" (ভাঃ ১।৭।৪) এই শ্লোকের উপলব্ধি হইলে তত্ত্ব বস্তুর পরিপূর্ণতম বিজ্ঞান সমন্বিত ভগবৎ দর্শন ভক্তের দর্শনে প্রকাশিত হয়। উহা অবরোহ পথেই দর্শন হইয়া থাকে; ভগবানের অপাশ্রিত মায়া তত্ত্ব নিত্যকালই সম্বন্ধযুক্ত রয়েছে তাহা দর্শন হয়। উক্ত দর্শন অচিন্ত্যভেদাভেদ দর্শনে প্রতিষ্ঠিত।

কোন তীব্র **"বিষবৃক্ষকে"** ধ্বংস করিতে হইলে পাতা, ফল-ফুল, শাখা-প্রশাখা ইত্যাদি ছেদন না করিয়া মূলোৎপাটন করিলে বিষবৃক্ষটি একেবারে ধ্বংস বিধান করা যায়। তীব্র বিষবৃক্ষরূপ আলোক-তীর্থের মূল ভিত্তি নির্ব্বাণ, নিরাকার, নির্ব্বিকল্প, কেবল অভেদবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উহার সাধন প্রণালী অণ্ড-পিণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডদেশ পরে দয়াল কুলমালিকের অবস্থান, তাহা যোগমার্গীয় মনকল্পিত ষটচক্রাবস্থানে সাধিত। উহার চরম সীমা নির্ব্বিকল্প সমাধি, সাজুর্য্য-মুক্তি। উক্তসাধনের ক্ষেত্র দৈহিক কসরৎএর মধ্যে সাড়ে তিনহাত ক্ষেত্রে অবস্থিত। সেই জন্যই উহা সসীম, হেয় প্রাকৃত সত্ত্বায় অবস্থিত। অতএব নিরাকার দর্শন কেবলাভেদ দর্শন ও সসীম প্রাকৃত দর্শন অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বদর্শনের দ্বারা খণ্ডিত হইলে তীব্র বিষবৃক্ষরূপ আলোক-তীর্থ একেবারে মূলোৎপাটন হইবে। শৈলেন বাবুর যদি ভাগবতের ১।৭।৪ শ্লোকের অনুভূতি হইত, তবে আলোক-তীর্থরূপ 'বিষবৃক্ষ' বা বেদান্ত সমিতির আচার্যদেবের দর্শনে **অন্ধকারগর্ত্তরূপ** গ্রন্থ সৃজন করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু কোমলশ্রদ্ধ জনগণের প্রচুর অকল্যাণ সাধন করিতেন না। কুপ-মণ্ডূকের সমুদ্র দর্শনের অক্ষমতা হেতু নিজের সাড়ে তিন হাত জলাংশকে সমুদ্র মনে করে। উহা তাহার অজ্ঞ সসীম দর্শনের পরিচয়, সমুদ্র-মণ্ডূক তাহার অসীম সবিশেষ জলাংশরূপ অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব দর্শনে বুঝিতে সমর্থ। আনন্দ শব্দ ভেদ বা বৈশিষ্ট্যের প্রকাশক। ভেদ বা বৈশিষ্ট্য ব্যতীত আনন্দ অনুভূতি হয় ইহা মিথ্যা কথা। আর অধিক কি? ইতি—

শ্রীধীরকৃষ্ণ সেবাসুহৃদ

(ক্রমশঃ)

শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভুর বিরহোৎসব

গত ৫ই মাধব, (৬ই মাঘ) ইং ২০শে জানুয়ারী শনিবার কৃষ্ণ-পঞ্চমী তিথিতে **শ্রীল নরহরি সেবা-বিগ্রহ** ঠাকুর মহাশয়ের বার্ষিক তিরোভাব-তিথি-উৎসব অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সর্ব্বত্রই যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়।

বলা বাহুল্য ২৪ পরগণার বনগাঁর নিকট আনন্দ পাড়ায় শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল বসু মহাশয়ের বাটীতে এ বৎসরও উক্ত বিরহ-তিথি-উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শ্রীবসু মহাশয়ের একান্ত আহ্বানে সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-ভিষিক্ত পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি প্রাপণ দামোদর মহারাজ ও সমিতির কয়েক ব্রহ্মচারী তাঁহার অনুগামী হইয়া উৎসবের পূর্ব্বদিবসেই তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হন। নির্দ্দিষ্ট দিবসের সকাল থেকেই পাঠ-কীর্ত্তন ও বিবিধ বিরহ-ব্যঞ্জক কীর্ত্তনাদির মধ্যে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের আলেখ্য অর্চ্চনান্তে তৎপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হয়। এতদুপলক্ষে উক্ত দিবসের মধ্যাহ্নে একটী মহতী সভার আয়োজন হয়। সভায় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি প্রাপণ দামোদর মহারাজ সভাপতিত্ব করেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের সেবা-বৈশিষ্ট্য শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে তাঁহার অলৌকিক অবদান, অফুরন্ত স্নেহের শাশ্বত প্রতিমূর্ত্তি, অশেষ গুণরাজি ও তাঁহার অসামান্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্নতা এবং তাঁহার অপ্রকটে যে ধর্ম্মজগতে অপুরণীয় এক বিরাট ক্ষতি হইয়াছে তাহা তাঁহার জীবন-দর্শন আলোচনা করিয়া অনেকেই আর্ত্তি নিবেদন করেন। পরিশেষে সভাপতি শ্রীল মহারাজ বৈষ্ণবগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব উভয়ই যে জগতের কল্যাণকর সেই প্রসঙ্গে এক দার্শনিক তথ্যপূর্ণ অভিভাষণ দান করেন। সভান্তে আহুত ভক্তমণ্ডলী ও সজ্জনগণকে এবং আগত বহুশত আবাল-বৃদ্ধবণিতা প্রভৃতিকে আকণ্ঠ ভরিয়া বিবিধ প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মাননীয় **শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল** বাবুর জীবনের বিশেষ একটি আদর্শ এই যে, গীতার শিক্ষা—'পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ', অপেক্ষা 'মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্, বাক্যের বা শিক্ষার আদর্শ আমরা তাঁহার জীবনে পরিস্ফুট দেখি। তিনি পিতৃতর্পণ না করিয়া শ্রীল নরহরি সেবা-বিগ্রহ প্রভুর ন্যায় মুক্ত-পুরুষের বার্ষিক বিরহ-স্মৃতি-মহোৎসব অতি বিপুলভাবে প্রতি বৎসরেই করিয়া আসিতেছেন। আমরা তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

তাঁহার বৈষ্ণব-সেবাবৃত্তি বিপুলভাবে উন্নতর হইয়া সগোষ্ঠী ঈশ্বরের করুণা লাভ করুন—ভগবানের নিকট ইহাই আন্তরিক প্রার্থনা।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

স্বপ্রকাশ

অংশুমালীর দীপ্ত কিরণ,
শশী-তারকার স্নিগ্ধ ভাতি,
(আর) বিজলী-বালার চকিত প্রকাশ—
করকা-নির্ঘোষ যাহার সাথী ;—
নারে প্রকাশিতে সেই তেজোধামে,—
অগ্নিদেবতা নামটি যা'র ;
অথচ সবার যা' কিছু প্রভাব,
অনুসরি' নিত্যকান্তি তাঁ'র ॥
তিনি রয়েছেন তাই সব আছে,—
দীপ্তিতে তাঁর ভুবন আলো ;
পরমব্রহ্ম পরমদেবতা,
তাঁরে বিনে সব অমার কালো।
নবজলধর শ্যামল শরীর,
ভকত-হৃদয়ে প্রকাশ যাঁ'র,—
সকল ভাতির মূল নিকেতন,
তাঁহারে সতত নমস্কার ॥

(শ্রীনদীয়া-প্রকাশ)

সংগ্রহ করুন ! সংগ্রহ করুন !!

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজকৃত

মায়াবাদের জীবনী

বা

বৈষ্ণব-বিজয়

প্রত্যেক ভক্তি-অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন।

ভিক্ষা—২·০০ মাত্র

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ
(নদীয়া)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ **শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির** নিখিল-ভুবন-মঙ্গলময়ী **আবির্ভাব-তিথিপূজা** (ফাল্গুনী পূর্ণিমা) উপলক্ষে **শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে** উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ২৫শে ফাল্গুন ১৩৭৪, ইং ৯ই মার্চ্চ, ১৯৬৮, শনিবার হইতে ১লা চৈত্র, ১৫ই মার্চ্চ শুক্রবার পর্য্যন্ত সপ্তাহ-ব্যাপী বিরাট **মহা-মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, কীর্ত্তন বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ বিতরণাদি** বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবে।

এই উপলক্ষে **শ্রীনবদ্বীপ-ধামের** অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন ও তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সংকীর্ত্তন-মুখে **ষোল ক্রোশ পরিক্রমা করা হইবে।** **এই বৎসরও শ্রীনৃসিংহপল্লী, মামগাছি ও শ্রীধাম মায়াপুরে মধ্যাহ্ন-ভোগরাগ ও প্রসাদ-সেবান্তে অপরাহ্নে সহর-নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।**

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিয়া সমিতির সদস্যবর্গকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা বিশেষতঃ **বর্ত্তমান খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া** সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং নবদ্বীপ পরিক্রমা-পঞ্জী পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি— ২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৭৪ ইং ১২।১১।৬৭।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরমহংসস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী** মহারাজের নিকট উপরি-উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ২৫শে ফাল্গুন, শনিবার ; ৯ই মার্চ্চ, (১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য) —গঙ্গা-স্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহদেবপল্লী** (মধ্যাহ্নে প্রসাদ-সেবা) ;

(২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ২৬শে ফাল্গুন, রবিবার ; ১০ই মার্চ্চ, (৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য) —গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলের-দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর।

৩। ২৭শে ফাল্গুন, সোমবার ; ১১ই মার্চ্চ, (৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য) —জান্নগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিদ্যানগর (শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এবং

(৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—

মামগাছি (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাটে **মধ্যাহ্নে প্রসাদ-সেবা**), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ২৮শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার ; ১২ই মার্চ্চ, (৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)— রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা এবং

(৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; অতঃপর কোলদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা।

৫। ২৯শে ফাল্গুন, বুধবার ; ১৩ই মার্চ্চ, (৯) **অন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য) —শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, শ্রীধর অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট ; তৎপরে **মধ্যাহ্নে-ভোগরাগ ও প্রসাদ সেবান্তে** নবদ্বীপ-সহরস্থ **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন**।

৬। ৩০শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার ; ১৪ই মার্চ্চ,—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎব**

৭। ১লা চৈত্র, শুক্রবার ; ১৫ই মার্চ্চ,—সাধারণ মহোৎসব—(**মহাপ্রসাদ বিতরণ**)।